রাগীব আলী

রাগীব আলী

সম্পাদনা পরিষদ

রাগীব আলী

www.pathagar.com

রাগীব আলী

প্রকাশনায় ঃ

সম্পাদনা পরিষদ

প্রথম প্রকাশ ঃ

২৯ আগস্ট ২০০১ সাল / ১০ জমাদিউস সানি-১৪২১ হিজরী

১৪ ভাদ্র ১৪০৮ সাল

প্রচ্ছদ ঃ

আরিফুর রহমান

মুদ্রণে ঃ

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

১২৫, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।

ফোন ঃ ৭১১০৫৬২

শুভেচ্ছা মূল্য ঃ ২৫০ টাকা

RAGIB ALI:- THE MAN & HIS WORKS.

PRICE # TK. 250 # $ 25.00

www.pathagar.com

www.pathagar.com

রাগীব আলী

সম্পাদনা পরিষদ

আহ্বায়ক

গ্রুপ ক্যাপ্টেইন ফজলুর রহমান (অবঃ), কবি সু-সাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক, গবেষক ও ইতিহাসবিদ

সদস্য

জনাব এ. এস. এম শাহজাহান, প্রাক্তন সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রনালয়

কবি মোহন রায়হান, কবি- প্রাবন্ধিক

সৈয়দ মোস্তফা কামাল, লেখক, গবেষক, বহু গ্রন্থ প্রনেতা, উপ-পরিচালক ইসলামী ফাউন্ডেশন সিলেট

জনাব মোঃ শাখাওয়াত হোসেন, প্রাক্তন বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম

জনাব এ. কে. মনোওয়ার উদ্দিন আহমদ, অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মির্জা আজিজ আহমদ বেগ, বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা, সু-বক্তা ও বিশিষ্ট সমাজ সংগঠক

জনাব শামসুল আলম, অধ্যক্ষ, আইডিয়াল কলেজ, ঢাকা

জনাব বাহালুল হক চৌধুরী মিরাজ, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (ভারপ্রাপ্ত) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

জনাব আব্দুর রউফ, সচিব, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড ও বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক সেবী

জনাব হারুন আকবর, প্রাবন্ধিক, ও গবেষক, সম্পাদক, জালালাবাদ লোক সাহিত্য পরিষদ

www.pathagar.com

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

প্রসঙ্গ কথা

সৃষ্টির সেরা জীব মানুষ। মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত। এই সেরা জীব কিন্তু পৃথিবীতে আসে স্বল্পকালীন মেয়াদ নিয়ে। মেয়াদান্তে সে চলে যায় অনন্তের আহ্বানে অনন্তলোকে। এই ক্ষণজীবি মানুষ আবার হয় ক্ষণজন্মা। রাগীব আলী এরূপ একজন ক্ষণজন্মা পুরুষ। তার পরিচিতি বৈচিত্র্যময়, সিলেটে তিনি লন্ডনী, লন্ডনে তিনি বাঙ্গালী, আর ঢাকায় তিনি সিলেটি। তিনি একের মধ্যে তিন, আবার তিনের মধ্যে এক। তবে তার কর্মকান্ড লন্ডন, ঢাকা ও সিলেট-সর্বত্র পরিব্যাপ্ত।

এক ঐতিহ্যবাহী মুসলিম পরিবারে ত্রিশের দশকে তার জন্ম। মুখে সোনার চামচ নিয়ে তিনি জন্মাননি। যৌবনের প্রারম্ভে তিনিও সিলেট থেকে বিলেত যান সোনার হরিণের সন্ধানে। পঞ্চাশের দশকে দেশ বলতে বোঝাত সিলেট আর বিলেত। সম্পূর্ণ নিজের প্রচেষ্টায় এবং স্রষ্টার ওপর বিশ্বাস রেখে তিনি সোনার হরিণ ধরতে সক্ষম হন। তিনি হন সফল ব্যবসায়ী- 'সেলফ মেইড্ ম্যান।'

২

মহাগ্রন্থ আল কোরআনে বলা হয়েছে- মানব জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য সৎকাজ করা। সৎকাজ অর্থাৎ জনহিতকর কাজ শ্রেষ্ঠ ইবাদত রূপে পরিগণিত। আল কোরআন নির্দেশিত সৎকাজ বাস্তবায়নে রাগীব আলী সফলকাম, সন্দেহ নাই। আমাদের সমাজে বিত্তশালী লোকের অভাব নাই। তবে একটি কথা আছে বিত্তশালীরা চিত্তবান হন না। রাগীব আলী এ ব্যাপারে ব্যতিক্রমধর্মী। তিনি প্রচুর বিত্ত-বৈভবের অধিকারী হয়েছেন বটে; কিন্তু সে বিত্তকে তিনি কুক্ষিগত করে রাখেন নি। তার বিত্ত এবং চিত্ত সমান তালে এগিয়ে চলে, এতে কোন ছন্দ পতন ঘটেনি। তাঁর বিত্ত জনহিতকর কাজে ব্যয়িত হয়।

৩

১৮৬১ সালে, প্রায় দেড়শ বছর পূর্বে কবি কৃষ্ণ চন্দ্র মজুমদারের 'সম্ভাব শতক' প্রকাশিত হয়। এই শতাব্দীর প্রথম পাদেও বাংলার ঘরে ঘরে পুস্তকটি পঠিত হতো। মহৎ জীবনের গাইড লাইন দিতে গিয়ে কবি লিখেছেন -

"নদী কভু পান নাহি করে নিজ জল
তরুগণ নাহি খায় নিজ নিজ ফল।
গাভী কভু নাহি করে নিজ দুগ্ধ পান
কাষ্ঠ দগ্ধ হয়ে করে পরে অন্ন দান।
শস্য জন্মাইয়া নাহি খায় জলধরে
সাধুর ঐশ্বর্য্য শুধু পরহিত তরে।"

www.pathagar.com

কবি খলিল জিবরান লিখেছেন-

"And There are those who give
And know not pains in giving
Nor do they seek joy,

Nor give with mindfulness of virtue
Through the hands of such as these
God speaks & from behind their eyes
He smiles up on the earth"-

আর জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ভাষায়-

"যারা দান করে আপনারে তারা নিঃশেষে দিয়ে যায়,
মেঘ ঝরে যায়, ভাবেনা তাহারা বিনিময়ে সে কি পায়।
যুগে যুগে এই পৃথিবী গেয়েছে সেই মানবের জয়
বিলায়ে দিয়েছে মানুষেরে যারা স্বীয় সব সঞ্চয়।

উপরে উদ্ধৃত তিনটি কবিতাংশের মর্মবাণীর নিরিখে নিঃসন্দেহে রাগীব আলীকে সাধু আখ্যা দেয়া যায়। এত প্রাচুর্যের মধ্যে থেকেও তার জীবন সহজ, সরল, অনাড়ম্বর। তিনি আপনাকে নিয়ে মোটেই বিব্রত নন। স্বীয় সঞ্চয় পরহিতে বিলিয়ে দিতে সদা তৎপর। মহান স্রষ্টা রাগীব আলীর হাত দিয়েই স্বীয় ইচ্ছা পূরণ করছেন।

৪

ফারসি সাহিত্যের পাঠকগণ আবু বিন আদমের কাহিনী অবগত আছেন। আবু বিন আদম ছিলেন মানবতাবাদী সাধু ব্যক্তি। মানুষের সেবায় তার জীবন ছিল উৎসর্গীকৃত। একদিন মধ্যরাতে তার নিদ্রাভঙ্গ হয়। তিনি দেখেন তার শোবার ঘর চন্দ্রালোকে আলোকিত এবং একজন ফেরেস্তা টেবিলে বসে কি যেন লিখছেন। আবু অতি সন্তর্পণে ফেরেস্তার নিকটে গিয়ে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করেন- "আপনি কি লিখছেন?" উত্তরে তিনি বললেন, আমি সেইসব মানুষের তালিকা তৈরী করছি, যারা আল্লাহতালাকে ভালবাসেন। আবু নম্রস্বরে অনুরোধ জানালেন- আল্লাহকে ভালবাসি দাবী করার মতো ধৃষ্টতা আমার নাই, তবে আমি "আল্লাহতালার সৃষ্ট মানুষকে ভালবাসি। এতে যদি আপনার তালিকায় আমি স্থান পাই, তবে নিজেকে ধন্য মনে করব।" কিছুদিন পরে আর এক মধ্য রাতে, আবু জাগ্রত হয়ে দেখেন যে পূর্বোক্ত ফেরেস্তা তার ঘরে একটি তালিকা টাঙ্গিয়ে দিয়ে চলে যাচ্ছেন। আবু ত্রস্ত পদে তালিকার নিকট যান ও দেখেন যে তালিকার শীর্ষে তার নাম রয়েছে। এ কাহিনীর সার কথা হলো মানুষকে ভালবাসাই প্রকারান্তরে আল্লাহতালাকে ভালবাসা। রাগীব আলীর জনহিতকর কর্মকান্ড মানুষকে ভাল বাসারই বহিঃপ্রকাশ। আর মহনবীর (সঃ) নির্দেশ, আল্লাহকে যদি ভাল বাসতে চাও, তবে মানুষকে ভালবাস।

www.pathagar.com

৫

বছর দুয়েক পূর্বে, রাগীব আলীর গুণমুগ্ধ কিছু সংখ্যক ব্যক্তি সিদ্ধান্ত নেন যে একটি স্মারকগ্রন্থের মাধ্যমে রাগীব আলীর কর্মকাণ্ডের খতিয়ান তুলে ধরতে হবে। স্মারক গ্রন্থ নামটি বেশ কৌতূকের সৃষ্টি করে। কারণ রাগীব আলী বহাল তবিয়তে জীবিত। স্মারকগ্রন্থ হবে মরণের পর। গুণীজনের গুণকীর্তন তার জীবদ্দশায় করা আমাদের সমাজে নিষিদ্ধ; কেননা বেঁচে থেকে অমর হওয়ার রেওয়াজ নাই। অমর হতে হলে আগে মরতে হয়। ফলে আমাদের দেশে গুণ ও গুণী মরণোত্তর Posthumas। তাই জাতীয় কবি নজরুল প্রশ্ন রেখেছেন-

জীবনে যারে কভু দাও নি মালা
মরণে কেন তাকে দিতে এলে ফুল?

আমরা জীবিত মানুষের কদর করিনা, তবে কবরে রাশি রাশি ফুল ছড়াই। কিন্তু কেন? মরহুম এখন ফুলের গন্ধ উপভোগ করতে পারবেন না। তিনি আনন্দ বিষাদের উর্ধ্বে, জিন্দাবাদ-নিন্দাবাদের অতীত।

শ্রদ্ধেয় ড. শহীদুল্লাহ আক্ষেপ করে বলেছিলেন-যে সমাজে গুণীজনের কদর হয় না, সে সমাজে গুণীজন জন্মায় না। মোদ্দা কথা মানুষকে জীবদ্দশায় সম্মান জানাতে হয়, মরণের পরে নয়। একজন ইংরেজ কবি কি সুন্দরই না বলেছেন -

If he earns your praise bestow it.
If you like him, let him know it.
Let words of encouragement now be said
For he can not read to tombstone,
When he is dead.

মানুষের প্রাপ্য সম্মান জীবনকালেই জানানো উচিত। মরণের পরে ঘটা করে মৃত্যুদিবস পালনের মধ্যে কোন সার্থকতা নেই। মানুষ জীবদ্দশায় নগদ পেতে চায়। বাকীর খাতা সর্বদা শূন্য থাকে।

৬

মহৎ কাজের স্বীকৃতি মানুষকে আরও মহৎ কাজের জন্য অনুপ্রাণিত করে। মহৎ জীবন সাধারণত সমাদরের প্রত্যাশী নয়। আপন মহিমায় ফুটে ওঠাই মহৎ জীবনের স্বাভাবিক ধর্ম। ফুল ফোটে, মৃগনাভি গন্ধ ছড়ায় কে তাতে মুগ্ধ হলো কি হলোনা, সে চিন্তা তাদের নয়। তবে স্বীকৃতিতে মানুষের স্বভাব আরও উজ্জ্বল হয়। তাই বিরল প্রতিভার অধিকারী, মহৎ হৃদয় রাগীব আলীর বহুমুখী জনহিতকর কর্মকান্ডের স্বীকৃতির ক্ষুদ্র প্রয়াস এই গ্রন্থ।

সর্বশেষে আল্লাহতায়ালার নিকট প্রার্থনা রাগীব আলীকে দীর্ঘজীবী করে আরো মহৎ কাজের তাওফিক দান করুন। আমিন ॥

ফজলুর রহমান

(আহবায়ক, সম্পাদনা পরিষদ)

www.pathagar.com

পুস্তক বিন্যাস ঃ

প্রথম পল্লব

বাংলা

পৃষ্ঠা ১-৩৯৮

দ্বিতীয় পল্লব

ইংরেজী

পৃষ্ঠা ১-৯৬

www.pathagar.com

প্রথম পল্লব

বাংলা

www.pathagar.com

সূচীপত্র

রাগীব আলী ও তাঁর বংশ পরিচিতি ১
মনির উদ্দিন চৌধুরী

ইতিহাসের আলোকে রাগীব আলী ৫
রাগীব হোসেন চৌধুরী

ইতিহাসের উত্তরণ ঃ রাগীব আলী ও মাটিয়াপুর প্রসঙ্গ ৭
হারুন আকবর

দানবীর রাগীব আলী ১১
দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ

রাগীব আলী সম্পর্কে ১৩
সৈয়দ আলী আহসান

রাগীব আলী ঃ প্রশংসনীয় ব্যক্তিত্ব ১৭
ডঃ ছদর উদ্দীন আহমদ চৌধুরী

রাগীব আলী ঃ এক কর্মব্যস্ত মানুষ ১৯
ড. ইয়াজউদ্দিন আহমেদ

রাগীব আলী সম্পর্কে কিছু কথা ২১
ডঃ এম. শমশের আলী

ব্যতিক্রমী মানুষ রাগীব আলী ২৩
অধ্যাপক শাহেদ আলী

কৃতি শিল্পপতি ও দানশীল ব্যক্তিত্ব রাগীব আলী ২৬
মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান

সে আমার অন্তরে ২৮
ড. শামসুল আলম

রাগীব আলী ঃ কর্মময় জীবন ২৯
ডঃ হাসানুজ্জামান চৌধুরী

রাগীব আলী ঃ একজন মহৎ ব্যক্তি ৩৬
ডঃ রঙ্গলাল সেন

ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিত্ব ৩৮
ডঃ নূরুল রহমান খান

জাতি রাগীব আলীর নিকট ঋণী ৪১
ড. মোঃ খলিলুর রহমান

দানবীর রাগীব আলী ৪৩
ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী

রাগীব আলীঃ আমি যেমন বুঝি ৪৬
আবুল মাল আব্দুল মুহিত

অসাধারণ ত্যাগী পুরুষ ৪৯
ইনাম আহমদ চৌধুরী

www.pathagar.com

রাগীব আলীর কথা ৫৩
ডঃ মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল
রাগীব আলী একজন কীর্তিমান মানুষ ৫৮
এ.এস.এম. শাহজাহান
পরিশ্রমী শিক্ষানুরাগী ও দানশীল মানুষ রাগীব আলী ৬১
ডঃ কাজী খলীকুজ্জামান আহমদ
এক উজ্জ্বল অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব ৬৩
ই.এ. চৌধুরী
আমার দেখা রাগীব আলী ৬৫
ড. আজিজুর রহমান
এই হোল রাগীব আলী ৬৭
ড. সৈয়দ রাশিদুল হাসান
শিক্ষা বিস্তারে রাগীব আলী ৬৯
ডঃ সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম (যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানকালীন)
কর্মযোগী রাগীব আলী ৭৩
ডঃ গৌরাঙ্গ দেব রায়
লক্ষ জনের একজন ৭৭
মোহন রায়হান
যে মানুষকে চিনি ৮৫
নজরুল ইসলাম চৌধুরী
রাগীব আলী ঃ মূল্যায়নের মানদন্ডে ৯১
সৈয়দ মোস্তফা কামাল
সফরনামা-এ-কামাল বাজার ৯৮
আবদুল মতীন জালালাবাদী
একজন রাগীব আলীর সন্ধানে ১০২
দিলওয়ার
দানশীল ব্যক্তিদের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি প্রয়োজন ১০৬
ফোরকান আহমদ
রাগীব আলী একজন সাচ্চা মুমিন ১১৫
কাজী মুতাসিম বিল্লাহ্
দানবীর রাগীব আলী ১১৭
সাদিয়া চৌধুরী পরাগ
শতাব্দীর অন্যতম দানবীর ১২১
বিপ্রদাস ভট্টাচার্য বাপ্পু
ক্ষণজন্মা পুরুষের সাথে কিছুক্ষণ ১২৪
এম এ রউফ
শতাব্দীর অন্যতম কৃতি পুরুষ ১২৬
মুহাম্মদ জহুরুল আলম
আমার দৃষ্টিতে রাগীব আলী ১৩০
শাহগীর বক্ত ফারুক

www.pathagar.com

রাগীব আলী সত্যিকার মানুষ ১৩২
লোকমান আহমদ
হৃদয়ে হাতেম তাঈ ১৩৬
ফরিদ উদ্দীন মাসউদ
রাগীব আলীকে যে ভাবে জানি ১৩৮
বশির আহমদ
অনগ্রসর বিশ্বে বাস করে যিনি অগ্রসর বিশ্ব নির্মাণের ভাবনায় মগ্ন ১৪১
নজরুল ইসলাম বাসন
রাগীব আলী এক প্রবাদ পুরুষের নাম ১৪৪
বক্সী ইকবাল আহমদ
রাগীব আলীঃ চেনা-অচেনায় ১৪৬
সবিহ্-উল-আলম
বিদ্যোৎসাহী রাগীব আলী ১৫১
এম. আর. শাহ্
দানবীর রাগীব আলী- এক অনন্যসাধারণ ব্যতিক্রমধর্মী শিল্পপুরুষ ১৫৩
গোলাম রব্বানী
সবুজের সমারোহ ঃ রাগীব আলীর মালনীছড়া ১৫৮
আফতাব চৌধুরী
টি-প্লান্টার রাগীব আলী ১৭১
সৈয়দ এ হাসিব
অভিনন্দন ১৭৩
এম. এ. হান্নান
রাগীব আলী ঃ মিল অমিল ১৭৪
মোঃ বাহালুল হক চৌধুরী মিরাজ
মহৎপ্রাণ রাগীব আলী ১৭৫
মোঃ সিরাজুল ইসলাম
রাগীব আলী এক স্বপ্নের পুরুষ ১৭৬
মতিউর রহমান চৌধুরী
হাতেম তাঈ থেকে রাগীব আলী ১৭৮
আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী
বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম ও রাগীব আলী ১৮১
আশফাক হোসেন দীপু
কর্মবীর রাগীব আলী ১৮৪
আবদুল হামিদ মানিক
আমার চোখে রাগীব আলী ১৮৬
অধ্যাপক কাজী আবদুর রউফ
রাগীব আলীঃ প্রসঙ্গ একটি হাসপাতাল ১৮৯
নজরুল ইসলাম চৌধুরী
রাগীব আলী ও সমাজ চেতনা ১৯৩
মুহাম্মদ নূরুজ্জামান

www.pathagar.com

রাগীব আলীকে যেভাবে দেখেছি ১৯৬
মাহমুদ হাসান সিদ্দিকী
রাগীব আলীকে শ্রদ্ধা জানাই ১৯৮
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
রাগীব আলীর জয় হোক ২০০
অলকানন্দা ব্যানার্জি
রাগীব আলীর মত মানুষ কেন পশ্চিমবঙ্গে জন্মায় না ২০২
কাজল চক্রবর্তী
রাগীব আলী ঃ এক বিস্ময়কর ব্যক্তিত্ব ২০৪
কৃষ্ণা বসু
যে মানুষ মানুষকে পথ দেখায় ২০৫
প্রদীপচন্দ্র বসু
কালজয়ী ব্যক্তিত্ব ২০৭
আবেদ রাজা
অন্য রকম একজন বীরোত্তম ২০৯
বেলাল বেগ
এ যুগের মহসিন ২১২
এস এ রকিব খান
চা-শিল্প ও রাগীব আলী ২১৪
মুজিবুর রহমান মুজিব
একজন ভাগ্যবানের কথা ২১৮
ফোরকান আহমদ
দু'টি কথা ঃ রাগীব আলী ২২৩
ডা. মোঃ হাবিবুর রহমান
মানুষকে ভালবাসতে যাঁর জীবন ২২৫
মুহাম্মদ আব্দুস সাত্তার
আমার দেখা রাগীব আলী ২২৮
মুস্তাফা জামান আব্বাসী
স্মৃতির অন্তরালে ২২৯
আলাউদ্দিন আহমেদ
রাগীব আলী এক ব্যতিক্রমধর্মী ব্যক্তিত্ব ২৩২
মেজর জেনারেল এ আর খান (অবঃ)
রাগীব আলী একজন দানবীরই নন গুণী ব্যক্তিত্বও ২৩৫
এম.এ. গনি
একজন রাগীব আলী ও তাঁর স্বপ্ন ২৩৭
মঈনুল আহসান সাবের
একজন রাগীব আলী ঃ অনুরাগের ঐশ্বর্যবর্তিকা ২৪০
নাহার জাহিদ
অনন্যা রাগীব আলী ২৪৫
কামাল চৌধুরী

www.pathagar.com

রাগীব আলী ঃ একজন মহান মানুষের প্রতিকৃতি ২৪৭
ইসহাক খান
লক্ষ তারার দীপ্তি ২৫০
নিশাত খান
শিক্ষা বিস্তারে রাগীব আলী ২৫৫
নন্দলাল শর্মা
কল্যাণকামী শিল্পপতি রাগীব আলী ২৫৭
আবুল কালাম আজাদ
একজন হাতেম তাঈয়ের কথা, একজন হাজী মহসিনের কথা ২৬১
দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী
রাগীব আলী ঃ এক ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব ২৬৫
এম.এ সামাদ
সম্পদের সদ্ব্যবহার ২৬৮
মোঃ রইছ উদ্দিন
রাগীব আলী একটি নাম ২৭২
মাওলানা ইমদাদুল হক
যুগশ্রেষ্ঠ রাগীব আলী ২৭৭
মোহাম্মদ মজিবর রহমান
আমার দৃষ্টিতে রাগীব আলী ২৮১
সৈয়দ আনিসুল হক
দানবীর রাগীব আলী ২৮৩
এম. মুস্তাফিজুর রহমান
দুখী মানুষের বন্ধু ঃ মানব দরদী রাগীব আলী ২৮৬
আমিনুল হক বাদশা
রাগীব আলী সম্পর্কে দু'টি কথা ২৯০
এ.এম.এম.নসরুল্লাহ খান
তিনি রাগীব আলী ২৯১
আবুল আসাদ
রাগীব আলী ঃ এক দানবীর ব্যক্তিত্ব ২৯৬
ডক্টর আনজুমন বক্ত আশফাক
রাগীব আলী ঃ আমার দেখা সেরা দানবীর ২৯৭
রাহাত খান
বড় মাপের মানুষ ৩০২
পল্লব কীর্তনীয়া
রাগীব আলীঃ কিছু স্মৃতি কিছু কথা ৩০৩
এম. মুহিবুর রহমান
মানবতার সেবায় নিবেদিত একজন মহৎপ্রাণ ব্যক্তিত্বকে অভিবাদন ৩০৫
সরকার শাহাবুদ্দীন আহমদ
একজন ক্ষণজন্মা পুরুষ রাগীব আলী ৩১০
সাখাওয়াত হোসেন

www.pathagar.com

সিলেটের রাগীব আলী ৩১৩
এ.বি.এম. মূসা
রাগীব আলী ঃ চিত্তে ও বিত্তে ৩১৬
আ.ফ.ম. কামাল
একজন নয় বাংলাদেশে আজ বহু রাগীব আলীর প্রয়োজন ৩১৯
আবদুল গাফফার চৌধুরী
অনন্য ব্যক্তিত্ব রাগীব আলী ৩২৪
এম এ রশীদ চৌধুরী
আমার দেখা একজন দার্শনিক ৩২৮
আশরাফুল ইসলাম চৌধুরী
রাগীব আলী ঃ একটি নক্সা জন্ম উদ্যোগ সফলতা ৩৩৫
অধ্যাপিকা সালমা চৌধুরী
রক্তকরবী ৩৩৯
দীপক লাহিড়ী
প্রিয় স্বপ্নের মানুষ রাগীব আলী ৩৪০
মঞ্জুষ দাশগুপ্ত
ভালবাসা যার নাম ৩৪২
সুরজিৎ ঘোষ
প্রচার বিমুখ নির্লোভ পুরুষ ৩৪৩
বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত
কবিতা প্রিয় মানুষ ৩৪৪
সমরেন্দ্র সেন গুপ্ত
মানব সেবায় নিবেদিত এক মহাপ্রাণ কর্মবীর ৩৪৫
ফজলুল কাদের কাদেরী
রাগীব আলী ঃ মূল্যায়নের ৩৫০
গ্রুপ ক্যাপটেন ফজলুর রহমান (অবঃ)
সমাজসেবক রাগীব আলী ৩৫৬
কামরুল ইসলাম সিদ্দিকী
রাগীব আলীর অবদান অবিস্মরণীয় ৩৫৭
লুৎফর রহমান সরকার
জাতির সেবার মূর্ত প্রতীক ৩৫৮
হাফিজ মাওলানা আব্দুল করিম
অন্যকে সম্মান না করলে নিজেও সম্মান পাওয়া যায় না ৩৬০
আল্লামা নূরুদ্দীন, মোহাদ্দিসে গহরপুরী
রাগীব আলী ৩৬২
মওলানা মোঃ আব্দুল লতিফ চৌধুরী (ফুলতলী)
রাগীব আলী ঃ এক কর্মবীরের নাম ৩৬৩
ড. আবু বকর আহমেদ হারুন
রাগীব আলী ৩৬৪
মুহাম্মদ ফরিদ উদ্দিন খান

www.pathagar.com

একটি প্রোজ্জ্বল জীবন ৩৬৬
চিত্রা লাহিড়ী
আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি ৩৬৭
শ্রী রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য
রাগীব আলীঃ আমার কথা ৩৬৯
নাছির উদ্দিন চৌধুরী
সমাজ হিতৈষী রাগীব আলী ৩৭০
নূরুন নাহার বেগম
দীর্ঘ জীবন কামনা করি ৩৭১
মেজর ইকবাল হোসেন চৌধুরী (অবঃ)
শুভেচ্ছা বাণী ৩৭২
কমর উদ্দিন ও মিসেস পলা মনজিলা উদ্দিন
অভিনন্দন ৩৭৩
এম,পি, মাহফুজ
প্রশংসা বাণী ৩৭৪
এয়ার ভাইস মার্শাল জামালউদ্দিন আহমেদ
সাপ্তাহিক যমুনাবার্তার শুভেচ্ছা ৩৭৫
ডাঃ জহুরুল হক রাজা
দিরাই থানার মাটিয়াপুরের ক্ষনজন্মা পুরুষ ৩৭৬
আপ্তাব উদ্দিন
জনাব রাগীব আলীকে যেমন পেয়েছি ৩৭৭
মোঃ নওয়াব আলী ভুইয়া
আল্লাহ্ তাঁর হায়াত দরাজ করুন ৩৭৯
সৈয়দ হাসান ইমাম হোসাইনী চিশতী
ভোগে নয় ত্যাগেই তৃপ্ত যিনি ৩৮১
মুহম্মদ আসাদ্দর আলী
বিত্তবানদের রাগীব আলীর মত এগিয়ে আসতে হবে ৩৮৪
মোহাম্মদ বেনাউল ইসলাম
রাগীব আলীর প্রতিকৃতি ঃ এক সন্ধ্যার প্রচ্ছদে ৩৮৬
ইকবাল হাসান
নিরন্তর খোঁজায় ব্রতী একজন অনন্য রাগীব আলী ৩৯০
সৈয়দ আব্দুল্লাহ খালিদ
অনন্য ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব দার্শনিক রাগীব আলী ৩৯৪
অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ
সিরাতুল মুস্তাকীমের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবার জন্য দোয়া করি ৩৯৬
মাওলানা মাহমূদুল হাসান
রাগীব আলীর প্রেম ৩৯৭
মুহম্মদ নূরুল হুদা

www.pathagar.com

রাগীব আলী ও তাঁর বংশ পরিচিতি

মনির উদ্দিন চৌধুরী

সিলেটের কবি প্যারীচরণ দাস তাঁর রচিত এক কবিতায় বলেছেন ঃ

'শ্রীহট্টে অগরু আছে আতরের মূল।
যার গন্ধে বিলাসীর পরাণ আকুল।।'

এতে বোঝা যায় এককালে সিলেটে প্রচুর পরিমাণ আগর আতর চন্দনসহ সুগন্ধী দ্রব্যাদি উৎপন্ন হতো। সিলেটের চাহিদাপূরণ করেও তা বিদেশে রফতানি হতো। সিলেটের মাটি ছিল উর্বরা। সুজলা-সুফলা-শস্য শ্যামলা- সিলেটের পুণ্যভূমি শুধু সুগন্ধী দ্রব্যাদি আগর-আতর-চন্দন ইত্যাদি উৎপন্ন করেই ক্ষান্ত হয়নি। যুগে যুগে এ মাটিতে জন্ম নিয়েছেন অসংখ্য জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিত্ব ।

পীর, ফকির, ওলী, আউলিয়া, রাজনীতিবিদ, কবি, সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী, ব্যবসায়ী, সমাজসেবক, রাষ্ট্রনায়কসহ সিলেটের অসংখ্য জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তি দেশে বিদেশে তাঁদের কর্মের দ্বারা সুনাম অর্জন করেছেন।

এমনি এক স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব, সিলেটের কৃতি সন্তানদের অন্যতম, বিশিষ্ট সমাজসেবী, মানবপ্রেমিক ও দানবীর জনাব রাগীব আলী সিলেট জেলার বিশ্বনাথ থানার কামাল বাজার এলাকার তালিবপুর গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ১৯৩৮ খ্রীস্টাব্দের ১০ অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আলহাজ্ব সৈয়দ রাশিদ আলী এবং মাতার নাম রাবেয়া বানু। আট ভাইয়ের মধ্যে তিনি পঞ্চম।

রাগীব আলীর পূর্ব পুরুষ সৈয়দ মোহাম্মদ ইয়াকুব ছিলেন মূলত আফগানিস্তানের অধিবাসী। খাজা ওসমান খান লোহানীর সেনাধ্যক্ষ হিসেবে তিনি এদেশে আসেন। বাংলা-ভারতে পাঠান মোঘলদের পরস্পর দ্বন্দ্বের কারণে এক সময় পাঠান শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। বংগের শেষ পাঠান বীর খাজা ওসমান খাঁ লোহানী মোঘলদের সাথে যুদ্ধে পরাজিত হতে হতে সিলেটে এসে আশ্রয় নেন। এক সময় তিনি ইটা রাজ্যে আক্রমণ চালিয়ে যুদ্ধে রাজা সুবিদ নারায়নকে পরাজিত ও নিহত করে রাজ্য দখল করে নেন। ইটার রাজধানী রাজনগর থেকে উহার নামক স্থানে স্থানান্তর করে শ্রীসূর্য গড়ে দুর্গ নির্মাণ করেন এবং দুর্গকে উন্নত সেনানিবাস রূপে গড়ে তোলেন। শ্রীসূর্য সেনাদুর্গের দায়িত্বে নিযুক্ত করেন তাঁর বিশ্বস্ত লোক সৈয়দ ইয়াকুবকে।

সৈয়দ মোহাম্মদ ইয়াকুব সেনাবাহিনীতে প্রথম যোগদান করেন ওসমান খাঁর চাচা ও শ্বশুর খাজা কতলু খার অধীনে। কতলু খাঁর মৃত্যুর পর ওসমান খাঁর অধীনে তিনি সেনাবাহিনীতে চাকরী করতেন। তিনি ছিলেন ওসমান খাঁর অত্যন্ত অনুগত। নিষ্ঠাবান ও বিশ্বস্ত হিসাবে তার যথেষ্ট সুনাম ছিল। সৈয়দজাদা ও উন্নত চারিত্রিক

www.pathagar.com

গুণাবলীর অধিকারী বলে ওসমান খান তাকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। একজন দক্ষ ও পারদর্শী সৈনিক হিসেবে সুনাম অর্জন করায় সৈয়দ মোহাম্মদ ইয়াকুবকে অল্প সময়ের ভিতর সেনাপতি পদে নিয়োজিত করা হয়।

ওসমান খাঁ গৌড় ও ইটা জয় করে উহার নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করে স্বাধীন সুলতানের মতো রাজ্য শাসন করছেন এ সংবাদ দিল্লীর সম্রাট জাহাঙ্গীরের কানে পৌঁছলে অচিরেই তাকে সমূলে ধ্বংস করার জন্য দিল্লীর সম্রাট জাহাঙ্গীর বাংলার সুবেদার ইসলাম খাঁর নিকট সংবাদ প্রেরণ করেন। দিল্লীর বাদশাহের অনুরোধে ইসলাম খাঁ সুজাত খাঁর নেতৃত্বে এক বিরাট সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। সুজাত খাঁর নেতৃত্বাধীনে মোঘল বাহিনী ওসমান খাঁর রাজধানী আক্রমণ করতে এগিয়ে আসছে সংবাদ পেয়ে ওসমান খাঁ তার পুত্র ও ভাইদের সংগঠিত করে এক শক্তিশালী সেনাবাহিনী প্রস্তুত করেন এবং মোঘলদের আক্রমণ প্রতিহত করার প্রস্তুতি নেন। ওসমান খাঁ তাদেরকে নিয়ে রাজধানী ত্যাগ করে চুয়াল্লিশ পরগনার অন্তর্গত দৌলম্বপুর বা দুর্লভপুর নামক স্থানে শিবির স্থাপন করেন। শিবিরের অপরদিকে এক জলমগ্ন ভূমি ছিল। মোঘল ফৌজের প্রতিবন্ধক রূপে জলার অপর তীরে ওসমান খাঁ শিবির স্থাপন করেন। জলার অপর তীরে সুপারী গাছের বাগানের উপর তক্তা বেঁধে তাতে খাজা ওসমানের কামান স্থাপন করে দুর্গকে সুদৃঢ় করা হয়।

মোঘল বাহিনী ওসমান খাঁর দুর্গ আক্রমণ করলে উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হয়। প্রতিদিন রণক্ষেত্রে উভয়পক্ষের অসংখ্য লোকক্ষয় হয়। ওসমান খাঁ ও তার সেনাপতিগণ দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য মরিয়া হয়ে যুদ্ধ করতে লাগলেন। প্রতিদিন অসংখ্য মোঘল সৈন্য পাঠানদের আক্রমণ সহ্য করতে না পেরে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করতেন। পাঠানদের তরবারীর আঘাতে এবং মত্ত হস্তীর শুড়ের আঘাতে অসংখ্য মোঘল সৈন্য রণক্ষেত্রে প্রাণ দিতে লাগলো। এভাবে কয়েকদিন যুদ্ধ চলার পর শেখ আব্দুল জলিল নামক এক মুঘল সৈন্যের তীরের আঘাতে ওসমান খাঁর বাম চক্ষু নষ্ট হয়। এ তীর খুলতে গিয়ে অপর চক্ষুও নষ্ট হয়। ফলে ওসমান খাঁ অন্ধ হয়ে যান এবং অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের ফলে তিনি মারা যান। এতে তার সেনাবাহিনীর মনোবল ভেঙ্গে পড়ে। তার ছেলে নেতৃত্ব গ্রহণ করলেও কয়েকদিনের মধ্যে যুদ্ধে পরাজিত হন এবং আত্মসমপর্ণ করেন।

মোঘল ও পাঠান বাহিনীর মধ্যে দৌলম্বপুর বা দুর্লভপুরের যুদ্ধে অসংখ্য লোক মারা যায়। মোঘল বাহিনী ওসমান খাঁর পরাজিত বাহিনীর প্রতি জঘন্য আচরণ করতে থাকে। ফলে প্রাণের ভয়ে অসংখ্য সৈনিক পালিয়ে বিভিন্ন দিকে চলে যায়। মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, সিলেট ও সুনামগঞ্জ সহ বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে আত্মগোপন করে বসবাস করতে থাকে। সেনাধ্যক্ষ সৈয়দ মোহাম্মদ ইয়াকুব মোঘল সেনাপতির নিকট আত্মসমপর্ণ না করে কয়েকজন বিশ্বস্ত সহচর নিয়ে ওসমান খাঁর দুর্গ ত্যাগ করে অজানা স্থানের উদ্দেশ্যে গভীর রাতে বাহির হন। সেনাবাহিনীর পোষাক পরিবর্তন করে সৈয়দ মোহাম্মদ ইয়াকুব সাধারণ পোষাক পরে হাঁটতে থাকেন। সারা রাত হাঁটতে হাঁটতে পথে ফজরের নামাজ আদায়

www.pathagar.com

করেন। দিনের বেলা হাঁটতে হাঁটতে দুপুরে এক মসজিদে জোহরের নামাজ আদায় করেন। নামাজ শেষে স্থানীয় এক ভদ্রলোক তাকে দাওয়াত করে বাড়ীতে নিয়ে যান এবং তাদের সকলের দুপুরের খাবার ব্যবস্থা করেন। খাবারের পর সৈয়দ মোহাম্মদ ইয়াকুব তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে আবার হাঁটতে থাকেন। এভাবে হাঁটতে হাঁটতে অবশেষে বর্তমান দিরাই থানার করিমপুর ইউনিয়নের অন্তর্গত এক জঙ্গল আবাদ করে বৃক্ষতলে অস্থায়ীভাবে থাকার ব্যবস্থা করেন। আশপাশের লোকজনের অনুরোধে মাটি কেটে ভিটে তৈরী করে এক ডেরা তৈরী করেন। সেদিন থেকে এ গ্রামের নামকরণ করা হয় মাটিয়াপুর, যা আজও ঐ নামে খ্যাত।

সৈয়দ মোহাম্মদ ইয়াকুব লেখাপড়া করার পর সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। জ্ঞানী লোক হওয়ায় তিনি মাটিয়াপুরে অবস্থান করার সময় তাঁর অনেক ভক্ত জুটে যায়। কারণ তিনি মানুষকে ভালভাবে চলার জন্য উপদেশ দিতেন। মানুষকে আপদে-বিপদে সাহায্য করতেন। সুখে-দুখে তার সাহায্য পেয়ে এলাকাবাসী তাকে আপন করে নেয় এবং সকলে গুরু স্বীকার করে তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে।

এভাবে দীর্ঘদিন চলার পর সৈয়দ মোহাম্মদ ইয়াকুব এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে বিয়ে করে সংসার শুরু করেন। তার একমাত্র পুত্র সৈয়দ মোহাম্মদ ইয়াছিন মাটিয়াপুরে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে ইয়াছিন মায়ের কাছে বর্ণ পরিচয় লাভ করার পর পিতার কাছে নিজ বাড়ীতে ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা লাভ করে পিতার কাছেই শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। সৈয়দ মোহাম্মদ ইয়াছিন ছিলেন সে যুগের একজন প্রখ্যাত আলেম ও পীর। পিতার মত এলাকায় তার যথেষ্ট সুনাম ছিল। সৈয়দ মোহাম্মদ ইয়াছিন একমাত্র পুত্র সৈয়দ মোহাম্মদ নাইওর ওরফে নাওরকে রেখে ইহলোক ত্যাগ করেন। সৈয়দ মোহাম্মদ নাইওরও পিতার কাছে থেকে ধর্মীয় জ্ঞান লাভ করেন। একজন কামেল ওলী আল্লাহ্ হিসাবে তার সুনাম ছিল। তিনি ছিলেন দু'পুত্রের জনক। তার প্রথম পুত্রের নাম সৈয়দ মোহাম্মদ ইয়াওর এবং দ্বিতীয় পুত্রের নাম সৈয়দ মোহাম্মদ দানিছ। সৈয়দ মোহাম্মদ দানিছ-এর পুত্র সৈয়দ মোহাম্মদ ইয়ার। তৎপুত্র সৈয়দ মোহাম্মদ গাবুর। তৎপুত্র সৈয়দ মোহাম্মদ মশ্রব আলী। তৎপুত্র সৈয়দ মোহাম্মদ আম্বর আলী। ঐ বংশের লোকজন আজও অত্যন্ত সম্মানের সাথে দিরাই থানার মাটিয়াপুর (সৈয়দ বাড়ী) গ্রামে বসবাস করছেন।

সৈয়দ মোহাম্মদ নাইওর এর বড় ছেলে সৈয়দ মোহাম্মদ ইয়াওর। তিনি পারিবারিক পরিবেশে প্রাথমিক জ্ঞান লাভ করার পর গৃহশিক্ষক ও পিতার হেফাজতে লেখাপড়া করেন। সৈয়দ মোহাম্মদ ইয়াওরকে উচ্চশিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে ঢাকার সোনারগাঁয়ে পাঠানো হয়। সেখানে সুনামের সাথে উচ্চশিক্ষা লাভ করে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি ছিলেন হাদিছ ও ফেকাহ্ শাস্ত্রে পারদর্শী। পিতার কাছে তিনি ধর্মীয় শিক্ষায় যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। সৈয়দ মোহাম্মদ ইয়াওর বিশ্বনাথ থানার কামাল বাজার এলাকার নভাগী নিবাসী একমাত্র ফুফুতো বোনকে বিয়ে করে তালিবপুরে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। ঐ পক্ষে সৈয়দ মোহাম্মদ ইয়াওরের একমাত্র পুত্র সৈয়দ মোহাম্মদ ফজর। তৎপুত্র সৈয়দ

www.pathagar.com

মোহাম্মদ নজর। তৎপুত্র সৈয়দ মোহাম্মদ বাকের। সৈয়দ মোহাম্মদ বাকের তিন পুত্রের জনক। তার পুত্ররা হলেন সৈয়দ মোহাম্মদ ছদর, সৈয়দ মোহাম্মদ নিজাম ও সৈয়দ মোহাম্মদ নবা। সৈয়দ মোহাম্মদ নিজাম ছিলেন একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি। তিনি অনেক ভূ-সম্পত্তির মালিক ছিলেন। তিনি একই পরগনার রামপাশা নিবাসী আনোয়ার খাঁ চৌধুরীর পুত্র আলী রাজা চৌধুরীর কাছ থেকে তৎকালীন ৫০/- (পঞ্চাশ) টাকা মূল্যে একখন্ড ভূমি খরিদ করেন। তিনি ছয় পুত্রের জনক। তার দ্বিতীয় পুত্র সৈয়দ মোহাম্মদ কামিল। তিনি তিন পুত্র ও এক কন্যার জনক। দ্বিতীয় পুত্র আলহাজ্ব রাশিদ আলী। তিনি শিক্ষানুরাগী ও একজন সমাজসেবী হিসাবে এলাকায় তার সুনাম ছিল। আলহাজ্ব রাশিদ আলী তার চাচা সৈয়দ মোহাম্মদ আফতর আলীর কন্যা সৈয়দা রাবেয়া বানুকে বিয়ে করেন। তিনি আট পুত্রের জনক। তার পঞ্চম পুত্র স্বনামধন্য দানবীর, সমাজসেবক, টি-প্লান্টার, শিল্পপতি, ব্যাংকার ও শিক্ষানুরাগী আলহাজ্ব রাগীব আলী।

একজন সফল ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি হয়েও একজন কবির হৃদয় ও দৃষ্টি নিয়ে তিনি তাঁর পারিপার্শ্বিক অবস্থানকে আলোকিত করার চেষ্টা করেন।

রাগীব আলী সিলেট শহরের রায় হুসেন নিবাসী ঐতিহ্যবাহী মাহফিজ হাউস (পাক্কা বাড়ী) নিবাসী ইরফান আলী চৌধুরীর কন্যা রাবেয়া খাতুন চৌধুরীকে বিয়ে করেন। আলহাজ্ব রাগীব আলীর স্ত্রী রাবেয়া খাতুন চৌধুরী তার মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তার মায়ের নাম নঈমা বানু চৌধুরী এবং নানার নাম দেওয়ান আব্দুল খালিক। নঈমা বানু চৌধুরী তার পিতার মৃত্যুর পর দেওয়ান আব্দুল খালিক ওয়াকফ স্টেটের মোতাওয়াল্লীর দায়িত্ব পালন করেন।

দেওয়ান আব্দুল খালিকের পূর্বপুরুষ ৩৬০ আউলিয়ার অন্যতম হযরত চেরাগ রওশন (রঃ) সুদূর সৌদি আরব থেকে সুলতান-উল-বাংলা হযরত শাহজালাল (রঃ)র সঙ্গী হয়ে এদেশে আগমন করেন। পরবর্তীতে ঐ বংশে অনেক উচ্চশিক্ষিত গুণী-জ্ঞানী ব্যক্তির জন্ম হয়। পাঠান ও মোঘল আমলে ঐ পরিবারের অনেকে সরকারী উচ্চপদে চাকরী করেন। দেওয়ান আব্দুল খালিকের নাতনী রাবেয়া খাতুন চৌধুরী একজন উচ্চশিক্ষিতা মহিলা। একজন আদর্শ গৃহিনী হিসাবে তার সুনাম আছে। আলহাজ্ব রাগীব আলী এক পুত্র ও এক কন্যার জনক।

তথ্য সূত্রঃ (ক) দিরাই মাটিয়াপুর সৈয়দ বাড়ীর সৈয়দ আম্বর আলী
(খ) সাবেক মন্ত্রী ইকবাল হোসেন চৌধুরী

বহু ইতিহাস গ্রন্থের প্রণেতা ও সচিব, মোবাইল পাঠাগার, সিলেট।

www.pathagar.com

ইতিহাসের আলোকে রাগীব আলী

রাগীব হোসেন চৌধুরী

আরব বণিকদের সাথে আগত ওলি আউলিয়ার কঠোর ত্যাগ ও সাধনার ফলে সপ্তম শতাব্দী থেকে বাংলার মাটিতে ইসলামের আলো পৌঁছতে থাকে। একই সময়ে সিলেটেও ইসলামের প্রচার শুরু হয়ে যায়। হযরত বুরহান উদ্দিন (রঃ) সহ কয়েক ঘর মুসলমান সিলেট বিজয়ের আগেও গৌড় রাজ্যে বসবাস করতেন। হযরত শাহজালাল (রঃ) ও তদীয় সহচর তিনশত ষাট আউলিয়ার আগমনে সিলেটে ব্যাপকভাবে ইসলামের প্রচার ও প্রসার ঘটলেও পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত মুসলিম রাজশক্তির অবস্থিতি ও প্রতিপত্তি এতদঅঞ্চলে তেমন জোরালোভাবে ছিল না। সম্রাট আকবরের সময় সরকার সিলেট-এর উল্লেখ আইন-ই আকবরীতে থাকলেও এর পরিধি ছিল অতি সীমিত অঞ্চলে। ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে মোঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে সমস্ত সিলেট অঞ্চল মোঘল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। তার আগে পর্যন্ত সিলেট বহুখন্ড রাজ্যে বিভক্ত ছিল। বখতিয়ার খলজীর বঙ্গ বিজয়ের পর থেকে সমস্ত বাংলা পাঠান মোঘল রাজশক্তির চারণক্ষেত্রে পরিণত হয়ে যায়। পাঠান মোঘল দ্বন্দ্বের সুযোগে বিপুল সংখ্যক জনশক্তি পশ্চিম ভারতসহ ইরান তুরান আফগান থেকে নানা পেশা নিয়ে রাজশক্তির আশ্রয়ে বঙ্গ আসাম তথা সিলেট অঞ্চলে অভিবাসী হন। তারা ছিলেন অভিজাত শ্রেণীর বৃহৎ অংশ। সিলেট অঞ্চলের অভিজাত পরিবারদের বেশীর ভাগই তাদের উত্তরাধিকারের দাবীদার। পাঠান মোঘলদের বংশধর। পাঠানগণ এক সময় মোঘলদের কাছে পরাজিত হতে থাকেন। ফলে বঙ্গের শেষ পাঠান বীর খাজা ওসমান খাঁ লোহানী মোঘলদের তাড়া খেয়ে বোকাইনগর হয়ে লাউড় ও গৌড়ের পথ ধরে সিলেটের ইটা রাজ্যে উপস্থিত হন এবং দখলের জন্য আক্রমণ চালান। ইটারাজ রাজা সুবিদ নারায়নকে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করে তার রাজ্য খাজা ওসমান খাঁ লোহানী দখল করে নেন এবং নিজ রাজ্য স্থাপন করেন। তার রাজ্যের রাজধানী ও রাজনগর থেকে শ্রীসূর্য্য দুর্গের উহার/উষার নামক স্থানে স্থানান্তর করে নেন। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস এখানেও মোঘল শক্তি তাঁকে শান্তিতে থাকতে দেয়নি! সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে মোঘল সেনাপতি সুজাত খাঁ ১৬১২ খৃষ্টাব্দে দৌলম্বরপুর (দুর্লভপুর) যুদ্ধে খাজা ওসমান খাঁ লোহানীকে পরাজিত ও নিহত করে সমগ্র সিলেট অঞ্চল মোঘল সাম্রাজ্যভুক্ত করেন এবং পাঠানশক্তি চিরতরে পর্যুদস্ত হয়ে যায়। খাজা ওসমানের বংশধরগণ মোঘল বশ্যতা স্বীকার করে নিলে খাজা ওসমান পক্ষীয় সৈন্য সামন্ত ও সেনাধ্যক্ষগণ সিলেট অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে পলায়নক্রমে বসবাস করতে থাকেন। তাঁদের বংশধরগণ এখনও সিলেটের নানা অঞ্চলে বিদ্যমান আছেন। খাজা ওসমানের অন্যতম সেনাধ্যক্ষ সৈয়দ মোহাম্মদ ইয়াকুব যুদ্ধ শেষে আত্মগোপন করেন এবং

www.pathagar.com

তৎকালীন সিলেটের দিরাই অঞ্চলে এসে আশ্রয় নেন এবং বর্তমান দিরাই থানার মাটিয়াপুর গ্রামে বসবাস শুরু করেন। মাটিয়াপুরের সৈয়দ বাড়ী ও সৈয়দ পরিবার আজও সৈয়দ মোহাম্মদ ইয়াকুবের উত্তরাধিকার বহন করে চলেছে। সৈয়দ মোহাম্মদ ইয়াকুবের প্র-প্রৌত্রের একজন সৈয়দ মোহাম্মদ ইয়াওর আপন ফুফাতো বোনকে বিবাহ করে সিলেটের বিশ্বনাথ থানার কামাল বাজার এলাকার তালিবপুর গ্রামে বিষয় সম্পদ প্রাপ্ত হয়ে শ্বশুর বাড়ীতে চলে আসেন। ঐ সৈয়দ মোহাম্মদ ইয়াওরের অধস্তন হলেন শিল্পপতি শিক্ষানুরাগী সমাজসেবী দানবীর রাগীব আলী। ওখানে একটি মনস্তাত্বিক ব্যাপার ঘটে যায়। সৈয়দ মোহাম্মদ ইয়াওরের ছেলে সৈয়দ মোহাম্মদ ফজর নানার বাড়ী নভাগীতে দৌহিত্র বংশ হিসেবে বসবাস করায় নানা বাড়ীর অন্যান্য বংশধরদের সাথে সমতা রাখতে গিয়ে নাম থেকে সৈয়দ পদবীটি বিযুক্ত করে নেন। কারণ তার নানা সৈয়দ ছিলেন না। সেই থেকে আজ পর্যন্ত সৈয়দ মোহাম্মদ ইয়াওরের বংশধারায় সৈয়দ শব্দটি বিযুক্ত হয়েই আছে।

দানবীর রাগীব আলী সৈয়দ মোহাম্মদ ইয়াওরের অধঃস্তন রাশীদ আলীর ঔরশে ও রাবেয়া বানুর গর্ভে ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে তালিবপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। রাশীদ আলীর আট পুত্রের পঞ্চম স্থানে তিনি। সিলেটে রাজা স্কুলে লেখাপড়া করেন। ১৯৫৭ সালে রাগীব আলী বৃটেনে পাড়ি জমান। প্রবাসে কঠোর শ্রমের মাধ্যমে ভাগ্যের উন্নয়ন ঘটান। ১৯৬১ সালে রেস্টুরেন্ট ও হোটেল ব্যবসায় জড়িয়ে পড়েন। প্রচুর অর্থ রোজগার করেন। ঝুঁকিপূর্ণ শেয়ার ব্যবসায় অংশ নেন। ভাগ্য তার সুপ্রসন্ন ছিল। তাই সহজে তিনি কোটিপতিতে পরিণত হয়ে যান। আজ দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পপতি। এখন ২২টি শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক। তাঁর মালিকানাধীন ৬টি চা-বাগান চা শিল্পে শীর্ষস্থানীয়। সিলেটে একাধিক বিলাসবহুল মার্কেট আছে তাঁর। ঢাকার অভিজাত এলাকায় বাড়ী করেছেন। সমাজসেবা ও শিক্ষা বিস্তারে রাগীব আলীর অবদান অতুলনীয়। তিনি ১৭২টি সমাজসেবা প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত। পত্রিকাসহ প্রকাশনা শিল্পেও তাঁর অবদান যথেষ্ট। শিক্ষানুরাগী রাগীব আলীর অমর কীর্তি হল জালালাবাদ রাগীব-রাবেয়া মেডিকেল কলেজ। তাছাড়া তিনি রাগীব-রাবেয়া ডিগ্রি কলেজসহ বহু স্কুল-মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা ও পৃষ্ঠপোষক। ঢাকায় নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি এবং এশিয়া প্যাসিফিক ইউনিভার্সিটির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। সিলেটে একটি ইউনিভার্সিটি ও একটি মডেল স্কুল স্থাপনের চেষ্টায় আছেন তিনি। দানবীর হিসেবে তাঁর খ্যাতি এখন দেশে-বিদেশে।

রাগীব আলী সিলেট শহরের রায় হুসেন পাক্কা বাড়ী নিবাসী ঐতিহ্যবাহী পরিবারের ইরফান আলী চৌধুরীর অন্যতম বিদুষী কন্যা রাবেয়া খাতুন চৌধুরীকে বিবাহ করেন। রাবেয়া খাতুন চৌধুরীও অত্যন্ত কর্মদক্ষ ও উদার হৃদয়ের অধিকারিনী। স্বামীর সাথে তিনিও সমাজ-সেবায় ব্যস্ত। উচ্চশিক্ষিত ও আদর্শবাদী নারী হিসেবে তার পরিচিতি সুধীমহলে আলোচিত। তারা এক পুত্র ও এক কন্যার জনক-জননী। ছেলের নাম আব্দুল হাই এবং মেয়ের নাম রোজিনা কাদের। সবাইকে নিয়ে দানবীর রাগীব আলী এক অনন্য সুখী পরিবারের কর্তা।

কবি, সাহিত্যিক, সাবেক সাধারণ সম্পাদক, কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদ-সিলেট ও সম্পাদক, মাসিক ভিলেজ ডাইজেষ্ট।

www.pathagar.com

ইতিহাসের উত্তরণ ঃ রাগীব আলী ও মাটিয়াপুর প্রসঙ্গ

হারুন আকবর

প্রকৃতির বিবর্তন ধারা চিরপ্রবহমান। প্রবাহিত বিবর্তন ধারা থেকে চলছে উত্থান আর পতন। একের আগমন অপরের প্রস্থান ঘোষণা করে। যা অনেকটা জাগতিক নিয়মে পরিণত হয়ে গেছে। মুঘলদের আগমনে পাঠানরা হারিয়ে যান ক্ষমতার দৃশ্যপট থেকে। ইংরেজরা সমূলে নিপাত করে মোঘল শাসন। বড়ই করুণ ইতিহাস। জাতীয় ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি আঞ্চলিক ও স্থানীয় ইতিহাসেও ঘটে। ক্ষুদ্রতর পরিবেশে গ্রামীণ সমাজেও তা লক্ষ্য করা যায়। সমাজ জীবনে যাদের ভূমিকা সুদৃঢ় ও কল্যাণকর-হস্ত ক্ষমতার রজ্জুতে বদ্ধ, অর্থে বিত্তে যারা বলীয়ান তাঁরাই উচ্চতর জনপরিচিতি পেয়ে যান। ব্যক্তির সুকর্ম একটি পারিবারিক সুপরিচিতি নিয়ে আসে। আমাদের জাতীয় ইতিহাসে এমনতর ব্যক্তি ও পরিবারের পরিচিতি অনেক। সিলেটের স্থানীয় ইতিহাসে এমনতর বহু ব্যক্তি ও পরিবারের সন্ধান পাওয়া যায়। নবাব আলী আমজাদ খাঁ, লক্ষ্মণছিরির দেওয়ান হাছন রাজা ও তাঁদের পারিবারিক বংশগৌরব এবং যশকীর্তি সিলেটবাসী অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও ইজ্জতের সাথে স্মরণ করে। বাংলার দেওয়ান মনসুর আর সেলবরসের তুতা মিয়ার নাম-ধাম জনপরিচিতি এক সময় মুখে-মুখে ছিল। আরও বহু পরিবার আছে যাঁদের সামাজিক পরিচিতি ও ভূমিকা জননন্দিত।

সিলেটের প্রতিটি থানায় ও বিশেষ গ্রামে দু'চারটি পরিবার পাওয়া যায় যাঁদের পরিচিতি মর্যাদা সাধারণ জনগণের চেয়ে বেশী। তাঁরা আদব-আখলাকে, চলা-ফেরায়, খাওয়া-দাওয়ায়, চলনে-বসনে-কথা-বার্তায়, শিক্ষা-দীক্ষায় পৃথক আভিজাত্যবোধ লালন করেন। ফলে সাধারণ্যে তাঁরা অভিজাতরূপে খ্যাত। এরকম অভিজাত পরিবার গ্রামেগঞ্জে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। প্রভাব প্রতিপত্তি, সম্পদের মাত্রা ও পরিমাপ কারও বেশী কারও কম। কারও আভিজাত্য ও জনপরিচিতি সুযোগ্য বংশধরের সুকর্মের কারণে যুগ যুগ ধরে বজায় থাকলেও অনেকের আভিজাত্য সঠিক উত্তরাধিকারের অভাবে বিবর্ণ ফ্যাকাশে হয়ে যায়। দেওয়ান হাছন রাজা ও নবাব আলী আমজাদ খাঁর বংশের আভিজাত্যবোধ জাগ্রত থাকলেও দেওয়ান মনসুর বা তুতা মিয়ার বংশধরেরা হারিয়ে গেছেন অনেক আগেই। ইতিহাস ঘাটলে এ ধরনের হাজারো নজীর মিলবে। অভিজাতরাও সময়ের বিবর্তনে বদলে যায়, দারিদ্র্যের কষাঘাতে ফিরে আসেন সাধারণের মাঝে। পাশাপাশি নতুন করে অভিজাত পরিবার গজিয়ে ওঠে। পুরাতনরা ঐতিহ্য আভিজাত্য ধরে রাখতে পারেন না। ধন, সম্পদ, শ্রম, মেধা, শক্তি, সাহস সবই নাগালের বাইরে চলে যায়।

www.pathagar.com

ধীরে ধীরে বংশ ও পারিবারিক পরিচিতি বিলীন হয়ে যায়। সবই কালচক্রে চাপা পড়ে। থাকে না কোন জনপরিচিতিমূলক উত্তরাধিকার। তাদের কর্ম ও গৌরব হয়ে পড়ে জনশ্রুতি ও ইতিহাসের বিষয়। এসব নেতিয়ে পড়া পিছিয়ে যাওয়া পারিবারিক ইতিহাসের পিছনে শুধু দুর্বল ব্যক্তি চরিত্র, অর্থনৈতিক বিপর্যয়ই দায়ী থাকে না, বহুলাংশেই সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন বিবর্তন সক্রিয় অংশীদারিত্ব গ্রহণ করে। পাকিস্তান ও বর্তমান বাংলাদেশ আমলের অর্ধশত বছর সময় পর্যবেক্ষণ করলেই অনেক পারিবারিক উত্থান পতনের ঘটনা চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

কালচক্রে অর্থনৈতিক সামাজিক রাজনৈতিক বিপর্যয়ে যাদের বা যে সকল পারিবারিক জনপরিচিতি ও সামাজিক উচ্চাসন জনারণ্যে তলিয়ে যায় তাদের মধ্যে কোন কোন পরিবারের ব্যক্তি বিশেষের প্রচেষ্টায় পুনরায় আলোচনায় চলে আসতে দেখা যায়। তখন অনেকে প্রশ্ন তুলতে থাকেন এরা কারা বা কে? শুরু হয়ে যায় ইতিহাস ঘাটাঘাটি। অনুসন্ধান চলে কোথায় তাঁদের উৎপত্তি, কোথায় তাঁদের পতন। তখন ইতিহাসের চাপাপড়া পৃষ্ঠা উল্টে যায়, স্বাভাবিক নিয়মে। বেরিয়ে আসে অতীত ইতিহাস। সে ইতিহাসেও পাওয়া যায় কিছু শ্লাঘা, কিছু গৌরবের কথা। এমনি এক নির্লিপ্ত নির্মোহ ইতিহাসের প্রত্যক্ষ উত্তরাধিকারী হলেন সিলেটের শিল্পপতি, শিক্ষাদরদী সমাজসেবী দানবীর এবং বহুলালোচিত ব্যক্তি রাগীব আলী। চিরাচরিত নিয়মে জাগ্রত হয়ে উঠেছে তাঁর ঘুমন্ত অতীত। জনশ্রুতি মতে রাগীব আলীর পূর্বপুরুষও ইতিহাসের তাড়া খেয়ে স্থানান্তরিত হয়েছেন এক অঞ্চল থেকে আরেক অঞ্চলে। তাঁর পূর্ব পুরুষ ছিলেন যোদ্ধা। যোদ্ধাদের উত্থান আর পতন স্বাভাবিক নিয়তি। সে নিয়তির নির্মম শিকার ছিলেন ইতিহাসের অনেক পুরুষই। রাগীব আলী সে ইতিহাসের এক নবজাগ্রত উত্তরাধিকার। তিনি জাগিয়ে দিয়েছেন তাঁর পূর্ব পুরুষের ভিটা মাটিকে। দিরাই থানার মাটিয়াপুর গ্রামকে। উল্লেখ্য, জনাব রাগীব আলীর ঊর্ধ্বতন সপ্তম পুরুষ সৈয়দ মোহাম্মদ ইয়াওরের পূর্ব-পুরুষ ছিলেন আফগান যোদ্ধা। খাজা ওসমানের সহযোগী। সপ্তদশ শতকের প্রথমার্ধে মোগল বাহিনীর সাথে মৌলভীবাজারের দৌলম্বপুর (দুর্লভপুর) যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর পাঠান ও আফগান যোদ্ধাগণ সিলেটের বিভিন্ন পার্বত্য অঞ্চল ও ভাটি এলাকায় বসবাস শুরু করেন। সেইসব যোদ্ধাদের একজন বসতি স্থাপন করেন দিরাই থানার মাটিয়াপুর এলাকায়। তাঁরই বংশধর সৈয়দ মোহাম্মদ ইয়াওর এক পর্যায়ে মাটিয়াপুর থেকে সিলেটের বিশ্বনাথ থানার তালিবপুর এলাকায় এসে বসতি স্থাপন করেন। দানবীর রাগীব আলী তাঁরই অধঃস্তন সপ্তম পুরুষ।

সম্প্রতি দানবীর রাগীব আলীকে গণসম্বর্ধনা দেওয়া হল তাঁর পূর্বপুরুষের স্মৃতিধন্য মাটিয়াপুর গ্রামে। সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন সাবেক মন্ত্রী বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ মেজর (অবঃ) ইকবাল হোসেন চৌধুরী, সিলেট পৌরসভার সাবেক চেয়ারম্যান এ্যাডভোকেট আ.ফ.ম. কামাল, লেখক, গবেষক সৈয়দ মোস্তফা কামাল, কবি মোহন রায়হান, দৈনিক আজকের সিলেট-এর প্রধান পরিচালক লোকমান আহমদসহ আরও অনেক। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির ভাষণে মেজর (অবঃ)

www.pathagar.com

ইকবাল হোসেন চৌধুরী বলেন, সিলেটের মাটি থেকে উৎসারিত এক কৃতি সন্তান, যিনি আজ সারা দেশের গৌরব। এক দেশে একটি শতাব্দীতে একজন রাগীব আলীর জন্ম হয়। তাঁদেরকেই বলা হয় ক্ষণজন্মা। এদেশে অনেক বড়লোক আছেন। মানুষ তাদেরকে ভয় করে, অন্তর থেকে শ্রদ্ধা করে না। কিন্তু আজ আমরা একজন সত্যিকারের বড়লোক দেখলাম। যিনি সকল দিক থেকেই বড়।' তিনি তাঁর ভাষণে রাগীব আলীর সঠিক পরিচয় ও কর্মপ্রচেষ্টাকে তুলে ধরে বলেন, 'রাগীব আলী মাটি ও মানুষের সাথে সম্পৃক্ত এক জনকল্যাণকামী পুরুষ। মানব সেবাই তাঁর ধর্ম। সাধারণ অবস্থা থেকে উত্তরণ ঘটায় মানুষের দুঃখ-দুর্দশাকে বোঝা ও উপলব্ধি করার অনুভূতি তাঁর মাঝে সদাজাগ্রত। ফলে উপার্জিত সম্পদ জনকল্যাণে ব্যয় করতে তাঁর নেই কোন ভাবনা।' আ.ফ.ম. কামাল তাঁর ভাষণে বলেন, 'আজ এমন এক দুঃসময়ে আমাদের বসবাস যে আমরা কৃষক পিতাকে পিতা বলে স্বীকৃতি দিতে চাই না। এই সময়েই আজ এদেশের অন্যতম ধনাঢ্য ব্যক্তিত্ব এবং দানবীর রাগীব আলী প্রত্যন্ত জনপদ মাটিয়াপুরে ছুটে এসেছেন তাঁর শেকড়ের কাছে।'

রাগীব আলী একজন সাহসী ব্যক্তি। নিজের সঠিক অবস্থান চিহ্নিত করতে তিনি মাটিয়াপুরে পূর্ব-পুরুষের জরাজীর্ণ ভিটে বিচ্ছিন্ন জনপদে গিয়ে হাজির হন। জীবনযুদ্ধে মানুষ কিভাবে হারে আর জিতে কিভাবে মানুষ তাঁর শেকড় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে সেই ইতিহাসকে জনসমক্ষে তিনি উপস্থাপনে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর আত্মপরিচয়কে জাগিয়ে দিয়েছেন, মহিমান্বিত করেছেন। যা অনেকের পক্ষেই সম্ভব নয়। শুধু একা নয় নিজের বংশ বুনিয়াদকে সামনে নিয়ে এসেছেন। সকল দুর্বলতাকে কাটিয়ে উঠেছেন সাহসের সাথে। এটা তাঁর ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ। তাই সৈয়দ মোস্তফা কামাল বলেন, 'বৃক্ষ শিকড়ের সাহায্যে মাটি থেকে রস সংগ্রহ করে বেঁচে থাকে। একটি জাতিও তেমনি তাঁর ইতিহাস থেকে সংগ্রহ করে নেয় ঐতিহ্যের সঞ্জীবনী শক্তি। জনাব রাগীব আলী ধনগর্বী না হয়ে মানবপ্রেমী হয়েছেন এবং ইতিহাসের প্রতি সম্মান জানাতে আজ মাটিয়াপুর এসেছেন। এখানে আরেক ইতিহাসের সৃষ্টি হল।' এ জন্য মাটিয়াপুরের জনগণ কৃতিত্বের দাবিদার এবং তাঁর অংশীদার জনাব রাগীব আলীও। রাগীব আলী বিশাল সম্পদের মালিক হলেও আদমজী, ইস্পাহানী, দাউদ, সায়গল আর টাটা বিড়লার মতো সম্পদ খ্যাতি এখনও পাননি। কিন্তু দাতা সমাজসেবী শিক্ষাদরদী জনকল্যাণকামী হিসেবে স্বীয় পরিচিতিকে অনেক ঊর্ধ্বে নিয়ে গিয়েছেন- যা আদমজী ইস্পাহানীদেরও হার মানায়। অনেক ক্ষেত্রে রাগীব আলী নবতর ইতিহাসের স্রষ্টা। যার দরুণ রাগীব আলীর পিছনে তাকানোর প্রয়োজন নেই। তবুও তিনি অতীতের দিকে দৃষ্টি দেন; খুঁজে ফেরেন ঐতিহ্যকে, স্বীয় পারিবারিক সংস্কৃতিকে। ঐতিহ্যপ্রেমী রাগীব আলী স্বনামেই ধন্য। সুতরাং নিজেকে ধন্য করার জন্য তিনি অতীতকে খোঁজেন নি বরং অতীতই ধন্য হয়েছে রাগীব আলীকে পেয়ে। আজ দিরাই থানার মাটিয়াপুর গ্রামের সৈয়দ বাড়ি গৌরবান্বিত হল, ধন্য হল নিজ সন্তানের পরশে।

www.pathagar.com

রাগীব আলীর মতো সুসন্তান নিজ বংশধারায় জন্ম দিয়ে মাটিয়াপুরের সৈয়দগণ তাঁর সুকর্মের ফলশ্রুতিতে নতুনভাবে পেলেন জনপরিচিতি। নতুন করে উত্থান ঘটালো তালিবপুরে হিজরতকারী সৈয়দ মোহাম্মদ ইয়াওর এবং মাটিয়াপুরে অবস্থানকারী সৈয়দ মোহাম্মদ দানিছের বংশধারার। আর ব্যতিক্রমী পুরুষ রাগীব আলী এ কৃতিত্বের দাবিদার। তাই বলতে হয় ধন্য, রাগীব আলী ধন্য মাটিয়াপুরের সৈয়দবাড়ি ও পরিবার।

প্রাবন্ধিক ও গবেষক, সম্পাদক, জালালাবাদ লোকসাহিত্য পরিষদ।

www.pathagar.com

দানবীর রাগীব আলী

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ

মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ ১৭৫৭ সালে পলাশীতে নওয়াব সিরাজ উদ্ দৌলার সেই শোচনীয় প্রতারণামূলক পরাজয় থেকে ১৯০৫ সালে এ দেশের বাঙালি মুসলমানদের জীবনের নানা ক্ষেত্রে অভ্যুত্থানমূলক কালকে তাদের নবজীবনের সূচনার ইঙ্গিতবাহী কাল বলে চিহ্নিত করেছেন। এ কালেই অবিভক্ত বাংলাদেশের সুবিখ্যাত দানবীর হাজী মোহাম্মদ মহসিন (১৭৩২-১৮১২ ইং) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর দানের কথা আজ বাংলাদেশ তথা সর্বত্র সকলেই নির্দ্বিধায় গ্রহণ করেন।

এ কালেই নওয়াব আব্দুল লতীফ (১৮২৩ জন্ম) ১৮৬৩ সালে এ বাংলাদেশেই মুসলিমদের নবজাগরণের জন্য তার সুবিখ্যাত Mohamedan Literary Society কলিকাতাতে প্রতিষ্ঠা করেন, বাংলাই যে অধিকাংশ বঙ্গবাসী মুসলিমের মাতৃভাষা সে বিষয়টি প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত করেন। তিনি তৎকালীন বঙ্গীয় মুসলিম সমাজের নেতাদের ও মধ্য ভারতের তখনকার মাওলানা কেরামত আলী জৌনপুরী থেকে এ বিষয়ে সাহায্য পেয়েছিলেন। যা হোক তাঁরই প্রচেষ্টায় মাওলানা আকরম খাঁ বর্ণিত অভ্যুত্থানকে নওয়াব আব্দুল লতীফের ১৮৬৩ সালে প্রতিষ্ঠিত Mohamedan Literary Society-ই যে প্রকৃতপক্ষে মৌলিক ভিত্তি সে সম্বন্ধে আর সন্দেহের অবকাশ নেই।

আমাদের সৌভাগ্যই বলতে হবে এ যুগে আমরা সেই দানবীর হাজী মোহাম্মদ মহসীনের উত্তর-পুরুষ হিসেবে পেয়েছি এমন এক ব্যক্তিকে যাকে- অবলীলাক্রমে এ দেশের হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের লোক তাদের শিক্ষা দীক্ষা প্রভৃতি জীবনের সকলক্ষেত্রে মহান দাতা হিসেবে পেয়েছেন। তিনি হচ্ছেন দানবীর রাগীব আলী।

এ দানবীরের কর্মজীবন শুরু হয়েছে যৌবনের প্রারম্ভে। তিনি সিলেটবাসী অন্যান্য উৎসাহী যুবকদের সঙ্গে দেশ থেকে যান গ্রেট ব্রিটেনে। নানাবিধ কারখানাতে কাজের লোক রাগীব ক'বৎসর সেখানে ব্যস্ত থাকার পর বেশ মূলধন সঞ্চয় করে সঙ্গে সঙ্গে একজন নামকরা ব্যবসায়ী হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তদবধি সিলেট এবং ঢাকারও কোন কোন প্রতিষ্ঠানে তিনি হাজী মোহাম্মদ মহসিনের মতই অকাতরে দান করে চলেছেন। তার এসব দানের মধ্যে স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসাতে

www.pathagar.com

দান করেছেন এবং সম্পূর্ণ নিজ ব্যয়ে এরূপ অনেক সমাজকল্যাণমূলক জনহিতকর অনেক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন এবং এখনও তা অব্যাহত আছে। মোহাম্মদ মহসিন সম্বন্ধে ছেলেবেলায় একটা চমকপ্রদ কাহিনী পাঠ করেছিলাম। তাতে তাঁর মহৎ হৃদয়ের পরিচয় সম্পর্কে একটা সত্য ঘটনা ছিল। এক রাত্রিতে এক চোর তার হুগলীর বালাখানায় প্রবেশ করে তার ব্যবহারের জন্য রক্ষিত একটা প্রকান্ড ডেগ নিয়ে পালিয়ে যাবার সময় তাকে তিনি পাকড়াও করেন। চোর যথাসাধ্য চেষ্টা করেও তার কব্জি থেকে মুক্তি পাননি। তখন নিরুপায় হয়ে কেঁদে ফেলে এবং কাতর হয়ে বলে 'আপনি হুজুর এত বড় দানবীর এ ডেগ আমি নিয়ে গেলেও আপনার বিশেষ কোন ক্ষতি হবে না। তবে আপনি এখন আমাকে পুলিশের কাছে সোপর্দ করলে এবং আপনার জবানবন্দিতে আমাকে দীর্ঘকাল জেলে থাকতে হবে।' মহসীন তখন তাকে আশ্বাস দিয়ে বলেন, 'তোমার কোন ভয় নেই, আমি তোমাকে পুলিশের ফাঁড়ি দিয়েই নিয়ে যাবো, সেখানে তাদের কাছে সাফাই গেয়ে বলবো আমি খুব ইচ্ছা করেই তোমাকে এ ডেগ দিয়েছি। তোমাকে যাতে চোর বলে সন্দেহ করে পাকড়াও না করে সে জন্যই তোমাকে এগিয়ে দিতে এসেছি। বলা বাহুল্য তার ওয়াদা মত তিনি কাজ করেন। সেই চোর তার এ ব্যবহারে ভালো মানুষে রূপান্তরিত হয়ে গেলো। সে ডেগ নিয়ে চলে যাবার সময় কাঁদতে লাগলো এবং বললো 'আমি আপনার নিকট থেকে এ ডেগ নিলাম এখন থেকে আমি আর চুরি করবো না। বাকী জীবন পরিশ্রম করে উপার্জন করবো।' আমাদের এ দ্বিতীয় মহসিনের পক্ষে এরূপ উদারতার কোন দৃষ্টান্ত প্রকাশ করার সুযোগ হয়েছে কিনা আমার জানা নেই। হয়তো হয়েছে বা হবে।

এসব অগণিত দানের মাধ্যমে এদেশকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করার পরেও তার নিজস্ব সম্পত্তি হিসাবে যেসব সম্পত্তি রয়েছে তার মূল্যও কম নয়।

বর্তমানে আমাদের দেশে তিনি ব্যতীত আরও ধনী ব্যবসায়ী রয়েছেন এবং তাদের মধ্যেও কেহ কেহ নিজ গ্রামে মেডিক্যাল কলেজ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করে এদেশের চিকিৎসার ক্ষেত্রে দেশবাসীকে অগ্রসর করেছেন। আমরা দেশবাসী এসব জীবন যাত্রা পথে সফল ব্যক্তিগণের নিকট থেকে দেশবাসীর কল্যাণ কামনার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া জানাই। আলহাজ্ব রাগীব আলী সম্প্রতি যৌবন কাল থেকে উত্তীর্ণ হয়ে প্রৌঢ়ত্বের সীমায় পৌঁছেছেন। আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করি তিনি যেন তার পূর্বসূরী হাজী মোহাম্মদ মহসীনের মত দীর্ঘায়ু লাভ করেন এবং তার মত আজীবন তার দেশকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করে যান। আমিন।

সাহিত্যিক, দার্শনিক, জাতীয় অধ্যাপক।

www.pathagar.com

রাগীব আলী সম্পর্কে

সৈয়দ আলী আহসান

আমি রাগীব আলী সম্পর্কে প্রথম শুনি শাহেদ আলীর কাছে। আমি তাঁকে দেখতে আগ্রহী হয়েছিলোম। কথা ছিল শাহেদ আলী তাঁকে নিয়ে একদিন বিকালে আমার বাসায় আসবেন। কিন্তু শাহেদ আলী অসুস্থ থাকায় তা সম্ভবপর হয় নি। রাগীব আলী এরপর একদিন নিজেই এসেছিলেন। প্রথম দৃষ্টিতেই তাঁর হাস্যোজ্জ্বল মুখ আমাকে আকর্ষণ করলো। ফর্সা চেহারা, শান্ত এবং অমায়িক ভঙ্গি, দেখামাত্রই রাগীব আলীকে খুব নিকটের মানুষ মনে হয়। তিনি আমার কুশল জিজ্ঞেস করলেন এবং আমিও তাঁর কুশল জিজ্ঞেস করলাম। তিনি জানালেন যে তাঁর একটি সংবর্ধনা গ্রন্থ রচিত হচ্ছে, সেখানে আমি তাঁর সম্পর্কে যদি কিছু লিখি তাহলে তিনি আনন্দিত হবেন। তিনি কিছু কাগজপত্র আমাকে দিলেন সেগুলোতে তাঁর দাতব্য কর্ম এবং মানবহিতৈষণার পরিচয় আছে। উক্ত কাগজপত্রের মধ্যে রাগীব আলীকে লেখা ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনী ব্লেয়ারেরও একটি পত্র দেখলাম। কাগজপত্রেই আমি প্রমাণ পেলাম যে রাগীব আলী একজন গুণবান ব্যক্তি।

অল্প বয়সে রাগীব আলী লন্ডনে চলে যান। ব্যবসায়ে সফলতা অর্জনের জন্য। লন্ডনে সিলেটবাসীদের প্রধান ব্যবসা হচ্ছে রেস্তোরাঁ ব্যবসা। রাগীব আলীও এ ব্যবসায়ে নামবেন ঠিক করলেন। রাতদিন কঠোর পরিশ্রম করে তিনি এ ব্যবসার নিয়ম-কানুন এবং কৌশল ভালোভাবেই জেনে গেলেন। লন্ডনে রিজেন্ট স্ট্রিটে 'বীরস্বামী' নামক একটি ভারতীয় রেস্তোরাঁ আছে। সেখানে কিছুকাল তিনি চাকরি করেন। এখন অবশ্য লন্ডনে অনেক ভালো রেস্তোরাঁ হয়ে গেছে, কিন্তু এক সময় 'বীরস্বামী' সর্বশ্রেষ্ঠ ভারতীয় পরিচালিত রেস্তোরাঁ ছিল। 'বীরস্বামী'তে চাকরি করতে গিয়ে রাগীব আলী অত্যন্ত দক্ষতার পরিচয় দেন। এরপর তিনি লন্ডনের শেয়ার মার্কেটের সঙ্গে যুক্ত হন। শেয়ার বেচাকেনার মাধ্যমে তিনি প্রভূত বিত্তের অধিকারী হন। তিনি লয়েডস এবং মিডল্যান্ড ব্যাংকের মাধ্যমে শেয়ার বেচাকেনা করতেন। সততা, নিষ্ঠা এবং একাগ্রতার ফলে তিনি অল্পদিনের মধ্যেই ব্যবসায়ে সাফল্য অর্জন করেন এবং একজন ধনাঢ্য ব্যক্তিতে পরিণত হন। এরপর তিনি চিন্তা করতে থাকেন কি করে 'বীরস্বামী'র মতো একটি রেস্তোরাঁ প্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন। ব্যক্তিগত উদ্যোগে ১৯৬১ সালের জুলাই মাসে লন্ডনের স্ট্রেথামহিলে 'তাজমহল' নামে একটি রেস্তোরাঁ খোলেন। 'তাজমহল' অচিরেই খাদ্যরসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। লন্ডনে থেকে চিরকালই স্থায়ীভাবে ব্যবসা করে যাবেন এটা তিনি কখনো ভাবেন নি। স্বদেশের দিকে তাঁর দৃষ্টি সব সময় ছিল। তিনি বৃহত্তর সিলেটের বিভিন্ন

www.pathagar.com

স্থানে চা-বাগান ক্রয় করেন এবং সেগুলো যথাযথভাবে পরিচালনার ব্যবস্থা করেন। সিলেটের চা-শিল্পকে এভাবেই তিনি সমৃদ্ধ করেন।

বাংলাদেশ সৃষ্টির পর রাগীব আলী দেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং দেশের শিল্পায়নে পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করেন। রাগীব আলী যে সমস্ত চা-বাগান ক্রয় করেছিলেন সেগুলোর সবগুলোই ছিল রুগ্ন এবং লোকসানী। রাগীব আলী এই চা-বাগানগুলোর মালিকানা ও দায়িত্ব গ্রহণ করে এগুলোকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেন। তিনি চা শিল্পের সঙ্গে সঙ্গে ট্যানারী শিল্পের দিকেও দৃষ্টি দেন এবং সেক্ষেত্রেও সাফল্য অর্জন করেন। একটি কথা এখানে বলা দরকার রাগীব আলী তাঁর বিত্তকে ব্যক্তিগত অধিকার হিসেবে গ্রহণ করেন নি। আল্লাহর দেয়া আমানত হিসেবে গ্রহণ করেছেন। সর্বদাই তিনি ভেবেছেন, যে ঐশ্বর্য তাঁর আছে সেটা শুধু তাঁরই নয়, তাতে সকল মানুষের অধিকার আছে। তিনি চতুর্দিকে যেসব মানুষকে দেখেছেন অসহায় এবং হতোদ্যম তাদের অসহায়তা তিনি দূর করবার চেষ্টা করেছেন এবং তাদের জীবনে উদ্যম এনে দেবার কথা ভেবেছেন। আমি রাগীব আলীর সঙ্গে কথা বলে বুঝলাম যে তাঁর মধ্যে মানুষের কল্যাণের জন্য একটি স্বাভাবিক চিন্তা আছে। এই স্বাভাবিক চিন্তা থেকে তিনি তাঁর স্ত্রী এবং নিজের নামে একটি ফাউন্ডেশন করেছেন। তিনি লোকহিতকর অজস্র কাজ করেছেন। তাঁর মধ্যে প্রধান হচ্ছে ঃ জালালাবাদ রাগীব-রাবেয়া মেডিকেল কলেজ। এ কলেজটি তাঁর অমর কীর্তি। সিলেটের দরিদ্র জনসাধারণের জন্য এ কলেজটি এবং সন্নিহিত হাসপাতালটি একটি অসাধারণ জনহিতৈষণার পরিচয় বহন করে। তিনি অসংখ্য কল্যাণমুখী কাজের মধ্যে এ কলেজটিকে বিশেষ প্রাধান্য দিয়েছেন। শুনেছি, তিনি রাস্তাঘাট এবং সাঁকো নির্মাণে প্রচুর অর্থ ব্যয় করেছেন। তাছাড়া বহু জরাজীর্ণ পুরাতন প্রতিষ্ঠানের সংস্কারকল্পে তিনি সেগুলোকে কার্যোপযোগী করেছেন। শুধুমাত্র সিলেটের জন্যই নয়, বাংলাদেশের যেখানেই সুযোগ পেয়েছেন সেখানেই তিনি মানুষের কল্যাণে এগিয়ে এসেছেন। আমার মনে হয় যথার্থ জনকল্যাণটি কখনো লোক দেখানো বিষয় নয়। রাগীব আলীও নিজের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য লোকহিতকর কর্মে হাত দেননি। তিনি আন্তরিকভাবে লোকজনের দুঃখ-দুর্দশা লাঘব করতে চেয়েছেন এবং সেক্ষেত্রে নিষ্ঠা এবং সততার কারণে সফলকাম হয়েছেন। একজন মানুষ তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনে যতোটা কাজ করতে পারে রাগীব আলী যেন সে হিসাবকেও অতিক্রম করেছেন।

আমি শুনে আশ্চর্য হলাম যে রাগীব আলী অনেক স্কুল এবং মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাঁর দান আছে। দেখা যাচ্ছে যে বিত্তের অহমিকায় তিনি উদ্ধত হননি, বরঞ্চ বিত্ত তাঁকে বিনয়ী করেছে। যখন মানুষ সত্যিকারভাবে বিশ্বাস করে যে বিত্তটা হচ্ছে আল্লাহর দেওয়া আমানত তখনই সে বিনয়ী হয়। রাগীব আলীর মধ্যে এই বিনয় দেখে মুগ্ধ হয়েছি। একদিন যতটা সময় তিনি আমার সঙ্গে ছিলেন, তিনি তাঁর কথাবার্তায় এবং সরল-সহজ আচরণে আমাকে মোহিত করেছিলেন। অল্প সময়ের মধ্যে তিনি আমার অন্তরঙ্গ

www.pathagar.com

হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর মধ্যে কৌতুকপ্রিয়তাও আমি লক্ষ্য করেছি। আমার কৌতুককে তিনি উচ্ছ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করেছেন। এবং তাঁর কৌতুক বাক্যেও আমি মুগ্ধ হয়েছি। শাহেদ আলী যখন রাগীব আলীর কথা আমাকে বলেছিলেন ধারনা আমি রাগীব আলীকে চিনি। চিনতাম না ঠিকই, যখন চিনলাম তখন অকস্মাৎ মনে হয়েছিল ইনি যেন আমার অনেক দিনের পরিচয়ের মানুষ। আমি সিলেটে অনেকবার গিয়েছি এবং সেখানকার অনেকের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটেছে, কিন্তু রাগীব আলীর সঙ্গে তখন পরিচয় হয়নি। কিন্তু এখন তাঁর পরিচয় পেয়ে এটা অনুভব করলাম যে তিনি একজন ধর্মপ্রাণ মানুষ এবং মানুষের কল্যাণের জন্য নিবেদিতপ্রাণ। আমি প্রথমবার যখন সিলেটে যাই তখন রাগীব আলী লন্ডনে ছিলেন। এখন আমি আমার জীবনের প্রান্তে এসে তাঁকে চিনলাম, ভালোই লাগল।

রাগীব আলী যখন ব্রিটেনে ছিলেন তখন সেখান থেকেই তাঁর উপার্জনের সূত্রপাত এবং সেখানেই তিনি সেবামূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। এই ইতিহাসটি আমার জানা নেই। কিন্তু শুনেছি ইংল্যান্ডে প্রবাসী বাঙালি এবং ব্রিটিশ নাগরিকদের সঙ্গে মিলিতভাবে তিনি জনকল্যাণমুখী বহু প্রতিষ্ঠান সে দেশে গড়ে তুলেছিলেন। এটাও শুনেছি যে প্রবাসী বাঙালিদের সাহায্যের জন্য ইংল্যান্ডে যারা এগিয়ে আসতেন রাগীব আলী ছিলেন তাদের অন্যতম। ইংল্যান্ডে প্রবাসী বাঙালিদের অবস্থানকে সহজ করা, তাদের চাকরি যোগাড় করে দেয়া, ছেলেমেয়েদের শিক্ষার সুযোগের ব্যবস্থা করা এবং স্বদেশীদের জন্য চিকিৎসার সুযোগ এনে দেয়া এসব ক্ষেত্রে রাগীব আলীর কৃতিত্ব অসাধারণ।

রাগীব আলী সিলেটের জনসাধারণের জন্য 'সিলেটের ডাক' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। এ পত্রিকাটি দৈনিক পত্রিকা হিসেবে বর্তমানে সিলেটে বহুল পরিচিত। পত্রিকা পাঠ করলে রাগীব আলীর বিভিন্ন জনহিতকর কর্ম সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। বহিঃবিশ্বেও বাঙালিদের মধ্যে পত্রিকাটির পরিচয় আছে। ইংল্যান্ডে অবস্থানরত সিলেটবাসীরা পত্রিকাটির মাধ্যমে এ দেশের খবর পেয়ে থাকেন। মূলত সিলেটের সাধারণ মানুষের অভাব-অভিযোগ এবং সমস্যার কথা তুলে ধরবার জন্যই তিনি 'সিলেটের ডাক' পত্রিকাটি প্রতিষ্ঠিত করেন। পত্রিকা প্রকাশ একটি জটিল কর্ম। পত্রিকা প্রতিষ্ঠিত করা এক কথা, কিন্তু তাঁকে জনপ্রিয় করে বাঁচিয়ে রাখা অত্যন্ত কঠিন কর্ম। সে কঠিন কর্মে রাগীব আলী সফল হয়েছেন।

তাঁর মত এতো ব্যাপকভাবে জনহিতকর কর্মে খুব কম মানুষই এগিয়ে আসতে সাহসী হন। বাংলাদেশের স্বাধীনতার আন্দোলন যখন চলছিল তখন লন্ডনে অবস্থানরত বাঙালিরা মুক্তিযুদ্ধে সর্বাত্মক সহযোগিতার জন্য এগিয়ে আসেন। যে সমস্ত বাঙালি এ উদ্যোগে অংশগ্রহণ করেন রাগীব আলী তাদের মধ্যে একজন ছিলেন। শুনেছি যে লন্ডনের কেমব্রিজ গার্ডেনে বাংলাদেশ সেন্টার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে রাগীব আলীরও ভূমিকা ছিল। এ সেন্টারের জন্য প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র তিনি ক্রয় করে দিয়েছিলেন। তিনি বাঙালিদের সঙ্গে নিয়ে দ্বারে দ্বারে পথে পথে ঘুরে

www.pathagar.com

মুক্তিযুদ্ধের জন্য অর্থ সংগ্রহ করেছেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর আমি যখন লন্ডনে গিয়েছিলাম তখন সেখানকার বাংলাদেশ হাইকমিশনার মরহুম সৈয়দ আবদুস সুলতানের কাছে লন্ডনের হাইকমিশন অফিস প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সিলেটবাসীদের চেষ্টার কথা শুনি। রাগীব আলী বাংলাদেশের হাইকমিশনের অফিস ক্রয়ের ক্ষেত্রে অর্থ সাহায্য করেছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে লন্ডনে অবস্থানরত সিলেটবাসীরা যেভাবে সাহায্যের জন্য এগিয়ে এসেছেন তাঁর পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস এখনো আমরা জানি না। এই ইতিহাস লিপিবদ্ধ হওয়া উচিত।

রাগীব আলী সততা, উদারতা এবং মহত্ত্বে একজন অসাধারণ পুরুষ। শুনেছি বিভিন্ন কর্মে অগ্রসর হতে গিয়ে তিনি পদে পদে বাধার সম্মুখীন হয়েছেন। কিন্তু সেইসব বাধা অতিক্রম করে স্বদেশবাসীর কল্যাণে তিনি নিজেকে নিয়ুক্ত রেখেছেন সর্বদাই। রাগীব আলীর কর্মনিষ্ঠা এবং স্বদেশপ্রেম আমাদের জন্য আদর্শ হয়ে থাকুক।

কবি, সাহিত্যিক, জাতীয় অধ্যাপক, ভাইস চ্যান্সেলর, দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়।

www.pathagar.com

রাগীব আলী ঃ প্রশংসনীয় ব্যক্তিত্ব

ডঃ ছদর উদ্দীন আহমদ চৌধুরী

একজন সাধারণ মানুষ একাগ্রভাবে, প্রবল মনোবল ও পরিশ্রম দ্বারা প্রভূত উন্নতি সাধন করতে পারে তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখেছেন জনাব রাগীব আলী। গত ষাট-সত্তর দশকে বিলেতে প্রবাসী হয়ে অন্যান্য অনেক প্রবাসীদের মত ক্যাটারিং ও রিয়েল এস্টেট ব্যবসা নিয়ে তাঁর জীবনযাত্রা শুরু হয়। তখন থেকে তিনি সবসময় চিন্তা করে আসছেন, দেশে ফিরে দেশের জন্য কোন কিছু করবেন। তাই আশির দশকের প্রথমেই তিনি কোহিনূর ইন্ডাস্ট্রিজের জেট পাউডারের মালিক হয়ে বাজারজাত শুরু করেন ও সিলেটের একজন অধিবাসী হিসাবে স্বাভাবিকভাবে চা-শিল্প প্রসারের দিকে নজর দেন। সিলেট শহরের নিকটবর্তী মালনীছড়া বাগান ক্রয়ের মধ্য দিয়ে দেখাতে সমর্থ হন যে অলাভজনক একটি প্রতিষ্ঠানকে সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনায় লাভজনক করা যায়। তাঁর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে এবং কঠোর পরিশ্রমে এই বাগানে চা গাছ ছাড়াও অন্যান্য সব ধরনের গাছপালা লাগিয়ে প্রচুর আয় করতে সমর্থ হয়েছেন। এরপর একে একে তিনি আরো কয়েকটি চা-বাগান ক্রয় করেন। বর্তমানে তিনি সাতটি চা বাগানের মালিক হয়ে দেশের চা শিল্পে একটা বিরাট অবদান রেখেছেন। তাছাড়া তিনি ব্যাংক, ইন্স্যুরেন্স ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হন। বাংলাদেশ সরকার যখন দেশে প্রাইভেট ব্যাংক স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়, তখনই জনাব রাগীব আলী 'সাউথ ইষ্ট ব্যাংক' স্থাপনের জন্য অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেন এবং বর্তমানে সেই ব্যাংকের ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

শিক্ষাক্ষেত্রে জনাব রাগীব আলীর অবদান অপরিসীম। তিনি তাঁর নিজ গ্রাম এবং আশপাশের পশ্চাৎপদ অঞ্চলে শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে প্রাইমারী স্কুল, মাধ্যমিক স্কুল এবং উচ্চ শিক্ষার্থে একটি কলেজ স্থাপন করেন। এগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ, শিক্ষকদের বেতন এবং অন্যান্য খরচাদি তিনি নিজে বহন করে আসছেন এবং এগুলোতে শিক্ষার গুণগত মান যাতে বজায় থাকে, সেগুলোর জন্য সংশ্লিষ্ট ম্যানেজমেন্ট কমিটিকে সব সময় চাপ দিয়ে থাকেন। তাছাড়া সেসব এলাকার অন্যান্য সমাজকল্যানমূলক প্রতিষ্ঠানে আর্থিক সাহায্য এবং রাস্তাঘাট সংস্কার ও উন্নয়ন সাধন করেন। সিলেট শহরেও স্কুল, কলেজগুলোতে তিনি নানাভাবে সাহায্য করে থাকেন। মদনমোহন কলেজের অডিটরিয়াম নির্মাণসহ আলাদা ক্যাম্পাসে 'বিজনেস স্কুল' স্থাপনে সহায়তা করেন। ১৯৯৫ সালে সিলেট শহরের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে এক মনোমুগ্ধকর পরিবেশে সিলেট-সুনামগঞ্জ রাস্তার সন্নিকটে তাঁর স্থাপিত 'রাগীব-রাবেয়া মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল' এতদঞ্চলের এমনকি

www.pathagar.com

সারা বাংলাদেশের চিকিৎসা ক্ষেত্রে এক অনন্য ভূমিকা রাখছে। বর্তমানে কলেজে প্রায় তিনশত পঁচিশ জন ছাত্র-ছাত্রী অধ্যয়ন করছে এবং এই বছরের শেষে এমবিবিএস ডিগ্রী নিয়ে প্রথম ব্যাচের ছাত্র-ছাত্রীরা বেরিয়ে আসবে। হাসপাতালে রয়েছে আধুনিক যন্ত্রপাতি। অনেক অভিজ্ঞ ও যোগ্য চিকিৎসক কর্মরত আছেন হাসপাতাল এবং কলেজে। শিক্ষকদের মধ্যে বেশ কয়েকজন প্রবীণ শিক্ষক রয়েছেন যাঁদের দেশের প্রধান প্রধান সরকারী মেডিকেল কলেজে প্রফেসর হিসাবে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা রয়েছে। দেশে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ক্ষেত্রে জনাব রাগীব আলীর উদ্যোগ অত্যন্ত প্রশংসনীয়। ১৯৯১ সালে দেশের প্রথম বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় 'নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়' স্থাপনে তিনি বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছেন। ট্রাষ্টি বোর্ডের ফাউন্ডার ডাইরেক্টর হিসাবে তিনি প্রচুর আর্থিক অনুদান ছাড়াও ফাউন্ডেশনের ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা কার্যক্রম শুরুর ব্যাপারে তাঁর উদ্যোগ অতি প্রশংসনীয়। ১৯৯৫ সালে 'এশিয়া প্যাসিফিক বিশ্ববিদ্যালয়' স্থাপনের সময় তিনি সস্ত্রীক সংশ্লিষ্ট ফাউন্ডেশনের সদস্য হন। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের রিজার্ভ ফান্ডের জন্য আমি জনাব রাগীব আলী সাহেবকে অনুরোধ করলে তিনি তাতে সম্মতি দান করেন এবং আমি তখন মালনীছড়া বাগানে এসে তাঁর কাছ থেকে ৫২ লাখ টাকা নিয়ে সরকারের কাছে জমা দিলে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের যথাযথ অনুমতি পাওয়া যায়। তিনি এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাউন্ডেশনেরও ভাইস চেয়ারম্যান। এ বিশ্ববিদ্যালয়টি এখন একটি প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে খ্যাত। বর্তমানে এখানে প্রায় ৮০০ ছাত্র-ছাত্রী অধ্যয়ন করছে। জনাব রাগীব আলী এখন সিলেটে পূর্ণাঙ্গ বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছেন এবং সরকারের কাছ থেকে এ বিষয়ে অনুমোদন পাওয়া গেছে। শীঘ্রই এখানে একটি উন্নতমানের বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে যেখানে আধুনিক এবং সময়োপযোগী বিষয়বস্তুর উপর শিক্ষা লাভের সুযোগ থাকবে।

সংবাদপত্র ও খেলাধুলার উপর জন্যব রাগীব আলীর উৎসাহ উদ্দীপনা উল্লেখ করার মত। তাঁর মালিকানাধীন 'সিলেটের ডাক' বহুদিন যাবৎ এতদঅঞ্চলে বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন করে আসছে। লন্ডনেও তাঁর 'সিলেটের ডাক' পত্রিকা প্রবাসীদের নানাভাবে সেবা করে আসছে। এ ছাড়া খেলাধুলার ব্যাপারে তাঁর প্রচুর আগ্রহ রয়েছে। বিগত তের বৎসর যাবত তিনি সিলেটের মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের সভাপতি এবং ঢাকায় ব্রাদার্স ইউনিয়ন ও জাতীয় হকি ফেডারেশনের সহ-সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। খেলাধুলার মানোন্নয়নের জন্য তিনি সব সময় শীল্ড কাপ ইত্যাদি এবং সাহিত্যাঙ্গনে 'রাগীব-রাবেয়া সাহিত্য পুরস্কার' প্রবর্তন করে এতদঞ্চলে উৎসাহ ও প্রেরণা দিয়ে আসছেন। জনাব রাগীব আলীর এই সকল উদ্যোগ, প্রচেষ্টা এবং সহযোগিতা দেশে কল্যাণ ও সমৃদ্ধি বয়ে আনতে সহায়ক হচ্ছে এতে কোন সন্দেহ নেই।

প্রাক্তন ভাইস চ্যান্সেলর, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট।

www.pathagar.com

রাগীব আলী ঃ এক কর্মব্যস্ত মানুষ

ড. ইয়াজউদ্দিন আহমেদ

পৃথিবীতে অনেক ভাল এবং মানব হিতৈষী মানুষ আছেন যাদেরকে আমরা আদর্শ ব্যক্তিত্বের অধিকারী বলে আখ্যায়িত করে থাকি। জীবনে যতটুকু দান তাঁরা করেছেন তাই হয়ে আছে মানুষের সম্বল। এই সম্বল অবিনশ্বর-চিরকাল বেঁচে থাকে। এমনি একটি নাম আমরা আজকে স্মরণ করি তিনি হচ্ছেন জনাব রাগীব আলী। তিনি ১৯৩৮ সালে সিলেটের তালিবপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মরহুম রাশিদ আলী। শুধু এইটুকু পরিচয়ে তাঁর সবটুকু পরিচয় মেলে না। তাঁর কর্মপরিধি এত বিস্তৃত ও মানবধর্মী যে তাকে জিজ্ঞেস করলেও তিনি তাঁর সঠিক ফিরিস্তি দিতে ব্যর্থ হবেন। যারা সেবা করেন, ফিরিস্তি দিয়ে বা সীমারেখা রেখে তা করেন না। ফিরিস্তি দিয়ে কাজ করা রাগীব আলীর ব্যক্তিত্বে নেই। ক্ষুদ্রতা বা Motive তাঁকে ছুঁতে পারেনি।

বাংলাদেশের মানুষ এক ভিন্নতর ভৌগোলিক সীমারেখায় বসবাস করে। এদের কৃষ্টি, কর্ম ও সংস্কৃতি অন্যান্য দেশের তুলনায় আলাদা। হিন্দু, মুসলমান, খৃস্টান সহাবস্থানের মাধ্যমে প্রমাণ করে দেয় তাদের ভালবাসা ও সহমর্মিতার কথা। রাগীব আলী মুসলিম সমাজের ধর্মভীরু মানুষ। আদর্শ মুসলমান সমাজকর্মী। অনেক প্রতিষ্ঠান তিনি গড়ে তুলেছেন যা দৃষ্টিতে মনে হয় শুধু মুসলমান সমাজের জন্যে। যেমন মাদ্রাসা, মসজিদ। কিন্তু আবার এমন অনেক প্রতিষ্ঠান তিনি করেছেন যা মানব সমাজের জন্য। যেমন এতিমখানা, স্কুল-কলেজ, রাস্তা-ঘাট, হাট-বাজার ইত্যাদি। সর্বস্তরের মানুষের প্রবেশাধিকার আছে সেখানে। আবার এমন প্রতিষ্ঠান তিনি হাতে গড়েছেন যেখানে সব ধর্মাবলম্বী মানুষের প্রবেশাধিকার আছে। মানুষ আস্তানা খুঁজে পায়। বেঁচে থাকার মতো আশ্রয় পায়। অনেকে বলেন তিনি প্রতিষ্ঠান করছেন সম্পদের জন্য। কৈ পৃথিবীতে তো অনেক সম্পদশালী মানুষ আছেন যারা সাধারণ মানুষের কথা ভাবেন না। তিনি সম্পদ করেছেন, তার নিজের চেয়েও অন্য মানুষের জন্যে। অর্থাৎ তিনি যতটুকু সম্পদ নিজে পেয়েছেন তার চেয়ে বিতরণ করেছেন অনেক বেশি। হাজার মানুষ তাঁর প্রতিষ্ঠানে কাজ করে জীবন ধারণ করে।

রাগীব আলীর চিন্তা-ভাবনা অভিনব। বাংলাদেশে যে বিস্তর সম্পদ পড়ে আছে তার সুষ্ঠু ব্যবহার এবং এর অপচয় রোধ তাঁর কাজের মধ্যে অন্যতম। অনেক মানুষ আছে যারা ফেলে-ছেড়ে কাজ করে, তিনি তাদের চেয়ে আলাদা। অল্প সম্পদ থেকে কি করে বেশি আহরণ করা যায় সেই চিন্তাভাবনা তাঁর মধ্যে লক্ষ্য করেছি।

www.pathagar.com

তাঁর পরিচ্ছন্ন জীবনযাপন সর্বজনবিদিত। তিনি মানুষকে ভালবাসেন- তাঁর আতিথেয়তায় সেই প্রমাণ মিলে। শিক্ষার প্রতি তাঁর অনুরাগ লক্ষনীয়। গ্রাম-গঞ্জে স্কুল, কলেজ প্রতিষ্ঠা করে তিনি মানুষের মাঝে বেঁচে থাকতে চান। প্রাইমারী শিক্ষা থেকে শুরু করে উচ্চ শিক্ষা কোন স্তরই তার অবদান থেকে বঞ্চিত হয় নাই।

সিলেটের জালালাবাদ রাগীব-রাবেয়া মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠা তাঁর অবদানের অন্যতম চিহ্নস্বরূপ। এই কলেজের অবকাঠামো, যন্ত্রপাতি, ছাত্র-ছাত্রীদের লেখা পড়ার সুযোগ সুবিধা ও শিক্ষকদের শিক্ষাদান পরিবেশ সবই প্রতিষ্ঠিত। সিলেটসহ সমগ্র বাংলাদেশের মানুষ রাগীব আলীকে দানবীর পুরুষ বলে আখ্যায়িত করে। মুসলমান সমাজে এমনি ব্যক্তিত্ব চোখে পড়ে না। বিগত দিনে হাজী মোহাম্মদ মহসিন মানব সমাজের কল্যাণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। বাংলার মানুষ রাগীব আলীর কাজে হাজী মোহাম্মদ মহসিনের কাজের সাদৃশ্য দেখতে পায়।

ব্যবসা ক্ষেত্রে তাঁর মূল্যবান অবদানে বাংলাদেশ অনেক অগ্রগতি লাভ করেছে। সিলেট এবং চট্রগ্রামে তিনি তিন তিনটি চা-বাগান প্রতিষ্ঠা করেছেন। Monoculture চা বাগানকে কি ভাবে polyculture বাগানে তৈরি করা যায় তাঁর নিদর্শন তিনি দেখিয়েছেন। আজ সেখানে চা ছাড়াও বাঁশ, আম, কাঁঠাল ও অন্যান্য ফলফলাদি গাছ থেকে প্রচুর আয় হচ্ছে।

তিনি বন্ধুসুলভ ও সাবলীল ভাষায় কথা বলেন। তাঁর ব্যবহারে কেউ আঘাত পান এ তাঁর চরিত্রে নেই। সর্বস্তরের মানুষ তার বন্ধু। তিনি অসংখ্য Welfare Trust গঠন করেছেন মানুষের মঙ্গলের জন্য। বাংলাদেশের মানুষ তাঁর অবদান থেকে সুফল পাবে এ কথা হলফ করে বলা যায়। তিনি পৃথিবীর অনেক দেশ পরিভ্রমণ করেছেন এবং শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। লন্ডন, আমেরিকা, জার্মানী, সৌদি আরব ইত্যাদি অনেক দেশের মূল্যবান অভিজ্ঞতা তিনি সংগ্রহ করে দেশের মঙ্গলের জন্য কাজে লাগাচ্ছেন। তাঁর একটি অন্যতম ও প্রধান উদ্দেশ্য হল উচ্চশিক্ষার জন্যে দেশে একটি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা। এই উদ্দেশ্যে সিলেটে জমি বরাদ্দ রেখেছেন আধুনিক শিক্ষা কার্যক্রম চালু করার জন্যে। অচিরেই তাঁর এই ইচ্ছা পূরণ হবে এই আশা করি। তিনি আদর্শ স্বামী ও পিতা। মিসেস রাগীব আলী তাঁর কর্ম প্রেরণার উৎস। তাঁর দুই ছেলে মেয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত। আমরা তাঁর সর্বাঙ্গীন সাফল্য ও উন্নতি কামনা করি।

চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন।

www.pathagar.com

রাগীব আলী সম্পর্কে কিছু কথা

ডঃ এম. শমশের আলী

আমি রাগীব আলীকে তেমন ভাল করে চিনি না, জানিও না। তবে তাঁর সম্পর্কে দু-একটা কথা লিখতে যাচ্ছি কেন? সে কথাটাই প্রথমে লিখি। আমি রাগীব আলী সাহেবকে একবার দেখেছি মাত্র এবং কিছুক্ষণ তাঁর সাথে কথা বলেছি। বিভিন্ন বিষয়ে তার দৃষ্টিভঙ্গি দেখে মুগ্ধ হয়েছি। তাঁর সম্পর্কে জেনেছি, তিনি একজন সফল ব্যবসায়ী ও একজন দেশপ্রেমিক সমাজসেবক। লন্ডনে তাঁর বিভিন্ন ব্যবসা রয়েছে। এদেশে তার চা-বাগান, ব্যাংক, শিল্প প্রতিষ্ঠান রয়েছে। তিনি ধনী। আমি অনেক ধনী দেখেছি। রাগীব আলী সব ধনীদের মতো নন। তিনি আয় করেন, ব্যয়ও করেন। ব্যয় নিজের জন্য নয়, সমাজের জন্যও করেন। তিনি ইতিমধ্যে সিলেটে একটি মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন করেছেন এবং শতাধিক মাদ্রাসা এতিমখানা, মসজিদ, স্কুল ও কলেজ গড়ে তুলেছেন। দুস্থ শিশুদের জন্য ঠাঁই কেন্দ্র নির্মাণ করেছেন। এখানে তাঁর সমাজসেবা সংক্রান্ত সব কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমার জীবনে যা দেখেছি তা হলো এই যে, অনেকেরই বিত্ত আছে, কিন্তু দেওয়ার চিত্ত নেই। আবার যাদের দেওয়ার চিত্ত আছে তাদের বিত্ত নেই। বিত্ত আছে এবং চিত্তও আছে, এমন লোকের সংখ্যা কম। রাগীব আলী সেই চিত্ত-বিত্তদের একজন। আল্লাহ্ তাঁকে সম্পদ দিয়েছেন। এই সম্পদের ব্যবহার সম্পর্কে আল্লাহ্র যে নির্দেশ আছে সে সম্পর্কে তিনি সচেতন বলেই মনে হয়। তাঁকে যতটুকু দেখেছি তাঁর লাইফ ষ্টাইলে কোথাও কোন বাগাড়ম্বর বা ঔদ্ধত্য ভাব নেই। দুস্থকে, বিত্তহীনকে সাহায্য করার তাঁর যে প্রবৃত্তি, শিক্ষা প্রসারে তাঁর যে আগ্রহ তা আমাকে আকৃষ্ট করেছে। দুঃখ এই যে, আমাদের এই সমাজে অনেকেই রাগীব আলী হতে পারতেন কিন্তু হন নি। আজ যখন এই কথাগুলো লিখছি, সেই মুহূর্তে শিক্ষা, জনসেবা, নারী উন্নয়ন ও জনগণের অর্থনৈতিক ক্ষমতা সৃষ্টির লক্ষ্যে হাজার হাজার এনজিও তৃণমূল পর্যায়ে এদেশের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়েছে। এই এনজিও গুলোর মধ্যে অনেকগুলোই বিদেশী। তাদের সম্পর্কে অনেক সমালোচনা শোনা যায়। তারা অন্যধর্ম প্রচার করছে, তারা আমাদের প্রচলিত সমাজ কাঠামোকে ভেঙ্গে দেওয়ার জন্যে চেষ্টা করছে ইত্যাদি। কিন্তু আমার প্রশ্ন সাত সমুদ্র তের নদী পাড়ি দিয়ে যে সমস্ত বিদেশী সংস্থা আমাদের গ্রামে ঢুকে বিত্তহীন লোকদের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের ব্যবস্থা ও সাক্ষরতা বাড়াবার চেষ্টা করছে, তাদের কলাকৌশলের ত্রুটি ও তাদের দুরভিসন্ধি সম্বন্ধে কিছু বলার আগে আমরা কি নিজেদেরকে এ প্রশ্ন করতে পারি না, যে কাজ ওরা করছে, সে কাজটা আমাদের বিত্তবানরা করছেন না কেন?

www.pathagar.com

আমাদের গ্রামের চেহারা বদলানো আমাদেরই কাজ এবং সমাজ সংস্কার করাও আমাদেরই কাজ। আমাদের ধর্ম 'ইসলাম' মানব সেবাকে পুণ্য অর্জনের জন্য অবশ্যকরণীয় হিসেবে তুলে ধরেছে। আমাদের চিত্ত-বিত্তরা গেলেন কোথায়? পাকিস্তান আমলে ২২টি কোটিপতি পরিবারের প্রতি নানা কারণে আমরা ঘৃণা করতাম। আজ বাংলাদেশে দু'হাজার দু'শত পরিবারেরও বেশি কোটিপতি। এ কথা বললে হয়ত অত্যুক্তি হবে না। এদের দু'একজনের সম্পদ উন্নত বিশ্বের ধনীদের সম্পদের সাথে তুলনীয়। আবার এ কথাও সত্যি যে এসব বাংলাদেশী ধনীদের অধিকাংশেরই রুটস্ বা শিকড় এদেশেরই গ্রামে। তাদের বাপ-দাদারা এক সময় সেখানেই বাস করতেন। এই শিকড়ের প্রতি তাদের কি কোন আনুগত্য, কোন দায়িত্ব নেই? আজকের পরিস্থিতিতে তার এবং দেশের অন্য সক্ষম ব্যক্তিরা যদি ইসলামের বিধান অনুযায়ী যাকাতটা ঠিকমত 'হিসেব' করে দিতেন, তাহলে তাদের কাজটা এনজিওর কাজকে ম্লান করে দিতে পারতো। রাগীব আলী স্মারক প্রকাশনা উপলক্ষে এই কথাগুলো বল্লাম এই কারণে যে, আজ সমাজে রাগীব আলীদের প্রয়োজন তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছে। রাগীব আলীর সম্পদ কত তা তিনি জানেন। এই সম্পদের ওপর ভিত্তি করে তিনি যাকাত প্রদান করে দানশীলতার যে দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করেছেন তা যেন অন্য বিত্তবানদের অনুপ্রাণিত করে এই কামনা করি।

অনেকেই স্মারকগ্রন্থকে প্রচারমুখী প্রচেষ্টা হিসেবে দেখে থাকেন। আমি আশা করি এই স্মারকগ্রন্থ রাগীব আলী সাহেবের সমাজমুখী কর্মকে সকলের সামনে তুলে ধরার প্রচেষ্টা হিসেবে গণ্য হবে, ব্যক্তির প্রচার হিসেবে নয়। আমি আরও কামনা করি, প্রচার ছাড়াই যে কাজ তিনি নীরবে করে চলেছেন এতদিন, সেকাজ যেন কোনদিন বন্ধ হয়ে না যায়। ইসলাম ধর্মে একটি সাবধান বাণী আছে- 'তোমার বাঁ-হাত যেন না জানে তোমার ডান হাত কি দিচ্ছে'। পরম করুণাময় আল্লাহর কাছে প্রার্থনা, রাগীব আলী দীর্ঘজীবী হোন। অনেকেই রাগীব আলী হোন। এই স্মারকগ্রন্থ রাগীব আলীর কাজের প্রসার ঘটাক।

প্রফেসর, পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও
সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

www.pathagar.com

ব্যতিক্রমী মানুষ রাগীব আলী

অধ্যাপক শাহেদ আলী

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হবার পর জীবন ও জীবিকার নতুন নতুন গবাক্ষ খুলে যায় এদেশের যুবক ও তরুণদের জন্য। বিলাতে হোটেল রেস্তোরায় বাঙালি ছেলেদের চাহিদা প্রবল হয়ে ওঠে। তারা তাদের জমিজমা বিক্রি করে, ঋণ করে বিলাতে পাড়ি দিয়ে হোটেল রেস্তোরাঁয় ডিশ ওয়াসার ও বয় হিসেবে কাজ যোগাড় করে। ক্রমে অনেকেই রেস্টুরেন্ট ব্যবসায় নেমে পড়েন। এভাবে লন্ডনে সিলেটিদের জন্য এক নতুন ব্যবসা বা কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। তবে সিলেটের জমিদার ও মিরাশদার পরিবারের অনেক লোক টাকা পয়সা খরচ করে লন্ডন যায় এবং জুট টেকনোলজিতে ট্রেনিং লাভ করে। তখন পাটের ব্যবসা খুব রমরমা। পুরানো ইন্ডাস্ট্রিতো ছিলোই, নতুন ইন্ডাস্ট্রি সৃষ্টি হচ্ছিলো, সারা দেশে। প্রশাসনে এই শ্রেণীটির যে প্রভাব ছিলো তার বদৌলতে তাদের ছেলেপেলে ভাই ভাতিজারা টেকনোক্রেট হিসেবে পাট শিল্পে বড় বড় চাকুরি যোগাড় করে।

রাগীব আলীও ভাগ্যের সন্ধানে লন্ডন পাড়ি দিয়েছিলেন। সিলেটের বিশ্বনাথ থানার তালিবপুর গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। মধ্যবিত্ত পরিবারের অনেক ছেলের মতো লন্ডন গিয়ে তিনি নিজের জন্য ছোটখাট একটা কাজ সংগ্রহ করেন। কিন্তু তাঁর মেধা, দক্ষতা ও বুদ্ধিমত্তার দ্বারা তিনি অতি সহজেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। অল্প দিনেই তিনি প্রচুর অর্থ বিত্তের মালিক হয়ে ওঠেন। তাঁর বুদ্ধিমত্তা ও উদ্যোগ তাঁর জন্য নিয়ে আসে অনেক সুযোগ।

কিন্তু তাঁর এই বৈষয়িক সাফল্য বড় কথা নয়। তাঁর হৃদয়ের প্রসারতা, অর্থ বিত্ত বৈভব মানুষের কল্যাণে ও দেশের হিতার্থে ব্যয় করায় তাঁকে কেবল শিল্পপতি নয়, মানবহিতৈষী এক মহৎ ব্যক্তির মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে।

এমন অনেক সিলেটবাসীকে দেখা যায় রিক্ত অবস্থায় বিলাতে গিয়ে হোটেল বয়ের চাকুরি করে রেষ্টুরেন্ট ব্যবসা করে প্রচুর সম্পদের মালিক হয়েছে। লন্ডনের অভিজাত এলাকায় তাদের বাড়ি আছে। দেশেও বনানী, গুলশান, বারিধারায় তাদের আধুনিকতম প্রাসাদ আছে। উপরন্তু ব্যাংকে স্বদেশে, বিদেশে কোটি কোটি টাকা আছে। সম্পদের সঙ্গে হৃদয়ের প্রসারতা থাকলে এসব ব্যক্তিও দেশ জাতি সমাজের জন্য অনেক কিছু করতে পারতো। এদিক দিয়ে রাগীব আলী এক বিস্ময়কর ব্যতিক্রমধর্মী পুরুষ। তিনি স্বদেশেও বহু ব্যবসা বাণিজ্য গড়ে তুলেছেন। আন্তর্জাতিক মানের সুপার মার্কেট করেছেন। মৃত ইন্ডাষ্ট্রি কিনে তাতে প্রাণ সঞ্চালন করেছেন, কয়েকটি রুগ্ন চা-বাগান খরিদ করেছেন। এসবই তাঁর বৈষয়িক

www.pathagar.com

কর্মকান্ড। শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক জগতে আধুনিক কালে তিনি একজন অনন্য ব্যক্তিত্ব। তিনি বহু কলেজ, স্কুল, মাদ্রাসা, এতিমখানা স্থাপন করেছেন। প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেছেন। তাঁর কর্মক্ষেত্র কেবল নিজ জেলা নয়; বাংলাদেশের বহু স্থানে তাঁর উদ্যোগে বহু প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি হয়েছে। তিনি খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের পৃষ্ঠপোষক। তিনি মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবসহ বহু ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক। তিনি বহু সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের অভিভাবক। তিনি জাতীয় কবিতা পরিষদের প্যাট্রন, বহু লেখকের বই পুস্তক তিনি নিজ ব্যয়ে প্রকাশ করেছেন এবং করছেন। রাগীব আলীর বাড়িতে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বিশ্বকোষগুলো আছে। এছাড়াও দুনিয়ার বিভিন্ন লেখকের শ্রেষ্ঠ বই তিনি সংগ্রহ করেছেন। উন্নয়ন ও সেবামূলক কর্মকান্ডে রাগীব আলী সর্বদাই দরাজ হস্ত। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তিনি যে সব দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তা নিয়ে আমরা গর্ববোধ করতে পারি।

ব্যবসা বাণিজ্য থেকে রাগীব আলী যে অর্থ উপার্জন করেন তা ব্যাংকে জমিয়ে রাখার চিন্তা করেন না। বিভিন্ন শিল্পক্ষেত্রে সে অর্থ বিনিয়োগ করে উন্নয়নমূলক কাজ করেন। তাতে করে তার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বহু নরনারীর কর্মসংস্থান হয়। এই নিরহংকার, সরল বিত্তবান মানুষটি সমবেদনার এক উজ্জ্বল নজির। তিনি তাঁর বিদ্যাবুদ্ধি, যোগ্যতা ও দক্ষতা নিয়ে মানুষের পাশে দাঁড়াতে চান। কেবল যে নিছক কর্তব্যবোধ থেকে করেন তা নয়, তিনি এতে আনন্দ পান বলেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে এইসব কর্মকান্ডে লিপ্ত। মনের খুশিতে তিনি কাজ করেন। তার প্রত্যেকটি কল্যাণধর্মী কর্মকান্ডের সহিত জড়িত রয়েছেন তার সহধর্মিনী কল্যাণময়ী রাবেয়া খাতুন।

একবার তার এলাকার লোকেরা শহর থেকে তাদের বাড়ি যাবার পথে বাসিয়া নদীর ওপর সেতু নির্মাণের বিষয়ে রাগীব আলীকে প্রশাসনের পরিচিত মহলের কাছে প্রচেষ্টা চালাতে বলেন। রাগীব আলী তাদের বলেন, এই জাতীয় দেন-দরবার করার সময় ও অভ্যাস আমার নেই। ইঞ্জিনিয়ার নিয়ে এসে এস্টিমেট কর, লোক লাগাও, টাকার ব্যবস্থা আমি করবো। এভাবে বিশ্বনাথ থানার বাসিয়া নদীর উপর রাগীব আলী ব্রিজটি নির্মিত হয়েছে সম্পূর্ণ তাঁর নিজের টাকায়। আমাকে একবার তিনি বলেছিলেন, আপনার নিজের এলাকায় দু'টি গ্রাম খুঁজে বের করুন, যেখানে প্রাইমারী স্কুল নেই, সেখানে স্কুল তৈরি বাবদ প্রত্যেকটির জন্য আমি দুই লাখ টাকা করে দেবো।

এতে বোঝা যায়, দেশের মানুষের অজ্ঞতা ও মূর্খতা দূর করার জন্য শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে তিনি নিজের কাছে নিজেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আত্মাভিমানহীন এই মানুষটি প্রগাঢ় আত্মতৃপ্তি লাভ করেন- জাতির জন্য, দেশের জন্য পিছিয়েপড়া দরিদ্র জনগণের জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে। এদেশের বহু শিল্পপতি ধনাঢ্য ব্যক্তি রয়েছেন যারা নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত, দেশের কল্যাণের জন্য কোনো বিবেচনাই তাদের অন্তরে প্রবেশ করে না। তারা লক্ষ টাকা খরচ করে কোরবানী দেয়, আমেরিকা, কানাডা, বৃটেন, অস্ট্রেলিয়ায় বাড়ি ঘর নির্মাণ করে বছরে

www.pathagar.com

কয়েকবার সপরিবারে বিশ্ব সফর করে, কিন্তু দেশের জনসেবা ও উন্নয়নমূলক কাজে তাদের কোনো দায়িত্ব আছে বলে তারা স্বীকার করেনা। রাগীব আলী তাদের থেকে আলাদা এক বর্ণিল ব্যক্তিত্ব। তিনি জাতি ধর্ম নির্বিশেষে এদেশের মানুষের জন্য কাজ করাকে তাঁর অর্থ বিত্তের যথোচিত ব্যবহার বলে গণ্য করেন। কর্মবীর রাগীব আলী কোনদিন রাজনীতির সংগে জড়িত না হয়ে নিজের দক্ষতা ও যোগ্যতার বলে সমাজের শীর্ষবিন্দু স্পর্শ করেছেন। দেশবাসী তার কাছ থেকে আরো অনেক কিছু চায়। ইদানিং তিনি রাগীব-রাবেয়া সাহিত্য পুরস্কার প্রবর্তন করে, সিলেটের সাহিত্যসেবীদের প্রশংসা ও শ্রদ্ধাভাজন হয়েছেন। দীর্ঘ জীবন ও পরিপূর্ণ স্বাস্থ্যের অধিকারি হয়ে, তিনি জাতির খেদমতে নতুন নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করুন, পরম করুণাময় আল্লাহতায়ালার কাছে এই প্রার্থনা করি।

ইসলামি চিন্তাবিদ, কথাশিল্পী ও সাহিত্যিক।

www.pathagar.com

কৃতি শিল্পপতি ও দানশীল ব্যক্তিত্ব রাগীব আলী

মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান

দেশের কৃতি শিল্পপতি ও দানশীল ব্যক্তিত্ব আলহাজ্ব রাগীব আলী ১৯৩৮ সালের ১০ই অক্টোবর সিলেট জেলার বিশ্বনাথ থানার তালিবপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মরহুম হাজী রাশিদ আলী। জনাব রাগীব আলী রূপোর চামচ মুখে নিয়ে জন্মগ্রহণ করেন নি। নিজের চেষ্টা ও পরিশ্রমে তিনি আজ সমাজের শীর্ষস্থানে অবস্থান করছেন। সেদিক থেকেও তিনি একজন কৃতি পুরুষ। মানুষের চেষ্টা, উদ্যম, উদ্যোগ, দৃঢ় সংকল্প ও কঠোর পরিশ্রম মানুষের মনোবাঞ্ছা পূরণে কতটুকু সহায়ক জনাব রাগীব আলীর জীবন থেকে আমরা সে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি। আজকে তিনি দেশে-বিদেশে পরিচিত একজন শিল্পপতি সর্বোপরি একজন সমাজসেবী ও দানশীল ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত।

আলহাজ্ব রাগীব আলী অত্যন্ত সদালাপী, বন্ধুবৎসল, অতিথিপরায়ণ, ধর্মপরায়ণ ও শিক্ষানুরাগী। তিনি এত ধন সম্পদের অধিকারি হয়েও অত্যন্ত সহজ সরল জীবন যাপন করেন। সম্পদ অনেকের থাকে, অনেকেই অর্থ উপার্জন করেন ও সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলেন কিন্তু সমাজসেবার মনোবৃত্তি, সমাজ উন্নয়নের দৃষ্টিভঙ্গি, সমাজকে সুন্দর করে গড়ে তোলার স্পৃহা, শিক্ষার মতো মৌলিক অধিকারকে বাস্তবে রূপদান করার মনোভাব ক'জনের থাকে। এদিক থেকে বিচার করলে তিনি একজন ব্যতিক্রমধর্মী ব্যক্তিত্ব। তিনি যেমন তার স্ব-উদ্যোগে ও চেষ্টায় অঢেল বিত্ত উপার্জনে সফলকাম হয়েছেন তেমনি তিনি সে সম্পদ সাধারণ মানুষের কল্যাণে ব্যয় করতে কার্পণ্য করেন না। এ ব্যাপারে তিনি মহৎ হৃদয়ের অধিকারি। তাঁর জীবনবৃত্তান্ত থেকে দেখা যায় যে তিনি ১৮০টিরও বেশি শিক্ষা ও সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানে মোটা অংকের অর্থ দান করেছেন এবং এগুলোর সঙ্গে এখনো নিজেকে সম্পৃক্ত রেখেছেন। আর এসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে সমাজসেবামূলক সংস্থা, যুব সংস্থা, মসজিদ, মন্দির, ঈদগাহ, মাদ্রাসা, স্কুল, কলেজ, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়, প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, ক্রীড়া সংস্থা, প্রেস ক্লাব, শিক্ষা ট্রাস্ট, ক্লিনিক, হাসপাতাল, হোস্টেল, মিলনায়তন, এতিমখানা, পুস্তক প্রকাশনা, মুক্তিযুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত সদস্যদের পুনর্বাসন, সেতু ও কালভার্ট নির্মাণ, স্কুল, কলেজের দালান নির্মাণ প্রভৃতি। তিনি জাকাতের অর্থ দিয়ে গরীব-দুঃখীদের বাসস্থান তৈরি ও তাঁদের কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধির ব্যবস্থা করেছেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য কল্যানধর্মী প্রতিষ্ঠান যাতে সুচারুরূপে পরিচালিত হয় সে জন্য তিনি অনেকগুলো ট্রাস্ট গঠন করে দিয়েছেন। তিনি যেসব

www.pathagar.com

প্রতিষ্ঠানে তাঁর সম্পদ ব্যয় করেছেন সেসব প্রতিষ্ঠানের তিনি প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, প্রতিষ্ঠাতা পৃষ্ঠপোষক ও দাতা, প্রধান পৃষ্ঠপোষক, সদস্য-উপদেষ্টা, আজীবন সদস্য, সভাপতি ও সদস্য হিসেবে সম্পৃক্ত রয়েছেন।

জনাব রাগীব আলীর দান শুধু কোন বিশেষ এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যথা বিশ্বনাথ, সিলেট, হবিগঞ্জ, নবীগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, জকিগঞ্জ, নবীনগর, চাঁদপুর, কুমিল্লা, লক্ষ্মীপুর, নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ, মুন্সীগঞ্জ, কালীগঞ্জ, গফরগাঁও, টাঙ্গাইল, টঙ্গী, নারায়নগঞ্জ, নরসিংদী, শেরপুর, ঢাকা, বরিশাল, ভোলা, পটুয়াখালী, চট্টগ্রাম, যশোর, বাগেরহাট, পাবনা, কুষ্টিয়া, দিনাজপুর প্রভৃতি এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সমাজকল্যাণমূলক সংস্থাসমূহে তিনি অকাতরে দান করেছেন ও তাঁর কর্মপ্রচেষ্টায় অনেক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। তাঁর দানে অনেক প্রতিষ্ঠান নিজেদের ব্যয়ভার নির্বাহ করছে। জনাব রাগীব আলী দেশের শ্রেষ্ঠ ধনাঢ্য ব্যক্তি। তিনি ৭টি চা বাগানের ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ একটি ব্যাংকের পরিচালকমন্ডলীর সভাপতি, ঢাকা, সিলেট ও লন্ডন থেকে প্রকাশিত পত্রিকার মালিক, বীমা কোম্পানীর সভাপতি, সিলেট ও ঢাকার গুলশান, সিদ্ধেশ্বরী এলাকায় অবস্থিত ৫ তলা বিশিষ্ট দালান ও সিলেটের মধুবন সুপার মার্কেটের প্রোপ্রাইটর।

আমি জনাব রাগীব আলীর সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘ কর্মময় জীবন কামনা করি এবং প্রত্যাশা করি, দেশে এ ধরনের মন-মানসিকতাসম্পন্ন দানশীল ও বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিত্বের সংখ্যা যুগে যুগে বৃদ্ধি পাক।

ভাইস চ্যান্সেলর, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট।

www.pathagar.com

সে আমার অন্তরে

ড. শামসুল আলম

‘অন্নহীনে অন্নদান বস্ত্রহীনে বস্ত্র
তৃষ্ণাতুরে জলদান ধর্ম ধর্মহীনে
মূর্খজনে বিদ্যাদান বিপন্নে আশ্রয়
রোগীরে ঔষধ দান ভয়ার্তে অভয়
গৃহহীনে গৃহদান অন্ধেরে নয়ন
পীড়াতে আরোগ্যদান শোকার্তে সন্তান;
স্বার্থশূন্য হয় যদি এ দ্বাদশ দান
স্বর্গের দেবতা নহে দাতার সমান।’

উপরের কবিতার আলোকে আলোকপাত করতে চাই আমাদের প্রাণ প্রিয় শ্রদ্ধেয় আত্মার আত্মীয় দানবীর জনাব রাগীব আলী সাহেবের জীবন দর্শন নিয়ে। প্রকৃতির লোক যিনি অকাতরে দান করেছেন তার কষ্টে উপার্জিত অর্থ, গড়ে তুলেছেন বহু শিল্প প্রতিষ্ঠান, দাতব্য চিকিৎসালয়, গড়ে তুলেছেন ব্যক্তিগত খরচে বেসরকারী মেডিকেল কলেজ, সম-সাময়িক কালে এত বড় দানশীল ব্যক্তির সন্ধান মেলা প্রায় অসম্ভব। যিনি অসম্ভবকে করেছেন সম্ভব, যিনি জয় করেছেন লাখ লাখ গরীব-দুঃখির ভালবাসা, তিনিই আমাদের প্রাণ-প্রিয় জনাব রাগীব আলী।

রাগীব আলী সাহেবকে আমি চিনি বিগত একযুগ ধরে। তিনি আমাদের আইডিয়াল কলেজের একজন সম্মানিত সদস্য। আইডিয়াল কলেজের ক্রান্তিকালীন সময়ে তার দেওয়া এক লক্ষ টাকা আমাদের কলেজ উন্নয়নে যথেষ্ট উপকারে এসেছে। এ দানের জন্য তাকে আমি আমার শিক্ষকদের তরফ থেকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

বিভিন্ন বিষয়, বিশেষ করে সব সময় তার সুচিন্তিত মতামত আমাদের কলেজ উন্নয়নে বিরাট ভূমিকা রেখেছে। এই দানবীর ব্যক্তির সংবর্ধনাগ্রন্থে আমি দু’টি অন্তরের কথা লিখতে পারলাম যা পড়ে আরো দশ জন জানুক তাঁকে। সত্যিই রাগীব আলী সাহেব এক আদর্শ পুরুষ। যারা দান করে আপনাকে তাঁরা নিঃশেষে দিয়ে যায়/ মেঘ ঝরে যায় ভাবেনা তার বিনিময়ে সে কি পায়/ প্রদীপ নিজেকে তিলে তিলে দাহ করে দেয় নিজ প্রাণ/ প্রদীপই জানে কী আনন্দ দেয় তার এই মহাদান।’

অধ্যক্ষ, আইডিয়াল কলেজ, ঢাকা।

www.pathagar.com

রাগীব আলী ঃ কর্মময় জীবন

ডঃ হাসানুজ্জামান চৌধুরী

দৃশ্যপট যেখানে শুরু। পাহাড়, টিলা, নদী, ছড়া, ঝরণা, চা বাগিচার সবুজ আর হযরত শাহ্ জালাল (রঃ) সহ শত শত আওলিয়ার বাসভূমি ইতিহাস-ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ বাংলাদেশের বৃহত্তম সিলেট জনপদ। এখানকার বিশ্বনাথ থানার কামাল বাজার এলাকার তালিবপুর গ্রামে পিতা রাশিদ আলী ও মাতা রাবেয়া বানুর সংসারে একটি ছেলে জন্ম নিল। আট ভাইয়ের মধ্যে পঞ্চম জন।

১০ অক্টোবর ১৯৩৮ সালে জন্ম নেওয়া এই ছেলেটি সেই সময় মুসলিম পরিবারের একজন সদস্য। বিদ্যোৎসাহী পিতার আগ্রহে এক হাঁটু কাদা মাড়িয়ে, অনেক বাধা অগ্রাহ্য করে বাড়ি থেকে দু'মাইল দূরে লক্ষ্মীবাসা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পড়তে যায় ছেলেটি। নাম রাগীব আলী। পরিবারে আর্থিক অসচ্ছলতা, রাস্তা না থাকা, কাদায় মাখামাখি হয়ে পথ চলা এরই মাঝে রাগীব আলীর স্কুল জীবনের ছ'টি বছর গড়িয়ে যায়। এরপর সিলেট শহরের কেন্দ্রে রাজা জি. সি. হাইস্কুলে ভর্তি হয় ছেলেটি। এখানে, এই স্কুল থেকেই ১৯৫৬ সালে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় সে।

দৃশ্যপট পালটে যায় এখান থেকে। দারিদ্র্যের কষাঘাত, না পারার ব্যথা, প্রতিকূলতার যন্ত্রণা রাগীব আলীকে উদ্বুদ্ধ করে ভাগ্যান্বেষণে বিলেত যেতে। বিলেত যাবার অনুমতি, পাসপোর্ট পাওয়া এগুলি সে সময় রাগীব আলীর জন্য দুরূহ ছিল। কিন্তু এ দু'টি মিললেও লন্ডন যাবার বিমান ভাড়া সংগ্রহ করা তার জন্য আরো বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়ালো। টানাটানির সংসার সে সময়ে তাকে ১৯৯২ রুপি প্লেন ভাড়া একক ভাবে প্রদানে সক্ষম ছিল না কোনমতেই। ব্রিটিশ ওভারসীজ এয়ারওয়েজের এই সামান্য ভাড়া যোগাড় করতে পার হলো ছয় মাস। অনেক চেষ্টার ফলে সম্পর্কে চাচা সোলেমান আলী, এক ভাতিজা মুসলিম মিয়া, পাশের রাউতর গ্রামের জহির মিয়া এবং নিজ পরিবারের সামান্য আর্থিক সঞ্চয় একত্র করে প্লেন ভাড়া উঠলো। ১৯৫৭ সালে ৪ এপ্রিল রাগীব আলী চলে গেলেন লন্ডন। ভর্তি হলেন ল্যাংগুয়েজ কোর্সে। সেখান থেকে কলেজে। কিন্তু কঠোর পরিশ্রমের কাজ করে আয় করে পাশাপাশি লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়া রাগীব আলীর পক্ষে সম্ভব হলো না। লেখাপড়ায় ইতি টানলেন তিনি।

দৃশ্যপটের আরেক বদল এখানটিতে। উচ্চশিক্ষা হলো না বটে। কিন্তু দমে গেলেন না রাগীব আলী মোটেও। ভাগ্য অন্বেষণে এসেছেন তিনি সুদূর লন্ডনে। এত সহজে পরাজয় বরণ করার জন্যে নয়। গোড়াতে কলেজে ভর্তি হবার পাশাপাশি রেস্টুরেন্টে ওয়াশিং আপ বা কিচেন পোর্টারের কাজ চালাচ্ছিলেন রাগীব আলী।

www.pathagar.com

বাড়ী থেকে টাকা পাবার সুযোগ ছিল না। তাই একদিকে লেখাপড়া করা এবং অন্যদিকে রুজি করে তা দিয়ে নিজে চলা, লেখাপড়া চালানো একসঙ্গে সম্ভব ছিল না। লেখাপড়া ছেড়ে অন্য ধারায় তথা শ্রম করে, ঘাম ঝরিয়ে আয়-উন্নতি ও প্রতিষ্ঠা পাবার পথে এগোলেন রাগীব আলী। দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত এই মানুষটির সাফল্য এলো রুজি রোজগারের পথে। যিনি তাকে লন্ডনে যেতে সাহায্য করেছিলেন সেই সিলেটের তাঁর পাশের কাড়ারপার গ্রামের আত্তর আলী নামের প্রবাসী গুণী ও দরদী মানুষটি রাগীব আলীকে লন্ডনে প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও সাহায্য করলেন। বিলেত যাওয়া থেকে শুরু করে সেখানে আশ্রয় ও চাকরির ব্যবস্থাও করে দিলেন তিনি।

শারীরিক শ্রম-ঘাম দিয়ে প্রতিষ্ঠা লাভের আশায় বুক-বাঁধা রাগীব আলী এবার ধনরাজ নামের এক ভারতীয় ব্যারিষ্টারের রেস্টুরেন্টে কাজ নেন। ওই ব্যক্তির মালিকানাধীন ওয়েস্ট বন গ্রোভ এর রেস্টুরেন্টে প্রথমে এবং পরে নাটিংহীল গেইট কেনসিংটন চার্টস্ট্রীটের আলবিন-ইন্ডিয়া রেস্টুরেন্টে ওয়েটারের কাজ করেন রাগীব আলী। এরপর তিনি কাজ করেন পিকাডেলীর জেরাল স্ট্রীটের ইন্ডিয়ান সাফি রেস্টুরেন্টে। ওয়েটারের কাজ। পূর্ণ সময় আয়-রোজগারের কাজে লেগে যাবার পর দিবারাত্র কঠোর পরিশ্রম করে নিজের অবস্থা একটি স্থিতিশীল পরিবর্তনের দিকে নিয়ে যান রাগীব আলী। এ সময় তিন বছর ধরে তিনি যেমন আয়-রোজগার করেন, তেমনি রেস্টুরেন্টের কাজও শেখেন ভালভাবে। এরপর রিজেন্ট স্ট্রীটে বিরাশামী ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টে বেশী বেতনে ভাল চাকরি পান ওয়েটারের। এখন থেকে তিনি একযোগে দু'টি চাকরি শুরু করেন। ভোর থেকে রাত অবধি নিরলস কাজ করে যথেষ্ট অর্থ জমাতে সক্ষম হন রাগীব আলী। সেকালে লন্ডনে বাঙালিরা মাসে যেখানে অনেকে ছয়-সাত পাউন্ড আয় করতো, সেখানে রাগীব আলী এক সপ্তাহে আয় করতেন পঞ্চাশ পাউন্ড। ওই সময়ে এটি বেশ বড় অংক। এভাবে ভাগ্য অন্বেষণে লন্ডনে আসা সিলেটের সংগ্রামী যুবক রাগীব আলী নিজের শ্রম-ঘাম দিয়ে, কষ্ট করে ভাগ্যকে ফেরাতে সক্ষম হন আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অশেষ রহমতে।

রাগীব আলী লন্ডনে এসে উচ্চশিক্ষা চালাতে না পারলেও ওই দেশ, সমাজ, তাদের রাজনীতি, অর্থনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে খোঁজ খবর রাখতেন। লন্ডনের ফিনান্সিয়াল টাইম নামক গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকাটি পড়তেন ব্যবসা-বাণিজ্যের সংবাদ লাভের জন্যে। এ থেকেই রাগীব আলী প্রেরণা পান লন্ডনের শেয়ার মার্কেটে জড়িত হবার। তিনি আরম্ভ করেন লয়েডস এবং মিডল্যান্ড ব্যাংকের মাধ্যমে শেয়ার কেনা-বেচার ব্যবসা। রাগীব আলীর শ্রম ছিল, যাচাই-বাছাই শক্তি ছিল, দূরদৃষ্টি ছিল। এর প্রমাণ তিনি দিলেন শেয়ার ব্যবসায়ে ক্রমে ক্রমে বিশাল সাফল্য লাভ করে এবং অনেক অর্থের আমদানী ও সঞ্চয় ঘটিয়ে। নিরাপত্তাজনিত কারণে এ সময় তিনি পাশাপাশি রেস্টুরেন্টের কাজও করছিলেন। কিন্তু এই প্রথমবারের মতো পরের চাকরি ছেড়ে স্বীয় স্বাধীন ব্যবসায় নামলেন তিনি। অর্ধ দশকের চাকরি ছেড়ে এবার

www.pathagar.com

জুলাই ১৯৬১তে লন্ডনের স্টেথাম হীলে তিন হাজার নয় শত পাউন্ড খরচ করে 'তাজমহল' নাম দিয়ে একটি ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্ট চালু করেন রাগীব আলী। লন্ডনে বৃটিশ, প্রবাসী বাঙালি ও অন্যদের মধ্যে ইন্ডিয়ান ফুডের বিশাল চাহিদা বুঝতে পেরেই রাগীব আলী এ পথে এগোন। 'তাজমহল' খুব ভালভাবে চলতে থাকে, ব্যবসা হয় প্রচুর। রাগীব আলীও স্ব-উপার্জিত অর্থে প্রতিষ্ঠা করেন নিজেকে। এ সময় ২৬ বছর বয়সে ১৯৬৩ সালে দেশে এসে রাগীব আলী বিয়ে করেন সিলেটের আম্বরখানা পাক্কাবাড়ী মাহফিজ হাউজ নিবাসী ইরফান আলী চৌধুরীর কন্যা রাবেয়া খাতুন চৌধুরীকে। বিয়ের পর স্ত্রীকে লন্ডনে নিয়ে যান তিনি। স্বামী ও সংসারের প্রতি আন্তরিক ও দায়িত্বশীল এবং শ্রম দানে অকুণ্ঠ এক মার্জিত রুচির অধিকারী রাবেয়া চৌধুরী এবার নতুন উদ্যমে নিজেকে সংযুক্ত করেন স্বামীর প্রতিষ্ঠাকে আরো সমৃদ্ধির দিকে নেবার জন্যে। 'তাজমহল' চালাতে স্বামীকে সর্বাত্মক সহায়তা দেন রাবেয়া। রেস্টুরেন্টের ভাল আয় এবং শেয়ার মার্কেটের বিশাল অর্জন এ দু'টি মিলে রাগীব আলী আজকের প্রতিষ্ঠার ভিত্তি গড়ে তোলেন। সংসারে একটি ছেলে, একটি মেয়ে আসে। রাগীব আলী তার ভাইদের লন্ডনে নিয়ে গিয়ে কর্মসংস্থান করে দেন, ধার-দেনা শোধ করেন, দেশে জমি-সম্পত্তি কিনতে শুরু করেন। ওই সময় রাগীব আলী যেসব ব্রিটিশ কোম্পানীর প্রতিষ্ঠান লন্ডন, পাকিস্তান, ভারত, শ্রীলঙ্কায় ছিল, সেগুলির শেয়ার কেনা-বেচার ব্যবসায় জড়িত রাখেন নিজেকে। এগুলি থেকে যে অর্থ আসে তা ক্রমে ক্রমে খাটাতে থাকেন শ'ওয়ালেস, ডানকান ব্রাদার্স, জেমস্ ফিনলে—এসব কোম্পানীর শেয়ার কিনে। এরপর সিলেটের হবিগঞ্জের নোয়াপাড়া চা বাগানের চল্লিশ শতাংশ কিনে ফেলেন ইভনিং স্ট্যান্ডার্ড থেকে সংবাদ পেয়ে। এরপর একের পর এক অগ্রযাত্রার পদক্ষেপ ফেলেন রাগীব আলী।

মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে লন্ডন প্রবাসী রাগীব আলী তথায় মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সমর্থন ও সহযোগিতা দানে এগিয়ে আসেন। ২৪ কেমব্রীজ গার্ডেনে প্রথম 'বাংলাদেশ সেন্টার' স্থাপনে রাগীব আলী অবদান রাখেন। তিনি ওই সেন্টারের জন্যে একটি নতুন টাইপরাইটার মেশিন, একটি টেবিল, চারটি চেয়ার এবং একটি কার্পেট কিনে দেন। মুক্তিযুদ্ধের প্রয়োজনে টাকা জোগাড়ের জন্য তিনি বাঙালিদের সঙ্গে নিয়ে দ্বারে দ্বারে ঘুরে অর্থ সংগ্রহ করেন। সিলেট যুগভেরীর সম্পাদক ও চা-বাগান মালিক আমিনুর রশিদ চৌধুরীও ছিলেন তার সঙ্গে। যুদ্ধের মাধ্যমে দেশ স্বাধীন হবার পর লন্ডনে বাংলাদেশ হাইকমিশন বিল্ডিং ক্রয় করার সময় অনেক বাঙালির মধ্যে রাগীব আলীও আর্থিক সহায়তা দেন। লন্ডন হাইকমিশনের তৎকালীন ডেপুটি হাই কমিশনার ফারুক চৌধুরী এজন্যে রাগীব আলীকে একটি ধন্যবাদ পত্র পাঠান। এভাবে রাগীব আলী কেবল নিজেকেই প্রতিষ্ঠা করেন নি লন্ডনে, সেখান থেকে তিনি দেশের, জাতির বিপদের মুহূর্তেও স্বীয় সহায়তা নিয়ে এগিয়ে এসে কর্তব্যবোধ ও দেশপ্রেমের পরিচয় রেখেছেন।

দৃশ্যপটের পরবর্তী বদল। আর্থিক অসচ্ছলতা থেকে মুক্তির আশায় রাগীব আলী স্বদেশ ছেড়ে সুদূর লন্ডনে গিয়েছিলেন। ভাগ্য অন্বেষণ ছিল তার উদ্দেশ্য। ভাগ্য

www.pathagar.com

তাকে বঞ্চিত করেনি। আল্লাহর রহমতে স্বীয় শ্রম ও ঘাম ঝরিয়ে রাগীব আলী নিজেকে তথায় প্রতিষ্ঠিত করেন এবং বিপুল অর্থের মালিক হন। তার হোটেল ব্যবসা এখনও চলছে। 'তাজমহল' চালাচ্ছে তার মেয়ে ও জামাই। কিন্তু রাগীব আলী ফিরে এসেছেন স্ত্রী ও পুত্রকে নিয়ে। স্বদেশের ভালবাসায় ফিরে এসেছেন তিনি। লক্ষ্য হচ্ছে তার কষ্টার্জিত অর্থ স্বদেশে বিনিয়োগ করা। এখানে দেশের উন্নয়নে মানুষের কর্মসংস্থানে এবং স্বীয় প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি মানবিক কল্যাণে অর্থ ব্যয় করার ইচ্ছাতে দেশে এসে বসবাস শুরু করেন রাগীব আলী।

দেশে ফিরে রাগীব আলী ব্যাংক, বীমা, মার্কেট, শিল্প-প্রতিষ্ঠান, বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান, চা-বাগান ইত্যাদি বহু কিছু প্রতিষ্ঠা করেছেন, কিনে মালিক হয়েছেন। সাউথ ইস্ট ব্যাংকের চেয়ারম্যান এখন রাগীব আলী। তার আগে ছিলেন ভাইস চেয়ারম্যান। কোহিনূর সিলিকেট, কোহিনূর ডিটারজেন্ট, সিলেট টি কোম্পানী, স্টার টি এস্টেট, রাজনগর টি এস্টেট, কর্ণফুলী টি এস্টেট, বাঁশখালী টি এস্টেটসহ বহু শিল্প প্রতিষ্ঠান, চা-বাগান, প্রিন্টিং প্রেস, পত্রিকা, হাসপাতাল, হোটেল, ফেব্রিক্স শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক তিনি। ঢাকা, সিলেটে কয়েকটি বাড়ী, জমি ও অন্যান্য বহু সম্পত্তির মালিক তিনি।

আরেক মাত্রার দৃশ্যপট। রাগীব আলী বিদেশে পরিশ্রম করে, দেশে-বিদেশে বিনিয়োগ করে বিস্তর অর্থ ও সম্পদের মালিক হয়েছেন। কিন্তু তিনি ভুলে যান নি, কতখানি কষ্ট করে তিনি আজকের জায়গায় এসেছেন, এত প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। বৃটেনে প্রবাসী বাঙালি ও বৃটিশ নাগরিকদের সহায়তায় তিনি প্রবাসী বাঙালিদের আশ্রয়, শিক্ষা, কর্মসংস্থান, চিকিৎসার জন্যে বিভিন্ন প্রকারের সমাজসেবামূলক কাজে নিজেকে জড়িয়ে রেখেছিলেন। গড়েছেন বেশ কিছু সমাজসেবা ও জনকল্যাণমূখী প্রতিষ্ঠান। দেশে ফিরে এসে রাগীব আলী এ কাজ করে যাচ্ছেন। একের পর এক সিলেটসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে তিনি বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেছেন। স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা করেছেন সাদকায়ে জারিয়া হিসেবে। বহু প্রাথমিক বিদ্যালয় করে দিয়েছেন। দেশের বহু মসজিদ, মাদ্রাসার নির্মাণ ও বর্ধনে আর্থিক সাহায্য দিয়েছেন। বহু সমাজ সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষক হয়েছেন। বাংলাদেশ অন্ধ কল্যাণ সমিতিকে সাহায্য করেছেন। ওই প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষক হয়েছেন। ওই প্রতিষ্ঠানসহ বহু প্রতিষ্ঠানের তিনি আজীবন সদস্য, বহু প্রতিষ্ঠানের তিনি প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, বহু প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষক। তিনি বিভিন্ন কল্যাণ ট্রাস্ট, যাকাত ফান্ড, এতিমখানা এগুলির সঙ্গে আর্থিক সহায়তা দানকারী হিসেবে জড়িত। রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি, টি. বি. হাসপাতাল, মাতৃসদন, প্রবীণ হিতৈষী সংঘ, যুব সংঘ জাতীয় বহু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তার অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ক। ঈদগাহ, মসজিদ, এতিমখানা, মাদ্রাসা, স্কুল, কলেজ, ছাত্রবৃত্তি, বন্যা ত্রাণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে রাগীব আলী দান করেছেন মুক্ত হস্তে। রাগীব আলী নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি, এশিয়া প্যাসিফিক ইউনিভার্সিটিসহ বিভিন্ন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা ভাইস প্রেসিডেন্ট। নিজ এলাকায় ও অন্যত্র রাগীব আলী অনেক রাস্তা-ঘাট করে দিয়েছেন,

www.pathagar.com

করেছেন। সিলেট রাগীব-রাবেয়া বিশ্ববিদ্যালয় Residential Model School প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় তিনি এখন নিয়োজিত। এছাড়া রাগীব আলী বহু লোককে অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছেন, তার আওতাধীন বিভিন্ন শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানে, ব্যাংকে, চা বাগানে বহু লোককে চাকরি দিয়েছেন। বহু বই বিশেষতঃ সংস্কৃতি ও ধর্মবিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশে অর্থ সংস্থান করেছেন তিনি। ক্রীড়াক্ষেত্রে বিভিন্ন ক্লাব ও ফেডারেশনকে তিনি সহায়তা দিয়েছেন। বেশ ক'টির তিনি সভাপতি, সহ-সভাপতি, প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। ঢাকাস্থ জালালাবাদ এসোসিয়েশন ও জালালাবাদ কল্যাণ ট্রাস্টের তিনি প্রতিষ্ঠাতা সদস্য।

শিল্পে, বাণিজ্যে, শেয়ার মার্কেটে, ব্যাংক বীমায় রাগীব আলী অত্যন্ত সফল হয়েছেন। বিদেশে হোটেল ব্যবসায় ও শেয়ার মার্কেটে সাফল্য পেয়েছেন। সিলেট ও চট্টগ্রামে প্ল্যান্টেশনেও এনেছেন তিনি বিরাট সাফল্য। চায়ের সবুজ সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছেন তিনি। রুগ্ন চা-বাগানগুলি কিনে, ধার-দেনা শোধ করে সেগুলিকে অত্যন্ত লাভজনক করে তুলেছেন তিনি। চায়ের পাশাপাশি তিনি তার মালনিছড়া, রাজনগর, বাঁশখালী সবুজ সাম্রাজ্যে আম, জাম, কলা, কাঁঠাল, লিচু, আনারস, পেয়ারা, আমড়া, আমলকি, লেবু, কমলা, জলপাই, নারকেল, সুপারি, পান, গোল মরিচ, আদা, হলুদ, তেজপাতাসহ বিভিন্ন অর্থকরী ফল ফলাদির ব্যাপক চাষ করেছেন। সেই সঙ্গে মেহগনি, সেগুন, কড়ই, নিম, জারুল, মালাকান্দ ইত্যাদি চাষের বিশাল আয়োজন করেছেন। রবার, বাঁশ, বেতের চাষও ব্যাপকহারে করেছেন তিনি। মাছ চাষও চলছে পাশাপাশি। আয়ের এসব আয়োজনের পাশাপাশি চলছে শিক্ষাদান, দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থানসহ সমাজসেবার জন্যে রাগীব আলীর কার্যক্রম।

অন্য দৃশ্যপট। বর্তমানে ষাটোর্ধ রাগীব আলী ১৯৭৫, ৭৮, ৮২তে তিনবার পবিত্র হজ্ব পালন করেছেন। ইসরাইল ও তাইওয়ান ব্যতিরেকে দুনিয়ার প্রায় সকল দেশে গিয়েছেন। বহু জনপদ দেখে, বহু জাতির সঙ্গে পরিচিত হয়ে, বহু মানুষের সঙ্গে মিশে, সভ্যতা ও অগ্রগতির সঙ্গে পরিচিত হয়ে রাগীব আলী নিজেকে সমৃদ্ধ করেছেন। সীমাবদ্ধতা তো মানুষেরই থাকে, ভুল-ত্রুটি তো মানুষই করে, বিষয়াদি বোঝায় ও উপলব্ধিতে তো মানুষই সর্বদা সর্বাধিক সুবিবেচনায় পৌছায় না। তথাপি মানুষ চেষ্টা করে। রাগীব আলীও সতর্ক, সক্রিয়, সচেষ্ট ভুল থেকে শিক্ষা লাভে তৎপর। এত অঢেল সম্পত্তির মাঝে থেকেও রাগীব আলী মিতব্যয়িতা ধরে রেখেছেন, আবার অন্যদিকে দানও করে যাচ্ছেন। বিদেশে দীর্ঘকাল থেকেও রাগীব আলী স্বদেশকে ভোলেননি। বাস্তবতাবোধকে রাখেন তীক্ষ্ণতার সীমায়। মানবিকতাকে ধরে রাখেন সেই সঙ্গে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের উপর বিশ্বাস রাখেন, পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করেন তিনি। পরিবারের অন্যরাও এই অনুশীলনে উদ্বুদ্ধ।

রাগীব আলী বলেন, তার এসব সম্পত্তি, এত অর্থ ও প্রতিষ্ঠা, এত প্রতিপত্তি ও পরিচিতি-সবকিছু দিয়েছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। যে কোনো সময় তিনি তা কেড়ে নিতে পারেন। যেহেতু রাগীব আলীকে মাত্র অস্থায়ীভাবে আল্লাহতালা দেখার

www.pathagar.com

দায়িত্ব দিয়েছেন। রাগীব আলী তার সম্পদ রুজির ওঠা-নামা, কমা বাড়া সর্বাবস্থায় সন্তুষ্ট থাকতে চান। বলেন, সম্পত্তি, টাকা-পয়সা, না থাকলে নেই। এ নিয়ে অস্থিরতায় নিজেকে শেষ করতে চান না তিনি। লক্ষ্য তার চারদিকে, কিন্তু অতিরিক্ত উদ্বিগ্ন নন তিনি। আল্লাহ্ তাকে এসব দিয়েছেন, যদি নিয়ে নেন, তাহলেও দুঃখ নেই। কেননা তিনি তো দারিদ্র্যের মধ্যেই ছিলেন, আল্লাহ্ই প্রাচুর্য দিয়েছেন। আলাপচারিতায় রাগীব আলী বলেন এসব কিছু।

রাগীব আলী বহু মনের সঙ্গে মেলেন। আচরণে বিনয়কে ধরে রাখেন। আতিথেয়তায় উষ্ণতা রাখেন। আবার কর্মের পরিসরে বাস্তবতাবোধ, প্রখর অন্তর্দৃষ্টি, প্রাধিকার ও শৃঙ্খলাকে ধরে রাখেন। ইতিহাসে ঔৎসুক্য , বর্তমানে বিজড়ন এবং পরিকল্পনা ও প্রয়াস-প্রচেষ্টা আর ভবিষ্যতে চোখ রাখা রাগীব আলীর সহজাত বৈশিষ্ট্য।

ষাটোর্ধ্ব রাগীব আলীর সাফল্যের একটি মূল সূত্র হচ্ছে মানুষের সঙ্গে আলাপচারিতায় ও কাজের সম্পর্কে তার বিনয়ী, বুদ্ধিদীপ্ত ও লক্ষ্যস্থির আচরণ। রাগীব আলী একজন গোছালো মানুষ। রাগীব আলী নিজের সাথে সাথে আরো মানুষের কথা মনে রাখেন বলে তিনি যেমন অর্জন প্রয়াসী, তেমনি ত্যাগ- অনুরাগী। শেষ দৃশ্যপট। টুকরো কিছু ছবি। রাগীব-রাবেয়া মেডিকেল কলেজ চালু হয়েছে, হাসপাতাল শীগগিরই হচ্ছে। বিশাল কমপ্লেক্স বলতে হবে একে ব্যক্তিগত উদ্যোগ বিবেচনায়। নির্মাণ কাজ, গোছানোর কাজ চলছে। রাগীব আলী তার নির্দিষ্ট সময়ের পৌনপুনিক উপস্থিতিতে সবকিছু দেখছেন, ঢাকা থেকে মনিটর করছেন। সম্পদ সরবরাহ, যথা ব্যবহার, স্থাপনাকর্ম তদারক করছেন। কর্মের, শ্রমের পরিকল্পনার, ত্যাগের, বাস্তবতার ও ভবিষ্যতের বিভিন্ন বিবেচনা ও মুহূর্তকে রাগীব আলী যেন নিজের চোখে ও হৃদয়ে ধরে রেখেছেন। একজন কর্মী ও সেবককে দেখা যায় আনন্দের ছটা যার সমগ্র অবয়বে তিনি রাগীব আলী। অন্য একটি ছবিতে দেখা গেল, আবহাওয়া খারাপ থাকার কারণে প্লেন সিলেট থেকে যাত্রা শুরু করে ঢাকায় নামতে না পেরে বহুক্ষণ বিপজ্জনক অবস্থার মধ্যে পড়ে আকাশে ঘুরলো। তখন রাগীব আলী আল্লাহকে স্মরণ করলেন। কিন্তু নিজেকে স্থির রেখে বললেন, এ জীবনে এমন অবস্থায় তিনি আরো পড়েছেন। অথচ টেনশন তারও ছিল। তবে এই রাগীব আলীই অনিশ্চয়তার মধ্যে চট্টগ্রামে নেমে অত্যন্ত তৎপর হয়ে উঠলেন চিটাগাং অকশন –এর পরিস্থিতি জানতে এবং তা মনিটর করতে। আরেক ছবিতে মালনীছড়া চা বাগানের বিশাল পরিধিতে রাগীব আলী খুবই তেজী তরুণের মতো ছুটছেন জীপে করে অতি সংকীর্ণ সর্পিল পথে টিলার ধার ঘেঁষে ঘেঁষে। মাথায় ক্যাপ, চোখে ঈগলের দৃষ্টি। অত্যন্ত দ্রুত দৃষ্টিতেই ধরা পড়ছে গত কিছুদিনের কর্মকর্তা, কর্মীদের তৎপরতা ও সাফল্য এবং সেজন্যে তৎক্ষণাৎ প্রশংসা করছেন, বুস্টআপ করছেন তিনি। আবার ক্ষণে ক্ষণে চোখ চলে যাচ্ছে কর্মে অসম্পূর্ণতা, অসাফল্য, ব্যর্থতা, অসচেতনতা, দায়িত্বে গাফিলতি, কর্মে ফাঁকি, সম্পদ বিনাশ বা চুরি ইত্যাদির দিকে। তৎক্ষণাৎ ধমক উচ্চারিত হচ্ছে, রোষ প্রদর্শিত হচ্ছে, সাবধান বাণী উচ্চারিত হচ্ছে, প্রয়োজনীয় ইন্সট্রাকশন দেয়া হচ্ছে। এরপরই আবার বুষ্টআপ

www.pathagar.com

করার জন্য সপ্রশংস বাক্য ছুঁড়ে দিচ্ছেন। কখনো গাড়ী থেকেই হুকুম দিয়ে কিছু করাচ্ছেন, কখনো ম্যানেজারকে করতে নির্দেশ দিচ্ছেন, কখনো নিজে নেমে হেঁটে, দৌড়ে, স্বাস্থ্যের সমস্যার কথা ভুলে গিয়ে কিছু কাজ করছেন। জিগজাগ সরুপথে এ ষাটোর্ধ্ব তরুণ রাগীব আলী প্রায় দৌড়ে অনেকখানি চলে গেলেন। তারপর বহু দূর থেকে দেখা সমস্যাটি ম্যানেজারের সামনে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখালেন, নিজেও হাত লাগালেন। জীপে করে একটানা কয়েক ঘন্টার ঘোরাফেরায় মালচিং, রেড রাষ্ট, থিন আউট, সর্বনাশ, ভেরি গুড, সুপারি গাছ, গলাফুলা রোগ, আহাহা, এখানে নতুন লাগাও, ওখানে শুরু করেছো, এখানে খুব ভল হয়েছে, এখানে পারলে না কেন, শিগগির দেখো, তুমি নিজে দেখো, এসব উচ্চারণ শোনা গেল জীপে বসা কিংবা নেমে হেঁটে দৌড়ে চলা ষাটোর্ধ্ব তেজী তরুণ রাগীব আলীর মুখে। সবকিছুর মাঝ দিয়ে কর্মকর্তা, কর্মীদের সামনে পিতৃসুলভ এক অস্তিত্বকে অবলোকন করা গেল।

শেষ দৃশ্যপটের টুকরো ছবির শেষটি। মালনিছড়ায় অসম্ভব সুন্দর পরিবেশে, সবুজ সাম্রাজ্যের মাঝে পাহাড়-টিলায় ওঠা-নামার ভেতর, অসংখ্য গাছ-গাছালি, ফল, ফুল, রঙের বৈচিত্রের মধ্যে চমৎকার সাজানো কোম্পানী বাংলোর মনোমুগ্ধকর চারপাশ দৃশ্যপট বিশাল বারান্দায় সোফায় বসে আছেন, কথা বলছেন, খোঁজ নিচ্ছেন, নির্দেশ দিচ্ছেন, বিতর্কে লিপ্ত হচ্ছেন, সতর্ক করছেন, ধমক ছুঁড়ছেন, মঙ্গলামঙ্গল ভাবনা বিনিময় করছেন একজন পরিতৃপ্ত কর্মী মানুষ। রাগীব-রাবেয়া মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল কিংবা মালনিছড়ার মতো সবুজ সাম্রাজ্য পরম মমতায় পরিচালিত করে এসবের সাফল্য দেখে ও দেখিয়ে তিনি আনন্দিত, উদ্বেলিত।

মালনিছড়ার সবুজ সাম্রাজ্যে সকালের আলো ফোটে, দুপুর রৌদ্রস্নাত হয়, অপরাহ্ন আলো-ছায়ার খেলা খেলে, সন্ধ্যা অবকাশ ঘিরে নামে, রাত নিঝুম হয়। দিনের কল কাকলী, মানুষের আনাগোনায় ছেদ টানে রাতের নিস্তব্ধতা। কখনো মালনিছড়ার সবুজ সাম্রাজ্যের আকাশে চাঁদের অসম্ভব সুন্দর হাসি, কখনো অসংখ্য তাঁরার মেলা, আর কখনো ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি। কোম্পানীর বাংলোতে ঘন্টায় ঘন্টায় ঘন্টি বাজে রাতের আঁধার চিরে । ১৮৫৪ থেকে গড়ে ওঠা ঐতিহ্যকে নষ্ট হতে দেননি বর্তমান কর্তৃপক্ষ। শুধু ইতিহাস নয়, বর্তমানের দায়িত্বশীলতাও যেন ওই ঘন্টির সঙ্গে যুক্ত। মালনিছড়ার সবুজ ছাড়িয়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে বহু প্রতিষ্ঠানে স্বীয় মেধা ও কর্মের দ্বারা সাফল্য এনেছেন এ-একব্যক্তি।

সিলেটের বিশ্বনাথ থানার কামালপুর বাজারের পাশে তালিবপুর গ্রামের সেই এক হাঁটু কাদা মেখে স্কুলে যাওয়া সাধারণ পরিবারের ছেলেটি বহু চড়াই উৎরাই পেরিয়ে, বহু শ্রম-চেষ্টা-সাধনা দিয়ে আজকের একজন সফল ও পরিতৃপ্ত মানুষ। পরিকল্পনা ও কর্ম প্রয়াস, অর্জন আর ত্যাগ নিয়ে আজো ছুটে বেড়ায় এককালের গ্রাম তালিবপুরের ষাটোর্ধ্ব তেজী তরুণ-রাগীব আলী যার নাম।

অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

www.pathagar.com

রাগীব আলী ঃ একজন মহৎ ব্যক্তি

ডঃ রঙ্গলাল সেন

বৃহত্তর সিলেটের অন্যতম সুসন্তান দানবীর রাগীব আলী বাংলাদেশের এক সুপরিচিত নাম। জনাব রাগীব আলী আপন উদ্যোগে ও নিজস্ব কষ্টার্জিত সম্পদ ব্যবহার করে বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন ধরনের সমাজ সেবা ও জনকল্যাণমূলক সংগঠন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এক অনন্য সাধারণ ও অনুকরণীয় ভূমিকা পালন করে চলেছেন। তেমনি একটি প্রতিষ্ঠান হচ্ছে- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জালালাবাদ ছাত্র কল্যাণ ফাউন্ডেশন যার সাথে রয়েছে তাঁর জন্মলগ্ন থেকেই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। আর মহৎপ্রাণ ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি রাগীব আলীর সাথে আমার প্রথম পরিচয়ের সূত্রও হচ্ছে উক্ত প্রতিষ্ঠান, যা ১৯৮১ সালের ডিসেম্বর মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞান বিভাগে আমার অফিস কক্ষে আত্মপ্রকাশ করে। সেখানেই বৃহত্তর সিলেটের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত গরীব ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের এককালীন আর্থিক অনুদান ও নিয়মিত বৃত্তি প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জালালাবাদ ছাত্রকল্যাণ ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জালালাবাদ ছাত্রকল্যাণ সমিতির তৎকালীন সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সে সময়ের ছয়টি অনুষদে অধ্যাপনারত সিলেটের ছয়জন শিক্ষক ব্যতীত বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে থেকে যে দু'জন সহৃদয় ব্যক্তির অবদান অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে তাঁদের মধ্যে দানবীর রাগীব আলী অন্যতম। অপরজন হচ্ছেন-শিক্ষাদরদী বিশিষ্ট ব্যবসায়ী দেওয়ান মোহাম্মদ সোহেল আফজাল। উল্লেখ্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের দর্শন বিভাগে খন্ডকালিন শিক্ষক জাতীয় অধ্যাপক দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের শিক্ষক হিসাবে আমাকে যথাক্রমে ঐ ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান ও কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত করা হয়।

অতএব ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা কোষাধ্যক্ষ হিসাবে একথা বলতে আমার কোন দ্বিধা নেই যে, উল্লেখিত দু'জন ব্যবসায়ী ও শিল্পপতির আর্থিক অনুদান ফাউন্ডেশনের ভিত্তি স্থাপনে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছে। ফাউন্ডেশনের সূচনালগ্নে যে কয়জন আজীবন সদস্য হয়েছেন তাঁদের মধ্যে এ দু'জন হচ্ছেন প্রসিদ্ধ। ২৩/৯/৮২ তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত নবনির্বাচিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জালালাবাদ ছাত্র কল্যাণ সমিতির অভিষেক ১৯৮২ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জালালাবাদ ছাত্রকল্যাণ ফাউন্ডেশনের প্রথম পরিচিতিমূলক যৌথ অনুষ্ঠানে জনাব রাগীব আলী তাঁর পূর্ব প্রতিশ্রুতি মত ফাউন্ডেশনের কোষাধ্যক্ষের

www.pathagar.com

হাতে এক লক্ষ টাকার একটি চেক প্রদান করেন। বলাই বাহুল্য, এটিই তাঁর প্রথম ও সর্বশেষ আর্থিক অনুদান নয়। আমার যতটুকু জানা, এর পরেও তিনি ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের সময় আরও কয়েক লক্ষ টাকা দান করেছেন।

দানবীর রাগীব আলীর সক্রিয় সংশ্লিষ্ট ও আর্থিক সাহায্যপুষ্ট সমাজসেবা ও জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা শতাধিক। কার্যক্রমের দিক থেকে যেমন রয়েছে এসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বৈচিত্র, তেমনি এ সকল প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব শুধু সিলেটেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং বলা যায় সমগ্র বাংলাদেশে পরিব্যাপ্ত। বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় অসংখ্য স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, হাসপাতাল, ক্লাব, অনাথ আশ্রম, মসজিদ, মাদ্রাসা, মন্দির, সংঘ, বিহার প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের উন্নতি সাধন ও স্থাপনে তিনি যে নিরলস ও অকৃপণভাবে আর্থিক অনুদান দিয়ে চলেছেন তা তাঁকে সমাজ জীবনে এক উচ্চ মর্যাদায় সমাসীন করেছে। মহৎ প্রাণ রাগীব আলী হচ্ছেন প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতা-উত্তরকালে বাংলাদেশের সমাজ কাঠামোয় যে বিত্তবান শ্রেণীর জন্ম হয়েছে তার ভেতর এক ব্যক্তিক্রমধর্মী ধনাঢ্য ব্যক্তি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, যদি বাংলাদেশের সকল বিত্তবান ব্যক্তি প্রত্যেকে সাধ্যমত সমাজসেবা ও জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতা এবং বিভিন্ন ধরনের ব্যবসা ও শিল্পস্থাপনে আগ্রহী হয়ে ওঠেন তাহলে দুর্ভাগা বাংলাদেশের দারিদ্র-পীড়িত গ্রামীণ ও শহুরে জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্যসেবা, বাসস্থান ও শিক্ষার সুব্যবস্থা করা সহজতর হবে।

পরিশেষে বলতে চাই যে, দানবীর রাগীব আলীর মত মহৎপ্রাণ ব্যক্তিদের মহিমা বাংলাদেশের সর্বমহলে স্বীকৃতি লাভ করুক এটাই আমার একান্ত কামনা।

অধ্যাপক, সমাজ বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

www.pathagar.com

ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিত্ব

ডঃ নূরুর রহমান খান

জনতার ভিড়ে মানুষের বড় অভাব, এমনকি দুর্লক্ষ্যও বলা চলে। পরিচিত পরিবেশ, চিত্র এবং অভ্যাসে অভ্যস্ত দৃষ্টিতে যারা প্রতিনিয়ত ধরা পড়ে কিংবা আনাগোনা করে পারতপক্ষে তারা আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়না। আমরাও অনেকটা গড্ডলিকা প্রবাহের ন্যায় ভাসমান। দীর্ঘদিনের লালিত ধ্যান-ধারণা ও বিশ্বাসের নিরিখে তাবত কিছু বিচার-বিবেচনা করে থাকি। ভ্রান্তি যে খুব একটা ঘটে এমনটা নয়। তবে কখনো কখনো প্রচন্ড হোঁচটে সম্বিৎ ফিরে পাই এবং তখন অবিশ্বাস্যভাবে এই যুগ-যন্ত্রণারকালে চরম হতাশার মধ্যেও মনে হয় 'মধুময় এ পৃথিবীর ধুলি'। আর মর্ত্য-মানবে কেউ কেউ আবির্ভূত হন অতিমানবীয় দুর্লভ গুণাবলীর সুসমন্বিত রূপে নিপীড়িত মানব সন্তানের সুনিশ্চিত আশ্রয়স্বরূপ। এমনি এক যুগ-দুর্লভ মানুষ জনাব রাগীব আলী- মনুষ্যত্বের চরমোৎকর্ষের মধ্য দিয়ে অতি সাধারণ জনের অসাধারণে রূপান্তরের, ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিত্বে উত্তরণের এক বিরল দৃষ্টান্ত।

জন্ম তাঁর সিলেট, অতি সাধারণ পরিবারের সন্তান। আত্মীয়-স্বজনের এক উল্লেখযোগ্য অংশ কৃষিজীবী। ম্যাট্রিক পরীক্ষায় যাওয়া তাঁর জন্য খুব সহজসাধ্য ছিল না। অদম্য উৎসাহ ও ইচ্ছাশক্তি তাঁর শির উঁচু এবং মেরুদন্ড রেখেছে ঋজু। লন্ডনের একটি স্কুলে ভর্তির সুযোগ ও পাসপোর্ট লাভের পর আত্মীয় এবং শুভানুধ্যায়ীদের সহৃদয় সহযোগিতা সত্বেও বিলেত যাওয়ার বিমানভাড়া জোগাড় করতে তাঁর প্রায় ছ'মাস কেটে যায়। লন্ডনে গিয়ে একটি 'ল্যাংগুয়েজ স্কুল'-এ ভর্তি হন এবং একই সঙ্গে হোটেলে খন্ডকালীন সাধারণ কর্ম-যাকে আমরা নাসিকা কুঞ্চিত করে ডিসি/ওসি (ডিশ ক্লিনার/ওনিয়ন কাটার) বলে থাকি-সে ধরনের কাজে নিযুক্ত হন। লক্ষ্মীর বরপুত্রের জন্যে এ সময়টা ছিল অনেকটা দুর্যোগপূর্ণ। আমাদের বিবেচনায় তৎকালীন 'দুর্যোগ' ছিল তাঁর ভবিষ্যৎ সফল জীবনের সোপান তথা সূচনালগ্ন। এ সময় তাঁর কর্মস্থলেরও পরিবর্তন ঘটতে থাকে হোটেল থেকে হোটেলে-ওয়েটারের খন্ডকালীন চাকুরি নিয়ে। সেই সীমিত আয় থেকে বাড়িতেও টাকা পাঠাতে হতো। এমনি অবস্থায় একই সঙ্গে উপার্জন ও বিদ্যালাভ দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। ফলে লেখাপড়ায় ইস্তফা দিয়ে পূর্ণোদ্যমে জীবন-সংগ্রামে সামিল হন। আর খন্ডকালীন কর্মী কিংবা খন্ডকালীন বিদ্যার্থী নয়-এবার রাগীব আলী প্রায় সার্বক্ষণিক কর্মী হিসেবে হোটেলে নিয়োজিত হলেন। প্রচন্ড পরিশ্রমে আশাতীত আর্থিক সাফল্যও পেলেন। 'বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী'-মনে হয় জন্মসূত্রেই এই বোধ তিনি লাভ করেছিলেন। ফলে চিরস্থায়ী গোলামীর জিঞ্জিরে আবদ্ধ থাকতে চান নি। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়, ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত সংবাদ শুধু পাঠ নয়, সেগুলো বিচার-

www.pathagar.com

বিশ্লেষণ করে জনাব আলী তাঁর অভীষ্ট লক্ষ্যে পদচারণা শুরু করেন। প্রবেশ করেন শেয়ার মার্কেটের জগতে-তখনো জানতেন না কী উজ্জ্বল অনাগত ভবিষ্যত তাঁর জন্যে অপেক্ষমান!

পাঁচ বছর সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে চাকরি করে রাগীব আলী বাঙালি স্বভাব- বহির্ভূত একটি সাহসী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। নিরাপদ জীবনের নিশ্চয়তা প্রদানকারী চাকরি পরিত্যাগের ঝুঁকি নিয়ে স্বাধীন ব্যবসা শুরু করলেন। তাঁর অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে লন্ডনে একটি রেস্তোরাঁ খোলেন। অল্পদিনের মধ্যেই তা বহুজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ফলে নতুন রেস্তোরাঁটির প্রসার জমতে বিলম্ব হয়নি। আলীর ভাগ্যের চাকাও দ্রুত ঘুরতে থাকে। ইতিমধ্যে দেশে এসে তিনি বিয়ে করেন। ভাগ্যলক্ষ্মী এ ক্ষেত্রেও তাঁর প্রতি ছিল অনুকূল। জীবন-সঙ্গিনীকে আক্ষরিক অর্থেই পেলেন কর্মসঙ্গী হিসেবে। স্বামী-স্ত্রীর যৌথ প্রচেষ্টায় হোটেল ব্যবসার সঙ্গে সঙ্গে শেয়ার মার্কেটে অভাবনীয় মুনাফায় তাঁর জীবনে নতুন দিগন্ত উম্মোচিত হলো। ভাইদের বিলেতে এনে সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন। পারিবারিক ঋণ পরিশোধ করে দেশে জমিজমা ক্রয়ে মনোযোগী হলেন। অতঃপর তিনি দেশে চা-বাগান ক্রয় করতে আগ্রহী হলেন। বিশেষ করে রুগ্ন চা-বাগানগুলোই হলো তাঁর লক্ষ্যস্থল। জনাব আলী প্রমাণ করলেন তাঁর হস্তস্পর্শ স্বর্ণপ্রসূ। রুগ্ন দেহেও প্রাণ সঞ্চারে তিনি সমর্থ। ফলে পরিত্যক্ত প্রায় চা-বাগানগুলোকে যেমন সজীব করে তুললেন, তেমনি অন্যান্য রুগ্ন শিল্প-প্রতিষ্ঠানও তাঁর মালিকানায় নবজীবন লাভ করলো।

রাগীব আলীর যথার্থ পরিচয় লাভের জন্য কিছুটা পেছনে দৃষ্টিপাত করতে হয়। ১৯৭১ সাল ছিল বাঙালি জীবনে মহাসংকটের সময়। বর্বর পাকিস্তানী দখলদার বাহিনীর বিষাক্ত ছোবলে দেশমাতৃকার বক্ষদেশ ক্ষতবিক্ষত। বাঙালিরা জীবনপণ করে শত্রুর মোকাবিলা করছে। প্রবাসী রাগীব আলী এ দুঃসময়ে তাঁর সীমিত সামর্থ নিয়ে দেশবাসীর সাহায্য-সহযোগিতায় নিঃসঙ্কোচে এগিয়ে এলেন। দেশের জন্য আর্থিক এবং কায়িক সাহায্য প্রদানে তিনি বিন্দুমাত্র ইতস্তত কিংবা কার্পণ্য করেন নি। প্রমাণ করলেন তিনি প্রথমত মানুষ ও বাঙালি এবং অতঃপর ব্যবসায়ী বা অন্যকিছু। দেশ যখন শত্রুকবলিত, তখন প্রকাশ্যে বাংলাদেশের পক্ষে লন্ডনে তিনি বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেন। বত্রিশ বছরের তরুণ। হোটেলে ওয়েটারের চাকরি করে স্বাধীন ব্যবসায় নেমেছেন। তখনো তাঁকে সুপ্রতিষ্ঠিত বলা যায় না। দেশ স্বাধীন হবে কি হবে না-এমন দোলাচলবৃত্তে তখন বহু উচ্চ শিক্ষিত বাঙালির মন দ্বিধাগ্রস্থ-সেসময় মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সাংগঠনিক কাজে রাগীব আলী ছিলেন সোচ্চার, সক্রিয়। বহু প্রত্যাশিত স্বাধীনতা লাভের পর তাঁর পক্ষে বিদেশে চিরস্থায়ী হওয়া সম্ভব ছিল না। মাটির মায়া, নাড়ীর আকর্ষণে তিনি পুনরায় স্বদেশমুখী হন। ভাগ্যান্বেষণে পরাধীন দেশ থেকে বিদেশ বিভুঁইয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর প্রত্যাশাকে পূর্ণ রূপদানের জন্যেই কর্মক্ষেত্র হিসেবে আবার বেছে নিলেন স্বাধীন স্বদেশভূমিকে। নিজেকে সম্পূর্ণ একাকার করে দিলেন দেশের মাটি ও মানুষের সঙ্গে। মন, মনন, মেধা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের বিনিময়ে গড়ে তুললেন বিভিন্ন শিল্প-

www.pathagar.com

প্রতিষ্ঠান। প্রথম জীবনের 'ওয়েটার' পরম করুণাময়ের ইচ্ছায় শত শত পরিবার তথা হাজার হাজার লোকের অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থা করলেন। দরিদ্র দেশকে গড়ে তোলার মহান ব্রত নিয়ে নতুন উদ্যোগে বিভিন্ন প্রকল্প তিনি গ্রহণ করেছেন, বাস্তবায়িত করছেন সুচারুরূপে। তিনি যেমন 'ঋণখেলাপি ক্লাবের সদস্য' নন, তেমনি নেই কোনো রাজনৈতিক ধান্ধা। অবশ্যই তিনি উচ্চাভিলাষী, কিন্তু ধুরন্ধর নন। তাঁর প্রত্যাশা একটিই দেশ ও দশের কল্যাণ সাধন। তাই বিভিন্ন শিল্প ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার পাশাপাশি স্থাপন করছেন বহুবিধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান- যে তালিকায় রয়েছে মাদ্রাসা-মক্তব, সাধারণ স্কুল-কলেজ থেকে মেডিকেল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত। অভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে জড়িত হয়েছেন প্রকাশনা শিল্প তথা যোগাযোগ মাধ্যমের সঙ্গেও। একাধিক সংবাদপত্র, সাময়িক পত্রিকা তাঁর সম্পাদনা অথবা নির্দেশনা ও সহযোগিতায় প্রকাশিত হচ্ছে। দেশের তারুণ্যকে উজ্জীবিত রাখার লক্ষ্যে ওতপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট রয়েছেন একাধিক ক্রীড়া সংগঠনের সঙ্গে। কোন শুভ প্রচেষ্টায় অনুপস্থিত রাগীব আলী? একদিকে তাঁর উদার হস্ত যেমন প্রসারিত মসজিদের দিকে, তেমনি স্থাপন করেন হাসপাতাল; মন্দির ও বিহারের জন্যেও দান করছেন অকৃপণভাবে। বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন ও কল্যাণ সংস্থাও তাঁর সদয় দৃষ্টির বহির্ভূত নয়। এই তো যথার্থ মুমিনের পথ। তিনি সেবা করছেন 'আশরাফুল মাখলুকাতের'- কোনো বিশেষ ধর্ম বা বর্ণ তাঁকে মোহান্ধ করেনি। তিনি দেখেছেন 'নরে নারায়ণ', তাই নিরন্তর ঈশ্বরের সেবা করে চলেছেন মানবসেবার মাধ্যমে। তিনি যথার্থ অর্থেই ধার্মিক, তাই স্বধর্মনিষ্ঠ থেকেও তথাকথিত ধর্মের কূপমন্ডুকতা অগ্রাহ্য করে মানব-সমাজের বৃহত্তর মিলন মেলায় শামিল হতে পেরেছেন, যেখানে নিত্য ধ্বনিত, 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।'

জনাব রাগীব আলীর সঙ্গে আমার পরিচয় ক্ষণিকের, ভবিষ্যতে আমাদের দেখা হতেও পারে, তবে না হওয়ার সম্ভাবনাই সমধিক ও সুযৌক্তিক। তবু তিনি আমার আপনজনদের একজন, আমার দেখা মাধূর্যমন্ডিত মানুষদের অন্যতম। তিনি ধনাঢ্য ব্যক্তি শিল্পপতি-সে জন্যে নয়, তাঁর অন্তর্লীন কোমল সত্তাটিই বারংবার আমাকে আকর্ষণ করছে। বিত্ত-বৈভব, খ্যাতির মোহ অতিক্রম করে সেই সত্তাটি দেশের মাটি ও মানুষের মধ্যে বিলীন হওয়ার জন্য উন্মুখ। এমন প্রাণবান, হৃদয়বান মানুষ 'লাখে না মিলয়ে এক'। মাতা-মাতৃভাষা-মাতৃভুমিকে ভালোবাসেন বলেই বিদেশের নিরুপদ্রব জীবন ছেড়ে স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে দেশের অনিশ্চিত ভবিষ্যতে নিজেকে সংশ্লিষ্ট করেছেন, সক্রিয় রয়েছেন সমৃদ্ধ স্বদেশ বিনির্মাণ কর্মকান্ডে।

আমি সশ্রদ্ধ সালাম জানাই মুক্তিযোদ্ধা রাগীব আলীকে- মাতৃভূমির দুর্দিনেও স্বাধীনতাঁর স্বপ্ন যিনি লালন করেছেন, মুক্ত স্বদেশ হয়েছে যাঁর আশ্রয় এবং যিনি নিপীড়ত হতাশাগ্রস্ত মানুষেরও অভয়স্বরূপ।

অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

www.pathagar.com

জাতি রাগীব আলীর নিকট ঋণী

ড. মোঃ খলিলুর রহমান

স্বাধীন বাংলার যে কয়জন ব্যবসায়ী আপন কর্মে বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তাদের একজন হলেন সিলেটের শিল্পানুরাগী, দানবীর জনাব রাগীব আলী। বাল্যসময়ে যখন অন্য ১০টি ছেলে নিজের মূল্যবান সময় নষ্ট করায় ব্যস্ত ছিল, তখন রাগীব আলী অতি প্রতিকূলতার মধ্যে বিদেশ পাড়ি দেন এবং বিভিন্ন বৈদেশিক পুস্তক, জার্নাল পড়ে জ্ঞান অর্জন করে অর্জিত জ্ঞান দ্বারা নিজের একক এবং দ্রুত সিদ্ধান্তে বিভিন্ন ব্যবসায়ে মনযোগ দেন। যার দরুণ আর্থিকভাবে খুব রাতারাতি এমন একটি মজবুত অবস্থানে চলে যান যার ফলস্বরূপ আজ তাঁর প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত হাজার হাজার বাঙালি শ্রমিকের কতো পরিবারের উপকার হচ্ছে এটা জানার জন্য হয়তো কেউ কোনো আগ্রহ প্রকাশ করেনি বা ভবিষ্যতেও করবে না। আমি ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে চিনি। শ্রমিকের ঘাম মুছবার আগেই তিনি তাঁর পারিশ্রমিক পরিশোধ করে দেন, যা তথায় নিয়োজিত শ্রমিকরা গর্ব করে বলে। আমাদের দেশে বেকার সমস্যা যে কত প্রকট তা রাজনৈতিক ব্যক্তি এবং দেশের কর্তাবাবুরাও বোঝেন, কিন্তু মনে হয় তাদের করণীয় কিছুই নেই, যা করছেন রাগীব আলী সাহেব। সত্যি তিনি এত বড় দানশীল ব্যক্তি যদি আপনি কখনো সিলেটে বেড়াতে যান তখন দেখবেন কত কোটি টাকা ব্যয় করে নিজে গড়ে তুলেছেন একটি প্রাইভেট হাসপাতাল এবং মেডিকেল কলেজ যা সরকার কর্তৃক স্বীকৃত। টাকা অনেকের আছে, থাকবে সেটাই স্বাভাবিক কিন্তু অকাতরে গরিব মেহনতির উন্নতিকল্পে ব্যয় করেন কতজন? পৃথিবী জুড়ে তাঁর দানের রাজ্য ব্যাপ্ত। পৃথিবীর এমন কোন মুসলিম-অমুসলিম দেশ নাই যেখানে তাঁর কোন না কোনো অনুদান অন্তর্ভুক্ত নেই। এই লোকটি রাজনৈতিক ভাবে লুকায়িত, নিজে রাজনীতি করেন না, পছন্দও করেন না। তাঁর শুধু পছন্দ অবহেলিত জনতার পাশে দাঁড়ানো। বিগত সরকার থেকে অনেক লোক অনেক ফায়দা লুটেছে। রাগীব আলী সাহেবের সম্পর্কে এ ধরনের ফায়দা লোটার কোনো নজির আমার জানা নাই।

অনেক বাঙালি আছে যারা তাদের নিজের অর্থ বিদেশের মাটিতে খাটাচ্ছে। যার উল্টোটা হলেন রাগীব আলী সাহেব। বিদেশী অর্থ দেশে খাটিয়ে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে সেই অর্থ দিয়ে গড়ে তুলেছেন অতুলনীয় ঘটনা যা না দেখে কেউ বিশ্বাস করতে পারবেন না। সাম্প্রতিককালে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে সিলেটে এবং ঢাকায় যৌথভাবে এমন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছেন যেখানে দেশীয়

www.pathagar.com

ছাত্রছাত্রীদের পাশাপাশি বিদেশি ছাত্র-ছাত্রীরাও জ্ঞান অর্জনের অফুরন্ত সুযোগ পাবে।

আমার জানামতে বাংলাদেশে যে কয়টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আছে তাঁর প্রায় সবকটিই তাঁর প্রাথমিক স্থাপন দ্বারা আরম্ভ হয়। এরকম শত শত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অকাতরে দান করে যে বিরল দৃষ্টান্ত রেখেছেন তাঁর জন্য তিনি গর্বিত। দেশের নাগরিক হিসাবে কোনোদিন যদি রাগীব আলী সাহেবের এ ঋণ শোধ করার সামান্যতম সুযোগ পাই তবে নিজেকে বিলিয়ে দেব —এই প্রত্যাশায়।

অধ্যাপক, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

www.pathagar.com

দানবীর রাগীব আলী

ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী

বিগত ২৬ নভেম্বর ২০০০ সিলেট সোলেমান হল ছিল লোকে লোকারণ্য। এই দিনে সিলেটের কৃতি চারজন সাহিত্যিককে রাগীব-রাবেয়া সাহিত্য পুরস্কার ও ক্রেস্ট দেয়া হল যার পরিমাণ ছিল লক্ষ টাকা। এটা তিনি প্রতি বর্ষেই দিয়ে আসছেন এবং ভবিষ্যতেও দিবেন। মানুষের প্রাণঢালা ভালোবাসা সেদিন অজস্র ফুলের তোড়ায় ধ্বনিত হয়েছিল। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে থাকতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করেছি। পরদিন ফিরতি পথে দেখা তাঁর বাগান বাড়ীতে। একই রূপ সৌজন্য এবং প্রীতি বিনিময়। অনাবিল আনন্দ নিয়ে ফিরে এলাম। আল্লাহ এঁদের দীর্ঘজীবী করুন।

বৃহত্তর সিলেট জেলায় নয় শুধু বৃহত্তর বাংলাদেশে এমনকি সাত সমুদ্রের ওপারে যুক্তরাজ্যেও 'রাগীব আলী' এই নামটি বিশেষভাবে সুপরিচিত। তিনি অবশ্যই এই হতভাগ্য দারিদ্র্যপীড়িত দেশের দ্বিতীয় মহসীন। হুগলী ইমামবাড়ী খ্যাত হাজী মুহম্মদ মহসীন বিপুল বিত্ত বৈভবের উত্তরাধিকারী ছিলেন কিন্তু রাগীব আলী সে ভাগ্য নিয়ে জন্মান নাই। এটি রূপকথার মতো শোনাবে যে, ১৯৫৭ সালের ৪ঠা এপ্রিল রাত ১২টায় ভাগ্যান্বেষণে যে অসহায় যুবক লন্ডন যায়, কাজ করে হোটেলে, আজ ২০০০ সালের শেষ প্রান্তে এসে দেখা যায় তিনি প্রায় দুই ডজন শিল্প বাণিজ্য সংস্থার মালিক যার মধ্যে প্রায় এক ডজন বাণিজ্য সফল চা-বাগানও আছে। তিনি বারবার বলেন খাঁটি সিলেটি উচ্চারণে বলেন, ‘‘আমি কুন্তার মালিক নায়, মালিক আল্লাহ, তাইনে দিছইন, তাঁরই ইচ্ছায় হগলতা আনজাম অয়’’।

যে সম্পদের মালিক আল্লাহ সে সম্পদের প্রতি একজন ধর্মপ্রাণ হাজী মুহম্মদ মহসীনের তো অকারণ মায়া থাকার কথা নয়! তাই দেখা যায় বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান ছাড়াও তিনি প্রায় পৌনে দুইশত ধর্মীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা, চিকিৎসা, ক্রীড়া, সাহিত্য, সংবাদ সংস্থার জন্য অকাতরে দান করে চলেছেন--- কোথায় তিনি নেই?

সিলেটের একটি ছোট্ট টিনের স্কুল যার আইনগত মালিক ছিলেন রাগীব আলী, যিনি, সেখানে সিলেটের বৃহত্তর স্বার্থে দরিদ্র কর্মজীবী মানুষ এবং ব্যবসায়ীদের স্বার্থে একটি সুপার মার্কেট করতে চেয়েছিলেন, প্রতিরোধের মুখে তা বাস্তবায়িত হতে বাধাগ্রস্ত হয়। অথচ সেই মানুষই গড়ে তুলেছেন অনেক স্কুল, ছাত্রাবাস, অডিটরিয়াম, মসজিদ, মক্তব, রাস্তাঘাট, হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ,

www.pathagar.com

বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য জনহিতকর প্রতিষ্ঠান এবং আল্লাহ তৌফিক ও আয়ু দিলে হয়তো আরো অনেক কিছু গড়ে তুলে মানবতার সেবা করে যাবেন।

ভাবতে সত্যি অবাক লাগে তিনি (১) জালালাবাদ রাগীব-রাবেয়া মেডিকেল কলেজের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, (২) সিলেট রাগীব-রাবেয়া ডিগ্রী কলেজের প্রতিষ্ঠাতা, (৩) ঢাকার নর্থ সাউথ এবং এশিয়া প্যাসিফিক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা সহ-সভাপতি, (৪) বাংলাদেশ ডায়বেটিক এসোসিয়েসনের দাতা/ আজীবন সদস্য, (৫) প্রায় পৌনে দুইশত স্কুল ও মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা, (৬) অসংখ্য হিন্দু মন্দির এবং উপাসনালয়ের জন্য অনুদান দাতা, (৭) গৃহহীন প্রায় ২০০০ দরিদ্র লোকের জন্য গৃহ নির্মাতা, (৮) সিলেট বিভাগের বিভিন্ন স্থানে ৪ কিলোমিটার পাকা এবং ২২ কিলোমিটার কাঁচা রাস্তার নির্মাতা, (৯) সিলেট বিভাগে একটি লম্বা সেতু এবং বহু কালভার্ট নির্মাতা, (১০) দরিদ্র জনগণের সুপেয় পানির জন্য শতাধিক টিউবওয়েলের দাতা, (১১) সিলেট মুক্তিযুদ্ধ বহুমুখী কল্যাণ ট্রাস্ট, (১২) জননী জন্মভুমি মাটিয়াপুর গ্রামের সার্বিক উন্নয়ন। ইতিহাসে দাতা হাতেম তাইয়ের মতই তাঁর হাত প্রসারিত হয়েছে মানবতার সেবায় এবং এ হাত এখনো প্রসারিত। এছাড়া সিলেটের ইতিহাস প্রণয়নে তিনি লক্ষাধিক টাকা অনুদানও দিয়েছিলেন। দান করেছেন ঢাকা সাহিত্য সংসদ প্রতিষ্ঠায়। প্রতিষ্ঠা করেছেন ব্যাংক। পলাশীর যুদ্ধের পর অধঃপতিত দরিদ্র সমাজের জন্য যাদের হাত প্রসারিত হয়েছিল তাদের মধ্যে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা স্যার সৈয়দ আহমদ, হুগলীর হাজী মুহম্মদ মহসীন, ধনবাড়ী (টাংগাইলের) সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রতিষ্ঠাতা), ঢাকার নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহ বাহাদুর, ওয়াজেদ আলী খান পন্নী যাঁরা সবাই প্রায় ছিলেন জমিদার/বিত্তশালী। মীর্জাপুর, টাংগাইলের একমাত্র দানবীর রায় বাহাদুর আর. পি. সাহা প্রমুখের সাথে রাগীব আলীর তুলনা হতে পারে। যিনি দরিদ্রতম অবস্থা থেকে স্বীয় প্রতিভা এবং অক্লান্ত পরিশ্রমে গড়ে গেছেন প্রথম শ্রেণীর হাসপাতাল, বহু স্কুল এবং কলেজ।
মুঘল এবং পাঠান আমলের বংশধর বহু সম্ভ্রান্ত এবং বিত্তশালী লোকের জন্ম দিয়েছে হজরত শাহজালালের (রঃ) দেশ পুণ্যভূমি সিলেট। যে কারণেই হোক দাতা মুরারীচাঁদের মত (এম. সি. কলেজের প্রতিষ্ঠাতা), মদনমোহন কলেজ, প্রথম মহিলা কলেজ, গিরিশচন্দ্র হাই স্কুল, রসময় হাইস্কুল, হবিগঞ্জের বৃন্দাবন কলেজ ইত্যাদি জানা-অজানা বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য সিলেটের হিন্দু বিত্তশালী সম্প্রদায় যেভাবে এগিয়ে এসেছিলেন, তা ইতিহাসের প্রশংসিত মাইলফলক। আমাদের বিত্তবান মুসলিম জমিদার এবং বিত্তশালী ব্যক্তিত্বদের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হলে শিক্ষা এবং গণজাগরণে সিলেট হয়তো আরও এগিয়ে যেতে পারতো।

যে মহৎ কাজগুলি ছিল শতবর্ষের সাধনার ধন, তা হাতে নিয়েছেন সিলেটের একটি অখ্যাত গ্রাম তালিবপুরের খেটে খাওয়া সন্তান দানবীর রাগীব আলী। আমাদের প্রার্থনা আল্লাহ তাঁকে সহি সালামাতে রাখুন। দুঃখী জনগণের সেবায় আল্লাহ তাঁর হায়াত দরাজ করুন। তাঁর এই মহানুভবের প্রশংসা শুধু দেশে নয় সুদূর লন্ডনের

www.pathagar.com

ডাউনিং স্ট্রীটের সর্বজন শ্রদ্ধেয় প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার (Tony Blair) এর কাছ থেকেও এসেছে। তিনি লিখেছেন ঃ

"আপনার দয়ালু হাত বৃটেনে অবস্থিত বাঙালী এবং আপনার দেশের মানুষের জন্য যে অবদান রেখে চলেছেন তাঁর জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। আশা করি আপনার দেশের মানুষও আপনার এই মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত হবেন।"

এই মহান ব্যক্তিত্ব রাগীব আলী সাহেবের সাথে আমার প্রথম পরিচয় হয় ইরানের মাননীয় এমবেসেডর মাহমুদ বায়াতের সংগে কয়েক বৎসর পূর্বে সিলেট শহরের উপকণ্ঠে তাঁর চা-বাগানের অফিসে। সেখানে তাঁর মহীয়সী স্ত্রী মিসেস রাবেয়া আলীও ছিলেন। সেদিনের স্বল্পকালীন বৈঠকে তিনি তাঁর যে মহান কর্মধারা ও মহান উদ্দেশ্যের কথা বলেছিলেন আজ তা বাস্তবায়িত হতে দেখে অত্যন্ত আত্মপ্রসাদ লাভ করছি।

আবার বলছি আল্লাহ তাঁকে তওফিক দিন, আল্লাহ তাঁকে দীর্ঘজীবী করুন এবং সুস্থ রাখুন।

কবি, অধ্যাপক, ফোকলোর বিশেষজ্ঞ, প্রাক্তন মহাপরিচালক, বাংলা একাডেমী।

www.pathagar.com

রাগীব আলীঃ আমি যেমন বুঝি

আবুল মাল আব্দুল মুহিত

রাগীব আলী নামটি অনেক দিন ধরে শুনলেও মানুষটির সঙ্গে আমার পরিচয় অতি অল্পদিনের। মাত্র পাঁচ বছর হলো তাঁর সঙ্গে আমার জানাশোনা। এর আগে মোলাকাত যে হয়নি তা নয় কিন্তু এর চেয়ে বেশী আর কিছু ছিল না। রাগীব আলীর বন্ধু ও গুণগ্রাহীরা একটি প্রকাশনায় হাত দিয়েছেন। এই উপলক্ষেই আমার এই লেখা।

রাগীব আলী মানুষটির একটি সোনালি স্পর্শ আছে। যে ব্যবসা তিনি শুরু করেন বা যে প্রতিষ্ঠানে ব্যবস্থাপনা তিনি নেন, সেটাই সফল হয়। রাগীব আলী কোহিনূর ডিটারজেন্ট কারখানা ১৯৮৩ সালে খরিদ করেন। তাঁর হাতে অলাভজনক এই প্রতিষ্ঠান সুনাম অর্জন করে। আমাদের দেশে প্রায়ই শুনি যে কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব কেউ নিলে অচিরেই তিনি 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি' অবস্থায় পতিত হন। অলাভজনক চা-বাগান রাগীব আলীর ব্যবস্থাপনায় অচিরেই লাভজনক হয়ে যায়। সিলেটে শপিং কেন্দ্রের ছড়াছড়ি। কিন্তু রাগীব আলীর মধুবন কেন্দ্রে নাকি কোন লোকসান নেই। এরকম ব্যক্তির সঙ্গে পরিচয়ের ইচ্ছা হওয়া খুবই স্বাভাবিক। রাগীব আলী দরাজ হস্তের মানুষ। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, রাস্তাঘাট, জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান এসবে তিনি সাহায্য সহযোগিতা করে থাকেন। বিশেষ করে শিক্ষা সংশ্লিষ্ট উদ্যোগে এবং তরুণদের তিনি নিরাশ করেন না। তিনি রাস্তা বানিয়েছেন, সেতু বানিয়েছেন, স্কুল মাদ্রাসা করেছেন, হাসপাতাল করেছেন। বর্তমানে তো মেডিকেল কলেজ স্থাপন করেছেন এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রকল্প হাতে নিয়েছেন।

রাগীব আলী রাজা গিরিশচন্দ্র উচ্চবিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। বিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী উপলক্ষে ১৯৮৬তে তিনি বড় অনুদান দেন। তবে সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের পুনর্মিলনীতে ১৯৯৪ সালেও তিনিই ছিলেন বড় অর্থ সাহায্যকারী। আর এই সময়েই তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয়। এই কাহিনীটিও বলবার মতো। ১৯৯৪ সালের প্রথম দিকে সিলেটে বিমান বন্দরে অপেক্ষা করছি। বাংলাদেশ বিমান তার স্বাভাবিক ধারায় বিলম্বিত। তাই বহির্গমনের লাউঞ্জে বসে আছি। রাগীব আলী এবং তাঁর স্ত্রী রাবেয়া অপেক্ষায় আছেন। রাগীব আলী বললেন, 'আপনার স্কুলের পুনর্মিলনী হচ্ছে, আপনি নিশ্চয়ই এই উদ্যোগে সাড়া দিয়েছেন বা সংশ্লিষ্ট আছেন।' আমার কাছে এটি ছিল এই সম্বন্ধে প্রথম সংবাদ। রাগীব আলী আমাকে জানালেন যে তিনি এই স্কুলের ছাত্র নন তবে উৎসাহী ছেলেরা তাঁর কাছে এলে তিনি তাদের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেছেন। মনে রাখবার মতো বিষয় হলো প্রায় সঙ্গে সঙ্গে

www.pathagar.com

সিলেট সরকারি বিদ্যালয়ের পুনর্মিলনীর উদ্যোক্তা শাহীন আমাকে টেলিফোন করে বসলেন। তারপর অধ্যক্ষ মতিনের টেলিফোন পেলাম। রাগীব আলী কালক্ষেপ না করেই উদ্যোক্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং তাঁরই ফলে স্কুলের পুনর্মিলনীতে আমার যোগদান সম্ভব হয়।

চটপট কাজ করা এবং সুচারুভাবে তা সম্পন্ন করা রাগীব আলীর বিশেষত্ব। একবার নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তাঁর সঙ্গে একটি কার্যক্রম গ্রহণ করি। রাগীব আলী ঐ নির্দিষ্ট সময়ের প্রতিটি মুহূর্ত পুরোপুরি কাজে লাগান এবং সবসময় তাঁর কাজ ছিল চটপট এবং সুচারু। রাগীব আলী ১৯৫৭ সালে বিলেতে যান ভাগ্যান্বেষণে। অতিঅল্প সময়ের মধ্যে মূলত পরিশ্রম ও বুদ্ধির জোরে তিনি চার বছরে একটি নিজস্ব রেস্তোরাঁ স্থাপন করেন। তেমনি স্বদেশে তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে বিনিয়োগের সুযোগ নেন। ষাটের দশকেই তিনি সুযোগ সন্ধান করতে থাকেন এবং ১৯৭৪ সালে তিনি বাংলাদেশেই তাঁর মূল কর্মস্থল প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে তাঁর উদ্যোগ ও অগ্রগতি সত্যি প্রশংসনীয়। আগেই বলেছি তাঁর সঙ্গে আমার যোগাযোগ মাত্র সেদিনের। কিন্তু তাঁর জীবন ও কর্মকাণ্ডের মূল্যায়ন করে যে জিনিসটি আমাকে মুগ্ধ করেছে তা হলো তাঁর বিচার বিবেচনা এবং প্রতিটি উদ্যোগ সুচারুভাবে সম্পন্ন করা। বিলেতে পৌঁছেই রাগীব আলী ব্যতিক্রমী উদ্যোগ নেন। তিনি ইংরেজি ভাষাজ্ঞানে পারদর্শী হতে প্রচেষ্টা নেন। তাঁর আনুষ্ঠানিক লেখাপড়া কাজের চাপে বন্ধ হয়ে যায় কিন্তু আমার মনে হয় পড়াশোনার মাহাত্ম্য তিনি ভালভাবেই উপলব্ধি করেন। চা-বাগান ব্যবস্থাপনায় তাঁর ব্যুৎপত্তি এমনি হয়নি, কষ্ট করে রাগীব আলী তা শিখেছেন। তাঁর বাগানে জমির ব্যবহার অতি উত্তম। তিনি জমির সেবা করতে জানেন এবং পরিবেশসম্মত ব্যবস্থা সম্বন্ধে ভালভাবে অবহিত। জমি প্রস্তুত করা, চাষ করা, বাগান করা, ফল ফুল চাষ করার বা বনায়নে তাঁর উৎসাহ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বস্তুতপক্ষে একরাত তাঁর সঙ্গে থেকে এসব উদ্যোগের সম্যক পরিচয় পেয়ে আমি আবার তাঁর ব্রিফিং পেতে আগ্রহী হই। চা-বাগানে সচরাচর এক-তৃতীয়াংশ এলাকায় চা চাষ হয়, বাকি এলাকায় কিছুটা বনায়ন চলে। এবং প্রচুর এলাকা অব্যবহৃত থাকে। বাংলাদেশে জমির এত অভাব যে জমির এই রকম অপচয় একান্তই অনুচিত। চা-বাগানে মোট এলাকা ১,২০,০০০ একর এবং আমার হিসেবে প্রায় ৬০,০০০ একরে ভাল বন গড়ে তোলা যায়। আমাদের চায়ের ফলন একর প্রতি মাত্র ১০৭০ কিলোগ্রাম। যেখানে শ্রীলংকায় বা ভারতে হলো ১৬৫০ এবং কেনিয়ায় ২৩০০ কিলোগ্রাম। অর্থাৎ আমরা ভালভাবে জমি ব্যবহার করলে চায়ের বাগানের সেবা করলে চা-বাগানগুলোকে অনেক বেশী লাভবান করতে পারি। রাগীব আলীর উদ্যোগ থেকে ভরসা হয় যে এ রকম আশাবাদ মোটেই অবাস্তব নয়।

রাগীব আলীর বুদ্ধিমত্তা ও ব্যবসায়ী ব্যক্তিত্বের কথা আগেই বলেছি। ষাটের দশকে আমাদের প্রবাসী রেস্তোরাঁ মালিকেরা খুব কম লোকই স্টক মার্কেটে সক্রিয় ছিলেন। রাগীব আলী স্টক মার্কেটে সেই সময়েই আগ্রহী ও সক্রিয় হন। শুনেছি যে

www.pathagar.com

নাইজেরিয়ার তেল কোম্পানীর স্টক তাঁকে প্রচুর মুনাফা দেয়। স্টক মার্কেটে তাঁর আগ্রহ ঐ সময়ে নিতান্তই ব্যতিক্রমী ব্যবহার হিসেবে পরিগণিত হতে পারে। সোনা ফলনের জন্য এই যুগে মাইডাসের সুনজরের সুযোগ নেই। সোনা ফলাতে বুদ্ধির প্রয়োজন, ব্যবস্থাপনায় দক্ষতার প্রয়োজন। এর অপচয় রোধের কৌশলের প্রয়োজন। রাগীব আলীর ব্যবসা সম্বন্ধে আমি তত জানি না কিন্তু সহজেই বুঝি যে তিনি প্রশাসনিক খরচ শক্ত হাতে নিয়ন্ত্রণ করেন এবং তাঁর কর্মীদের দক্ষতা বিকাশে বিশেষ নজর দেন। তাঁর আর্থিক ব্যবস্থাপনার একটি দিক আমাকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করে। তিনি বিনিয়োগ ও ঋণের ভারসাম্য সম্বন্ধে খুবই সজাগ। বাংলাদেশে এই চরিত্রের বিনিয়োগকারীর খুবই দুর্ভিক্ষ রয়েছে। ষাটের দশকের শুরুতে দিনে পঞ্চাশ পাউন্ড রোজগার করা চারটিখানি কথা নয়। আনুষ্ঠানিকভাবে অল্প শিক্ষিত রেস্তোরাঁওয়ালার স্টক মার্কেটে প্রবেশের কাহিনী রূপকথার উপাখ্যানই বটে। রাগীব আলীকে সফল ব্যবসায়ী এবং সম্মানিত সমাজসেবক হিসেবে স্বীকৃতি দেবার অনেক উপাদান বর্তমান।

আমার একটিই কামনা। রাগীব আলীর উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হোক এবং তিনি তাঁর ব্যবস্থাপনার দক্ষতার মাধ্যমেই তাঁর ট্রাডিশন চালিয়ে যাবার কৌশল আবিষ্কার করুন।

সাবেক সচিব ও অর্থমন্ত্রী।

www.pathagar.com

অসাধারণ ত্যাগী পুরুষ

ইনাম আহমদ চৌধুরী

যুগে-যুগে, দেশে-দেশে কিছু ব্যতিক্রমী মানুষের আবির্ভাব হয়, মানব-চরিত্র ও কর্মকান্ডের সাধারণ পরিধির উর্ধ্বে উঠে যাঁরা অসাধারণত্বের মহাকাশে বিচরণশীল। তাঁরা স্বল্প-সংখ্যক। সব সময় আমরা তাঁদের দেখা পাইনে। কেননা তাঁরা ক্ষণজন্মা। যখন তাঁদের এবং তাঁদের কৃত-কর্মের মুখোমুখি হবার সুযোগ আমাদের হয়, সে আমাদের সৌভাগ্য। সিলেটের সৈয়দ রাগীব আলীর সঙ্গে পরিচিতি এবং তাঁর বহুমুখী কর্মকান্ড সে সৌভাগ্যই সূচনা করে। রাগীব আলী বাংলাদেশের গৌরব। তিনি শতাব্দীর একজন শ্রেষ্ঠ বাঙালি। তিনি আন্তর্জাতিক-স্বীকৃতি ধন্য, অনুকরণীয় এক মহান পুরুষ।

কথায় বলে 'গেঁয়ো যোগী ভিক্ পায় না।' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কদর বাড়ল যখন তিনি নোবেল পুরস্কার পেলেন। আন্তর্জাতিক মহলে জনাব রাগীব আলীর সুমহান কীর্তিকলাপের সপ্রশংস স্বীকৃতি আমাদের দেশের অনেককেই উৎসাহিত করে- রাগীব আলীকে ভালো করে জানতে, বুঝতে। তাঁর অসাধারণত্বকে সম্যক উপলব্ধি করতে। জন-হিতৈষী মানব-কল্যাণধর্মী সমাজসেবার ক্ষেত্রে উপমহাদেশের খুব কম লোকই এ ধরনের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ও প্রশংসা অর্জন করেছেন। বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী Tony Blair জনাব রাগীব আলী সম্পর্কে বলেছেন- You have certainly acted most charitable towards those less fortunate than yourself and a great many people have benefited from your kind and worthwhile endeavours to improve their lives.

You set an outstanding example, which I trust that other might follow"

বৃটেনের সেক্রেটারি অব স্টেট ফর হেল্‌থ Mr. Frank Dobson M.P. বলেছেন- রাগীব আলীকে শ্রদ্ধাঞ্জলি (tribute) জানাতে পেরে তিনি গভীর আনন্দ অনুভব করছেন-অভাবী ও দুঃখী মানুষের স্বাস্থ্যরক্ষা ও শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে রাগীব আলীর বিরতিহীন নিঃস্বার্থ আত্ম-নিবেদনের কথা স্মরণ করে তিনি আরও বলেছেন-He is a sterling example of the best of enter-perennial culture. House of Lords" এর মাননীয় সদস্য সুবিখ্যাত লেখক Jeffrey Archer বলেছেন-রাগীব আলীর বহুমুখী জনহিতকর কর্মকান্ড Are an inspiration to us all. Although our book can not totally discribe every thing he

www.pathagar.com

has done? I feel sure his achievements will inspire as well as act as a lesson for the young generation of Bangladesh.” চিরাচরিত আনুষ্ঠানিক উচ্চশিক্ষা রাগীব আলী পান নি; কিন্তু বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয় অক্সফোর্ডের J.R. Woodman রাগীব আলীর Superior intellectual acumen এর ভূয়সী প্রশংসা করে বলেছেন- Successful people both in Bangladesh and Britain can learn much from this unique and talented man who has dedicated his life and earnings to the poor. I salute this more than life figure and aplaued him for his consistent charity and compassion. দেশ-বিদেশের আরো বহু খ্যাতনামা ব্যক্তি সৈয়দ রাগীব আলী সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন।

বিশ্বনাথের মরহুম হাজী রাশীদ আলীর পুত্র রাগীব আলী কিন্তু রূপোর চামচ নিয়ে জন্মান নি। দুঃখ-দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে তাঁকে বড় হতে হয়েছে। সম্পূর্ণ নিজের হাতে গড়া এই নির্মোহ সফল পুরুষ। সাফল্য তাঁর জীবনে এসেছে ধাপে ধাপে- স্বেদসিক্ত পরিশ্রম ও কর্মনিষ্ঠার ফলশ্রুতি হিসেবে। ১৯৫৭ সালে যে সহায় সম্বলহীন, কিন্তু তেজ-দীপ্ত উচ্চাভিলাষী তরুণ অতি কষ্টে সাত সমুদ্দুর পেরিয়ে বিলেতে কষ্টকর এক জীবনের সূচনা করেছিলেন, শতাব্দীর শেষ-লগ্নে চার দশকের মধ্যেই সেই উদ্যোগী পুরুষ শুধুমাত্র আপন প্রচেষ্টায় রূপান্তরিত হলেন দাতাশ্রেষ্ঠ সমাজসেবী আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন রাগীব আলী হিসেবে। গল্পে শোনা পর্ণকুটীর থেকে রাজপ্রাসাদের মতোই রাগীব আলীর জীবন এক আধুনিক রূপকথা।

যে ধন-সম্পত্তি তিনি আহরণ করেছেন, পারিবারিক সূত্রে প্রাপ্তও নয়-এ কারো অনুদানও নয়। সন্দেহজনক বা অজ্ঞাত কোন সূত্র থেকে এসব আসেনি। আরো অনেক ধনীর মত ব্যাংকের ঋণ-খেলাপি তিনি নন। নিষ্কলুষ নির্লোভ এই মহান পুরুষ শুধু নিরলস অধ্যবসায়, আপন মেধা ও প্রজ্ঞা, স্বচ্ছ ব্যবসায়িক বিচার-বুদ্ধি, অনমনীয় দৃঢ়তা এবং অসীম মনোবল নিয়ে প্রতি পদক্ষেপে সংগ্রাম করে জয়ী হয়েছেন। আহরণ করেছেন অতুলনীয় বৈভব। বেশ কয়েকটি সুপরিচালিত শিল্প প্রতিষ্ঠান, সাতটি চা-বাগান কয়েকটি, রাবার বাগান এবং একাধিক সফল ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী তিনি। যুক্তরাজ্যে শেয়ার মার্কেট ও গৃহায়ন খাতে তাঁর লাভজনক বিনিয়োগ। নিঃসন্দেহে তিনি দেশের একজন অত্যন্ত ধনাঢ্য ব্যক্তি। কিন্তু অন্যদের সঙ্গে তাঁর বিরাট ব্যতিক্রম এই যে, কষ্টার্জিত এই বিপুল ধন সম্পদ তিনি আপন বিলাস, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে ভোগ করতে চান না। তিনি বলেন, এসব হচ্ছে আল্লাহ্‌র দান। তাই সুমহান আল্লাহ্‌র সৃষ্ট মানুষের প্রয়োজনে এই সম্পদ ব্যয়িত হলেই তাঁর সন্তুষ্টি, তাঁর তৃপ্তি, তাঁর সওয়াব। মানুষের মঙ্গল সাধনই তাঁর ধর্ম। তাঁর বিত্ত অনেক কিন্তু চিত্ত আরো অনেক অনেক বড়।

www.pathagar.com

জনাব রাগীব আলীর জীবন ও কর্ম আলোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা, অনুপ্রাণিত বোধ করা। রাগীব আলী যে চা-বাগানগুলোকে আজ অর্থকরী করে তুলেছেন-সেই মালনীছড়া, রাজনগর, কর্ণফুলী আর অন্যান্য বাগান এক সময়ে ছিল রুগ্ন। কোহিনুর ডিটারজেন্ট ফ্যাক্টরী তাঁর মালিকানায় আসার সময় ছিল একটি মৃতপ্রায় প্রতিষ্ঠান। কিন্তু এগুলোকে তিনি চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়ে কঠোর পরিশ্রম, দক্ষ ও সচেতন তত্ত্বাবধায়কতা এবং আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারে সবগুলোকেই ক্রমে ক্রমে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছেন। বাংলাদেশের বর্তমান প্রতিকূল অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মধ্যেও অদম্য আশাবাদী রাগীব আলী বলেন, 'বাংলাদেশে ব্যবসা করা যায় না বা শিল্প হয় না এ কথা আমি অন্তত বিশ্বাস করি না।' তিনি বলেন চা-বাগানের কথাই ধরুন সঠিক উদ্যোগ ও ব্যবস্থাপনা চা-বাগানকে সুফলা ও লাভজনক করে তুলতে পারে। তিনি মনে করেন, সাফল্য সহজ পথে আসে না, তাঁর জন্যে প্রয়োজন দক্ষতা, নিষ্ঠা, একাগ্রতা, পরিশ্রম ও সৎ মনোবৃত্তি।

রাগীব আলীর অর্থ উপার্জনে কোন ধান্ধা নেই, নেই কোন আইন-বহির্ভূত কার্যকলাপ। তাই তিনি কারো ধার ধারেন না। তাঁকে নত-মস্তক হতে হয়না। লুকোচুরি করতে হয় না। উন্নত শির এই ব্যক্তিত্ব আপন মহিমায় আপনিই দেদীপ্যমান, ধন বা বৈভবের জৌলুসে তিনি বিচ্ছুরিত নন। মনের ঐশ্বর্য ও হৃদয়ের ঔদার্যের আলোকে তিনি উদ্ভাসিত। অনাড়ম্বর জীবন যাপনকারী এই ধর্মপ্রাণ অমায়িক ব্যক্তি কখনও তাঁর শিকড় জন্মস্থল থেকে বিস্মৃত হন নি। যত উপরেই উঠুন না কেন, তিনি মাটির মানুষই রয়ে গেছেন।

জাতীয় অর্থনীতি সম্পর্কে জনাব রাগীব আলীর ধ্যান-ধারণা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। মুক্তবাজার অর্থনীতির তিনি বিরোধী নন, কিন্তু তিনি যথার্থই মনে করেন রাষ্ট্রীয় ও শৈল্পিক স্বার্থ সংরক্ষণই হওয়া উচিৎ আমাদের প্রথম এবং সর্বোচ্চ দায়িত্ব। দেশীয় দায়িত্ব। দেশীয় শিল্পকে উৎসাহ ও সমর্থন দিয়ে তাঁর বিকাশের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। তিনি মনে করেন নতুন শতাব্দীর চ্যালেঞ্জকে মোকাবেলা করার জন্যে প্রয়োজন একটি জাতীয় অর্থনীতি প্রণয়ন যা আমাদের দ্রুত শিল্পায়ন ও কৃষি-উন্নয়নে প্রত্যক্ষ সহায়তা যোগাবে। বিনিয়োগে আকৃষ্ট করার জন্যে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার কোন বিকল্প নেই। রাগীব আলী মনে করেন–দেশের অধোগতি রোধ করার জন্যে রাজনৈতিক সহনশীলতা অপরিহার্য। ঋণ-খেলাপি ও আইন ভঙ্গকারীদের শক্ত হাতে দমন করে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সুশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা সরকারের মুখ্য দায়িত্ব ও কর্তব্য। বর্তমান অবস্থায় দক্ষ মেধাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গকে উন্নয়ন কর্মকান্ডে সম্পৃক্তকরণ অত্যাবশ্যকীয়।

www.pathagar.com

জনাব রাগীব আলীর সুমহান কর্মকান্ড ও বাস্তবসম্মত ধ্যান-ধারণা জাতির জন্যে দিক-নির্দেশক হলে আমাদের অগ্রযাত্রা অবধারিত। অগাধ দেশপ্রেম অগাধ জাতীয়তাবোধ আপসহীন দৃঢ়তা এবং মানব-কল্যাণ ও সমাজসেবার আগ্রহ রাগীব আলীর চরিত্রের দৃপ্ত বৈশিষ্ট্য। বিদেশের ঝুঁকিবিহীন আরাম-আয়েশের জীবন ছেড়ে দেশের মাটির কাছাকাছি এসে মানুষের কল্যাণে আত্মনিবেদন করেছেন নিঃশঙ্ক এই মহান কর্মীপুরুষ। বিনয় তাঁর কর্ম, মানবপ্রেম তাঁর ধর্ম, জাতীয়তাবোধ তাঁর উপলব্ধি।

রাগীব আলী আমাদের গর্ব। তাঁর ফলপ্রসূ কর্মময় দীর্ঘ জীবন আমাদের ঐকান্তিক কামনা।

অর্থনীতিবিদ, সাবেক সচিব, বাংলাদেশ সরকার ও
ভাইস-প্রেসিডেন্ট ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক, জেদ্দা।

www.pathagar.com

রাগীব আলীর কথা

ডঃ মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল

পঁয়ত্রিশ বছর আগের কথা। বিলেত গিয়েছি পড়াশুনা করতে। লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে স্কুল অফ ওরিয়েন্টাল স্টাডিজে ভর্তি হয়েছি। বিলেত গিয়ে উঠি রাসেল স্কোয়ারের কাছাকাছি একটা ফ্লাটে। ওখানে আমার এক আত্মীয় থাকতেন। তিনিও আমার মতোই পড়াশোনার জন্য গিয়েছিলেন। রাসেল স্কোয়ার থেকে আমার স্কুলে যেতে মিনিট পাঁচেকের মতো লাগে। বেশ ভালই হলো। যাতায়াতে সময় বাঁচবে-পয়সাও বাঁচবে। কিন্তু সপ্তাহখানেক পরেই শুনলাম ও বাড়িতে বেশীদিন থাকা যাবে না। পুরাতন বাড়ি কি না- কাউন্সিল থেকে নোটিশ দেয়া হয়ে গেছে তিন মাস পরেই ও বাড়িটা ভেঙ্গে দেয়া হবে। ওখানকার নিয়ম অনুযায়ী বেশী পুরাতন বাড়ি রাখা যায় না। ভাড়াটে কিংবা বসবাসকারি মালিক কিংবা পাড়া প্রতিবেশীর জন্যও বাড়ি নিরাপদ নয়। সুতরাং আমাকেও বাড়ি দেখতে হবে।

রাসেল স্কোয়ারের আশপাশেই বাড়ি খুঁজছি। একটা বা দু'টো কামরা চাই। এদিকে দেশ থেকে আসছেন স্ত্রী, সঙ্গে আছে দেড় বছরের ছেলে শামীম। বাড়ি খুঁজে পাই না। যে বাড়িতে উঠেছিলাম তাঁর শ্বেতাঙ্গ হাউসকিপারকে অনুরোধ করলাম-অন্তত মাসখানেক তো এখানে থাকতে দাও। হাউসকিপার জোরেশোরে না করে দিল। বাচ্চা থাকলে আমরা ঘর ভাড়া দেই না। আস্তে আস্তে দূরের বাঙালি পাড়ায় বাড়ি খুঁজছি। গিন্নি সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই আসছেন টেলিগ্রাম পেলাম।

দেশ থেকে আসার সময় গৃহিণী আমাকে কতোগুলি ঠিকানা দিয়েছিলেন আমার নোট বইতে। তিনি ছিলেন গার্লস স্কুলের হেডমিস্ট্রেস। তাঁর স্কুলের এক শিক্ষিকার ভগ্নিপতির নাম ঠিকানা ছিল আমার নোট বইয়ে লেখা। নোট বইটা নিয়ে রাস্তায় বের হলাম। দক্ষিণ লন্ডনের স্ট্রেটটাম হিলের কাছে লেহাম কোর্ট রোড। নোট বই তো নিলাম কিন্তু তখন এতোবড় বিলেত শহরের সব রাস্তাঘাট চিনি না। পুলিশের সাহায্য নিলাম। বিদেশের পুলিশকে প্রশংসা করতে হয়। আমাকে একশো সাঁইত্রিশ নম্বর বাসে তুলে দিলেন। বাসের কন্ডাক্টর আমায় ঠিক স্টেশনের সামনেই নামিয়ে দিলো। আর পথচারী একজনকে জিজ্ঞেস করলে সেও লেহাম কোর্ট রোড দেখিয়ে দিলো। রাস্তাটা পার হয়েই পেয়ে গেলাম সেই তাজমহল হোটেল। এদেশের লোকজনের সহযোগিতা রাস্তাঘাটেও দেখা যায়। কিছু জিজ্ঞেস করলে অনেকেই সাহায্য করে। আমাদের দেশের মতো জানিনা বলেনা-বা ভুল পথ দেখায় না। হোটেলে ঢুকে পড়লাম।

www.pathagar.com

ঢুকতেই অল্পবয়স্ক সুশ্রী একজনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। গায়ের রং ফরসা। চেহারা দেখে বাঙালি কি না নিশ্চিত বোঝা যায় না। তাই ইংরেজিতেই প্রশ্ন করেছিলাম- আমি রাগীব আলী সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে চাই। চটপট জবাব পেলাম-আমিই রাগীব আলী।

আমি বললাম-আমি এসেছি সিলেট থেকে। আমি মুরারিচাঁদ কলেজে পড়াই। আমার স্ত্রী কিশোরী মোহন গার্লস হাই স্কুলের হেড মিস্ট্রেস। আপনার শ্যালিকা আনোয়ারা ঐ স্কুলেরই শিক্ষয়িত্রী। তিনি আপনার ঠিকানা দিয়েছেন। রাগীব আলী সঙ্গে সঙ্গে আমাকে বসতে বললেন। দু'জন ওয়েটারকে খাবার আনতে আদেশ করলেন। আমি এক কোণে খালি চেয়ারটায় বসলাম। রাগীব আলী হাসলেন- আগে লাঞ্চ করুন। তারপর সব আলাপ হবে।

তখন বেলা দু'টো কি আড়াইটে হবে। বের হবার সময় আমি কিছু খেয়েই বের হয়েছিলাম। ঠিক ক্ষিধে পায় নি। এদিকে দু'মিনিটের মধ্যে টেবিল ভর্তি হলো গরম গরম মাংস, আলু, ভাত, মটরশুঁটি নানা রকমের খাবার। রাগীব আলী বললেন-আগে খাওয়া সারুন তো। তারপর অন্য কথা। কাঁটা চামচে যদি অসুবিধা হয় তবে হাত ধুয়ে আসুন।

-না না, কোনো অসুবিধা হবে না। তবে এতো খাবার। আমি কিন্তু খেয়েই বের হয়েছি।

-আপনিতো রাসেল স্কোয়ার থেকে এসেছেন? নিশ্চয়ই ঘন্টাখানেক লেগেছে। এতোক্ষণে ক্ষিধে পেয়েছে।

খেতে আর আপত্তি করা গেল না।

আস্তে আস্তে খাচ্ছি। আর কথা বলছি। রাগীব আলীও আমার পাশের চেয়ারে বসা। তিনিও কফি খেলেন আমার সঙ্গে। খাওয়া শেষ হলো।

রাগীব আলী বললেন-একটা ঘর চাই তো? চলুন আমার সঙ্গে। রাগীব আলী গায়ে একটা লংকোট চাপিয়ে নিলেন। আমার গায়েও লংকোট ছিল। অবশ্য ওটা আমি দেশে আমার এক আত্মীয়ের কাছ থেকে নিয়ে এসেছিলাম। অক্টোবর মাস। আমার জন্য বেশ শীত। রাস্তায় বের হলাম।

রাস্তা পার হয়েই এলাম থর্ণটন এভিনিউতে। তেত্রিশ নম্বর বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালাম আমরা দু'জন। ঘন্টা বাজাতেই বের হয়ে এলেন এক দীর্ঘদেহী ভদ্রলোক-গায়ের রং বেশ উজ্জ্বল। দরজা খুলতেই রাগীব আলী বাংলায় বললেন-এই ভূঁইয়া সাহেব, আমার সঙ্গে এসেছেন প্রফেসর সাহেব-উনি সিলেট থেকে এসেছেন। আপনার এখানে ঘর খালি আছে না?

ভূঁইয়া সাহেব আমাদের ভিতরে আসতে বললেন। বসলাম গিয়ে ওর বৈঠকখানায়। তখন বিকাল হয়ে এসেছে। উনিও কফি খাওয়ালেন।

www.pathagar.com

তারপর আমাদের দু'জনকে নিয়ে গেলেন তিনতলায়। ছোট ছোট দু'টো কামরা। বারান্দায় গ্যাসের চুলা। রান্না করার ব্যবস্থা। দোতলায় বাথরুম টয়লেট। সপ্তাহে ভাড়া মাত্র চার পাউন্ড। আপনাদের পছন্দ হয়েছে তো। আমি বললাম নিশ্চয়ই। রাস্তার দিকে জানালাও আছে। পেছনের জানালা খুললে অবশ্য রোদও পাবেন। সব কথা খোলাখুলি বললেন ভূঁইয়া সাহেব। তাঁর বাড়ি কুমিল্লা জেলায়। অবশ্য তাঁর স্ত্রী ছিলেন বিদেশিনী। যাক শেষ পর্যন্ত থর্ণটন এভিনিউর বাড়িতে কাটিয়েছিলাম অনেকদিন।

রাগীব আলীর সঙ্গে ঐ যে পরিচয় হলো বিলেতে থাকাকালে তা ক্রমশ আরো ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হলো। লেহাম কোর্ট রোডের পাশেই অ্যামসবেরী এভিনিউ। ওখানেই রাগীব আলী সপরিবারের অর্থাৎ স্ত্রীসহ থাকতেন। তখনো তাঁর কোনো সন্তানাদি হয়নি। ঐ বাড়িতে থাকতো তাঁর এক ভ্রাতষ্পুত্র। ছুটির দিনগুলোতে রাগীব আলীর বাসায়-যাওয়া আসা হতো।

ভূঁইয়া সাহেবের বাড়িতে অনেকদিন ছিলাম।

যাহোক পরে কোনো কারণে ঐ বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিলাম। অ্যামসবেরী এ্যভিনিউতেই এক গ্রীক ব্যবসায়ীর বাড়িতে কিছুদিন কাটালাম। আমাদের শামীমের বয়স তখন তিন বছর পূর্ণ হয়েছে। বাসার কাছাকাছি একটা নার্সারি স্কুল। ওকে ঐ স্কুলে ভর্তি করে দিলাম। সকালে আমিই ওকে স্কুলে দিয়ে চলে যাই আমার পড়াশোনার কাজে ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে অথবা ব্রিটিশ মিউজিয়ামে। গৃহিণীও বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা কোর্সে ভর্তি হবে ঠিক করলো। মাঝে মধ্যে বাসায় ফিরতে আমার দেরি হলে শামীমকে স্কুল থেকে নিয়ে আসার সমস্যা হতো। রাগীব আলী নিজেই সেসব সমস্যার সমাধান করতেন। আমাদের কোনো অসুবিধা হলে তাঁর স্ত্রীও সব সময় আমাদের সাহায্য করার জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকতেন।

আমার পড়াশোনার পাট প্রায় সমাপ্তির পথে। এমন সময় আমাদের মেয়ে সুমীর জন্ম হলো বিলেতের সাউথ লন্ডন হসপিটালে। সে সময় বাস্তবিকই আমার অনেকগুলো সমস্যা এসে দাঁড়ায়। শামীমকে স্কুল থেকে আনা-নেওয়া, হাসপাতালে দৌড়াদৌড়ি করা, ডাক্তারের কাছে যাওয়া আসা তদুপরি আমার পড়াশোনার তখন দারুণ চাপ। সে সময়টাতে রাগীব আলী ও তাঁর স্ত্রী আমাদের অকল্পনীয় সময় ও সহায়তা দিয়েছিলেন তা সত্যি ভুলবার নয়।

এর মধ্যে গ্রীক বাড়িওয়ালা আবার নতুন সমস্যার সৃষ্টি করলো। আমার দুই বাচ্চা নিয়ে আর ঐ বাড়িতে থাকা সম্ভব হলো না। এ কথা শুনে রাগীব আলী বললেন, ভাই, আপনি কোনো চিন্তা করবেন না। নরবুড়িতে আমি একটি বাড়ি কিনেছি। আসলে একটি বাড়ি নয়, পাশাপাশি তিনটি দোতলা বাড়ি। একটা বাড়িতে আপনারা থাকবেন।

এর মধ্যে দেশ থেকে চিঠি পেলাম গিন্নীর দুই ভাই ইম্পিরিয়াল কলেজে ভর্তি হয়েছে- তাই ওরাও আসছে বিলেতে খুব শিগগিরই। রাগীব আলীর কলমার রোডে

www.pathagar.com

বাড়ি কেনা হয়ে গেছে। খুব তাড়াতাড়ি করে তিনি একটা বাড়ি রঙ করে এবং যতোদূর সম্ভব পরিষ্কার করে আমাদেরকে বললেন- আপনারা ঐ বাড়িতে গিয়ে ওঠেন। আসবাবপত্র, চুলা ইত্যাদি দু'একদিনের মধ্যেই পেয়ে যাবেন। আমি নিজেও দু'একটা প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনে ফেললাম।

বিলেতে প্রবাসের শেষের দিনগুলো রাগীব আলীর ঐ কলমার রোডের বাড়িতে কাটিয়ে দেশে ফিরে এলাম। চলে আসার সময় রাগীব আলী বলেছিলেন- আপনার দুই ভাই রইলো এখানে- ওদের কোনো সমস্যা হলে আমি আছি। আর আপনার কোনো কিছু প্রয়োজন হলে নিঃসংকোচে বলবেন কিন্তু। আর বললেন- দেশে ফিরে গেলে আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে।

সত্যি সত্যি বিদেশে এমন বন্ধুবৎসল ব্যক্তি পাওয়া খুবই ভাগ্যের ব্যাপার বলতে হয়।

দেশে ফিরে আসার পর সিলেট গিয়েছিলাম। অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে। আমি তখন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিয়েছি।

দেখা হওয়ামাত্রই জড়িয়ে ধরলেন রাগীব আলী। কেমন আছেন। আপনি কেমন আছেন। বললাম-ভালো। কয়দিন থাকবেন। ব্যবসা সংক্রান্ত কাজে এসেছেন রাগীব আলী। তারপর অনেকদিন আর রাগীব আলীর সঙ্গে দেখা হয়নি। এলো একাত্তর সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ।

আমরা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে ইপিআর বাহিনীকে আশ্রয় দিয়েছি। মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন কাজে আমরা অংশগ্রহণ করেছি ঐ সময়। কিন্তু বেশীদিন বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে থাকা সম্ভব হয় নি। হানাদার বাহিনী বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা থেকে আমাদেরকে সরে যেতে বাধ্য করে। বহুদিন আমরা চট্টগ্রামের বিভিন্ন পল্লীতে আত্মগোপন করে থেকেছি। রাগীব আলী তখন বিলেতে। পরে জানলাম তিনিও মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন কাজে নানাভাবে সাহায্য করেছেন বিদেশে থেকেও।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর পত্র-পত্রিকায় রাগীব আলীর সংবাদ মাঝে মধ্যে পাই। সিলেটের বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠান-স্কুল-মাদ্রাসা ইত্যাদির প্রতিষ্ঠা করেছেন তিনি। সিলেট মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন করেছেন তিনি। সমাজসেবার এক অনন্য কীর্তিমান ব্যক্তিত্ব রাগীব আলী। বস্তুত সিলেটের বহু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি যুক্ত। সেখানে মেডিকেল কলেজও প্রতিষ্ঠা করেছেন তিনি। অনেকদিন কেটে গেছে।

রাগীব আলীর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হয়না। চট্টগ্রাম থেকে আমি চলে গেছি রাজশাহীতে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ম থেকে অবসর গ্রহণ করে ঢাকায় চলে এলাম। ঢাকায় থাকি এখন। একদিন হঠাৎ ফোন পেলাম রাগীব আলীর। সাউথ-ইস্ট ব্যাংকের চেয়ারম্যান রাগীব আলী। দিলকুশায় তাঁর প্রধান কার্যালয়। চলে এলাম সাউথ-ইস্ট ব্যাংকের সদর দফতর দিলকুশায়। কতো বছর পরে দেখা। কালের সমুদ্রে অনেক অনেক বছর বিলীন হয়ে গেছে। আমাদের দু'জনেরই

www.pathagar.com

চেহারায় কতো পরিবর্তন, কতো রূপান্তর। শ্মশ্রুবিহীন যুবক রাগীব আলী আজ প্রায় পক্বকেশ-শ্মশ্রুবিমন্ডিত মুখমন্ডল-উজ্জ্বল শান্ত সৌম্য সুদর্শন-এক অনুপম ব্যক্তিত্ব।
আমারও পরিবর্তন বা রূপান্তর কম নয়।
প্রচলিত কেশ উত্তরপৌ আমারও কেশ শ্মশ্রুরাজি প্রায় শুভ্র।
সাউথ-ইস্ট ব্যাংকের উন্মুক্ত করিডোরে-আমরা কেউ কাউকে চিনতে ভুল করিনি। বুকে জড়িয়ে রাখলেন রাগীব আলী-অনেক অনেক মুহূর্ত।

সেই বন্ধুবৎসল সদাহাস্য উদার হৃদয় রাগীব আলী আজ আমার সামনে উপস্থিত-সিলেট জেলার সেই দিনের তরুণ আজ অজস্র কীর্তির গৌরবে দীপ্ত সমুজ্জ্বল।

অধ্যাপক, বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

www.pathagar.com

রাগীব আলী একজন কীর্তিমান মানুষ

এ.এস.এম. শাহজাহান

জন্ম মৃত্যুর মাঝখানে স্বল্প সময়ের জীবন আমাদের। যেন পদ্মপাতায় শিশির বিন্দু। কবি হাফিজের ভাষায় দিনরাত খালি বাজছে ঘন্টা/ গোটাও তোমার পাততাড়ি, চলো। সীমিত পরিসর-এ জীবনের অকারণ অপচয় করে ফেলে অধিকাংশ মানুষ। মুষ্টিমেয় কীর্তিমান মানুষ তাঁদের কর্মের মধ্য দিয়ে জীবনকে করে তোলে অর্থবহ। বহুমাত্রিক কর্মযোগে নিজেকে ব্যাপৃত রেখে জীবনে যোগ করে নতুনমাত্রা। শুধুমাত্র এ সব মানুষেরাই বেঁচে থাকে তাদের কর্মের মধ্য দিয়ে। রাগীব আলী তেমনই এক কীর্তিমান মানুষ। কর্মের কারণে জীবিত অবস্থাতেই যিনি বহুল আলোচিত হচ্ছেন। এদেশের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ক্রীড়াসহ প্রতিটি ক্ষেত্রে অবদান রেখে নিজস্ব একটি অবস্থান তৈরী করে নিয়েছেন। অংশ নিয়েছেন দেশের উন্নয়ন কর্মকান্ডে।

সবুজ অরণ্যানী পরিবেষ্টিত, হাওরের অবাধ বিস্তারে পরিব্যাপ্ত, নৈসর্গিক সৌন্দর্যের লীলানিকেতন সিলেটের বিশ্বনাথ থানাধীন এক প্রত্যন্ত গ্রামে ১৯৩৮ সালে তাঁর জন্ম। পিতা আলহাজ্ব মরহুম রাশিদ আলী। একদিকে পাহাড়শৈলী অন্যদিকে অকূল বারিধির কোলে কেটেছে তাঁর শৈশব। প্রকৃতি তাঁর মনে বুনে দিয়েছে উদারতার অঙ্কুর। নিজেকে উৎসর্গ করেছেন দেশের কাজে। বর্তমানে তাঁর বয়স ষাটের উর্ধে। ৬২ বছরের এই মানুষটি আজীবন অক্লান্তভাবে কাজই করে গেছেন। এখনও করছেন। শ্রান্তি নেই, ক্লান্তি নেই। শিল্প-কারখানা, টি এস্টেট, দেশে-বিদেশে একাধিক সংবাদপত্র, ইনসিওরেন্স কোম্পানী, সুপার মার্কেট, শপিং কমপ্লেক্স এসকল প্রতিষ্ঠানের কোনটির এমডি, কোনটির পরিচালক, কোন কোনটির মালিক তিনি। অধিকারী অজস্র বিত্তের। কিন্তু এদেশে বিত্তবান লোকের অভাব নেই, অভাব আছে চিত্তের। আপন আপন বিত্ত আঁকড়ে ধরে রাখতে, নিজে ভোগ করতে উৎসাহী অধিকাংশ বিত্তবান মানুষ। জনাব রাগীবের ক্ষেত্রে বিত্ত এবং চিত্তের অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে। নিজের অফুরান বিত্ত তিনি কুক্ষিগত করে রাখেন নি, বা শুধুমাত্র নিজের ভোগে লাগান নি। লাগিয়েছেন দেশের কাজে।

বর্ণাঢ্য জীবন রাগীবের। শতাধিক সংগঠনের সাথে তিনি জড়িত। তাঁর কর্মকান্ড শুধু নিজ জেলা-সিলেটে সীমাবদ্ধ নয়। সারা দেশের সমস্ত এলাকায় পরিব্যাপ্ত তাঁর কর্মকান্ড। ঢাকা সিলেট থেকে শুরু করে দেশের প্রায় সব জেলায় কোন না কোন প্রতিষ্ঠানের সাথে তিনি জড়িত।

তাঁর কর্মকান্ড বহুমুখী। শিক্ষার পশ্চাৎপদতার কথা চিন্তা করে তিনি সিলেট এবং সিলেটের বাইরে অসংখ্য স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠা করেছেন। শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে কাজ করেছেন। অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর করার মশালটি

www.pathagar.com

তুলে নিয়েছেন নিজ হাতে। কারণ জনাব রাগীব আলী বুঝতে পেরেছিলেন অত্যন্ত দরিদ্র, শিক্ষায় অনগ্রসর, কুসংস্কারে আচ্ছন্ন আমাদের দেশের আপামর জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার আলো ছড়াতে না পারলে কখনই তাঁরা মানুষের পরিচয়ে দাঁড়াতে পারবে না। আবিষ্কার করতে পারবে না নিজেকে। অসংখ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে তিনি প্রত্যক্ষভবে জড়িত। অশিক্ষার অন্ধকারে শিক্ষার আলো দেখাবার জন্য বাতিঘর হিসেবে কাজ করে চলেছেন।
অফুরান প্রাণশক্তি জনাব রাগীবের। তিনি শিক্ষাক্ষেত্রে কাজ করেই থেমে থাকেন নি। তাঁর বৈশিষ্ট্য এখানেই যে, তিনি কোনক্ষেত্রেই নিজেকে অনুপস্থিত রাখেন নি। মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য, আত্মনির্ভরশীল করা যথেষ্ট নয়। একটি সুস্থ জাতি যে কোন দেশের মূল সম্পদ। স্বাস্থ্য না থাকলে শিক্ষার কোনই মূল্য নেই। স্বাস্থ্যহীন শিক্ষিত মানুষ দেশের সম্পদ নয়, দায়। সেদিকে লক্ষ্য রেখে, দেশের ব্যাপক দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য সুবিধার অপ্রতুলতার কথা চিন্তা করে প্রতিষ্ঠা করেছেন হাসপাতাল, মেডিক্যাল কলেজ ইত্যাদি।

যে কোন দেশের উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি হচ্ছে সে দেশের যুবসমাজ। সুশিক্ষিত, সুশৃঙ্খল, সচেতন যুবসমাজ দেশের উন্নয়নকে এগিয়ে নিয়ে যায় ধাপে ধাপে। অবিরাম চাকা ঘুরায় উন্নয়নের। পথভ্রষ্ট যুবসমাজ, সমাজদেহে ঘুণ ধরায়। সেদিকে লক্ষ্য রেখে জনাব রাগীব আলী প্রতিষ্ঠা করলেন যুব ফোরাম ও যুব ট্রাস্ট।

ধর্মপরায়ন ব্যক্তি রাগীব আলী তিনবার হজ্ব পালন করেছেন। ধর্মীয় শিক্ষার প্রসারের জন্য তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন বেশ কিছু মাদ্রাসা, মক্তব। ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনের জন্য প্রতিষ্ঠা করেছেন বেশ কয়েকটি ঈদগাহ্। প্রতিষ্ঠা করেছেন বিভিন্ন ধরনের ট্রাস্ট ও ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন। লক্ষ্যনীয় ব্যাপার হচ্ছে, তিনি ধর্মভীরু, ধর্মান্ধ নন। অন্য ধর্মের প্রতিও তাঁর রয়েছে শ্রদ্ধাবোধ। সিলেটের করের পাড়ায় সৎসঙ্গ হিন্দু মন্দিরের ছাত্রাবাসের জমি দান করেছেন, সৎসঙ্গ বিহার ও সিলেটের রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার কাজে বিশেষ সাহায্য করেছেন।

চাকুরী থেকে অবসর নেয়া মানে জীবন থেকে অবসর নেয়া নয়। বৃদ্ধের জীবনের চাহিদা অন্যদের চেয়ে কম নয়। বরং বয়সের কারণে বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত থাকেন তাঁরা। জীবনের যা চাহিদা সবই অক্ষুণ্ন থাকে একজন বৃদ্ধ কিংবা একজন অবসরপ্রাপ্ত লোকের। তাদের কথা চিন্তা করে রাগীব আলী জড়িত হন ওল্ড মেনস বেনোভলেন্ট এসোসিয়েশন ও রিটায়ার্ড গভর্ণমেন্ট এমপ্লয়িস ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশানের সাথে। যাদের কথা অনেকেই ভাবেনা তাদের কথা ভাবছেন, তাদের জন্য কাজ করছেন রাগীব আলী এবং অফিসও দিয়েছেন।

অন্ধত্ব যে কোন মানুষের জীবনে চরম অভিশাপ। তাঁর এ অভিশাপের করাল গ্রাসে বন্দি অসংখ্য মানুষ। সমাজের সচেতন মানুষের দায়িত্ব রয়েছে অন্ধদের প্রতি। কারণ তাঁরা এ সমাজেরই মানুষ। এ দেশেরই সন্তান। প্রতিবন্ধী মানুষ চায় সুস্থ মানুষের সান্নিধ্য। চায় তাদের সহমর্মিতা, ভালবাসা। যাতে নিজেদের প্রতিবন্ধিত্ব

www.pathagar.com

তারা ক্ষণকালের জন্য ভুলে যেতে পারে। নিজেদের ভাবতে পারে সমাজের অন্য দশজনের একজন। রাগীব আলী তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। অন্ধরাই শুধু তাঁর ভালবাসা পায়নি। ভালবাসা পেয়েছে এতিম সন্তানেরাও। বাবা মায়ের স্নেহচ্ছায়ায় লালিত পালিত যে সন্তানেরা তাঁরা বুঝবে না এতিমের যন্ত্রণা। শুধুমাত্র দরদী মানুষেরাই উপলব্ধি করতে পারে তাদের অন্তরের হাহাকার। রাগীব আলী তাদের হাহাকারে সাড়া দিয়ে পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন।

যে কোন দেশের সামগ্রিক অবস্থার দর্পণ হচ্ছে সংবাদপত্র। সৎ, নির্ভীক সাংবাদিকতা দেশ গঠনে রাখতে পারে বিশেষ ভূমিকা। সেদিকে সজাগ রাগীব আলী। শুধু তাই নয়, সাহিত্যের প্রসারের লক্ষ্যে দরিদ্র অথচ প্রতিশ্রুতিশীল লেখকদের পুস্তক প্রকাশনার ব্যাপারে তিনি উদার হস্তে দান করেছেন।

একটি দেশের উন্নয়নের মূলভিত্তি হচ্ছে সামাজিক অবকাঠামো। অবকাঠামোর উপর ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে উপরি কাঠামো। অবকাঠামোর অন্যতম হচ্ছে যোগাযোগ ব্যবস্থা। দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য, বাজার প্রক্রিয়া সবই নির্ভর করে যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর। সেদিকেও সজাগ দৃষ্টি রয়েছে রাগীব আলীর। তিনি সিলেটের বিশ্বনাথে তিনটি নতুন রাস্তা কন্সট্রাকশনের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য।

আগেই বলেছি, মানুষের পরিচয় তাঁর কর্মের মধ্য দিয়ে। এই কর্মী মানুষটি ব্যক্তিগত জীবনে অত্যন্ত অমায়িক, নিরহংকার। মানুষের কল্যাণই তাঁর ব্রত। মানুষের কল্যাণের জন্য দু'হাত বাড়িয়েই আছেন তিনি। তাই মানুষের ভালবাসাও পেয়েছেন প্রচুর। তাঁর জীবন থেকে বর্তমান প্রজন্ম শিক্ষা নিতে পারে।

প্রাক্তন ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ ও সচিব, যুব ও ক্রীড়ামন্ত্রণালয়।

www.pathagar.com

পরিশ্রমী শিক্ষানুরাগী ও দানশীল মানুষ রাগীব আলী

ডঃ কাজী খলীকুজ্জামান আহমদ

পরিশ্রম আর চেষ্টা থাকলে মানুষ অনেক উন্নতি করতে পারে। এ রকম প্রমাণ দেশে-বিদেশে সর্বত্রই পাওয়া যায়। আমাদের দেশে এরকম অনেক প্রতিভাবান লোকই আছেন যারা বিভিন্ন স্তর পেরিয়ে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। নিজের মেধা কাটিয়ে, শ্রম দিয়ে অনেকে বিত্তহীন থেকে বিত্তবান হয়েছেন। এই বিত্তবানদের মধ্যে অনেকেই সম্পদের পাহাড় গড়েছেন, বিলাসবহুল জীবন যাপন করছেন। তাদের অনেক অর্থ ব্যাংকে জমা আছে। তারা আরও অর্থ ও সম্পদ জমাতে সদাব্যস্ত। বিত্তবানদের মধ্যে এই দেশে এই ধারাই 'মূলধারা'। তবে, দেশে শিক্ষা বিস্তারে, সমাজ উন্নয়নে অবদান রাখতে কেউ কেউ যে এগিয়ে আসছেন না, তা নয়। তবে এ সংখ্যা নগণ্য। এই নগণ্যসংখ্যক ব্যক্তির মধ্যে আলহাজ্ব রাগীব আলী অগ্রগণ্য।

শিক্ষা ছাড়া কোনো জাতি উন্নতি লাভ করতে পারে না। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোতে শিক্ষার বিস্তৃতি সর্বজনীন। একটি শিক্ষিত জনগোষ্ঠী তাদের ভাগ্যের পরিবর্তন করতে পারে। শিক্ষাই দিতে পারে সচ্ছল ও সুন্দর জীবনের সন্ধান। দারিদ্র্যের অভিশাপ মানুষের জন্য কষ্টকর ও বেদনাদায়ক। দারিদ্র্যের কারণে মানুষের বিকাশ হয় বাধাগ্রস্ত। সমাজের বুকে চেপে বসা এই জগদ্দল পাথর অপসারণের প্রধান হাতিয়ার হলো শিক্ষা। মানুষ শিক্ষিত হলে সে নিজের সমস্যা সমাধানে যেমন তৎপর হয় তেমনি সমাজের কল্যাণেও ভূমিকা রাখতে পারে। একটি সুস্থ ও বিবেকবান সমাজ নির্মাণে সে হতে পারে অংশীদার। নিজের দুর্বল হাতকে শক্তিশালী হাতে পরিণত করতে পারে, ঐ হাত কর্মচঞ্চল হয়ে উঠতে পারে। দেশের জন্য বয়ে আনতে পারে বিশ্বজোড়া সম্মান।

মানুষকে শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে হলে প্রথম প্রয়োজন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এ বিশ্বাস থেকে রাগীব আলী দেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি কামাল বাজারে ২টি হাই স্কুল ও একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। শুধু তাই নয় হবিগঞ্জ, সিলেট, চাঁদপুর, টাঙ্গাইল, জয়পুরহাট, টঙ্গী, ঢাকার বিভিন্ন এলাকা, চট্টগ্রাম, মৌলভীবাজার, বরিশালসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রায় অর্ধ শতাধিক স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছেন। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রসারের পাশাপাশি তিনি উচ্চ শিক্ষার জন্যও ভেবেছেন। এ জন্য দেশে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় হাত দেন। ঢাকায় নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি, এশিয়া প্যাসিফিক ইউনিভার্সিটির তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। সিলেটে তিনি একক প্রচেষ্টায় ও নিজ অর্থে একটি বিশ্ববিদ্যালয় (লিডিং ইউনিভার্সিটি) প্রতিষ্ঠা করেছেন।

www.pathagar.com

মানুষের জীবনে রোগব্যাধি হয়েই থাকে। এ থেকে মুক্তি চায়। চায় সুস্থ জীবন যাপন করতে। সে জন্য দেশে প্রয়োজনীয়সংখ্যক ডাক্তার থাকা দরকার। যারা মানব সেবায় এগিয়ে আসতে পারে। দেশে চিকিৎসক তৈরিতে মেডিক্যাল কলেজ প্রয়োজন, প্রয়োজন হাসপাতালেরও। সরকারি পর্যায়ে এ সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। দেশের বিশাল জনগোষ্ঠীর অসুবিধার কথা ভেবে কেউ কেউ এগিয়ে এসেছেন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠায়। এদের মধ্যে রাগীব আলী অন্যতম। এ মহৎ উদ্দেশ্যে তিনি ঢাকার গুলশানে কন্টিনেন্টাল হাসপাতাল ও সিলেটে টিবি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বিশ্বনাথে দরিদ্র মানুষের জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবার ব্যবস্থা করেন। শুধু তাই নয়, তিনি নিজ অর্থে সিলেট শহরে প্রতিষ্ঠা করেন রাগীব-রাবেয়া মেডিক্যাল কলেজ। মানুষের কল্যাণে বিস্তৃত উদ্যোগ অকৃপণ প্রশংসার দাবিদার।

সংবাদপত্রও দেশের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সমাজে বিদ্যমান ত্রুটি-বিচ্যুতি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। সরকারি দল ও বিরোধীদলের সার্বিক কর্মকান্ডও তুলে ধরে। একটি গণতান্ত্রিক ও কল্যাণমূলক সমাজ প্রতিষ্ঠায় সংবাদপত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। সেই লক্ষ্যে তিনি সংবাদপত্র প্রকাশনাতেও হাত দেন। তার প্রচেষ্টায় ঢাকা থেকে একটি ইংরেজি দৈনিক এবং সিলেট থেকে একটি দৈনিক পত্রিকা দীর্ঘদিন ধরে প্রকাশিত হচ্ছে। লন্ডন থেকেও তিনি একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করছেন।

দেশকে এগিয়ে নিতে হলে কৃষির পাশাপাশি শিল্প-কারখানা প্রতিষ্ঠা করা দরকার। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলির মত উন্নয়নের জন্য আমাদের দেশেও শিল্প-কারখানা স্থাপন করতে হবে। তাই তিনি দেশে শিল্প স্থাপনে মনোযোগ দেন। দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। তার সুষ্ঠু ও দক্ষ ব্যবস্থাপনায় বেশ কয়েকটি চা-বাগান পরিচালিত হচ্ছে। এখান থেকে তিনি নিজে যেমন আয় করছেন তেমনি দেশও প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় করছে।

একজন খেলোয়াড় দেশের জন্য বয়ে আনতে পারে সুনাম। তাছাড়া সুস্থ দেহ ও মন গঠনে খেলাধুলা বিশেষ ভূমিকা পালন করে। খেলাধুলার মাধ্যমে তার সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে পারে। আর খেলাধুলা মানুষকে দেয় নির্মল আনন্দ। দেহ-মন ভাল থাকলে মানুষ কর্মে মনোযোগী হয়। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে তিনি দেশের বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতা দেন। ফলে এসব প্রতিষ্ঠানের খেলোয়াড়রা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখছে।

এই বয়সেও তিনি কর্মচঞ্চল। নিরলস পরিশ্রমী। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি সহজ সরল ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করেন। তিনি কাজের মধ্যে ডুবে থাকতে ভালোবাসেন।

রাগীব আলী একজন দানশীল ও শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি। এরকম লোকের সংখ্যা দেশে যত বাড়বে, দেশের জন্য ততই মঙ্গল। সমাজ উন্নয়নে তারা যদি সাহায্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন তা হলে দেশ আরও দ্রুত সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারে।

চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ উন্নয়ন পরিষদ।

www.pathagar.com

এক উজ্জ্বল অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব

ই.এ. চৌধুরী

পৃথিবীতে কিছু কিছু মানুষ আছেন যারা আপন মহিমায় ভাস্বর। রাগীব আলী তেমনি এক কৃতিবান মানুষের নাম, যার উজ্জ্বল পরিচিতি আজ শুধু সিলেট বিভাগে নয় সারা বাংলাদেশে বিস্তৃত। কঠোর পরিশ্রমী, ধর্মভীরু, বিনয়ী ও সরল জীবনযাপনকারী এ মানুষটি ১৯৩৮ সালে সিলেটের বিশ্বনাথ থানার অন্তর্গত তালিবপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র ১৯ বৎসর বয়সে ১৯৫৭ সালে ভাগ্যের সন্ধানে তিনি বৃটেনে পাড়ি দেন এবং সততা, ন্যায়নিষ্ঠা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে রেস্টুরেন্ট কর্মী হতে জীবন শুরু করে আজ বাংলাদেশের একজন বিশিষ্ট ধনী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। তাঁর মালিকানাধীন সাতটি চা-বাগানসহ বেশ কয়েকটি শিল্প প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান। এই প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে অনেকগুলো ছিল রুগ্ন কিন্তু তাঁর হাতের পরশমনির ছোঁয়ায় সবগুলো আজ সজীব। তাছাড়া তিনি বর্তমানে সাউথ-ইস্ট ব্যাংকের চেয়ারম্যান, নর্থ-সাউথ ইউনিভার্সিটির ভাইস-চেয়ারমান, সিলেট থেকে প্রকাশিত দৈনিক সিলেটের ডাক পত্রিকার সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি।

জনাব রাগীব আলীর সবচেয়ে বড় পরিচয় যা তাঁকে বৈশিষ্ট্যময় ও গৌরবান্বিত করেছে তা হলো তাঁর জনহিতকর সেবামূলক কাজসমূহ। তাঁর এলাকায় তিনি অনেকগুলো রাস্তাঘাট, পুল, কালভার্ট ইত্যাদি নিজের অর্থে নির্মাণ করেছেন। তাছাড়া তিনি অসংখ্য শিক্ষা, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ক্রীড়া, সাহিত্য ও সংবাদ বিষয়ক প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা অথবা পৃষ্ঠপোষক। জনাব রাগীব আলী তাঁর দানের পরিসর সিলেটের সীমানা ছাড়িয়ে সারা বাংলাদেশে বিস্তৃত করে অনেকগুলো সেবামূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে দেশ ও জাতির ভাগ্যেন্নোয়নে বিশিষ্ট ভূমিকা রেখে যাচ্ছেন। তাঁর অজস্র মহৎ কাজের অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্থাপনা হলো সিলেটে প্রতিষ্ঠিত জালালাবাদ রাগীব-রাবেয়া মেডিকেল কলেজ। তাঁর এসব সমাজসেবামূলক কাজের জন্য তিনি বিদেশের মাটিতেও একজন প্রশংসিত ব্যক্তিত্ব। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার গত ৫ই মার্চ তাঁকে এক চিঠিতে লিখেছেন-আমি অত্যন্ত আনন্দিত, আপনার চেয়ে কম ভাগ্যবান ব্যক্তিদের ভাগ্যোন্নয়নে আপনি আপনার সকল শ্রম ও সম্পদ নিয়োগ করেছেন। আপনার সফল কীর্তির জন্য আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। এ ছাড়াও চিঠি দিয়ে তাঁকে উৎসাহিত করেছেন বহু বিদেশী

www.pathagar.com

সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ ও সমাজসেবক। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. জে উডম্যানের মতে শুধু অর্থোপার্জন নয়, সেই অর্থ কিভাবে ব্যয় করা উচিত রাগীব আলী সেই উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন।

রাগীব আলী তাঁর বিশাল সম্পদকে নিজের বলে মনে করেন না। তিনি মনে করেন এই সম্পদের মালিক আল্লাহ্। আল্লাহ্ তাঁকে এই সম্পদ দিয়েছেন এবং তাঁর ইচ্ছায় তিনি তা খরচ করছেন। এ অনুপম অনুভবের কারণেই তিনি জনকল্যাণে তাঁর সম্পদ অকাতরে ব্যয় করতে পারছেন। তাঁর কৃতিত্বপূর্ণ কাজসমূহ আমাদেরকে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করবে।

প্রাক্তন ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ, চেয়ারম্যান, পূবালী ব্যাংক।

www.pathagar.com

আমার দেখা রাগীব আলী

ড. আজিজুর রহমান

'রাগীব আলী' সিলেট অঞ্চলে একটি বহুল আলোচিত নাম। সম্প্রতি বাংলাদেশে হাতে গোনা কয়েকজন বিশেষ ধনাঢ্য শিল্পপতির অন্যতম হলেন এই রাগীব আলী। দেশের অন্যান্য শিল্পপতিদের থেকে তাঁকে আলাদা করে দেখা যায় একটি বিশেষ কারণে। অন্যান্যদের শিল্প-বাণিজ্য তথা অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের মূলধন কোনো না কোনোভাবে সম্পূর্ণরূপে এদেশ থেকেই আহরিত। হয় পৈত্রিক সম্পত্তি থেকে কিংবা কোনো রাজনৈতিক দলের পৃষ্ঠপোষকতায় কিংবা অন্য কোনো বিশেষ সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে তাঁরা ঐশ্বর্যশালী হয়েছেন। রাগীব আলীর মূলধন কিন্তু আসে প্রবাসী রাগীব আলীর বিলাতে অতি কষ্টে অর্জিত টাকা থেকে। পঞ্চাশের দশকের শেষদিকে মধ্যবিত্ত পরিবারের এক যুবক চোখে অনেক স্বপ্ন নিয়ে ভাগ্য অন্বেষণে পাড়ি জমান সাত সমুদ্র তের নদীর পারে। তাঁর ঐকান্তিক শ্রম, মেধা এবং অতুলনীয় দূরদৃষ্টি অতিশীঘ্রই সাফল্যের শিখরে তাঁকে পৌঁছে দেয়। সেই যুবকই হলেন রাগীব আলী।

সিলেট থেকে আরও অনেকে বিদেশ গিয়ে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছেন। তবে রাগীব আলীকে তাদের সঙ্গে এক করে দেখার অবকাশ নেই। তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই কেবল নিজেকে অথবা নিজের আত্মীয় স্বজনদেরকে নিয়ে ব্যস্ত থেকেছেন। যাঁরা এই গন্ডির বাইরে এসে দেশে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে চেষ্টা করেছেন তাঁদের কেউ কেউ খুব অল্প সময়ের মধ্যেই সর্বস্ব খুইয়ে আবারো বিলেতে পাড়ি জমিয়েছেন। তাই প্রবাসী সিলেটিদের সম্পর্কে একটা সাধারণ মন্তব্য হল এরা তাদের সম্পদকে দেশীয় অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নিয়োজিত করতে বিশেষ উৎসাহী নন। এদিক থেকে রাগীব আলী অন্যরকম ও ব্যতিক্রম। তিনি এলেন, অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে যোগ দিলেন এবং বিরাট ধরনের সাফল্য অর্জন করলেন। বলা যায় যেটাতেই তিনি হাত দিলেন সেটাই সোনা হয়ে গেল। ভাগ্য সুপ্রসন্ন তো বটেই, এর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ঐকান্তিক শ্রম, অভিজ্ঞতা এবং দূরদৃষ্টিও অবশ্যই প্রশংসনীয়। রাগীব আলী কেবলমাত্র অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারীই নন তাঁর হৃদয়টিও বিশেষভাবে উদার। তাঁর সম্পদ থেকে উপকৃত হয়েছে বাংলার অনেক মানুষ। শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর অবদান অনেক। সিলেটেই একটি সুপ্রতিষ্ঠিত মেডিকেল কলেজসহ বেশ কয়েকটি হাই স্কুল ও কলেজের প্রতিষ্ঠাতা তিনি নিজে। এর মধ্যে অনেকগুলোর ব্যয়ভার তিনি নিজেই বহন করে থাকেন। এছাড়া প্রায় সব স্কুল কলেজ মাদ্রাসাই তাঁর কাছ থেকে সাহায্য পেয়ে থাকে। এ ধরনের সাহায্য

www.pathagar.com

কেবলমাত্র সিলেটেই সীমাবদ্ধ নয় সমগ্র দেশেই ছড়িয়ে আছে। বহু দরিদ্র পরিবারের সরাসরি অর্থ সাহায্য, বিভিন্ন গ্রামে-গঞ্জে রাস্তাঘাট উন্নয়ন তথা দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা এগুলো তো লেগেই আছে। আগামীতে সিলেটে একটি আবাসিক স্কুল এবং একটি বিশ্ববিদ্যালয় করার পরিকল্পনাও তাঁর রয়েছে। কথায় আছে প্রত্যেকে সফল ব্যক্তির সাফল্যের পিছনে নারীর অনুপ্রেরণা কাজ করে থাকে। এক্ষেত্রেও তাঁর ব্যতিক্রম ঘটেনি। বেগম রাবেয়া রাগীব নিরন্তর স্বামীর সঙ্গে সহযোগিতা করে চলেছেন, অনুপ্রেরণা যুগিয়ে চলেছেন। তাই প্রায় ক্ষেত্রেই দু'জনেরই নাম একত্রে লেখা যায়। রাগীব আলী সাহেবের স্ত্রীর ভাগ্যও তাই অতীব সুপ্রসন্ন। খোদা তাঁকে দীর্ঘজীবী করুন।

যদিও রাগীব আলী সাহেবের বাড়ি আমার বাড়ির মাত্র তিন মাইল পশ্চিমে এবং যদিও আত্মীয়তার সূত্রেও আমরা পরস্পরের সঙ্গে গাঁথা, তাঁর সঙ্গে মাত্র ক'দিন আগে আমার সরাসরি পরিচয় হয় আমার অফিসে। কুমিল্লা বোর্ডের চেয়ারম্যানের অফিসে। দেখলাম, এই কাজপাগলা ব্যক্তি ওখানে গেছেন তাঁরই প্রতিষ্ঠিত স্কুল কলেজের স্বার্থে। ব্যক্তিগত কোনো স্বার্থ তাঁর ছিল না আমার সঙ্গে দেখা করার পেছনে। মাঝে মাঝে সত্যিই অবাক হতে হয় এই ব্যক্তিটির কর্মক্ষমতার কথা ভেবে, যেন একটি জীবন্ত কম্পিউটার। অজস্র কর্মকান্ডে জড়িত এই ব্যক্তিটির সবকিছু যেন নখদর্পণে। শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, দান ধ্যান স্কুল কলেজ কোথায় কি ঘটছে সবই তিনি মুখে মুখে বলে দিতে পারেন। এটি কেবল পরম করুণাময় আল্লাহ্‌তাআলার বিশেষ অবদান ছাড়া আর কিছু নয়। আল্লাহ মানুষের কল্যাণের লক্ষ্যে এই ক্ষণজন্মা পুরুষকে সক্ষমভাবে দীর্ঘায়ু করুন। এই দোয়াই করি।

সাবেক চেয়ারম্যান, কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ড।

www.pathagar.com

এই হোল রাগীব আলী

ড. সৈয়দ রাশিদুল হাসান

দাতা হাতেমতায়ীর সঙ্গে পরিচয় ইতিহাসের পাতায়। দাতা হাজী মুহম্মদ মহসীনের কথা শুনেছি পিতামহ ও পিতার মুখে। কোন দাতার সঙ্গে পরিচয় হবার সুযোগ হয়নি কখনো। প্রকৃতপক্ষে এই দরিদ্র পশ্চাৎপদ দেশে কোন দাতা, বিশেষত মুসলমান দাতার উদ্ভব হতে পারে তা কখনোই চিন্তার মধ্যে আসেনি।

কিন্তু অবাক বিস্ময়ে আমার চিন্তাচেতনাকে ভুল প্রমাণ করে পরিচিত হলাম এক ব্যক্তির সঙ্গে। একটি ব্যক্তিত্বের সঙ্গে। তিনি হলেন রাগীব আলী। ঘটনার সূত্রপাত একটি কলেজকে ঘিরে। সম্ভবতঃ ১৯৮৭-৮৮ হবে সময়টা। ঢাকা শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত আইডিয়াল কলেজ তখন শূন্যের কোঠায়। শিক্ষকদের বেতন নাই, সন্ত্রাসীদের দখল ইত্যাদি সবকিছু মিলিয়ে কলেজের অস্তিত্বই ছিল হুমকির সম্মুখীন। এ অবস্থায় তখনকার নিয়ম অনুযায়ী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নমিনি হিসেবে আইডিয়াল কলেজ গভর্নিং বডির সদস্য পদে নিয়োগ পেলাম। কলেজের আত্মত্যাগী শিক্ষক, শুভানুধ্যায়ী এবং সরকারের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত বিদ্যানুরাগী আমলাদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় কলেজ থেকে সন্ত্রাসীদের বের করে শিক্ষার মোটামুটি পরিবেশ সৃষ্টির ব্যবস্থা হল। কিন্তু কলেজ চলবে কি করে? শিক্ষকদের বেতনের টাকা নেই। ফান্ড শূন্যের কোঠায়। সবার চিন্তা শুরু হল কি করে প্রাথমিক ধাক্কা সামলিয়ে ওঠা যায়। প্রস্তাব এলো গভর্নিং বডিতে ডোনার সদস্য হিসেবে বিশিষ্ট শিল্পপতি এবং বিজনেস ম্যাগনেট জনাব রাগীব আলীকে অন্তর্ভুক্ত করার কথা। জানা গেল রাগীব আলী শুধু ধনী ব্যক্তিই নন, তিনি একজন বিদ্যোৎসাহীও বটে। তাঁকে ডোনার সদস্য করে যদি কিছু টাকা পয়সা পাওয়া যায়!

এই প্রস্তাব নিয়ে দুরু দুরু বুকে কলেজের অধ্যক্ষ এবং ক'জন সদস্য পূর্ব থেকেই সাক্ষাৎকারের সময় ঠিক করে চলে গেলেন রাগীব আলীর কাছে। তিনি শুনলেন সবকিছু। সবার অপেক্ষার পালা। বিনয়ী রাগীব আলী গভর্নিং বডির সদস্য হবার সম্মতি দিলেন এবং অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে একটা ব্ল্যাংক চেকে সই দিয়ে চেকটি অধ্যক্ষ সাহেবের হাতে দিয়ে বললেন, কলেজ চালাতে আপনার যতো টাকার প্রয়োজন পড়ে, লিখে নেবেন।

পিন পতন স্তব্ধতা। সবাই নির্বাক। এ যেন ইতিহাসের বুকে দাতা হাতেমতায়ী কিংবা মহসীনের কাছে ফিরে যাওয়া, অবিশ্বাস্য। কৃতজ্ঞতা জানাবারও ভাষা নেই। শুধু অন্তর দিয়ে মহান আল্লাহর কাছে এ লোকটির জন্য প্রার্থনা ছাড়া আর কিইবা সম্ভব ছিল সে মুহূর্তে।

www.pathagar.com

এই হল রাগীব আলী। একবিংশ শতাব্দীর মূর্তমান হাতেমতায়ী কিংবা মহসীন। নিঃসন্দেহে তাঁর সঙ্গে পরিচয় আমার জীবনের বড়ো পাওয়াগুলোরই একটি। শ্রেষ্ঠতম মানুষের ভিড়ে রাগীব আলী এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। মহান আল্লাহ তাঁকে দীর্ঘায়ু করুন, সুস্থ রাখুন এই কামনা করি।

অধ্যাপক, মার্কেটিং বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

www.pathagar.com

শিক্ষা বিস্তারে রাগীব আলী

ডঃ সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম
(যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানকালীন)

মাস তিনেক আগে 'রাগীব আলী স্মারক গ্রন্থ প্রকাশনা কমিটি'র একটি চিঠি আসে আমার কাছে। চিঠিতে জানানো হয়, "দেশের কৃতি শিল্পপতি, দানবীর, মানবিক মূল্যবোধে দীপ্যমান এবং সমাজ বিনির্মাণের ধীরোদাত্ত সৈনিক জনাব রাগীব আলীর অবদানের স্বীকৃতি সম্মানে" এই স্মারকগ্রন্থ প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। আমাকে গ্রন্থটির জন্য একটি লেখা দেয়ার অনুরোধ জানানো হয়। স্মারকগ্রন্থ, আমরা জানি, একটি মৃত্যু-পরবর্তী-ঘটনা। মৃত্যুর আগে মানুষকে বিশেষ করে যারা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা-প্রবাহের কেন্দ্রে থাকেন না, তাদেরকে বই প্রকাশের মাধ্যমে স্মরণ করার ঘটনা অতিশয় বিরলই বটে। তাছাড়া মৃত্যুর আগে মানুষকে হাতের কাছেই পাওয়া যায়, খুব ব্যস্ত মানুষ হিসাবে। তাই তাকে এ রকম আয়োজন করে স্মরণ করার প্রয়োজন পড়ে না। এ জন্য এই গ্রন্থটিকে স্মারকগ্রন্থ না বলে 'সম্মাননা গ্রন্থ' বলাই শ্রেয়, যেহেতু জনাব আলীকে সম্মান জানানো এর অন্যতম বা প্রধান উদ্দেশ্য।

রাগীব আলীর নামের সঙ্গে আমি পরিচিত, কিন্তু চিঠি পাওয়া পর্যন্ত তার সাথে সাক্ষাৎ কোনো পরিচয় হয়নি, যদিও তার সঙ্গে আমার কোন কোন বন্ধু-বান্ধবের চেনাজানা আছে। 'স্মারকগ্রন্থ প্রকাশনা কমিটি' হয়তো ভেবেছেন, সিলেটের মানুষ হিসেবে তাঁর সাথে আমার জানাশোনা থাকাটা স্বাভাবিক। কিন্তু আমার পরিচিত জনের গন্ডিটি নিতান্তই সীমাবদ্ধ এবং তাতে শিল্পপতি বা দানবীর মানুষজন বলতে গেলে কেউ নেই। কাজেই জন্যব রাগীব আলীর 'কীর্তি ও কর্মময় জীবনের স্মৃতি ও তথ্যমূলক লেখা দিয়ে' গ্রন্থটিকে সমৃদ্ধ করার কোনো সম্ভাবনা দেখতে না পাওয়ায় উদ্যোক্তাদের আমার অপারগতার কথা জানিয়ে দেই। টেলিফোনে যিনি আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেন, তাকে বেশ হতাশ মনে হয়।

স্মারকগ্রন্থে লেখা দিতে অপারগতা জানিয়েছি একথা জেনে রাগীব আলী নিজেই হাজির হয়েছেন আমার বাসায়। আমার বাসাটি পাঁচতলায়, তাঁর পক্ষে উঠতে কষ্ট হওয়ার কথা। আমি বাসায় ছিলাম না। আমার স্ত্রীকে তিনি তার পরিচয় জানাননি। শুধু বলেছেন, আমার সাথে পরিচিত হওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি এসেছেন।

উদ্যোক্তাদের আমি বলেছিলাম, তাঁর সঙ্গে আমার কোনো পরিচয় নেই। তিনি আরেক দিন এসেছিলেন, ফোন না করে। দুর্ভাগ্য যে সেদিনও বাসায় ছিলাম না।

www.pathagar.com

তিনি এলে আমি লিখব, এ জন্য আসা নয়; পরিচয় হওয়াটাই বড় কথা। সেই পরিচয় দু'মাস পরে হল, লন্ডনে।

অবশ্য এর আগে দ্বিতীয় একটা ঘটনা ঘটেছে। রাগীব-রাবেয়া ফাউন্ডেশনের অর্থ সাহায্য পাচ্ছে এরকম এক মন্দিরের এক কর্তা ব্যক্তির সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে। তাঁর কাছে আমি জানলাম, রাগীব আলীর অর্থ সাহায্যে বাংলাদেশের, বিশেষ করে সিলেট অঞ্চলের অনেক মন্দিরের সংস্কার হচ্ছে।

বাংলাদেশে কোনো ধর্মপ্রাণ মুসলমান ভিন্ন ধর্মের উপসনালয় সংস্কারের জন্য টাকা দিচ্ছেন, এ ঘটনাটি অভূতপূর্ব। 'স্মারকগ্রন্থ প্রকাশনা কমিটি' তাদের চিঠির সঙ্গে একটি ফোল্ডার পাঠিয়েছেন। সেটি আমার কাগজপত্রের নিচে তখনও ছিল। সেই ফোল্ডারটি বের করে আমি আরো অবাক হই। রাগীব আলী অর্থ উপার্জন করছেন সত্যি। কিন্তু তার একটা বড় অংশই তিনি বিলিয়ে দিচ্ছেন মন্দির, মসজিদ, মাদ্রাসা ও স্কুল কলেজের পেছনে। জাতীয় কবিতা পরিষদের মতো শিল্প ও সাহিত্য সংঘের পেছনে। ফোল্ডারটিতে তালিকা করা আছে, কতগুলো মসজিদ মন্দিরে তিনি সাহায্য দিয়েছেন, কতগুলি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেছেন, মাদ্রাসা স্থাপন করেছেন ইত্যাদি। যে জিনিসটি আমার অত্যন্ত প্রশংসনীয় মনে হয়েছে, তা হচ্ছে অসংখ্য স্কুল (উচ্চ বিদ্যালয়, প্রাথমিক বিদ্যালয়) এবং কলেজ প্রতিষ্ঠায় তিনি সাহায্য করেছেন, অথবা নিজে প্রতিষ্ঠা করেছেন। একটি বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজ (জালালাবাদ রাগীব-রাবেয়া মেডিক্যাল কলেজ) তিনি চালু করেছেন, সম্পূর্ণ নিজস্ব অর্থায়নে। তাছাড়া সিলেটের নানা অঞ্চলে রাস্তাঘাট এবং পুল তৈরি করে দিয়েছেন। খেলাধুলার পেছনেও রয়েছে তার সমান অবদান। অসংখ্য ক্রীড়া সংস্থা তাঁর কাছ থেকে উদার সাহায্য পেয়েছে। গরীব মানুষের জন্য তিনি ৫০০০ ঘর বানিয়ে দিয়েছেন, কয়েক'শ টিউবওয়েল বসিয়েছেন বাংলাদেশের সর্বত্র। যেসব লেখকের সামর্থ নেই নিজেদের খরচে বই ছাপানোর অথচ কোন প্রকাশক যাদের বই ছাপাতে উৎসাহী হয়না, তাদের অনেকের বই তিনি নিজের খরচে প্রকাশ করেছেন। নানা প্রতিষ্ঠানে বইপত্র ও কম্পিউটার কিনে দিয়েছেন এবং বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বৃক্ষরোপণ ও বনায়ন কর্মসূচী বাস্তবায়িত করেছেন। নিজের খরচে লক্ষ লক্ষ গাছ লাগিয়েছেন রাগীব আলী। ফোল্ডার পড়ে আমি আরো জানতে পারলাম, ১৯৯৮ সালে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য সামনে রেখে তিনি 'রাগীব-রাবেয়া ফাউন্ডেশন' নামে একটি জনহিতকর প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছেন। এই সম্মাননা গ্রন্থে ফাউন্ডেশনটির বিষয়ে নিশ্চয় বিস্তারিতভাবে লেখা হবে। কিন্তু এর দু'একটি উদ্দেশ্য আমার কাছে ব্যতিক্রমী মনে হয়েছে বলে এখানে সেগুলোর উল্লেখ করতে চাই। ফাউন্ডেশনের প্রথম লক্ষ্য হিসেবে বলা হয়েছে দেশের ও বিশ্বের ক্ষুধার্ত, গৃহহীন ও অভিভাবকহীন শিশুদের জন্য একটি খাদ্য, বস্ত্র ও আশ্রয় কেন্দ্রের ব্যবস্থা করবে। অন্যস্থানে বলা হয়েছে, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা, মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ফাউন্ডেশনটি কাজ করবে এবং উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণায় সহায়তা প্রদান করবে। দেখা যাচ্ছে, ফাউন্ডেশনটি এমন একটি এজেন্ডা নিয়ে কাজে

www.pathagar.com

নেমেছে, যা একই সঙ্গে দেশীয় এবং বৈশ্বিক। রাগীব আলী এই ফাউন্ডেশনটি যে একটি মহতি ইচ্ছা থেকে স্থাপন করেছেন, সেটি এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এবং বর্তমান কর্মপরিধি থেকেই বোঝা যায়। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের পর এবং ফাউন্ডেশনটি নিয়ে আলাপ আলোচনার পর অবশ্য আরো দু'টি বিষয় পরিষ্কার হল। জনাব আলী সিলেট জেলার এবং সার্বিক অর্থে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি কামনা করেন। কিন্তু বর্তমানে শিক্ষার যে অবস্থা, তাতে সরকারের একার পক্ষে সেটি করা সম্ভব নয়। যদিও দেশের বাজেটের একটি বড় অংশ শিক্ষার পেছনে ব্যয় হচ্ছে, সেটা যথেষ্ট নয়। অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয়টা বরং অনেক বেশি। যদি রাগীব আলীর মতো ব্যক্তিরা এক্ষেত্রে এগিয়ে আসেন, তাহলে শিক্ষার প্রসার ও মান বাড়বে। জনাব আলী নিজের কমিটমেন্ট থেকে কাজটি করছেন। একই সঙ্গে অন্যকে অনুপ্রাণিত করার চেষ্টা করছেন। কিন্তু যে দেশে বিত্তশালীরা নিতান্ত স্বার্থপরের মতো আচরণ করেন, সেখানে তাঁর এই উদাহরণ কতটা উৎসাহের সৃষ্টি করবে, কে জানে।

দ্বিতীয় যে জিনিসটি আমার কাছে স্পষ্ট হল তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলে, তা হল এই যে, জনাব আলী বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষাকেই অগ্রাধিকার দেন। এটি আনন্দের কথা- কারণ বিজ্ঞানের শিক্ষাকে গ্রহণ করতে না পারলে এবং তার প্রসার না ঘটালে শিক্ষার উন্নতি একটি অলীক স্বপ্ন হয়েই থাকবে। রাগীব আলী অবশ্য মানবিক শিক্ষাকেও গুরুত্ব দেন, তবে উচ্চতর পর্যায়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও চর্চাকে তিনি অধিক মূল্যবান বিবেচনা করেন। রাগীব-রাবেয়া ফাউন্ডেশনটি কোনো বিদেশী দাতা সংস্থার কাছে হাত পাতে নি সম্পূর্ণ নিজের অর্থায়নে জনাব আলী এটি পরিচালনা করছেন- এ বিষয়টি আমার কাছে আনন্দদায়ক মনে হয়েছে। রাগীব আলী বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি পৌঁছে দিচ্ছেন, ভবিষ্যতে আরো ব্যাপকভাবে দেবেন, সে কথাটি তিনি আমাকে জানালেন।

রাগীব আলীর সঙ্গে কথা বলে আমার মনে হয়েছে, খুবই সাধাসিধা মানুষ তিনি, সরল এবং নিরহংকার। তাঁর জামাতার একটি বড় অপারেশন হওয়ার কথা কয়েক দিনের মধ্যে, তাই তাঁকে কিছুটা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মনে হয়েছিল। পরে অবশ্য খবর পেয়েছি, ওই অপারেশনটি সফল হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বাংলাদেশের কয়েকটি সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে জনাব আলীর সম্পৃক্ততা রয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কেও তিনি কম্পিউটার ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি দিয়েছেন, ভবিষ্যতে আরো দেবেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক প্রাক্তন ছাত্র এখন অনেক অর্থ-বিত্তের মালিক কিন্তু নিজেদের পুরোনো প্রতিষ্ঠানটিকে একটি বই দিয়ে সাহায্য করার মানসিকতাও এদের বেশির ভাগের নেই। আমি আশা করব, এই সম্মাননা গ্রন্থটি প্রকাশের পর তারা নিজেদের প্রাইমারী স্কুল, মাদ্রাসা, কলেজ অথবা বিশ্ববিদ্যালয়কে সাহায্য করার অনুপ্রেরণা পাবেন।

www.pathagar.com

রাগীব আলীর সঙ্গে ঘন্টা খানেক কথাবার্তা হয়েছে। তিনি আমার সম্পর্কে জানতেই বেশি আগ্রহী মনে হল। তাঁর নিজের কাজ সম্পর্কে প্রশ্ন করে আমাকে জানতে হয়েছে। তিনি যে দু'বার আমার বাসায় গিয়েছেন, সে কথাটি তাঁর সঙ্গে আলাপ না হলে জানতে পারতাম না। শিল্প সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় যারা কাজ করছেন, তাদের সম্পর্কে জনাব আলী ভালভাবেই জ্ঞাত। কবিতা পরিষদকে তিনি সাহায্য করেছেন কারণ তিনি বিশ্বাস করেন, কবিতার ক্ষেত্রে বাংলাদেশে ভাল কাজ হচ্ছে। জনাব আলীর ব্যক্তিগত লাইব্রেরীতে প্রচুর কবিতার বই রয়েছে। কবি দিলওয়ারের কবিতা তার প্রিয়। কবি দিলওয়ার সিলেটে তাঁর নিজের বাসায় থেকে কবিতা চর্চা করছেন নানা প্রতিকূলতার সঙ্গে সংগ্রাম করে। আমার প্রিয় কবিদের তিনি একজন। তাঁর ছেলে কিশওয়ারও চমৎকার কবিতা লিখছে, কবিতার কাগজ সম্পাদনা করছে, পিতার মতো সেও সিলেট ছেড়ে যায় নি। নিভৃতচারী কবি দিলওয়ার সম্পর্কে রাগীব আলী যে শ্রদ্ধা পোষণ করেন, তা দিলওয়ারের কবিতা পড়েই তাঁর মনে জন্মেছে, লোকশ্রুতি থেকে নয়।

জনাব আলীর সাথে কথা বলার পর মনে হল, তাঁর সম্মাননা গ্রন্থের জন্য একটি ছোট্ট লেখা দেয়া যায়। কোনো তথ্য বা উপাত্ত দিয়ে একে সমৃদ্ধ করা যাবে না। রাগীব আলীর জীবনের কোন অজানা ঘটনাও এখানে বর্ণনা করা যাবে না। লেখাটি সাদামাটাই হবে। তবে এর মাধ্যমে তিনি যে কাজ করে যাচ্ছেন- বিশেষ করে বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা বিস্তারে এবং একটি মানবিক ও অসাম্প্রদায়িক সমাজ নির্মাণে এবং দেশের পরিবেশ সংরক্ষণে, তার প্রতি আমার সমর্থন আমি ব্যক্ত করতে পারব। আমি আশা করি জনাব আলী দীর্ঘজীবী হবেন এবং তাঁর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলি অর্জনে সফল হবেন।

প্রাবন্ধিক, অধ্যাপক ইংরেজী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

www.pathagar.com

কর্মযোগী রাগীব আলী

ডঃ গৌরাঙ্গ দেব রায়

'জন্ম হওক যথা তথা কর্ম হওক ভাল'

জগতে যারা স্মরণীয় তাঁরা সাধারণ নন, তাঁরা অসাধারণ। সৃষ্টির সেরা জীব মানুষের রয়েছে জ্ঞান, বিবেক, মেধা, বুদ্ধি, বিবেচনা, কর্মক্ষমতা, অন্যের প্রতি ভালবাসা, অন্যের মঙ্গলের জন্য কাজ করার প্রবণতা ইত্যাদি। অন্য দিকে আছে অহংকার, অলসতা, পরশ্রীকাতরতা, আত্মকেন্দ্রিকতা, অপরের ক্ষতি করার প্রবণতা, ক্রোধ লোভ ইত্যাদি। দোষ এবং গুণের সমন্বয়েই হয় সাধারণ মানুষ এবং বিশ্বে এদের সংখ্যাই বেশী। দোষ তাঁর গুণের একটি ভারসাম্য বজায় থাকে বলে তাঁরা সাধারণ (general)। তাদের কর্মের মাধ্যমে সমাজ বা জাতি খুব একটা উপকৃত না হলেও তাদের দ্বারা সমাজ বা জাতি কখনও ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। আমরা যাদেরকে ভাল মানুষ বলি তাদের মাঝে দোষের চেয়ে গুণের প্রকাশ বেশী। তাদের বিবেক তাদেরকে সর্বদা পরহিতে ভাল কাজের দিকে ধাবিত করে। এরকম ভাল মানুষের সংখ্যা জগতে নেহায়েত কম নয়। তাঁরা তাদের শ্রম দিয়ে, মেধা দিয়ে, বুদ্ধি বিবেচনা দিয়ে সমাজ জাতি তথা বিশ্বের কল্যাণ সাধনে নিয়োজিত রয়েছে। আর একারণেই মানব সভ্যতা টিকে আছে এবং থাকবে। আর এক ধরনের ভাল মানুষ আছেন যারা অন্যের ক্ষতি করেন না আবার পরহিতে তাদের আকাঙ্খা বা স্পৃহাও নেই। তাদের মাধ্যমেও সমাজ, জাতি তথা বিশ্বের কল্যাণ সাধিত হয় পরোক্ষ ভাবে। কারণ তাঁরা ব্যক্তি বা সমাজের কোন ক্ষতি করেন না। আত্মকেন্দ্রিকতা মানুষের মনের একটি জন্মগত বা সহজাত উপাদান যার উর্দ্ধে সাধারণ বা অসাধারণ কেহই নয়। কিন্তু আত্মকেন্দ্রিকতা যখন মানুষকে আচ্ছন্ন করে ফেলে তখন তা হয় স্বার্থপরতা। এ ধরনের মানুষ এতই আত্মকেন্দ্রিক হয় যে, তাঁরা নিজের স্বার্থ ছাড়া অন্য কিছুই বুঝেনা। এ ধরনের মানুষ নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য ব্যক্তি, সমাজ বা জাতির ক্ষতি করতেও পিছপা হয় না। আত্মকেন্দ্রিকতার সীমাকে যিনি যত ছোট করে আনতে পারেন তিনি তত মহান হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হন।

অসাধারণ মানুষ আমরা তাকেই বলব যার মাধ্যমে সমাজ, জাতি বা বিশ্ব বিশেষ ভাবে উপকৃত হয়। যিনি অসাধারণ তিনি স্বাভাবিকভাবেই সাধারণের উর্ধ্বে। সাধারণের উর্ধ্বে উঠার জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন মানবিক গুণাবলীর বিকাশ এবং এর জন্য প্রয়োজন জ্ঞান, বিবেক, বুদ্ধি, বিবেচনা ইত্যাদি প্রয়োগের মাধ্যমে কাটিয়ে উঠা, নিজের মাঝে স্থিত দোষগুলি যথাসম্ভব সম্বরণ করা। যারা অসাধারণ তাদের

www.pathagar.com

মাঝে জাগ্রত হয় সমাজ ও জাতির সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করার তীব্র আকাঙ্খা। এর মাঝে তারা খুঁজে পায় জীবনের সার্থকতা। কিন্তু তীব্র আকাঙ্খা লক্ষ্যে পৌছার জন্য যথেষ্ট নয়। এর জন্য চাই প্রকৃত শিক্ষা, মেধা, বুদ্ধি এবং সর্বোপরি দ্রুত কাজ সম্পাদনের জন্য সাংগঠনিক ক্ষমতা আর অফুরন্ত প্রাণশক্তি। এখানে প্রকৃত শিক্ষা বলতে কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বুঝায় না। প্রকৃত শিক্ষার মাধ্যমে মানবিক গুণাবলী বিকশিত হয়, সমাজ ও জাতির সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা যায়, এবং নিজেকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করা যায়। যারা অসাধারণ তারা প্রতিটি মুহূর্ত জনকল্যাণে ব্যয় করেন। বৃথা সময় নষ্ট করা তাদের ধাতে সয়না। কথায় আছে "অহংকার পতনের মূল।" মানুষের মাঝে যখন অহংবোধ প্রবলভাবে দেখা দেয় তখন তার সমস্ত অর্জন ভুলুণ্ঠিত হয়। যারা মহান তারা নিজেদের সর্বদা অহংকার মুক্ত রাখেন বরঞ্চ বলা যায় অহংকার তাদের স্পর্শ করতে পারেনা। তারা সব সময় সাদাসিধে ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতে ভালবাসেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তারা নিজেদের জনকল্যাণে নিয়োজিত রাখেন। ইতিহাসের পাতায় তাদের নাম লেখা থাকে স্বর্ণাক্ষরে।

বাংলাদেশের সিলেটের গ্রামে এক সুশিক্ষিত সাধারণ পরিবারে একদিন জন্ম হয়েছিল এক মহান ব্যক্তিত্বের, যার নাম রাগীব আলী। একজন অসাধারণ মানুষের সব গুণে তিনি গুণান্বিত। অন্যদিকে তাঁর নামটিও বড় সহজ-সরল যেমন তিনি নিজে। মেট্রিক পাশের পর অনেক কষ্টে তিনি বিলাত গিয়েছিলেন উচ্চশিক্ষার জন্য। কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক উচ্চশিক্ষা তাঁর আর হয়নি। জীবিকার টানে তাঁকে লেগে পড়তে হয়েছিল রেস্টুরেন্টের কাজে। এ ভালই হল; তা না হলে প্রাতিষ্ঠানিক বিলাতী শিক্ষায় তিনি হয়ত আর রাগীব আলী থাকতেন না। অহংকার হয়ত তাঁকে আচ্ছন্ন করে ফেলত, তিনি হয়ত হয়ে যেতেন বাঙালী সাহেব। দক্ষিণ ভারতের জগৎবিখ্যাত গণিতবিদ রামানুজনের ছিলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা। কিন্তু তিনি পৃথিবীর এক অত্যাশ্চর্য ব্যক্তিক্রমধর্মী গণিতবিশারদ। কেম্ব্রিজের গণিতের বিখ্যাত অধ্যাপক জি এস হার্ডী যথার্থই বলেছিলেন "রামানুজন যদি পাশ্চাত্যের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গণিতের শিক্ষা নিতেন তবে তিনি তাঁর আপন বৈশিষ্ট্য হারাতেন।" রাগীব আলীর ক্ষেত্রেও এ উক্তিটি প্রযোজ্য। তিনি হলেন সুশিক্ষিত এবং তাঁর শিক্ষা হল অসাধারণ মানুষ হওয়ার শিক্ষা। তিনি ইংল্যান্ডে গিয়েছিলেন নিজের ভাগ্যান্বেষণে এবং কঠোর পরিশ্রম, মেধা, বুদ্ধি দিয়ে এবং ভোগ বিলাস বর্জিত অনাড়ম্বর জীবনের মাধ্যমে তিনি সম্পদশালী হয়েছিলেন। কিন্তু পরহিতে কাজ করার যে জন্মগত স্পৃহা তাঁর মাঝে সুপ্ত ছিল তা পরিস্ফুটিত হয়েছিল ইংল্যান্ডে থাকা অবস্থায় ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়ে। ঐ সময়ে মুক্তিযুদ্ধে সহযোগিতা করার জন্য তিনি সর্বাগ্রে এগিয়ে আসেন। ইংল্যান্ডে বাংলাদেশ সেন্টার স্থাপন, পথে পথে ঘুরে অর্থ সংগ্রহ ইত্যাদি কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। স্বাধীন বাংলাদেশের লন্ডনস্থ হাই কমিশন ভবন ক্রয়ের জন্য তিনি আর্থিক সহায়তা প্রদান করেন। প্রবাসী সিলেটিদের মাধ্যমে বাংলাদেশ প্রচুর

www.pathagar.com

পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা আয় করলেও তাদের বেশীর ভাগ উপার্জিত অর্থ বাংলাদেশে অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় হচ্ছে। কিন্তু রাগীব আলী ১৯৭৬ সালে দেশে ফিরে আসেন শিল্প স্থাপনের উদ্দেশ্যে। তিনি কিছু রুগ্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান ও চা-বাগান ক্রয় করে তাতে প্রাণ সঞ্চার করেন। তাঁর হস্তক্ষেপে প্রতিটি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে লাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসাবে। বিশটিরও বেশী শিল্প/বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের মালিক হিসাবে তিনি বাংলাদেশে নিজেকে একজন অত্যন্ত সফল শিল্পপতি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি চা-বাগানে চায়ের পাশাপাশি রাবার বাগানসহ অনেক ধরণের গাছ রোপনের মাধ্যমে জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধিতে অসামান্য অবদান রাখছেন। চা-বাগানের ভিতরে অনেক পরিত্যক্ত জমি এভাবে ব্যবহারের কথা ইতিপূর্বে কেউ চিন্তা করেনি। এছাড়াও চা-বাগানের জমির আরও বহুমুখী ব্যবহারের পরিকল্পনা তাঁর রয়েছে। তাঁর মেধা তাঁর কর্মক্ষমতার মাধ্যমে প্রতিটি প্রতিষ্ঠান যেন পেয়েছে জাদুর স্পর্শ।

ইংল্যান্ডে থাকা অবস্থাতে তিনি যে জনসেবামূলক কাজ শুরু করেছিলেন বাংলাদেশে আসার পর তা হাজারগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু রাগীব আলী তাঁর আপন বৈশিষ্ট্যে সদা সমুজ্জ্বল।

জালালাবাদ রাগীব-রাবেয়া মেডিক্যাল কলেজের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে কলেজ প্রস্‌পেক্টাসে লিখেছেন “Since my return to Bangladesh in the year 1976 for involvement in fullfledged business activities the untold sufferings of poor people of the region due to inadequate healthcare facilities available for them gave me immense pain and promoted me to think for setting up a Medical College and Hospital in Sylhet”.

তাঁর লিখায় দেখা যাচ্ছে যে, তিনি দেশে ফিরে আসার কারণ হিসাবে দেশ সেবা বা জনসেবার কথা বলেন নি; বলেছেন তাঁর ব্যবসার কথা। তিনি মনে যে সত্যটি ধারণ করেন তাই তিনি উল্লেখ করেছেন যদিও আমরা দেখছি যে, তিনি ব্যবসা থেকে জনসেবার দিকেই অধিকতর মনযোগী। দেশে ফিরে আসার কারণ হিসাবে দেশ সেবার কথা উল্লেখ করে তিনি বাহ্‌বা নিতে চাননি যদিও তিনি প্রায় পৌনে দু'শ সমাজসেবামূলক ও জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত রয়েছেন। সমাজসেবামূলক কাজ পরিচালনার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং সবচেয়ে প্রশংসনীয় যে কাজটি করেছেন তা হল রাগীব-রাবেয়া ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা। হাজার রকমের জনসেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ফাউন্ডেশন গঠিত হয়েছে এবং ভবিষ্যতে রাগীব-রাবেয়া ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে পরিচালিত হবে জাতীয় পর্যায়ে কল্যাণমূলক যাবতীয় কর্মকান্ড।

ব্যক্তি জীবনে রাগীব আলী অনাড়ম্বর ও সহজ সরল জীবন যাপন করেন। তিনি অত্যন্ত সদালাপী, কৌতুকপ্রিয় ও রসিক মানুষ। তিনি কথা বলেন অত্যন্ত সহজ

www.pathagar.com

সরল ভাবে হাস্যরস ও কৌতুকের মাধ্যমে। তাঁর সাথে কথা বললে কোন সময়েই মনে হয় না যে বাংলাদেশের একজন বিশিষ্ট শিল্পপতির সাথে কথা বলছি। সরলতাই তাঁর জীবনকে করেছে মহিমান্বিত। ব্যক্তিগত জীবনে তাঁর চাহিদা বা প্রয়োজন খুবই কম। তিনি তাঁর জীবনে প্রতিটি অধ্যায়, অর্থাৎ ইংল্যান্ডের রেস্টুরেন্টের সাধারণ কর্মচারী থেকে বর্তমান অবস্থা পর্যন্ত বর্ণনা করেন অকপটে এবং নিঃসংকোচে। রাগীব আলীর সাফল্যের পিছনে যিনি সর্বদা সহায়তা দিয়ে যাচ্ছেন তিনি হলেন তাঁর সহধর্মিনী। রাগীব আলী তাঁর সহধর্মিনীর অবদানের কথা যে কেবল অকপটে স্বীকার করেন তাই নয়, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নামকরণে "রাগীব" এর সাথে "রাবেয়া" সংযোজন করছেন নির্দ্বিধায়।

কর্মযোগী, মহৎপ্রাণ ও দানবীর রাগীব আলীর সাথে বসে কথা বলার অপূর্ব সুযোগ আমার হয়েছে। তাঁর সাথে যখনই কথা হয়েছে, তাঁর মেধা, তীক্ষ্ম বুদ্ধি, বিচার বিশ্লেষণের ক্ষমতা ইত্যাদির পরিচয় পেয়ে অবাক হয়েছি। তাঁর চরিত্রের যে দিকটি আমাকে সবচেয়ে বেশী আকর্ষণ করে তা হল তাঁর সরলতা। তাঁর কোন কথায় কোন দিন অহংকার প্রকাশ পায়নি, কোন দিন তাঁকে 'কেউকেটা' বলে মনে হয়নি। এমন একজন মহৎপ্রাণ মানুষের প্রতি জানাই আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা আর কামনা করি তাঁর দীর্ঘ ও সুস্থ জীবন। রাগীব আলীর দোষের সমালোচনা যারা করেন তাদের কাছে আমার অনুরোধ আয়নায় নিজের চেহারা আগে দেখুন কোনও খুঁত আছে কিনা?

বিভাগীয় প্রধান, গণিত বিভাগ, ডীন, ভৌত-বিজ্ঞান অনুষদ,
শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট।

www.pathagar.com

লক্ষ জনের একজন

মোহন রায়হান

যা না বললেই নয়

জীবন মানুষের সর্বাপেক্ষা বড় সম্পদ। আর এই জীবন সে পায় মাত্র একটি বার। কেউ এই অমূল্য জীবন ভাসিয়ে দেয় গড্ডলিকাপ্রবাহে। অপব্যয়ে অপচয়ে নষ্ট করে জীবনের মূল্যবান সময়। কারো জীবনতো ক্ষয়ে যায় শুধু বেঁচে থাকার সংগ্রামেই। কিন্তু কিছু কিছু মানুষ জীবনকে নেয় চ্যালেঞ্জ হিসেবে। বেঁচে থাকার সংগ্রামকে রূপান্তরিত করে বিশাল কর্মযজ্ঞে। জীবনকে তারা উৎসর্গ করে মানব কল্যাণের বেদীমূলে। এমন ভাবে তারা বাঁচতে চায় যেন বিগত জীবনের কর্মের জন্যে কোনো অনুশোচনার দগ্ধাগ্নি সইতে না হয়। জীবনের শেষ মূহূর্তে তারা বলে যেতে চায়- আমার সমগ্র জীবন আমি ব্যয় করেছি পৃথিবীর সবচেয়ে মহৎ কাজে-মানুষের কল্যাণে। মৃত্যুর পরেও অবিনশ্বর থাকে তাদের কর্মের মহিমা। যতদিন পৃথিবী থাকবে, মানুষ থাকবে ততদিন থাকবে তাদের কীর্তি। অনন্তকাল তাদের কর্মের মহিমায় অনুপ্রাণিত হবে, উজ্জীবিত হবে মানুষ। যুগে, শতাব্দীতে কদাচিৎ আবির্ভাব ঘটে সে সব ক্ষণজন্মা মহামানুষের। সৃষ্টি-আবিষ্কারে, জ্ঞান-বিজ্ঞানে, শিল্প-সাহিত্যে, শৌর্য-বীর্যে, প্রেম-ভালবাসায় মহানুভবতায় তথা সভ্যতার অগ্রযাত্রায় তারা হয় পথিকৃৎ। তাদের নির্দেশিত পথে এগিয়ে যায় নতুন প্রজন্ম। ইতিহাসের পাতায় তাদের নাম লেখা থাকে স্বর্ণাক্ষরে। কিন্তু জীবদ্দশায় তাদের অনেকেরই নাম আমরা জানি না। কেননা তাদের অনেকেই থাকে প্রচার বিমুখ। স্তুতি নির্লোভ। প্রশংসা বা পুরস্কার উপেক্ষা করে অনেকেই নীরবে নিভৃতে কাজ করে যায় মানুষের জন্যে।

আমাদের বাংলাদেশে জন্ম নিয়েছেন তেমনি একজন বিশাল-হৃদয় কৃতি মানুষ। নাম তার রাগীব আলী। এক সাধারণ মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও অধ্যবসায়, পরিশ্রম, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা ও প্রতিভার গুণে আজ তিনি বাংলাদেশের অন্যতম প্রতিষ্ঠিত সফল শিল্পপতি, ব্যবসায়ী ও ধনী ব্যক্তি। কিন্তু এই শ্রেণীর সাধারণ ব্যক্তিদের সঙ্গে তার চরিত্র বৈশিষ্ট্যের রয়েছে বিস্তর পার্থক্য। সমাজের আর দশজন বিত্তবানের মত তিনি অসৎ, অর্থলোলুপ, স্বার্থান্ধ নন। অবৈধ উপায়ে উপার্জিত কালো টাকার মালিক কিংবা জনগণের অর্থ-সম্পদ আত্মসাতকারী ধূর্ত ঋণ খেলাপী নন। বরং তিনি সৎ, দয়ালু, পরোপকারী ও বৈধ ব্যবসায়ী। কিশোর বয়স থেকে বিদেশে অবস্থান করে অপরিসীম পরিশ্রমে তিলে তিলে গড়ে তোলেন তার আজকের এই সাফল্যের বুনিয়াদ। পবিত্র রক্ত ঘামমাখা তার প্রতিটি কপর্দক। ইউরোপের মত নিশ্চিত, নির্বিঘ্ন, নিরাপদ জীবন ফেলে নিগূঢ় ভালবাসার টানে ছুটে

www.pathagar.com

এসেছিলেন স্বদেশে। দেশের উন্নয়নে বহুমুখী ভূমিকা রাখার উদ্দেশ্যে বিনিয়োগ করেছিলেন- সেই তিলে তিলে গড়া কষ্টার্জিত অর্থ। অন্যান্য ধনীদের মত ব্যক্তিগত ভোগ-লিপ্সা, আরাম আয়েশে ব্যয় না করে দেশের বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর কল্যাণে গড়ে তুলেছেন বিভিন্ন শিক্ষা, চিকিৎসা, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠা করেছেন ব্যাংক, বীমা, মার্কেট, চা-বাগান, শিল্প প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন অর্থকরী, কর্মসংস্থান প্রকল্প। সমাজ সভ্যতার অগ্রগতির লক্ষ্যে গড়েছেন রাস্তা, সেতু, হাট ও গৃহসংস্থান বাজার ইত্যাদি। গরীব দুঃখী মানুষকে মুক্ত হস্তে দান করেছেন অঢেল অর্থ। সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার এই অকুণ্ঠ অবদান নিঃস্বার্থ ও বিনিময়হীন।

এমপি, মন্ত্রী বা অন্য কোন নেতৃত্বের লোভী তিনি নন। বরং খ্যাতি, প্রতিষ্ঠা, প্রচার থেকে নিজেকে আড়াল করে রেখেছেন সব সময়। তিনি খুবই সাদাসিধে, অনাড়ম্বর, নির্লোভ জীবন যাপন করেন। কোন দম্ভ, অহংকার নেই। জন্মের ঋণ শোধ করে যাওয়াই যেন তার প্রধান ব্রত। পৃথিবীতে বহু দাতার কথা আমরা শুনেছি। তাদের অধিকাংশই প্রাপ্ত ধন সম্পদ থেকে দান করেছেন। কিন্তু রাগীব আলী নিজের কষ্টার্জিত সম্পদ থেকে মুক্ত হস্তে দান করেন। এখানেই তার শ্রেষ্ঠত্ব। বাংলাদেশের আর কোন ধনাঢ্য ব্যক্তি নেই যিনি রাগীব আলীর মত নীরবে, নিভৃতে নিঃস্বার্থভাবে এত বিপুল অর্থ-সম্পদ জনকল্যাণে ব্যয় করেছেন। এমন নিঃস্বার্থ, বিশাল হৃদয়ের অধিকারী বাংলাদেশে মাত্র একজনই, যার নাম রাগীব আলী। যার তুলনা শুধু তিনি নিজেই। মানুষ একদিন অবশ্যই তার অবদান সম্পর্কে অবহিত হবে। এই উপমহাদেশের একজন শ্রেষ্ঠ দানবীর হিসেবে একদিন তিনি অবশ্যই স্বীকৃত হবেন। আগামী প্রজন্মের কাছে প্রেরণার উৎস হিসেবে আমরা জীবনের সামান্য কয়েকটি দিক তুলে ধরার চেষ্টা করেছি, তার প্রবল আপত্তি সত্বেও।

রাগীব আলী যে মানুষটি

জন্মস্থান

প্রাচীন ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ধারক, বাহক, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি, দু'টি কুঁড়ি একটি পাতার সবুজ উদ্যান প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর, হযরত শাহ জালালের পূণ্যভূমি, হাছন রাজা, রাধা রমন, শ্রীচৈতন্য, আরকুম শাহসহ অসংখ্য মরমী, সুফি, সাধক ও আওলিয়ার লীলাভূমি পর্যটকদের অন্যতম আকর্ষণ এই বাংলাদেশের সিলেট।

জন্ম

এই সিলেট জেলার বিশ্বনাথ থানার অন্তর্গত কামাল বাজার এলাকার তালিবপুর গ্রামে এক বাঙালি মুসলিম পরিবারে ১০-১০-১৯৩৮ সালে রাগীব আলী জন্ম গ্রহণ করেন। তার পিতা মরহুম হাজী রাশিদ আলী। তিনি ছিলেন শিক্ষিত ও বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি। মাতা রাবেয়া বানু। পিতামহ মোহাম্মদ কামিল। আট ভাইয়ের মধ্যে রাগীব

www.pathagar.com

আলী পঞ্চম। জ্যেষ্ঠ এবং ষষ্ঠ ভাই মারা গেছেন। অন্যান্য ভাই লন্ডনে প্রতিষ্ঠিত। চাচা এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন অধিকাংশই কৃষিজীবী।

শিক্ষা

ছেলেবেলায় স্থানীয় তালিবপুর পাঠশালা স্কুলে ও পরে বাড়ি থেকে দু'মাইল দূরে লক্ষ্মীবাসা মধ্যবঙ্গ বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। সেখানে ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করার পর সিলেট শহরের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থিত রাজা গিরিশচন্দ্র হাই স্কুলে সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তি হন। এই স্কুল থেকেই ১৯৫৬ সালে ম্যাট্রিক পাশের পরে উচ্চশিক্ষা এবং ভাগ্যান্বেষণে বিলাত যাবার মনস্থির করেন। সে সময় বিলাতে উচ্চশিক্ষার জন্য তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের লন্ডন দূতাবাসের অনুমতির প্রয়োজন হতো। রাগীব আলী লন্ডনের জেরাল স্ট্রীটের একটি কলেজে ভর্তির সুযোগ চেয়ে লন্ডনের পাকিস্তান দূতাবাস বরাবরে আবেদন জানালে, তারা তাকে লন্ডনে ভর্তির অনুমতিপত্র বা সার্টিফিকেট প্রদান করে। ভর্তির অনুমতি লাভের পর তিনি পাসপোর্ট এবং যাওয়ার ভাড়া সংগ্রহের চেষ্টা করেন। সে সময় পাসপোর্ট পাওয়া খুবই দুরূহ ব্যাপার ছিল। রাগীব আলী সুদূর সিলেট থেকে একা ঢাকায় এসে তৎকালীন পাসপোর্ট অফিসার জাফর সিদ্দিকীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে একটি স্টুডেন্ট পাসপোর্ট লাভে সক্ষম হন। তারপর শুরু হয় তাঁর লন্ডন যাবার প্লেন ভাড়া জোগাড়ের পালা। পরিবারের আর্থিক অবস্থা তেমন সচ্ছল না থাকায়, প্রায় ছয় মাস বহু চেষ্টায় নিজ বংশের এক চাচা সোলেমান আলী, আরেক ভাতিজা মুসলিম মিয়া, পার্শ্ববর্তী রাউতর গ্রাম নিবাসী মরহুম জহির মিয়া এবং নিজ পরিবারের কিছুটা সহায়তায় তৎকালীন ব্রিটিশ ওভারসীজ এয়ার ওয়েজের ভাড়া ১৯৯২ রুপি কোন রকমে জোগাড় করে ১৯৫৭ সালের ৪ঠা এপ্রিল রাগীব আলী বিলাত যান। সেখানে প্রথমে একটি ল্যাংগুয়েজ স্কুলে ভর্তি হন। একই সঙ্গে যেহেতু উচ্চশিক্ষা এবং ভাগ্যান্বেষণে তার বিলাত গমন, সেহেতু তিনি স্কুলে ভর্তি হওয়ার পাশাপাশি রেস্টুরেন্টে পার্টটাইম কিচেন পোর্টারের কাজ নেন। বাড়ি থেকে অর্থ জোগান নিয়ে বিদেশে লেখাপড়া চালানো সম্ভব ছিল না। স্বোপার্জিত অর্থে তাই উচ্চশিক্ষা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠা লাভের চেষ্টা করেন। সিলেটের পার্শ্ববর্তী কাড়ারপার গ্রামের মরহুম আত্তর আলী ছিলেন অত্যন্ত গুণী ও দরদী মনের মানুষ। লন্ডনে ব্রিটিশ ও প্রবাসী বাঙালীরা তাকে খুব মান্য করতো। জনাব আত্তর আলীর সহযোগিতায় রাগীব আলীর বিলাত অবস্থান অনেকটা সহজ হয়। তিনিই তার আশ্রয়, চাকরির ব্যবস্থা করে দেন। পরে ধনরাজ নামক এক ভারতীয় ব্যারিস্টারের ওয়েস্ট বর্ন গ্রোভ এবং পরে নটিং হিল গেট কেনসিংটনচার্চ স্ট্রীটের আলবিন-ইন্ডিয়া রেস্টুরেন্টে ওয়েটারের কাজ করেন। এরপরে পিকাডিলির জেরাল স্ট্রীটের ইন্ডিয়ান সাফি রেস্টুরেন্টে ওয়েটারের কাজ করেন। পার্টটাইম কাজ করে থাকা-খাওয়া লেখাপড়া চালানো খুব কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে, তদুপরি বাড়িতে টাকা পাঠাবারও চাপ ছিল। এ অবস্থায় দেড় বছর পর লেখাপড়ায় ইতি টেনে পুরোদমে চাকরিতে আত্মনিয়োগ করেন।

www.pathagar.com

কর্মজীবন

একাডেমিক লেখাপড়ার পর্ব চুকিয়ে ফুলটাইম কাজে লেগে যান রাগীব আলী। একটানা তিন বছর রাতদিন কঠোর পরিশ্রম করে ক্রমান্বয়ে নিজের অবস্থার পরিবর্তন সূচনা করেন। তিন বছর ভালভাবে কাজ শেখার পর রিজেন্ট স্ট্রীটে 'বীরস্বামী ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টে' উচ্চ বেতনে ওয়েটারের ভাল চাকরি পান। এ সময় তিনি বেশ অর্থ সঞ্চয় করতে সক্ষম হন। সে সময় অন্য বাঙালিরা যেখানে মাসে ৬/৭ পাউন্ড রোজগার করতো তিনি সেখানে তার চেয়ে অনেক বেশি পাউন্ড আয় করতেন। তখনকার দিনের অনেক টাকা। এ সময় তার ভাগ্যের চাকা আরো দ্রুত ঘুরতে থাকে সামনের দিকে। তিনি জড়িত হন শেয়ার মার্কেটে।

সাফল্য

ছাত্রাবস্থায় তিনি লন্ডনের বিখ্যাত পত্রিকা Financial Time এবং অন্যান্য পত্রিকা পড়তেন। এইসব পত্রিকার Economical Feature গুলো তিনি অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে দেখতেন এবং লন্ডনের ব্যবসা বাণিজ্যের, অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের খোঁজ খবর রাখতেন। বৃটিশ সমাজ সম্পর্কে বাঙালিরা সে সময় তেমন লক্ষ্য রাখত না। কিন্তু রাগীব আলী নিজ উদ্যোগে এবং চেষ্টায় পড়াশোনার মাধ্যমে ও বাস্তবভাবে তাদের বুঝবার চেষ্টা করতেন। গভীর মনোযোগের সঙ্গে বৃটিশ এবং বিশ্বের অন্যান্য উন্নত ও অনুন্নত দেশের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক কর্মকান্ড সম্বন্ধে জানবার চেষ্টা করতেন। এ সময়ে লন্ডন স্টক এক্সচেঞ্জে লয়েড্স ও মিডল্যান্ড ব্যাংকের মাধ্যমে শেয়ার কেনা বেচা ব্যবসা শুরু করেন। তীক্ষ্ম মেধা ও দূরদৃষ্টি দিয়ে ক্রমান্বয়ে এই ব্যবসায় একের পর এক সাফল্য লাভ করেন এবং অনেক টাকা উপার্জন করতে সক্ষম হন। এই সময়ে তিনি চাকরি ছেড়ে দিয়ে স্বাধীনভাবে ব্যবসা করার কথা চিন্তা করেন। ৫ বছর চাকরি করার পর স্বেচ্ছায় ইস্তফা দিয়ে ব্যক্তিগত উদ্যোগে ১৯৬১ সালের জুলাই মাসে লন্ডনের ষ্ট্রেথাম হিলে 'তাজমহল' নামে একটি রেস্টুরেন্ট খোলেন। সে সময়ে লন্ডনে বৃটিশ এবং প্রবাসী বাঙালিদের মধ্যে ইন্ডিয়ান ফুডের বেশ চাহিদা ছিল। নতুন আঙ্গিকে 'তাজমহল' রেষ্টুরেন্ট চালু হলে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং বেশ পসার লাভ করে।

বিবাহ

১৯৬৩ সালে দেশে এসে ২৪ বৎসর বয়সে সিলেটের আম্বরখানা পাককাবাড়ী মাহফিজ হাউস নিবাসী ইরফান আলী চৌধুরীর মেয়ে রাবেয়া খাতুন চৌধুরীর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন এবং স্ত্রীকে লন্ডনে নিয়ে যান। স্বামী-স্ত্রী দু'জনে মিলে তাজমহল রেস্টুরেন্ট পরিচালনা করেন। তার জীবনের বিরাট সাফল্যের পিছনে স্ত্রী রাবেয়ার অবদান অসামান্য। দু'জনের প্রচেষ্টায় তাজমহল রেস্টুরেন্ট যথেষ্ট মুনাফা অর্জন করে। তাজমহল রেস্টুরেন্টটি এখনও চলছে। তার মেয়ে এবং জামাতা এখন সেটা দেখাশুনা করছেন। একদিকে রেস্টুরেন্টে ভাল আয় অন্যদিকে শেয়ার

www.pathagar.com

মার্কেটে আশাতীত লাভ রাগীব আলীর জীবনে নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দেয়। একে একে আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব ও ভাইদের বিলেত নিয়ে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেন। ঋণ কর্জ পরিশোধ করেন। দেশে জমি-জমা, সম্পত্তি ক্রয় করতে থাকেন। এই সময়ে যে সব ইংলিশ কোম্পানীর পাকিস্তান, ভারত, শ্রীলংকা ও লন্ডনে প্রতিষ্ঠান ছিল তিনি সেগুলোর শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করতেন। সেই মুনাফা থেকে সে সময় ডানকান ব্রাদার্স, জেমস্ ফিনলে, শ-ওয়ালেশ ইত্যাদি কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় করেন। Evening Standard পত্রিকায় একটি আর্টিকেল পড়ে বর্তমান হবিগঞ্জ নোয়াপাড়া চা বাগানের ২৮% শেয়ার খরিদ করেন। এ সব প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ক্রয়ের জন্যে তৎকালীন মিনিষ্ট্রি অব ফাইন্যান্স ইসলামাবাদ, স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান ইত্যাদি সরকারী অর্থ লগ্নি প্রতিষ্ঠানের অনুমতি নিতে হত। বৃহত্তর সিলেট জেলাসহ দেশের অন্যান্য স্থানে বিভিন্ন রুগ্ন চা-বাগান ক্রয় করে সেগুলো নতুনভাবে গড়ে তুলে দেশের চা-শিল্পকে সমৃদ্ধ করার পরিকল্পনা তিনি তখনই গ্রহণ করেন।

স্বাধীনতা সংগ্রামে রাগীব আলী

১৯৭১ সালে ২৫ মার্চ বাঙালি জাতি স্বাধীনতার জন্যে মরণপণ যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। লন্ডনের প্রবাসী বাঙালিরা এই মুক্তিযুদ্ধে সর্বাত্মক সাহায্য সহযোগিতা দিতে এগিয়ে আসে। যে ক'জন বাঙালি সর্বপ্রথম এই উদ্যোগে ঝাঁপিয়ে পড়েন রাগীব আলী তাদের অন্যতম।

২৮ কেমব্রীজ গার্ডেন-এ প্রথম 'বাংলাদেশ সেন্টার' স্থাপনের ক্ষেত্রে রাগীব আলীর অবদান গুরুত্বপূর্ণ। তিনি একটি নতুন টাইপরাইটার মেশিন ক্রয় করে নিজ কাঁধে বয়ে নিয়ে যান বাংলাদেশ সেন্টারের জন্যে। উল্লেখ্য, এ সময় সিলেটের যুগভেরী পত্রিকার সম্পাদক ও বিশিষ্ট টি-প্লান্টার আমিনুর রশিদ চৌধুরী সপরিবারে জনাব রাগীব আলীর সাথে ছিলেন। সেন্টারের জন্য তিনি একটি টেবিল, চারটি চেয়ার ও সিটিং রুমের জন্যে একটি কার্পেটও কিনে দেন। প্রবাসী বাঙালিদের সঙ্গে নিয়ে দ্বারে দ্বারে, পথে পথে ঘুরে অর্থ সংগ্রহ করে মুক্তিযুদ্ধে যোগান দেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে বাংলাদেশ হাইকমিশন বিল্ডিং খরিদ করার সময় যে সব প্রবাসী বাঙালি অর্থদান করেন রাগীব আলী তাদের অন্যতম। তৎকালীন লন্ডন হাই কমিশনের ডেপুটি হাইকমিশনার ফারুক চৌধুরী এ জন্যে তাকে একটি ধন্যবাদপত্র প্রেরণ করেন।

শিল্প উন্নয়নে রাগীব আলী

নিযুত প্রাণ এবং বিপুল সম্পদের বিনিময়ে বিশ্বের মানচিত্রে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে। রাগীব আলীর মন স্বাধীন দেশে ফেরার জন্যে চঞ্চল হয়ে ওঠে। বিদেশে কষ্টার্জিত অর্থ স্বদেশে বিনিয়োগ করে, সদ্য স্বাধীন

www.pathagar.com

দেশের নতুন অর্থনৈতিক বুনিয়াদ গড়ে তোলা নিজের আশু কর্তব্য বলে মনে করেন। পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী কর্তৃক ধ্বংসপ্রাপ্ত দেশের অর্থনীতি বিনির্মাণে নিজেকে উৎসর্গ করার মহান ব্রত নিয়ে তিনি ফিরে আসেন মাতৃভূমিতে। প্রথমে সিলেটে এবং পরে ঢাকার সিদ্ধেশ্বরীতে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। অবিলম্বে দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নিজেকে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা করেন। তিনি রুগ্ন ও ধ্বংসপ্রাপ্ত শিল্পগুলো পুনরুজ্জীবিত করা জরুরী মনে করেন। এই চিন্তা থেকে রাগীব আলী প্রথমেই হাজারীবাগের একটি রুগ্ন ট্যানারী ক্রয় করেন এবং সম্পূর্ণ নিজ উদ্যোগে অল্পদিনের মধ্যে ঐ ট্যানারীকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেন। তিনি নিজে ঘুরে ঘুরে সারাদেশ থেকে চামড়া ক্রয় করে আনতেন এবং সেগুলোকে Wet Blue তৈরী করে বিক্রি করতেন।

এ সময় পরিত্যক্ত কোহিনূর ডিটারজেন্ট ফ্যাক্টরী (টঙ্গীতে অবস্থিত) সরকার বিক্রির ঘোষণা দিলে টেন্ডারের মাধ্যমে সর্বোচ্চ বৈদেশিক মূল্যে ১৯৮৩ সালে তিনি প্রতিষ্ঠানটি ক্রয় করেন। প্রতিষ্ঠানটি ছিল সম্পূর্ণ রুগ্ন ও অলাভজনক। বুদ্ধিমত্তা ও অক্লান্ত পরিশ্রমে অল্পদিনের মধ্যে রাগীব আলী প্রতিষ্ঠানটিকে পূর্ণমাত্রায় উৎপাদনক্ষম ও গুণগত মাত্রায় উৎকৃষ্ট করে তোলেন। কোহিনূর ডিটারজেন্ট ফ্যাক্টরীর তৈরী 'জেট ডিটারজেন্ট পাউডার' সারাদেশের মানুষের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় ও সমাদৃত হতে থাকে। ঘরে ঘরে জেটের ব্যবহার শুরু হয়। মানুষ উন্নতমান ও স্বদেশের পণ্য হিসেবে জেটকে দারুণভাবে গ্রহণ করে। বলা যায় জেট ডিটারজেন্ট পাউডারের মাধ্যমেই বাংলাদেশের মানুষ ব্যাপকভাবে ডিটারজেন্ট পাউডার ব্যবহার শেখে।
এইভাবে তিনি দেশের রুগ্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করে দেশের অর্থনীতিকে স্বনির্ভর করার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখেন।

উল্লেখ্য যে, মুক্তবাজার অর্থনীতি প্রবর্তনের ফলে দেশের বাজার আজ বিদেশী পণ্যে ছেয়ে গেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বহু রকমের ডিটারজেন্ট পাউডারে বাজার সয়লাব হয়ে গেলেও 'জেট' এর সুদীর্ঘদিনের জনপ্রিয়তা কেউ ক্ষুণ্ন করতে পারেনি। বাংলাদেশের সর্বত্র 'জেট' এর উপস্থিতি বিস্ময়কর ও ঈর্ষণীয়। 'জেট' এর এই জনপ্রিয়তায় বিদেশী বহুজাতিক কোম্পানীগুলো হতবাক। বহু চেষ্টা ও অপচেষ্টা করেও তারা কেউ প্রতিযোগিতায় টিকতে পারেনি। জেটের এই অবিশ্বাস্য জনপ্রিয়তা ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী বাজার তৈরীর পেছনে কোহিনূর ডিটারজেন্ট ফ্যাক্টরীর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, শ্রমিকদের অক্লান্ত পরিশ্রম আর রাগীব আলী তাঁর সহধর্মিনী রাবেয়া চৌধুরীর সৃষ্টিশীল তীক্ষ্ণ মেধা ও বুদ্ধি এই অসম্ভবকে সম্ভব করেছে। যে কোন সফলতার পেছনেই যে নিরলস পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও অসামান্য বুদ্ধির প্রয়োজন রাগীব আলী তার আলোকিত দৃষ্টান্ত।
রাগীব আলী ক্রমান্বয়ে ক্রয় করেছেন ক'টি চা বাগান। দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত এই চা বাগানগুলো প্রায় প্রতিটিই ছিল রুগ্ন এবং অলাভজনক। এগুলোর

www.pathagar.com

ভূতপূর্ব মালিকানা বছরের পর বছর কোটি কোটি টাকা লোকসান দিচ্ছিল। ফলে কৃষি ব্যাংকসহ অন্যান্য অর্থকরী প্রতিষ্ঠান বিরাট আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছিল। উদ্যমী ও পরিশ্রমী রাগীব আলী এই প্রতিষ্ঠানগুলোর মালিকানা ও দায়িত্ব গ্রহণ করে বিরাট অর্থনৈতিক ঝুঁকি নিয়ে শ্রম, ধৈর্য্য, মাতৃসুলভ সীমাহীন যত্ন ও পরিচর্যা এবং দক্ষ শ্রমিক ও অভিজ্ঞ বাবস্থাপনার সমন্বয় ঘটিয়ে বাগানগুলোকে আস্তে আস্তে প্রাণবন্ত করে তোলেন। বিবর্ণ বাগানকে পরিণত করেন সজীব সবুজের সাম্রাজ্যে। তার ব্যতিক্রমী, সৃষ্টিশীল মননের স্পর্শে বাগানগুলো হয়ে ওঠে দৃষ্টিনন্দন বৃক্ষ উদ্যান। চা গাছের পাশাপাশি চা চাষে অনুপযুক্ত অনাবাদি জমিতে আম, জাম, কলা, কাঁঠাল, লিচু, পেয়ারা, আনারস, আদা, হলুদ, আমলকি, লেবু, কমলা, জলপাই, নারকেল, সুপারি, পান, গোলমরিচ, তেজপাতাসহ বিভিন্ন অর্থকরী ফল আর হাজার হাজার মেহগনি, সেগুন, কড়ই, লেবেক, মালাকানা, একাশিয়া, নিম, জারুল প্রভৃতি গাছের চাষও যুগপৎ এই বাগানে চলছে। রাবার প্লান্টেশন, বাঁশ, বেত ফুলের বাগান হিসেবেও এগুলোকে আখ্যায়িত করা যায়। মৎস্য চাষেরও আয়োজন চলছে কয়েকটি বাগানে।

দেশ বিদেশের বহু পর্যটক বাগানগুলো পরিদর্শন করে বিমুগ্ধ হয়ে নানা প্রশংসামূলক মন্তব্য লিখেছেন পরিদর্শন বইতে। অর্থনৈতিকভাবেও বাগানগুলো হয়ে ওঠে লাভজনক। দেশ প্রতি বছর অর্জন করছে কোটি কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা। হাজার হাজার মানুষের অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান তথা কর্মসংস্থান হচ্ছে এই সব বাগানে।

সমাজ সেবা ও জনকল্যাণ

রাগীব আলীর সমাজসেবা ও জনকল্যাণমুলক কর্মকান্ড অবিশ্বাস্য ও কিংবদন্তীতুল্য। ইংল্যান্ডের কর্মজীবন থেকেই যার শুরু। বৃটেনে প্রবাসী বাঙালি এবং বৃটিশ নাগরিকদের সঙ্গে তিনি গড়ে তোলেন বহু সমাজসেবা ও জনকল্যাণমুখী প্রতিষ্ঠান। তৎকালে প্রবাসী বাঙালিদের আশ্রয়, চাকরি, শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদি ক্ষেত্রে রাগীব আলী পালন করেন এক অনন্য ভূমিকা।

রাগীব আলী জীবনের প্রারম্ভ থেকেই মানব কল্যাণে নিবেদিত এক প্রাণ। "মানুষ মানুষের জন্য জীবন জীবনের জন্যে" এই ব্রত যেন প্রকৃত সত্য হয়ে উঠেছে তার জীবনে। মানুষকে ভালবাসাই যেন তার ধর্ম। জীবে দয়াই যেন তার কর্ম। মানুষের দুঃখ দুর্দশায়, আপদে বিপদে অসহায়ত্বে, পরম বন্ধুর মত যে মানুষটি সহযোগিতার উদার হাত বাড়িয়ে দেন সেই মানুষটির নাম- রাগীব আলী। যে কোন সত্য, সুন্দর, ন্যায়ধর্মী, সৃষ্টিশীল, জনহিতকর কর্মে নির্দ্বিধায় অকৃপণ সাহায্যে এগিয়ে আসেন তিনি। শিক্ষা, চিকিৎসা, শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ক্রীড়া, ধর্ম এমন কোনো ক্ষেত্র নেই যেখানে রাগীব আলীর উদার হাতের অবদান স্পর্শহীন থেকেছে।

তিনি জন্মভূমির কথা, জনগণের কথা, সাধারণ মানুষের অভাব- অভিযোগ, দুঃখ-দুর্দশা, দাবী-দাওয়া, সমস্যার কথা সমাজের সামনে তুলে ধরার জন্য প্রকাশ

www.pathagar.com

করেন একাধিক সংবাদপত্র। তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'সিলেটের ডাক' সার্কুলেশনের ক্ষেত্রে যেমন শীর্ষে, বিজ্ঞ ও সাধারণ পাঠকের কাছে তেমনি সমাদৃত। আন্তর্জাতিক ইংরেজী দৈনিক ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেসের তিনি পরিচালকমন্ডলীর সদস্য। অনেক গুরুত্বপুর্ণ গ্রন্থ প্রকাশের ক্ষেত্রেও তার পৃষ্ঠপোষকতা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি বহু সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা, নির্মাতা কিংবা স্বপ্নদ্রষ্টা।

শেষের কথা

একটি কুসংস্কারাচ্ছন্ন পশ্চাৎপদ, আত্মস্বার্থপর সমাজে কাজ করতে গিয়ে বিভিন্ন সময় পদে পদে তাকে হতে হয়েছে বাধার সম্মুখীন। কুড়াতে হয়েছে সুনামের বদলে দুর্ণাম। প্রতিহিংসার মুখোমুখি হতে হয়েছে প্রায় প্রতিনিয়ত। কিন্তু সকল প্রতিবন্ধকতার কূটজাল ছিন্ন করে তিনি মানুষের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন সর্বদাই। যেহেতু উদ্দেশ্য মহৎ সেহেতু শেষ পর্যন্ত তিনি জয়ী হয়েছেন। ঘোর শত্রুও এক সময় তার সততা, উদারতা, মহত্ব, স্বার্থত্যাগে মুগ্ধ হয়ে নিজের ভুল সংশোধন করে বন্ধুর মতোন আলিঙ্গন করেছেন তাঁকে। বাংলাদেশের প্রতি ঘরে ঘরে রাগীব আলীর জন্ম হোক।

কবি-প্রাবন্ধিক।

www.pathagar.com

যে মানুষকে চিনি

নজরুল ইসলাম চৌধুরী

পঞ্চাশের দশক। আমরা দেশের মানুষ বাস করছিলাম এক অনাবিল শান্তির রাজ্যে। এই সিলেট শহর ছিল ছোট, ৪০/৪৫ হাজার মানুষের বাস। জীবনে চাহিদা ছিল কম। স্কুল কলেজে না ছিল ভিড়, না ছিল দলাদলি, না ছিল সন্ত্রাস কিংবা অস্ত্রের ঝনঝনানি। শহরের ফাঁকা রাস্তায় অল্প ক'টি রিক্সা চলত, কার জীপ সর্বমোট ২০/৩০ খানা ছিল। আর ছিল ৮/১০ খানা বিরাটাকৃতির ভাড়াটে ট্যাক্সি। মটর সাইকেল বলতে হয়ত দশ-বার খানা ভটভটি ছিল—ইয়া লম্বা বিশাল ৫০০-৭০০ সি সির ট্রায়াম্প ওয়ার মডেল। বাই সাইকেল ছিল ভদ্রলোকের বাহন। রেলি, বিএসএ, হাম্বার, হারকিউলিস সব বিলাতের তৈরি-এগুলো ছিল আমাদের অর্থাৎ স্কুল কলেজের ছাত্রদের স্বপ্নের বাহন। দাম দেড়'শ থেকে দু'শ টাকার ভিতর। কিন্তু কেনার ক্ষমতা ছিলনা বহু পিতা-মাতা অভিভাবকের। আর যাদের ক্ষমতা ছিল তাদের অনেকেই ফালতু খরচ বলে ও থেকে বিরত থাকতেন। মনোভাবটা এমন ছিল স্কুল কলেজে যেতে ছেলে পাঁচ দশ মাইল হাঁটবে না ওটা কোন কাজের কাজ হবে নাকি! তাই আমরা অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম হাঁটায়। ঝড় বৃষ্টি রোদ যা হোক যাতায়াতের রাস্তার মাপ যতটুকুই হোক খুব স্বাভাবিক বলেই আমরা কবুল করে নিতাম।

রাগীব আলী আমার সহপাঠী। রাজা গিরিশচন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয়ে একই ক্লাসে পড়তাম আমরা। স্কুলে আসার পথে প্রায়ই দেখা হয়ে যেত গোপশহর তেলিরাইর মোড়ে, যেটাকে সবাই বলত মকনের দোকান। ওখানে জমা হয়ে যেত সমবয়েসি বেশ কিছু ছাত্র। কথা বলতে বলতে জোরে কদম চালাতাম আমরা। সারা রাস্তায় কি কথা হত তার কিছুই এখন মনে নেই। তবে ফুটবলের মৌসুম হলে নিজ নিজ ফেভারিট ক্লাবের পক্ষ নিয়ে প্রচুর তর্ক বিতর্কে লিপ্ত হতাম আমরা। তখনকার পাকিস্তান ক্লাব, টাউন ক্লাব, মার্চেন্ট ক্লাব, পুলিশ টিম। ওদের খেলা দেখে মনে হত বিশ্বের আর কোথাও বুঝি এমন দারুন খেলা জমে না। তর্ক-বিতর্ক শেষ হবার আগেই স্কুলের ফটকে হাজির হয়ে যেতাম আমরা। ফেরার পথে পুরো দলটাই থাকত অটুট। হৈ হুল্লোড় করে কীন ব্রীজ পার হয়ে পশ্চিমের সোজা রাস্তা ধরতাম। দলটির মাঝে একজনকে আমরা তখনই ব্যতিক্রম হিসেবে চিহ্নিত করে ফেলেছিলাম। সব কথায় সে যোগ দিত না, সব বিতর্কে অংশ নিত না, শুধু আনন্দটাই ভোগ করত, অথবা নিজের মনে অন্য কিছু চিন্তা করত। সে দিনের সেই

www.pathagar.com

তরুণ, তখন বয়সে আমার চাইতে কিছু বড়, আজকের প্রৌঢ় রাগীব আলী যার পরিচয় এখন দিতে হয় না, এক নামে সবাই চেনে।

তখন পঞ্চাশের দশকে স্কুল কলেজে পড়ুয়া ছাত্ররা মূলত ছিল মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে, যাদের লেখাপড়া ছিল পারিবারিক সংস্কৃতির অঙ্গ, পারিবারিক ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা। মধ্যবিত্ত মানসিকতা যা কর্মে প্রগতিশীল অথচ আদর্শে রক্ষণশীল-এই দুই বৈপরিত্যের মিশ্র মূল্যবোধ রক্ষায় বিবেকি শাসনে চলত, আমরা ছিলাম তারই জন্মগত ধারক। তাই খেলাধুলা লেখাপড়া সিনেমা দেখার মাঝেও নামাজের সময় হলে নিকটস্থ মসজিদে ছুটে যেতাম, পরিচিত অপরিচিত মুরব্বী দেখলে সালাম করতাম আর বড়দের সাথে ব্যবহারে কোন বেয়াদবি হয়ে যাচ্ছে কি না খেয়াল রাখতাম।

এসব বিষয়ে রাগীব আলী কোন ব্যতিক্রম ছিলেন না বরং তার ভূমিকা অগ্রণী পর্যায়ে চলে যেত। কিন্তু খেলার মাঠ আর সিনেমা হল এ সব জায়গায় তাকে কখনো দেখেছি বলে মনে পড়ে না। আমাদের স্বভাব চাঞ্চল্য তার মাঝে ছিল অনুপস্থিত এবং সম্ভবত ভবিষ্যতের জীবন সংগ্রামের কিছু একটা প্ল্যান প্রোগ্রাম তখন থেকেই তার মাঝে কাজ করছিল।

মেট্রিক পরীক্ষার পরে শুনলাম রাগীব আলী বিলাত চলে গেছেন। সি-ম্যানদের পরে প্রথম দিকে নন-সি-ম্যান বা সাধারণ মানুষ যারা পাকিস্তান সরকারের কাছ থেকে দেড় দু'বছরের প্রচেষ্টায় একখানা পাসপোর্ট আদায় করে বিলাত যান সেই প্রথম দিকের প্রবাসীদের একজন তিনি।

বিলাতে প্রবাস জীবনের প্রথম দিক তার কিভাবে কাটে তা জানার উপায় ছিল না, যদিও সে সময় প্রবাসীদের নিয়ে দেশে দারুণ ঔৎসুক্য ছিল। ষাটের দশকে শুনেছিলাম তিনি রেস্টুরেন্ট করেছেন, আপন ভাইদের বিলাতে নিয়েছেন। আত্মীয়-স্বজনকেও ক্রমে সবাইকে একটা করে রেস্টুরেন্ট করে দিয়েছেন। এ সময় তার পারিবারিক রেস্টুরেন্টের সংখ্যা দাঁড়ায় ছয় কি সাত-এ। তখন বিলাতে সিলেটি ধনশালী বলতে মৌলভীবাজারের জরিফ মিয়া, ইসরাইল মিয়া ভ্রাতৃদ্বয়ের নাম শোনা যেত। সে সময়েই জানা গিয়েছিল, রাগীব আলী নগদ অর্থ বিত্তের দিক থেকে সবাইকে ছাড়িয়ে যাচ্ছেন।

ষাটের দশকেই রাগীব আলী লন্ডন স্টক এক্সচেঞ্জের একজন নিয়মিত শেয়ার ক্রেতা-বিক্রেতা হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। আর এ সময়টাতে আকস্মিকভাবে তার ভাগ্যের নদীতে সম্পদের ঢল নামে। কিভাবে সেটা ঘটলো সেই কাহিনী আমি অনেক পরে তার মুখেই শুনেছিলাম।

বায়াফ্রার যুদ্ধ, ঔপনিবেশিক ইংরেজ বনাম মধ্য আফ্রিকার কালো মানুষের স্বাধীনতার শেষ সংগ্রাম। এ মুহূর্তে আমার সামনে নির্ভরযোগ্য কোন দলিল না থাকায় সঠিক সন তারিখ উল্লেখ করতে পারছি না। ওটা ছিল স্বাধীনতাকামী কালো মানুষের মরণপণ যুদ্ধ। আবার ঔপনিবেশিক পশ্চিমা শক্তির আর্থিক স্বার্থ রক্ষার

www.pathagar.com

শেষ মরণ কামড়। প্রচন্ড আঘাত হানছিল দেশপ্রেমিকরা তাতে কুশলী পশ্চিমারা সারাদেশে মার খেয়ে পশ্চাদপসরণ করে আশ্রয় নিয়েছিল রাজধানীর দুর্ভেদ্য প্রতিরোধ ব্যূহে। সম্মুখ যুদ্ধে ইউরোপীয়ান জাতি যে কত কুশলী কত হিসেবি তার উদাহরণের কোন অভাব নেই ইতিহাসের পাতায়। কিন্তু কি অভাবিত সংকটে পড়েছিল ওরা বায়াফ্রার যুদ্ধে। সোজামাজা কালো মানুষগুলো রাজধানীর রক্ষাব্যূহ ভাঙতে না পেরে এক অদ্ভুত চরমপত্র দিয়ে বসল। ও দেশে ছিল বৃটিশ ও অন্যান্য বিদেশী অয়েল কোম্পানীর (বিওসি) সর্ববৃহৎ স্থাপনা, কোটি কোটি ডলার সম্পদ। দেশপ্রেমিকরা ঘোষণা দিল যে, যদি বৃটিশ আর্মি বাহাত্তর ঘন্টার ভিতরে আত্মসমর্পণ না করে তা হলে ওরা পুরো বিওসির সমগ্র ইনস্টলেশন কামান দেগে উড়িয়ে দেবে। ঘোষণা দিয়ে ভারী অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে একদল স্বাধীনতাকামী যোদ্ধা বিওসি ঘেরাও করে বসে গেল। পশ্চিমা Investor পড়ল ভীষণ বেকায়দায়। একদিকে তাদের ইজ্জত আর অপরদিকে কোটি কোটি ডলার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। শ্যাম রাখে না কূল রাখে- ত্রিশংকু অবস্থা। এ অবস্থায় বিলাতের পত্রিকাগুলো হেড লাইনে লিখল, 'বি.ও.সি. শেষ পর্যন্ত পশ্চিমা বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করবে না।' আর যায় কই, লন্ডন স্টক এক্সচেঞ্জে হুড়োহুড়ি লেগে গেল বি,ও,সি,র শেয়ার বিক্রির। প্রথম দিনেই দাম নামল অর্ধেকে। সবাই বিক্রেতা, ক্রেতা নেই। দ্বিতীয় দিনে দাম নামল এক চতুর্থাংশে আর শেষ দিনে নামতে নামতে এসে দাঁড়ালো এক দশমাংশে। বেনিয়া পশ্চিমা পত্রিকাঅলাদের পূর্বাভাসকে বাইবেলের চাইতেও বেশি বিশ্বাস করে। ডুবে যাচ্ছে যে স্বর্ণতরী তার হাল মাস্তল সবইতো ডুববে। অতএব নগদ যা পাও হাত পেতে নাও- এই দাঁড়াল অবস্থা।

রাগীব আলী বাঙালি, পশ্চিমাদের প্রিডিকশনে তার বিশ্বাস স্থাপনের কথা ছিল না। দারুন উত্তেজনা নিয়ে তিনদিন ধরে পশ্চিমাদের রাজনীতি আর অর্থনীতি নিক্তির মাপে পর্যালোচনা করছিলেন তিনি। কারো পরামর্শ নয়, উপদেশ নয়, বিষয়টির গভীরে অবলোকন করে তার প্রতীতি হল, বেনিয়া পশ্চিমা উপনিবেশ স্থাপন করেছিল আর্থিক মুনাফার জন্য। আজ যদি সরল বুদ্ধি একরোখা কালো মানুষগুলো বেনিয়া পশ্চিমাদের অর্থনৈতিক বুনিয়াদটাই মিসমার করে দেয় তা হলে ওই উপনিবেশের দরকারটা কি তার?

পশ্চিমাদের রাজনীতি অর্থনীতির রাজনীতি। সুতরাং পশ্চিমা সরকার কিছু একটা সম্মানজনক শর্তে ইংরেজ বাহিনীকে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেবেই এবং বি.ও.সি. রক্ষা করবেই। চরমপত্রের শেষ দিনে নিজের যা নগদ ছিল তা এবং রেস্টুরেন্ট ঘরদোর সব কিছু ব্যাংকে বন্ধক রেখে তিনি যত পাউন্ড সম্ভব সংগ্রহ করে দশ ভাগের একভাগ মূল্যে কিনলেন বহু শেয়ার। এজন্য তার চেনা পরিচিত স্বদেশী বন্ধুজন, সবাই তাকে গালমন্দ শোনাল। জেনে শুনে এত বড় নির্বুদ্ধিতা করার জন্য। ওরা বুঝিয়ে বলল ঃ সংবাদ জগতের প্রিডিকশন কখনো মিথ্যা হয় না। বৃটিশ আর্মি সারেন্ডার করবে না এবং বিওসি অনিবার্যভাবে ধ্বংস হবে সমূলে এবং তার সাথে তুমিও।' রাগীব আলী সব শুনলেন, তর্ক জুড়লেন না, আর মনে মনে বললেন,

www.pathagar.com

ইংরেজ যদি মোঘল হয়ে যায় তা হলে ডুবব বটে, আর যদি বেনিয়া থাকে তা হলে আমার বিজয়ের হাসি তোমাদের মুখ ম্লান করবেই।

বি.ও.সি শেষ হয়নি। আলটিমেটামের সময় সীমা শেষ হবার আধঘন্টা আগে বৃটিশ রেডিও ঘোষণা দেয়, 'সরকার সমঝোতায় পৌঁছেছে, পশ্চিমা আর্মি আত্মসমর্পন করেছে, বি.ও.সি রক্ষা পেয়েছে।' এই ঘোষণাটির জন্য গভীর আগ্রহ আর উৎকণ্ঠা নিয়ে অপেক্ষায় ছিলেন রাগীব আলী। একমাস যায়নি বিওসির শেয়ারের মূল্য দশগুণ বেড়ে যায় এবং রাগীব আলী ওগুলো বেচে দিয়ে বহু অর্থ রোজগার করেন।

কথায় আছে, ব্যবসায়ে প্রয়োজন বোধে এবং সঠিক সময়ে রিস্ক নিতে হয়। তবে সে রিস্কের সাথে বাস্তব পরিস্থিতির নিবিড় সংযোগ থাকতে হবে। নির্বোধের রিস্ক নয়, কল্পনা বিলাসীর স্বপ্নচারিতা নয়, পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে সঠিক সময়ে সঠিক হিসাবের রিস্ক। এখানেই অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মেধাবী ব্যবসায়ীর কৃতিত্ব। এ ঘটনার পরেই রাগীব আলী বিলাতে পরিচিতি লাভ করেন এক সফল ব্যবসায়ী ও বিত্তশালী ব্যক্তি হিসেবে।

রাগীব আলীর বর্তমান বিষয় সম্পদের হিসাব আমি জানি না এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করে ওগুলোর হিসাব নেবার মতো অশালীন আহাম্মকি আমার মনঃপুতও নয়। এমনি যা জানি তাহলো তিনি কয়েকটা চা বাগানের মালিক, জেট ডিটারজেন্টের একচেটিয়া উৎপাদক ও বিক্রেতা, সিলেটের সর্ববৃহৎ মার্কেট মধুবন তার, ঢাকায় ইমপোর্ট এক্সপোর্টের ব্যবসা, বিলাতে অনেক ঘরবাড়ি, যেগুলো থেকে বিপুল অংকের ভাড়া আসে নিয়মিত। সিলেট শহরসহ বিভিন্ন স্থানে আছে প্রচুর জমিজমা, সাউথ ইস্ট ব্যাংকের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান তিনি। এ সব সম্পদের বাইরে আর কি আছে তিনিই বলতে পারেন। তবে এই বিশাল সম্পদশালী মানুষটির মাঝে কেউ কোনদিন সম্পদের অহমিকার চিহ্নমাত্র খুঁজে পাবে না। তাঁর জীবনচলা এতই সহজ সরল যে রক্ষণশীল মধ্যবিত্তের নীতি আর মূল্যবোধে কোন তারতম্য ঘটেনি তার জীবনে। আমি যদি বলি রাগীব আলীর ব্যক্তিগত প্রাত্যহিক ব্যয় এক'শ টাকার নিচে তা হলে কেউ এটা বিশ্বাস করবে না। তবে বিশ্বাস করতে হবে এ জন্য যে, এ মানুষটাকে আমি খুবই নিকট থেকে দেখিছি। তিনি ধূমপান করেন না, জীবনে কোনদিন মদ্যপান করেননি। দু'বেলার আহার সামান্য। মাছ ভাত বা মাংস। তার সাথে একটু দুধ ও ফলের যোগান এ-ই সব। চা খান দুধ ছাড়া এবং খুব জোর তিন চার বার। আমাদের হিসেবে এ সবের ব্যয় নিজ ঘরে অবশ্যই এক'শ টাকার ওপরে এই দুর্মূলের বাজারেও ওঠার কথা নয়। বেশভূষা মার্জিত ও সাধারণ। আর বিলাস? তার জীবনে বোধ হয় এ বস্তুটি কোন দিন প্রশ্রয় পায় নি। পরিবারের যে পক্ষ থেকে বিলাসিতার উপকরণ টানা হয় সেই পক্ষ অর্থাৎ তার সহধর্মিনী বেগম রাবেয়া চৌধুরী তাঁরই মতো এক আশ্চর্য সহজ সরল অনাড়ম্বর মানুষ। সাহেবদের যতটা নয় বেগমদের পক্ষ থেকে তার অনেক বেশি সম্পদের ঝকমারি প্রদর্শিত হয়। কিন্তু রাবেয়া চৌধুরী এক অনন্য ব্যতিক্রম। ক্ষুদ্র পরিবারের সামান্য ব্যয়ের পরে

www.pathagar.com

তাদের বিপুল বিস্তৃত ব্যবসা থেকে যে আয় হয় স্বামী-স্ত্রী দু'জনে মিলে পরিকল্পনা করে এর সবই খয়রাত করে দেন জনকল্যাণমূলক কাজে।
রাগীব আলীর দান খয়রাতের সব হিসাব আমার জানা নেই। দান যারা করেন তাদের ডান হাতের খবর অনেক সময় বাঁ হাতেও জানে না। বাইরের মানুষের তো কথাই নেই। আমরা শুধু জানি যেগুলো চোখে দেখি । দানের ক্ষেত্রে রাগীব আলী সিলেটবাসীর চোখে প্রথম বিস্ময় সৃষ্টি করেন কোটি টাকা ব্যয়ে বাসিয়া নদীর ওপর পুল তৈরি করে।
আলী আমজাদের ঘড়ি আর গিরিশ রাজার স্কুল সিলেটের দুই স্বীকৃত জমিদারের দুই কীর্তি। তাদের গৌরব মহিমা ও দান খয়রাতের আদর্শের এগুলোই ছিল নমুনা। কিন্তু একজন মানুষ নিজ পকেট থেকে কোটি টাকা ব্যয় করে এক নদীর ওপরে পুল দিয়ে দিবে, সাধারণ মানুষের কল্পনার দৌড় ততদূর যায়নি। এই বিস্ময় আজ নিরেট বাস্তব।

প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ আর যানবাহন যাচ্ছে এই পুল দিয়ে। আর অতি সম্প্রতি একটি মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা করে সবার বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে দিয়েছেন তিনি। রাগীব আলীর দান আছে মদন মোহন কলেজে। খুবই প্রয়োজনের সময় চার হাজার বর্গফুটের এক বিশাল হল ঘর তৈরি করেছেন তিনি ছাত্র মিলনায়তনের জন্য। কলেজ কর্তৃপক্ষ এটার নাম দিয়েছেন রাগীব আলী হল। এ ছাড়া কলেজে বাণিজ্য শাখার সেমিনার লাইব্রেরীর বই কেনার জন্য তার সহধর্মীনী দান করেন নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকা। এ ছাড়া কত স্কুল,. কত কলেজ, কত মসজিদ-মাদ্রাসায় যে তার দান আছে তার হিসেব হয়ত তিনি নিজেই বলতে পারবেন না।

কোটি টাকার পুল তৈরি দেখে মানুষের চোখে বিস্ময়ের ঘোর লেগেছিল। আবার পঁচিশ কোটি টাকা ব্যয় করে মেডিকেল কলেজ আর হাসপাতাল তৈরি দেখে মানুষের বিস্ময়ের ঘোর কেটে গেছে। কথাটা পরস্পরবিরোধী হয়ে যায়। কিন্তু বিরোধি নয় এ জন্য যে, অজ্ঞাত ও কল্পনা-বহির্ভূত সব কিছুই মানুষকে বিস্মিত করে, কিন্তু যখন ওটা পরিচয়ের সীমায় গন্ডিভূক্ত হয়ে যায় তখন আর বিস্ময় থাকে না। রাগীব আলী আজ সুপরিচিত। তবে ব্যক্তি মানসের স্বরূপ জনসমক্ষে পরিস্ফুট নয়। মানুষ ধরে নিয়েছে যে, রাগীব আলীর মূল কাজই হল দান খয়রাত করা। আর তাই প্রতিদিন দেখা যায় তার দরজায় সাহায্য প্রার্থীদের ভিড়। কেউ আসছে মেয়ের বিয়ের সাহায্য চেয়ে, কেউ চিকিৎসার জন্য, কেউ হয়ত বিশেষ করে ছাত্ররা এক্স্কারশনে যাবে, শিক্ষা সফরে যাবে, কেউ ঘর তৈরির সাহায্য, খেলাধুলার জন্য চাঁদা, মাদ্রাসা, মসজিদ, রাস্তা, কালভার্ট, মন্দির, মিশন কতকিছু। অথচ একেবারে শূন্য হাতে কেউ কখনো ফিরে যাচ্ছে না।
রাগীব আলীর ধন আসছে পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়া ঝর্ণার মতো সাবলীল গতিতে। জীবনের কঠিন পরিশ্রমের প্রতিটি ঘর্মবিন্দু এখন ফিরে আসছে হিরকখন্ড

www.pathagar.com

হয়ে-পরিশ্রমের যথার্থ উপজাত হয়ে। কিন্তু দানের নেশা? এটাতো পরিশ্রমের উপজাত নয়। এটা মানুষের হৃদয়বৃত্তির এক অনন্য গুণ। মানুষের মঙ্গলের জন্য মানুষের ত্যাগবরণ, ইসলামসহ প্রতিটি ধর্ম প্রতিটি মানবীয় মূল্যবোধের সুশীল নিয়ামক। ভোগে আছে জ্বালা, অতৃপ্তি, ত্যাগে প্রশান্তি। দানশীল মানুষ ফলবান বৃক্ষের মতো- মানুষকে ছায়াও দেয় ক্ষুণিবৃত্তিও মিটায়। রাগীব আলী এমনি এক মহিরূহ।

দানের রূপ দ্বিবিধ হয়। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর পালের জাহাজে চড়ে বিলাত গিয়েছিলেন বেড়াতে। সঙ্গে নিয়েছিলেন বস্তা বস্তা রৌপ্য মুদ্রা, পরিমাণে তিন লক্ষ। লন্ডনের রাস্তায় ঘোড়ার গাড়ি চড়ে টাকার বস্তা নিয়ে বের হতেন তিনি। রাস্তায় ইংরেজ দেখলেই দু'হাতে ছিটাতেন টাকা। অবশ্য সে সময় বিলাতের কোন রাস্তায় সাদা মানুষ ছাড়া আর কাউকে দেখাও যেতো না। দারুণ নাম হয়েছিলো এই ভারতীয় জমিদারের। কিন্তু ওই দান যারা কুড়াতো তারা নিশ্চিয়ই ছুটে যেত মদের দোকানে গলা ভেজাবার জন্য। অপরদিকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রিন্স দ্বারকানাথের পৌত্র, নিজ অর্থে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন শান্তিনিকেতন 'বিশ্বভারতী যা টিকে আছে ঠাকুরের নাম মহিমা প্রচারের জন্য' নয়, আছে মানুষের প্রয়োজনে। শিক্ষা, সংস্কৃতির প্রয়োজনে- আর তার সাথে প্রতিষ্ঠাতার নামতো আছেই। রাগীব আলীর পুল, রাস্তাঘাট, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ আর হাসপাতাল গরীব দুঃখীদের বাসস্থান থাকবে আর তাদের সাথে থাকবে রাগীব-রাবেয়া নাম দু'টি। কালের আবর্তে বহু কিছুই ম্লান হয়ে যায়, হারিয়ে যায়, কিন্তু যায় না মহৎ দানের স্বীকৃতি। দাতার নাম সূর্যের মতই ক্রমে দীপ্যমান হতে থাকে।
রাগীব আলীর কাজ শেষ হয়ে যায় নি। আগামী বছরগুলোর জন্য বেশ কিছু পরিকল্পনা হাতে রাখা হয়েছে। যার মধ্যে আছে একটি ইংলিশ স্কুল ও একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা-দু'টোই সিলেটে। এর মধ্যে তিনি সিলেটের সাহিত্যিকদের সাহিত্যকর্মের স্বীকৃতি ও উৎসাহ প্রদানের জন্য রাগীব-রাবেয়া সাহিত্য পুরস্কার প্রবর্তিত করেছেন। আগামীর খবর জানা আছে একমাত্র আলেমুল গায়েবের। আমরা শুধু আন্তরিক প্রার্থনা করে যাব- যারা আল্লাহ্‌র মখলুক বিশেষতঃ আশরাফুল মাখলুকাতের সেবা করে- তাঁদের যেন সময় ও কর্মশক্তি বৃদ্ধি করে দেয়া হয়।

অধ্যক্ষ, মদনমোহন কলেজ, সিলেট।

www.pathagar.com

রাগীব আলী ঃ মূল্যায়নের মানদন্ডে

সৈয়দ মোস্তফা কামাল

সিলেট। একটি ঐতিহাসিক জনপদের নাম। আরবের মাটির সাথে এখানকার মাটির স্বাদ, বর্ণ ও গন্ধের মিল খুজে পেয়ে আস্তানা স্থাপন করেছিলেন হযরত শাহজালাল (রঃ)। হযরত শাহজালাল (রঃ) সহ তিন'শ ষাট আউলিয়ার পদরেণু ধন্য জালালাবাদের হাজারো কীর্তিমান পুরুষের মধ্যে দানবীর রাগীব আলী অন্যতম।

মনোবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানীদের অভিমত, সব মানুষের জীবনেই একটি উপন্যাসের উপাদান প্রচ্ছন্নভাবে বিরাজমান। সেই উপাদানকে সফলভাবে বাস্তবে রূপদান করে থাকেন মাত্র কয়েকজন। সবার পক্ষে সব কিছুর সফল বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। যারা একাগ্রচিত্তে মহৎ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে খাস নিয়তে সুদৃঢ় আত্মপ্রত্যয় নিয়ে কাজে আত্মনিয়োগ করেন- তারা কর্মের মাধ্যমে হয়ে ওঠেন জীবন উপন্যাসের নন্দিত নায়ক। বর্তমান সময়ে সিলেট বিভাগে রাগীব আলীও জীবন সংগ্রামে বিজয়ী এক কর্মবীরের নাম। তাঁকে বহুবিধ অভিধায় অভিহিত করা হয়।

দানবীর রাগীব আলী। কর্মবীর রাগীব আলী। সিলেটের হাতেম তায়ী রাগীব আলী। শিল্পপতি রাগীব আলী। শিক্ষানুরাগী রাগীব আলী। সিলেট-প্রেমিক রাগীব আলী। গরীবের বন্ধু রাগীব আলী। সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চায় উৎসাহী রাগীব আলী। সমাজসেবী রাগীব আলী। দৈনিক সিলেটের ডাক পত্রিকার সম্পাদকমন্ডলির সভাপতি রাগীব আলী। টি-প্লান্টার রাগীব আলী। বৃক্ষপ্রেমিক ও সবুজ বিপ্লবের সিপাহসালার রাগীব আলী। মানব কল্যাণে নিবেদিতপ্রাণ রাগীব আলী। ব্যাংকার রাগীব আলী প্রভৃতি বিশেষণে।

তাই বলা যায় রাগীব আলী শুধুমাত্র একটি নাম নয়- একটি ইনস্টিটিউশন। মাটির মানুষ মাটির পৃথিবীতে আসে সুনির্দিষ্ট মেয়াদের জন্যে। নির্ধারিত মেয়াদ শেষ হলে চলেও যেতে হয় খালি হাতে। সাথে থাকে কৃতকর্মের আমলনামা ও সফেদ কাফন।

কর্মবীর রাগীব আলী সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্মগ্রহণ করেন নি। পর্বত প্রমাণ বাধা বিপত্তি পেরিয়ে তাঁকে বর্তমান পর্যায়ে আসতে হয়েছে। রাগীব আলীকে এক অসাধারণ বিস্ময় বা 'প্রডিজি' বলা যেতে পারে। মানবপ্রেমিক, স্বধর্মে নিষ্ঠাবান, দায়িত্বশীল ব্যক্তিত্ব, কর্তব্যনিষ্ঠ ও কঠোর পরিশ্রমী হওয়ার কারণেই দানবীর রাগীব আলীর উন্নতি ও উত্তরণ ঘটেছে জীবন পরিক্রমায় ধাপে ধাপে। কোন ধরনের আলাদীনের যাদুর চেরাগ কাজ করেনি তার উন্নতির মর্মমূলে।

www.pathagar.com

এ কথা ঐতিহাসিক সত্য যে, ইংরেজ শাসনের শুরু থেকে এদেশে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে বিপর্যয় ঘনিয়ে আসে তা মুসলমানদেরই বেশী ক্ষতিগ্রস্ত করে। লা-খেরাজ সম্পত্তির বাজেয়াফতি, মুসলিম শিক্ষাবিদ, ছাত্র ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের সরকারী সাহায্য থেকে বঞ্চিত হওয়া-এ সবই মুসলমানদের জ্ঞানার্জন ও প্রাত্যহিক জীবনে টিকে থাকার ক্ষেত্রে এক বিরাট সমস্যা হয়ে দেখা দেয় । মুসলমানগণ ইংরেজ স্পর্শবর্জিত এক নতুন মানসিক কূপমন্ডুকতার শিকার হয়ে পড়েন। এই সুযোগ গ্রহণ করে এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী জমিদার ও চাকরিজীবী। তারা তাদের স্ব স্ব ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে গড়ে তোলে এক নতুন সমাজ ব্যবস্থা। এরা বুদ্ধিমান, বিত্তবান ও স্বার্থ সচেতন হিন্দু সম্প্রদায়।

১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশীর বিপর্যয়ের পর সংক্ষেপে মুসলমান সম্প্রদায়ের অবস্থাটি দাঁড়ায় উইলিয়াম হান্টারের ভাষায়, 'একশ' বৎসর আগে যে মুসলমানের পক্ষে গরীব হওয়া ছিল অসম্ভব আজ সেখানে একশ' বছর পর সেই মুসলমানদের ক্ষেত্রে ধনী শব্দটাই স্বপ্নের মত।'

শোষক ইংরেজ আর তাদের দোসর অত্যাচারী জমিদারের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত একটি মধ্যবিত্ত পরিবারে রাগীব আলীর জন্ম ১৯৩৮ সালে সিলেট জেলার বিশ্বনাথ থানার তালিবপুর গ্রামে। পিতা হাজী রাশিদ আলী।

বহুবিধ গুণাবলীর এক ব্যতিক্রমধর্মী ব্যক্তিত্ব কর্মবীর রাগীব আলী। বিত্তের অভাব তাঁর নেই, কিন্তু ধনের পূজারীও নন তিনি। তাঁর আয়ের খাত যেমন বিশাল তেমনি জনগণের কল্যাণে ব্যয়ের খাতও বিচিত্র। প্রভূত বিত্তবেসাত মানুষের মনে অহংবোধ সৃষ্টি করে, করে তোলে জনবিচ্ছিন্ন ও বেপরোয়া; কিন্তু রাগীব আলী এর ব্যতিক্রম। নদীতে নৌকা চলাচলের জন্যে পানি অপরিহার্য কিন্তু নৌকার ভিতরে পানি প্রবেশ করলে সে নৌকা ডুবে যেতে বাধ্য। অঢেল বিত্ত বৈভব রাগীব আলীকে কাবু করতে পারেনি বরং ধনই তার গোলামী করেছে।

সচরাচর দেখা যায় বিত্তের ভার মানুষকে দাম্ভিক ও অহংকারী করে তোলে। অথচ দানবীর রাগীব আলীর বিত্তবেসাত, ধর্ম, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চা, সাংবাদিকতা, ক্রীড়া, অনাথ এতিম ও আর্তমানবতার সেবায় খরচ করতে তিনি দরাজ দিল, উদার ও মুক্তহস্ত।

একটি ধর্মপ্রাণ পরিবারের সন্তান রাগীব আলী। দেশে শিক্ষা সমাপ্ত করে ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে লন্ডনে পাড়ি জমান। কিছুদিন পর শুরু করেন ব্যবসা-বাণিজ্য। মহান আল্লাহ পাকের অনুগ্রহ থাকলে একজন মানুষ কত উর্ধ্বে উঠতে পারে কর্মবীর রাগীব আলী এর বাস্তব দৃষ্টান্ত।

আগেই বলা হয়েছে, সমাজসেবী, শিক্ষানুরাগী, মানবপ্রেমিক, স্বধর্মে নিষ্ঠাবান রাগীব আলীর একটি কেতাবী রূপ খাড়া করা অসম্ভব নয়। কিন্তু লেখনীর আয়নায় মানুষ রাগীব আলীর লেখচিত্র অংকন অসম্ভব। কারণ মানুষের মন বড়ই বিচিত্র। প্রত্যেক সমাজে যুগে যুগে এমন কিছু লোক থাকেন যারা স্বতন্ত্র কর্মকান্ডের মাধ্যমে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যান। সামাজিক পরিমন্ডলে এরা মাইলপোস্টসদৃশ।

www.pathagar.com

দানবীর রাগীব আলী শুধু বিত্তবেসাতই অর্জন করেননি, এ সম্পদের সিংহভাগ থেকে গড়ে তুলেছেন অনেক জনকল্যাণমুলক প্রতিষ্ঠান। একটি সহজ সরল জীবন, একটি সুন্দর জীবন, একটি মার্জিত জীবন, একটি ত্যাগী ও পরোপকারী জীবন, একটি বিনয়ী ও নম্র জীবন, একটি সুশীল ভদ্র জীবন বলতে যা বুঝায়, মানবপ্রেমিক রাগীব আলীর জীবনে তাই প্রতিফলিত। কর্মবীর রাগীব আলীকে দীর্ঘদিন ঘনিষ্ঠভাবে দেখেছি—এ দাবী আমি করতে পারি। তাঁকে কাছে থেকে যতটুকু জানার সুযোগ হয়েছে তাতে আমার এই ধারণাই হয়েছে যে, তিনি উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত না হলেও তার মধ্যে মার্জিত রুচিবোধ, নিরহংকার মন-মানস, শালীনতা, সৌজন্যবোধ, স্বজাতিপ্রেম ও পরমতসহিষ্ণুতা ষোলকলায় পরিপূর্ণ।

কোন ধরনের ভন্ডামী, কপটতা বা লোক দেখানো ভড়ংবাজি তার মাঝে নেই বললেও অত্যুক্তি হবে না। দেশ-কওম ও সমাজ তথা আর্ত-মানবতার খেদমতই তার সমাজসেবার মূল উদ্দেশ্য। মহান আল্লাহ পাকের সৃষ্টির সেবা করা, সকলের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করার ব্রত নিয়েই তিনি নীরবে নিভৃতে কাজ করে যাচ্ছেন। মানবতাবাদী রাগীব আলী বিশ্বাস করেন, মানব কল্যাণের মাধমে সৃষ্টজীবের খেদমত করে যাওয়াই মানব জীবনের চরম সার্থকতা।

আল্লাহকে পেতে হলে ইসলামী শরীয়তের হুকুম আহকাম পালনের সাথে সাথে তার সৃষ্ট জীবেরও সেবা করা প্রয়োজন। ঐশ্বর্যমন্ডিত ইমারতে, করতালি মুখরিত জনসভায় কিংবা স্রেফ বক্তৃতা-বিবৃতির তুবড়িবাজিতে জীবনকে সীমাবদ্ধ রাখার মাধ্যমে মানব জীবনের সার্থকতা নেই। এ সব সাময়িক ভেলকিবাজি। স্রেফ ফাঁকা লোক দেখানো অভিনয় মাত্র।

স্বজাতিপ্রেম, স্বকীয় ইতিহাস-ঐতিহ্য, ধর্মবোধ, শিক্ষা, শিল্প, স্বাস্থ্য, সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চার পৃষ্ঠপোষকতার প্রতি তাঁর আন্তরিক ভালবাসার কোন কমতি নেই। 'জ্ঞানার্জন প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য ফরয।' মহানবীর এই হাদিসের বাস্তবায়নে শিক্ষা বিস্তারে তাঁর অবদান সীমাহীন।

একবার গিয়েছিলাম মালনীছড়া চা বাগানের বাংলোয়। যেখানে বৃক্ষপ্রেমিক রাগীব আলীর উদ্যোগ আর সীমাহীন পরিশ্রমে গড়ে উঠেছে হরেক কিসিমের বন বনানীর সবুজের সমারোহ। চা বাগানের ফাঁকে ফঁকে সযত্ন পরিচর্যায় সারিবদ্ধভাবে বেড়ে উঠেছে রাবার, কাঁঠাল, সুপারী, নারিকেল, তেজপাতা, গোলমরিচসহ আরো অনেক প্রজাতির গাছ-গাছালি। পাশেই বিদ্যমান অন্য ব্যবস্থাপনায় একটি চা বাগানে জঙ্গল আর জঞ্জালের হাল অবস্থা দেখে মনে হলো এতিম এছির ও বে-পানাহ বলে। গাছপালাহীন টিলাগুলো যেন চাছাছোলা বৈষ্ণবের মাথা। আন্দাজ করতে অসুবিধা হলো না কি কারণে কর্মবীরের করস্পর্শে যে কোন তুচ্ছও উচ্চ হয়ে যায়।

প্রকৃতপক্ষে যে কোন কাজের সাফল্যের পেছনে প্রয়োজন কতিপয় সময়োচিত পদক্ষেপ। এর মধ্যে বাস্তবায়ন, মনিটরিং পরিদর্শন-তদারক এবং মূল্যায়ন অন্যতম। প্রয়োজন কঠোর পরিশ্রম, ত্যাগ, অধ্যবসায়, দেশপ্রেম এবং

www.pathagar.com

মানবতাবোধ। আমাদের দেশে এখন এগুলোর দারুণ নিদান কাল যাচ্ছে বলেই সুধিবৃন্দের ধারণা।

বেগম রাবেয়া রাগীব তাঁর সুযোগ্য সহধর্মিনী। তাকে দেখলেই আন্দাজ করা যায় একটি বুনিয়াদি শরীফ পরিবারের হৃদি সৌরভ ও উত্তরাধিকার বহন করছেন তিনি। কোনরূপ অহম-অহংকার দেমাগ নেই চলনে-বলনে, আচার আচরণে। স্বামীর সকল কাজের সফলতা- সিদ্ধির শরীক ও অনুপ্রেরণার উৎস। দুয়ে মিলে এক হয়ে গেছেন চিন্তা ও কর্মে।

মাঝে মধ্যে স্বামীকে সোহাগ ভালবাসার পাশাপাশি কোন কোন বিষয়ে তিনি সিদ্ধান্তও গ্রহণ করেন। জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ভাষায়,

রাজা করিছে রাজ্য শাসন, রাজারে শাসিছে রাণী
রাণীর দরদে মুছিয়া গিয়াছে রাজ্যের যত গ্লানি।-----

আমি অবাক বিস্ময়ে ভাবছিলাম এই করিৎকর্মা মানুষটির কথা। বুঝলাম, আল্লাহর গোলামী এবং মানব প্রেম তথা- খেদমতে খাল্‌ক যখন কোন আল্লাহর বান্দার দিলে বাসা বাঁধে তখন তার অগ্রযাত্রা হয়ে যায় ভরা বর্ষার নদীর মতো বেগবান ও অপ্রতিরোধ্য। খরস্রোতা তটিনী তরঙ্গের মতো সে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে সব ধরনের বাধা বিপত্তি ডিঙ্গিয়ে সাগরের দিকে এগিয়ে যায়। মানবপ্রেমিক রাগীব আলীর মাঝেও মনে হলো এমনি ধরনের মানবপ্রেম বাসা বেঁধেছে। তিনি অনুধাবন করতে পেরেছেন,

তরীকত ব-জুয খেদমতে খাল্‌ক নিস্ত
কে-তসবিহ্ ওয়া সেজ্‌দা ওয়া দলক নিস্ত

অর্থাৎ

খোদা পাওয়ার পথ লুকানো রয়েছে মানব সেবার মাঝে
পাবে নাকো তাঁকে স্রেফ সেজদা, তসবিহ আর জোব্বা জায়নামাজে।
-শেখ সাদী (রঃ)

বিশ্ব ভ্রমণকারী দানবীর রাগীব আলী ইসরাইল ও তাইওয়ান ব্যতিত পৃথিবীর প্রায় সব দেশই সফর করেছেন অনেকবার।

রাগীব আলী বিয়ে করেন সিলেট শহরের আম্বরখানা রায় হুসেন (পাক্কাবাড়ী) নিবাসী মরহুম ইরফানী আলী চৌধুরীর তৃতীয়া কন্যা রাবেয়া খাতুন চৌধুরীকে। রাবেয়া খাতুন চৌধুরী স্বামীর সকল মহৎ কর্মের প্রেরণা ও জীবনপথের সুযোগ্যা সাথী। একমাত্র পুত্র আব্দুল হাই টিপু এবং একমাত্র কন্যা রোজিনা কাদের।

দানবীর রাগীব আলী একজন ত্যাগী ও কর্মী পুরুষ। রাজনৈতিক ডামাডোলের আবর্তে তার বিচরণ নয়। মানব কল্যাণের সকল দিগন্ত ও প্রান্তরে তার অবস্থান। এ কারণেই সমাজসেবা ও শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে তার উদ্যোগী ভূমিকার জন্য তিনি রত্নপ্রসবিনী সিলেটের শ্রেষ্ঠ সন্তান। তিনি নিজেই বলেছেন ঃ

www.pathagar.com

"মানুষ ও মানবতার খেদমত করাকেই আমি জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছি। বিত্ত বেসাত স্থায়ী নয়। তা যতই অঢেল হোক না কেন, একদিন চলে যাবেই।"

দরাজদিল রাগীব আলী একজন বিত্তবান মানুষ। আমাদের সমাজে আরো বিত্তবান রয়েছেন। কিন্তু বিত্তের সাথে চিত্তের সমন্বয় খুব কম ক্ষেত্রেই দেখা যায়। এখানেই তিনি অনেকের মাঝে অনন্য।

আমাদের সমাজের প্রথাসিদ্ধ নিয়ম এই যে, একজন মানুষ মরে গেলেই আমরা তাঁর সম্পর্কে লেখা-লেখি করি, শোকসভা ও স্মৃতিচারণের পশরা মেলি। এই মড়া কান্নার মিছিলে আর যাই হোক ঐ লোকটি কিন্তু শরীক হতে পারে না। অথচ তাঁর জীবদ্দশায় যদি তাকে মূল্যায়ন করা হতো তাহলে তিনি নিজে এ থেকে আরো উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত হতেন।

দানবীর রাগীব আলীর সুবিশাল কর্মকান্ডের বিচার করতে হলে তাঁর সামগ্রিক জীবনকে সামনে রেখে মূল্যায়নধর্মী গ্রন্থ প্রণয়ন আবশ্যক। এমনি ধরনের ত্যাগী ও সমাজহিতৈষী ব্যক্তিত্ব কখনো সাধারণ আত্মকেন্দ্রিক অনুভূতি নিয়ে বিকশিত হয়না। মহৎ ব্যক্তিত্বের বিকাশ লাভ ঘটে সমষ্টির কল্যাণ ও খেদমতকে সামনে রেখেই। কর্মবীর রাগীব আলীও এর ব্যতিক্রম নন।

মানবপ্রেমিক রাগীব আলী দেশ ও জাতির একনিষ্ঠ খেদমতগার এবং আত্মসচেতন ধার্মিক প্রকৃতির লোক। অবান্তর কথা বলে বৃথা সময় নষ্ট করার ঘোর বিরোধী। কর্মী পুরুষ তিনি। কথার চেয়ে কর্মই তার জীবনের উন্নতির সোপান। এ কথা সর্বজনস্বীকৃত যে, যারা কথা বলে বেশী তারা কাজ করে কম। কর্মবীর রাগীব আলীকে প্রদত্ত কয়েকটি সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়ার সুযোগ হয়েছিল লেখকের। একটি অনুষ্ঠানে তাঁর সহজ সরল অকপট কথাগুলি এখনো আমার মনে গেঁথে আছে। সংবর্ধনার জবাবে তিনি সিলটি জবানে বলেছিলেন ঃ

"আমি আফ্‌নারার কাছে সম্মানের প্রার্থী হিসাবে আইছিনা। আমি আফ্‌নারার আয় উন্নতির, ভালার ও মঙ্গলের কাঙাল। আমি চাই কোন ধরনের লাভ লোভের উপরে থাইক্যা আফ্‌নারার একজন খাদেম হিসাবে খেদমত করবার। আমি চাই আফ্‌নারার শিক্ষা-দীক্ষা ও সমাজের উন্নতির লাগি সাধ্যমত নিজেরে শরীক রাখতে। আমি চেষ্টা করছি ফকিরের হাতরে কর্মীর হাত করতে। জিন্দাবাদ মুর্দাবাদ দিয়া দেশের ও সমাজের তেমন কোন আয়-উন্নতি অয়না। উন্নতি করতে অইলে হকলে মিলি মিশি হিংসা বাদাবাদী ছাইড়া কাম কাজ করতে অইব। যুগের তালে তাল মিলাইয়া শিক্ষিত অইতে অইব। কেবল বক্‌তিতার বকবাজিতে সমাজের উন্নতি অয়না। আফ্‌নারা আমার লাইগ্যা এই দোয়াই করবা, আমি যেন দেশের লাইগ্যা, সমাজের লাইগ্যা ধন-জান দিয়া জীবনভর কাম করতাম পারি।........"

সমাজসেবী রাগীব আলীর এই অকপট উচ্চারণ শুধু মাত্র তাঁর মুখের কথা নয়, এটা তার অন্তরের বাণী। হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত উচ্চারণ।

www.pathagar.com

শিক্ষা-দীক্ষায়, সমাজ সেবায়, জীবনাচরণে, পোষাক-পরিচ্ছদে, সামাজিক কর্মপ্রয়াসে, সর্বোপরি ধর্মানুরাগে তিনি মানবতাবাদী এবং অসাধারণ কর্মী ও ত্যাগী পুরুষ। তার এই সুমহৎ কর্মের মাধ্যমেই তিনি মানুষের মনের মনিকোঠায় অনাগত কাল অম্লান ও চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

দানবীর রাগীব আলীর কাছে অনুদান বা অনুগ্রহ প্রার্থীর সীমা সংখ্যা আমার জানা নেই। হয়তো সব ক্ষেত্রে অনুদান বা সাহায্য প্রার্থীরা যা চেয়েছে তা তিনি পূরণ করতে পারেন নি। কিন্তু এমন কথা কাউকে বলতে শুনিনি যে, তার কাছ থেকে কেউ রূঢ় বা অমার্জিত ব্যবহার পেয়েছে। এ কারণে তাঁকে Every inch a gentleman আগাগোড়া মার্জিত রুচি বোধের মানুষ বললেও অত্যুক্তি হবে না।

অঢেল ঐশ্বর্যের অধিকারী রাগীব আলীর মতো একজন বিত্তবানের জীবন আরাম আয়েশের জীবন হওয়ার কথা। তিনি ইচ্ছে করলে কোন ধরনের সামাজিক ঝুট ঝামেলায় না গিয়েও জিন্দেগী যাপন করতে পারেন। কিন্তু একজন জনদরদী হিসেবে, জনগণের ভাগ্যের সাথে অবিচ্ছেদ্য ভাবে মিশে গেছেন জনগণের মাঝে। শিক্ষা দীক্ষায় অনগ্রসরতা, পশ্চাদপদ হতোদ্যম জনগোষ্ঠীর দীনতা, মানবেতর জীবন যাপন তাকে ব্যথিত করে বলেই তিনি বেছে নিয়েছেন আর্তমানবতার সেবার মহান ব্রত।

কর্মবীর রাগীব আলী কেমন লোক তা একক কোন গ্রন্থে লিপিবদ্ধ নেই যদিও অনেক নামী-দামী কবি সাহিত্যিক, ইসলামী চিন্তাবিদদের অনেক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে তার অর্থানুকুল্যে। এ যাবৎ তাঁর জীবন ও কর্মকান্ডের বিস্তারিত বর্ণনা করে মূল্যায়নধর্মী কোন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। অথচ তিনি কেমন দিলদরাজ মানুষ, দেশ ও সমাজ তার কাছ থেকে কতটা উপকৃত, তা যদি তার সমসাময়িক লোক, যারা কাজে-অকাজে তাঁর সংস্পর্শে এসেছেন, তারাই যদি না লেখেন তবে মহৎ হৃদয়ের মানুষ হিসেবে, ধর্ম, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্কুল, কলেজ, মেডিকেল কলেজ, মসজিদ, মাদ্রাসা, শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতিচর্চার পৃষ্ঠপোষকতার ক্ষেত্রে তার অবদান সম্পর্কে ভবিষ্যৎ বংশধরগণ জানবে কি ভাবে? আমি মনে করি দানবীর রাগীব আলীর সমকালীন পরিচিতি এবং যাবতীয় কর্মকান্ডের বিস্তারিত খতিয়ানসহ একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ অথবা স্মারকগ্রন্থ প্রকাশিত হওয়া প্রয়োজন। কারণ বর্তমানে আমাদের সমাজে তাঁর মতো সমাজসেবায় নিবেদিতপ্রাণ ত্যাগী ও কর্মী পুরুষের সংখ্যা খুব বেশী নেই। যদিও প্রায় প্রতিদিনই তাঁকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করে বিভিন্ন মহল থেকে পত্র- পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশিত হচ্ছে।

মুখে এক, বুকে আরেক-এটা আমাদের জাতীয় চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এ ক্ষেত্রে স্বধর্মে নিষ্ঠাবান রাগীব আলী একজন ব্যতিক্রমধর্মী বান্দাহ। মনের ভাব গোপন রেখে কপটতা বা মুনাফেকীর আশ্রয় নিয়ে কথা বলা তার কাছে ঘৃণার কাজ।

সমাজসেবী রাগীব আলীকে যারা ঘনিষ্ঠভাবে জানেন, তাদের কেউ কেউ তাকে মনে মনে হিংসা করলেও তিনি যে একজন উদার হৃদয়ের আর্ত-মানবতার সেবায়

www.pathagar.com

নিবেদিতপ্রাণ দরাজদিলের লোক এ কথা তাঁর বিরুদ্ধবাদীরাও স্বীকার করেন। আত্মপ্রত্যয় তাঁর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। লা-শরীক আল্লায় বিশ্বাসী রাগীব আলী যা বিশ্বাস করেন তা থেকে দুনিয়ার কোন প্রলোভন, পরিবেশ বা পেশীশক্তি তাঁকে বিরত বা ফেরাতে পারেনা। বর্তমানে আমাদের সমাজে এমনি ধরণের আত্মপ্রত্যয়ী লোকের বেশী প্রয়োজন।

সমাজসেবক হিসেবে দানবীর রাগীব আলীর কর্মকান্ডের মাপজোক করে হয়তোবা মূল্যায়ন করা অসম্ভব হবে না। কিন্তু মানুষ রাগীব আলীর বেলায় তা অসম্ভব। এখানে তিনি মাপজোকের বাইরে। আমাদের গৌরব এখানেই যে, আমাদের সমকালে কর্মবীর রাগীব আলীর মতো আজকের 'মহসীন'কে আমরা পেয়েছি রত্নপ্রসবিনী সিলেট বিভাগের গৌরব হিসেবে। অমায়িক চরিত্রের অধিকারী রাগীব আলী মহান আল্লাহ পাকের এক শোকর গোজার বান্দাহ। এক আল্লাহ্কে ভয় করেন বলেই তিনি দুনিয়ায় অনেক ভয়ভীতি থেকে মুক্ত।

মানবতাবাদী রাগীব আলী একজন দিলখোলা, নিরহংকার, আত্মপ্রচার বিমুখ সমাজ কর্মী। তাঁর চাওয়া পাওয়ার জায়গা একটাই। আর তা হচেছ খালিক ও মালিক, রাহমানুর রাহিম আল্লাহ পাকের দরবার। তিনি বিশ্বাস করেন, মহান আল্লাহ্ পাক তার কোন বান্দাহর প্রতি রাজী থাকলে পৃথিবীর কোন মানুষের সন্তুষ্টি অসন্তুষ্টিতে তেমন কিছু আসে যায় না।

সিরাতুল মুস্তাকীমে দৃঢ় থাকার ওয়াজ নসিওত বা আদর্শ প্রচার করা এবং বক্তৃতা দেয়া সহজ কাজ কিন্তু তা জীবনে প্রতিফলিত করা অনেক কঠিন। স্বধর্মে নিষ্ঠাবান রাগীব আলী বাস্তব জীবনে সিরাতুল মুস্তাকীমের পথে জীবন যাপন করতে সদা সচেষ্ট। হিংসা-দ্বেষ, কলহ-কোন্দলের উর্ধ্বে থেকে আর্তমানবতার সেবা করাকেই তিনি ভালবাসেন। আল কোরআনে ইরশাদ হয়েছে-

"জীবন মরণ করেছি সৃজন পরীক্ষা নিতে তার
তোমাদের মাঝে কেবা সৎ কাজে কত বেশী আগুসার।"
(আল-কুরআন ঃ সুরা মুল্‌ক- ৩)

কর্মবীর রাগীব আলী কোরআনের এই মহাবাণী তার জীবনে বাস্তবায়ন করতে সদা সচেষ্ট। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, দানবীর রাগীব আলী একজন ত্যাগী, কর্মী ও আর্ত-মানবতার সেবায় নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তিত্ব। তাঁর জীবনের অসংখ্য ঘটনার মধ্যে যে কোন একটি ঘটনার উল্লেখ করা হলে উল্লেখিত বক্তব্যের যথার্থতা প্রমাণিত হবে। আল্লাহ্ রাগীব আলীকে 'হায়াতে তইইবা' দান করুন। আমিন।

লেখক, গবেষক, বহু গ্রন্থ প্রণেতা, উপ-পরিচালক ইসলামিক ফাউন্ডেশন, সিলেট।

www.pathagar.com

সফরনামা-এ-কামাল বাজার

আবদুল মতীন জালালাবাদী

সিলেটের কোন্ থানায় তার বাড়ি তা সঠিকভাবে কেউ বলতে পারে না। কেউ বলে সদরে, কেউ বলে বিশ্বনাথে। তবে জনৈক ভদ্রলোক নিশ্চিত করে বললেন, তাকে একাধিক দিন ভার্থখলা থেকে বেবী ট্যাক্সি করে কামাল বাজারের দিকে যেতে দেখেছেন। অগত্যা আমিও কামাল বাজারে গিয়ে পৌঁছুলাম।

ছোট বাজার। একটি চায়ের দোকানে পাঁচ সাত জন লোক বসে গল্প করছেন। আমি যাকে খুঁজছি তার নাম ও চেহারা সুরতের বর্ণনা দিয়ে, তারা তাকে চেনেন কি না- জিজ্ঞাসা করলাম। কিন্তু কারো কাছ থেকেই সদুত্তর পেলাম না। তবে যুবা বয়সী এক ভদ্রলোক বললেন, যদি এই নামের কোন ব্যক্তি আমাদের এই অঞ্চলে থেকে থাকেন তাহলে তিনি আজ অবশ্যই 'দানবীর' রাগীব আলী সাহেবের সংবর্ধনা সভায় আসবেন। আপনি ততক্ষণ সভাস্থলে গিয়ে তার জন্য অপেক্ষা করতে পারেন।

সিলেটে রাগীব আলী নামে একজন বিত্তশালী ব্যক্তি আছেন শুনেছি। কিন্তু তিনি যে তার অঞ্চলে দানবীর নামে পরিচিত এবং তাঁর সংবর্ধনা সভায় এই অঞ্চলের যে কোন ব্যক্তির উপস্থিতি নিশ্চিতভাবে আশা করা যায়, তা আমার জানা ছিল না। যাহোক ঐ ভদ্রলোকই একটি রিক্সার ব্যবস্থা করে আমাকে সোজা সংবর্ধনা সভায় নিয়ে যাবার জন্য রিক্সাঅলাকে বলে দিলেন।

রিক্সাঅলা বয়সে প্রবীণ। কিন্তু কথাবার্তায় বেশ রসিক। কিছুদূর যাওয়ার পর রাস্তার ধারেই বেশ ছিমছাম পরিবেশে একটি স্কুল নজরে পড়ল। নাম হাজী রাশিদ আলী হাই স্কুল। হাজী রাশিদ আলী কে তা জিজ্ঞাসা করতেই রিক্সাঅলার মুখে যেন বিন্নি ধানের খৈ ফুটতে শুরু করল। তিনি বলে চললেন, হাজী রাশিদ আলী হচ্ছেন আমাদের রাগীব আলী সাহেবের বাবা। বাবা স্কুল করেননি। ছেলেই করেছেন বাবার নামে। অল্প খরচে ছেলে-মেয়েরা যাতে লেখাপড়া করতে পারে সেজন্য তিনি শুধু এই একটি নয় বরং দেশের বহু জায়গায় বহু স্কুল-মাদ্রাসা করেছেন। সাধারণ মানুষের চলাফেরার জন্য রাস্তাঘাট করেছেন, ব্রীজ করেছেন এবং জনসাধারণের চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল করেছেন। তিনি জনসেবার উদ্দেশ্যে আরো অনেক কিছু করেছেন যার হিসাব আমাদের জানার উপায় নেই। তিনিও এর সঠিক হিসাব রাখেন কিনা জানি না। দানের পিঠে দান। কত হিসাব রাখবেন বলুন?

www.pathagar.com

তিনি এত টাকা কোত্থেকে পেলেন? আমার এ প্রশ্নের উত্তরে রিক্সাঅলা বললেন- তিনি প্রথমে যান লন্ডনে। সেখানেই পয়সার স্রোত তার পিছু নেয়। আল্লাহ্ যাকে দেয় ছাপ্পড় ফেঁড়েই দেয়। দেশে এসে রাগীব আলী সাহেব যেটাতে হাত দেন সেটাই খাঁটি সোনায় পরিণত হয়। শুনলেন সাহেব, নিয়তই বড় জিনিস। যার নিয়ত ভাল তার কপালও ভাল। আমাদের রাগীব আলী সাহেব হচ্ছেন সেই কপালঅলা। অকাতরে মানুষের জন্য দান করে যাচ্ছেন। আর মানুষের যিনি পালক, যিনি মালিক, তিনি রাগীব আলী সাহেবের নিয়ত অনুযায়ী তাকে বেহিসাব টাকা পয়সা দিয়ে যাচ্ছেন। মানুষের লালন পালনের দায়িত্ব আল্লাহ্‌র। তবে আল্লাহ্ তো স্বয়ং এসে মানুষকে লালন পালন করেন না, তার কোন বান্দার মাধ্যমেই করেন। আমাদের রাগীব আলী সাহেব হচ্ছেন সে ধরনেরই একজন বান্দা।

আমি অবাক বিস্ময়ে ও মুগ্ধচিত্তে রিক্সাঅলার কথাগুলো শুনছিলাম। আরো কিছুদূর যাওয়ার পর রাস্তার ধারেই বিরাট মাঠ জুড়ে একটি সুন্দর প্যান্ডেল নজরে পড়ল। মাইকে সবাইকে আহবান জানানো হচ্ছে সিলেটের কৃতি সন্তান দানবীর রাগীব আলী সাহেবের সংবর্ধনা সভায় দলে দলে যোগদান করতে। তখনো লোক সমাগম ততটা হয়নি। রিক্সাঅলা বললেন- সামনে বাজার, একটু চা খান, বিশ্রাম নিন। লোকেরা আসুক। অতঃপর কি যেন চিন্তা করে তিনি বলে উঠলেন--ভাল কথা, এখানে একজন মুরুব্বী প্রায়ই এসে বসেন। অত্যন্ত জ্ঞানী ও মান্যবর ব্যক্তি। তাঁর কাছে, আপনি যাকে খুঁজছেন তার সন্ধান পেয়ে যেতে পারেন। কেননা এ থানা এবং পার্শ্ববর্তী থানাগুলোতে এমন কোন লোক নেই যার চৌদ্দ সিঁড়ির (পুরুষের) খবর তিনি রাখেন না।

তিনি তার রিকসাটি রাস্তার এক পাশে রেখে একটি চায়ের দোকানে আমাকে নিয়ে গেলেন। আমার সৌভাগ্য বলতে হবে, ঐ ভদ্রলোক ঠিকই সেখানে বসে গল্প করছেন। আর লোকেরা মন্ত্রমুগ্ধের মতো তার কথাগুলো গিলছে।

রিক্সাঅলা আমার দিকে ইংগিত করে মুরুব্বীর কাছে আমার আগমনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতেই তিনি এক গাল মিষ্টি হেসে বললেন-- দূরে থেকে এসেছেন, আগে চা-নাস্তা খান। চা অলাকে বললেন- গরম পানি দিয়ে কাপ ধুয়ে সুন্দর করে এক কাপ চা ও পিরিচে করে দু'টি নোনতা বিস্কুট দাও। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত এই নিরুদ্দেশ যাত্রার ফলে দেহে যে ক্লান্তি এসেছিল, মুরুব্বীর মিষ্টি ব্যবহার এবং সেই সাথে পরিচ্ছন্ন কাপের চা ও ঝকঝকে পিরিচে নোনতা বিস্কুট তা নিমিষে দূর করে দিল। অতঃপর আমি যাকে খুঁজছিলাম তার নাম ও চেহারা সুরতের যথাসম্ভব বিস্তারিত বর্ণনা দিতেই মুরুব্বী কিছুটা গম্ভীর হয়ে চোখ বন্ধ করলেন এবং কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই চোখ খুলে বিজয়ের হাসি হেসে বললেন-- আপনার সেই ক্লিনশেভ ছিমছাম স্যুট-টাই পরা লোকটি এখন একজন লম্বা দাঁড়িঅলা, লম্বা কুর্তা পরা দরবেশ ব্যক্তি। আপনি বলছেন তিনি ব্যবসায়ী। আসলে তা নয়। তিনি একজন আদর্শ স্কুল মাস্টার। দুর্ভাগ্যবশতঃ টাকার পিছনে ছুটতে গিয়ে একটি রিস্কি ব্যবসায় নেমেছিলেন। সরল মানুষ তো। তাই ভরাডুবি হয়েছে। শেষ পর্যন্ত পৈত্রিক প্রাণটি

www.pathagar.com

নিয়ে তীরে উঠেছেন। প্যান্টশার্টও সমুদ্রে তলিয়ে গেছে। তাই এখন তার পরনে ইউনুস নবীর পোশাক। মুরুব্বীর কথাগুলো হেঁয়ালি ধরনের হলেও আমি ঠিকই বুঝতে পারছিলাম। উপস্থিত সবাই বুঝতে পারেননি। যারা পেরেছিলেন তারা মিটি মিটি হাসছিলেন। যা হোক তিনি রিক্সাঅলাকে বললেন--এই সাহেবকে অমুক গ্রামের অমুক বাড়িতে নিয়ে যাও। রিকসাঅলাও লোকটির পরিচয় পেয়ে বললেন- তিনি তো সংবর্ধনা সভায় আসবেন। কিন্তু মুরুব্বী বললেন-- এখন দুপুর বেলা। তুমি অবিলম্বে তাঁকে ওখানে নিয়ে যাও। সভায় লোক আসতে এখনো কিছুটা দেরি। এর মধ্যেই তারা তাদের আলাপ সালাপ সেরে নিতে পারবেন। আর যদি রাস্তায় দেখা হয়ে যায় তা'হলে দু'জনকে সঙ্গে নিয়েই এখানে চলে আসবে, কেমন?

যাকে খুঁজছিলাম তার বাড়িতে পৌঁছে জানতে পারলাম, তিনি সকালে তার পীর সাহেবের বাড়ি গেছেন এবং সেখান থেকে সংবর্ধনা সভায় আসবেন। অগত্যা এবাউট টার্ন।

সংকীর্ণ বাসিয়া নদীর তীর ঘেঁষে মেঠো পথ। স্বচ্ছ সুন্দর এবং রিক্সা চলার মতো যথেষ্ট সমতল। ছবির মতো গ্রামগুলো রাস্তা থেকে খানিকটা দূরে কিছুটা ফাঁকে সুন্দর সুন্দর বেশ কিছু পাকা ও সেমি পাকা বাড়ি দেখা যাচ্ছে। রিক্সাঅলাকে ঐ বাড়িগুলোর মালিকদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি কিছুটা অবজ্ঞার সুরে বললেন- এই মালিকদের কেউ কেউ সারা দিন হোটেলে আলু ছুলে, রান্না করে, অভারটাইম করে। আর সেই মেহনতের পয়সা দিয়েই এই সুন্দর সুন্দর বাড়িগুলো করেছে। তাতে দামি খাট-পালংক আছে, আরাম আয়েশের নানা আসবাবপত্র, ফলফুলের গাছ, পুকুরে মাছ আছে। কিন্তু মালিকরা এগুলো ভোগ করেন না, তাদের আত্মীয়স্বজনরাও না, করে বাইরের লোকেরা, যারা স্ত্রী-পুত্র নিয়ে এখানে এসে আস্তানা গেড়েছে। কেউ মাস্টারি, কেউ টিউশুনি, কেউ টিকা দেয়, কেউ ইমামতি করে, কেউ ডাক্তারি করে এবং কারও বউ ধাইয়ের কাজ করে। এরা সব কিছু ভোগ করছে, কিন্তু বাড়িঘর দেখাশুনার যাবতীয় খরচ বাড়ির মালিকরাই বহন করছে। একেই বলে পোড়া কপাল আর জোড়া কপাল সাহেব। পাছে দখল করে ফেলে তাই নিজের আত্মীয়-স্বজনদের এই সমস্ত বাড়ির ধারে কাছেও ঘেঁষতে দেয় না বাড়ির মালিকরা। অত্যন্ত ক্ষোভের সাথে তিনি এই কথাগুলো বললেন। মনে হলো, তিনিও হয়ত এই অঞ্চলের কোন চাকুরে প্রবাসীর নিকট আত্মীয়, যার কোন পাকা বা সেমি পাকা বাড়ি রয়েছে।

আমি প্রসঙ্গ বদলে আবার রাগীব আলী সাহেবের কথায় ফিরে এলাম। কিছুটা রহস্য করে বললাম- আচ্ছা, রাগীব আলী সাহেব যে এত কিছু করেছেন সেজন্য তো আপনাদের উচিত তাকে ভোট দিয়ে এমপি করা। রিক্সাঅলা বললেন-- তিনি এগুলোর অনেক ওপরে। তিনি একজন বিশ্ব ব্যবসায়ী। ব্যবসার কাজে সারা দুনিয়া ঘুরে বেড়ান। এমপি হওয়ার সময় তাঁর কোথায়? তবে যদি তিনি কোনদিন দাঁড়ান তাহলে আমার বিশ্বাস, অন্য সব ক্যানডিডেট তাঁর পক্ষে এসে পড়বেন।

www.pathagar.com

আমরা পুনরায় সংবর্ধনা সভায় ফিরে এলাম। আমি যাকে খুঁজছিলাম সেখানেই তাঁর সাথে দেখা হল। প্রয়োজনীয় কথাবার্তা সেরে রিক্সাঅলাকে বললাম-- আমাকে কামাল বাজারে নিয়ে চলুন। তিনি চলতে শুরু করলেন এবং কামাল বাজারের সন্নিকটে বাসিয়া নদীর ওপর যে ব্রিজটি রয়েছে তার দোরগোড়ায় রিক্সা থামিয়ে বললেন-- এটি রাগীব আলী সাহেবেরই তৈরি। এই রাস্তাটিও তিনিই করেছেন।

কামাল বাজার থেকে মাইক্রোবাসে সিলেটে ফিরে এলাম। সিলেট থেকে ঢাকা। সঠিক দিন-তারিখ মনে নেই। তবে এটা হচ্ছে ১৯৯৭ সালের মার্চ মাসের ঘটনা। কামাল বাজারের রিক্সাঅলা, রাগীব আলী সাহেব সম্বন্ধে আমার মনে যে কৌতূহলের সৃষ্টি করেছিলেন ঢাকায় এসে তা নিবৃত্ত করার প্রয়াস পাই। বিশ্বস্ত সূত্রে জানতে পারি, ফাউন্ডার প্রেসিডেন্ট, ফাউন্ডার মেম্বার, ফাউন্ডার ডোনার, লাইফ প্রেসিডেন্ট, লাইফ মেম্বার, পেট্রোন অথবা কন্ট্রিবিউটার হিসেবে জনাব রাগীব আলী সাহেব প্রায় দেড় শতাধিক সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত রয়েছেন। এর মধ্যে রয়েছে মক্তব, মাদ্রাসা, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, হাসপাতাল, মসজিদ, মন্দিরসহ প্রায় সর্বপ্রকারের সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান।

জনাব রাগীব আলী দুই ডজনেরও অধিক বাণিজ্য ও শিল্প সংস্থার চেয়ারম্যান, ম্যানেজিং ডিরেক্টর, ডিরেক্টর, প্রোপ্রাইটার, অ্যাডভাইজার, শেয়ার হোল্ডার অথবা ফাউন্ডার প্রেসিডেন্ট। এর মধ্যে ২টা দৈনিক পত্রিকা রয়েছে।

দানবীর রাগীব আলী সাহেবের সাথে আমার সাক্ষাতের সুযোগ এখনো হয়নি। পতিত জমি-বিশেষ করে সড়ক, রেলপথ ও জনপথের দু'ধারে বৃক্ষরোপনের তার কোন ব্যাপক পরিকল্পনা আছে কিনা তা আমি জানি না। থাকে তো ভাল কথা। আর যদি না থাকে তাহলে আমি তাকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর একটি হাদীস স্মরণ করিয়ে দিয়ে এ সেবামূলক কাজটির প্রতিও তাঁর সতর্ক দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন- যখনই কোন মুসলিম গাছ লাগায় অথবা শস্য রোপন করে এবং এ থেকে মানুষ পাখি বা পশু তাদের আহার্য গ্রহণ করে (কিংবা অন্য কোন ভাবে উপকৃত হয়) তখন তা (অপর বর্ণনামতে এ থেকে যা চুরি যায় তাও) বপনকারীর পক্ষে একটি সদকা হিসেবে পরিগণিত হয়। (বুখারী, মুসলিম)

সম্পাদক-দ্বীনে-হানিফ (মাসিক)

www.pathagar.com

একজন রাগীব আলীর সন্ধানে

দিলওয়ার

।। এক ।।

মানুষের বহুমুখী চিন্তা ভাবনা এবং এ সব চিন্তা ভাবনাপ্রসূত ফলাফলকে কেন্দ্র করেই এই গ্রহে মানব জীবন বিচিত্র ধারায় প্রবাহিত হচ্ছে, মানব জীবনের যে দিকটি সবচেয়ে বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করে, সেটি হচ্ছে, সে নিজেই যুগপৎ সমালোচক ও সমালোচিতের ভূমিকা পালন করে থাকে।

অভিধান ঘেঁটে মানুষের ভালমন্দের যে শব্দরারজ আমরা দেখতে পাই, বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করি, তার মূল নিয়ন্তা খোদ মানুষ। ধর্মগ্রন্থ কি তাই বলে-“হে বিশ্বাসিগণ! কোনো পুরুষ যেন অপর পুরুষকে উপহাস না করে, কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে এবং কোনো নারী অপর নারীকেও যেন উপহাস না করে-কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারিনী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে। তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না এবং তোমরা একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না, কেহ বিশ্বাস স্থাপন করলে তাকে মন্দ নামে ডাকা গর্হিত কাজ। যারা এই ধরনের আচরণ হতে নিবৃত্ত না হয় তারাই সীমা লংঘনকারী?” সূরা হুজরাত। আয়াত-১১।

অনুমান খ্রীস্টপূর্ব ৮০০ থেকে ৫০০ অব্দের ভেতরে লিখিত ‘বৃহদারণ্যক উপনিষদ’-এ ‘উত্তম’ নরনারীর শ্রেষ্ঠ প্রার্থনার বাণী হচ্ছে Lead me from the unreal to the real/ lead from darkness to light/ lead me from death to immorality.” আক্ষরিক অনুবাদ ঃ “আমাকে চালিতো করো অবাস্তবতা থেকে বাস্তবতায়/ আমাকে চালিতো করো অন্ধকার থেকে আলোকে/ আমাকে চালিত করো মৃত্যু থেকে অমরতায়।”

‘দি ওল্ড টেস্টামেন্ট’-এ ‘উত্তম’ নরনারীকে বলা হচ্ছে- “ফলপ্রসূ হও এবং সংখ্যা বৃদ্ধি করো, পৃথিবীকে কানায় কানায় ভরে তোলো এবং বশে আনো-আর অধিকার স্থাপন করো সাগরের মৎস্যকুল, বায়ু-র পক্ষী এবং পৃথিবীর বুকে বিচরণশীল প্রতিটি প্রাণীর ওপরে।”

চীনের মহান ধর্মগুরু লাও-জু (ষষ্ঠ খ্রীষ্টপূর্বে) ‘উত্তম’ নরনারীকে স্মরণ করিয়ে দেন-

“ প্রকাশ করো সাধু প্রকৃতি,
ধারণ করো সরলচিত্ততা,
হ্রাস করো স্বার্থপরতা
আকাঙ্ক্ষা হোক সীমিত।”

www.pathagar.com

এবং ধর্মগুরু মহাত্মা কনফুসিয়াস (৫৫১-৪৭৯ খ্রীস্টপূর্ব) "উত্তম মানুষ তিনটি বিষয়-কে প্রহরায় রাখেন। যৌবনে-কামলালসা। যখন শক্তিশালী-ঝগড়াটে মনোবৃত্তি। যখন বৃদ্ধ- লোলুপতা।"

বৌদ্ধ ধর্মের 'সুত্তপিটিকায়' (আনুমানিক ৫০০-২০০ খ্রীষ্টপূর্বে লিখিত)- "ফুলের, চন্দনের, গোলাপ ও জেসমিনের সুগন্ধ বহমান বায়ু-র বিরুদ্ধে যেতে পারে না, কিন্তু উত্তমের সৌরভ প্রতিকূল বাতাস ছাড়িয়ে যায়। সকল মহলেই তার সুরভির নিরাপদ উপস্থিতি বিদ্যমান।"

সীমিত জ্ঞানবুদ্ধি-র মানুষ আমি। বিনয় নয়, নিরেট সত্য। আজন্মের জ্ঞান তৃষ্ণাই আমাকে বক্তব্য প্রকাশে দুঃসাহসী করে তোলে। ৬১ বছর বয়সে আজো যে প্রবল আকাঙ্ক্ষা আমাকে বিচলিত করে, তা হচ্ছে আমি যদি উপযুক্ত ওস্তাদদের সান্নিধ্যে থেকে প্রকৃত শিক্ষা লাভ করতে পারতাম-- যদি মৃত্যুর পূর্বে নিরিবিলি অধ্যয়ন ও গবেষণার সুযোগ পেতাম!

।। **দুই** ।।

আমার এ লেখার মূল লক্ষ্য একজন স্বাভাবিক মানুষ। আমার জীবনে তার আবির্ভাব স্বতঃস্ফূর্ত অনুরাগ ও আন্তরিকতা নিয়ে। সমাজে যেখানে তার কর্মজীবনের অবস্থান, সেখানে বাণিজ্য বাতাস-ই মুখ্য চালিকাশক্তি। তা সত্ত্বেও তার অনাবিল আসক্তি ও শ্রদ্ধাবোধ বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত সকল সদিচ্ছার মানুষের প্রতি।

জীবনের সঙ্গে জড়িত বহু কুৎসিত অভিজ্ঞতা মানুষটির যেমন রয়েছে, তেমনি প্রচন্ড দ্বন্দ্ব সংঘাতের ভেতর দিয়ে নিজের ঊর্ধ্বমুখী উত্তরণ ঘটানোর তার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা ব্যাপক অর্থবহ। তার অন্তর্নিহিত সদিচ্ছা-ই এনে দিয়েছে তার ব্যতিক্রমী সফলতা।

এই মানুষটি নিউ টেস্টামেন্ট-এর ভাষায় বলতে পারেন - "Think not that I am come to destroy the law or the prophets; I am not come to destroy, but to fulfil."

এবং বলতে পারেন-"I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith."

।। **তিন** ।।

শুধু বাংলাদেশ নয়, গোটা উপমহাদেশে মানুষ ও তার কর্মকান্ড মূল্যায়নের ক্ষেত্র সর্বাধিক পক্ষপাতদুষ্ট ও অদূরদর্শিতায় কলুষিত! তদুপরি রয়েছে লেখকদের উদ্দেশ্য প্রণোদিত মানসিকতা। এরূপ মানসিকতা প্রাপ্তির প্রত্যাশায় লালায়িত। উন্নত বিশ্বের দেশসমূহে মানুষ বিচারের কষ্টসাধ্য ও তথ্যবহুল ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সচেতন পাঠক মনকে সচকিত করে তোলে।

শিক্ষিত সমাজে হূন সম্রাট অ্যাটিলা, চেঙ্গিস খান, হানিবল, ভিলন, শার্লামেন, রানী ক্লিওপ্রেট্রা, রানী প্রথম এলিজাবেথ, নিকোলো ম্যাকিয়াভেলী, হার্নানডো কর্টেস প্রভৃতি নারী পুরুষ একদিন যে অর্থে মূল্যায়িত হতেন, সেই অবস্থানে তারা আর নেই।

www.pathagar.com

এখন তারা মর্যাদার প্রশ্নে যাদের পাশে ঠাঁই পেয়েছেন, সেই মহান ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছেন গৌতম বুদ্ধ, কনফুসিয়াস, সক্রেটিস, ভার্জিল, দান্তে, জাঁ জ্যাক রুশো, কার্ল মার্কস, বিঠোফেন, দা-ভিঞ্চি, জোয়ান অব আর্ক, ক্যাথারিন দি গ্রেট, কামাল আতাতুর্ক, মার্টিন লুথার কিং এবং আরো অনেক!

হূন সম্রাট অ্যাটিলা-র পরিচয়? "Western civilization has more than once trembled at the onslaught of a destroyer, but rarely has it been so near doom as when the crumbling western empire of Rome faced the attacks of Attila and his horde of Huns. Ruler of the nomad warriors from the Rhine to China. The leader of the fastest and most furious fighters the world had seen, this squad, fiere barbarian made the emperors of the east and west quiver at his very name. He was the arch-destroyer, 'The scourge of God.' (100 great lives)

ফ্রাংকো ভিলন কে ছিলেন? "King of the beggers, brawler, thief and roistering drunkard: that was Francois Villon/" (100 Great Lives).

ভুল বোঝাবুঝির কোনো অবকাশ নেই। আমরা আজো এক অদ্‌ভূত অন্ধকারে আত্মঘাতী নিদ্রায় আচ্ছন্ন। আমাদের আপনজনেরা বারবার বঞ্চিত হচ্ছেন নিরপেক্ষ, সম্মানজনক মূল্যায়নের সমাদর থেকে।

আমাদের যদি জীবনাকাশ বলে কিছু থেকে থাকে, তা'হলে সেই আকাশ পর্যাপ্ত নক্ষত্রশূন্য কেনো?

আমি এ লেখাটির মূলকোষে ফিরে যেতে চাই। আমার কথিত 'স্বাভাবিক মানুষ'টি কে?

প্রশ্নটির উত্তর লোকটির কর্মকান্ডের তালিকায় পাওয়া যাবে, দৃঢ় বিশ্বাস। তালিকায় রয়েছে ৫০টি জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের নাম।

এছাড়াও তালিকায় রয়েছে আরো ১২২টি সংস্থার নাম যাদের সঙ্গে আলোচ্য ব্যক্তিটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তালিকায় আরো আছে ব্যক্তিগত স্থাবর- অস্থাবর সম্পত্তি এবং ২৫টি বাণিজ্যিক ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের সাথে তার ঘনিস্ট সম্পর্কের বিবরণ। নাতিবৃহৎ এলাহী কান্ড-- সব মিলিয়ে। (রাগীব আলীর কর্মকান্ডের তালিকা পুস্তকের শেষ অংশ দ্রষ্টব্য)

উপসংহার ঃ আগেই বলা হয়েছে, আমার জীবনে জনাব রাগীব আলীর আবির্ভাব ঘটে স্বতঃস্ফূর্ত আন্তরিকতা নিয়ে। সত্যি বলতে কি নিজেই উদ্যোগী হয়ে তিনি আমাকে এক প্রকার 'আবিষ্কার' করেছেন। তার একান্ত ইচ্ছা, 'কবি দিলওয়ার' সসম্মানে টিকে থাকুন। কবির বাড়িতে তিনি ছুটে এসেছেন বিত্তবানের 'করুণা' নিয়ে নয়, শক্তিমানের ভালোবাসা নিয়ে।

www.pathagar.com

বছর দু'য়েক আগে মানুষ পাঠিয়ে, অনুমতি সাপেক্ষে আমাকে নিয়ে গেছেন তার 'মালনীছড়া' চা বাগানে। সারাদিন ধরে রেখেছেন, গোটা বাগান ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখিয়েছেন, অনর্গল শিশুর মতো জীবনের নানা কথা ব্যক্ত করেছেন তিনি। সাক্ষী, অনুজপ্রতিম আব্দুস সাত্তার। মুগ্ধ হয়েছি তার মাতৃভক্তির পরিচয় পেয়ে। জেনেছি, তার কর্মকান্ডের ফল যেন মানুষের কল্যাণে আসে।

যারা আমার দীর্ঘকালের সুখ দুঃখের সাথী, এই মানুষটির অনাবিল হৃদ্যতার সঙ্গে তাদের একান্ত করে লেখাটি শেষ করছি। সব সত্যাসত্যের শ্রেষ্ঠ বিচারক-সময়।

গণমানুষের কবি।

www.pathagar.com

দানশীল ব্যক্তিদের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি প্রয়োজন

ফোরকান আহমদ

দানশীল ব্যক্তিদের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি প্রয়োজন। এতে মানুষ দান করার জন্য উৎসাহিত হবে।

'পরিশ্রমে ধন আনে পুণ্যে আনে সুখ, আলস্যে দরিদ্রতা আনে পাপে আনে দুঃখ।' কবির এই অমোঘ বাণী কালে কালে মানুষে মানুষে প্রচারিত। সত্য চিরদিনই সত্য, এর আলোর বিচ্ছুরণ ঘটতে থাকবে যুগ যুগ ধরে। পরিশ্রমে যে ধন আনে এর হাজারো দৃষ্টান্তের মধ্যে আলহাজ্ব রাগীব আলী অন্যতম। ১৯৩৮ সালে ১০ই অক্টোবর সিলেটের বিশ্বনাথ থানার তালিবপুরে রাগীব আলীর জন্ম। প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করে সম্পূর্ণ নিঃস্ব অবস্থায় ভাগ্যান্বেষণে তিনি ১৯৫৭ সালে ব্রিটেনে পাড়ি জমান। বিদেশ বিভুঁইয়ে নিদারুণ কষ্টে বেঁচে থাকার জন্য এমন কোনো কাজ নেই যা করতে কুণ্ঠিত হয়েছেন। ক্ষুণ্নিবৃত্তি নিবারণের জন্য রাগীব আলী এক হোটেলে বাবুর্চির সহকারী হিসেবে কাজ নেন। এতে তার থাকা খাওয়ার সংকুলান হওয়া বড়ই কঠিন ছিল। চরম দরিদ্রতার মধ্যেও সেখানে তিন বছর ল্যাংগুয়েজ কোর্স করেন। দু'টি হোটেলে দু'বেলা হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটে কিছু টাকা জমান। ভাগ্যান্বেষী রাগীব আলী লন্ডনে যে হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটেছেন তার সুবাতাস প্রথম বইতে শুরু করে মাত্র পাঁচ বছরের মাথায়। ১৯৬১ সালের হোটেলের চাকুরি ছেড়ে নিজেই তাজমহল রেস্টুরেন্ট নামে একটা হোটেল খোলেন। ভাগ্যের চাকা ঘুরতে আরম্ভ করে। শেয়ার মার্কেট তার ভাগ্যের দরোজা খুলে দেয়। ১৯৬১ সালের জুলাই-আগস্টের দিকে লন্ডনে শেয়ার বাজারে ধস্ নেমে আসে, মানুষ দিশেহারা, তখন লয়েডস ও মিডল্যান্ড ব্যাংকের মাধ্যমে ঝুঁকি নিয়ে দূরদর্শী রাগীব আলী জীবনের সঞ্চিত অর্থে শেয়ার কেনেন। অনেকে এ জন্য তাকে তিরস্কার করে। কিন্তু তার সিদ্ধান্ত ঠিক ছিল এবং তাঁর সুফল সপ্তাহ না ঘুরতেই পেয়েছেন। বেশিদিন নয় মাত্র তিনদিনের মধ্যে ভাগ্যান্বেষী রাগীব আলী পানির দরে কেনা শেয়ার বিক্রি করে বহু অর্থ উপার্জন করেন। নিষ্ঠা ও একাগ্রতা থাকলে ভাগ্যের চাকা ঘুরতে সময় লাগে না।

বাংলাদেশে শীর্ষস্থানীয় ধনীদের তালিকায় শিল্পপতি রাগীব আলীও আছেন। লন্ডনে তার হোটেল ব্যবসা এখনও আছে। দেশে ও বিদেশে তিনি বিভিন্ন ব্যবসায়ের সাথে জড়িত। দেশে ৭টি চা বাগানের মালিক, সিলেটে বিলাসবহুল পার্থিব কাজের ভিড়ে অনেকেই আছেন যারা ধর্মীয় বিধি বিধান পালনে শৈথিল্য প্রদর্শন করেন। রাগীব আলী সে দলের নন। প্রচুর বিত্ত বৈভবের অধিকারী হয়েও তিনি একজন ধর্মপ্রাণ

www.pathagar.com

মুসলমান, ধর্মীয় বিধি-বিধান নিয়মিত পালন করেন। ইসলামের পাঁচটি বিধান তিনি যথাসম্ভব পালন করছেন। তিনি বহুবার পবিত্র হজ্জব্রত পালন করেন। ধর্মীয় বিধি-বিধান পালনের জন্য তিনি বিভিন্ন পুস্তক-পুস্তিকা প্রচারে নানাভাবে সাহায্য সহযোগিতা করছেন।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় রাগীব আলী ছিলেন লন্ডনে। দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য এদেশের অগণিত মানুষ যখন বুকের রক্ত ঢেলে দিচ্ছিল তখন তিনি নীরবে বসে থাকতে পারেননি। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে প্রবাসীদের সংগঠিত করা এবং বিদেশে জনমত গঠন করার জন্য অন্যদের সাথে তিনিও সহযোগিতা করেন। এ জন্য তিনি আর্থিক সহযোগিতার হাতও বাড়িয়ে দেন। পরাধীনতার হাত থেকে এ দেশবাসী মুক্ত হলে তিনি দেশে ফিরে আসেন এবং এখানে ব্যবসা-বাণিজ্যে নিজেকে সম্পৃক্ত করেন।

রাগীব আলী একজন বিদ্যানুরাগী এবং সে সাথে সাহিত্যানুরাগী। তিনি জাতীয় কবিতা পরিষদের পৃষ্ঠপোষক। তার আর্থিক সহায়তায় কয়েকজন লেখকের বেশ কিছু বই প্রকাশিত হয়েছে। তার বিশাল ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের দেখাশোনা তিনি নিজেই করেন। মানুষের উন্নয়নে তিনি কাজ করছেন। মানুষের জন্য কাজ করতে পেরে তিনি আনন্দ পান। দানশীলতার জন্য সরকারের স্বীকৃতি না পাওয়ায় তার কোনো গ্লানি নেই- মানুষের সেবা করে মানুষের অন্তর জয় করতে পেরেছেন এতেই তিনি তৃপ্ত ও আনন্দিত।

প্রদ্যোত ঃ আপনি অনেকগুলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা ও দাতা। আপনি যে উদ্দেশ্যে এগুলোর সাথে জড়িত সে উদ্দেশ্য কি পুরোপুরি সার্থক হচ্ছে বলে আপনি মনে করেন? এগুলোকে কি আপনি আদর্শ বিদ্যাপীঠ মনে করেন?

রাগীব আলী ঃ না, এগুলোকে আদর্শ বিদ্যাপীঠ মনে করি না। মনে করি না এ জন্য যে, আমার মতো আরো অনেকে এরকম প্রতিষ্ঠান করেছেন কিন্তু সেগুলো আজও সফলতা অর্জন করতে পারেনি। যেদিন এসব প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া করে মানুষ সত্যিকার মানুষ হবে, নিজেদের পূর্ণাঙ্গ মানুষ বলে উপলব্ধি করবে সেদিন এগুলোকে আদর্শ বিদ্যাপীঠ বলা যাবে এবং তখন এ প্রতিষ্ঠানগুলো প্রতিষ্ঠা করা সার্থক হয়েছে বলে আমি মনে করব।

প্রদ্যোত ঃ আপনি কি মনে করেন পুঁথিগত বিদ্যার মাধ্যমে দেশের উন্নয়ন সম্ভব?

রাগীব আলী ঃ পুঁথিগত বিদ্যার মাধ্যমে দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয় এবং এর সাথে আরও অনেক কিছু জড়িত আছে। আমাদের দেশে ছাত্রদের শুধু পুঁথিগত বিদ্যাভ্যাস করানো হয় কিন্তু শিক্ষার্থীদের পরিপূর্ণ জ্ঞানার্জনের জন্য পাঠ্যবইয়ের পাশাপাশি অন্যান্য সৃজনশীল বই পড়তে দিতে হবে। তাদেরকে দেশের ঐতিহাসিক স্থানসমূহে বেড়াতে নিতে হবে। খেলাধুলা এবং বিনোদনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তা হলে তারা পুঁথিগত বিদ্যার বাইরে অনেক কিছু শিখতে পারবে।

www.pathagar.com

পরবর্তী সময়ে এসব শিক্ষার্থীরা তাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে পারলে দেশের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে।

প্রদ্যোত ঃ আপনার মতে দেশে শিক্ষার হার বাড়াতে হলে আর কি কি ব্যবস্থা নেয়া দরকার?

রাগীব আলী ঃ পুরো শিক্ষানীতি পরিবর্তন করে দেশে বিরাজমান বাস্তবতার সামঞ্জস্যপূর্ণ নতূন শিক্ষানীতি প্রণয়ন করতে হবে। অভিজ্ঞ শিক্ষকমন্ডলী ও উপদেষ্টাদের নিয়ে কমিটি গঠন করে তাদের মতামত অনুযায়ী কাজ করতে হবে। রাতারাতি এ রকম শিক্ষানীতি পরিবর্তন করা না গেলেও ক্রমান্বয়ে তা গ্রহণ করা যাবে এবং একটু দেরী হলেও এর সুফল দেশবাসী ভোগ করতে পারবে।

প্রদ্যোত ঃ শিক্ষা ক্ষেত্রে নতুন সংযোজন বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সম্পর্কে আপনার মন্তব্য কি?

রাগীব আলী ঃ দেশে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিভিন্ন বিষয়ে ছাত্রদের পড়াবার জন্য এখনো দক্ষ, অভিজ্ঞ শিক্ষকের ঘাটতি রয়েছে। এ ঘাটতি পূরণের জন্য বিদেশ থেকে অভিজ্ঞ শিক্ষক আনতে পারলে শিক্ষার্থীদের এসব অসুবিধা দূরীকরণে যথেষ্ট সহায়ক হবে বলে আমি মনে করি। বিদেশী শিক্ষকদের পাশাপাশি দেশী শিক্ষকদের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা বাড়াবার জন্য তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া দরকার। দেশে যে ভাল শিক্ষক আছেন তাদের সংখ্যা আরও বাড়লে শিক্ষার্থীরা ভাল শিখতে পারবে। শিক্ষার মান উন্নত হলে তারা বিদেশে যেতে এবং প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রাও অর্জন করতে পারবে।

দেশে দ্রুত বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়ছে। তবে এগুলোর অবকাঠামোগত দিকের প্রতি অবশ্যই নজর দিতে হবে। সীমিত জায়গায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা যায় না। একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য কমপক্ষে ত্রিশ হাজার বর্গফুট জায়গা প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে বলতে চাই নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি এবং এশিয়া প্যাসিফিক ইউনিভার্সিটিতে যথেষ্ট জায়গা রয়েছে। নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটিতে ২৫০০ ছাত্র-ছাত্রী পড়াশুনা করছে। নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি ও এশিয়া প্যাসিফিক ইউনিভার্সিটিসহ আরও কয়েকটি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান ভাল এবং আমি এতে সন্তুষ্ট। তবে কোনো কোনো বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান তেমন আশানুরূপ নয়।

প্রদ্যোত ঃ আপনি অনেকগুলো মসজিদ প্রতিষ্ঠার সাথে জড়িত। এ ব্যাপারে কিছু বলুন

রাগীব আলী ঃ আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহম্মদ (সাঃ) পবিত্র মসজিদে বসে ধর্ম প্রচার ও রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন। তাঁর পথ অনুসরণ করেছেন চার খলিফা। সুতরাং মসজিদের গুরুত্ব মুসলমানদের কাছে অপরিসীম। আমাদের দেশের প্রতিটি অঞ্চলে মসজিদ রয়েছে। আমি মসজিদ এবং মাদ্রাসাগুলোতে ধর্মীয় শিক্ষা বলবৎ

www.pathagar.com

রাখার পক্ষপাতি তবে তার সাথে ইংরেজি, বিজ্ঞান ও ভোকেশনাল ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা থাকা দরকার। নানা অসুবিধার কারণে মসজিদগুলো পূর্ণাঙ্গভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করতে পারছে না। দেশে প্রচলিত আইনের যথাযথ প্রয়োগ হলে মসজিদগুলো সেই দায়িত্ব পালন করতে পারবে বলে আমি মনে করি।

প্রদ্যোত ঃ আপনার একটা চা বাগানের সাথে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস জড়িত আছে। এ সম্পর্কে অনুগ্রহ করে কিছু বলুন।

রাগীব আলী ঃ ১৮৫৪ সালে মালনিছড়া চা-বাগান প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি একটি ঐতিহাসিক চা-বাগান। ১৯৭১ সালে এ চা-বাগানের ম্যানেজারের দায়িত্বে ছিলেন শওকত নেওয়াজ। পাক আর্মিরা মুক্তিযুদ্ধের সময় অফিস থেকে তাকে ধরে নিয়ে যায়। কোথাও কোনো খোঁজ পাওয়া না গেলেও দু-তিন দিন পর তার বাংলোর পার্শ্ববর্তী এলাকায় তার লাশ পাওয়া যায়। সেখানে আরও ৬০ জনের মৃতদেহ ছিল। শওকত নেওয়াজের আত্মত্যাগের কথা মনে করে আমি তার অসুস্থ মরণাপন্ন বৃদ্ধ পিতার সহযোগিতায় তার নামে একটি ট্রাস্ট করে দিয়েছি, ভবিষ্যতে তার স্মৃতি রক্ষায় এটি সহায়ক হবে বলে আমি মনে করি। এই মালনিছড়া চা-বাগান নিয়ে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক যে নাটক রচিত হয়েছে এটি ধ্রুব সত্য, এ বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠতায় সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

প্রদ্যোত ঃ চা বাগানের শ্রমিকদের ব্যাপারে কিছু বলুন

রাগীব আলী ঃ আগে চা-বাগানে শ্রমিকরা যেভাবে কাজ করতো বর্তমানে সে অবস্থা আর নেই। আগের শ্রমিকদের মধ্যে কর্মে একনিষ্ঠতা ছিল বর্তমানে সেখানে রাজনীতি ঢুকে গেছে, কর্মে শৈথিল্য এসেছে। বর্তমানে তাদের দৈনিক মজুরি ২৪ টাকা। এই মজুরি নির্ধারিত হয় চা-বোর্ড, কোম্পানী, সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ চা-বোর্ড ও চা সংসদ এবং শ্রমিক নেতাদের মধ্যে আলোচনা সাপেক্ষে। বাগান কর্তৃপক্ষ ভর্তুকি দিয়ে তাদেরকে অতি অল্প মূল্যে রেশন দিচ্ছে, চিকিৎসা সুবিধা দিচ্ছে এবং আবাসিক সমস্যারও সমাধান করছে। এসব সুযোগ সুবিধা মিলিয়ে তারা দৈনিক ৭০-৮০ টাকা পাচ্ছে। বর্তমান সময়ে তারা উপযুক্ত মজুরি পাচ্ছে বলে আমি মনে করি। নিয়ম অনুযায়ী শ্রমিকদের আট ঘন্টা কাজ করার কথা। তারা যদি নির্ধারিত সময়ে যথাযথভাবে কাজ করে তা হলে বাগানের উন্নতি হবে, উৎপাদন বাড়বে এবং এর সুফল মালিক শ্রমিক উভয় পক্ষ ভোগ করতে পারবে। চা রপ্তানীর আয় আরো বাড়বে। কিন্তু কিছু কিছু শ্রমিক রয়েছে যারা নিজেদের ভাগ্য নিজেরা গড়তে চায় না, কর্মে শৈথিল্য করে এবং এ অশুভ প্রবণতায় অন্যদেরও প্রভাবিত হবার আশঙ্কা থাকে। এ সমস্ত শ্রমিকদের কর্মে উৎসাহিত করার জন্য শ্রমিক নেতাদের একটা বলিষ্ঠ ভূমিকা থাকা দরকার এবং সরকারেরও কিছু করণীয় আছে কিনা তা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের ভেবে দেখার সময় এসেছে।

www.pathagar.com

এছাড়াও কিছু কিছু শ্রমিক আছে যারা বাগান নষ্ট করে, চারা বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় সহায়তা করে না এবং বাগানের ছায়াবৃক্ষ কেটে উজাড় করে। শুধু তাই নয়, এই ছায়াবৃক্ষ পাচারে তারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহযোগিতা করে। অনেক সময় স্থানীয় প্রশাসন নীরবতা অবলম্বন করে। এসব অপকর্ম রোধে কঠোর আইন প্রণয়ন প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। শ্রমিকদের কাজের ব্যাপারে সরাসরি মালিক পক্ষ তেমন কিছু বলতে পারে না। এটি শুধু চা বাগানে নয় অন্যান্য ক্ষেত্রেও বিরাজমান। এর ফলে চা-বাগান এবং কল-কারখানায় উৎপাদন ব্যাহত হয়। শিল্প-কারখানার বিকাশ ও দেশের উন্নয়নে ব্যঘাত ঘটে।

প্রদ্যোত ঃ আমাদের চা বাগানগুলোকে আরো উন্নতমানের করে তুলতে কি কি করা উচিত বলে মনে করেন?

রাগীব আলী ঃ আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারত, শ্রীলংকা, কেনিয়া প্রভৃতি দেশে অনেক চা-বাগান আছে। সেগুলোর উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণে তাদের সরকার অনেক সাহায্য সহযোগিতা করে। প্রয়োজনে তারা সরকারের কাছ থেকে ঋণ পেয়ে থাকে। বাজারজাত করারও সুব্যবস্থা আছে। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনেও সরকারের তরফ থেকে সহযোগিতা পেয়ে থাকে। কিন্তু আমাদের দেশে সে ব্যবস্থা অনেকটা অনুপস্থিত। চা বাগানগুলোর উন্নয়নে সরকার উদাসীন। আমাদের দেশে চা বাগানের মালিকরা সরকারের কাছ থেকে সে রকম সাহায্য সহযোগিতা পাচ্ছে না। চা শিল্প প্রধানত কৃষি নির্ভর। কৃষি ব্যাংকের কাছে ঋণ চাইলে সময়মত তা পাওয়া যায় না। দীর্ঘসুত্রিতার কারণে কৃষি ঋণ যখন পাওয়া যায় তখন সে টাকা বাগানের উন্নয়নে খরচ করার সময় থাকে না। সরকারের উচিত এ ব্যাপারে ত্বরিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা। সুতরাং সরকারের সংশ্লিষ্ট দফতরের কর্মকর্তাদের মনে রাখতে হবে, কোন সময় টাকা দিলে তা বাগান মালিকরা কাজে লাগাতে পারবেন। বাগান এলাকার আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব কঠোরভাবে পালন করতে হবে। সময়মত আন্তর্জাতিক বাজারে যাতে চা রপ্তানী হয় সে ব্যবস্থা গ্রহণ করা ছাড়াও সরকারের উচিত চা-বাগানগুলোর উন্নয়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া। দেশের অনেক রুগ্ন শিল্পের মতো রুগ্ন চা-বাগান আছে। সেগুলোর উন্নয়নে, উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার। যেমন আমি ৬টি রুগ্ন চা-বাগান ক্রয় করেছিলাম। সেগুলোতে বর্তমানে ভাল উৎপাদন হচ্ছে। এমনকি টপ টেন চা বাগানের মধ্যে আমাদের কোম্পানীর দু'টি চা-বাগান আছে।

চা বাগানগুলোর উন্নয়নের কথা বলে অনেক মালিক সরকারের কাছ থেকে কর্জ নিয়ে থাকে। কিন্তু সে টাকা তারা বাগানের কাজে ব্যবহার না করে গাড়ি বাড়ি করার জন্য ব্যয় করেন। বাগান যেই অবহেলিত সেই অবহেলিত অবস্থায়ই থাকে। এ ব্যবস্থা অতীতে অনেক বেশি ছিল। বর্তমানে এ প্রবণতা অনেক কমেছে। অনেক শিক্ষিত, উদ্যোগী লোক এ পেশায় আসায় অবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়েছে এবং হচ্ছে। চা বাগানগুলোর মালিকরা ইতিমধ্যে সুফলও পেতে শুরু করেছেন।

www.pathagar.com

প্রদ্যোত ঃ আন্তর্জাতিক বাজারে আমাদের চায়ের বাজার প্রসারের জন্য আরও কি কি পদক্ষেপ নেয়া দরকার?

রাগীব আলী ঃ বিশ্বে চায়ের বাজার সম্প্রসারণের প্রধান দায়িত্ব সরকারের। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এ ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। চা বোর্ডেরও একটি গুরুদায়িত্ব রয়েছে। আমাদের চায়ের আন্তর্জাতিক বাজার পূর্বে ভাল ছিল। মাঝখানে এটা পড়ে যায়। হাল আমলে কিছুটা হলেও অবস্থার উন্নতি ঘটেছে। কিন্তু সেটা সাময়িক। সরকারের নিয়ন্ত্রণ ছাড়াও কিছু কিছু চা ব্যক্তিগত উদ্যোগে বিদেশে যাচ্ছে কিন্তু তা আশানুরূপ নয়। বিদেশে চা রপ্তানীর জন্য সরকারের ট্যাক্স কমান উচিত যাতে মালিকরা কোনো বিধি নিষেধের সম্মুখীন না হন। এ ছাড়া প্রতিটি চা বাগানে যাতে নতুন নতুন যন্ত্রপাতি বসানো হয় উন্নতমানের চা উৎপাদনের লক্ষ্যে সে ব্যবস্থাও নেয়া দরকার। আমার বাগানে উন্নতমানের মেশিন বসানোর ফলে আন্তর্জাতিক মানের চা তৈরি হচ্ছে এবং সেটা বিদেশে রপ্তানী করে আমি বেশ সুফলও পাচ্ছি।

প্রদ্যোত ঃ রুগ্ন চা বাগানগুলো থেকে আয় বর্ধনে কি ব্যবস্থা নেয়া যায়?

রাগীব আলী ঃ ঐতিহাসিক মালনিছড়া চা বাগানে আমি আম, জাম, আনারস, সুপারি, রবার, বাঁশ, কমলা, জলপাই, তেজপাতা, লিচু, মেহগনি, কড়ই প্রভৃতি গাছ রোপণ করেছি। আগামী দু'তিন বছরের মধ্যে বিদেশে প্রচুর কাঁঠাল রপ্তানী করতে পারব বলে আশা করি। যে জায়গা চা উৎপাদনের অনুপযোগী, বছরের পর বছর অনাবাদি পড়ে আছে সে জায়গায় বিভিন্ন ফলের চারা ও রাবার গাছ রোপণ করে প্রচুর আয় করা সম্ভব; এর জ্বলন্ত প্রমাণ আমার মালনিছড়া চা বাগান। উদ্যোগের অভাবকেই মূল প্রতিবন্ধক বলে আমি মনে করি।

প্রদ্যোত ঃ হিমায়িত মৎস্য রপ্তানীর উপর ইইসি'র নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে আপনার মন্তব্য কি?

রাগীব আলী ঃ কোনো কোনো হিমায়িত মৎস্য ব্যবসায়ী বিদেশী ক্রেতাদের ভাল জিনিস দেখিয়ে খারাপ দ্রব্যাদি সাপ্লাই দেয়। স্বভাবতই এতে তাদের নাখোশ হওয়ার কথা। এতে দেশের দুর্নাম হচ্ছে, বিদেশীদের কাছে আমাদের বিশ্বাসযোগ্যতাও কমে যাচ্ছে। সকল ক্ষেত্রে এ অবস্থার অবসান হওয়া একান্ত প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে সরকারের অনেক কিছু করণীয় আছে। যখন ব্যবসায়ীরা বিদেশে মালামাল প্রেরণ করে তখন সরকারের আইন থাকা দরকার যে তারা এগুলো পরীক্ষা- নিরীক্ষা করে দেখবেন। যারা এ সমস্ত অপকর্ম করবে, আইনে তাদের কঠিন সাজা হবে। একবার দু'বার এরকম সাজা হলে এদের দেখাদেখি অন্যরাও সতর্ক হয়ে যাবে। আর যে সমস্ত ভূয়া লাইসেন্সধারী আছে তাদেরকে খুঁজে বের করতে হবে, প্রয়োজনে আইনের কঠিন প্রয়োগ করতে হবে। আর যারা

www.pathagar.com

প্রকৃত সৎ ব্যবসায়ী, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে দেশের সমৃদ্ধিতে তাদেরকে নানাভাবে সাহায্য সহযোগিতা করা সরকারের দায়িত্ব। এতে একদিকে যেমন ব্যবসায়ীরা উপকৃত হবেন, অন্যদিকে দেশও সমৃদ্ধি অর্জন করবে।

প্রদ্যোত ঃ আমাদের ব্যবসায়ীরা যতখানি বিদেশ থেকে পণ্য আমদানীতে উৎসাহী দেশীয় পণ্য রপ্তানীতে ততোটা নয়। এর কারণ কি?

রাগীব আলী ঃ দেশীয় পণ্য বিদেশে রপ্তানীর চেয়ে আমদানী বেশি হবার প্রধান কারণ আমরা দেশে ভাল মানের, উন্নতমানের জিনিসপত্র উৎপাদন করতে পারি না। যেগুলো বিদেশে পাঠান যায় সেখানে সরকারের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীদের নানা অসহযোগিতা, দীর্ঘসূত্রিতা প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করছে। জাহাজ যোগে মালামাল পাঠাতে শিপিং স্পেস সময়মতো পাওয়া যায় না। অনাবশ্যক বেশি ট্যাক্সের বোঝা বহন করতে হয় এবং ব্যাংকের সুদ গুণতে হয়। মাসের পর মাস কর্মকর্তাদের কাছে ধর্ণা দিতে হয়। আমি নিজেও দেশীয় পণ্য বিদেশে রপ্তানী করতে চাই কিন্তু নানা কারণে নিরুৎসাহিত হচ্ছি।

প্রদ্যোত ঃ দেখা যায় অনেক ব্যবসায়ী কম পুঁজি খাটিয়ে, কম পরিশ্রমে বেশী লাভের জন্য নীতিজ্ঞান বিসর্জন দিয়ে মরিয়া হয়ে ওঠেন। এর কারণ কি?

রাগীব আলী ঃ মানুষের ভিতর ধৈর্য, সহনশীলতা, সততা ও নিষ্ঠার বড় বেশি অভাব। কে কিভাবে রাতারাতি কোটিপতি হবে, সমাজে অসৎ প্রভাব প্রতিপত্তি গড়ে তুলবে সে স্বপ্নে বিভোর। অর্থের লোভে অনেকেই নীতি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। এ অশুভ প্রবণতা ক্রমশ সমাজকে গ্রাস করে ফেলছে। এ প্রসঙ্গে থাইল্যান্ডের কথা বলা যায়, সেখানে কুটির শিল্পে দেশ ভরে গেছে, আমাদের দেশে সেরকম হওয়ার প্রচুর সুযোগ রয়েছে। এ জন্য কাঁচামাল ও জনসম্পদ রয়েছে কিন্তু উদ্যোক্তার বড় অভাব। কাঁঠাল, আনারস, লিচু, লেবু, টমেটো, বেগুন প্রসেস করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব কিন্তু এগুলোর উপযুক্ত ব্যবহার না হওয়ায় পচে যাচ্ছে, নষ্ট হচ্ছে।

প্রদ্যোত ঃ অনেক বড় বড় ব্যবসায়ী ব্যাংক ঋণ নিয়ে যথাসময়ে ফেরত দেন না। অপরদিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহীতা ঋণ পান না। এ সম্পর্কে আপনার মন্তব্য কি?

রাগীব আলী ঃ ব্যাংক থেকে যে সমস্ত ব্যবসায়ী ঋণ নিয়ে থাকেন তাদের মধ্যে অনেক ভাল লোকও আছেন। ব্যাংক থেকে তারা ঋণ নেন, আবার তা যথাসময়ে ফেরতও দেন। তা না হলে ব্যাংক চলে কেমন করে? যেমন ব্যাংক থেকে আমি ঋণ নিচ্ছি, আমার পরিচিতজনেরাও নিচ্ছেন, আবার যথাসময়ে ফেরত দেয়া হচ্ছে। এর মধ্যে কিছু খারাপ লোক তো আছেই। তাদের ঋণ দেয়ার সময় সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের কর্মকর্তাদের অনেক কিছু ভেবে দেখার প্রয়োজন আছে। অবশ্য খেলাপী ঋণ আদায়ের জন্য সরকার নতুন নতুন আইন প্রণয়ন করছে, এর সুফলও পাওয়া যাচ্ছে। আমি আশা করি অচিরেই এ অবস্থার পরিবর্তন হবে।

www.pathagar.com

প্রদ্যোত ঃ ব্যাংকিং ক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যা সমাধানে বেসরকারী ব্যাংকগুলো কি ভূমিকা পালন করছে?

রাগীব আলী ঃ বেসরকারী ব্যাংকের আমিও একজন উদ্যোক্তা। সাউথ ইস্ট ব্যাংকের আমি চেয়ারম্যান। আমরা অনেক বিচার বিবেচনা করে যে সমস্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে ঋণ দিয়েছি তারা সময়মত ঋণ পরিশোধ করেছে এবং করছে। এখন পর্যন্ত আমাদের ব্যাংকে কোনো ঋণ খেলাপী নেই। দেখে শুনে বুঝে সত্যিকার লোককে ঋণ দিয়ে সাহায্য করা একটা নৈতিক দায়িত্ব বলে আমি মনে করি। আমরা সেটা পালন করে যাচ্ছি। আমাদের ব্যাংক বর্তমানে খুবই ভাল চলছে। এই বেসরকারী ব্যাংকিং ক্ষেত্রে যে সাময়িক মন্দা ভাব রয়েছে তা অচিরেই কেটে যাবে। এক্ষেত্রেও সরকারের যথেষ্ট সাহায্য সহযোগিতা প্রয়োজন বলে আমি মনে করি।

প্রদ্যোত ঃ দেশের উন্নয়নে প্রধান প্রধান প্রতিবন্ধকতাগুলো কি কি?

রাগীব আলী ঃ দেশের উন্নয়নের জন্য অনেক অনেক প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে শিক্ষার অভাব। একটি জাতি শিক্ষার দিক দিয়ে পশ্চাদপদ থেকে উন্নতির দিকে অগ্রসর হতে পারে না। তা ছাড়া দেশের উন্নয়নের জন্য প্রত্যেককে স্ব স্ব ক্ষেত্রে অবদান রাখতে হবে। সাধারণ মানুষকে উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত করা দরকার, সরকারী চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী, শিক্ষক, ডাক্তার প্রভৃতি পেশার লোকদের সততা ও নিষ্ঠা, কঠোর শ্রম অত্যাবশ্যক। সরকারকেও তার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে হবে। সরকারের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন, আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।

প্রদ্যোত ঃ মানুষের মধ্যে অসহিষ্ণুতা ও অস্থিরতা বাড়ছে। এর কারণ কি?

রাগীব আলী ঃ ঈমান, আমল, আকিদা, ধৈর্যের অভাবের জন্য সমাজে অসহিষ্ণুতা বেড়ে চলছে। কোনো জিনিস পাওয়ার জন্য মানুষ অপেক্ষা করতে নারাজ। যেমন একটি গাছ লাগালে তার ফল ভোগ তৎক্ষণাৎ করা যায় না, গাছটি বড় হয়ে ফল দেবে সে জন্য অপেক্ষা করতে হয়। সবুর জিনিসটার অভাবে মানুষের মধ্যে অশান্তি বাড়ছে, অসহিষ্ণুতা বাড়ছে।

প্রদ্যোত ঃ দেশে অনেক ধনবান লোক আছে কিন্তু দানশীল লোকের এতো অভাব কেন?

রাগীব আলী ঃ দেশে অনেক ধনবান লোক আছেন একথা সত্য। তারা বিভিন্ন কাজে দান করছেন। এই দাতাদের সামাজিক স্বীকৃতির যেমন ব্যবস্থা নেই; তেমনি সরকারী স্বীকৃতিরও ব্যবস্থা নেই। ফলে যারা দান করতে এগিয়ে আসবেন তাদের মধ্যে অনেকেই উৎসাহ উদ্দীপনা হারিয়ে ফেলেন। দেশে অনেক কৃপণ ধনী আছেন, তারা দান করেন না। দান জিনিসটা যদিও ধর্মীয় দৃষ্টিতে গোপন করতে হয় কিন্তু প্রকাশ্যে করার মধ্যে অনেক যৌক্তিকতা রয়েছে। মানুষ যদি দান করায় প্রচার পায়

www.pathagar.com

তা হলে তাদের দেখাদেখি অন্যরাও উৎসাহিত হবে, দান করতে এগিয়ে আসবে। বিদেশে এরকম অনেক প্রমাণ আছে, দাতাদের যেমন সামাজিক স্বীকৃতি আছে তেমনি সরকারী স্বীকৃতিও আছে। দাতাদের অর্থের উৎস সম্পর্কে নানা কথা থাকতে পারে কিন্তু এর মধ্যে অনেকের অর্থ যে সৎ উপায়ে অর্জিত সে কথাও মানতে হবে।

প্রদ্যোত ঃ আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আপনার চিন্তা-ভাবনা ও প্রত্যাশা কি?

রাগীব আলী ঃ দিন দিন মানুষের নৈতিকতার অবনতি ঘটছে অন্যদিকে দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশও বিনষ্ট হচ্ছে। এক শ্রেণীর লোক আছে যারা নিজেরাও গাছ লাগাবে না, অন্যকেও গাছ লাগাতে বাধা দেয়। রাতের অন্ধকারে গাছ কেটে বাগান উজাড় করে দিচ্ছে। এসব রোধে আইন যেমন শিথিল, আইনের প্রয়োগ আরও শিথিল।

বাংলাদেশ কৃষিনির্ভর দেশ হলেও কৃষির আধুনিকায়নের তেমন উদ্যোগ নেই। পুরনো কৃষি ব্যবস্থা এখনো আছে। হাজার হাজার বছরের লাঙল-জোয়ালের সনাতন কৃষি পদ্ধতি এখনো চলছে। আধুনিক বিজ্ঞানের আশীর্বাদ পুরোপুরি পৌঁছতে আরো বহু সময় লেগে যাবে। দেশটি কৃষি নির্ভর হলেও কৃষকদের স্বার্থ রক্ষা ও কৃষি নির্ভর শিল্প স্থাপনের উদ্যোগের অভাব রয়েছে। কৃষি উন্নয়নের পাশাপাশি বর্তমান সময়ে দেশের উন্নয়নে শিল্পের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। আমাদের দেশে নানা কারণে শিল্পের প্রসার বাধাগ্রস্থ হচ্ছে।

আমাদের যে পরিমাণ কাঁচামাল ও জনসম্পদ রয়েছে সে তুলনায় শিল্প কারখানা স্থাপন হচ্ছে না। দেশে যে স্বল্পসংখ্যক শিল্প-কারখানা আছে, নানা কারণে সেগুলোতেও আশানুরূপ উৎপাদন হচ্ছে না। শিল্পের প্রসার ছাড়া আধুনিক বিশ্বে কোনো দেশেরই উন্নয়ন সম্ভব নয়। বিজ্ঞান, প্রযুক্তিগত দক্ষতা ও জ্ঞানের অভাবে উন্নত বিশ্বের সঙ্গে আমাদের ব্যবধান বাড়ছে।

এছাড়া আমাদের দেশে যে প্রচুর জনসম্পদ রয়েছে এদের বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ করে বিদেশে পাঠানো গেলে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সম্ভব। এ জন্য আমাদের ইংরেজি শিক্ষার উপরও গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

উপরে যে সব সমস্যার কথা আলোচনা করা হলো সেগুলো পর্যায়ক্রমে দূর করতে পারলে আমাদের দেশও উন্নতির শিখরে আরোহন করতে পারবে। আমি আশাবাদী যে, এ সমস্ত সমস্যার সমাধান সকলের সম্মিলিত প্রয়াসে সম্ভব হবে। আমি আছি সেই সুদিনের প্রতীক্ষায়।

বিশেষ সাক্ষাৎকার, ফোরকান আহমদ, সম্পাদক, সাপ্তাহিক প্রদ্যোত, ঢাকা।

www.pathagar.com

রাগীব আলী একজন সাচ্চা মুমিন

কাজী মুতাসিম বিল্লাহ্

মানুষের কাছে আছে আল্লাহ্ প্রদত্ত দু'প্রকারের নেয়ামত বা দান, প্রথম তার শারীরিক সুস্থতা, কর্মক্ষমতা ও জ্ঞান বুদ্ধি। আল্লাহ্তায়ালার এ নেয়ামতের শুকরিয়া বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে-শারীরিক ইবাদত-বন্দেগী আদায় করে, আল্লাহ ও রাসুলের প্রতি ঈমান-ইয়াকিন প্রেম-ভালবাসা, ইশক-মহব্বত প্রকাশের মাধ্যমে। দ্বিতীয় নেয়ামত হল আল্লাহতায়ালার দান ধন-সম্পদের যথাযথ ব্যবহার। কিছু দিন পূর্বে স্বল্প সময়ের সাক্ষাত ও আলাপে আমার মনে এ বিশ্বাস জন্ম নিল যে, রাগীব আলী সাহেব আল্লাহতায়ালার এরূপ সৌভাগ্যবান ও মুত্তাকী বান্দাদের অন্যতম, যারা আল্লাহতায়ালা প্রদত্ত এ দু'টি নেয়ামতের সদ্ব্যবহারে ও শুকরিয়া আদায়ে সমর্থ হয়েছেন। এই বয়সে শতাধিক ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন, পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান, মুক্তহস্তে সাহায্য বিতরণ তার মাঝে ধর্মীয় অনুরাগ, আল্লাহর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস, ইবাদত বন্দেগীতে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা, দেশ ও জাতির কল্যাণ কামনা এবং সমাজসেবার অনুপম প্রেরণার উজ্জ্বল স্বাক্ষর বহন করে।

আলহাজ্ব রাগীব আলীর বৈচিত্র্যময় কর্মজীবনে দ্বীনে ইসলামের খেদমতে নিজেকে উৎসর্গ করা, দেশ ও জাতির সেবায় দৃঢ় পদক্ষেপ আমার মনে এ প্রতীতি জন্ম দিয়েছে যে, তার মহান অন্তরে আল্লাহতায়ালার বাণী সর্বক্ষণ তাঁকে অস্থির উদ্বেল করে রেখেছে।

রাগীব আলী কঠিন অধ্যবসায়, অক্লান্ত পরিশ্রম ও অতুলনীয় ধৈর্য্যের মাধ্যমে রিক্ত হস্ত হতে যে ধনৈশ্বর্যের অধিকারী হয়েছেন, তা সত্যিই বিস্ময়ের উদ্রেক করে। রাগীব আলী এখন দেশের একজন বিশিষ্ট শিল্পপতি, সফল ব্যবসায়ী। তিনি তার বহুমুখী ব্যবসা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আল্লাহ্তায়ালার হাজারো অভাবী কর্মহীন বান্দার কর্মসংস্থানের মাধ্যমে কুরআন মজিদের এ আয়াতের নির্দেশ বাস্তবায়নে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে সমর্থ হয়েছেন- "এবং তাদের ধন-সম্পদে নির্ধারিত রয়েছে বঞ্চিতদের ও অভাবীদের অধিকার" (২৯ পারা, সূরা মাআরিজ)। আজ যদি আমাদের সমাজের বিত্তশালীগণ কুরআন মজীদের এই অমোঘ বাণীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনে সমর্থ হতেন, তাহলে সমাজে ক্ষুধার্তের আর্তনাদ, বুভুক্ষের করুণ হাহাকারে আকাশ বাতাস মর্মরিত হতোনা। সমাজ জীবনে মারামারি, হানাহানি, ছিনতাইয়ের বিভীষিকা দূর হতো। মানুষের বাস উপযোগী একটি সুস্থ সুখী সুন্দর সমাজ গড়ে উঠতো। ধর্মীয় জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতা,

www.pathagar.com

আর্ত-মানবতার সেবায় নার্সিংহোম, হাসপাতাল ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে রাগীব আলী নিজেকে অসহায় দুঃখী মানুষের পরম বন্ধুরূপে প্রমাণ করেছেন।

আল্লাহর মেহেরবানীতে বুদ্ধিমান পরিণামদর্শী রাগীব আলী এর পরিবর্তে মুক্ত হস্তে সম্পদ বিলিয়ে নিজেকে বিপদ হতে মুক্ত রাখার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। রাগীব আলী অভাবী আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম-অনাথ, নিঃস্ব, মিসকীনের মাঝে নিজের কষ্ট উপার্জিত ধন-সম্পদ দান করে বিভিন্নভাবে বিনিয়োগ করে কুরআন মজিদে ২৮. পারায় সূরা হাসরের ৭নং আয়াতের ইসলামে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূলনীতি "যাতে ধনৈশ্বর্য্য তোমাদের ধনিক শ্রেণীর মাঝেই আবর্তিত না হতে থাকে" এর উপর সীমিত পর্যায়ে হলেও নিষ্ঠার সাথে আমল করে চলেছেন। আল্লাহতায়ালা তাকে দুনিয়া -আখেরাতে বিশেষভাবে পুরস্কৃত করুন।

রাগীব আলী সফল ব্যবসায়ী; আল্লাহর পথের সাহসী সৈনিক; তাঁর অর্থ সম্পদ শুধু বিভিন্ন শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্যে সীমাবদ্ধ করে দেননি, বরং একজন সাচ্চা মুমিন হিসাবে দুঃখী, অনাথ, দরিদ্র ও নিঃস্বদের মাঝে উদার হস্তে দান করে কুরআন মজিদের ২৮ পারায় সূরা 'আস-সয়ফ' এর ১০ নং আয়াতের উল্লেখিত ব্যবসায়ে তার পুঁজি বিনিয়োগ করে জান-মালের জিহাদ করে চলেছেন, পরিণামে আল্লাহতায়ালা ঘোষিত মহা সাফল্যের স্বর্ণশিখর জান্নাতে প্রবেশের আশায় বুক বেঁধেছেন। আল্লাহতায়ালা তার অশেষ রহমতে রাগীব আলীর এ আশা পূর্ণ করুন। আমিন। ছুম্মা আমিন।

মুহতামিম ও শায়খুল হাদিস জামিয়া শারিইয়া, মালিবাগ (ঢাকা)।

www.pathagar.com

দানবীর রাগীব আলী

সাদিয়া চৌধুরী পরাগ

শৈশব-কৈশোরে মা'র কাছে থেকে কোনো গল্প না শোনা অবধি রাতে ঘুম আসতো না। অদ্ভুত সুন্দর ঢঙে চমৎকার উপমার সাহায্যে মা গল্প শোনাতেন এবং তার সে সকল কথামালায় কখনো কোনো অতি প্রাকৃতিক ঘটনা অর্থাৎ ভূত-প্রেতের ভয়ঙ্কর কার্য-বিবরণ ও সমাজ সংসারের ক্ষতিকর চিত্রের অবতারণা হতে দেখা যেতো না। মা আমাদেরকে নবী-রাসূল, পীর-আউলিয়াদের কাহিনী, খ্যাতনামা ব্যক্তিদের ছোট থেকে বড় হওয়ার ঘটনা, মরমী কবি, গীতিকারদের জীবনকথা শোনাতেন। সে সকল গল্প কথার মানুষদের মাঝে জগৎ বিখ্যাত দানবীর হাতেম তাঈ আমাকে খুবই আকর্ষণ করত। মায়ের কাছ থেকেই জেনেছিলাম, দু'জাহানের রহমত নবী করিম (সাঃ)-এর জামানায় এই হাতেম তাঈয়ের কন্যা বিধর্মীরূপে যুদ্ধবন্দী হন। মানবতার পূর্ণপ্রতীক হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) মুসলমানদের হাতে ধৃত রমণীটির পরিচয় পেয়ে খুবই আবেগপ্রবণ হয়ে ওঠেন এবং মহিলাকে বিনাশর্তে মুক্তির নির্দেশ দেন। রাসূলে আকরাম (সাঃ) তা করেছিলেন, শুধুমাত্র জগৎ বিখ্যাত দানবীর হাতেম তাঈয়ের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে।

বর্তমান ভোগবাদী বিশ্বে নিঃস্বার্থ ভাবে দান করার নজীর খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে মাঝে মাঝে পাশ্চাত্য দেশে দু'চার জন ধনাঢ্য ব্যক্তি, নিঃসন্তান দম্পতি নিজেদের ধন-দৌলত সমাজ উন্নয়নে ব্যয় করার উইল বা দান করার সংবাদ জানা যায়। এ সকল দান-খয়রাতকারী ব্যক্তিগণ প্রায় সকলেই কোনো না কোন কল্যাণ রাষ্ট্র অথবা গণতান্ত্রিক দেশের অধিবাসী। তাঁদের এ ধরনের মানবিক কর্মকান্ডকে পৃথিবীর সকল শ্রেণীর জনগণ দ্বারা সমবেত কণ্ঠে স্বাগতম জানানো যেত, যদি তারা তাদের উদ্বৃত সম্পদসমূহ এশিয়া, আফ্রিকা অথবা বিশ্বের দরিদ্রতম দেশের জনগণের জন্যে প্রেরণ করতেন। কারণ মানুষ এক এবং অভিন্ন জাতি। মানুষের ওপর মানুষের অধিকার সর্বকালের।

একদা প্রাকৃতিক সম্পদে পরিপূর্ণ এবং বর্তমানকালে ভূ-গর্ভে লুক্কায়িত ধন-রাজির এই বাংলাদেশ বিশ্বের দরিদ্রতম দেশ হিসেবে চিহ্নিত। এর কারণ-স্বরূপ বলা যায়, ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ। পাক-শাসনামলের বৈষম্যমূলক আচরণ, নিষ্পেষণে জর্জরিত অশিক্ষিত জনগণের নিজেদের পারিপার্শ্বিক সম্পদ আহরণজনিত অজ্ঞতা ও অসচেতনতাকে দায়ী করা যায়। তদুপরি, ম্যালথাসিয়ান সূত্র অনুযায়ী জ্যামিতিক হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি দরিদ্রতার অন্যতম কারণ। ফলে কর্ম সংস্থানের অভাবে বেকার সমস্যা প্রকট ভাবে দেখা দিতে থাকে। স্বাধীনতা পূর্বকালীন সময়ে তদানীন্তন পূর্ব

www.pathagar.com

পাকিস্তান অর্থাৎ বর্তমান বাংলাদেশকে সমৃদ্ধশালী ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে যে সকল দুঃসাহসিক বাঙালি শক্ত পদক্ষেপ নিতে থাকে, তাঁরা হযরত শাহ-জালাল (রঃ) এর পুণ্য পদস্পর্শে ধন্য মাটির অধিবাসী বর্তমান সিলেট বিভাগের প্রবাসী জনগণ। এরা পঞ্চাশ দশকের প্রারম্ভ থেকে অব্যাহত ধারায় নানাভাবে ইংল্যান্ডে পৌঁছতে থাকে এবং হোটেল, রেস্তোরাঁ, কল-কারখানায় কাজকর্ম করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে জাতির অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটাতে থাকে। এভাবে একমাত্র সিলেটীরা মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ও স্বাধীনতা উত্তরকাল থেকে অদ্যাবধি একই রকম উপায়ে বৈদেশিক মুদ্রার বিশাল চাহিদা পূরণ করে আসছে।

স্বাধীনতা পূর্বকালে জালালাবাদের অধিবাসী যে সকল বাঙালি ইংল্যান্ড বা বিলেতে পাড়ি জমান 'শতাব্দীর হাতেম তাঈ' বলে পরিচিত দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্পপতি রাগীব আলী তাঁদের একজন। রাগীব আলীর পূর্ব পুরুষদের সম্পর্কে ঐতিহাসিক তথ্যসূত্রে জানা যায়, তাঁর ঊর্ধ্বতন সপ্তম পুরুষ আফগান যোদ্ধা সৈয়দ মোহাম্মদ ইয়াওর। তিনি সপ্তদশ শতকের প্রথম দিকে মোঘল বাহিনীর সাথে মৌলভীবাজারের দৌলতপুরের যুদ্ধে পরাজিত হন এবং মোঘলদের রোষানল থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য সিলেটের দুর্গম জঙ্গলাঞ্চল এলাকায় বসবাস শুরু করেন। এই আফগান যোদ্ধা সৈয়দ মোহাম্মদ ইয়াওর তার দলবল ও আত্মীয়-স্বজনেরা বর্তমান সুনামগঞ্জ জেলার ভাটি অঞ্চল দিরাই থানার মাটিয়াপুরে বসবাস করেন। পরিবারের একটি শাখা বিশ্বনাথ থানার তালিবপুর গ্রামে স্থায়ী নিবাস গড়ে তোলেন।

বর্তমানের মতো তখনকার দিনেও সাধারণ উপার্জনক্ষম পরিবারের সন্তানদের দেশে বা বিদেশে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে হলে নিজেদেরকে কষ্ট ও শ্রম দিতে হতো। আমাদের আলোচ্য ব্যক্তিত্ব দেশের খ্যাতিমান শিল্পপতি রাগীব আলীর ক্ষেত্রেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হতে দেখা যায়নি। তিনি ল্যাংগোয়েজ কোর্স করার পাশাপাশি রেস্টুরেন্টে পার্টটাইম কাজ করতে থাকেন এবং ক্রমান্বয়ে তিন বৎসর কঠোর পরিশ্রম করার পর লন্ডনে রিজেন্ট স্ট্রিটের একটি রেস্টুরেন্টে ভাল বেতনে চাকুরী যুগিয়ে নেন। এ সময়ে তিনি সপ্তাহে পঞ্চাশ পাউন্ড আয় করতে থাকেন। দ্রুত ভাগ্যের চাকা ঘুরিয়ে দেবার নিমিত্ত শেয়ার ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করেন। লন্ডনের ফিনানসিয়াল টাইমস্‌সহ অন্যান্য পত্রিকার অর্থনৈতিক ফিচারগুলি নিয়মিত পড়ে ব্যবসা-বাণিজ্যের ওপর ব্যাপক ধারণা লাভ করতে থাকেন। এ সময়ে তিনি লয়েডস ও মিডল্যান্ড ব্যাংকের মাধ্যমে শেয়ার ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করেন। অতঃপর রাগীব আলী কঠোর পরিশ্রম ও দক্ষতার বলে লন্ডন শহরে 'তাজমহল' নামক রেস্টুরেন্ট খোলেন। তিনি ও তাঁর স্ত্রী রাবেয়া চৌধুরীর সম্মিলিত শ্রমের জন্যই এই রেস্টুরেন্ট ব্যবসায়ে প্রচুর মুনাফা অর্জিত হতে থাকে। ১৯৭০ সালে তিনি নিজ জেলায় চা-বাগান ক্রয়ের উদ্দেশ্যে দেশে ফিরে আসেন। কিন্তু দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে লন্ডনে ফিরে যান এবং ১৯৭১ সালে বৃটেন প্রবাসী বাঙালিদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে মুক্তিযুদ্ধের ফান্ডে দান করেন। কেম্ব্রীজ

www.pathagar.com

গার্ডেনে বাংলাদেশ সেন্টার স্থাপনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। এ সময়ে তিনি বাংলাদেশ সেন্টারের জন্যে একটি টাইপ-রাইটার ক্রয় করে নিজ কাঁধে বহন করে সেখানে নিয়ে যান।

১৯৭৪ সালের দিকে তিনি দেশে ফিরে এসে একটি ট্যানারী শিল্প-কারখানা ক্রয় করেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে কারখানাটিকে একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেন। তিনি বাংলাদেশ সরকারের কাছ থেকে পরিত্যক্ত কোহিনূর ডিটারজেন্ট ফ্যাক্টরী ক্রয় করে এটাকেও লাভজনক পর্যায়ে দাঁড় করান এবং রুগ্ন চা-বাগানগুলো উদ্ধার করে লোকসানের হাত থেকে বাঁচিয়ে দেশের বাণিজ্যিক উন্নতি ঘটান। তিনি বৃটেনে বসবাসকারী বাঙালি জনগণের যে কোনো অসুবিধায় পাশে দাঁড়িয়ে সাহায্য সহযোগিতা দিয়েছেন এবং আজও এর ভিন্নতা ঘটতে দেখা যায় না। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, সিলেটের অধিবাসীরা পরিবার-পরিজনের সুখ-সুবিধার জন্যে বিদেশ গমন ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করার নিমিত্তে সাত সাগর আর তের নদী পাড়ি দেয় নি। তাদের আন্তরিক মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল সিলেট অঞ্চলের জনগণের উন্নয়ন ও সমগ্র দেশের অগ্রগতি ঘটানো। দেশের শিল্প-উন্নয়নের শক্তিশালী সৈনিক রাগীব আলী সেই উদ্দেশ্যে রুগ্ন লেদার ইন্ডাস্ট্রি, মৃত চা-বাগান পুনরুজ্জীবিত করেন এবং বহুবিধ শিল্প কারখানা ক্রয় ও পরিচালনা করে যাচ্ছেন। তিনি দেশের বেসরকারী বীমা কোম্পানী জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানীর উদ্যোক্তা ও পরিচালক এবং সাউথ ইস্ট ব্যাংক লিঃ -এর চেয়ারম্যান। তার এ সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক, ইন্স্যুরেন্স কোম্পানীগুলোতে দেশের হাজার হাজার মানুষ শ্রম ব্যয় করে নিজেদের পারিবারিক সচ্ছলতা বৃদ্ধি ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। জনাব রাগীব আলী শুধু শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেই জনগণের কর্ম-সংস্থানের পথ সৃষ্টি করছেন না, তিনি শিক্ষার সফলতার কথা চিন্তা করে দেশে অনেকগুলো প্রাইমারী স্কুল, উচ্চ-মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাদ্রাসা, মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেছেন ও ঢাকা শহরে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় নর্থ-সাউথ ইউনিভার্সিটি ও এশিয়া পেসিফিক ইউনিভার্সিটির উদ্যোক্তা ও ভাইস চেয়ারম্যান নিযুক্ত হয়েছেন। এছাড়া তিনি বর্তমান সিলেট বিভাগে ‘রাগীব-রাবেয়া মেডিকেল কলেজ’ ছাড়াও প্রায় ৮২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছেন। তাঁর স্থাপিত এ সকল প্রতিষ্ঠান থেকে মানুষ শুধু শিক্ষার সুফল ভোগ করছে না, শত শত পরিবারের আত্মকর্মসংস্থানের দ্বারও উন্মুক্ত হয়েছে। জনাব রাগীব আলী খেলাধুলার ক্ষেত্রে দেশের তরুণ সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে সিলেট মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব ও ব্রাদার্স ইউনিয়নকে সাহায্য ও সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছেন। তিনি ‘সিলেটের ডাক’ নামক একটি দৈনিক পত্রিকার সম্পাদকমন্ডলীর প্রধান এবং ঢাকা থেকে প্রকাশিত ‘দি ফিনানসিয়াল এক্সপ্রেস’ এর বোর্ড মেম্বার। দুই সন্তানের জনক প্রায় সত্তর বৎসর বয়সের শিল্পপতি রাগীব আলী ব্যক্তিগত জীবনে অত্যন্ত অমায়িক, সরল, অহমিকাবিহীন, ধার্মিক, বিনম্র স্বভাবের ও অতিথিপরায়ণ মানুষ। এতগুলো শিল্প-কারখানার অধিকারী শিল্পপতি রাগীব আলী সাধারণ জীবন যাপন অভ্যস্ত।

www.pathagar.com

সম্প্রতি তিনি 'রাগীব-রাবেয়া সাহিত্য পুরস্কার' প্রবর্তন করেছেন। সাহিত্য, শিল্প, সমাজসেবামূলক কর্মে অবদান রাখার জন্যে যে কোনো গুণগ্রাহী ব্যক্তিত্বকে এ পুরস্কার প্রদান করা হবে। তবে তাঁর এ পুরস্কার প্রদানের লক্ষ্য শুধু গুণী মানুষকে মূল্যায়ন করার জন্যেই প্রবর্তিত হয়নি, দেশে গুণীজন সৃষ্টি ও মানুষের সুপ্ত প্রতিভাকে জাগিয়ে তোলাই এ পুরস্কার প্রদানের মুখ্য উদ্দেশ্য।

শিল্পপতি রাগীব আলী কঠোর পরিশ্রম করে সততা দক্ষতায় মানুষের আস্থা ভাজন হওয়ার যোগ্যতা নিয়েই এত উঁচু ধাপে এসে পৌঁছেছেন। তার এ সকল গুণাগুণ ছাড়া যে চারিত্রিক শক্তি তাকে সর্বাধিক আলোকোজ্জ্বল করতে পেরেছে তা হলো, নবী করীম (সঃ) এর একজন নিষ্ঠাবান অনুসারীরূপে তিনি তার জীবন সঙ্গীনীর পূর্ণ মর্যাদা দিতে পেরেছেন। এর নজীর দেখতে পাওয়া যায়, 'রাগীব-রাবেয়া মেডিকেল কলেজ' স্থাপন ও 'রাগীব-রাবেয়া সাহিত্য পুরস্কার' প্রবর্তনের মাধ্যমে। তিনি যেন এসকল কর্মের দ্বারা নীরবে প্রকাশ করে যাচ্ছেন জাতীয় কবি নজরুলের সত্যবাণী-

'এ পৃথিবীতে জয়ী হয়নি কখনো পুরুষের তরবারি
শক্তি দিয়েছে সাহস দিয়েছে বিজয়লক্ষ্মী নারী'।

শিল্পপতি রাগীব আলী সমাজ সেবামূলক কর্ম, শিল্প-কারখানা গড়ে তুলে শুধু দেশেই সুনাম অর্জন করেননি বিদেশেও তাঁকে নানা গঠনমূলক কর্মকান্ডে জড়িত হতে দেখা যায়। তিনি তার নিজস্ব শিল্প-কারখানার দ্বার খুলে দিয়ে শুধু মানুষকে অন্ন সংস্থানের পথ করে দেন নি, তিনি দেশে-বিদেশে কপর্দকহীন মানুষকে আর্থিক অনুদান দিয়ে যাচ্ছেন যেন কেউ জানে না এমনভাবে। ইসলামের বাণী হলোঃ তুমি এমন ভাবে দান করো যেন তোমার বাঁ হাত না জানে। দানশীল লোকদের আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল অত্যন্ত পছন্দ করেন। দেশের দানশীলদের অন্যতম ব্যক্তিত্ব রাগীব আলী যেন আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই তাঁর শ্রমলব্ধ অর্থ গরীব দুঃখীদের মাঝে প্রতিদিন বিতরণ করে যাচ্ছেন। শিল্পপতি রাগীব আলী এখন একটি নাম মাত্র নয়, দানবীর, সমাজসেবক বলেও তাঁকে অভিহিত করা হয়। তাঁর সৎকর্ম দক্ষতা বিচক্ষণতা দেশকে অর্থনৈতিক অচলতা থেকে ধাপে ধাপে সচলতার দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সমাজের মানুষ উৎসাহ উদ্দীপনা লাভ করছে এবং তার দানে অনুদানে বেঁচে থাকা পরিবারগুলো আরো শত শত রাগীব আলীর আগমন প্রার্থনা করছে। রাগীব আলী তাই সূর্যের মত জাজ্জ্বল্যমান আলোক রশ্মি, যার দিগন্ত প্রখরিত উজ্জ্বলতায় অন্ধকার তলিয়ে যায়। মানুষ পথ খুঁজে পায়। নব কর্মের প্রেরণায় আত্মনিবেদনের বাসনায় তারা জেগে ওঠে। রাগীব আলী যেন আমার মায়ের গল্পের সেই হাতেম তাঈ। প্রকৃত অর্থেই দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী মানুষ।

ছড়াকার ও শিশু সাহিত্যিক

www.pathagar.com

শতাব্দীর অন্যতম দানবীর

বিপ্রদাস ভট্টাচার্য বাপ্পু

আনন্দ সুখ সমৃদ্ধি অর্জনের জন্য ত্যাগের প্রয়োজন। বর্তমান বিশ্বের চারদিকে এতো মন্দের মাঝে ভাল কিছুর সংখ্যা খুব কম। টাকার পেছনে মানুষ ছুটছে। ধনী ও গরীবের মধ্যে ব্যবধান বাড়িয়ে তুলেছে টাকা। আর এই অর্থোপার্জন এমন একটি কৌশল যা সবার আয়ত্তে থাকে না। কেউ সারাজীবন কঠোর পরিশ্রম করে সুস্থ্য ও স্বাভাবিক জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ উপার্জন করে। সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি অপরের ঈর্ষার বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। মানবিক গুণাবলী সম্পন্ন একজন মানুষ তার চারপাশের নিকৃষ্ট ঈর্ষার গণ্ডি থেকে সহজেই বেরিয়ে আসে। জীবন ও জগৎ সংসারে মহানুভব দৃষ্টিভঙ্গির মানুষ হাতে গোনা ক'জন থাকেন, যাঁদের কর্ম ও ত্যাগের ফলে গোটা দেশ ও জাতি উপকৃত হয়।

দেশবরেণ্য এ রকম এক সমাজহিতৈষী মানুষ রাগীব আলী। সোনার দেশ গড়তে হলে সোনার মানুষ প্রয়োজন। সামাজিক মূল্যবোধ জাগ্রত করে নিজেকে ভোগ বিলাসে মত্ত না রেখে শ্রদ্ধাস্পদ রাগীব আলী আত্মোৎসর্গের মনোভাবে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। ১৯৩০-এর দশক থেকে যে কবিতাটি আজো আমাদের বিবেককে শাণিত করে তা হলো,

> পরের কারণে স্বার্থ দিয়া বলি
> এ জীবন মন সকলই দাও
> তার চেয়ে সুখ কোথাও কি আছে
> আপনার কথা ভুলিয়া যাও।

ত্যাগেই সুখ, ভোগে নয়। ত্যাগেই পুণ্য, ভোগে পাপ। এই মহামূল্যবান কথাটির সত্য প্রতিষ্ঠা আজকের এই দুর্মূল্যের দিনে রাগীব আলী-ই সম্ভব করেছেন। চোখ ফেরালেই দেখা যায় অনেক মানুষ দু'হাতে টাকা লুটছে। বছরে অনেকবার গাড়ির মডেল বদলাচ্ছে। অভিজাত পাড়ায় একটার পর একটা বাড়ি তৈরি করছে। আর সপরিবারে ভোগের আনন্দে ডুবে গেছে। সত্যিকার মানবধর্ম তো এটি নয়। পৃথিবীতে মানুষ আসে মাত্র কিছু দিন সময় নিয়ে। এর মধ্যেই তাকে অনেক কর্তব্য সম্পাদন করে যেতে হয়। ভোগ আর বিলাসিতা সারাজীবন কোন মানুষেরই কাম্য হতে পারে না। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মনীষীরাই অনাড়ম্বর সরল জীবন যাপন করেছেন। আইনস্টাইনের একটি উক্তি হলো, 'প্রত্যেকের জীবনেই কিছু আদর্শ থাকে যা তার কর্ম প্রচেষ্টা ও বিচার শক্তির গতিপথ নির্ধারণ করে।'

মানুষ তার আদর্শ নিয়েই এগিয়ে যায়। আদর্শের প্রকারভেদ থাকতে পারে। মানুষের সামগ্রিক কল্যাণ করা যাঁর আদর্শ, তিনি অবশ্যই মহান। আমাদের পাক

www.pathagar.com

ভারত-বাংলাদেশ উপমহাদেশে অনেক হৃদয়বান ব্যক্তি ছিলেন যাঁরা তাঁদের কল্যাণকর ভূমিকার কারণে অমর হয়ে আছেন। বৃহত্তর সিলেটে একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন যে সব দানবীর, তাঁরা লোকান্তরিত হয়েছেন ঠিকই, কিন্তু এসব অমর কীর্তি কখনো হারাবার কিংবা মুছে যাবার বিষয় নয়। তাদের যে সুমহান আদর্শ ছিল, তাতে আমাদের পূর্বসূরীরা যেমনি উপকৃত হয়েছেন, বর্তমানে আমরাও তেমনি উপকৃত হচ্ছি। যুগ যুগ ধরে তাদের অমর দান এ জাতি গ্রহণ করে যাবে।

আজ নতুন এক শতাব্দীতে এরকম একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ দানবীর রাগীব আলী বাঙালি জাতির জন্য নিজস্ব ভান্ডার উজাড় করে কিছু করতে যাচ্ছেন। সিলেটের কৃতি সন্তান রাগীব আলী কিছু পাবার আশায় নয়, আজ দেবার ব্রত নিয়ে জাতির কাছে উপস্থিত হয়েছেন। আমাদের দেশে নেতার অভাব নেই, উপদেশ বাণীর অভাব নেই, বুদ্ধিজীবীর অভাব নেই। আর রাজনৈতিক দলের তো সঠিক সংখ্যাই বলা কঠিন। এ দেশে সস্তা উপদেশ, বড় বড় বক্তৃতা সবাই দিতে জানে, সবাই মাঠে মঞ্চে বক্তৃতা দিয়েও থাকেন, কিন্তু ব্যবহারিক প্রয়োগ করতে আসেন না। রাগীব আলী মিষ্টি কথা দিয়ে মানুষ ভোলাতে চান নি। তিনি চেয়েছেন যুগ যুগ থেকে অবহেলিত নিপীড়িত কিছু মানুষের কল্যাণ সাধন। আর এ জন্যই আজ রাগীব আলী রয়েছেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মাদ্রাসায়, মেডিক্যাল কলেজে, দাতব্য হাসপাতালে, সড়ক উন্নয়নে, ব্রীজ নির্মাণে, আর গ্রামের দুঃখী মানুষের অন্তরে। তাঁর বিশাল কর্মযজ্ঞ এ শতাব্দীর লাখ লাখ মানুষের জন্য নিবেদিত। এ জাতি তার ঋণ শোধ করতে পারবে না।

সিলেটের কামালবাজারে তালিবপুর গ্রামে রাগীব আলীর পৈত্রিক নিবাস। ছোটবেলা থেকেই রাগীব আলী লেখাপড়ার পাশাপাশি জীবন সংগ্রামে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। অলসতার মাঝে না থেকে কঠোর পরিশ্রম করে কিভাবে নিজের পায়ে দাঁড়ানো যায়, সে স্বপ্নই তিনি দেখতেন। শৈশব-কৈশোর পেরিয়ে যৌবনে এসে রাগীব আলী প্রচন্ড পরিশ্রমে নিজেকে নিয়োজিত করেন। দেশে বিদেশে সবখানেই তাঁর কর্মময় জীবন অব্যাহত থাকে। কঠোর পরিশ্রম আর একাগ্রতায় তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

প্রতিষ্ঠা লাভের পরও থেমে থাকেনি তাঁর কাজ। জীবনের সঞ্চিত অর্থ বিত্ত আজ সাধারণ মানুষের মাঝে বিলিয়ে নিজেকে অমর করে রাখার মহৎ কাজ সম্পন্ন করতে যাচ্ছেন। তাঁর সাথী হয়েছেন পত্নী রাবেয়া খাতুন চৌধুরী। তাঁদের প্রচেষ্টায় বৃহত্তর সিলেটের বহু স্কুল, কলেজ, পাঠাগার, মাদ্রাসায় উন্নয়নের ছোঁয়া লেগেছে। ১৯৯৪ সালে তাঁর পৈত্রিক ভিটায় নির্মিত হয়েছে রাবেয়া-রাগীব হাসপাতাল। সেখানে হাজার হাজার অসহায় লোকে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা পাচ্ছে। গ্রামের রাস্তা দিয়ে মানুষ হেঁটে যেতে পারতো না বর্ষার সময়। সে রাস্তাটি নিজ খরচে পাকা করেছেন। ব্রীজ ও কালভার্ট নির্মাণ করেছেন। লেখাপড়ার জন্য প্রতিষ্ঠা করেছেন স্কুল। সুনামগঞ্জ রাস্তার পাশে নির্মাণাধীন রয়েছে জালালাবাদ রাগীব-রাবেয়া মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল। যেখানে গত দু'বছর ধরে এমবিবিএস কোর্সে

www.pathagar.com

ছাত্র-ছাত্রীরা লেখাপড়া করছে। মদন মোহন কলেজে যখন একটি অডিটরিয়াম ছিল না তখন তিনি নির্মাণ করেছেন রাগীব আলী অডিটোরিয়াম। প্রবীণ হিতৈষী সংঘ যখন ঠিকানাহীন অবস্থায় ছিল, তখন স্থায়ী ঠিকানা করে দেন তিনি। রাজনগর কলেজ যখন আর্থিক সমস্যায় জর্জরিত হয়েছিল তখন রাগীব আলী সেখানে ছুটে গেছেন। এভাবে বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে তিনি লাখ লাখ টাকা দান করেছেন। স্বল্প পরিসরে রাগীব আলীর বৃহৎ কর্মযজ্ঞ আলোচনা শেষ হবে না। সিলেট কেন্দ্রীয় সাহিত্য সাংস্কৃতিক ফোরাম উদ্যোগ নিয়েছে 'দানবীর রাগীব আলী ও তাঁর কর্মময় জীবন' নিয়ে পুস্তক রচনা করার।

গ্রাম বাংলার অগণিত গরিব মানুষের সহায়তাকারী, বিরল ব্যক্তিত্ব রাগীব আলীর দীর্ঘ জীবন আমাদের কাম্য। বাঙালি গুণীজনের কদর জীবিতাবস্থায় করতে জানে না। আমরা চাই এই গুণীব্যক্তিকে উপযুক্ত সম্মান জ্ঞাপন করতে। সমাজ সেবায় এই মহান ব্যক্তির অবদান জাতি কৃতজ্ঞ-চিত্তে স্মরণ করবে। সকল হিংসা-দ্বেষ ভুলে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে আমরা রাগীব আলীর মতো মানুষের হাতকে যেন শক্তিশালী করে তুলি। সোনার বাংলা গড়তে আজ রাগীব আলীর প্রয়োজন বড় বেশি।

সাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক।

www.pathagar.com

ক্ষণজন্মা পুরুষের সাথে কিছুক্ষণ

এম এ রউফ

সম্পদ থাকলেই যে দান করার অভ্যাস গড়ে উঠবে তা ঠিক নয় সকল ক্ষেত্রে। বাংলাদেশে ধনীলোকের বা সম্পদশালী মানুষের সংখ্যা কম নয়। সমাজহিতৈষী লোকের সংখ্যা বিরল বলা চলে। এ ক্ষেত্রে সমাজ অধিপতিদের অনেক সামাজিক দায়িত্ব রয়েছে অবহেলিত জনে। সামাজিক দায়িত্ব পালন ক'জন করে। সম্পদ থাকলেও এর সদ্ব্যবহার সর্ব নিম্ন পর্যায়ে।

আজ এমন একজন দানবীর লোকের ব্যাপারে আলোচনা করবো যিনি জীবনের সর্বক্ষেত্রে অসহায় লোকের সহায়তায় এগিয়ে আসেন। তিনি হচ্ছেন দানবীর রাগীব আলী।

প্রতিষ্ঠাতা ও দাতা

তার সাথে আলোচনা করে যা জানতে পেরেছি তা এ ক্ষুদ্র পরিসরে বর্ণনা করা সম্ভব নয়। তিনি অনেক মসজিদ, মাদ্রাসা, স্কুল, কলেজ, মেডিকেল কলেজ, সামাজিক প্রতিষ্ঠান সরাসরি নির্মাণ করেছেন। আবার অনেক মসজিদ, মাদ্রাসা, স্কুল, কলেজ এবং আর্থ-সামাজিক প্রতিষ্ঠান আংশিক তাঁর প্রচেষ্টা ও সহযোগিতায় নির্মিত হয়। গ্রাম-গঞ্জের উন্নয়নের জন্য আর্থ-সামাজিক অব-কাঠামো নির্মাণে সহায়তা প্রদানে স্বল্প ঋণদান স্কীম চালুর মাধ্যমে গরিব ও সহায়হীনদের পাশে সদা বিদ্যমান। বৃহত্তর সিলেটের সন্তান হয়ে সমগ্র বাংলাদেশ যেন মনে হয় তার ঠিকানা। এ পর্যন্ত বাংলাদেশের ১৭২টি প্রতিষ্ঠান তার অর্থানুকুল্যে গড়ে উঠেছে এর মধ্যে অর্ধেকের মতো সিলেটের বাইরে দেশের আনাচে কানাচে।

শিল্প-বাণিজ্যে

জীবনের বেশির ভাগ সময় গ্রেট-ব্রিটেনে অতিবাহিত করেছেন আর সুদুর সাত সমুদ্র তের-নদীর ওপার হতে নিজ মাতৃভূমিকে কিভাবে শিল্প-বাণিজ্যে প্রতিষ্ঠিত করা যায় সে স্বপ্ন দেখেছেন। ধীরে ধীরে দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখার প্রয়াসে এ পর্যন্ত মোট ২২টি ছোট বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। এসব প্রতিষ্ঠানের সামগ্রী দেশের চাহিদা পূরণে সহায়তা করছে, অন্যদিকে ১০টি প্রতিষ্ঠানের উৎপন্ন সামগ্রী সরাসরি বিদেশে রপ্তানী করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে দেশের জন্য।

www.pathagar.com

সংবাদপত্র শিল্পে ও সাংবাদিকতায়

একজন মানুষের সৎ ইচ্ছা থাকলে দেশ ও জাতির জন্য অনেক কিছু করতে পারে। সংবাদপত্র জগতে রাগীব আলীর নাম অবশ্যই অটুট থাকবে। ব্যবসা-বাণিজ্যে যে সময় ব্যয় করেছেন তেমনি সংবাদপত্র জগতেও কম বিচরণ করেন নি। তৃতীয় বিশ্বে সংবাদপত্র শিল্প অবহেলিত হলেও তিনি কিছুটা অবদান রাখার চেষ্টা করেছেন। তা সিলেট হতে বহুল প্রচারিত দৈনিক সিলেটের ডাক প্রকাশের মাধ্যমে। লন্ডন হতে প্রকাশিত সাপ্তাহিক সিলেটের ডাক পত্রিকারও তিনি স্বত্বাধিকারী। প্রকাশনা শিল্পে অগ্রণী ভূমিকা রয়েছে সিলেট রাবেয়া প্রিন্টিং প্রেস প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। জীবনের এত ব্যস্ততার মধ্যে গণ-মাধ্যমের উন্নয়নের লক্ষ্যে তার অবদান অপরিসীম। ভবিষ্যতে এ ক্ষেত্রে আমরা আরও সহযোগিতার আশা রাখি।

মুক্তিযুদ্ধে অবদান

১৯৭১ সালে বাঙালি জাতি যখন মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে নিয়োজিত সুদূর প্রবাসে থেকেও জাতির সংকটকালে ঘরে বসে থাকতে পারেন নি। প্রবাসে যারা মুক্তিযুদ্ধে সহযোগিতা প্রদানে এগিয়ে আসেন তাদের মধ্যে জনাব আলীর ভূমিকা ছিল অগ্রণী। লন্ডনস্থ কেমব্রীজ গার্ডেনে মুক্তিযুদ্ধের অস্থায়ী মিশনে চেয়ার, টেবিল, কার্পেট, টাইপ-রাইটার মেসিনসহ বহু দ্রব্যাদি দান করেন। প্রবাসীদের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বাংলাদেশ অস্থায়ী মিশন ও মুক্তিযুদ্ধের খরচ বহনের নিমিত্তে চাঁদা সংগ্রহ করেন। দেশ শত্রুমুক্ত হওয়ার পর দেশে এসে উন্নয়ন সৈনিক হিসেবে কাজ করে যাচ্ছেন।

আমি সিলেটের লোক হয়েও তাঁর সঙ্গে এ সাক্ষাতের পূর্বে কখনও দেখা হয়নি। তবে বিভিন্ন জনহিতকর কাজ কর্মে যখন তাঁর সুনাম চতুর্দিকে ছড়ায় তখন আমার দেখার ইচ্ছা হয়। সিলেটের বাইরে রাজধানীতে এসে সাক্ষাতের সুযোগ গ্রহণ করি। যাঁর জন্ম ১৯৩৮ সালে। বার্ধক্যে এলেও কাজের মধ্যে চির চঞ্চল। মনে হয় বয়স কখনও কর্মব্যস্ততার আধিক্যকে বিচ্যুত করতে পারবে না। আমি দেখলাম একজন স্পষ্টবাদী হাস্যরসে ভরপুর ব্যক্তি। যেমন সংবাদপত্র জগতের খবর রাখেন তেমনি রাখেন ব্যবসা-বাণিজ্য ও দেশের মানুষের সুখ-দুঃখের খবর।

দেশ ও জাতির মঙ্গলে যার চিন্তাধারা তার সাথে কিছুক্ষণ অতিবাহিত করলে জীবনের আশা-নিরাশার অনেক কথা অবতারনার ইচ্ছে হয়। নিয়মনীতিতে কঠোর হলেও ব্যক্তিজীবনে শিশুর মতো সরল। কথা ও কাজে স্মিতহাস্য একজন প্রাণবন্ত পুরুষ। সংসার জীবনে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ডিসিশন তৈরিতে অটুট সমন্বয়। আমি সর্বশক্তিমান আল্লার নিকট তাঁদের দীর্ঘায়ু কামনা করি।

উপ-পরিচালক (নিবন্ধন) চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, ঢাকা।

www.pathagar.com

শতাব্দীর অন্যতম কৃতি পুরুষ
মুহাম্মদ জহুরুল আলম

একজন লেখক সামাজিক দায়বোধ থেকেই বিষয় নির্বাচন করে লেখেন। মানুষের মঙ্গলার্থে সাধিত কোন কাজ বৃথা যায় না। জনসেবার মধ্য দিয়ে মানুষ মহান সৃষ্টিকর্তার সন্তুষ্টি অর্জনে কামিয়াবি হাসিল করতে পারে। কিছু কিছু মানুষ আপন মহিমায় উদ্ভাসিত হয়ে জীবনকে উৎসর্গ করেন মানব কল্যাণে। ইতিহাসের পাতায় রেখে যান চির অম্লান কীর্তি ও অবিনশ্বর আত্মা। কর্মের মহিমায় বেঁচে থাকেন মানুষের মাঝে।

মহান সাধক হযরত শাহ্ জালাল (রঃ) ইসলামের সুমহান বাণী প্রচার করেছেন। তার সহযোগী তিনশত ষাট আউলিয়ার পুণ্য স্মৃতিধন্য পবিত্র ভূমি সিলেট। ইতিহাসের পাতায় জড়িয়ে রয়েছে বীর সিপাহসালার সৈয়দ নাসির উদ্দিন ও ইবনে বতুতার স্মৃতিকথা। সিলেট সফর করেছেন চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ, বৃটিশ ভারতের বড় লাট লর্ড নর্থব্রুক, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জওহর লাল নেহেরু মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ লিয়াকত আলী খান। পুণ্যভূমি সিলেটে জন্ম নিয়েছেন সঞ্জয় লাউড়, মুরারী গুপ্ত, সৈয়দ সুলতান, গনেশ রাম শিরোমনি, সৈয়দ মুজতবা আলী, মরমী কবি রাধারমন, হাছনরাজা, ইব্রাহীম তস্না আরকুম শাহ্, বাউল কবি দূরবীন শাহ্, শীতলং শাহ্, মহান মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক বঙ্গবীর আতাউল গণী ওসমানী, দেশবরেণ্য সমাজসেবক, শিক্ষানুরাগী নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় ও এশিয়া প্যাসিফিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চেয়ারম্যান, প্রস্তাবিত বিশ্বের অন্যতম লিডিং বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোক্তা, জালালাবাদ রাগীব-রাবেয়া মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের প্রতিষ্ঠাতা, উপমহাদেশের প্রাচীনতম মালনীছড়া চা বাগানের স্বত্বাধিকারী, সাউথ ইস্ট ব্যাংকের চেয়ারম্যান, দৈনিক সিলেটের ডাক-এর সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি দানবীর রাগীব আলী। এই কল্যাণব্রতী ব্যক্তির সাথে ব্যক্তিগতভাবে আমার পরিচয় হওয়ার আগে তাঁর সমাজসেবার সক্রিয় ভূমিকা ও অবদানের কথা বীর মুক্তিযোদ্ধা মির্জা আজিজ আহমদ বেগের মাধ্যমে জানতে পারি। রাগীব আলীর সমাজসেবামূলক কর্মকান্ডের খোঁজ-খবর নিয়ে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লিখি। পরবর্তীতে বন্ধুবর মীর্জা আজিজ আহমদ বেগের মাধ্যমে দানবীর রাগীব আলীর সাথে আমার প্রথম পরিচয় ঘটে তাঁর গুলশানস্থ বাসভবনে। প্রথম পরিচয়েই তাঁকে এক ব্যতিক্রমধর্মী মানুষ বলে আমার মনে হয়েছে। অভিভূত হয়েছিলাম তাঁর আদর-আপ্যায়ন ও আতিথেয়তায়, প্রাণ খুলে আলাপ করেছিলাম। এই বিশিষ্ট ব্যক্তির কর্ম-প্রয়াস মূল্যায়ন আবশ্যক বলে মনে করার সঙ্গত কারণ রয়েছে। আমাদের দেশে অধিকাংশ ক্ষেত্রে গুণী ব্যক্তিদের কর্মের মূল্যায়ন তাদের

www.pathagar.com

মৃত্যুর পর হয়। আমরা যদি জীবদ্দশায় তাঁদের মূল্যায়ন ও মহৎ কর্মের প্রতি উৎসাহ নিবেদন করি তাহলে আমাদের সন্তানরা ও ভবিষ্যৎ বংশধররা অনুশীলন করার মতো দৃষ্টান্ত খুঁজে পাবে।

কবি-সাহিত্যিকরা লেখনীর মাধ্যমে কিছু রেখে যান। তাই তাদের ইতিহাস রচনা হয় তাঁদের মৃত্যুর পর। সমাজসেবীদের ইতিহাস প্রায় ক্ষেত্রে অলিখিত থাকে। আমি মনে করি সমাজসেবীদের অবদানের ইতিহাস তাঁদের জীবদ্দশায় হওয়া উচিত। আমাদের সমাজে যারা ব্যক্তি স্বার্থের ঊর্ধ্বে মানুষের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেন, তাঁদের কথা লিখে রাখা উচিত সমাজের জন্য তো বটেই আগামী প্রজন্মের জন্যও। তাতে তারা খুঁজে পাবে অনুসরণীয় পথ, অনুপ্রেরণার উৎস। রাগীব আলীর সমাজসেবামূলক বিশাল কর্মকান্ডের কিছু নিদর্শন প্রত্যক্ষভাবে দেখার সুযোগ আমার হয়েছে। তাঁর মহৎ কর্মের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও অনুরাগই আমার এই রচনার প্রেরণা যুগিয়েছে।

শিক্ষানুরাগী রাগীব আলীর মহান কীর্তির খন্ডচিত্র

ধনাঢ্য ব্যক্তিরা সাধারণত জৌলুস, অপব্যয়ের মধ্যে দিয়ে জীবন যাপন করে বিলীন হয়ে যায়। কিন্তু ইতিহাসে কীর্তিমান সব মহানায়করাই অমর অক্ষয় হয়ে রয়েছে। যাঁরা সমাজের মঙ্গলার্থে নিবেদিত, ইতিহাস তাঁদের ধারণ করে রাখে। সকল বিত্তশালী ব্যক্তি দাতা হতে পারেন না, হৃদয়বান বিত্তশালীরাই দাতা হতে পারেন। মানুষ মরণশীল কিন্তু অসামান্য কর্মযোগের মাধ্যমে যাঁরা জনগণের হিতার্থে আত্মনিবেদিত হন তাঁরাই দেহান্তরে বেঁচে থাকেন চিরকাল।

রাগীব আলী কিন্তু সমাজের এক শ্রেণীর অর্থলোভী ধনীলোকদের মতো নন। মেধা আর মনন চর্চার সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি করতে গিয়ে রাগীব আলী অকাতরে সমাজের জন্য দান করেছেন অঢেল অর্থ যা আজকের সামাজিক প্রেক্ষাপটে অপরিসীম। স্কুল, কলেজ, এতিমখানা, স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও খেলাধুলা থেকে শুরু করে প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাঁর অবদান ইতিহাসের পাতায় চির অক্ষয় হয়ে থাকবে। এক সাধারণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও অধ্যবসায় পরিশ্রম, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা ও প্রতিভার গুণে দেশে বিদেশে একজন সফল ব্যবসায়ী ধনবান ও দানবীর হিসাবে তিনি পরিচিতি লাভ করেন।

তিনি সিলেটের কামাল বাজার এলাকায় যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নে স্থানীয় রাগীব-রাবেয়া মহাবিদ্যালয় থেকে লালটেক গ্রামের উত্তরাংশ পর্যন্ত মাইলের পর মাইল দীর্ঘ সড়ক তাঁর নিজ ব্যয়ে নির্মাণ করে ও বিশ্বনাথের বহু সড়ক মাটি ভরাট করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

রাগীব আলীর বদান্যতা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হয়ে থাকবে বাসিয়া নদীর উপরে নির্মিত রাগীব আলী সেতু। বেসরকারী উদ্যোগে যোগাযোগের উন্নয়ন লক্ষ্যে দানের এই মানসিকতা অন্তত আমাদের দেশে আর কেউ ইতিপূর্বে দেখিয়েছেন কিনা তা আমার জানা নেই। দুইশত পঞ্চাশ ফুট দীর্ঘ ও বিশ ফুট প্রস্থ এই সেতুটি

www.pathagar.com

নির্মাণে ব্যয় হয়েছে প্রায় ২ কোটি টাকা। রাগীব আলী সেতু বাসিয়া নদীর পূর্ব ও পশ্চিম পাড়ের অধিবাসীদের সেতুবন্ধন হিসাবে চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে। শুধু তাই নয়, রাগীব আলীর নিজ উদ্যোগ ও অর্থায়নে নির্মিত হয়েছে মাইলের পর মাইল সড়ক। সড়কের ওপর দিয়ে যেতে যেতে এক সময় উপস্থিত হলাম কিশোর সময়ে যেখানে এই মহান ব্যক্তি পড়ালেখা করেছেন, রাত্রি যাপন করেছেন; সেখানে গিয়ে দেখি তাঁর কৈশোরের স্মৃতি বিজড়িত নিজস্ব জায়গাটুকু এমনকি বসবাসের ঘরটি পর্যন্ত তিনি কলেজকে দান করে দিয়েছেন। আজ সেখানে হাজার হাজার ছাত্র ছাত্রী পড়ালেখা করছে। কলেজ অতিক্রম করে গেলাম রাগীব আলী সাহেবের অর্থায়নে তৈরি তালিবপুর ঈদগাহে। তালিবপুর গ্রামে রাগীব আলীর সকল কীর্তি আমার জীবনে দর্শনীয় এক বৈচিত্র্যময় অধ্যায়। রাগীব আলীর মহান আরেক কীর্তি মালনীছড়া চা বাগান। এমন অত্যাধুনিক কৃষি প্রযুক্তিতে গড়া প্রকল্প ও সবুজের বিপুল সমারোহ আর কোথাও পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। এই চা বাগানের অভ্যন্তরে অত্যন্ত সু-পরিকল্পিতভাবে নিপুণ হাতে বানানো হয়েছে একটি রবার বাগান। বাগানটি দেখে মনে হয় সৃষ্টিকর্তা অনাবিল সৌন্দর্যমন্ডিত সবুজের সমারোহ তাঁর নিজের হাতেই সৃষ্টি করেছেন। সত্যি কথা বলতে কি, একজন লোকের পক্ষে এত প্রকল্প বাস্তবায়নের উদাহরণ আর কোথাও দেখিনি। যা একমাত্র কল্পনাতেই সম্ভব বলে মনে হয়। অথচ রাগীব আলী সাহেব সে কল্পনাকে বাস্তবে রূপান্তরিত করে এক বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছেন- যা দেখে যে কোন লোক বিস্ময়াভিভূত না হয়ে পারবেন না। চা-বাগান থেকে বের হয়ে রাগীব আলী সাহেবের প্রত্যক্ষ সহায়তায় ক্রমান্বয়ে গড়ে তোলা অনেক স্কুল, কলেজ আর মাদ্রাসা দেখা শেষ করে পৌঁছলাম সিলেট প্রেস ক্লাবে, সিলেটের সাংবাদিকদের সুবিধার্থে নিজ অর্থায়নে নির্মাণ করেছেন সুবিশাল ইমারত। একইভাবে পুলিশের জন্যও তৈরি করা তাঁর পুলিশ ক্লাব দেখে অভিভূত হলাম। সত্যি বলতে কি দু'চারটি প্রতিষ্ঠানের জন্য দান করলে তা বর্ণনা করা খুবই সহজ কিন্তু যার অবদান অগণিত, যার দান অপরিসীম তাঁর সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করা কঠিন। এতে হয়ত তাকে ছোট করা হতে পারে কিন্তু রাগীব আলীর তুলনা রাগীব আলী নিজেই।

রাগীব আলীর বিশাল হৃদয়ের স্বাক্ষর জালালাবাদ রাগীব-রাবেয়া মেডিক্যাল কলেজ। চিকিৎসা শিক্ষা ও সেবার ক্ষেত্রে বেসরকারী উদ্যোগে এ ধরণের একটি বিশাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার মহৎ প্রয়াস তাঁর ঔদার্যের কথাই প্রমাণ করে। সিলেটের বিশ্বনাথ থানার সংযোগস্থলে এক অনন্য স্বাস্থ্য কেন্দ্র রাগীব-রাবেয়া হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত করেছেন গরিব দুঃখী মানুষের জন্য। রাগীব আলী আর্তমানবতার সেবায় তার নিরলস কর্মপ্রয়াসের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে এক মহৎ উদ্দেশ্যে ২৫ কোটি টাকা ব্যয় করে গড়ে তুলেছেন এই রাগীব রাবেয়া হাসপাতাল। অক্ষম, অসহায়, অবহেলিত, দুর্বল, দুস্থ মানুষের সুচিকিৎসার আধুনিক ব্যবস্থাসহ বিনামূল্যে চিকিৎসার সেবা প্রাপ্তির ব্যবস্থার মাধ্যমে মানবসেবার যে অতুলনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তা শতাব্দীর পর শতাব্দী স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

www.pathagar.com

২৫ বছর যাবত মা ও শিশুদের কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে কামাল বাজারে স্থাপিত রাবেয়া মাতৃমঙ্গল স্বাস্থ্যকেন্দ্র। সমাজসেবা ও শিল্পে অসাধারণ অবদানের জন্য ইতিপূর্বে শেরে বাংলা জাতীয় পদক'১৯৯৪-এ ভূষিত হয়েছিলেন দানবীর রাগীব আলী।

পরিশেষে বলতে চাই, আত্ম স্বার্থে অন্ধ না হয়ে দেশের ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ যদি রাগীব আলীর মতো সমাজসেবামূলক কর্মকান্ডে এগিয়ে আসতেন তাহলে আমাদের দেশের অসহায় মানুষের মুখে হাসি ফুটতো একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। এই মহান দানবীরের সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ু কামনা করি।

প্রধান সম্পাদক, সাপ্তাহিক প্রতিবেদন, ঢাকা।

www.pathagar.com

আমার দৃষ্টিতে রাগীব আলী

শাহাগীর বক্ত ফারুক

প্রত্যেক যুগেই মহা পুরুষদের জন্ম হয়। জন্ম নিয়ে তাদের কৃতকর্মের যশ ও খ্যাতির জয়মাল্য ইতিহাসের পাতায় আজীবনের জন্য উজ্জ্বল করে লিপিবদ্ধ করে রাখেন। আমাদের জীবদ্দশায় এমন এক বিরল ব্যক্তির জন্ম হয়েছে নাম তার রাগীব আলী। পিতার নাম হাজী রাশিদ আলী। এই মহাপুরুষের জন্ম সিলেট জেলার বিশ্বনাথ থানার অধীনে তালিবপুর গ্রামে। তার পূর্ব পুরুষেরা ছিলেন আফগান যোদ্ধা। প্রায় তিনশত বৎসর পূর্বে তার পূর্ব পুরুষদের কয়েকজন সিলেটের বিভিন্ন এলাকা ও সুনামগঞ্জের ভাটি অঞ্চলে বসবাস স্থাপন করেন। এঁদের মধ্যে একজনের বাসস্থান ছিল সুনামগঞ্জ জেলার দিরাই থানার মাটিয়াপুর গ্রামে। এই সূত্রে রাগীব আলী শুধু বিশ্বনাথের নন, সুনামগঞ্জেরও কৃতি সন্তান। মাটিয়াপুরে এখনও তার পূর্ব-পুরুষদের স্মৃতি বিজড়িত 'সৈয়দ বাড়ী' ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। রাগীব আলী সাহেবকে শুধু সুনামগঞ্জ, বিশ্বনাথ কিংবা বৃহত্তর সিলেটের একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বলে উদাহরণ দিলে তাঁকে ছোট করা হবে। কারণ তার সুনাম ও বদান্যতার বিশাল বাহু বৃহত্তর সিলেটের গন্ডি ছাড়িয়ে বাংলার প্রতিটি জেলা, থানা ও জনপদে ছড়িয়ে পড়েছে।

"রাগীব আলী" বা ইংরেজদের ভাষায় শুধু "আলী" নামটা অত্যন্ত ছোট বটে কিন্তু তাঁর বিরল ব্যক্তিত্বের, ব্যতিক্রমধর্মী দৃষ্টান্তের যশ ও খ্যাতির ওজন অনেক বড়। তিনি একাধারে বাংলাদেশের এক বরেণ্য ধনাঢ্য, শিক্ষানুরাগী, দাতা, বিশিষ্ট শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, ব্যাংকার, পরামর্শদাতা, মানবমিত্র ও বিশ্বপ্রেমিক। দাতা হিসাবে হাজী মোঃ মহসীনের পরেই তার স্থান। তার দানের সীমা অন্তহীন। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে রয়েছে তার সুস্পষ্ট অবদান। "জালালাবাদ রাগীব-রাবেয়া" মেডিকেল কলেজ, সিটিবি হসপিটাল, কামালবাজারে রাগীব-রাবেয়া হসপিটাল, রেড ক্রিসেন্ট মেটারনিটি ক্লিনিক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োকেমিষ্ট্রি বিভাগের সম্পূর্ণ কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ছাড়াও হবিগঞ্জে "রাগীব-রাবেয়া হাইস্কুল, রাগীব-রাবেয়া কলেজ, কামাল বাজারে হাজী রাশিদ আলী হাইস্কুল, পঞ্চগ্রাম প্রাইমারী স্কুল ইত্যাদি স্থাপন করে শিক্ষার ক্ষেত্রে তার উৎসাহ, উদ্দীপনা ও শিক্ষানুরাগিতার জ্বলন্ত উদাহরণের খাঁটি হলমার্ক তিনি রেখেছেন। ধার্মিক হাজী রাগীব আলী ধর্ম ক্ষেত্রেও তার অসামান্য অবদান রেখেছেন। তিনি বালাগঞ্জের তাজপুর মসজিদ, নবীগঞ্জের রুকনপুর মসজিদ, কুড়িগ্রাম মসজিদ, সিলেট জজকোর্ট মসজিদ, গোয়াইপাড়া মসজিদ, আম্বারখানা মসজিদ, শাহী ঈদগাহ, বলরামপুর জামে

www.pathagar.com

মসজিদ, ঢাকাস্থ গুলশান মসজিদ, যাত্রাবাড়ী মসজিদ, পুরানগাও মসজিদ, চিটাগাং-এর পুকুরিয়া মসজিদ ইত্যাদি স্থাপন করে দুনিয়া ও আখেরাতের অশেষ ছোয়াব হাসিল করে চলেছেন। তিনি বাংলাদেশের সর্বত্র বহু মাদ্রাসাও প্রতিষ্ঠা করেছেন।

জনাব রাগীব আলী সমগ্র বাংলাদেশের প্রায় দুইশত মানব হিতৈষী সংস্থা, প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনের সাথে এত ব্যস্ততার মধ্যেও নিজেকে ওতপ্রোতোভাবে জড়িত রেখেছেন। এর মধ্যে প্রায় সত্তরটা সংস্থার তিনি একক দাতা বা ডোনার। বিশটার প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট ও চল্লিশটার প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। তাছাড়া আরো অসংখ্য প্রতিষ্ঠানেরও তিনি উপদেষ্টা কিংবা পৃষ্ঠপোষক। তাঁর এত কর্মকান্ড ও দানের বিরাট ভান্ডার শুধু বৃহত্তর সিলেটেই সীমাবদ্ধ নয়, তা বিশাল দিগন্তে ব্যাসার্ধ প্রসারিত হয়েছে, রাজধানী ঢাকা ছাড়াও চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, বরিশাল, ভোলা, কুষ্টিয়া, পাবনা, নেত্রকোনা, নরসিংদী, গফরগাঁও, বাগেরহাট, দিনাজপুর, মুন্সিগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ ও মাদারিপুর পর্যন্ত।

লন্ডনের এক অভিজাত রেস্টুরেন্টের ভোজসভায় আমন্ত্রিত বিশেষ অতিথিদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতাকালে বিলাতের লর্ড সভার সম্মানিত ও বিশিষ্ট ধনাঢ্য ব্যক্তি লর্ড জাফরী আর্চার উপস্থিত রাগীব আলীর গর্বে গর্বিত হয়ে মনের ভাব ব্যক্ত করে উক্তি করেছিলেন যে, "যদি কোনদিন বাংলাদেশে ভ্রমণ করার সুযোগ পাই, তা হলে একমাত্র রাগীব আলীর মেহমান হয়ে তার কাছে যাব। কারণ তার কাছে গেলে বাংলার দরিদ্র, দুঃস্থ, দীন ও নিঃস্ব ছাড়াও ধনবান ব্যক্তিদেরও সান্নিধ্য লাভ করতে পারব।" লর্ড আর্চার সেদিনের সভায় জনাব আলীকে যেভাবে মূল্যায়ন করেছেন, দেশবাসী হিসাবে আমাদেরও উচিৎ তার প্রকৃত মূল্যায়ন করে তাকে ইতিহাসের পাতায় স্থান করে দেওয়া। নতুন প্রজন্মের জন্য রাগীব আলী একজন পথিকৃৎ। তার পদচিহ্ন অনুসরণ করে যেন যুগে যুগে অসংখ্য রাগীব জন্ম নেয়- এটাই আমার একান্ত কাম্য।

প্রাবন্ধিক ও যুক্তরাজ্য প্রবাসী।

www.pathagar.com

রাগীব আলী সত্যিকার মানুষ

লোকমান আহমদ

বাংলা, বাঙালি জাতির বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অনিয়ন্ত্রিত সামগ্রিক বাস্তবতার পাশাপাশি এমন কিছু মানুষ রয়েছে যাঁরা নিজেদের প্রাচুর্যময় অবস্থার পাশাপাশি দেশের মানুষের অনাহার, অর্ধাহার, আহাজারিতে বিচলিত হয়ে পড়ে। অসহায় মানুষের জন্য মমত্ব ও মানবতাবোধ তাদের তাড়িত করে। হিংসা, প্রতিহিংসা, স্বার্থলোলুপতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। সামাজিক বৈষম্যে আর্তনাদ করে ওঠে। মানুষ মানুষের জন্য এ উপলব্ধি, পরম মানবিক মূল্যবোধ তাদের উম্মুক্ত করে তোলে। নিজের জীবন জীবিকার প্রয়োজনে প্রয়োজনীয় সম্পদের অতিরিক্ত সম্পদকে জনগণের সম্পদ মনে করে।

শ্রেণী বিভক্ত প্রচলিত সমাজের বিরাজমান জনগোষ্ঠির মধ্য থেকে আপন মহিমায় বের হয়ে আসা এমন একজন মানুষ হচ্ছেন সুজলা, সুফলা, শস্য শ্যামলা বাংলাদেশের সিলেট জেলার বিশ্বনাথ থানার কামাল বাজার এলাকার তালিবপুর গ্রামের এক সাধারণ মুসলিম পরিবারের সন্তান। নিজ দেশ ও দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে সুপরিচিত স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব, সিলেটের অন্যতম কৃতি সন্তান, বিশিষ্ট সমাজসেবী আলহাজ্ব রাগীব আলী।

সিলেট তথা বাংলাদেশের অনেক পীর, ফকির, আউলিয়া, দরবেশ, সন্ন্যাসী, কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ, বিজ্ঞানী, শিক্ষক, ব্যবসায়ী, সমাজসেবক, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, আইনজীবীসহ অসংখ্য জ্ঞানী, গুণী ব্যক্তি দেশে বিদেশে তাদের কর্মের দ্বারা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন, সুনাম অর্জন করেছেন। এমনি ধরনের ব্যক্তিএমধর্মী ব্যক্তিত্ব হিসেবে আলহাজ্ব রাগীব আলী সিলেট তথা বাংলাদেশসহ বিশ্বের দেশে দেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন।

বাংলাদেশের শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য জগত থেকে শুরু করে শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, চিকিৎসা, ক্রীড়া, সংবাদপত্র, সাংবাদিকতা, এমনকি সমাজকল্যাণ ও উন্নয়ন কর্মকান্ড জগতে জনাব রাগীব আলী এক প্রবল আকর্ষণ। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে নতুন সমাজ বিনির্মাণে সংগঠকের ভূমিকা গ্রহণ ও উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টিতে তিনি ধুমকেতুর মতো জ্বলে ওঠা এক প্রদীপ। সামন্ত সভ্যতার বীভৎস রূপ আর প্রতিকূল পারিপার্শ্বিকতার সাথে সহঅবস্থানের মধ্য দিয়ে বেড়ে ওঠা জনাব রাগীব আলী। পরাজয়বরণের গ্লানি ও নৈরাজ্য, নৈরাশ্যের ছায়া, তিনি তার জীবনে প্রত্যক্ষ করেননি। এগুলোকে সৃষ্টি সুখের উল্লাসে পরাভুত করে স্বমহিমায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি আমাদের শ্রমবিমুখ, কর্মবিমুখ, সৃজনবিমুখ স্যাঁতস্যাঁতে

www.pathagar.com

মধ্যবিত্ত সমাজের যাবতীয় ভন্ডামি ও বিকারগ্রস্ততার অস্পৃশ্য বুনিয়াদকে ভেঙে দিয়ে স্বতন্ত্র সত্তায় প্রতিষ্ঠিত। তিনি তার জীবনের বিভিন্ন সিঁড়িতে সামন্ত সমাজ ও পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় বিত্তহীন, নিম্নবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত, সাধারণ শ্রমজীবী, কর্মজীবী, পেশাজীবী মেহনতী মানুষের দুঃখ-দুর্দশা প্রত্যক্ষ করার মধ্য দিয়েই নিজেকে একজন পৃথক মানুষ হিসেবে গড়ে তুলেছেন। জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে বিশ্বের দেশে দেশে শুধু অর্থ উপার্জন করেননি, বিশ্ব সভ্যতার প্রযুক্তিগত দিক বিশেষভাবে অবলোকন করে তিনি নিজ দেশে বিশ্ব সভ্যতার উজ্জ্বল মশাল জ্বালিয়ে নিজ জন্মভূমিকে আলোকিত করার পরিকল্পনা করেছেন এবং পরবর্তীতে নিজে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা নিজ দেশে বিনিয়োগ করেছেন। বাংলাদেশের শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেত্রে তাঁর বিনিয়োগ জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখে চলেছে। ঋণ খেলাপী, ব্যাংকের টাকা লুটপাটকারী তথাকথিত ধনাঢ্য ব্যক্তিদের বিপরীতে তার গর্বিত অবস্থান। দেশের ধ্বংসপ্রাপ্ত ও বিলুপ্ত প্রায় চা-শিল্পকে নিজ ব্যবস্থাপনায় এনে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা বিনিয়োগের মাধ্যমে চা-শিল্পের ঐতিহ্যকে রক্ষা করেছেন। তিনি দেশের চা-শিল্পের অন্যতম স্বত্বাধিকারী। একাধিক বেসরকারী ব্যাংক, বীমা, কর্পোরেশনের উদ্যোক্তা এবং পরিচালক হিসেবে এসব সেক্টরে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলেছেন।

শিক্ষা ও চিকিৎসার ক্ষেত্রে বেসরকারী উদ্যোগে একক বিনিয়োগের মাধ্যমে তিনি সিলেট, ঢাকা, চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে, বিশেষ করে সিলেটের অসংখ্য থানা, ইউনিয়ন, গ্রাম পর্যায়ে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে, আর্থিক অনুদান দিয়ে দেশের পশ্চাৎপদ শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রেখে চলেছেন। সিলেটে তার প্রতিষ্ঠিত জালালাবাদ রাগীব-রাবেয়া মেডিকেল কলেজ চমক সৃষ্টি করে চলেছে। আন্তর্জাতিকমানের এ মেডিকেল কলেজটি শুধুমাত্র চিকিৎসক তৈরিতে অবদান রাখছে না, অত্যন্ত স্বল্প খরচে কলেজ হাসপাতাল থেকে চিকিৎসা প্রদান ও বিনামূল্যে গরীব জনসাধারণকে চিকিৎসা সেবারও ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। শিক্ষার উন্নয়নে তিনি অকাতরে বিনিয়োগ, দান, অনুদান করে যাচ্ছেন। বিগত অর্ধ শতাব্দী কালেরও অধিক সময়ের মধ্যে শুধুমাত্র সিলেট নয়, এ দেশের ইতিহাসে শিক্ষা ক্ষেত্রে একমাত্র তিনিই নিজ সম্পদ ব্যয় করে শিক্ষার উন্নয়নে অবদান রেখে যাচ্ছেন।

খেলাধুলার মান উন্নয়ন ও উৎকর্ষতা সাধনের জন্য জনাব রাগীব আলী বিগত প্রায় দু'দশক যাবত সিলেট, ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে পৃষ্ঠপোষকতা করে চলেছেন। তিনি সিলেটে মোহামেডান ক্লাবের সভাপতি ও ঢাকাস্থ ব্রাদার্স ইউনিয়নের সহ-সভাপতির দায়িত্ব পালন করা ছাড়াও বাংলাদেশ হকি ফেডারেশনের ভাইস-চেয়ারম্যানসহ অসংখ্য ক্রীড়া সংগঠনের দায়িত্ব পালন করছেন।

আলহাজ্ব রাগীব আলী অত্যন্ত সচেতন ধার্মিক ও ধর্মভীরু ব্যক্তি। শতাধিক মসজিদ, মাদ্রাসা নির্মাণসহ সহস্রাধিক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে দান, অনুদান দিয়ে ধর্মীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে তিনি সদা সতর্ক ব্যক্তিত্ব।

www.pathagar.com

তিনি ধর্মান্ধ ব্যক্তি নন। নিজ ধর্ম পালন ও নিজ ধর্মের বিকাশ লাভের ক্ষেত্রে তিনি যেমন তাঁর সাধ্যমত দায়িত্ব পালন করে থাকেন, তেমনি অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের ব্যাপারে তার ভূমিকা ও উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে।

শিক্ষা, চিকিৎসা, খেলাধূলা, ধর্মকর্ম, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি ছাড়াও সম্পূর্ণ নিজ উদ্যোগে নিজ এলাকার (তালিবপুর, বিশ্বনাথ) যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নসহ সিলেট ও দেশের বিভিন্ন স্থানে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলেছেন। বাসিয়া নদীর ওপর প্রায় দুই কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত বিরাট ব্রীজ তাঁর জীবনের এক বিরাট কীর্তি।

কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক এবং সংবাদপত্রে পৃষ্ঠপোষকতায় জনাব রাগীব আলীর অবদান অতুলনীয়। সিলেট থেকে প্রকাশিত ও বহুল প্রচারিত দৈনিক সিলেটের ডাক পত্রিকার তিনি স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি এবং লন্ডন থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক সিলেটের ডাক-এর উপদেষ্টা। তিনি জাতীয় কবিতা পরিষদ-এর উপদেষ্টা। সিলেটে প্রেসক্লাব ভবন বর্ধিতকরণ ও অনেক কবি-সাহিত্যিকের পুস্তক প্রকাশনায় নিজ অর্থ ব্যয় করে বিশেষ অবদান রেখে চলেছেন।

মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণার্থে তিনি নিজ ব্যয়ে ট্রাস্ট গঠন করেন এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা, রাজনীতিবিদ সাইফুর-রাজ্জাক-কিসলু পরিবার কল্যাণ ট্রাস্টের তহবিল গঠনে সর্বাধিক দান করেন। তার এসব অবদান অকৃত্রিম।

বাংলাদেশের মতো একটি অনুন্নত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে, যেখানে দিকনির্দেশনাহীন সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা, লুটপাটের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, ঋণখেলাপী, ব্যাংকের টাকা লুটেরাদের দাপট লাগামহীন –সেই সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ঋণ খেলাপী নন, ব্যাংকের টাকা লুটেরা নন, এমন ব্যক্তিত্ব একজনই, এবং তিনি আলহাজ্ব রাগীব আলী। জনাব আলীর কর্মময়, সৃষ্টিশীল জীবন সম্পর্কে লিখে শেষ করা যাবে না। অগাধ সম্পদ ও বিত্তের অধিকারী মানুষটিকে দেখে, কথা বলে আঁচ করা যাবে না যে এ মানুষটি বিশাল সম্পদের অধিকারী। অত্যন্ত সহজ, সরল, সদালাপী, নিরহংকারী মানুষটির সাদাসিধে জীবন যাপনই তার বিশেষ বৈশিষ্ট্য। তিনি বিশ্বাস করেন-মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর সৃষ্টির সেরা হচ্ছে মানুষ। আর এই মানুষই মানুষকে নিয়ে ভাববে, আপন করে নেবে, একে অপরের সুখে দুঃখে ভাববে, কাঁদবে, বিপদে এগিয়ে যাবে, একাত্ম হয়ে বিপর্যয় মোকাবেলা করবে। তিনি তার সুবিশাল সম্পত্তি অর্থ, প্রতিপত্তি- এ সবের মালিক নিজেকে মনে করেন না। তিনি সকল সম্পত্তির পাহারাদার হিসেবে নিজেকে বিবেচনা করেন। তার এ আত্মোপলব্ধিই তাকে বড় করেছে। তার সৌভাগ্য যে, তিনি তার সুযোগ্যা সহধর্মিনী পেয়েছিলেন। তিনি হচ্ছেন বেগম রাবেয়া চৌধুরী।

মানুষ মানুষের জন্য-কথাটির সার্থকতা জনাব রাগীব আলী ও বেগম রাবেয়া চৌধুরী তাদের কর্মময় জীবন দিয়ে প্রমাণ করেছেন। এ পরম মানবিক মূল্যবোধ পরিত্যাগ করলে মানুষ তো মানুষ থাকে না। অমানুষ হয়ে যায়। সার্বিক বিবেচনায়

www.pathagar.com

দিক নির্দেশনাহীন বাংলাদেশে আলহাজ্ব রাগীব আলী একজন সত্যিকার মানুষ। জীবনের পরবর্তী ধাপগুলো তিনি অসহায়, নিপীড়িত, নির্যাতিত মানুষের জন্যই একজন মানুষ হিসেবে কাটিয়ে যাবেন। মহান সৃষ্টিকর্তার নৈকট্য লাভ করার অহর্নিশ প্রচেষ্টা ছাড়া তার আর চাওয়া পাওয়ার কিছু নেই। একজন সত্যিকার মানুষ এর প্রতিকৃতি হিসেবে, কর্মবীর হিসেবে, সমাজ সংস্কারক হিসেবে, দানবীর হিসেবে, বিশাল হৃদয়ের অধিকারী হিসেবে, আলহাজ্ব রাগীব আলী মানুষের মাঝেই অমর হয়ে থাকবেন।

সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি, দৈনিক আজকের সিলেট।

www.pathagar.com

হৃদয়ে হাতেম তাঈ

ফরিদ উদ্দীন মাসউদ

প্রথমে বিস্মিত হয়েছিলাম।

আমাদের সমাজে যখন অবক্ষয়েরই জয়ধ্বনি; অনৈতিকতা যেখানে নিত্য সহচর; আত্ম-সর্বস্বতা আর মমত্বহীনতা যেখানে প্রধান; প্রতারণা আর শঠতা যেখানে উন্নতির মাপকাঠি; অর্থগৃধ্নুতা যেখানে বন্দিত ও নন্দিত; স্বার্থপরতা আর ক্রুরতা যেখানে যোগ্যতা বলে স্বীকৃত; আরো চাই, আরো চাই শ্লোগানে সবাই বিবশ, প্রচারণার উল্লাসনবৃত্তিতে যেখানে সবাই তৎপর; পা থেকে মাথা পর্যন্ত যেখানে দুর্নীতির হ্রেষারব; ছলনা ও নীতিহীনতা যেখানে মোক্ষলাভের অলঙ্ঘনীয় কৌশল; সেখানে সে সমাজে যদি একজন নীরব সুজনের কথা শোনা যায়, যিনি সমাজের প্রতিটি জনের জন্য নিজের দায়বদ্ধতা ঈমানের অঙ্গ বলে আকীদা রাখেন। প্রেম মায়া আর দরদে আপ্লুত যার মন, অগাধ উপার্জন করেছেন কিন্তু মনে করেন অন্য সব আর্তজনের রিযিক আল্লাহতায়ালা তুলে দিয়েছেন আমার পাতে, আমার হাতে, আমার হক নয়, অন্যদের হক জমা হয়েছে আমার ভান্ডারে। যত তাড়াতাড়ি তা হকওয়ালার কাছে পৌঁছে দেব তাতেই আমার মুক্তি। আমি তো নিমিত্তের ভান্ডারী। যিনি দেয়ার মধ্যেই পান তৃপ্তি ও স্বস্তি, কওম ও জাতির দীনতা যার আত্মাকে করে বিক্ষত; আত্মপ্রচারণাকে যিনি ভাবেন লজ্জা; হৃদয়ে যিনি হাতেম তাঈ; তেমন একজনের সন্ধান পেলে তো বিস্মিত হতেই হয়। বড় অভাগা এ জাতি। মিসকিন বলে যাদের দয়া করেন স্বধর্মী আরবী ভাষাভাষি ভাইয়েরা, ব্লাডি নিগার আর নেটিভ বলে শ্লেষ প্রকাশ করেন সাদা চামড়া; অথবা কালো হৃদয়ের কিছুজন; সেখানে রাগীব আলীর কথা শুনে বিস্মিত হয়েছিলাম; হ্যাঁ, পুলকিত হয়েছিলাম।

সিলেটের এক পাড়াগাঁয়ের এক সাধারণ অথচ সম্ভ্রান্ত ঘরানায় তিনি চোখ মেলেছিলেন ১৯৩৮ সালে। শিশুকাল থেকেই তার মাঝে আল্লাহপাকের কিছু ইচ্ছার বিকাশ পরিস্ফুটমান ছিল। বয়সে বয়সে কালে কালে যা আরো সমৃদ্ধ হয়েছে। অভিজ্ঞতায় তা পল্লবিত হয়েছে।

রাগীব আলী সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্ম নেননি। তিনি এক সুশিক্ষিত ও স্বপ্রতিষ্ঠিত প্রতিভা। সংগ্রাম, সততা, পরিশ্রম ও নিষ্ঠায় তিনি নিজেকে গড়ে তুলেছেন। সুদূর প্রাচ্যের এক নিভৃত পল্লী থেকে উঠে এসে বর্তমান বিশ্ব প্রযুক্তি ও নগরায়নের পাদ প্রদীপ আলোকোজ্জ্বল লন্ডন নগরীর উদ্ভাসে তিনি প্রদীপ্ত, প্রোজ্জ্বল, হোটেল বয়ের কঠিন শ্রম থেকে লন্ডন শেয়ার মার্কেট পর্যন্ত দৃপ্ত বিচরণ করেছেন। অক্লান্ত শ্রমে অতিক্রম করেছেন উন্নতির শিখরের পর শিখর। তবে রাগীব আলীর বৈশিষ্ট্য এটাই যে আধুনিকতার জৌলুষ তার মন থেকে নেটিভ ল্যান্ডের অনন্ত আকর্ষণকে দমিত করতে পারেনি। স্বদেশবাসীর কল্যাণ চিন্তা

www.pathagar.com

অপসৃত হয়নি হৃদয়ের গভীর হতে। সম্পদ এসেছে স্রোতের মতো কিন্তু মানব সেবায় তা ব্যয়িত হয়েছে আরো বেগে। হৃদয়ে তার কাব্য করে এক হাতেম তাঈ। প্রায় দু'শোটির মতো প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষক, সে এক বিস্ময়।

শুনেছি রাগীব আলী মনে করেন, আল্লাহ্তায়ালার খাজানা অফুরান সীমাসরদহীন। এ তার বিশ্বাস। ভাবেন, আমি তো নিমিত্তের ভান্ডারী। বহুজনের রিজিক আল্লাহ দিয়েছেন আমার দস্তরখানায়, যাতে হকওয়ালাদের কাছে পৌঁছে দেয়ার রজ্জু ধরে আমিও পেতে পারি অখন্ড রাজ্জাকের মনোময় সন্তুষ্টি। সুতরাং দিয়া দাও সব যা আছে হাতে, তবেই তো রাহমানুর রাহীমের অতলান্ত ভান্ডার হতে ধেয়ে আসবে নিরবচ্ছিন্ন নেয়ামতের স্রোত। রেওয়াতে পাওয়া যায়, হযরত রাহমাতুললিল আলামীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন একদিন হযরত আসমা (রাঃ) কে। দেখ, থলের গিঁট আটকে রেখো না। তাহলে আল্লাহ পাকও তোমার জন্য তাঁর দানের স্রোত আটকে রাখবেন।

রাগীব আলী শুনেছেন, বিলক্ষণ জানেন, ইবাদতে মিলে জান্নাত আর খেদমতে মিলে রাব্বুল জান্নাত–জান্নাতের মালিক আল্লাহ পাক। তাই ইবাদতের পাশাপাশি ধরে আছেন খেদমত ও সৃষ্টি সেবার জোগালী কপাট। আল্লাহ পাকের জাগতিক দয়া থেকে যেখানে বঞ্চিত নয় পাপাচারী নাশোকর মুসরিক, অবাধ্যচারী বেদ্বীন সেখানে আমি অপর জাত বিচারের কে? শ্রেণী প্রশ্ন তোলার কোন গোয়ালার গাই। একদিন বসে আছেন জাতির পিতা হযরত ইব্রাহীম। ইফতার করবেন তিনি। কিন্তু মেহমান কই। মেহমান বিহীন আহারে অভ্যস্ত নন তিনি। দেখা গেল এক বৃদ্ধ। কিন্তু ঈমান যে নেই। ফিরিয়ে দিলেন তাকে। আওয়াজ এল, ইব্রাহীম আজো তো আজো নেই, রয়েছে ও মাহরুম করিনি একে আর তুমি একদিন পারলে না তাকে বসাতে তোমার সাথে? এই সর্বজনীন প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ আমাদের রাগীব আলী ভাই। তাই ভাই ও হিন্দুদের প্রতিষ্ঠানও রাগীব আলীর কাছ থেকে ফিরে আসে না শূন্য হাতে। তার দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলোর নামের তালিকা দৃষ্টে বিষয়টি পরিস্ফুট হয় বেশ জোরালো ভাবেই।

তওবা, তওবা, প্রশংসা করে বসলাম নাকি রাগীব আলীর। সেটা জানলে আবার লজ্জা পেয়ে যাবেন প্রচারবিমুখ লাজুক মনের সে নিভৃত পুরুষ। কারণ, সব প্রশংসার মালিক তো আল্লাহ। তাঁকে যে বোধ দিয়েছেন, চেতনা ও মানসিকতা দিয়েছেন, সম্পদ দিয়েছেন, আল্লাহর মাহে গণ খেদমতে তা বিলানোর তওফীক দিয়েছেন তো রাব্বুল ইজ্জত সেই মহামহিম। রাগীব আলীর মাঝে মহা রাজ্জাকের রাজ্জাকীয়াত দেখতে পাই। তাই দোয়া করি তার জন্য। এমন জনের যে আমাদের প্রয়োজন। সমাজের প্রয়োজন। একজন দুইজন নয় শত শত, হাজার হাজার। এক দু'জনে তো আর সমাজ পরিবর্তন হয়না। সুতরাং হে আল্লাহ, শত শত দাও আমাদের, হাজার হাজার দাও, লাখ লাখ দাও। আমীন ছুম্মা আমীন।

ইসলামি চিন্তাবিদ ও গবেষক, পরিচালক, ইমাম ট্রেনিং একাডেমী,
ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা।

www.pathagar.com

রাগীব আলীকে যে ভাবে জানি

বশির আহমদ

লন্ডন পাড়ি দেয়ার সময় যে তিন চারজনের ঠিকানা সঙ্গে ছিল তার একজন রাগীব আলী। দেশে থাকতে ১৯৫৫-৫৬ সালেই রাগীব আলীর সঙ্গে পরিচয়। প্রত্যেক দিনই আমাদের মেসের সামনের রাস্তা দিয়ে শহরে আসতেন তিনি। সব সময়ই রাগীব আলী ব্যস্ত থাকতেন ঐ দিনগুলোতেও। হঠাৎ করে একদিন আমার এক বন্ধু বললেন, রাগীব আলী লন্ডন থেকে চিঠি লিখেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ঐ বন্ধু বললেন তুমিও চলে যাও। সে যখন গেছে তখন আমরাও যেতে পারব লন্ডন। ঐ দিন ১৯৫৭ সালের কোন একমাস। বর্ষার সময় খুব সম্ভব জুলাই মাস থেকেই মাথায় লন্ডন আসার চিন্তা লাগল, তাই এক বৎসর পর ১৯৫৮ সালের অক্টোবরের ৮ তারিখ আমি লন্ডন আসি। আগামী অক্টোবরের এক সময় প্রবাস জীবনের ৪০ বৎসর পূর্বের প্রবাসে আসার আগে সব সময়ই দেশে সমাজসেবীদের সঙ্গে দিন কাটতো। বিলাতে এসেও কয়েকজন সমাজসেবীর বা সমাজকর্মীর সঙ্গে মেলামেশা করতে হয়। এই চল্লিশ বৎসরে প্রবাসে অনেক সংগঠন সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সমাজসেবা করার জন্য, অনেক অনেক সমাজ কর্মীও আছেন।

রাগীব আলী প্রবাসী সমাজের একজন বিশিষ্ট সমাজসেবী। তার অনেক বিশেষণ আছে কিন্তু আমি তাকে কেবল একজন সমাজসেবী হিসেবেই দেখি। যেদিন থেকে তাকে চিনি ঐদিন থেকে আজ পর্যন্ত আমি কেবল তাকে সমাজের সেবকই মনে করি। তিনি প্রবাসীর গৌরব।

১৯৫৮ থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত সময় কাল ছিল Immigration Act 1962'র আগের দিন, সে সময় আমাদের দেশ থেকে বিলাত আসতে কোন ভিসা বা এন্ট্রি সার্টিফিকেট লাগত না। তখন পাসপোর্ট থাকলেই আসা যেত লন্ডন। যদিও তৎকালীন পাকিস্তানী সামরিক সরকার ১৯৫৮ সালের অক্টোবর থেকে ঢাকা থেকে পাসপোর্ট ইস্যু (Immigrant) বন্ধ করে দিলে লোকজন বিলাত আসত করাচি হয়ে। করাচিতে পাসপোর্ট পেতে অসুবিধা হত না। সে সময়ে পাকিস্তান হাইকমিশনের কর্তা ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগ করে রাগীব আলী ৬১-৬২ সালে নিজ ভাই ভাতিজা ছাড়াও পাড়া প্রতিবেশীসহ অনেক আত্মীয়-স্বজনকে বিলাতে নিয়ে গেছেন। তাদের অনেকেই ভাড়ার টাকা সম্পূর্ণ তাকে আজ পর্যন্ত ফেরত দেয় নি। রাগীব আলী ১৯৫৭ সালের ৪ এপ্রিল শুক্রবার বিওএসি বিমান যোগে উনিশ

www.pathagar.com

শত বিরানব্বই টাকা ভাড়া দিয়ে লন্ডন পৌছান। তিন নম্বর সেলিম রোড, বেইস ওয়াটার তার প্রথম ঠিকানা।

১৯৫৯ সালে ৩৮ সাউদারলেন্ড প্লেইন বেইজ ওয়াটার ডাবলিউ টু এ একটি ঘর খরিদ করেন। সে ঘর সে দিন থেকে বাংলাদেশী অনেক ব্যারিস্টার, একাউন্টেন্ট ভাড়া করে থাকেন। কারণ ছিল ইংরেজদের ঘর ভাড়ার জন্য Advert-এ লেখা থাকত No Black, No Children, No Dogs.

রাগীব আলী সে ঘর ব্যবসায়িক হয়েও সমাজ সেবার এক অংশের কাজ করেছে। সে সময় ঘর ভাড়া পাওয়া খুবই মুশকিল ছিল। বিলাত আসার তিন বৎসর পর রাগীব আলী তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বৃটিশ মালিকানাধীন চা বাগানগুলোর শেয়ার খরিদ করতে থাকেন। সে শেয়ার কিনে তিনি অনেক লাভবান হয়েছেন পরবর্তীকালে। রাগীব আলী মাত্র পাঁচ বৎসর এখানে সেখানে চার পাঁচটি প্রতিষ্ঠানে কাজ করার পর ১৯৬২ সালের জুলাই মাসে নিজের Catering ব্যবসা শুরু করেন।

১১ এ লিহাম কোর্ট রোড লন্ডন এস ডাব্লিউ ১৬তে ১৯৬৪ সালে আমি রাগীব আলীর সেই প্রতিষ্ঠানে আট মাস কাজ করি। সে সময় প্রতিটি দিন তার ব্যবস্থার মধ্যে সমাজ সেবার কোন না কোন কাজ থাকত। ভোর ৫টা থেকে রাত্র ১টা পর্যন্ত সব সময় রাগীব আলী ব্যস্ত থাকতেন। এখনও রাগীব আলীর সেই ব্যস্ততা কমে নাই। রাগীব আলীর অর্থ উপার্জন ও সমাজসেবা এক সঙ্গে চলতে থাকে প্রবাস জীবনে।

ধীরে ধীরে তার সমাজ সেবার পরিধি ছোট্ট এক প্রবাসী কমিউনিটি থেকে বেড়ে ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশে বিস্তৃত হয়। বাংলাদেশের ঢাকায় ১৯৬৪ সালে ডাঃ ইব্রাহীম প্রথম ডায়াবেটিক সেন্টার সেগুনবাগিচায় আরম্ভ করেন। রাগীব আলী জন্মলগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত এ সংস্থায় মুক্ত হস্তে সাহায্য করেন। এ ছাড়া সমগ্র বাংলাদেশের যেখানে ডায়াবেটিক সেন্টার আছে রাগীব আলী ঐ সংস্থায় সাহায্য করে যাচ্ছেন।

রাগীব আলীর সহধর্মিনীও এক সমাজদরদী মহিলা। নিজ ছেলে-মেয়েকে যেভাবে আদর যত্ন করেন সেভাবে বিভিন্ন সমাজ সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে প্রতিনিয়ত সাহায্য করছেন রাবেয়া খাতুন চৌধুরানী, রাগীব আলীর সহধর্মিনী। নিজ পরিচারক, পরিচারিকাদের প্রত্যেকটির পরিবারের দায়-দায়িত্ব নিজ হস্তে সমাধান করেন। যেসব লোক কাজে আছে যেমন ড্রাইভার, দারোয়ান সবাইকে তিনি ঘর দুয়ার বানানোর জন্য জমি কিনে দিয়ে বাড়ি ঘর বানিয়ে দিয়েছেন।

দেশের আনাচে-কানাচে অনেক জায়গায় স্কুল, কলেজ, মসজিদ, মাদ্রাসা, ব্রীজ,কালভার্ট ইত্যাদি তৈরি করে দেয়া রাগীব আলীর নিত্যনৈমিত্তিক কাজ। খেলাধুলাসহ অন্যান্য চিত্তবিনোদনেও রাগীব আলীর দান অপরিসীম। আমি রাগীব আলীকে একজন সমাজসেবী হিসেবেই দেখি ও জানি। তাঁর দানসমূহে প্রবাসী

www.pathagar.com

সমাজ গর্বিত। রাগীব আলী ও তাঁর সহধর্মিনী যেন দীর্ঘায়ু হয়ে সমাজের সেবা করতে থাকেন এই কামনা করি।

পরিশেষে নিজের ব্যক্তিগত ও পরিবারগত একটি কথা না লিখলে আমার লেখা শেষ হবে না। ১৯৭০ সালে আমার নিজস্ব ব্যবসা করতে অনেক সাহায্যের প্রয়োজনে রাগীব আলীকে বলতেই তিনি বললেন কোন অসুবিধা নাই। যা লাগে আমি সব দিয়ে দিব।

আমি আমার অন্যান্য বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকে সাহায্য নেব এই কথা শুনে তিনি বললেন কি দরকার? একা আমিই দিয়ে দিব। তার সাহায্যে আমি উপকৃত। আমরা গর্বিত।

প্রাবন্ধিক, যুক্তরাজ্য প্রবাসী।

www.pathagar.com

অনগ্রসর বিশ্বে বাস করে যিনি অগ্রসর বিশ্ব নির্মাণের ভাবনায় মগ্ন

নজরুল ইসলাম বাসন

রাগীব আলী। কর্মেই যার পরিচয়। সিলেট এমন একটা জেলা যেখানে হযরত শাহজালাল (রঃ), হযরত শাহ পরান (রঃ) সহ শত শত পীর আওলিয়া ঘুমিয়ে আছেন। এই তাপস মহা পুরুষদের পদধূলি ধন্য পবিত্র মাটিতে যুগ যুগ ধরে জন্ম নিয়েছেন অনেক কর্মী পুরুষ। যাদের কর্মময় হাতের ছোঁয়ায় ধন্য সিলেটের মাটি। এরকমই একজন মানুষ রাগীব আলী, কর্মেই যার পরিচয়। সিলেটের কামাল বাজারের তালিবপুর গ্রামের এক উজ্জ্বল তরুণ স্কুলের গন্ডি পেরিয়েই পাড়ি দিলেন সাগরপারে। সেদিনের সেই তরুণ আজকের শিল্পপতি, ব্যাংকার, চা-কর এবং সর্বোপরি দানবীর রাগীব আলী।

আমি বাংলাদেশ ছেড়েছি ১৯৮৫ সালে। এরপর যতবারই দেশে গেছি, দেখেছি জনাব রাগীব আলীর কর্মের নমুনা। যতই তার সান্নিধ্যে গেছি ততই আমার মনে হয়েছে এই মানুষটিকে যথাযথ মূল্যায়ন করা হচ্ছে না। কারণ একটি মানুষ একাধারে একা একটা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল নির্মাণ করে চালাচ্ছেন, ঢাকায় রয়েছে তার ডিটারজেন্ট কারখানা, চিটাগাং, সিলেট মৌলভীবাজারে রয়েছে চা-বাগান। এ ছাড়াও তিনি বেশ কয়েকটি বড় বড় ভিন্ন ভিন্ন ধরণের ব্যবসা পরিচালনা করে থাকেন।

রাগীব আলীই বাংলাদেশের একমাত্র শিল্প ব্যক্তিত্ব যার কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান রুগ্ন নয়। বাংলাদেশে যেখানে শিল্পপতি নামে কিছু ব্যাংক লুটেরা শিল্পাঙ্গনে যে নৈরাজ্য সৃষ্টি করেছে রাগীব আলী তার বিরুদ্ধে এক জ্বলন্ত প্রতিবাদ, তিনি সিলেটের মাটি থেকে বৃটেনের মাটিতে প্রমাণ করেছেন বাংলাদেশের মানুষের যোগ্যতা এবং দক্ষতা কতটুকু, এরপর তিনি আবার দেশের মাটিতে ফিরে গিয়ে তার দক্ষতা অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে প্রমাণ করেছেন বাংলাদেশের কোন শিল্পই রুগ্ন হতে পারে না।

রাগীব আলীর মতো প্রতিভাবান ব্যক্তি যদি বৃটেন বা আমেরিকায় জন্মলাভ করতেন তাহলে বৃটেনের যে কোন সরকার তার এই প্রতিভাকে কাজে লাগাতো। সরকারের একজন সম্মানিত উপদেষ্টা হিসেবে তার অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতাকে মানুষের কল্যাণে কাজে লাগানো হতো। এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার যখন বিরোধী দলের নেতা ছিলেন তখন তিনি বৃটিশ টেলিকমের সাথে যোগাযোগ করেন এবং তাদের অনুরোধ করেন বৃটেনের প্রত্যেকটি স্কুলে যাতে কম্পিউটার সিষ্টেমের সাথে লাইব্রেরী এবং ইন্টারনেটের যোগাযোগ করে দেয়। টনি ব্লেয়ারের এই আধুনিক চিন্তার সাথে বৃটিশ টেলিকম

www.pathagar.com

তাদের ব্যবসারও একটি গন্ধ খুঁজে পেয়েছিল কিন্তু লাভবান হয়েছে বৃটেনের ছাত্র ছাত্রীরা।

বিশিষ্ট ব্যবসায়ী রিচার্ড ব্রনসন যিনি ভার্জিন আটলান্টিক এয়ারলাইন্সের মালিক, এমন কোন ব্যবসা নেই যে ব্যবসায় রিচার্ড ব্রনসন জড়িত নন। এই রিচার্ড ব্রনসনের সাথে রয়েছে প্রাইম মিনিস্টার টনি ব্লেয়ারের সখ্যতা। টনি ব্লেয়ার ক্ষমতায় আসার পর তরুণ-তরুণীদের বেকারত্ব দূর করার জন্যে বড় বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সাথে আলোচনা করে নিউডিল নামে একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছেন, এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান তরুণ-তরুণীদের চাকুরি দেবে এবং তাদের প্রশিক্ষণও দেবে। এই প্রকল্প ছাড়াও স্কুল এবং কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যে এবং বেকার তরুণ-তরুণীদের জন্যে স্কিলম্যাচ, কেলাইডোস্কোপ, মডার্ন অ্যাপ্রেন্টিসশীপ, পজেটিভ টেনিং স্কীমসহ নানা ধরনের প্রকল্প রয়েছে। এসব প্রকল্পের প্রধান এবং মূল লক্ষ্য হলো বেকারদের চাকরি দেয়া এবং তাদের প্রশিক্ষণ দেয়া। এসব স্কীমে জড়িত রয়েছেন বিভিন্ন পেশাজীবী ব্যবসায়ী এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠান।

আমার একটা ব্যক্তিগত ধারণা হলো কিছু মানুষ কষ্ট এবং অধ্যবসায় করে প্রতিষ্ঠা লাভ করে কিন্তু কিছু মানুষ আছেন যারা খোদা প্রদত্ত প্রতিভাবান। তারা তাদের মেধা যা আল্লাহ্ তাদের দান করেছেন সেই মেধা আর বুদ্ধিকে শ্রমের মাধ্যমে কাজে লাগিয়ে মনজিলে মকসুদে পৌঁছতে সক্ষম হন। জনাব রাগীব আলী এমন একজন ব্যক্তিত্ব। তিনি তার প্রথম জীবন ব্যবসায়ী হিসাবে শুরু করেছিলেন ঠিকই কিন্তু পরিপূর্ণ বয়সে তিনি ব্যবসার সকল মুনাফা বিনা বাক্য ব্যয়ে সমাজসেবায় লাগিয়ে যাচ্ছেন। বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, স্কুল কলেজ, মাদ্রাসা, সেতু, রাস্তাঘাট, মসজিদ, মন্দির, খেলাধুলা ছাড়াও তিনি অনেক লেখকের বই পুস্তক প্রকাশের জন্যেও আর্থিক সহযোগিতা করেছেন বলে আমি জানি। আমি তার সাথে লন্ডন থেকে ওল্ডহাম আর ওল্ডহাম থেকে এডিনবরা আর এডিনবরা থেকে লন্ডন দীর্ঘ ১৫শত মাইল ভ্রমণ করেছি। শুনেছি তার আধুনিক চিন্তাধারার কথা, স্টক এক্সচেঞ্জের ব্যবসা থেকে আমেরিকার ফ্লোরিডায় স্টেইট কিনে সেখানে মুসলমানদের জন্যে আবাসভূমি প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ নেয়ার কথা। পশ্চাদপদ বাংলাদেশ থেকে অগ্রসরমান বিশ্বে কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায় তার জন্যে চিন্তা করছেন। আর আমরা অগ্রসর বিশ্বে বসবাস করে কি চিন্তা করছি।

বিগত দেড় দশক ধরে আমি দেশের বাইরে রয়েছি তাই তাঁর অন্যান্য প্রকল্প সম্পর্কে আমি সম্যক অবগত নই। তবে আমার সাথে তার লন্ডনে যে আলাপ আলোচনা হয়েছে তাতে আমি বুঝতে পেরেছি, তিনি বিরাট একটা মিশন নিয়ে কাজে নেমেছেন এবং তার মিশনের কাজ তড়িৎ গতিতে শেষ করতে চান। আমার সাথে জনাব রাগীব আলীর কথা হয়েছে, তিনি বৃটিশ কারিকুলাম অনুযায়ী একটি স্কুল করার জন্যে ভূমিদানসহ অন্যান্য সহযোগিতাও করবেন। আমরাও চাই সিলেটে এ ধরনের একটি স্কুল হোক। তিনি আমাদের চাওয়ার ব্যাপারে সাড়া

www.pathagar.com

দিয়েছেন আর এভাবেই আমাদের সাথে জনাব রাগীব আলী তার কাজের মাধ্যমে এক সুনিবিড় সুসম্পর্ক গড়ে তুলেছেন। তিনি কাজ করে যাচ্ছেন দেশের, সমাজের, মানুষের। তাই এই মানুষটিকে আল্লাহ যেন দীর্ঘজীবী করেন।

একদিন সাপ্তাহিক নতুন দিন অফিসে সকল বাংলা পত্রিকার সাংবাদিকরা বসেছিলাম, বিভিন্ন বিষয়ে কথাবার্তা হচ্ছিল। আলোচনার এক পর্যায়ে বাঙালি ছেলে-মেয়েরা এবারের জিসিএসি এবং এ লেভেল পরীক্ষায় কি ধরণের রেজাল্ট করেছে এ নিয়ে কথা হচ্ছিল। আড্ডায় ছিলেন শেরওয়ান ভাই, অপু ভাই, সুরমার বেলাল, মুহিব ভাই, আমি এবং নাহাস ভাই। শেরওয়ান ভাই বললেন তার মেয়ে এবারের জিসিএসি পরীক্ষায় ১০টি বিষয়ে এ গ্রেড পেয়েছে। সুরমার বেলাল বললেন বাংলাদেশ থেকে জিসিএসি দিয়ে এসেছিল একটি ছেলে সে নাকি এ লেভেলের রেজাল্টে তার কলেজের সকল পূর্ব রেকর্ড ভঙ্গ করে দিয়েছে।

আমি যতই এসব শুনছিলাম তখন আমার মনে পড়ে গেল আমাদের ছোটবেলায় আমাদের মুরুব্বীরা ম্যাট্রিক বা আই,এ; বি, এর রেজাল্ট আউট হলে কার ছেলে রেজাল্ট কি করেছে তা নিয়ে আলোচনা করতেন। আজ ২০/২৫ বছর ধরে আমাদের পালা এসেছে আমরা আমাদের ছেলে-মেয়েদের নিয়ে আলোচনা করছি। দিন যাচ্ছে সময় যাচ্ছে। সময়ের গতির সাথে তাল মিলিয়ে আমরা কোথায় যাচ্ছি?

আমরা যদি আমাদের তরুণ প্রজন্মের ছেলে-মেয়েদের কাছে রাগীব আলীর মতো মানুষদের উত্থানের কাহিনী তুলে ধরি তাহলে তারা জানতে পারবে একজন নিঃস্ব মানুষ কিভাবে নিজের বুদ্ধি আর অধ্যবসায় দিয়ে সফল হয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন নিজের উপার্জিত অর্থ দিয়ে কিভাবে সমাজ সেবা করতে হয়।

সাংবাদিক, লন্ডন প্রবাসী।

www.pathagar.com

রাগীব আলী এক প্রবাদ পুরুষের নাম

বক্‌সী ইকবাল আহমদ

আলাউদ্দিনের প্রদীপের যাদুকরী পরাবাস্তবতায় মানুষ, সমাজ ও রাষ্ট্রের উর্ধ্ববিকাশ কদাচ কস্মিন কালেও হয়নি। ব্যক্তি সমাজ বা রাষ্ট্রীয় উৎকর্ষতার পেছনে, যে উপাদানগুলো মুখ্য ও নেপথ্যে ভূমিকা রাখে সেগুলো হলো মেধা, অধ্যবসায়, সুদক্ষতা, দূরদর্শিতা ও কর্মের ধারাবাহিকতা। এগুলোর সুসমন্বয় থাকলে ব্যক্তি জীবনে ধারণাতীত বিকাশ লাভ করা যায়। যার জীবন্ত সাক্ষী বা কিংবদন্তী হচ্ছেন জনাব রাগীব আলী। শুধু বিন্দু থেকে বৃত্তে রূপান্তর নয়, বহুমুখী তৎপরতায় যার পরিধি অনেক ব্যাপক ও বিস্তৃত। আপন কর্মবলে রাগীব আলী তার মানবিক ও সামাজিক কর্মকান্ডের জন্য সন্ধানী দৃষ্টিশীলদের নিকট কৌতূহলের বিষয় হয়ে থাকবেন।

শৈশব এবং কৈশোরের বিদ্যাচর্চা শেষে রাগীব আলী ১৯৫৬ সালে সিলেটের রাজা জি.সি. উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক পাস করেন। ম্যাট্রিক পাসের পর তিনি উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য লন্ডন যেতে মনস্থির করেন। "ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়" বোধ করি এ মতবাদের ওপর আস্থা রেখে, রাগীব আলী শেষ পর্যন্ত ১৯৫৭ সালের ৪ঠা এপ্রিল লন্ডনের দিকে পা বাড়ান। লন্ডন গমনের পর সেখানকার ল্যাংগুয়েজ স্কুলে ভাষা রপ্ত করার পর ভর্তি হন কলেজে। কলেজে অধ্যয়নের পাশাপাশি পার্টটাইম চাকরিকেও গ্রহণ করেন বেঁচে থাকার লক্ষ্যে। আমাদের দেশের শিক্ষার্থীদের একাংশ শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে বৃটেনে পাড়ি জমালেও শেষ পর্যন্ত অর্থের দিকে ঝুঁকে পড়েন। এক্ষেত্রে রাগীব আলীও ব্যতিক্রম ছিলেন না। এ সময় অধ্যয়ন ছেড়ে দিয়ে রেস্টুরেন্ট পেশায় মনোনিবেশ করেন। তার পেছনে হয়তো কারণও ছিল। তাই হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করেছেন ৩/৪ বৎসর এবং পরিশ্রমের ফসল হিসেবে অন্যান্যদের চাইতে তুলনামূলকভাবে ভালো টাকা পয়সার মালিক হতে সক্ষম হন। বলা বাহুল্য রাগীব আলী শিক্ষার আলোকে উদ্ভাসিত থাকায় তার মধ্যে সূক্ষ্মদর্শীতা এবং ব্যতিক্রমী চিন্তা ভাবনার গোড়াপত্তন ঘটেছিল। নিজ উদ্যোগে উন্নতমানের রেষ্টুরেন্ট ব্যবসা খোলার পাশাপাশি তিনি সেখানকার 'লয়েডস' ও 'মিডল্যান্ড' ব্যাংকের মাধ্যমে শেয়ার বেচা-কেনার ব্যবসা শুরু করেন। তাতে ভাগ্যের চাকা ঘুরতে থাকে।

এখানে একটি বিষয় প্রাসঙ্গিক যে, সিলেট অঞ্চলের শত সহস্র প্রবাসী লন্ডনে বসবাস ও ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। দেশেও সহায়-সম্পত্তি, বাড়িঘর তৈরি করেছেন। কিন্তু তাদের সিংহভাগ নিজেদের উপার্জিত অর্থের সার্থক বিনিয়োগ করতে পারছেন না, এটি অপ্রিয় সত্য। এই না পারার পেছনে ধ্যান-ধারণা বা সূক্ষ্মদর্শীতার অভাবের পাশাপাশি, বিনিয়োগের যথার্থ

www.pathagar.com

পরিবেশকে দায়ী করা চলে। এক্ষেত্রে রাগীব আলী অবশ্যই ব্যতিক্রম। রাগীব আলী, তার রক্ত এবং নাড়ীর টান বশত মাতৃভূমিকে বড় মনে করে, প্রতিকূলতার নাগপাশ ডিঙিয়ে স্বদেশের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় প্রবাসে থাকাকালে, স্বাধীনতার স্বপক্ষে জনমত সৃষ্টিতে তিনি অগ্রণী ভূমিকা রেখেছেন। স্বাধীনতার জন্য সাহায্য সহানুভূতির হাত প্রসারিত করেছেন। দেশ স্বাধীন হবার পর দেশীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখার জন্য বিনিয়োগে আগ্রহী হয়েছেন নানাভাবে। সিলেটে ও ঢাকার সিদ্ধেশ্বরীতে বসবাস শুরু করে তিনি দেশীয় রুগ্ন শিল্পের পুনরুজ্জীবনে মনোনিবেশ করেন। রুগ্ন ট্যানারী শিল্প থেকে আরম্ভ করে, কোহিনূর ডিটারজেন্ট ফ্যাক্টরী এবং মৃতশিল্প বিভিন্ন চা-বাগান ক্রয়ের মাধ্যমে এগুলোতে প্রাণ স্পন্দন ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হন। বিশেষতঃ চট্টগ্রামস্থ কর্ণফূলী টি কোং লিঃসহ সিলেট অঞ্চলের সব কয়টি রুগ্ন চা-বাগান রাগীব আলীর মালিকানায় এবং ঐকান্তিক পরিচর্যায় কামধেনুতে পরিণত হয়েছে। এছাড়া একজন সফল বিনিয়োগকারী হিসেবে তিনি হোটেল, প্রকাশনা, হাসপাতাল, নীট ফেব্রিক্স, ব্যাংক, বীমা, একচেঞ্জ, রিয়েল এষ্টেটসহ নানামুখী বাণিজ্যিক তৎপরতায় মেতে উঠেছেন এবং প্রায় সবক'টি সেক্টরে সফলকাম হয়েছেন। তিনি যেখানে হাত দেন সেখানেই নাকি সোনা ফলে। বস্তুত ব্যবসায়িক পরিচর্যা, একাগ্রতা, থাকলে যে কোন সেক্টরে ঊর্ধ্ববিকাশ সম্ভব, সেটি রাগীব আলী প্রমাণ করতে পেরেছেন। অতি সম্প্রতি রাগীব আলী মৌলভী বাজার চেম্বার্স অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রির প্রেসিডেন্ট হয়েছেন।

সমাজসেবী রাগীব আলী নিজের আর্থসামাজিক বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি সমাজসেবা ও জনকল্যাণমূলক কর্মকান্ডে নিজেকে ব্যাপৃত রাখতে আলী কখনোও পিছ পা হননি। প্রবাসে থাকা অবস্থায় প্রবাসী বাঙালিদের আশ্রয়, চাকুরি, শিক্ষা ও চিকিৎসার ক্ষেত্রে সবিশেষ ভূমিকা রেখেছেন। লন্ডনস্থ সামাজিক বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার সঙ্গে তিনি জড়িত। দেশেও এক্ষেত্রে তার অবদান অনস্বীকার্য। বৃহত্তর সিলেট অঞ্চল ছাড়াও দেশের বিভিন্ন এলাকায় সামাজিক প্রতিষ্ঠানে তার সাহায্য সহযোগিতার হাত প্রসারিত। স্কুল, মক্তব, মসজিদ, মাদ্রাসা, মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা এবং কোনটিতে দাতা হিসেবে সম্পৃক্ত। কথায় বলে- ধন হলেও মন হয় না। আমাদের সমাজে ও দেশের বিত্তবানদের সিংহভাগ আত্মকেন্দ্রীক। অর্থ ও বিত্তে তাদের পরিধি বিস্তৃত হলেও দান-অনুদানের ক্ষেত্রে তাদের অবস্থান সংকীর্ণ গন্ডির ভেতরে। হয়তো রাগীব আলীর স্ব-উপার্জিত অর্থই তার দানশীলতাকে প্রভাবিত করেছে। কোন প্রাপ্ত উত্তরাধিকারী সম্পত্তির ধারাবাহিকতায় নয়। রাগীব আলীর মতো মননশীল, সূক্ষ্মদর্শী, সফল বিনিয়োগকারী ও দানশীল ব্যক্তিত্ব যদি বাংলার প্রতিটি অঞ্চলে একজন করে জন্মাতো, তাহলে দেশের ও আমাদের জাতীয় অবস্থা ভিন্নরূপ ধারণ করতো।

রাগীব আলীর মতো চিত্তে ও বিত্তে বড় মানুষের জয় হোক।

সম্পাদক, দৈনিক মৌলভীবাজার বার্তা।

www.pathagar.com

রাগীব আলীঃ চেনা-অচেনায়

সবিহ্-উল-আলম

১৯৮৫ সালে আমাদের রোটারি ক্লাব অব ঢাকা ওয়েস্টে একজন নতুন সদস্য অভিষিক্ত হলেন-উজ্জ্বল কান্তি, চুল ছোট করে ছাঁটা, চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা, পোশাকে-আশাকে নিতান্তই সাধারণ। এই নতুন সদস্যের 'বাড়ি কোথায়' জানবার জন্য একটির চাইতে দু'টি বাক্য ব্যয় করতে হয়না। আমারও হয়নি। আমি প্রথম বাক্যে আবিষ্কার করলাম তাঁর বাড়ি 'সীলট' মানে সিলেট। নতুন সদস্যকে নিয়ে আমার মন অনুসন্ধিৎসু হয়ে উঠল। অন্যতম কারণ–ইনি পাহাড়ি অঞ্চলের মানুষ, আমিও (অবশ্য ভিন্ন জেলার)।

আমি রাজিব আহসান, রাজিব হুমায়ুন, রাজিব গান্ধী-এ সব নামের সাথে পরিচিত। কিন্তু রাগীব আলী শুনলাম এই প্রথম (এ জন্য আমার সীমিত তথ্যভান্ডার দায়ি)। তবে, এ কারণেই নামটা আমার মনে গেঁথে রইল।

লক্ষ্য করলাম রাগীব আলী নামের এই নতুন সদস্য সাপ্তাহিক সভায় নিয়মিত আসেন না। এলেও চুপচাপ থাকেন। সভার কার্যক্রম মনোযোগ সহকারে শোনেন। সবার সাথে নামাজে সামিল হন। চা-নাস্তাতেও, কিন্তু বাক্য ব্যয় করেন না। সভা শেষে ক্লাবের পরিসংখ্যান ঘোষণায় জানা যায় রাগীব আলী ৫০০/১০০০/২০০০ টাকা 'সানশাইন' (ছোট ছোট প্রকল্পের জন্য স্বেচ্ছা-চাঁদা) দিয়ে গেছেন। রোটারি ভুবনে ইত্যাকার ছোট বড় নিঃস্বার্থ কাজের জন্য দাতার উদ্দেশে হাততালি পড়ে। কিন্তু আমরা যার উদ্দেশে হাততালি দেবো, তিনি থাকলে তো! এই বিপুল 'সানশাইন' (যেখানে সাধারণত আমরা ১০ টাকা দিয়ে থাকি) দিয়ে রোটারিয়ান রাগীব আলী কখন নিঃশব্দে বেরিয়ে যান, আমরা টের পাইনে।

'পল হ্যারিস ফেলো' হতে গেলে রোটারি ফাউন্ডেশনে ১,০০০ ইউএস ডলার দিতে হয়। রোটারি ভুবনে 'পল হ্যারিস ফেলো' হওয়াটা সবচেয়ে বড় সম্মান। প্রতি বছর রোটারি ইন্টারন্যাশনালের অনুকূলে বিভিন্ন রোটারি ডিষ্ট্রিক্ট-এর মাধ্যমে বিপুল স্বেচ্ছা-চাঁদার সমাগম হয়। 'পল হ্যারিস' ফেলো হওয়ার মাধ্যমে এই স্বেচ্ছা চাঁদা তোলা হয়। এই চাঁদা থেকেই গড়ে ওঠে রোটারি ফাউন্ডেশন, যেখান থেকে বিভিন্ন দেশের বড় বড় জনসেবামূলক প্রকল্পে অর্থায়ন করা হয়।

আমাদের এই স্বল্পবাক সদস্যটি নীরবে 'পল হ্যারিস ফেলো' হলেন। অনতিবিলম্বে আমরা আবিষ্কার করলাম রাগীব পরিবার 'পল হ্যারিস ফ্যামিলি' হিসেবে চিহ্নিত

www.pathagar.com

হয়েছে-তাঁর পরিবারের সব সদস্য (তাঁর স্ত্রী রাবেয়া, পুত্র আব্দুল হাই এবং কন্যা রেজিনা কাদের ‘পল হ্যারিস ফেলো’ হয়েছে ৪,০০০ ইউএস ডলার দিয়ে।

ভাবলাম, নামের জন্য বড় লোকেরা অনেক কিছু করে, রাগীব পরিবারের ‘পল হ্যারিস ফ্যামিলি’ হওয়াটাও হয়তো তেমন একটা ব্যাপার। কিন্তু সাদাসিধে লোকটি সম্পর্কে আমি আরও কৌতূহলি হয়ে উঠলাম। ততদিনে রাগীব ভাইয়ের সাথে আমার সখ্যতা গড়ে উঠেছে। আমি তাঁর স্নেহের পরশ পেতে শুরু করেছি।

এরই মধ্যে ১৯৮৮ সালে নদ-নদী প্লাবিত হয়ে ঢাকা এমন মারাত্মক বন্যার শিকার হলো যে, নয়াপল্টন, মতিঝিল এলাকার কোন কোন অংশে রিক্সার পাশাপাশি নৌকাও চলতে লাগল। মানুষের সে এক দুর্বিষহ অবস্থা। খাওয়ার পানির সংকট, হাট-বাজারের সংকট-এরকম বহু সংকটে জনজীবন পর্যুদস্ত। আমি সেবার ঢাকা ওয়েস্টের কম্যুনিটি সার্ভিসের ডিরেক্টর। আর্তমানবতার সেবায় রোটারি ক্লাব অব ঢাকা ওয়েস্ট-এর সদস্যবৃন্দ ব্যাপক ত্রাণকার্য চালাবার জন্য মানসিক প্রস্তুতি নিয়েছেন। কলাতিয়া, জায়গির এবং সাভার এই তিনটি এলাকায় আমরা ত্রাণকার্য চালাবার সিদ্ধান্ত নিলাম। আমাদের ত্রাণকার্যের কয়েকটি পর্যায়-প্রথমতঃ বন্যা কবলিতদের মাঝে খাদ্য-সামগ্রী (চাল, ডাল, আলু, চিড়া, লবণ এবং খাওয়ার পানি) বিতরণ, দ্বিতীয়তঃ পোষাক-আশাক বিতরণ, তৃতীয়তঃ গৃহায়ন (এই শর্তে যে ঘরের সম্পূর্ণ সামগ্রী আমাদের ক্লাব দেবে, কিন্তু বন্যাকবলিতরা তাদের শ্রমে ঘর তুলবে) চতুর্থতঃ দু’জন ডাক্তার নিয়ে এই তিন এলাকায় রোগীদের বিনে পয়সায় চিকিৎসা এবং তাদের মাঝে ওষুধ বিতরণ এবং সর্বশেষ, বন্যাকবলিতদের মাঝে শস্য-বীজ বিতরণ। এ ত্রাণকার্য যেমন বিশদ তেমন এটাকে বাস্তবায়ন করতে বিপুল অর্থায়নের দরকার। ক্লাবের জরুরী সভা ডাকা হলো। সব সদস্যই দরাজ হাতে চাঁদা দিলেন। রাগীব ভাই একাই দিলেন এক লক্ষ টাকা এবং আশ্বাস দিলেন প্রয়োজনে আরো দেবেন। দিলেনও।

চিত্ত আর বিত্ত সহজে সহ-অবস্থান করে না। কারো কারো ক্ষেত্রে এটা ব্যতিক্রম ঘটে। যেমন ঘটেছে রাগীব ভাইয়ের বেলায়। চিত্ত আর বিত্তকে মেলাবার এই দুর্লভ গুণটি রাগীব ভাই আয়ত্ব করেছিলেন কী করে জানিনে।

ততদিনে আমাদের প্রতি বছরের Installation Ceremony-র স্যুভেনির-এর শেষ প্রচ্ছদ রাগীব ভাইয়ের জন্য স্থায়ীভাবে বরাদ্দ হয়ে গেছে। শেষ প্রচ্ছদে যে রাগীব ভাইয়ের কোম্পানীর বিজ্ঞাপনটিই ছাপা হবে, এটা এখন আমরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজনও বোধ করিনে। এভাবে চলে আসছে প্রতি বছর। এবং এখনও। কলাতিয়াতে ত্রাণকার্য চালাবার সময় বন্যাকবলিত এক ভাঙা মসজিদে আমরা জুমআ’র নামাজ আদায় করেছিলাম। সেই মসজিদ কমিটির তরফ থেকে এক আবেদন এলো, ভাঙা মসজিদটি মেরামত করবার জন্য ৫,০০০ টাকা সাহায্য করার। কম্যুনিটি সার্ভিসের আমিই পরিচালক, তাই ক্লাবের নিয়মিত সভায় কথাটা

www.pathagar.com

পাড়লাম। অজ্ঞাত কারণে আমার আবেদনটা জোরালো হলোনা। একটু ভাবনায় পড়লাম, কারণ আমি মসজিদ কমিটিকে প্রায় আশ্বাস দিয়ে ফেলেছিলাম। এ কারণে যে ঢাকা ওয়েস্টের জন্য এ অঙ্ক ছিল নিতান্তই তুচ্ছ। সভা শেষে যখন বিমর্ষ মুখে বেরিয়ে আসছি, তখন পিঠে টোকা পড়ল। মুখ ফিরিয়ে তাকাতেই দেখলাম রাগীব ভাইকে। তিনি ততক্ষণে আমার ডান হাত ধরে আমাকে করিডোরের একপাশে নিয়ে গেছেন। তারপর তাঁর বাম হাত আমার কাঁধে রেখে আরো কাছে টেনে নিয়ে আমার হাতে গুঁজে দিলেন নোটের বান্ডিল, এহানে পাঁচ হাজার টাকা আছে, আরো লাইগলে আমারে কইয়েন। আর একটা কথা, আমার নাম কইয়েন না।'

কী মুশকিল, আমি তা' হলে টাকাটা কার নামে দেখাবো? আমি জানতে চাইলাম। 'ক্লাবের নামে দেহাইবেন।'

এরকম আরো ঘটনার মাঝে আমার জানা হয়ে গেল রাগীব ভাই দান করবেন, কিন্তু তার নাম ঘোষণা করা যাবে না। ব্যাপারটা তেমনভাবে জানা ছিল না। ডিষ্ট্রিক্ট ডিরেক্টরীর শেষ পৃষ্ঠায় সেবার রাগীব ভাইয়ের একটা কোম্পানীর বিজ্ঞাপন ছাপা হয়েছিল, যার মূল্য হিসেবে তিনি ডিষ্ট্রিক্টকে দিয়েছিলেন ৫০ হাজার টাকা।

সেই বছরের ডিষ্ট্রিক্ট এসেমব্লীতে আমি আর রাগীব ভাই পাশাপাশি বসেছি। এমন সময়, ডিরেক্টরী বিতরণ করবার পূর্ব মুহূর্তে ডিষ্ট্রিক্ট গভর্ণর রাগীব ভাইয়ের নাম উচ্চারণ করে শেষ প্রচ্ছদে বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন। সঙ্গে সঙ্গেই তড়াক করে উঠে দাঁড়ালেন রাগীব ভাই 'আর য়্যাখটা মিনিটও আমি মিটিংয়ে থাকমু না। নাম ঘোষণা না দিবার কথা বারবার কইসি।' উত্তেজিত হয়ে সেই যে এসেমব্লী ত্যাগ করলেন, আর ফিরলেন না রাগীব ভাই। আরেকবার। সাটুরিয়াতে ঘূর্ণিঝড়ের তান্ডবে বিপুল জানমালের ক্ষতি হয়েছে। ঢাকা ওয়েস্ট সেবারও গিয়ে দাঁড়াল আর্তমানবতার সেবায়। স্বেচ্ছা-চাঁদা দেয়ার বেলায় সেবারও এগিয়ে থাকলেন রাগীব ভাই।

একবার তার মতিঝিলস্থ অফিসে গেলাম। রুগ্ন ও অলাভজনক শিল্প প্রতিষ্ঠান 'কোহিনূর ডিটারজেন্ট ফ্যাক্টরী'কে তিনি ইতোমধ্যেই লাভজনক করে তুলতে সমর্থ হয়েছেন। কিন্তু প্রতিবেশী রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার কারণে তার পণ্য 'জেট' বারবার বিপদের সম্মুখীন হচ্ছিল এবং পরিবর্তে খারাপ মানের ডিটারজেন্ট বাজার দখল করে নিচ্ছিল। রাগীব ভাই আমাকে কাতরভাবে বোঝাচ্ছিলেন, কী নিষ্ঠুর অন্যায় নিপীড়নের শিকার হয় আমাদের দেশী পণ্য। দেখলাম তার মুখে প্রচন্ড ক্রোধ জেগে উঠেছে। আমি আমার সামনে বসে থাকা মানুষটিকে ১৯৭১ সালের বিলেতে প্রবাসী রাগীব আলীর সাথে মিলিয়ে নিলাম-যিনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সহযোগিতা দানের লক্ষ্যে লন্ডনস্থ কেমব্রীজ গার্ডেনে বাংলাদেশ সেন্টার-

www.pathagar.com

এর চেয়ার, টেবিল, টাইপরাইটার মেশিন, কার্পেট ইত্যাদি কিনে দেন এবং প্রবাসী বাঙালিদের সঙ্গে নিয়ে দ্বারে দ্বারে অর্থ সংগ্রহ করে মুক্তিযুদ্ধে অর্থ যোগান দেন।

'শেয়ার টেয়ার কিনেন না?' একদিন আমাকে জিজ্ঞেস করলেন রাগীব ভাই।

'শেয়ার বুঝলে তো?' আমি হেসে বললাম।

তখন হড়হড় করে সব বললেন আমাকে-কীভাবে বিলেতের লয়েড্স ও মিডল্যান্ড ব্যাংক-এর মাধ্যমে শেয়ার বেচা-কেনার ব্যবসা শুরু করেন এবং প্রচুর টাকা উপার্জন করেন। কীভাবে বিলেতের স্ট্রেথাম হিলে 'তাজমহল' রেস্টুরেন্টে পার্ট টাইম চাকরি করতে হয়, সেই তিনিই হয়ে যান রেস্টুরেন্টের মালিক।

সিলেটের কোন এক বন্ধুর সাথে আলাপ করতে গিয়ে সিলেটে আমার শৈশব-স্মৃতি তাকে শুনাচ্ছিলাম-জানেন আমি পাঠশালায়ও পড়েছি। সিলেটে। সে পাঠশালার নাম দুর্গাকুমার পাঠশালা। তারপর তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, সেই পাঠশালা কি এখনো আছে?

সেই পাঠশালা আর নেই। সেই পাঠশালাসহ বিরাট জায়গা রাগীব আলী নামে এক ধনাঢ্য ব্যক্তি কিনে নিয়েছেন।

কোন রাগীব আলী বলেন তো? কোহিনূর ডিটারজেন্ট ফ্যাক্টরী যার?

আপনি চেনেন তাকে? বন্ধুটির বিস্ময়। চিনি মানে? তিনি তো আমাদের রোটারি ক্লাব অব ঢাকা ওয়েস্টের সদস্য। ক্লাবের হেন প্রজেক্ট নেই, যেখানে তিনি স্বেচ্ছায় চাঁদা দেন না এবং সেটা অবশ্যই সমগ্র অর্থায়নের সিংহভাগ।

দুর্গাকুমার পাঠশালার পরিণতির কথা শুনে তখনো আমার মনটা খচ্‌খচ্‌ করছিল। কিছুটা রাগও হচ্ছিল রাগীব ভাইয়ের উপর। একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো আমার-হায় আমার দুর্গাকুমার পাঠশালা! কিন্তু তিনি ওটা বন্ধ করতে গেলেন কেন?

বন্ধুটি হেসে বললেন, আপনি পাঠশালার জন্য খুব কাতর হয়ে পড়েছেন, তাই না? ভাবছেন লোকটা বোধহয় শিক্ষার প্রসার চায় না। শুনুন তবে। তাঁর শৈশবের স্মৃতি বিজড়িত বসতবাটিটুকু পর্যন্ত তিনি কলেজের নামে দান করে দিয়েছেন, যেখানে আজ হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী লেখাপড়া করছে।

জালালাবাদ রাগীব-রাবেয়া মেডিকেল কলেজ স্থাপন তাঁর অন্যতম কীর্তি। মেডিকেল শিক্ষা ও চিকিৎসা সেবার ক্ষেত্রে বেসরকারী উদ্যোগে এ ধরনের একটি বিশাল প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা একটি বিরল দৃষ্টান্ত। রাগীব আলী নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চেয়ারম্যান, এশিয়া প্যাসিফিক বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ারম্যান, প্রস্তাবিত বিশ্বের অন্যতম লিডিং বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোক্তা। বুঝতে পারছেন তিনি কত বড় শিক্ষানুরাগী?

তিনি নাকি ব্যক্তিগত উদ্যোগে একটি সেতুও করেছেন সিলেটে?

www.pathagar.com

হ্যাঁ, বাসিয়া নদীর উপর সেতুটি। দু'শ পঞ্চাশ ফুট দীর্ঘ ও বিশ ফুট প্রস্থ এই সেতুটি নির্মাণে তার ব্যয় হয়েছে দুই কোটি টাকা। শুধু এটুকুই নয়-সিলেটের কামালবাজার এলাকায় যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নে স্থানীয় রাগীব-রাবেয়া মহাবিদ্যালয় থেকে লালটেক গ্রামের উত্তরাংশ পর্যন্ত কয়েক মাইল দীর্ঘ সড়ক নিজ ব্যয়ে নির্মাণ করে তিনি আরেকটি বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। হায়, আমরা রোটারিয়ানরা তার এসব কীর্তির কিছুই জানিনে। আমি লজ্জিত হয়ে বন্ধুকে বললাম।

বন্ধুটি হেসে বললেন, দানবীর রাগীব আলীর কীর্তির কথা এখনো কিছুই বলা হয়নি। তিনি আরো অনেক কিছু করেছেন।

তাই?

হ্যাঁ, আমাদের দেশে এখনো হাজী মোহাম্মদ মহসীন আছেন।

আমার মনে পড়লো, রাগীব ভাই আমাকে বলেছিলেন- 'আফনেরে আমি সিলট নিমু।'

আমি ঠিক করেছি এবার সভায় দেখা হলেই তাঁকে প্রথম চোটে জিজ্ঞেস করবো - আমরা সিলেট কবে যাচ্ছি, রাগীব ভাই?

রোটারিয়ান, শিল্পী ও সাহিত্যিক।

www.pathagar.com

বিদ্যোৎসাহী রাগীব আলী

এম. আর. শাহ্

শিল্পপতি রাগীব আলীর জন্ম সিলেট জেলার বিশ্বনাথ থানাধীন তালিবপুর গ্রামে এক মধ্যবিত্ত পরিবারে। তাঁর পিতার নাম আলহাজ্ব রাশিদ আলী এবং মাতা রাবেয়া খাতুন। রাগীব আলীর শৈশব কাল কাটে নিজ গ্রাম তালিবপুরে। গ্রামের বিদ্যালয়ে বাল্যশিক্ষা শেষ করে তিনি লক্ষ্মীবাসা মধ্যবঙ্গ বিদ্যালয় এর পরে সিলেট রাজা গিরিশচন্দ্র স্কুলে ভর্তি হন। তখন হতে তাঁর জীবন সংগ্রাম শুরু হয়। নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যদিয়ে তিনি তাঁর বিদ্যালয়ের শিক্ষাকাল সমাপ্ত করেন। বাল্যকাল হতে রাগীব আলী কষ্ট সহিষ্ণু ও অধ্যবসায়ী ছিলেন। মনের মধ্যে বড় হওয়ার এক প্রবল ইচ্ছা বিরাজ করতো। এই অন্তর্নিহিত অদম্য ইচ্ছা বা চালিকা শক্তি পরবর্তীকালে তাকে বিভিন্নরূপে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করেছে।

সিলেটে স্কুল শিক্ষা শেষ করে পঞ্চাশের দশকের প্রথম দিকে নিজ ভাগ্য অন্বেষণে তিনি বিলাতে পাড়ি দেন। তারপর শুরু হয় তাঁর জীবন যুদ্ধ। সে এক দীর্ঘ ইতিহাস। সংক্ষেপে বর্ণনা দিতে হলে বলতে হয়, কষ্ট স্বীকার করে, ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও দৃঢ় মনোবল নিয়ে তিনি নিজকে তিলে তিলে প্রতিষ্ঠিত করেন-একজন পুঁজিপতিরূপে, একজন সফল ব্যবসায়ীরূপে ও একজন শিল্পপতিরূপে। রাগীব আলী সাহেব একজন 'সেলফ মেড' ব্যক্তি। তিনি রূপোর চামচ মুখে নিয়ে জন্ম গ্রহণ করেননি। জীবন শুরু করেছেন শূন্য থেকে। কেবলমাত্র স্বীয় বুদ্ধিবলে, অক্লান্ত পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও একনিষ্ঠতায় আজ তিনি এই অবস্থায় এসেছেন।

জাতীয় অর্থনীতি ও উন্নয়ন কর্মকান্ডে রাগীব আলী এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছেন। বাংলাদেশের চেনা পুঁজিপতি ও শিল্পপতিদের মধ্যে তিনি একজন। তিনি সাউথ ইস্ট ব্যাংক-এর চেয়ারম্যান এবং জেনারেল বীমা কোম্পানীর তিনি একজন ডাইরেক্টর। তিনি বাংলাদেশের শিল্পপতিদের, বিশেষ করে চা শিল্পপতিদের অন্যতম। তিনি ছোট বড় মোট ৭টি টি-এস্টেটের মালিক। তার সব চাইতে বড় এস্টেটটি (মালনী ছড়া) সিলেটে অবস্থিত। অন্যান্যগুলি বৃহত্তর সিলেট ও চট্টগ্রামে অবস্থিত। তিনি কোহিনূর ডিটারজেন্ট কোম্পানী লিমিটেডের মালিক। এ ছাড়া তিনি Stock Exchange-এর মেম্বার। ছাপাখানা ও সংবাদপত্র প্রকাশনা ব্যবসার সাথেও সরাসরি জড়িত। পুঁজিপতি ও শিল্পপতি ছাড়া তাঁর আরও পরিচিতি আছে। রাগীব আলী সাহেব একজন বিদ্যোৎসাহী ও সমাজসেবী হিসেবে অধিক পরিচিত। তিনি বহু স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা ও পৃষ্ঠপোষক। এই শ্রেণীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা অনেক। এই সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বৃহত্তর সিলেট ও সারা বাংলাদেশে তিনি এগুলোর প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর অর্থানুকূল্যে এগুলি প্রতিষ্ঠিত ও

www.pathagar.com

পরিচালিত হচ্ছে। এ ছাড়া অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে তিনি অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছেন এবং করছেন। এগুলির মধ্যে নর্থ-সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়, এশিয়া প্যাসিফিক বিশ্ববিদ্যালয়, ধানমন্ডি আদর্শ কলেজ এর নাম উল্লেখযোগ্য। উচ্চশিক্ষা বিস্তারে বিশেষ করে চিকিৎসা-শিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁর বড় অবদান হচ্ছে-সিলেট জালালাবাদ রাগীব-রাবেয়া প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ। এই মেডিকেল কলেজটি তার ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় বিগত ১৯৯৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং তার সম্পূর্ণ নিজ অর্থানুকূল্যে পরিচালিত হচ্ছে। এ কলেজটি চতুর্থ শিক্ষা বর্ষে পদার্পণ করেছে। বর্তমানে এর ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ৩২৫। মেডিকেল কলেজটির নিজস্ব ভবনের নির্মাণ কাজ সিলেট শহর সংলগ্ন তার নিজস্ব পাঁচ একর জমির উপর পূর্ণ উদ্যমে চলছে।
রাগীব আলী 'লিডিং বিশ্ববিদ্যালয়' নামে সিলেটে একটি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। এ সম্পর্কিত একটি প্রস্তাব ইউজিসি'র মাধ্যমে প্রায় দু'বছর পূর্বে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পেশ করা হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমতি পাওয়া গেলেই তিনি নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যাবলী শুরু করবেন।

রাগীব আলী একজন দানবীর ও সমাজসেবক হিসেবে সারাদেশে, বিশেষ করে সিলেট জেলায় সবার কাছে পরিচিত। তিনি যেমন অর্থ উপার্জন করেন তেমনি অকাতরে দানও করেন। পুর্বেই বলা হয়েছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নতিকল্পে এবং শিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্যে তিনি বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ সাহায্য দিয়ে আসছেন। এগুলির মধ্যে রয়েছে প্রাইমারী বিদ্যালয়, জুনিয়র হাই স্কুল, মক্তব, মাদ্রাসা ইত্যাদি এবং এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা শতাধিক হবে। তাহার অর্থানুকূল্যে এবং পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত, নির্মিত ও সংস্কার হয়েছে বহু ধর্মীয় ও জনহিতকর প্রতিষ্ঠান। এগুলির মধ্যে মসজিদ, মন্দির, ঈদ্‌গাহ, হাসপাতাল, এতিমখানা, খেলার মাঠ, ক্লাব, যুব প্রতিষ্ঠান, রাস্তা, পুল ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এ সবই মহানুভবতা ও দানশীলতার পরিচয় বহন করে। এ সবের জন্য তিনি জনগণের মধ্যে দানবীর হিসেবে আখ্যায়িত হয়েছেন।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি একজন ধর্মপরায়ণ, সহজ, সরল নিষ্ঠাবান ব্যক্তি। তিনি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করেন এবং এ যাবৎ তিনবার পবিত্র হজ্জ পালন করেছেন। এছাড়া তিনি পৃথিবীর বহু দেশ ভ্রমণ করেছেন। ষাট ঊর্ধ্ব বয়সেও তিনি যথেষ্ট কর্মঠ ও সচল রয়েছেন। দৈনিক কাজকর্ম, অফিস গমন, বিভিন্ন বোর্ড সভায় যোগদান, দেখা-সাক্ষাৎ ইত্যাদি কাজ-কর্ম তিনি নিষ্ঠার সাথে পালন করে থাকেন। তিনি একজন সদালপী ও অতিথি পরায়ন ব্যক্তি। তাঁর সামাজিক সংশ্রব, বিশেষ করে গুণি-মানি ব্যক্তিদের সাথে পারিচয় ও ঘনিষ্ঠতার ক্ষেত্র খুবই প্রশস্ত। জনসাধারণের জন্য তাঁর যথেষ্ট সহানুভূতি ও আগ্রহ রয়েছে। তিনি নিয়মিত নিজ এলাকায় গমনপূর্বক তাদের খোঁজ খবর নেন। এলাকাবাসী জনগণের উন্নতি ও সাহায্যার্থে তাঁর দানশীল হস্ত সদা প্রসারিত রয়েছে।
রাগীব আলী দীর্ঘজীবী হোন এবং দেশের ও দশের আরও কাজে লাগুন, এই কামনা করে এই লেখনীর সমাপ্তি টানছি।

যুগ্ম সচিব (অবঃ), শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

www.pathagar.com

দানবীর রাগীব আলী- এক অনন্যসাধারণ ব্যতিক্রমধর্মী শিল্পপুরুষ

গোলাম রব্বানী

কিছু কিছু মানুষও পৃথিবীতে একটা বিরাট সম্ভাবনাময় উদ্ভাবনী শক্তি নিয়ে জন্ম গ্রহণ করেন। সৃষ্টিশীল ধ্যান-ধারণা অত্যন্ত ছোট বেলা থেকেই তাঁদের জীবনকে আচ্ছন্ন করে রাখে। কিন্তু উদ্ভাবনী শক্তিকে প্রয়োগ করে কোনো কিছু উদ্ভাবন করা বা সৃষ্টি করার পূর্বশর্ত হলো দেশে উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলা। পাক-ভারত স্বাধীনতাপূর্ব কালে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত প্রায় দু'শো বছরে এদেশে উৎপাদনমুখী শিল্প-কারখানা গড়ে তোলার মতো কোনো পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়নি। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ১৯৪০ সাল পর্যন্ত এদেশ তথা সমস্ত ভারতবর্ষকে তাদের কলোনী করে রেখেছিলো। এদেশকে এবং এদেশের মানুষকে তারা খুব নিষ্ঠুরভাবে শোষণ করেছিলো। তারা এদেশে তাদের নিজস্ব স্বার্থে ভারী শিল্পের পরিবর্তে খনিজ-শিল্প ও কৃষি-ভিত্তিক শিল্প-কারখানা গড়ে তোলে। এগুলোর মধ্যে পাট, চা, কফি, রাবার এবং কয়লাজাত কারখানা ছিলো প্রধান। এসব কল-কারখানার আয় থেকে তারা কোটি কোটি পাউন্ড-ষ্টারলিং নিজের দেশ বৃটেনে পাচার করতো। এক তথ্য অনুযায়ী ১৯২১-১৯২২ অর্থ বছরে এসব- কারখানার মুনাফা থেকে তারা প্রায় ১,৪০,৫০০,০০০ পাউন্ড ষ্টারলিং তাদের দেশে নিয়ে গিয়েছিলো।

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ তাদের নিজেদের স্বার্থে এদেশে কোনো শিল্প উদ্যোক্তা শ্রেণী (Entrepreneur) বা কোনো শিল্প বাণিজ্য সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। ফলে এদেশের মানুষের মধ্যে প্রচুর উদ্ভাবনী শক্তি, সাংগঠনিক দক্ষতা ও প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ইতিহাস সৃষ্টি করার মতো কোনো শিল্প উদ্যোক্তা সম্প্রদায় গড়ে তোলেনি। ১৯৪৭ সালে ভারত উপমহাদেশকে বিভক্ত করে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিদায় নেয় এদেশ থেকে। এদেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের ভার ন্যাস্ত হয় এদেশেরই মানুষের উপর। পাকিস্তানে তখন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের ভূমিকা গ্রহণ করে পশ্চিম পাকিস্তানী সামন্ত প্রভূর। ফলে শিল্প স্থাপনের দিক থেকে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান অনগ্রসর ছিল। দেশের এই অংশে শিক্ষিত এবং দক্ষ শিল্প উদ্যোক্তা গড়ে উঠেনি। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের পতন-স্বাধীন ভারত উপমহাদেশের অভ্যুদয়-এই সময় সন্ধিক্ষণে ভারতবর্ষে ও আমাদের দেশে শিল্পায়নে ঝুঁকি নেয়ার মতো খুব কম সফল শিল্প উদ্যোক্তা ছিলেন। এই সময়ে ১৯৩৮ সালে সিলেটের বিশ্বনাথ থানার তালিবপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন আজকের বিশিষ্ট শিল্পতি দানবীর রাগীব আলী।

www.pathagar.com

রাগীব আলীর সংগে আমার প্রথম পরিচয় হয় খুব সম্ভব ১৯৫৪ সালে। তখন আমি, আমার মামাতো ভাই আব্দুল খালেক, মামা বশির চৌধুরী থাকতাম সিলেট দক্ষিণ সুরমার ষ্টেশন রোডে সুরমা নদীর তীর ঘেঁষে এক হাজী সাহেবের বিল্ডিং এ এক মেসে। আমি তখন রসময় হাই স্কুলে পড়ি। মামা বশির চৌধুরীও পড়তেন একই স্কুলে। আর আব্দুল খালেক ছিলেন ঐতিহ্যবাহী এম.সি (মুরারি চাঁদ) কলেজে তৃতীয় বর্ষের ছাত্র। আমার মামা ও মামাতো ভাইয়ের সংগে পূর্ব পরিচয় সূত্রে রাগীব আলী আসতেন আমাদের মেসে। তাঁর সংগে পরিচয় হয়েছিলো। তিনি লম্বা, একহারা ফরসা লাল, তাঁকে মনে হতো খুব মেধাবী এবং প্রতিভাদীপ্ত আলোকিত মানুষ। জীবনে কঠোর অধ্যবসায়, শ্রম, ত্যাগ-তিতিক্ষা ও সংকল্প মানুষকে সাফল্যের উচ্চাসনে পৌঁছে দিতে পারে। এর প্রকৃষ্ট এবং সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আজকের বিশিষ্ট শিল্পপতি দানবীর রাগীব আলী। ১৯৫৬ সালের পর থেকে তাঁর সংগে আমার আর কোনো যোগাযোগ ছিলো না। কিন্তু আমি তাঁর খবর নিতাম, লন্ডনে তাঁর বেশ কয়েকটি রেষ্টুরেন্ট ছিলো। লন্ডন প্রবাসী বেশীর ভাগ সিলেটিদের জীবনের সীমাবদ্ধতা ছিলো এখানেই। রেস্টুরেন্ট বিজনেস থেকে আয় এবং এর পর গ্রামে বিস্তৃত এলাকাজুড়ে উঁচু পাঁচিল-ঘেরা পাকা বাড়ি, পাকা লেট্রিন বাড়ির ভেতরে বড়ো পুকুর সড়ক এবং সড়কের মুখে বড়ো ফটক মসজিদের মিনার গম্বুজ আকৃতি সদৃশ। দেশের অবকাঠামো, দেশের উন্নতির কথা অনেকেই ভাববার প্রয়াস পেতেন না এবং সে জ্ঞান বুদ্ধিমানসিকতা, সর্বোপরি সেই উদ্ভাবনী শক্তি তাদের ছিলোনা। প্রবাসীদের মধ্যে রাগীব আলী ছিলেন এক অনন্যসাধারণ ব্যতিক্রমধর্মী শিল্পপুরুষ। তাঁর চিন্তাভাবনা, ধ্যান-ধারণা ছিলো সুদূরপ্রসারী। বিলেতে তিনি ভাগ্যকে নির্মাণ করতে যেয়ে প্রচুর শ্রম দিয়েছেন এবং ধাপে ধাপে সাফল্যও অর্জন করেছেন। লন্ডনে পেঁয়াজ কাটা থেকে শুরু করে ডিশ পরিষ্কার, এরপর ওয়েটারের কাজ এবং সময়ের ব্যাপ্তিতে একজন সফল ব্যবসায়ী। শ্রমের বিনিময়ে ভাগ্য তাকে প্রতারিত করেনি। ব্যবসায়ে তাঁর সততা তাঁর নিষ্ঠা এবং দূরদর্শিতা তাঁকে শুধু জীবনের অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকেই এগিয়ে নিয়ে গেছে- পেছন ফিরে তাকাননি কখনো। তাঁর দৃষ্টি আচ্ছন্ন ঘোলাটে ছিলোনা। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর শিল্পোন্নয়ন ও শিল্প উদ্যোক্তাদের ক্ষেত্রে দেশে একটা অভাবনীয় শূন্যতার সৃষ্টি হয়। তিনি তাঁর সৃষ্টিশীল মননশক্তি দিয়ে এর গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারলেন। দেশে ফিরে এলেন রাগীব আলী। তাঁর সংগে আবার দেখা হলো আমার দীর্ঘদিন পর। তিনি প্রায়ই আসতেন আমাদের ব্যাংকে। তাঁর জীবনের একটা প্রতিজ্ঞাত বিষয় ছিলো তিনি কখনো পরিপূর্ণতার মাঝে সৃষ্টির সার্থকতা খুঁজে পেতেন না। অপরিজ্ঞাত অপূর্ণতাকে পরিপূর্ণরূপ দিয়েই আনন্দ পেতেন তিনি। উপযুক্ত চিকিৎসা আর প্রেসক্রিপশন দিয়ে অন্ধকে দৃষ্টি দান করার মধ্যে সাফল্যের আনন্দ ও সার্থকতা খুঁজে পান একজন চিকিৎসক। সৃষ্টিশীলতার ক্ষেত্রে রাগীব আলীর দৃষ্টিভঙ্গিও তাই। দেশে ফিরেই রুগ্নশিল্প কারখানার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন তিনি। প্রথমেই তিনি শুরু করলেন বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংকের একটি রুগ্ন ভঙ্গুর

www.pathagar.com

চামড়া শিল্প (Tannery project) নিয়ে। এরপর তিনি এগুতে থাকেন ধীরে ধীরে। শিল্পের বিভিন্ন খাতে ব্যবহারিক দিকগুলো, এর সম্ভাব্য বাজার এবং বাজারজাত প্রক্রিয়া নিয়ে তিনি অত্যন্ত গুরুত্বের সংগে পর্যালোচনা ও সমীক্ষা করতে থাকেন। তাঁর দৃষ্টিশক্তি ছিলো অত্যন্ত প্রখর এবং তাঁর উদ্ভাবনী শক্তি ছিলো অত্যন্ত জোরালো। পৃথিবীর অন্যান্য উন্নত দেশে এবং তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোতে রাসায়নিক প্রক্রিয়াজাত গুঁড়োসাবান উৎপাদন ও এর চাহিদার ক্ষেত্রে একটা বিপ্লব সূচিত হচ্ছিলো। সঙ্কট চলছিলো শুধু আমাদের দেশে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর কোহিনূর নেকমিকেল শিল্পগোষ্ঠী কর্তৃক টঙ্গীতে স্থাপিত জেট গুঁড়োসাবান উৎপাদনকারী দেশের একমাত্র কোহিনূর ডিটার্জেন্ট কারখানাটি পরিত্যক্ত অবস্থায় স্থবির হয়ে পড়েছিলো। রাগীব আলীর দৃষ্টি সেই পরিত্যক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানটির ওপর নিপতিত হলো। তিনি তাঁর অন্তর্দৃষ্টি ও ব্যতিক্রমধর্মী উদ্ভাবনীশক্তি দিয়ে দেশে গুঁড়ো সাবানের সম্ভাবনা ও এর সম্প্রসারণ সম্পর্কে সম্যক উপলব্ধি করতে সক্ষম হলেন। এই কারখানাটিকে উজ্জীবিত করে লাভজনক পর্যায়ে দাঁড় করতে মূলধন বিনিয়োগের পাশাপাশি অক্লান্তভাবে এবং অত্যন্ত নিষ্ঠার সংগে তিনি তাঁর শ্রম দিয়ে যেতে লাগলেন। কারণ তিনি জানতেন যে একজন দক্ষ, নিষ্ঠাবান ও সফল শিল্প উদ্যোক্তা বা শিল্পপতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে হলে তাঁকে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। বলা বাহুল্য যে দীর্ঘকাল যাবৎ এই কারখানাটির উৎপাদিত পণ্য জেট গুঁড়োসাবানের একচেটিয়া মার্কেট ছিলো এদেশে। মূলতঃ এই গুঁড়োসাবান কারখানাটির অভাবনীয় সাফল্যই তাঁকে দেশে একজন প্রথম সারির শিল্পপতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। এই কারখানাটির সাফল্য শিল্প উদ্যোক্তা হিসেবে তাঁর আত্মপ্রত্যয়কে সুদৃঢ় করেছে। টঙ্গীতে পাশাপাশি পাঁচিল ঘেরা একই সীমানার মধ্যে রয়েছে তাঁর আর একটি কারখানা কোহিনূর সিলিকেট ইন্ডাস্ট্রী। এই দু'টো কারখানাই তিনি কিনে নিয়েছিলেন কোহিনূর শিল্প উদ্যোক্তাদের নিকট থেকে। চট্টগ্রামে 'সফট এন্ড কস্‌মেটিকস্‌'-নামে তাঁর আরেকটি কারখানা রয়েছে। শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে শিল্পপতি রাগীব আলীর এই সাফল্য তাঁর পুঁজি বিনিয়োগের ক্ষেত্রকে আরো সমৃদ্ধ ও আরো সম্প্রসারিত করে তোলার ব্যাপারে তাঁর উদ্যম ও স্পৃহাকে গাঢ়তর করে তোলে। শিল্পায়নের বৃহত্তর অঙ্গনের দিকে তাঁর দৃষ্টিকে বিসারিত করে তোলেন তিনি। দেশের বৃহত্তর স্বার্থে রাষ্ট্রের বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে দিক্‌-নির্দেশনা ও তাঁর মূল্যবান অবদান রাখার লক্ষ্যে তিনি পর্যায়ক্রমে জড়িয়ে পড়েন চা শিল্পে, ব্যাংকিং খাতে, ইনসিওরেন্স ও শিক্ষা খাতে বিশেষ করে চিকিৎসা শাস্ত্রের উন্নয়ন ও সম্প্রসারনে। শিল্পপতি রাগীব আলীর এইসব যুগান্তকারী উদ্ভাবনী ও সৃষ্টিশীল ধ্যান-ধারণায় তাঁর পাশে এসে দাঁড়ালেন তাঁর স্ত্রী বিশিষ্ট সমাজসেবী বেগম রাবেয়া খাতুন চৌধুরানী। মালিনীছড়া থেকে বেশী দূরে নয়, কাছাকাছিই বলা যায়, সুনামগঞ্জ রাস্তা সংলগ্ন সবুজ সমারোহের ভেতরে এক মনোরম পরিবেশে অক্লান্ত শ্রম আর মেধাশক্তি দিয়ে ১৯৯৫ সালে তাঁরা প্রতিষ্ঠা করলেন জালালাবাদ রাগীব-রাবেয়া

www.pathagar.com

মেডিকেল কলেজ কমপ্লেক্স। মালিনীছড়া চা বাগান ও মেডিকেল কলেজটি দেখার সৌভাগ্য হয়েছিলো আমার দু'বছর আগে ১৯৯৯ সালে। জীপে করে ঘুরিয়ে সমস্ত বাগানটি দেখিয়েছিলেন রাগীব আলী। এই বাগানটিতে এবং সুউচ্চ টিলার উপর মনোরম পরিবেশে বাগানের বাংলোটিতে আরো কয়েকবার গিয়েছি। কিন্তু তখন সেই বাংলোটিতে দেশজ আমেজ বা তৃপ্তি ছিলোনা। বাগানটির মালিকানায় এবং ব্যবস্থাপনায় ছিলো একটি বৃটিশ কোম্পানী। বাগানটি ঘুরিয়ে দেখাতে দেখাতে প্রাণ খুলে কথা বলেছেন রাগীব আলী খাঁটি সিলেটি ভাষায়। তাঁর সংগে আগে থেকেই ছিলেন সিলেটের বিশিষ্ট ইতিহাসবেত্তা জনাব মনির উদ্দিন চৌধুরী। খুব গভীর মনোনিবেশে তিনিও দেখছিলেন বাগানটি। বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে প্রকৃতির সমারোহে জীবন্ত সবুজ উঁচু উঁচু গাছ গাছালী টিলার বগলে টিলার উপরে সমান সমান মসৃণ করে সুগোল করে ছাঁটা ঝোপ ঝোপ চা গাছ বাগান দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছিলাম। আরো বিস্মিত হয়ে ছিলাম তাঁদের মেডিকেল কলেজ কমপ্লেক্সটি দেখে। কলেজটির কিছু কিছু ভবন ও পারিপার্শ্বিক অবকাঠামো তখনো নির্মাণাধীন ছিলো। শুধু চায়ের চাষ নয়-ফল মূলের অজস্র গাছ লাগিয়ে এবং ফাঁকে ফাঁকে নাম জানা না জানা নানাবিধ ফুলের ঝাড় বাগান করে শৈল্পিক দক্ষতা ও নিপুণতার সংগে তিনি চারদিকেবিসারিত শিল্প অঙ্গনটিকে এক অপরূপ সাজে সজ্জিত করেছেন। এক সংক্ষিপ্ত আলাপচারিতায় এই বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব শিল্পপুরুষ এই সব চা-বাগানের বিদেশী অদক্ষ ব্যবস্থাপনার প্রতি কটাক্ষ করে মন্তব্য করেছিলেন- "বিদেশীরা কখনো এদেশের উন্নতি চায়নি, ওরা শুধু নিজেদের স্বার্থটাকেই দেখেছে বড়ো করে। আমি এই কঠোর পরিশ্রমী তেজোদীপ্ত আলোকিত শিল্প ব্যক্তিত্বের মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম খুব গভীর মনোনিবেশে। আমার মনে হলো তিনি এক সৃজনশীল মানুষ যিনি নিজেই শক্ত হাতে শাবল দিয়ে জীবনের গতিপথ কেটে কেটে ...."ফল ফুল, বৃক্ষলতা, পশুপাখি দিয়ে জীবনের কর্মক্ষেত্রকে সাজিয়ে সৌন্দর্যমন্ডিত করে তোলে স্বকালের গন্ডীকে ছাড়িয়ে কবির ভাষায় ধীরে ধীরে মহাকালের গভীরে ব্যাপ্তিতে প্রবেশ করেছেন।' বিশিষ্ট ব্যাংকার কবি তাহ্মীদুল ইসলামের 'নান্দনিক অন্ধকার' কবিতাটিতে এই শিল্পপতির বস্তুগত ও কাঠামোগত সৃষ্টিশীলতা যেনো বাঙময় এবং কাব্যময় হয়ে উচ্চারিত হয়েছে।

'মানুষ সৃজনশীল শাবল হাতে জীবনের গতিপথ
কেটে কেটে সময়ের মেরুন কুয়াশায় সূর্যোদয় আনে;
মিলিনিয়ামের রৌদ্র ও বৃষ্টির ভেতরে
ফুল ফল বৃক্ষলতা পশু ও পাখি আনন্দে মেতে থাকে
স্বকাল প্রবেশ করতে থাকে মহাকালের গভীরে ধীরে ধীরে ....'

এই পরিশ্রমী শিল্পপতির জীবন কোনো এক সময় হয়তো বা আচ্ছন্ন ছিলো, কবির ভাষায়, 'মেরুন কুয়াশায়' যেখানে সূর্যোদয় তাঁর জীবনকে এবং জীবনের কর্মকে উদ্ভাসিত করে তুলেছে। ১৯৭৩ সাল থেকে তিনি বাংলাদেশে ব্যবসায় মনোনিবেশ

www.pathagar.com

করেন। সময়ের ব্যাপ্ত পরিসরে দেশের মাটিতে আজ তিনি অনেকগুলো শিল্প-কারখানার মালিক। গোড়ার দিকে সিলেটের নয়া পাড়ায় একটি বাগানের শেয়ার হোল্ডার ছিলেন। এখন সিলেটে তাঁর মালিকানায় রয়েছে মালিনী ছড়া চা-বাগান, রাজনগর চা-বাগান, কর্ণফুলি চা-বাগানসহ বেশ কয়েকটি চা-বাগান। দানশীলতা এই শিল্পপতির জীবনের আর একটি বড়ো গুণ বা বৈশিষ্ট্য যে জন্যে সুধী সমাজে তিনি দানবীর রাগীব আলী নামে পরিচিত। বহু স্কুল, কলেজ, মক্তব, মাদ্রাসা, মসজিদ বিশ্ববিদ্যালয়, সামাজিক প্রতিষ্ঠানকে তিনি আর্থিক অনুদান দিয়ে সাহায্য করেছেন। সিলেট শহরের উপকণ্ঠে সিলেট মৌলভীবাজার রাস্তা থেকে বেশী দূর নয়- 'দক্ষিণ সুরমা কলেজ' নামে একটি কলেজও তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন। দেশে একটা পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করার পরিকল্পনাও তাঁর রয়েছে। ১৯৮৫ সালে রাগীব রাবেয়া ফাউন্ডেশন নামে একটি ফাউন্ডেশনের জন্ম দেন রাগীব আলী। দেশের গরীব দুঃখী দুঃস্থ জনের জন্য এটি একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। জাতিধর্ম নির্বিশেষে এই প্রতিষ্ঠানটির কর্মকান্ড হবে বহুমুখী এবং কর্মপরিধি হবে বিস্তারিত। প্রাতিষ্ঠানিক সাহায্য সহায়তা ছাড়াও ব্যক্তি পর্যায়ে দুঃস্থ গরীব এতিম মিসকিন বিকলাংগ এবং বয়োবৃদ্ধ অক্ষম যে-ই তাঁর সামনে পড়েছে বা তাঁর কাছে হাত পেতেছে তাকেই তিনি দিল-দরাজ উদার হস্তে মুঠো ভরে টাকা দিয়েছেন। সময়ে এবং সুযোগে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আশ্চর্য হয়ে আমি নিজেও সেটা প্রত্যক্ষ করেছি। রাগীব আলী তাঁর দেশের বাড়ি তালিবপুর গ্রামে মূলতঃ গরীব দুঃখী অসহায়দের জন্য আশ্রয়স্থল হিসেবে এক বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে-প্রায় ১৬ বিঘা জমি নিয়ে একটি বিরাট কমপ্লেক্স গড়ে তুলেছেন। সেখানে রয়েছে আধুনিক সুযোগ-সুবিধাসহ চারতলা বিশিষ্ট একটি ইমারত, প্রাইমারী স্কুল, উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল, কলেজ, মসজিদ, হাসপাতাল এবং প্রায় ৩০ বছর ধরে প্রতিষ্ঠিত মেটারনিটি সেন্টার।

দেশের শিক্ষা চিকিৎসা বাসস্থান এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে, শিল্পায়নে তাঁর নিরলস প্রচেষ্টা ও অবদান বৃহত্তর সিলেট তথা সারাদেশের শিক্ষা শিল্প ও সংস্কৃতির ইতিহাসে এক গৌরবময় অধ্যায় সৃষ্টি করেছে।

বিশিষ্ট ব্যাংকার, কথাসাহিত্যিক, অনুবাদক ও নিবন্ধকার।

www.pathagar.com

সবুজের সমারোহ ঃ রাগীব আলীর মালনীছড়া

আফতাব চৌধুরী

সিলেট শহরেই আমার বাস। এর আনাচে-কানাচে কিছুই আমার অজানা অচেনা নয়। এর মাটি, মানুষ, জলবায়ু, প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে আমার সম্পর্ক নিবিড়। কিন্তু বাস্তবতা হল বহু ইতিহাস আর স্মৃতির স্থাবর সম্পদ-শহরতলী "মালনীছড়া" গভীরভাবে দেখা হয়নি এর আগে কখনও। এ-যেন রবীন্দ্রনাথের ভাষায়,

'দেখিতে গিয়াছি পর্বতমালা
দেখিতে গিয়াছি সিন্ধু
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শিষের উপরে
একটি শিশির বিন্দু।'

ইতিহাসের বাস্তবতাকে খুঁজতেই গিয়েছিলাম মালনীছড়া চা-বাগানে। পরিকল্পিত লক্ষ্য অর্জনের সাথে এমন কিছু নতুন বিশেষ অর্জন হয়ে গেলো, সে সব অপ্রকাশিত তথ্যের বহিঃপ্রকাশের জন্যই মালনীছড়া-রাগীব আলী আজকের জানা অজানা উপাখ্যান। সিলেট শহর থেকে উত্তর দিকে ওসমানী বিমান বন্দর পথে ইতিহাস আর বাস্তবতার ব্যঞ্জরণীতে গর্বের সাথে প্রতিষ্ঠিত মালনীছড়া- শ্রম-মেধা বিনিয়োগ, আন্তরিকতা আর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার অনুকরণীয় মডেল হিসেবে লক্ষ জনকে প্রতিনিয়ত হাতছানি দিয়ে ডাকছে। দু'দিনব্যাপী অনুসন্ধিৎসু মনে মালনীছড়ার পরতে পরতে বিচরণ করার চেষ্টা করেছি, বিমুগ্ধ হয়েছি। দেশের দেড় শতাধিক চা বাগানের মধ্যে এ বাগানটির বহুমুখিতা এবং ভিন্নতার কারণে অনন্য এবং বিশেষত্বের দাবি রাখে। প্রথাগত চা উৎপাদন, ব্যবস্থাপনা, প্রক্রিয়াজাতকরণ, প্যাকেটিং ইত্যাদির স্বাভাবিক কার্যক্রমের বাইরে এমন কিছু অতিরিক্ত বিশেষ কার্যক্রম চলছে যা অন্যান্য যে কোন বাগান থেকে মালনীছড়াকে আলাদা করে দেয়। প্রায় দেড় শতাব্দী আগে তৎকালীন বৃটিশ প্রশাসনিক এবং ব্যবস্থাপনায় মালনীছড়া বাগানটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৫৪ সালে। বহু ইংরেজ, পাকিস্তানী, বাংলাদেশী প্রশাসক/ব্যবস্থাপকের হাত ঘুরে ১৯৮৮ সালে রাগীব আলীর মালিকানায় নিবন্ধিত হয় এ বাগান। এক সময়কার রুগ্ন, দুর্বল, অলাভজনক, অগোছালো মালনীছড়া রাগীব আলীর সুতীক্ষ্ণ ব্যবস্থাপনায় সব আশংকা আর দুর্বলতাকে সাহসের সাথে অতিক্রম করে 'এ' ক্লাস চা বাগানে পরিণত হয়। বাস্তবতার ডকুমেন্ট না থাকলে একে শুধু যাদুর সাথে তুলনা করা যায়। ১৯৮৮

www.pathagar.com

সালের পূর্বে বাগানটির বার্ষিক উৎপাদন ছিল ২ লক্ষ ৫০ হাজার কেজি, এখন ৫ লক্ষ কেজিরও উপরে। মালনীছড়ার ব্যবস্থাপনা পরিষদ এতেও সন্তুষ্ট নন। বর্তমানের উৎপাদন ক্ষমতাকে সার্বিকতা দিয়ে আরও বাড়িয়ে বিশ্বের যে কোন ঈর্ষণীয় উৎপাদনের সমান্তরালে নিয়ে যেতে চান তারা। প্রসংগত উল্লেখ করা যায়, বাংলাদেশ চা বোর্ডের নীতিমালা অনুসারে বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতানুসারে বাগানকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে ৫০ হাজার কেজি পর্যন্ত ক্লাশবিহীন, ৫০ হাজার হতে ১ লক্ষ কেজি পর্যন্ত 'সি' ক্লাস, ১ লক্ষ কেজি থেকে ২ লক্ষ ৫০ হাজার কেজি পর্যন্ত 'বি' ক্লাস এবং ২ লক্ষ ৫০ হাজার থেকে উর্ধ্বে হলে সে সকল বাগানকে 'এ' ক্লাস হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়। সে মর্মে আমরা মালনীছড়াকে সুপার 'এ'ক্লাশ বলতে পারি।

আড়াই হাজার একর ভূমিস্বত্ব সীমানায় স্বীকৃত অসংখ্য পাহাড়, টিলা, কৌনিক সমতল মিলিয়ে নয়নাভিরাম মুগ্ধতায় সেজে আছে-দু'টি পাতা একটি কুঁড়ির এ বিখ্যাত বাগানটি। ২ হাজার ৫ শত একরের মধ্যে চা আবাদের আওতায় আছে ১ হাজার ২ শত একর, রবার আবাদের আওতায় ৭ শত একর এবং অন্যান্য বৃক্ষরাজি, বন-বাদাড়, কারখানা, অতিথিশালা, আবাসন জুড়ে আছে বাকী জমিটুকু।

সুন্দর, যৌক্তিক এবং আন্তরিক ও দক্ষ ব্যবস্থাপনায় একটা পুরো টীম সন্তর্পণে সাবলিলতার সাথে চালিয়ে যাচ্ছেন মালনীছড়ার ব্যবস্থাপনা- যার নেতৃত্বে আছেন রাগীব আলী নিজে। বাগানটির এ ঈর্ষণীয় অবস্থানে নিয়ে যাওয়ার পিছনে যিনি কাজ করছেন, তিনি হলেন ম্যানেজার জনাব লুৎফুর রহমান। জনাব রাগীব আলীর দিক নির্দেশনায় শিক্ষিত করিৎকর্মা এ ভদ্রলোক বিরতিহীনভাবে মেধা, শ্রম, মননশীলতা বিনিয়োগে নিখুঁত প্রশংসার দাবীদার হয়ে আছেন- যা একান্ত কাছে না গেলে বোঝার উপায় নেই।

মালনীছড়া বাগানে ম্যানেজার, সহকারী ম্যানেজারসহ ডাক্তার, টিলা এসিস্ট্যান্ট, টিলা ক্লার্ক, সহকারী টিলা ক্লার্ক, ফ্যাক্টরীম্যান, স্টোর ক্লার্ক এবং ১ হাজার ২ শত শ্রমিকের মধ্যে ৭ শত ৫০ জন বাগানের নিবন্ধিত। বাকী ৪শত ৫০ জনকে নৈমিত্তিকভাবে প্রয়োজনে কাজে লাগানো হয়। বিশাল বহর নিয়ে মালনীছড়ার সাজানো সংসার। প্রচলিত ধারার চেয়ে খানিকটা ব্যতিক্রমী বাস্তবতা নিয়ে দক্ষ পরিচালনায় বাগানটি এগিয়ে চলছে সফল ভবিষ্যতের পানে। শ্রমিক, করণিক, ফ্যাক্টরীম্যান, টিলা বাবুসহ অনেকের সাথে আলাপ করে জানা গেল ব্যবস্থাপনা প্রশাসনের উপর তারা যারপর নাই খুশি। এভাবেই তারা বাকিটা সময় কাটিয়ে দিতে চায়। প্রশাসন গর্ব করে নিজেদের ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির কথা বলেন এবং সহযোগিতা স্বাভাবিক পরিবেশের কথা জানান।

১ হাজার ২ শত একর জমির চা বাগানে অতি পুরাতন, পুরাতন, মাঝারি বয়স, নতুন মিলিয়ে ১৫ লক্ষ চা গাছ আছে। উৎপাদন ক্ষমতা এবং বাজারের চাহিদা মিটাতে গিয়ে পুরাতন গাছগুলোর মূলোৎপাটন করে নতুন এবং আধুনিক জাতের

www.pathagar.com

চা চারা লাগানো হচ্ছে। এক সময় শুধুমাত্র বীজ থেকে তৈরী চারা গাছ দিয়ে বাগানায়ন করা হতো। কিন্তু বর্তমানে সময়ের প্রয়োজনে বীজ চারা আস্তে আস্তে প্রতিস্থাপিত হয়ে ক্লোন চারা বীজের চারার স্থান দখল করছে। যুগের চাহিদা মিটানো, বেশী ফলন এবং কোয়ালিটির চা উৎপাদনে বর্তমানে ক্লোন চারা পদ্ধতি বেশী অনুসরণ করা হচ্ছে। চলতি সময়ে বাগানে যত চা গাছ আছে তার মধ্যে ৮০% বীজ থেকে উৎপাদিত চারা, বাকী ২০% ক্লোন চারা থেকে রোপণকৃত। অভিজ্ঞ এবং দক্ষ ম্যানেজার জানালেন অদূর ভবিষ্যতে এ অবস্থার আমূল পরিবর্তন করার পরিকল্পিত কার্যক্রম ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে। অর্থাৎ আগামী দিনের বাগানে ৮০% চা গাছ হবে ক্লোন চারা থেকে আর ২০% চারা হবে ক্লোন থেকে উৎপাদিত চারা থেকে রোপণকৃত। এতে বাগানের ফলন যেমন জ্যামিতিক হারে বেড়ে যাবে, সাথে চাহিদা মোতাবেক কোয়ালিটি চা সরবরাহও নিশ্চিত করা যাবে। পরীক্ষায় দেখা গেছে বীজ থেকে উৎপাদিত চারা ৬০-৬৫ বৎসর বাঁচে এবং ফলন দেয়। অন্যদিকে ক্লোনের চারা বাঁচে এবং ভাল ফলন দেয় ৪০-৪৫ বৎসর পর্যন্ত। কিন্তু হলে কি হবে এ ৪০-৪৫ বছরেই বীজ চারা থেকে বহুগুণ বেশী ফলন দিয়ে থাকে। উপরন্তু কোয়ালিটি বিশেষ অতিরিক্ত বোনাস। বর্তমানে আবাদকৃত বীজ চারার মধ্যে আসাম, মনিপুরী, চাইনিজ জাত রয়েছে। এদের ফলনও কম (৪০০ কেজি/ হেক্টর) এবং চা এর কোয়ালিটিও তেমন উন্নত নয়।

ক্লোন চারা থেকে আবাদকৃত জাতের মধ্যে রয়েছে ভারতীয় টিভি-১ (বেশ ভাল), টিভি-৯ (পানি জমা অবস্থায়ও ভাল ফলন দেয়) টিভি-১৮, টিভি -২৮, বেশ দাপটের সাথে কোয়ালিটি চা উৎপাদন করে চলছে। অন্যদিকে বাংলাদেশী জাতের মধ্যে বিটি-১ (বেশী ব্যবহৃত হয়) ,বিটি -২ -কোয়ালিটির দিক থেকে বেশী ভাল) এবং বিটি-৩ থেকে বিটি-১০ পর্যন্ত) দেশীয় জাতগুলোর মধ্যে সব ক'টিই দেশজ আবহাওয়ার সাথে খাপ খাইয়ে চমৎকার উৎপাদন দিয়ে যাচ্ছে।

চা খুব আয়েশী ফসল। মাটি, জলবায়ু, ভৌগোলিক অবস্থান, ভূমির উচ্চতা, দিনের দৈর্ঘ্যের সাথে সূর্যালোকের সংশ্লিষ্টতা, ছায়া, সার, বালাই ইত্যাদির প্রতি দারুন স্পর্শপ্রবণ। এর যে কোন অংশের ব্যতিক্রম হলে উৎপাদনের সমস্যা করে বসে।

বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে সবখানে সমানভাবে চা উৎপাদন হয় না। পরীক্ষা গবেষণা এবং অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে উত্তর, উত্তর-পূর্ব, পূর্ব, উত্তর-পশ্চিম, পশ্চিম ও দক্ষিণ এদিকগুলোতে চা ভাল জন্মায় না। কিন্তু দক্ষিণ, দক্ষিণ-পূর্বে বা দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে চা জন্মায় না বললেই চলে। যদিও সামান্য জন্মায় বেশী সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, ফলন কম হয়।

মালনীছড়ায় তাই দেখেছি পুরো বাগানের দক্ষিণ অংশে এক চিলতে জমিও খালি নেই। রবারসহ অন্যান্য গাছ-গাছালি লাগিয়ে উন্নয়নের/আয়ের পথকে সুগম রাখা হয়েছে।

www.pathagar.com

চা ছায়া পছন্দকারী গাছ। বছরের বার মাস এদের ছায়ার প্রয়োজন হয়। দু'ধরনের ছায়াবৃক্ষ বাগানে আছে। মূল চা-বাগানের জন্য স্থায়ী ছায়াবৃক্ষ ওডোরিসিয়ানা এবং বীজতলায় ছায়া দেয়ার জন্য অস্থায়ী ছায়া গাছ মিডেলিয়া ইনডিগো লাগানো আছে। চা গাছ এবং মাটির উন্নয়নের জন্য গুয়াতেমালা নামে নতুন এক ধরনের গাছ বাগানে দেখতে পেলাম।

সর্বোচ্চ কাংখিত উৎপাদনের জন্য চা বাগানে প্রচুর পরিমাণ সার প্রয়োগ করতে হয়। বছরের প্রথম বৃষ্টির পর মাটি সামান্য সিক্ত হলে পরিমাণ মত বিভিন্ন প্রকারের প্রয়োজনীয় সার বাগানে ছিটিয়ে দেয়া হয়। সার প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রথমে বাগান থেকে বিভিন্ন অংশের মাটির নমুনা সংগ্রহ করা হয়। সংগৃহীত মাটির নমুনা বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউটে প্রেরণ করা হয়। সেখানে ল্যাবরেটরীতে মাটি পরীক্ষা করার পর তাদের ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী সারের মাত্রা বাগানে প্রয়োগ করা হয়।

চা-বাগানের প্রধান আতঙ্ক এবং শত্রু হলো বিভিন্ন সর্বনাশী বালাই। পোকা এবং রোগ প্রায়ই বিনা নোটিশে আক্রমণ করে বসে। এ ক্ষেত্রে ম্যানেজার জানালেন, মার্চ-এপ্রিল-মে মাসে লাল পিঁপড়ার আক্রমণ বেশী আতঙ্কজনক। তবে পরিকল্পিতভাবে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে আগাম সতর্ক ব্যবস্থা নিলে ক্ষতি থেকে যৌক্তিক রেহাই পাওয়া যায়।

চা বাগানের মৌসুম হলো মার্চ-ডিসেম্বর। অর্থাৎ জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী এ দু'মাসে চা প্লাকিং করা হয় না। এ সময় শীতজনিত কারণে কুঁড়ি বৃদ্ধি পায়না। অবশ্য সে সময় বাগানের কার্যক্রম বন্ধ থাকে না। বাগানের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, কারখানার ধোয়া-মোছাসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কার্যক্রম চলতে থাকে। মাঝে মধ্যে প্রকৃতির অনাকাংখিত খেয়ালীপনা বাগানের স্বাভাবিক কাজকর্মে ব্যাঘাত ঘটায়।

একটি কুঁড়ি দু'টি পাতার সিলেটের যে নামকরণ তা চা তোলা থেকেই এসেছে। কেননা অসংখ্য শ্রমিক রমনী যখন পিঠে খাঁচা বসিয়ে বিরামহীন পাতা তুলতে থাকে তখন এক অভাবনীয় অনুভূতি মনে জাগে। এ সুন্দর সুখানুভূতি বর্ণনা করার চেয়ে উপভোগেই বেশী প্রাণবন্ত হয়। শ্রমিক রমনীরা যখন তাদের ট্রেডিশনাল পোশাক পরে চা তোলেন তখন তাদের মায়াবী হাতে একটি কলি এবং দু'টো নরম পাতাই অনায়াসে চলে আসে। চা বাগানে অবশ্য এটাকে প্লাকিং বলে। প্লাকিং করা এ স্তূপীকৃত পাতাকুঁড়ি সরাসরি কারখানায় চলে আসে। নির্দিষ্ট জায়গায় স্তূপীকৃত চা পাতা প্রক্রিয়াজাতকরণ ধাপে ধাপে আগাতে থাকে। কারখানায় দারুন সতর্কতা, সুনিপুণতা এবং স্বাস্থ্যসম্মত কার্যক্রম চলে। বেশ কতগুলো জটিল তথা কৌশল যান্ত্রিক ধাপ পেরিয়ে সবুজ পাতা খাবার যোগ্য চা'য়ে পরিণত হয়। এর মধ্যে বাছাই, গ্রাইন্ডিং, শুকানো গ্রেডিং, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং প্যাকেটিং রয়েছে। বিভিন্ন দেশের চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন গ্রেডের চা সরবরাহ করা হয়। কারখানা পরিদর্শনের সময় চা'য়ের মৌ মৌ গন্ধে আমরা যখন মাতোয়ারা তখন বাগানের কারিশমেটিক ম্যানেজার জানালেন-আমরা জনাব রাগীব আলীর নেতৃত্বে আমাদের আন্তরিকতা

www.pathagar.com

এবং সর্বোচ্চ শ্রম বিনিয়োগ করে আমাদের কার্যক্রম সম্পাদন করি। আমাদের উৎপাদিত পণ্যের কোয়ালিটি নিয়ে আমরা গর্ব করি। ভবিষ্যতেও আমাদের কোয়ালিটি এবং জনপ্রিয়তা টিকিয়ে রাখতে আমরা বদ্ধপরিকর।

এ-তো গেলো বাগানের স্বাভাবিক এবং প্রচলিত কার্যক্রম। এবার আমরা বিশেষ অংশের কথা বলবো যা আমাদেরকে বিশেষভাবে অভিভূত করেছে। নির্দ্বিধায় বলতে পারি দেশের প্রতিটি চা-বাগান যদি এ মডেল নীতি অনুসরণ করে তাহলে আদতেই সম্মিলিতভাবে দেশের জন্য বিরাট একটা কিছু করা যাবে। দু'দিনের পরিভ্রমণে এ বিশাল বিস্তৃতির কোথাও এক চিলতে খালি জায়গা দেখিনি যাকে পতিত বা অনাবাদি বলা যায়। রাগীব আলী এবং তার করিৎকর্মা ম্যানেজারের পরিকল্পিত অক্লান্ত পরিশ্রমে মালনীছড়া বৃক্ষের অভয়ারণ্যে পরিণত হয়েছে। প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা, জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি, অক্সিজেন-নাইট্রোজেন সরবরাহ, বাগানের অতিরিক্ত আর্দ্রতাকে বৃক্ষ দিয়ে কমানো (কেননা চা গাছ মাটির আর্দ্রতা পছন্দ করেনা)। বাগানের প্রতি ইঞ্চি জায়গা ব্যবহারসহ বহুবিধ উদ্দেশ্য সাধনে পুরো আড়াই হাজার একর বাগান এখন বর্ণনার গল্পের বনছায়া/বনবীথিতে পরিণত হয়েছে। যে কোন বৃক্ষপ্রেমী, বৃক্ষ বা পরিবেশ বিশেষজ্ঞের কাছে এ পরিকল্পিত বনায়ন একটা ঈর্ষণীয় এবং লোভনীয় কার্যক্রম বলেই মনে হবে।

সংখ্যার হিসাবে পুরাতন চা-গাছ ছায়াবৃক্ষ ব্যতীত ১৯৮৮ সালের পর রোপিত চারার সংখ্যা বর্তমানে ৫০ লক্ষ। রোপিত চারার মধ্যে দরদী ব্যবস্থাপনায় ৯৬% চারা টিকে আস্তে আস্তে বৃক্ষে পরিণত হচ্ছে। পুরাতন নতুন মিলে বাগানে বর্তমানে ৭০ লক্ষের উপর পরিণত বৃক্ষ আছে। এ ৭০ লক্ষ গাছ গর্বের সাথে মাথা উচু করে এ পৃথিবীর কল্যাণের জয়গানই গাইছে অহরহ।-

জাতের হিসাব করতে গিয়ে দেখলাম ফলজ, বনজ, কাঠ, ঔষধ, শোভাবর্ধক, সুগন্ধি, মশলা, জ্বালানি, বাণিজ্যিক শিল্পবৃক্ষ সবই আছে। তবুও নামকরণের ডালিতে দেখা যায় আম, জাম, কলা, কাঁঠাল, সুপারী, নারিকেল, কমলা-লেবু, বেল, আমড়া, আমলকি, জলপাই, লিচু, কড়ই, শিলকড়ই, একাশিয়া, শিশু, মালাকান্দা, অর্জুন, তেজপাতা, গোলমরিচ, বাঁশ-বেত, শত শত ফুলের গাছ এমনকি জ্যৈষ্ঠমধুও বাদ যায়নি। বৃক্ষ জাতের বৈচিত্রতায় এটাকে জীবন্ত বৃক্ষমিউজিয়াম বলা যায় অনায়াসে।

গাছ সৃজন মালনীছড়াকে শুধু বৃক্ষবিহার করেনি, পশু-পাখীর নিরাপদ অভয়ারণ্যে পরিণত করেছে। এদের নিরাপদ আবাসস্থল হিসেবে ইতোমধ্যে প্রামাণিক স্বীকৃতিও পেয়েছে। ইতোমধ্যে হরিণ, বানরসহ অনেক পশুকে অবাধে বিচরণ করতে দেখা গেছে। বনমোরগসহ শত শত পাখীর গুঞ্জরণে এক বর্ণনাতীত নৈসর্গিক অবস্থার সৃষ্টি করেছে। হয়তো সেজন্য মালনীছড়া ইতোমধ্যে পর্যটকদের নজর কেড়েছে। কর্তৃপক্ষও বসে নেই। উন্নয়ন বাণিজ্যের পাশাপাশি বিনোদনের জন্য বিভিন্ন স্পটকে পরিকল্পিতভাবে বনভোজন কেন্দ্র, কবিতা কেন্দ্র, পরিভ্রমণ কেন্দ্রসহ বিভিন্ন অংশকে আকর্ষণীয় সাজে সজ্জিত করেছে। প্রাকৃতিক নৈসর্গসহ মুক্ত

www.pathagar.com

পরিবেশে একটু হালকা হাওয়ার স্বপ্নীল পরিবেশের উল্লেখযোগ্য অবস্থান নিয়েছে মালনীছড়া।

রাবার বাগান রবার শিল্প মালনীছড়ার নতুন সংযোজন

যেখানে চা উৎপাদন সম্ভব নয় সেখানে পরিকল্পিতভাবে রবার গাছ লাগানো হয়েছে। ৭ শত একর জমিতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ইতিমধ্যে ১ লক্ষ ৬০ হাজার রবার গাছ লাগানো হয়েছে, যা থেকে রবার উৎপাদন চলছে। কালের পরিক্রমায় হয়তো ব্যবস্থাপনার সৌভাগ্যের স্পর্শে এটাও একদিন প্রথম শ্রেণীর রবার শিল্পে পরিণত হবে। ধীরে বিন্যস্ত পদক্ষেপে আগানোর নমুনাই সে স্বর্ণালী সময়ের ভবিষৎবাণী করছে। বাগানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বায়োগ্যাস প্রকল্প। গরুর গোবর থেকে পরিকল্পিতভাবে চুলা, বাতি জ্বলছে আধুনিক লাগসই পদ্ধতির সুন্দর বাস্তবায়নে।

বাগান পরিধির অতি নিচু স্থানে গড়ে উঠেছে পরিকল্পিত পুকুর সারণী। যেখানে পরিকল্পিত এবং আধুনিক পদ্ধতিতে মাছ চাষ ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে। নতুন পুকুর নির্মাণসহ পুরাতন পুকুরকে সংস্কার করা সুন্দর পদ্মপুকুর বন্য পশু-পাখীর তৃষ্ণা নিবারনের স্থায়ী উৎস হিসেবে বহমান থাকবে অনেক দিন ধরে। পুরো মালনীছড়ার এক প্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত অনায়াসে পায়ে হেঁটে, মটরসাইকেলে, গাড়ীতে, সাইকেলে ঘুরে বেড়ানো যায় সুন্দর আরামদায়ক এবং ঝামেলা ঝুঁকিবিহীনভাবে। পূর্বের হাজামজা খাল-ডোবা পুনঃসংস্কারসহ ছোট ছোট ব্রিজ, কালভার্ট তৈরী করা হয়েছে অসংখ্য। শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ওসমানি বিমান বন্দর হয়ে খাদিম নগর পর্যন্ত বাগানের আঁকাবাঁকা উঁচু -নিচু পথ পেরিয়ে প্রকৃতির নৈসর্গিক অনুভূতি ব্যক্ত করার মত নয়, শুধুই অনুভব করা যায়।

শত ইতিহাসের স্মৃতিবিজড়িত মালনীছড়ার এমন কিছু ইতিহাসের বিস্মৃত অবস্থান এবং ঘটনা আছে যা পরিদর্শনে অনায়াসে যে কোন পরিদর্শককে স্মৃতির আবাহনে শতাব্দী পিছনের বাস্তবতায় নিয়ে যায়। আবাদানী পাহাড়, জটকোনা পাহাড় (যেখানে গাছের শিকড় থেকে অবিরাম পানি ঝরে ঝরনার মত), হারুন হুডুং পাহাড় (কথিত আছে হযরত শাহজালাল (রাঃ)-এর কাছে পরাজিত হয়ে রাজা গৌরগোবিন্দ এ পাহাড়ের মধ্যে সৃষ্ট দু'টো গুহপথ দিয়ে পলায়ন করেছেন, আজও গুহা দু'টি বিভিন্ন ঘটনার রঙিন জালে সেই স্মৃতিকে ধারণ করে আছে), বিয়বন পীরের মাজার টিলা, অবাংগী মাজার টিলা (শাহজালাল (রাঃ)-এর ৩৬০ আউলিয়ার দু'জন এখানে আস্তানা গেড়েছিলেন এবং সেখানে তাঁদের মাজার রয়েছে। বাংলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লোকেরা এখানে জিয়ারত শিরনী দিতে আসেন, সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠান করেন), রাণী দীঘি (কথিত আছে রাজা গৌরগোবিন্দের মা এ দীঘিতে নিয়মিত গোসল করতেন যা পশ্চিম মালনীছড়ায় সে স্মৃতিকে ধারণ করে আছে), লাক্কাতুরা (লাকা=লাকড়ি, তুরা=ভাংগা-এ পাহাড়েই হযরত শাহজালাল (রাঃ)-এর বার্ষিক ওরসের প্রাক্কালে আনুষ্ঠানিকভাবে লাকড়ি

www.pathagar.com

ভাংগা হতো-এতো গেলো প্রাগৈতিহাসিক। এবার সুদূর কিছু ইতিহাসের স্মৃতির কথা বলতেই আসে ১৯৮৩ সালে মহামান্য প্রিন্স ফিলিপ ডিউক অব এডিনবরা, ১৯৯৬ সালে রাজকুমার প্রিন্স চার্লসসহ কত রাষ্ট্র প্রধান, রাষ্ট্রদুত, হাই কমিশনারসহ মান্যবর এ বাগানে এসে পদধূলি দিয়ে বাগানকে ধন্য করেছেন। সাথে সাথে বাগানও ইতিহাসের গৌরব অংশে সুবিস্তৃত জায়গা করে নিয়েছে। যখন বাগান পরিদর্শনে ছিলাম (২৮/১০/৯৮) তখনও হল্যান্ডের দু'জন পর্যটক মালনীছড়ার ঐতিহ্য-ইতিহাস এবং বিশেষ চমকের কারণে পরিদর্শনে এসেছেন।

নগরায়ন বলি, বনায়ন বলি এসবের মূলেই রয়েছে বৃক্ষ নার্সারী তথা চারা কলম উৎপাদন। রাগীব আলীর মালনীছড়া এ সিলেট অঞ্চলে নার্সারী তথা চারা উৎপাদনে অগ্রদুত। এখানেই এ অঞ্চলের প্রথম নার্সারী প্রতিষ্ঠিত হয়। আগ্রহী ক্রেতা খামারী এখানে এসে চারা/কলম ক্রয় করতেন, প্রয়োজনীয় কৌশল শিখে পরবর্তীতে নার্সারী করার ব্যাপারে আগ্রহী হয়েছেন। এমনি করেই মালনীছড়া বহুমুখী সফল কার্যক্রমের পুরোধা হিসাবে নীরবে জাতীয় উন্নয়নে অবদান রেখে চলেছে।

আমরা জানতে গিয়েছি মালনীছড়া চা-বাগানকে, জানলাম অন্য এক মালনীছড়াকে। বাগান ব্যবস্থাপনা, উৎপাদনের ষোলকলা পূরণের পাশাপাশি এমন কিছু অতিরিক্ত বিশেষ কাজ করছে যা নিতান্তই পরিদর্শনে না গেলে বোঝা যেতো না। সার্বিক পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা, বৃক্ষায়ন, জীবজন্তুর অভয়ারণ্য সৃষ্টি, সমন্বিত-পরিপূরক এবং উৎপাদন-সব মিলিয়ে দক্ষ ও মানবিক ব্যবস্থাপনায় বর্তমানের সফল মালনীছড়াকে অনাগত ভবিষ্যতে অন্য রকম শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার হিসেবে ইতিহাসের গর্বিত অংশে স্থান করে দেবে।

সবই সম্ভব হয়েছে, হচ্ছে রাগীব আলী ও তাঁর সুযোগ্য ম্যানেজারসহ একঝাঁক পায়রার সম্মিলিত সমন্বয়ে। মালনীছড়ার এ গর্বিত সুন্দর সফলতা অব্যাহত থাকুক আগামীর সম্মুখ পানে।

আমরা এতক্ষণ যে আলোর ভুবনে হৃদিক বিচরণ করলাম, এত কৃতিত্ব আর সফলতার সুষ্ঠু সমন্বয়ের যিনি রূপকার, যার সরাসরি সংশ্লিষ্টতায় এ অবস্থান, সে আলোচিত মানুষ-রাগীব আলীর সাথে কথা বললাম মালনীছড়া তন্ন তন্ন করে ঘুরে। আলোচনার সার সংক্ষেপই তুলে ধরলাম পরবর্তী অংশে।

আমাদের এ মায়াবিনী পৃথিবী বহমান কালের মাত্রায় কত সুখ-দুঃখ, সফলতা-ব্যর্থতার কাসুন্দি মিশিয়ে রেখেছে, ইতিহাসের ভাঁজে ভাঁজে, অসুন্দর ব্যর্থতার অকল্যাণের স্মৃতিতে আমরা যেমন আঁৎকে উঠি, আশঙ্কায় মুহ্যমান হই, তেমনি এমন কিছু চিরায়ত সুন্দর সফলতা আছে যা শুনতে, বুঝতে, জানতে মোহিত হই, আত্মতৃপ্তিতে হৃদয় বিগলিত হয়ে যায়। সামান্য সংখ্যক এ সকল মানুষগুলোর কৃতকর্মের বাস্তব এবং প্রায়োগিক প্রমাণিত দলিল ঘাঁটলে নিজকে মানুষ হিসেবে ভাবতে ভাল লাগে, গর্ববোধ করি।

www.pathagar.com

মানবতার কল্যাণে এ সকল মানুষ তাদের মানবতাবাদকে দুঃখী মানুষের কল্যাণে উৎসর্গ করে মহাকালের যাত্রায় মানবতার স্মৃতির মিনার গড়ে যান। যুগ যুগ ধরে মানুষ তাঁকে স্মরণ করে স্মরণের আলেয়াতে। শতাব্দীর এ লগ্নে এ সকল মানুষকে কি নামে ডাকবো? আপাততঃ তাঁদের আলোকিত মানুষ-ই বলি। এদেরই একজন রাগীব আলী। দুঃখ বেদনার নিজ সংশ্লিষ্টতায় পিছিয়ে পড়ে থাকা দুঃখিনী বাংলার এক কোণে অসহায় নিপীড়িত মানুষের সাক্ষাৎ ত্রাণদাতা হয়ে জীবন্ত আদর্শ হিসেবে কাজ করছেন। হযরত শাহজালাল (রাঃ)সহ ৩৬০ আউলিয়ার পুণ্য পদভারে ধন্য বাংলাদেশের এ ঈষাণ কোণের মাটি এযাবৎ কালের কতজন জগৎ বিখ্যাত মানুষকে লালন করেছেন শ্রেষ্ঠত্বের মুকুট পরিয়ে দিয়েছেন তার হিসাব নেই। তবে অনেক সুফি, সাধক, আউলিয়া, গায়ক, কবি, চারণ কবি, সেবক, দাতা-এরা সবাই জীবদ্দশায় নিজেদের কৃতকর্ম এবং উৎসর্গিতার জন্য ইতিহাসের কোণে উজ্জ্বলতর স্থান করে নিয়েছেন। মরেও অমরত্ব পেয়েছেন। বিশ্লেষণে রাগীব আলীও জীবদ্দশায়ই ইতোমধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বোবিহীনভাবে মানবতার কল্যাণে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। "সবার উপর মানুষ সত্য, তাহার উপর নাই"-এ বেদ বাক্যে মোহিত হয়ে মানবতার আকাশে মানবতাবাদী হয়ে তারা আলোকিত হয়ে বসে আছেন।

কি রহস্য কাজ করছে এদের এ আলোকিত জীবনের পিছনে? ১৯৩৮ সালের ১০ই নভেম্বর সিলেট জেলার বিশ্বনাথ থানার কামাল বাজারে তালিবপুরে আজকের রাগীব আলীর জন্ম হয়েছিল বড় নীরবে। অর্ধশত বৎসর বিরামহীন তীক্ষ্ণ মেধা, শ্রম বিনিয়োগ, সৃষ্টিশীলতা আর ঝুঁকির চ্যালেঞ্জ নিয়ে ইতিহাসে সফলতার গর্বিত ইট বিছিয়ে আজ তিনি অনেক বড় মানুষ। দেশ ছাড়িয়ে এ বিশাল পৃথিবীর পরিধিতে স্থান করে নিয়েছেন বাংলার রাগীব আলী হিসেবে। রাগীব আলী এখন সফল দামী মানুষ। শিক্ষানুরাগী সমাজসেবী বাবা মরহুম রাশিদ আলী এবং স্নেহময়ী মা রাবেয়া বানুর আট ছেলে সন্তানের মধ্যে রাগীব আলী ৫ম। মাতা-পিতার আন্তরিক দোয়ায় এবং স্বীয় প্রচেষ্টায় জীবনের পরীক্ষায় লেটার মার্কসহ ডিভিশন পেয়ে কালোত্তীর্ণ ফলাফল করে গর্বিত আসনে বসে আছেন। আপন মহিমায় সৃষ্ট এ রেকর্ড ভাঙতে বোধ করি আমাদের আরো অনেকদিন অপেক্ষা করতে হবে। প্রাথমিক বিদ্যালয় পরে লক্ষ্মীবাসা মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং রাজা স্কুল হতে মেট্রিক পাস করার পর শুরু হয়ে যায় ভাগ্যের সন্ধান। অনেক ঘটনা, নাটকীয়তা আর চমকের মধ্যদিয়ে ১৯৫৭ সালের ৪ এপ্রিল বিলাতের উদ্দেশ্যে বিমানে পাড়ি দেন রাগীব আলী উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যে। উচ্চ শিক্ষার পাশাপাশি জীবনের একান্ত প্রয়োজনে রাগীব আলী নিজেকে নিয়োজিত রাখেন ভাগ্য গড়নে। আর সে কারণে শিক্ষার পাশাপাশি লন্ডনে বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত থাকেন। কলেজের কোর্স চালিয়ে যেতে থাকেন একই সাথে। তখনকার সময় দেশ থেকে ইংল্যান্ডে লেখাপড়া চালিয়ে নেবার মত সংগতি ছিলনা রাগীব আলীর পিতার। সেজন্য তিনি দমে যাননি। পরিশ্রম এবং একাগ্রতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে স্বাভাবিক রাখেন উচ্চ শিক্ষার গতি।

www.pathagar.com

বিভিন্ন হোটেলে বিভিন্ন পদে কাজ করে শিক্ষা এবং জীবন গড়ার কঠিন যুদ্ধে দেড় বছর কাল প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। কিন্তু এক সময় অনুধাবন করলেন দ্বৈত যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং অবশেষে শিক্ষা তোমায় দিলাম বিদায় বলে আসল জীবন যুদ্ধে নেমে যান রাগীব আলী। এবার বিলাতে ফুলটাইম কর্মজীবী রাগীব আলী। চিন্তা-চেতনা, শ্রম মেধার একমুখী বিনিয়োগ জীবনের প্রতিষ্ঠা, জীবনের আসল সন্ধান। তিন বৎসর কাল এ অক্লান্ত পরিশ্রমের বহরে আল্লাহ্ পরীক্ষা করলেন রাগীব আলীকে সব দিক দিয়ে। পরীক্ষায় সাফল্যজনকভাবে উত্তীর্ণ হলে আল্লাহ্ রাগীব আলীর প্রতি বিমুগ্ধ হয়ে সৌভাগ্যের সর্বদ্বার খুলে দেন। সৌভাগ্যের বহুমাত্রিক সেদিনের সে পশরা যে রাগীব আলী খুলেছেন অদ্যাবধি আর ফিরে তাকাতে হয়নি কষ্টময় যন্ত্রণাবিধুর স্থূল জীবনের দিকে। এ চলার পথে ভাগ্যের চাকা শুধুই সামনেই চলতে থাকলো বাধা বন্ধনহীন অস্বাভাবিকতা আর কঠিন দীর্ঘপথে যেখানেই পরম দরদে হাত স্পর্শ করেছেন- ছাইও সোনায় পরিণত হয়েছে।

মস্তিষ্কের অর্থনীতির কোষকলাগুলোতে আজীবন বেশী সচল সক্রিয় রাগীব আলী সেজন্যই বিলাত জীবনের শুরু থেকেই ছাপানো, সম্প্রচার মাধ্যমের অর্থনীতির পাতা, ফিচার, ম্যাগাজিন, তথ্যতত্ত্ব পড়ে অনুধাবন করে জীবনের জন্য বড় অর্থনীতির বিশেষজ্ঞ বনে গেলেন। ফলতঃ শেয়ার বাজার, স্টক এক্সচেঞ্জের ধারণা পরিষ্কার হতে হতে পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট হয়ে যান এ ব্যবসাতে ওতঃপ্রোতভাবে। তাছাড়া হোটেলে কাজ করতে করতে অভিজ্ঞতা অর্থ সঞ্চয় করে ইতিহাসের চমকের মত চমক দেখিয়ে ১৯৬১ সালে নিজেই খোদ মালিকানা নিয়ে 'তাজমহল' নামে বাংলাদেশী রেস্টুরেন্ট প্রতিষ্ঠা করেন। তখনকার দিনে ৩ হাজার ৯শত পাউন্ড ব্যয়ে লন্ডনের স্ট্রীটহাম হিলে প্রতিষ্ঠিত এ বাঙালি হোটেলে বিগত সময়ের জমাকৃত অভিজ্ঞতা, চমক, ব্যবস্থাপনা, রান্নার কৌশল নতুনত্ব ব্যবহার আর সার্বিকতা দিয়ে তাজমহলের জনপ্রিয়তা ছড়িয়ে দেন লন্ডনের অলিতে গলিতে। আজকের লন্ডনের যে বাংলা টাউন, বাংলাদেশী রেস্টুরেন্ট ব্যবসা, বাঙালিপনার জয়জয়কার-তার সবটুকুর অগ্রদুত আর ভিত্তি স্থাপন করে এসেছেন রাগীব আলীরা, তাঁদের শ্রম মেধা, মননশীলতার আন্তরিক বিনিয়োগে।

জীবনের পরম আরাধ্য এ সময় যৌবনে ২৬ বৎসরের টগবগে তরুণ রাগীব আলী স্বদেশে ফিরে আসেন ১৯৬৩ সালে। বিয়ে করলেন সিলেট শহরের আম্বরখানার ইরফান আলী চৌধুরীর আদুরে দুলালী রাবেয়া খাতুন চৌধুরীকে। বিয়ের অব্যবহিত পরেই সাথে করে নিয়ে যান নববধূকে সুদূর লন্ডনে। জীবন যুদ্ধের সহযোদ্ধা হিসেবে পেয়ে যান জনম সঙ্গী সহধর্মিনীকে। সহমর্মিতা ও হৃদ্যিক সহযোগিতায় সফলতার ইমারতের পর তারা ইমারত গড়তে থাকলেন দু'জনে মিলে। ১৯৬১ সালে একাকী যে বাণিজ্যিক তাজমহল গড়েছেন তিন যুগ পর আদতেই রাগীব আলীর সর্বস্ব গর্বিত মানবতার তাজমহল হয়ে, মানবতার সুর বাজছে বিরামহীন, আলো ছড়াচ্ছে পতিত অন্ধকারের দুঃসহ সীমানায়। আর হৃত দরিদ্র দুর্বল মানুষের আলোর বাতি জ্বালিয়ে সুন্দর আগামীর পথ দেখাচ্ছেন বিরামহীনভাবে।

www.pathagar.com

'পরিশ্রম সৌভাগ্যের প্রসূতি'-একথা বারবার সুপ্রমাণিত রাগীব আলীর জীবনে। লন্ডনের রোজগারী জীবনে বিত্ত বৈভব সম্প্রসারিত করার মানসে ঘাম ঝরানো শ্রমের ফসল বিনিয়োগ করতে লাগলেন স্বদেশে জমি মাটি কেনার জন্য।

একদিন লন্ডনের ইভিনিং স্ট্যান্ডার্ড-এ হবিগঞ্জের নোয়াপাড়া চা-বাগানের শেয়ার বিক্রির বিজ্ঞপ্তির প্রতি দৃষ্টি গেল। যে চিন্তা সেই কাজ। দেরী না করে ২৮% শেয়ার কিনে নিলেন নোয়াপাড়া চা বাগানের। সেখান থেকে শুরু করলেন আরেক বর্ণিল জীবনের। সে থেকে 'দু'টি পাতা একটি কুঁড়ি'র নেশায় পেয়ে বসলো রাগীব আলীকে। রুগ্ন, দুর্বল, অব্যবস্থাপনা সম্পন্ন চা-বাগান কিনতে লাগলেন একের পর এক । আর দক্ষ চিকিৎসকের, ওষুধ পথ্য, ব্যবস্থাপনা দিয়ে এক এক করে সফলতার দ্বার প্রান্তে নিয়ে এলেন সব ক'টি চা বাগানকে। তাইতো তাকে ৯৮-এর শেষ লগ্নে এসে দেখা যায় পাঁচ পাঁচটি সফল রাজসিক চা-বাগানের গর্বিত মালিক হিসেবে। আর সফলতার গর্বিত হৃদয় বাগান মালনীছড়ায় আমাদের অনুসন্ধিৎসু মন আমাদের নিয়ে গেল জানবার ইচ্ছেতে।

স্বাধীনতার এক গর্বিত অংশীদার রাগীব আলী। আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধকালীন প্রবাসে অর্থাৎ লন্ডনে স্বাধীনতার পক্ষে প্রচারণা চালানো, যুদ্ধের জন্য অর্থ সংগ্রহ, বাংলাদেশ হাইকমিশনের জন্য জায়গা কেনা, বসার ব্যবস্থাসহ অনেক ঐতিহাসিক কৃতকর্মের সক্রিয় অংশীদার তিনি। মুক্তিযুদ্ধের শ্রেষ্ঠ সন্তান মুক্তি যোদ্ধাদের অনুপ্রেরণা দিয়েছেন এ সকল মহান মানুষগুলোই। যুদ্ধের পর বিধ্বস্ত দেশকে গড়ার অংশীদারিত্বে ছুটে আসলেন নতুনভাবে সৃষ্ট মরুভূমিতে। ভেঙে পড়া অর্থনীতিকে পুনর্গঠনসহ দেশজ উন্নয়নের সবক'টা সম্ভাব্য অংশে কার্যকর অবদান রাখতে থাকলেন। ঢাকার হাজারী বাগের ট্যানারী, কোহিনূর ইন্ডাস্ট্রিজের ডিটারজেন্টসহ এমন অনেক প্রতিষ্ঠানকে মুমূর্ষ অবস্থা থেকে টেনে তুললেন একেবারে সফল অবস্থায়। প্রকৃত দেশপ্রেমিক হিসেবে এসবের উন্নয়নের জন্য নিজেকে নিবেদিত রাখলেন অহরহ। আর সংগে তাঁর সেই চিরায়ত সৌভাগ্যের তিলক তো আছেই। সবক'টা অংশেই অকল্পনীয় সফলতা পেলেন। তৎকালীন হারিয়ে যাওয়া জেট পাউডারকে সারা বাংলায় নেশার মত জনপ্রিয় করে ফেললেন। তৎকালীন বাণিজ্যিক ইতিহাস সাক্ষী দেয় অনেক বহুজাতিক কোম্পানী রাগীব আলীর কারিশমার কাছে দারুনভাবে মার খেয়ে বাংলাদেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে।

রাগীব আলীর জীবনের প্রমাণিত অধ্যায়ে দেখা যায়, যেখানে যে অবস্থায় কিছু করার জন্য হাত প্রসারিত করেছেন সেখানে বিস্ফোরিত হয়ে উঠেছে উন্নতি, লাভের গতি এবং সফলতার শত শত গোলাপ। ফলত চির সফল মানুষ রাগীব আলীকে প্রতিষ্ঠিত করেছে সফল মানুষের অম্লান সারিতে।

একজন সৎ, নিরহংকার, প্রচারবিমুখ মানবতাবাদী মানুষ শুধুমাত্র মেধা, শ্রম এবং নিজের সৃষ্টিশীলতাকে বিনিয়োগ করে ঝুঁকি এবং চ্যালেঞ্জের সাথে এগিয়ে গেছেন জীবনের পরিক্রমায়। এখন তিনি প্রতিষ্ঠিত মানুষ। এতো বিশেষণের সমাহারে,

www.pathagar.com

কোন নামে ডাকবো তাঁকে? ব্যবসায়ী? শিল্পপতি? ধনী? বিত্তশালী? সমাজসেবী? নাকি অন্য কোন বিশেষণে? শৈশব থেকে কৈশোর যৌবন পেরিয়ে বর্তমান সময়ে পরিশ্রম আর মেধার সমন্বিত বিনিয়োগে তিল তিল করে গড়ে তোলা হিমালয় সমান সফলতার শীর্ষে অবস্থান করছেন তিনি। কি ঈর্ষনীয় সফলতা।

প্রচলিত স্বার্থপরতা এবং একান্ত নিজের কথা চিন্তা করে স্থায়ী আয়েশী আবাস গড়তে পারতেন ইউরোপসহ বিশ্বের যে কোন স্থানে। কিন্তু না, তিনি তা করেননি। মাতৃভূমির প্রতি অকৃত্রিম আকর্ষণ এবং ভালবাসা, মানবতার পথ ধরে অসহায় মানুষের জন্য কিছু করার অদম্য নেশায় ছুটে এসেছেন শুধু কি তাই? রাগীব আলী অনেকের মত অসৎ, লোভী, স্বার্থপর নন; ঋণখেলাপি হয়ে কালো টাকার পাহাড় গড়েননি, জনগণের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দেননি। নিজের ঘাম ঝরানো অর্থ দিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্পায়ন, অর্থায়নসহ আর্থ সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও মানব কল্যাণের সবক'টা অংশে দায়িত্বপূর্ণ অভিভাবক হয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলেছেন অনবরত। দেশ গড়ার, দেশের আসল সমৃদ্ধি এবং উন্নয়নের জন্য তার উৎসর্গের পাগলা ঘোড়া চলছে উদ্দাম গতিতে সম্মুখ ভবিষ্যতের পানে।

দেশের অনেক বিত্তশালী যেখানে প্রতিনিয়ত নিজের সম্পদ বৈভবকে সমৃদ্ধ করার জন্য বাণিজ্যিক বিস্তৃতি করে চলেছেন বিরামহীনভাবে, সেখানে রাগীব আলী তাঁর ঘাম ঝরানো আয়ের সিংহভাগ ব্যয় করে চলেছেন এ দুঃখিনী বাংলার শিক্ষা বিস্তারে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠায়। আর্ত-মানবতার সেবায় স্বাস্থ্য সেবার জন্য গড়ে তুলছেন ক্লিনিক, হাসপাতাল, মেটারনিটি সেন্টারসহ সেবা প্রতিষ্ঠান। ধর্মীয় আবেগে নির্মাণ করছেন মসজিদ, মাদ্রাসা, মক্তব। তাছাড়া শিল্প-সাহিত্য সাংস্কৃতিক বিনোদন খেলাধুলা ইত্যাদির কত কেন্দ্র, স্পট, সংঘ, সংস্থা করে মানব সমাজের কাংখিত বিকাশকে ত্বরান্বিত করছেন। কত বেকার অসহায় অন্ধকারে পতিত যুবক তরুণকে আলোর সন্ধান দিয়েছেন এ আলোকিত মানুষটি তার হিসাব নেই। অযুত নিযুত সংখ্যার এ পরিসংখ্যান নীরবে লেখা হচ্ছে প্রকৃতির গণনার খাতায়।

অর্থনীতির সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে ব্যাংক, বীমা কোম্পানী, সুপার মার্কেটসহ অনেক আর্থিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেছেন যখন যেখানে যা প্রয়োজন। আর্থ সামাজিক উন্নয়ন এবং সমৃদ্ধির জন্য সভ্যতার ক্রমবিকাশের সাথে তাল মিলিয়ে যোগাযোগ ব্যবস্থাকে সীমিত পরিধিতে নিয়ে আসতে ব্যয় করে যাচ্ছেন রাস্তা- ঘাট, সড়ক- মহাসড়ক, ব্রীজ-কালভার্ট, ড্রেন, নালা, হাট-বাজার, বিদ্যুৎ, পানি, টেলিফোন ইত্যাদি স্থাপনে সংস্কারকরণে এবং আধুনিকায়নে।

সফল মানুষটি সুন্দর সফল কৃতকর্মকে দেখে বুঝে যথাযথভাবে মানবতার কল্যাণের জন্য জ্ঞান মডেল অভিজ্ঞতা সংগ্রহের জন্য ঘুরে বেড়িয়েছেন পৃথিবীর প্রায় সব ক'টি দেশে। যেখানে যা পেয়েছেন মন, মস্তিষ্ক, বগল দাবা করে নিয়ে এসেছেন দেশীয় আদলে বাস্তবায়ন করার জন্য। সারা বাংলাদেশের কত প্রতিষ্ঠান,

www.pathagar.com

সংস্থা, সমিতি, কর্পোরেশন, ক্লাব, চক্র, কেন্দ্র তিনি প্রতিষ্ঠা করে প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান, ভাইস-চেয়ারম্যান, প্রেসিডেন্ট, সদস্য, মালিক, অভিভাবক, পরামর্শক, উপদেষ্টা, দাতা হয়েছেন তার হিসাব বোধ করি তিনি নিজেও দিতে পারবেন না। এসব সামাজিক মানবিক কার্যাবলীকে অনন্ত সময়ের জন্য টিকিয়ে রেখে মানবতাকে মহান করার উদ্দেশ্যে ইতোমধ্যে কয়েকটি ট্রাস্ট করেছেন। তাঁর নিজের ভাষায়, যে সকল নীতি সংবিধান এবং পরিচালন পদ্ধতি নিয়ে এগুলোর শুরু আশাকরি এগুলো আমার অনুপস্থিতিতেও টিকে থাকবে যুগোপযোগী গতিতে। আর এ সকল কর্মকান্ডের সবটুকুই নিবেদিত এদেশের হত দরিদ্র, মুক্তিযোদ্ধা, অসহায়, দুঃস্থ, দুর্বল মানুষগুলোর সার্বিক কল্যাণে।

প্রচারাভিমুখ এ মানুষটি প্রচার যন্ত্রণা থেকে দূরে থেকেছেন এতকাল। নেতা হতে চাননি কখনো। প্রচলিত রাজনীতির ডামাডোলে হারিয়ে যেতে হয় নি নিজের নীতির জন্য। অযাচিত অভিভাবকত্বের ভাবগম্ভীর প্রভাব কখনো পেয়ে বসেনি রাগীব আলীকে। এ যাবতকাল ধরে সরকার, রাষ্ট্র প্রশাসন যন্ত্রের কত গুরুত্বপূর্ণ পদে পদান্বিত করার জন্য, পতাকাবাহী গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পন করার জন্য অনুরোধ, উপরোধ, পরামর্শ এবং ক্ষেত্র বিশেষে চাপও এসেছে। কিন্তু প্রতিবারই সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করেছেন, যশ, খ্যাতি, সুনাম, সফলতা সব কিছুই লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করেছেন এখনো করছেন। রাগীব আলীর কথা- আমি আমার শ্রম মেধা যথোপযুক্ত বিনিয়োগ করে অনেক পেয়েছি। প্রকৃতি আমাকে অনেক দিয়ে ঋণী করেছে। এবার আমার দেয়ার পালা। প্রকৃতির ঋণ শোধ করার জন্যই মানুষের সেবার চেষ্টা করছি পরিকল্পিত কিছু সুন্দরের সফল বাস্তবায়নে। মানুষ জীবন একবারই পায়। সুতরাং এ মহামূল্যবান জীবনকে মানুষের জীবনের জন্য ব্যয় করতেই ব্যস্ত আছি। কথায় আছে না- 'মানুষ মানুষের জন্য, জীবন জীবনের জন্য।'

পৃথিবীর রাজপুত্তুররা ঐতিহ্য এবং প্রথাগতভাবে সিংহাসন আর রাজ্যের মূল্যবান মুকুটের অধিকারী হয়। শুধুমাত্র রাজসিক জন্মের জন্য সোনার চামচ, রূপার চামচ মুখে দিয়ে তাদের জীবন যাত্রা শুরু হয়। রাগীব আলীর জন্মে ঢোল দামামা বাজেনি, সোনার চামচ, রূপার চামচ মুখে দিয়ে খাওয়ার যাত্রা শুরু হয়নি। আপন মেধা, শ্রম, মননশীলতা, মৌলিক এবং যৌক্তিক বিনিময়ে সততা আর অধ্যবসায়ের প্রতিদানে রাগীব আলী আজ পৃথিবীর কোন এক অংশের মানবতার রাজপুত্তুর হয়ে গর্বিত সিংহাসন আর কল্যাণের স্বীকৃত মুকুটধারী হয়েছেন।

চলমান জীবনের ঘটমান বাস্তবতায় একদিন রাগীব আলীর জীবন প্রদীপও নিভে যাবে। কিন্তু অন্য শত-সহস্র জীবনের মত তাঁর জীবন নয়। কিছু কিছু জীবন আছে অমরত্ব লাভ করে। সত্য, সুন্দর, সততা, মানবতার কল্যাণে যে অনির্বাণ শিখা তিনি জ্বালিয়ে দিয়েছেন, শিখা চিরঞ্জীব থাকবে। শুধু কি তাই? সর্বোচ্চ কল্যাণের উজ্জ্বলতা নিয়েই থাকবে।

রাগীব আলী তাঁর মানবিক কাজকে কখনো সংখ্যা বা মাপের এককে সংজ্ঞায়িত করতে চাননি। চাননি অন্য কোন দানবীর, দাতা উৎসর্গকারীর সাথে তুলনা করতে।

www.pathagar.com

কেননা তিনি তাঁর সামর্থ্যের মধ্যে কিছু করার চেষ্টা করছেন। আমরাও বলি রাগীব আলীর তুলনা রাগীব আলী-ই। কেননা চলমান সময়ের চলতি পথে কোথাও কিছু করার সামান্য সুযোগ থাকলে ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে ঢুকে পড়েছেন। কল্যাণের সফলতার ষোলকলা পূর্ণ করে আলোকিত বরপুত্র হয়ে বেরিয়ে এসেছেন। এত কিছুর মাঝে কোন নামে কোন বিশেষণে আপনি নিজেকে পরিচয় দিতে বেশী ভালবাসেন জিজ্ঞেস করতেই তাৎক্ষণিকভাবে উত্তর দিলেন-আল্লাহর গোলাম রাগীব আলী। বিনয়ী, নম্র, সদালাপী রাগীব আলী বললেন এটাই আমার মূল পরিচয়। আমি রাগীব আলী নামের মানুষ হিসেবে পরিচয় দিতেই বেশী স্বাচ্ছন্দ বোধ করি।

জীবনের শেষ ইচ্ছাটুকু জানতে চাইলে দেরী না করেই বললেন, -"মানবতার কল্যাণ-মানুষের সেবা। মানব কল্যাণে আমি আমার বাকী জীবন উৎসর্গ করে যেতে চাই।" ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিখা থাকে কাদের নাম? রাগীব আলীদের নয় কি?

কিছু কথা, কিছু বিশ্লেষণ আছে-বিনোদনের মশলা আর চমকের জন্য করা হয়। রাগীব আলীর গল্প সে গল্প নয়। মানবতার মানুষের এ চির মহিমান্বিত স্বভাব-বাস্তবতাকে মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দেয়া। জনম জনম ভর শত সাধনা করে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েও রাগীব আলীরা আসে না। রাগীব আলীদের কারখানায়ও তৈরী করা যায় না। এরা এমনিতেই প্রকৃতিগতভাবে আসে। আসে স্বল্প সংখ্যক হাতে গোনা। তাও আবার ভৌগলিক, সময়ের মাত্রিক ব্যবধানে। এ পৃথিবীতে মানবতাবাদী প্রকৃত মানব দরদী যোগ্যতর সেবক কম আছে। আমাদের দুস্থ মানবতার পরম পাওয়া এ সকল মানবতাবাদীদের। রাগীব আলীদের সুন্দর কল্যাণ আর সফলতার রেকর্ড ডিঙিয়ে আরো রাগীব আলীর জন্ম হোক, মানবতার কল্যাণে সত্যিকারভাবে নিবেদিত হোক আরো মানুষ।
চিরঞ্জীব রাগীব আলীদের ছায়া প্রচ্ছায়ায় মানবতার জয় হোক।

কলামিস্ট ও লেখক, সিলেট।

www.pathagar.com

টি-প্লান্টার রাগীব আলী

সৈয়দ এ হাসিব

নাম আগে থেকেই জানা ছিল, প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল না, মালনীছড়া চা-বাগানের নতুন মালিক জনাব রাগীব আলীর সাথে। নতুন টি-প্লান্টার তিনি, একটি বাগান কিনেছেন, আরো কিনছেন, কিনবেন। ১৯৯০ সালের প্রথম দিকে চা-বোর্ডের ঢাকা কার্যালয়ে আমার এক সহকর্মীর কক্ষে তাঁর সাথে দেখা এবং পরিচয় হয়। প্রথম পরিচয়েই তাঁর সাথে কথা বলে এবং সহকর্মী থেকে তাঁর সম্পর্কে জেনে অবাক হলাম বললে ভুল হবে, রীতিমত হোঁচট খেলাম। দেশে যেখানে ব্যাংকের ঋণ খেলাপি বাড়ছে, পিছু ঘুরে এক হাজারটা পরিকল্পনা করেও যেখানে অনাদায়ী টাকা আদায় করা যাচ্ছে না, এমনকি ব্যক্তিগত জীবনে টাকা ধার দিয়েও টাকা আদায় করতে ফন্দিফিকির করতে হয়, সেই দেশের সেই সমাজেরই এক লোক বাগানের মূল্য এবং অনাদায়ী ঋণ শোধ করার জন্য পকেটে চেক নিয়ে অফিসে অফিসে ঘুরছেন। বেশ অভাবনীয় ব্যাপার, কিছুটা অবিশ্বাস্যও বটে। মানুষটি বাস্তবতার নিরিখেই একটু ভিন্ন প্রকৃতির, সরল অর্থে অস্বাভাবিক এবং অদ্ভুতই বটে। এত বড় শিল্পপতি, ব্যাংকের মালিক, বিপুল বিষয় সম্পত্তি ও বৈভব করায়ত্বে কিন্তু চালচলন কথাবার্তায় অত্যন্ত সহজ সরল একজন বাঙালি, চাকচিক্য নেই, অহংকারকে আলতোভাবে সরিয়ে রেখেছেন তাঁর ব্যক্তিত্ব থেকে। আমার সাথে প্রথম পরিচয়েই চা'য়ের কথা জানতে উদগ্রীব হলেন, তাঁর নতুন ক্রয়কৃত বাগান উন্নয়ন করার পরিকল্পনা চাইলেন। বর্তমানে তাঁর মালিকানাধীন চট্টগ্রামে প্রথম সারির কর্ণফুলি চা-বাগানের সাথে আমার পূর্ব থেকেই যথেষ্ট পরিচয় ছিল। আমি তাঁকে সে বাগানে বিনিয়োগের হিসাবসহ উন্নয়নের বিস্তারিত পরিকল্পনা দিয়েছি। তিনি ভূমি, মূলধনের সংগে সময়কে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে ব্যবহার করে রুগ্ন বাগানটিকে দ্রুত উন্নত লাভজনক বাগানে উন্নীত করেন।

দীর্ঘ ১৪ বৎসর ধরে চা বোর্ডের চা-বাগান উন্নয়ন বিভাগের পরিচালক হিসেবে নিযুক্ত থাকায় আমাকে বাংলাদেশের প্রতিটি চা-বাগানে এবং বাগানগুলির প্রায় সব চা সেকশনে একাধিকবার ভ্রমণ করতে হয়েছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আমি লক্ষ্য করেছি, বাগান কর্তৃপক্ষ তাদের চা সেকশনগুলি রক্ষায় যত্নবান হলেও প্রাকৃতিক বন, বাঁশমহাল এবং পরিকল্পিত বনায়নের ব্যাপারে যথেষ্ট যত্নবান নয়। প্রায়ই দেখা যায় চা সেকশনের আশপাশের জমি ও টিলা বৃক্ষ ও গাছপালা শূন্য অবস্থায় রয়েছে। এই ব্যাপারে অনেক ব্যবস্থাপনাই সচেতন নন যে কৃষি ক্ষেত্রে একটি ফসলের ওপর নির্ভর করা বিপদজনক। তাই সেই ঝুঁকি কভার করার জন্য বিকল্প

www.pathagar.com

অর্থ উপার্জনের উপায় বাগানের থাকতে হয়। আর তা হলো চা বাগানের প্রাকৃতিক বনায়ন, বাঁশমহাল ইত্যাদির যত্ন এবং পরিচর্যায় মনোযোগী হওয়া, সেই সাথে পরিকল্পিত বনায়ন, বিভিন্ন ফলমূলের গাছ রোপন এবং পরিচর্যা, চা বাগানের ম্যাক্রো পরিবেশ উন্নত করে বাগানকে অধিকতর উৎপাদনশীল করার জন্য বাগান এলাকায় প্রচুর গাছ লাগাতে হবে। এতে চা এলাকার প্রাকৃতিক ভারসাম্য অধিকতর উন্নত হবে এবং এই সম্পদ বিশেষ প্রয়োজনের সময় বাগানকে পর্যাপ্ত অর্থের যোগান দেবে। বাগানের ভূমি গাছপালাহীন উন্মুক্ত রাখা ব্যাপক অর্থে বাগানকে শ্রীলতাহানি করা। জনাব রাগীব আলী তা সঠিক উপলব্ধি করেন। ফলে দেখা যায় তাঁর প্রত্যেকটি চা-বাগান চা গাছ ছাড়াও যাবতীয় বৃক্ষে শোভিত, ভবিষ্যতে যার বিশাল আর্থিক মূল্য দাঁড়াবে এবং দৃষ্টান্ত হবে। অনেকে তাঁর বিবিধ ফসল চাষের অপব্যাখ্যা করেছে। কিন্তু দৃঢ়চেতা এবং মৃদুভাষী জনাব রাগীব আলী তাঁর উত্তর প্রথাগত নিয়মের মুখে এবং যুক্তি তর্ক না দিয়ে সফলতার সাথে কর্মে পরিণত করে দেখিয়েছেন। যার ফলশ্রুতিতে তাঁর বাগানসমূহ আজ আর্থিকভাবে লাভজনক একটি কৃষিশিল্প প্রতিষ্ঠান।

আমি ন্যাশনাল টি কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা পরিচালক থাকার সময় জনাব রাগীব আলী প্রায়ই আমার কাছে আসতেন বাগান ব্যবস্থাপনার বিষয় জানতে। তিনি আক্ষেপ করে বলতেন, দেশে রুগ্ন শিল্প চা-বাগান কেন থাকবে? মানুষ কেন দেশকে, দেশের মানুষকে এবং তাঁর যাবতীয় সম্ভাবনাকে বঞ্চিত কিম্বা উপেক্ষা করবে। তিনি চান রুগ্ন শিল্পসমূহকে সচল করে দেশের অর্থনৈতিক মেরুদন্ডকে সবল তথা আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন করতে এবং এই কল্পনা তথা দৃষ্টিভঙ্গিকে বাস্তবে রূপ দেয়ার লক্ষ্যে তিনি বেশ কয়টি রুগ্ন বাগান ক্রয় করেছেন। স্বল্পতম সময়ে বাগানগুলির রুগ্ন হওয়ার কারণ নির্ণয়পূর্বক সাহসিকভাবে সমস্যার মোকাবিলা করে বাগানগুলিকে রুগ্নতা থেকে আর্থিকভাবে লাভজনক অবস্থায় উত্তীর্ণ করেছেন। তিনি উন্নয়ন কর্মকান্ডের অর্থায়নের জন্য ব্যাংক ঋণের অপেক্ষা করেননি। নিজের পরিশ্রমলব্ধ সঞ্চিত অর্থ সঠিক সময়ে বিনিয়োগ করে বাগানগুলিকে সচল এবং অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছেন। উন্নয়ন কর্মকান্ডে এবং বাগান সম্পর্কিত প্রত্যেকটি কাজে নিজেকে প্রয়োজনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নিযুক্ত রেখেছেন। ব্যবস্থাপক, কর্মচারী এবং সবার সাথে আন্তরিকতার সাথে কথা বলেছেন। তাদের সুখে- আনন্দিত, দুখে সহমর্মি হয়েছেন। যার ফলে তাঁর প্রত্যেকটি বাগানের চা উচ্চতর মূল্যে চট্টগ্রামে নিলামে বিক্রি হয়।

জনাব রাগীব আলী গাছপালাকে অত্যন্ত পছন্দ করেন। তাঁর প্রত্যেকটি চা-বাগানে চা ছাড়াও বিবিধ ফল ও বৃক্ষের সমারোহ দৃষ্টি কাড়ে। তিনি বৃক্ষ রোপণকে এবাদততুল্য মনে করেন। আর্থ-সামাজিক এবং পরিবেশ উন্নয়নে তার কর্মকান্ড ও দান প্রশংসার দাবীদার।

পরিচালক (উন্নয়ন), বাংলাদেশ চা বোর্ড।

www.pathagar.com

অভিনন্দন

এম. এ. হান্নান

দেশের কৃতি শিল্পপতি, দানবীর জনাব রাগীব আলীর কর্মময় জীবনের স্মৃতি ধরে রাখার জন্য রাগীব আলী সম্মাননাগ্রন্থ প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করার কথা শুনে আমি অত্যন্ত খুশী হয়েছি। কেননা আজকের দিনে সমাজে জনাব রাগীব আলীর মতো মহৎ মানুষের বড়ই অভাব। জনাব রাগীব আলী তাঁর কর্মময় জীবনে ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প সমৃদ্ধিতে উন্নতির সাথে সাথে সমাজসেবা, সমাজ কল্যাণ, দ্বীনি প্রতিষ্ঠানসহ মসজিদ, মাদ্রাসার উন্নয়নে নিজেকে সঁপে দিয়েছেন।

সবচেয়ে আনন্দের বিষয় হলো তিনি এমন একজন মানুষ যিনি বিলাতের মতো একটি অত্যাধুনিক শহরে অবস্থান এবং সেখান থেকে অর্থোপার্জন করেও দেশীয় ঐতিহ্য বিসর্জন দেননি। আমার মতে এটি একজন মানুষের মস্তবড় গুণ যা জনাব রাগীব আলীর জীবনে সফলতা এনে দিয়েছে আর্থিক, আধ্যাত্মিক সকল দিক দিয়েই।

আমাদের দেশের অনেক লোকই বিদেশে গিয়ে অর্থোপার্জন করে বটে তবে অনেকেরই চিন্তা-চেতনা বিদেশী ও বিধর্মী সংস্কৃতির জোয়ারে মিশে যায়, নিজের সংস্কৃতি হয় ভুলুণ্ঠিত। কিন্তু জনাব রাগীব আলী এ প্রসঙ্গে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। তা ছাড়া আমাদের দেশের বিত্তশালীদের অর্থোপার্জনের মনোভাব আরো পুঞ্জীভূত হতে থাকে। সমাজ সেবার মনোভাব পিছিয়ে পড়ে। এখানেও জনাব রাগীব আলীর অবস্থান ব্যতিক্রমধর্মী।

আমি জনাব রাগীব আলীর জীবনের সার্বিক সাফল্য কামনা করি এবং দোয়া করি বাকি জীবনেও যেন তিনি মানুষের কল্যাণে ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠার কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখতে পারেন।

পরিশেষে আমি এটাও আশা করবো আমাদের দেশের বিত্তশালী ব্যক্তিগণ জনাব রাগীব আলীর মতো সমাজসেবা, পরোপকার, মানবকল্যাণ এবং ইসলামী মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হন।

সেক্রেটারি জেনারেল, গুলশান সেন্ট্রাল জামে মসজিদ ও ঈদগাহ, ঢাকা।

www.pathagar.com

রাগীব আলী ঃ মিল অমিল

মোঃ বাহালুল হক চৌধুরী মিরাজ

আমরা সকলেই মাদার তেরেসাকে চিনি জানি; নোবেল শান্তি পুরস্কার প্রাপ্তির পর তাঁর নাম সারাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। মাদার তেরেসা কোলকাতায় অনাথ শিশুদের লালন পালন করতে এসে জীবনের এক বিরাট সময় কাটিয়ে দেন। সেখানে গড়ে তোলেন মিশনারী, মিশনারীতে সাহায্য আসতে থাকে। গরীব দুঃখীর মধ্যে সাহায্য বন্টন করে মানবতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে যান। মাদার তেরেসা আজ বেঁচে নেই, আছে তাঁর কর্ম, তাঁকে স্মরণ করে বিশ্ববাসী।

আজ আমাদের আলোচনায় দ্বিতীয় যে ব্যক্তিটির নাম আসবে সেই ব্যক্তিটি অন্য কেউ নয়, যাঁকে আমরা দানবীর হাজী 'রাগীব আলী' নামে চিনি জানি। আমরা বিশ্ববাসী কি এ মহান লোকটি সম্পর্কে জানি? আসলে তাঁর পরিচয় কি, পেশাই বা কি, কিই বা তাঁর উদ্দেশ্য? কি করেছেন তিনি বিশ্বের নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষের জন্য?

এই সেই রাগীব আলী যাঁকে বিশ্ববাসী চেনে মুসলিম কল্যাণে; একমাত্র ব্যক্তি যিনি তাঁর নিজস্ব আয় দ্বারা কোটি কোটি মানুষের আহারের ব্যবস্থা করেছেন; যার সীমানা শুধু বাংলাদেশে নয়-সীমানা পেরিয়ে বিস্তৃত হয়েছে সারাবিশ্বে। তিনি চিহ্নিত গরীবের বন্ধু হিসেবে। সিলেটের এক অজপাড়াগাঁয়ে জন্মগ্রহণ করে রাগীব আলী প্রতিষ্ঠা করেছেন আমেরিকায়, বিলাতের বড় বড় শহরে ৪/৫টি মসজিদ, যা কোন দেশের সরকারের পক্ষেও সম্ভব নয়। এই টাকা কি তিনি তাঁর নিজের ভোগ বিলাসে ব্যয় করতে পারতেন না? তিনি তা না করে বিশ্বের দরবারে মুসলিম সমাজকে জাগিয়ে তোলার জন্য পিছন থেকে শক্তি যুগিয়ে যাচ্ছেন দিন-রাত্রি অক্লান্ত পরিশ্রম করে। তাঁর পরিশ্রমের মূল উদ্দেশ্য সমাজের গরীব দুঃখী নিগৃহীত মানুষের কল্যাণ সাধন করা।

মানব সমাজকে এগিয়ে নেবার দরকার মনে করে তিনি নিজের কষ্টার্জিত অর্থে সারাবিশ্বে প্রতিষ্ঠা করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, মাদ্রাসা, এতে অনগ্রসর বিশ্ববাসী উপকৃত হচ্ছে। আমরা গর্বিত-রাগীব আলী এই বাংলাদেশের কৃতি সন্তান।

উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

www.pathagar.com

মহৎপ্রাণ রাগীব আলী

মোঃ সিরাজুল ইসলাম

মানুষকে আল্লাহ আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে সৃষ্টি করলেও নশ্বর পৃথিবীর কয়জন মানুষই এ শ্রেষ্ঠত্ব ধরে রাখতে পেরেছে? ক'জনই বা পেরেছে মানবতার সেবায় আত্মনিয়োগ করতে? যে স্বল্প সংখ্যক মানুষ এ মহান কৃতিত্বের অধিকারী সিলেটের কৃতি সন্তান দানবীর রাগীব আলী তাঁদেরই একজন, যার জন্য তিনি যে কোন প্রশংসার অধিকারী। বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে আমাদের ধনী শ্রেণী যেখানে বিদেশী সংস্কৃতির নগ্নতায় গা ভাসিয়ে দিচ্ছে সেখানে রাগীব আলীর মত মানবহিতৈষী এবং জনদরদী একটি মানুষ তাঁর সহায় সম্পদ বিলিয়ে দিচ্ছেন পরের তরে। সমাজের বিভিন্ন শাখায় এ মহৎপ্রাণ লোকটির অবদান সূর্যের মত উজ্জ্বল। তিনি একাধারে শিল্পপতি, সমাজসেবী, সংস্কৃতিমনা এবং দানবীর। ৩৬০ আওলিয়ার সিলেটের সত্যিই কৃতি সন্তান তিনি।

পৃথিবীতে মানুষের ন্যায্য অধিকার হলো কাজ পাওয়া। বাংলাদেশের মানুষ যখন তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত তখন আলহাজ্ব রাগীব আলীর প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন শিল্প-কারখানা দেশের বিশাল বেকারদের মাঝে অন্তত কিছুটা হলেও আশার সঞ্চার করেছে। সমাজের যে কোন শাখায় তাঁর অবদান অপরিসীম। তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন ধর্মীয় এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা শতাধিক। ধর্মীয় এবং সামাজিক অবদানের ক্ষেত্রে হাজী মোহাম্মদ মহসিনের সাথে তাঁর তুলনা করা যায়। মহৎপ্রাণ লোকটির সাথে আমার পরিচয় বেশী দিনের না হলেও স্বল্প পরিচয়ে আমার দেখা মহৎ পুরুষদের মধ্যে তিনি অন্যতম। বিশাল হৃদয়ের এ মানুষটির সঙ্গে পরিচয় হওয়ায় আমি নিজকে ধন্য মনে করছি।

পরিশেষে এ মহৎপ্রাণ লোকটি দীর্ঘজীবী হয়ে সমাজ ও সংস্কৃতির উন্নতি বিধানে আজীবন কাজ করে যান, এটাই আমি কামনা করি।

মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

www.pathagar.com

রাগীব আলী এক স্বপ্নের পুরুষ

মতিউর রহমান চৌধুরী

রাগীব আলী সাহেবের সাথে আমার তেমন ঘনিষ্ঠতা নেই। দু'একবার দেখা হয়েছে স্পীকার হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী সাহেবের বাসায়। একবার দেখা হয়েছিল পুলিশের সাবেক আইজি ই. এ. চৌধুরী সাহেবের অফিসে। কুশল বিনিময় ছাড়া কোন আলোচনাই হয়নি। তবে তাঁর কথা শুনেছি নানা জনের কাছ থেকে। রাগীব আলী একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, শিল্পপতি। দানশীল ব্যক্তি। দু'হাতে টাকা বিলি করেন। কিন্তু কেউ জানে না। কারণ তিনি প্রচারবিমুখ। নিজেকে গুটিয়ে রাখতে ভালোবাসেন। সিলেটে লোকমুখে নাম থাকলেও তাঁর সম্পর্কে বিস্তারিত অনেকেই জানেন না। শুধু শুনেছেন একজন রাগীব আলীর কথা। যিনি কাউকে খালি হাতে ফিরিয়ে দেন না। অবশ্য তাঁকে কনভিন্স করতে হয়। কেন টাকার প্রয়োজন। তিনি যদি নিশ্চিত হন টাকা দিয়ে কোন সেবামূলক কাজ হবে, জনগণ উপকার পাবে তখন তিনি সাহায্যের হাত বাড়ান সাতপাঁচ না ভেবেই। তার অগাধ ধন-সম্পত্তি রয়েছে। বাংলাদেশে হাতেগোণা ধনাঢ্য ব্যক্তির কয়েকজনের মধ্যে তিনি একজন। অথচ তাঁকে নিয়ে তেমন জল্পনা নেই। কেউ জানারও চেষ্টা করেন না কিভাবে তিনি বিপুল অর্থ-সম্পত্তির মালিক হয়েছেন। এর কারণ একটি। তিনি সৎপথে টাকা রোজগার করেছেন। কারো পকেট কাটেন নি। ব্যাংকের টাকাও হাতিয়ে নেননি। যদিও তিনি অনেক ব্যাংকের সাথে সরাসরি জড়িত। কোন ব্যাংকের পরিচালক, কোনটার চেয়ারম্যান। ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিধি দিন দিন বেড়েই চলেছে। স্কুল-কলেজ, মাদ্রাসা স্থাপনও চলছে একই গতিতে। সংবাদপত্র জগতেও তিনি প্রবেশ করেছেন। 'সিলেটের ডাক' প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। লন্ডনেও প্রকাশিত হচ্ছে সাপ্তাহিক সিলেটের ডাক। ঢাকার ফিনানসিয়াল এক্সপ্রেসেরও পরিচালক। অনেক মালিক আছেন যারা পত্রিকা দিয়ে নিজেকে জাহির করেন। রাগীব আলী এখানেও ব্যতিক্রম। তার সাথে যারা কাজ করেন তাদের মুখেই শুনেছি, প্রচারের কথা বললে তিনি বিরক্ত হন। এমন কথাও জেনেছি-টাকা দিয়ে তিনি বলেছেন আমার নাম বলবেন না। নিয়ে যান, কাজ হলে আমাকে জানাবেন। অবাক হয়েছেন সংশ্লিষ্টরা। চা-বাগান স্থাপন করতে গিয়ে দু'এক জায়গায় ঝামেলা হয়েছিল। লোকজন দল পাকিয়ে ছিল। বাধা দেয়ার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু রাগীব আলী অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে

www.pathagar.com

মোকাবিলা করেন। বিপক্ষবাদীদের মন জয় করে নেন। এই সমাজে সৎ লোকের বড় অভাব। অভাব নিরহংকারী মানুষের। চারদিকেই অসততা আর প্রতারণার জাল। সত্য বাবু তো অনেক আগেই বিদায় নিয়েছেন। সত্য খুঁজে পাওয়া বড় কঠিন। এই হতাশার মধ্যেও আশার আলো জ্বালিয়ে রেখেছেন রাগীব আলী। বাংলাদেশে অনুকরণ করা যায় এমন ঘটনা, এমন ব্যক্তিত্ব সত্যিই বিরল। এই অবস্থার মধ্যে বলা যায় রাগীব আলী অনুকরণীয় স্বপ্নের এক পুরুষ।

সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি, দৈনিক মানবজমিন।

www.pathagar.com

হাতেম তাঈ থেকে রাগীব আলী

আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী

মহানবী (সাঃ) এর হাদীসে আছে ঃ সৃষ্টিকূল হচ্ছে আল্লাহর পরিবার পরিজন, সুতরাং সৃষ্টিকূলের মধ্যে সে-ই আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় যে তার পরিবার পরিজনের প্রতি সর্বাধিক সদয়।

সৃষ্টিকূলের প্রতি এই সদয় মনোভাবের অধিকারীরাই যুগে যুগে দানশীলতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে এসেছেন। পক্ষান্তরে চরম আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থপর শ্রেণীর মানুষ চিরদিনই দেশে দেশে ধিকৃত হয়ে এসেছে। তাই আমরা দেখি, আজ থেকে প্রায় চার হাজার বছর পূর্বের 'কারুণ এর কৃপণতার' এবং তার শিক্ষণীয় ধ্বংসের কাহিনী কুরআন শরীফে বর্ণিত হয়েছে। পক্ষান্তরে আরবের হাতেম তাঈ তাঁর দান দাক্ষিণ্যের দ্বারা সেই ইসলাম পূর্ব যুগেই খ্যাতির উচ্চতম শিখরে আরোহন করেছিলেন। আজ পর্যন্ত দেশে দেশে কারুণ কার্পণ্যের প্রতীক আর হাতেম তাঈ বদান্যতার প্রতীকরূপে সর্বদা মানবজাতির হৃদয় পটে চিরস্থায়ী।

হাতেম তাঈর এই বদান্যতা এ পর্যন্ত পৌছেছিল যে কথিত আছে একবার এক ব্যক্তি হাতেম তাঈর বদান্যতা পরীক্ষার উদ্দেশ্যে তাঁর সবচাইতে সখের ঘোড়াটি চাইতে আসে। দিনটি ছিল বৃষ্টিমুখর। রাত ছিল অমাবশ্যার। কনকনে হাওয়া ও বৃষ্টির দরুণ সেদিন ঘর ছেড়ে বেরোনো মুশকিল ছিল। রাতে খাওয়া দাওয়ার পর মেহমান হাতেম তাঈর কাছে আসার কারণ ব্যাখ্যা করে বললেন, দাতা প্রবর, আমি শুনেছি আপনার ব্যক্তিগত ব্যবহারের ঘোড়াটি নাকি অতুলনীয়। আমি আরো শুনেছি আপনি কোন যাচনাকারীকেই নাকি খালি হাতে ফিরিয়ে দেন না। আমি আপনার সেই ঘোড়াটি যাচনা করতে এসেছি।

হাতেম তাঈ অত্যন্ত আক্ষেপের সুরে বললেনঃ তুমি বড্ড দেরী করে ফেললে দোস্ত! বৃষ্টিমুখর রাত আর কনকনে ঠান্ডার জন্যে দূরের আস্তাবল থেকে তোমার মেহমানদারীর জন্য কোন প্রাণী নিয়ে আসা আজকের রাতে অসম্ভব ছিল। অগত্যা আমার সেই সখের ঘোড়াটি জবাই করে তোমার রাতের মেহমানদারীর আয়োজন করা হলো। তুমি যে গোশত্ একটু আগেই খেলে তা তো সেই ঘোড়ারই।

এহেন হাতেম তাঈ-এর কন্যা ও তাঁর তাঈ গ্রোত্রের লোকজন এক যুদ্ধে হুজুর (সাঃ) এর হাতে বন্দী হয়ে এলেন। হাতেম কন্যা হুজুর (সাঃ) এর কাছে তাঁর নিজের পরিচয় ব্যক্ত করতেই নবী করিম (সাঃ) তাকে মুক্ত করার নির্দেশ দিলেন। অমনি হাতেম কন্যা বলে উঠলেনঃ যে হাতেম কোনদিন মেহমান ছাড়া খাদ্য গ্রহণ করেন নি, তাঁরই কন্যা হয়ে আমি গোত্রের লোকজনকে বন্দী রেখে নিজে মুক্ত হয়ে যাবো এমনটি আপনি কি করে ভাবতে পারলেন। অমনি আল্লাহর রাসূল তার

www.pathagar.com

গোত্রের কয়েকশ' বন্দীকেও মুক্ত করে দিলেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মহানুভবতার পরিচয় পেয়ে বন্দীদের সকলেই ইসলাম গ্রহণ করলো। হাতিম পুত্র শিকারপ্রিয় আদী বিন হাতিম নবী করীম (সাঃ)-এর একজন মশহূর সাহাবী ছিলেন। শিকারি কুকুরের ধরা পশুপাখি খাওয়া বৈধ সংক্রান্ত হাদীস তিনিই বর্ণনা করেছেন।

নবী করীম (সাঃ) এর অন্যতম সাহাবী তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান (রাঃ) এতই বদান্যশীল ছিলেন যে তাঁর নাম উসমান গণী পড়ে গিয়েছিল। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁকে এতই ভালবাসতেন যে একে একে তার দুইটি. কন্যাকে তিনি উসমানের সাথে বিবাহ দিয়েছিলেন এবং দ্বিতীয় কন্যাটিরও মৃত্যু হলে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) দুঃখ করে বলেছিলেন, উসমান আমার এতই প্রিয় যে, আমার আরেকটি বিবাহযোগ্য কন্যা থাকলে তাকেও আমি উসমানের নিকট বিবাহ দিতাম। দানশীলতা যে ইসলামের দৃষ্টিতে কত প্রশংসনীয় নবী করিম (সাঃ)-এর এ উক্তিটি তার প্রমাণবহ।

এই উসমান (রাঃ) যখন এক শ্রেণীর লোকদের অপপ্রচারের দরুণ ভুল বুঝাবুঝির শিকার হলেন এবং দুর্বৃত্তরা তাঁকে তাঁর নিজ বাড়িতে ঘেরাও করে হত্যা করে তখন বিদ্রোহীদের প্রতি তিনি যে অন্তিম ভাষণটি দিয়েছিলেন, তাতে তিনি বলেছিলেন, আজ তোমরা যে, পবিত্র মসজিদ এ নব্বী আঙিনায় বসে আমাকে হত্যার প্ররোচনা দিচ্ছ ও যোগসাজস করছো, এটি আমারই অর্থে কেনা। নবী করিম (সাঃ) বলেছিলেন যে এ জমিটুকু মসজিদের জন্যে কিনে দেবে, কাল কিয়ামতে সে আমার সাথে বেহেশতে অবস্থান করবে। আর আমিই এ জমিটুকু কিনে দিয়েছিলাম। তোমাদের কি সে কথাটি স্মরণ আছে? তারা সমস্বরে জবাব দিয়েছিল ঃ তা সত্য।

বর্তমান সিলেট জেলাকে বহুকাল থেকেই লন্ডনী এলাকা ও অর্থ বিত্তের দেশ বলা হয়ে থাকে। কিন্তু বিগত অর্ধ শতাব্দীর মধ্যে মানে বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে একমাত্র জকিগঞ্জের বর্তমান এম পি বন্ধুবর হাফিজ মজুমদার ছাড়া শিক্ষাক্ষেত্রে কারো তেমন একটা অবদানের কথা জানার সুযোগ আমার হয়নি। হাফিজ মজুমদার সাহেব জকিগঞ্জ থানার স্কুল কলেজ মাদ্রাসার শিক্ষা উন্নয়ন ও ছাত্রবৃত্তি খাতে এক কোটি টাকার একটা ফান্ড ওয়াকফ করেছেন শুনে অত্যন্ত গর্ববোধ করি। কিন্তু তা কেবল একটি ছোট্ট থানার মধ্যে সীমাবদ্ধ কেন? তা আমার বোধগম্য নয়। এমন একটা প্রকল্প কমপক্ষে বৃহত্তর সিলেট জেলাকেন্দ্রিক হলে তা গোটা এলাকার হতো।

সিলেট রাজা স্কুল বা মুরারী চাঁদ কলেজে রাজা গিরিশচন্দ্রের দানের পরিমাণ কত ছিল তা আমরা আলোচনা না করলেও সে আলোচনার লোকের অভাব নেই। এজন্য এ ব্যাপারে আর বিস্তারিত আলোচনা করছি না। কিন্তু তাতে দেশবাসীর যে বিপুল উপকার হয়েছে তা সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করি।

বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম সরকারী আলীয়া মাদ্রাসা ও তার সুবিশাল মাঠ ১৯১৩ সালে সিলেটের আখালিয়া কুনিশাইলে অবস্থিত মুসলিম মৎস্যজীবী ব্যবসায়ীদের দানের টাকায় প্রতিষ্ঠিত। এই দানের আবেদনটি জানিয়ে মরহুম আব্দুল মজিদ সি

www.pathagar.com

আই,ই সিলেট আলীয়া মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতার মর্যাদা লাভ করেন। সিলেটের শিক্ষাক্ষেত্রে বিখ্যাত আলেম উলামায়ে অনেকেই এই সিলেট আলীয়া মাদ্রাসায় শিক্ষাপ্রাপ্ত। আমাদের বিভিন্ন ব্যবসায়ী গোষ্ঠি যদি এভাবে তাদের সামষ্টিক শক্তি সমাজ উন্নয়নে, শিক্ষা উন্নয়নে ব্যয় করতেন তাহলে আমাদের শিক্ষার ক্ষেত্র অনেক উপরে থাকতো। টুকের বাজারের হাজী আবদুস সাত্তার মরহুম সিলেট জেলার উল্লেখযোগ্য মাদ্রাসা মসজিদসমূহে কয়েক লক্ষ টাকা দান রেখে গেছেন। দানশীলতার ক্ষেত্রে সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব হচ্ছেন জনাব রাগীব আলী। লন্ডন থেকে প্রচুর অর্থ উপার্জনকারী লোক সিলেটে প্রচুর রয়েছেন। সিলেটের সন্তান রাগীব আলী দৈনিক পত্রিকা থেকে স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত অনেক কিছুই প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁর বাড়ির নিকট বাসিয়া নদীর ওপর বিশ্বনাথের নিকটে একক ব্যয়ে পুল নির্মাণের দ্বারা তিনি এলাকাবাসী তথা গোটা সিলেট জেলায় যে সুনাম অর্জন করেছেন, নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি ও এশিয়া প্যাসিফিকসহ প্রায় আরো শ'দুয়েক জনহিতকর প্রকল্পের মাধ্যমে তাঁর সে সুনাম গোটা বাংলাদেশে তাঁকে অদ্বিতীয় দানবীর ও সমাজসেবীর আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। এ দানবীরের প্রতি আমার সশ্রদ্ধ সালাম।

ইসলামী চিন্তাবিদ লেখক, ইমাম, বাংলাদেশ সচিবালয়, মসজিদ, ঢাকা।

www.pathagar.com

বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম ও রাগীব আলী

আশফাক হোসেন দীপু

আমাদের জাতীয় ইতিহাসে অবিস্মরণীয় ঘটনার একটি নাম মুক্তিযুদ্ধ। যদিও ১৯৭১ কালপর্বে মুক্তিসংগ্রাম চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করে। কিন্তু এর পেছনে সচেতন রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংগ্রামের সূচনা হয়েছিল আরও অনেক আগে। আজকের বাংলাদেশ যা পূর্ববঙ্গ নামে পাকিস্তান আমলের এক দশক পর্যন্ত পরিচিত ছিল তাঁর ঐতিহাসিক বিবর্তনও লক্ষ্য করার মতো। এক সময় বাংলাদেশ কলকাতা কেন্দ্রিক পশ্চিম বঙ্গের পশ্চাৎভূমি ছিল। ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পূর্ববঙ্গের গতিপথ বদলে যায়। অবহেলিত মুসলমান বাঙালিদের মধ্যে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে পড়ে, ক্রমশ গড়ে ওঠে নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণী।

মার্চের ক্রাকডাউনের পর রাগীব আলী সপরিবারে সিলেট চলে যান। সিলেটে তখন পাক বাহিনীর অত্যাচার ততটা ব্যাপক হয়নি। তিনি সবাইকে নিয়ে গ্রামের বাড়ি বিশ্বনাথ থানার তালিবপুরে চলে যান। "আমাদের বাড়ি ছিল মুক্তিকামী জনতার মিলন মেলা। সিলেট শহর থেকে প্রাণভয়ে যারা এদিকটায় আসত তাদের প্রাথমিক আশ্রয় ছিল এই বাড়ি। বড় বড় ডেকচিতে মাছ, গোস্ত ও খিচুড়ি রান্না হতো। সবাই মিলে খাওয়া হতো"। স্মৃতি হাতড়িয়ে বললেন মিসেস রাগীব আলী। এখান থেকে রাগীব আলী মুক্তি বাহিনীর সদস্যদের সাহায্য করতেন।

যুদ্ধকালীন সময়ে পাকিস্তানী ৫০০ টাকার নোট নিষিদ্ধ হয়ে যায়। তখন রাগীব আলীর অনেক টাকা অচল হয়ে পড়ে। শহর কিংবা বড় বাজারে যাওয়া আসাও বন্ধ। কারণ মিলিটারির ভয়। তাই গ্রামের বাজার হতে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র আনা হতো। রাগীব আলী বললেন সেই সময় তাদের বড় কষ্ট হয়েছিল। অবরুদ্ধ দেশে শত দুঃখ কষ্ট ছিল, কিন্তু সাধারণ মানুষের একতা ও সততাও ছিল প্রশ্নাতীত। রাগীব আলী এ ধরণের একটি দৃষ্টান্তের সাক্ষী। আবদুল কাদির নামে এক ব্যক্তি রাগীব আলীর শ্বশুর বাড়ি আম্বরখানার পাক্কা বাড়িতে কাজ করতেন। তিনি রিক্সা চালাতেন। রাগীব আলী প্রায়ই তাকে ব্যাংকের চেক লিখে দিতেন এবং কাদির টাকা উঠিয়ে আনতো। কাদির গরীব হলেও অত্যন্ত সৎ ছিলেন। একদিন ব্যাংক থেকে টাকা তুলে আনার পথে পাক-আর্মি আব্দুল কাদিরকে ধরে নিয়ে অত্যাচার করে। লুঙ্গির ফাঁড়ে টাকা থাকায় আর্মি টাকার খোঁজ পায়নি কিন্তু কাদির বলেনি যে আর্মি টাকা নিয়ে গেছে। তার সততায় আজও পঞ্চমুখ রাগীব আলী।

মিসেস রাগীব আলী জানালেন, তখন ছেলেমেয়ে দু'টোর অবস্থা বেশ কাহিল। প্রয়োজনীয় খাবার নেই, গরমে অস্থির। ছেলে টিপু মোটামুটি মানিয়ে নিলেও মেয়ে কোনভাবেই খাপ খাওয়াতে পারেনি। এভাবে- মে-জুন গেল, গেল জুলাইও।

www.pathagar.com

আগস্ট মাসে রাগীব আলী দেখলেন এভাবে অবরুদ্ধ থাকা চলবে না অন্তত লন্ডনে গিয়ে দেশ স্বাধীনের আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত হওয়া উচিত। তদুপরি ছেলেমেয়েদের শারিরীক অবস্থাও অনুকূলে নয়।

তখন পাকিস্তানী সেনাবাহিনী বাঙালিদের লন্ডনে যেতে দিতে চাইত না। কেউ যেতে চাইলে সামরিক কর্তৃপক্ষের অনুমতির প্রয়োজন ছিল। কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে কখনও কাউকে অনুমতি দিত আবার কখনও কাউকে দিত না। এ ক্ষেত্রে আগে যারা বৈদেশিক মুদ্রা (Remittance) দেশে পাঠিয়েছে তাদের অগ্রাধিকার দেয়া হতো। রাগীব আলী যখন লন্ডন যাওয়ার জন্য সামরিক কর্তৃপক্ষকে বললেন তখন তাঁকে বাঁধা দেয়া হয়। সৌভাগ্যবশতঃ সে সময় উত্তর ভাগ ইন্দনগর চা-বাগান ক্রয়ের জন্য রাগীব আলী কিছু টাকা দিয়েছিলেন। তখন সামরিক বাহিনীর অফিসাররা তাঁকে বাকি টাকা পরিশোধের জন্য বলে। তিনি তখন বললেন, "টাকা আমি কোথা থেকে পাব, এজন্য আমাকে লন্ডন যেতে হবে।" তারপর তিনি কখনও বিদেশ থেকে টাকা পাঠিয়েছেন কি না তা পরীক্ষা করা হয়নি। শুধু রাগীব আলী নয়। সবার ক্ষেত্রেই State Bank of Pakistan-এর ডেপুটি গভর্ণর-এর নেতৃত্বে একটি কমিটি Remitance-এর বিষয়টি পরীক্ষা করত। রাগীব আলীকে বলা হল ঢাকার মতিঝিল অফিস থেকে পাসপোর্ট সংগ্রহ করতে হবে। পাসপোর্ট সংগ্রহ করার পাশাপাশি পাকিস্তানী জেনারেলরাও ফরমান আলীর অনুমতিও নিতে হয়। তিনি লিখে দেন 'No objection'। এরপর ঢাকা বিমানবন্দর থেকে সপরিবারে PIA বিমানে লন্ডন যাত্রা শুরু করেন। জনাব রাগীব আলী যখন ঢাকা এয়ারপোর্ট ছাড়ছিলেন তখন দেখা গেল পাঞ্জাবী আর পাঞ্জাবী। তারা টাকা পয়সা আর প্রচুর সম্পদসহ স্বদেশে ফিরছিল। গোটা বিমানে ৬ জন মাত্র বাঙালি নারী-পুরুষ, যারা লন্ডন যাচ্ছেন। করাচিতে বিমান থামার পর দেখা গেল দু'জন বাঙালি নেই। সেনাবাহিনীর সদস্যরা তাদেরকে ধরে নিয়ে গেছে। আমার আজও মনে পড়ে একজন ব্রিটিশ সাংবাদিক সেনাবাহিনীর অফিসারকে জিজ্ঞেস করেছেন, 'এভাবে দু'জন বাঙালিকে ধরে নিচ্ছেন কেন?' প্রত্যুত্তরে ওরা বললো, ও কিছুনা, একটা প্রয়োজনে নেয়া হয়েছে। এভাবে এক ভীতিকর অনুভূতি নিয়ে লন্ডনে পৌছেন জনাব রাগীব আলী। উদার গণতন্ত্রের দেশ গ্রেট ব্রিটেনে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত সৃষ্টির কাজে নেমে পড়েন তিনি। রেস্টুরেন্টে যখন তিনি কাজ করতেন ইংরেজরা যারা খেতে আসত তাদের মধ্যে প্রচার করতেন, বাংলাদেশের ইস্যু নিয়ে সহানুভূতি আদায়ের চেষ্টা করতেন। প্লাকার্ড নিয়ে প্রচারণায় অংশ নিতেন। এ সব প্লাকার্ডে লেখা থাকত STOP GENOCIDE IN BANGLADESH. LIBERATE BANGLADESH ইত্যাদি। তাঁর সাথে সব সময় সহযোগিতা করেছেন বিশ্বনাথের আলাউর রহমান। ২৪ কেমব্রিজ গার্ডেনে প্রথম বাংলাদেশ সেন্টার স্থাপনের ক্ষেত্রে রাগীব আলীর অবদান গুরুত্বপূর্ণ। তিনি নতুন ইলেকট্রনিক টাইপরাইটার মেশিন ক্রয় করে নিজ কাঁধে করে নিয়ে যান বাংলাদেশ সেন্টারের জন্য। এ সময় এর দাম ছিল ২৬৫

www.pathagar.com

পাউন্ড। উল্লেখ্য এ সময় সিলেটের যুগভেরীর সম্পাদক ও বিশিষ্ট টি-প্লান্টার আমিনুর রশিদ চৌধুরী মিসেস আমিনুর রশিদ চৌধুরী এবং তাঁর ছেলে হ্যারল্ড রশিদ চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন। সেন্টারের জন্য তিনি একটি টেবিল, চারটি চেয়ার ও মিটিং রুমের জন্য একটি কার্পেটও কিনে দেন। প্রবাসী বাঙালিদের জন্য দ্বারে দ্বারে, পথে পথে ঘুরে অর্থ সংগ্রহ করে মুক্তিযুদ্ধে যোগান দেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে বাংলাদেশ হাই কমিশন বিল্ডিং খরিদ করার সময় যেসব প্রবাসী বাঙালি অর্থদান করেন রাগীব আলী তাঁদের অন্যতম। এ জন্য লন্ডনের হাই কমিশনের ডেপুটি হাই কমিশনার ফারুক চৌধুরী তাঁকে ধন্যবাদ জানান।

অনেক মুক্তিযোদ্ধাকে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন জনাব রাগীব আলী, এখনও করে চলেছেন। সিলেটের মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক আখতার আহমেদ ও তার পরিবারকে সহযোগিতা করেছেন। রাগীব আলী বৃহত্তর সিলেটে মুক্তিযুদ্ধ ট্রাস্ট গঠন করেছেন। মুক্তিযোদ্ধা কিনু পরিবারকে পাঁচ লক্ষ টাকার আর্থিক সহায়তা দিয়েছেন তিনি। এ সময় আজকের সিলেটের প্রধান পরিচালক লোকমান আহমদ ও জাসদ নেতা জাকির হোসেনও তাঁর সাথে ছিলেন।

গবেষক, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

www.pathagar.com

কর্মবীর রাগীব আলী

আবদুল হামিদ মানিক

দুর্লভ গুণাবলীর অপরূপ এক সমন্বয় রাগীব আলী। বিত্তের অভাব তাঁর নেই, কিন্তু বিত্তের পুজারি তিনি নন। আয়ের খাত যেমন বিশাল, জনগণের জন্য ব্যয়ের খাতও তাঁর বিচিত্র। অর্থের উত্তাপ গর্বের আসন গড়ে মানুষের চিন্তায় স্থূলতা এনে জ্ঞানানুসন্ধানের ঘরে তালা লাগায়। কিন্তু বিত্তের বৈভব তাঁর শিক্ষানুরাগ, সাহিত্য, সাংবাদিকতা এবং দানশীলতার আগ্রহ বাড়িয়েছে। বহু শিল্প-ব্যবসায় ও অর্থ প্রতিষ্ঠানের মালিক ধনবান ও দানবীর রাগীব আলী সত্যই অনন্য এক মানুষ।

শাহজালালের দেশ, শত আউলিয়ার দেশ, বাংলার আধ্যাত্মিক রাজধানী সিলেট। সেই সিলেটের বিশ্বনাথ থানার খাজাঞ্চিগাঁও ইউনিয়নের একটি গ্রাম তালিবপুর। এই গ্রামেই আজকের সিলেটের কৃতি সন্তান, দৈনিক সিলেটের ডাক-এর সম্পাদক মন্ডলীর সভাপতি, বরেণ্য সমাজসেবী ও বিশিষ্ট শিল্পপতি জনাব রাগীব আলী জন্মগ্রহণ করেন ১৯৩৮ সনে। মরহুম আলহাজ্ব মোহাম্মদ রাশীদ আলী তাঁর পিতা। সচেতন, সম্ভ্রান্ত ও ধর্মভীরু পরিবারের সন্তান রাগীব আলী এদেশে লেখাপড়া শেষ করে ১৯৫৭ সালের এপ্রিলে লন্ডন যান এবং ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করেন।

রাগীব আলী স্বয়ং যেন একটা বহুমুখী প্রতিষ্ঠান। 'পরিশ্রম সৌভাগ্যের প্রসূতি' প্রবচনটিকে যথাযথ বলে প্রমাণ করেছেন তিনি। তাঁর সাথে তিনি পেয়েছেন আল্লাহর অপার অনুগ্রহ। আল্লাহর অনুগ্রহে একজন মানুষ যে কত বড় হতে পারে রাগীব আলী তার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আল্লাহর এই অনুগ্রহ পাবার মতো কাজও তিনি করেন। রাগীব আলী তাঁর সম্পদের যাকাত দেন পাই পাই হিসাব করে। তাছাড়া নামায, দান-খয়রাত এবং অসংখ্য জনহিতকর কাজ তো তাঁর আছেই।

ব্যবসা-সফল আলী লন্ডনের ব্যবসার সাথে সাথে এদেশেও বহুমুখী ব্যবসা শুরু করেন এবং প্রত্যেকটিতেই সফলতা লাভ করেন। তাঁর শিল্প-ব্যবসায়ের ক্ষেত্রকে বলা যায় একটা সাম্রাজ্য। একটা সাম্রাজ্যের মতোই তা বিচিত্র। তাঁর মালিকানাধীন অসংখ্য প্রতিষ্ঠানের মধ্যে উল্লেখযোগ্যঃ

দৈনিক সিলেটের ডাক (সিলেট), কোহিনূর ডিটারজেন্ট ফ্যাক্টরী (টঙ্গী), কোহিনূর সিলিকেট ইন্ডাস্ট্রি (টঙ্গী), মধুবন সুপার মার্কেট (সিলেট), সিলেট টি কোঃ লিঃ (মালনীছড়া চা বাগান), পূর্বাচল টি কোঃ লিঃ (খৈয়াছড়া দুলু চা বাগান, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম), বাঁশখালী টি কোঃ লিঃ (চানপুর বেলগাঁও চা-বাগান বাঁশখালী, চট্টগ্রাম), স্টার টি এস্টেট লিঃ (তারাপুর চা বাগান, সিলেট)।

www.pathagar.com

এছাড়া রাগীব আলী ঢাকাস্থ ইংরেজি দৈনিক Daily Financial Express, বাংলাদেশ জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লিঃ, কন্টিনেন্টাল হসপিটাল লিঃ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের পরিচালক। ন্যাশনাল টি কোঃ লিঃ- এর শেয়ার হোল্ডারও তিনি। তাছাড়া যুক্তরাজ্যেও তাঁর অনেক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আছে।

'চট্টগ্রাম অঞ্চলে ভাল চা হয় না' প্রচলিত এই ধারণা অমূলক প্রমাণ করে রাগীব আলী চট্টগ্রাম এলাকার চা বাগানগুলিতে উন্নয়নের জোয়ার এনেছেন। তাঁর ক্রয়ের আগে ঐসব বাগানে চা উৎপাদন ছিল বছরে ২/৩ লাখ কেজি। অথচ তাঁর তত্ত্বাবধানে বর্তমানে উৎপন্ন হচ্ছে বছরে ৪ লক্ষ কেজি। বীজ চারা দিয়ে চা-গাছ করা হয়। তিনি তাঁর বাঁশখালী থানার অন্তর্গত চানপুর বেলগাঁও চা-বাগানে সফলতার সাথে শাখা-কলম করেছেন। অচিরেই এসব বাগান থেকে ক্লোন চা বিদেশে রপ্তানী করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ও বাংলাদেশের সুনাম বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

রাগীব আলী অনেক সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত আছেন। তিনি মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব সিলেটের সভাপতি, রাগীব আলী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, হাজী রাশীদ আলী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির ফাউন্ডার, লাইফ মেম্বার ও ভাইস চেয়ারম্যান এবং ব্রাদার্স ইউনিয়ন ক্লাবের প্রেসিডেন্ট। তাছাড়া তিনি জাতীয় অন্ধকল্যাণ সমিতির আজীবন সদস্য এবং টি.বি. হসপিটাল, চা সংসদ, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ, ঢাকা সেন্ট্রাল কলেজ গভর্নিং বডি, মদনমোহন কলেজ সিলেটের গভর্নিং বডি, ডায়াবেটিক সমিতি ঢাকা, হলি ফ্যামিলী রেডক্রস ইত্যাদির সদস্য।

ব্যক্তিগত জীবনে রাগীব আলী খেলাধুলা পছন্দ করেন। ইতিহাসের ওপর তাঁর ভাল দখল আছে। প্রতিটি মুহূর্ত তিনি কাজে ব্যস্ত থাকেন। এত বড় বড় প্রতিষ্ঠান পরিচালনায়ও তাঁর মধ্যে কোন উদ্বেগ উৎকণ্ঠা নাই। তিনি সদালাপী এবং অতিথি বৎসল। কয়েকবার হজ্বব্রত পালন করেছেন। ইসরাইল ও তাইওয়ান ছাড়া পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি দেশই তাঁর দেখা।

রাগীব আলীর বিশাল ব্যবসা-জগৎ এবং দান ও সমাজ কল্যাণমূলক বিরাট ক্ষেত্রের মাঝখানে রয়েছে তাঁর ছোট এবং সুখী সংসারটি। সংসারে রয়েছেন স্ত্রী রাবেয়া খাতুন চৌধুরী। রাবেয়া খাতুন তাঁর সকল কাজের সহযোগী এবং অনুপ্রেরণার উৎস। তাঁদের এক ছেলে আবদুল হাই টিপু এবং এক মেয়ে বেগম রেজিনা কাদের। তাঁরা উভয়েই বিবাহিত।

রাগীব আলী বয়সের দিক দিয়ে ষাট পেরিয়েছেন। তবে বয়সের চিহ্ন তাঁর দেহে খুব কমই পরিলক্ষিত হয়। যুবক-সুলভ তারুণ্য ও অঢেল প্রাণ শক্তিতে তিনি যেন চির নবীন।

উৎস ঃ সিলেট গাইড।

সাংবাদিক, প্রাবন্ধিক, নির্বাহী সম্পাদক, দৈনিক জালালাবাদ।

www.pathagar.com

আমার চোখে রাগীব আলী

অধ্যাপক কাজী আবদুর রউফ

১৯৯৩-৯৪ সালে আমাকে 'সিলেট গাইড'-এর তথ্য সংগ্রহ উপলক্ষে সিলেট অঞ্চলে অবস্থান করতে হয়েছিল। সে সময়ে অনেকের মুখে জনাব রাগীব আলীর কথা জানতে পারি। কেউ কেউ জানালেন যে, রাগীব আলীর সাথে দেখা না করলে এবং তার প্রতিষ্ঠানসমূহের বর্ণনা না দিলে 'সিলেট গাইড' অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তাই আমি তাঁর সাথে দেখা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। সে সময় তাঁর ঢাকায় গুলশানস্থ বাসার ঠিকানা সংগ্রহ করি।

ইতোমধ্যে আমি নানা জনের কাছ থেকে জনাব রাগীব আলীর বিষয়ে অনেক কিছুই জেনে ফেলেছি। তাঁর বিত্ত-বৈভবের কথা, দান-অবদানের কথা, ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা আমার আর অজানা নেই। তাঁর সম্পর্কে একটা মোটামুটি ধারণা আমার হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আমার এসব ধারণা এবং তাঁর সম্বন্ধে আমার জানা যে কত ভুল এবং অসম্পূর্ণ ছিল তা বুঝলাম তার সাথে সাক্ষাতের পর।

ঢাকা এসে জনাব রাগীব আলীর সাথে দেখা করার উদ্দেশ্যে তাঁর গুলশানস্থ বাসভবনে যাই। গেটের দারোয়ান মারফত আমার কার্ড পাঠাই। সাথে সাথে একজন লোক এসে আমাকে নিয়ে ড্রইং রুমে বসান। আমি রুচিশীলভাবে সাজানো ড্রইং রুমে বসে তাঁর আগমনের অপেক্ষায় রইলাম।

অভিজাত এলাকায় বসবাসকারী, দেশের অন্যতম ধনাঢ্য ব্যক্তি এবং বিশিষ্ট ব্যবসায়ীর সাক্ষাৎ হতে যাচ্ছে এই চিন্তায় স্বভাবতঃই আমার আড়ষ্ট ভাব অনুভূত হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল অন্তত আধাঘন্টা আমাকে অপেক্ষা করতে হবে। মানসচক্ষে দেখতে পাচ্ছিলাম-বিশেষ পরিপাটি ও ধোপদুরস্ত পোষাকে অত্যন্ত রাশভারী ও গম্ভীর এক ব্যক্তি দাম্ভিকতার সাথে এসে দেখা দিবেন; যিনি চিবিয়ে চিবিয়ে খুব মেপে মেপে কথা বলবেন, অবয়বে বিরক্তির ছাপ ফুটে থাকবে সর্বক্ষণ এবং আমাকে বিদায় দিবেন ব্যস্ততার অজুহাতে অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই।

কিন্তু আমার সব ধারণা মিথ্যো করে দিয়ে মাত্র দুই মিনিটের মধ্যেই রাগীব আলী হাস্যোজ্জ্বল মুখে এসে দাঁড়ালেন আমার সামনে। পরনে তাঁর সাধারণ গেঞ্জি ও লুঙ্গি। সালাম ও কুশল বিনিময়ের পর মুখোমুখি বসলাম দু'জনে। সাবলিল আলাপচারিতায় মনে হলো যেন তিনি আমার অনেক দিনের চেনা একান্ত আপনজন। আমার 'সিলেট গাইড' এর স্কীম জানালাম। তিনি তাঁর সবকিছু যা সিলেট গাইডে প্রয়োজন তা জানালেন। আমি প্রশ্ন করে করে নোট নিলাম। এসব করতে সময় ব্যয় হলো প্রায় ঘন্টা খানেক। এক সময় তিনি বললেন 'আসুন কিছু নাস্তা করা যাক। একসাথে খেলে বরকত হয়।'

www.pathagar.com

তাঁর বলার আন্তরিকতায় আমি আর না বলতে পারলাম না। সবশেষে সিলেট গাইডের জন্য তথ্যাবলী লিখে নিয়ে সেদিনের মত চলে আসি। তবে কথা হলো, সবকিছু তথ্য লেখার পর তাঁকে যেন তা একবার দেখিয়ে অনুমোদন নেই। লেখালেখির কাজে, ছবি ও ডিজাইন নির্ধারণের সময়ে এবং সিলেট গাইড ছাপা হবার পর সৌজন্য কপি দেয়া ইত্যাদির জন্য আরও কয়েকবার তাঁর বাসায় আমাকে যেতে হয়েছিল। প্রতিবারই তাঁর আচার-ব্যবহারে অত্যন্ত আন্তরিকতার পরিচয় পেয়েছি।

একটা আশ্চর্যের ব্যাপার না বলে পারছি না। প্রতিবারই বিদায়ের সময় তিনি আমার সাথে বাসার বাইরে চলে এসেছেন; হেঁটে বড় রাস্তা পর্যন্ত এসেছেন এবং স্কুটার ভাড়া করার পর তাতে আমাকে উঠিয়ে দিয়ে তবে তিনি বাসায় ফিরেছেন। আমার মত একজন লেখক-সাংবাদিকের জন্য তাঁর মত ধনাঢ্য ব্যবসায়ীর এ সৌজন্যতা আশাও করা যায় না। আমার মনে হয়েছে- এমন উন্নত ও মার্জিত মানসিকতার জন্যই তিনি এতটা বড় হতে পেরেছেন। কথায় বলে না- 'মন গুণে ধন!'

আরও পরে বিভিন্ন সূত্রে জানতে পেরেছি রাগীব আলী একজন মহান দানবীর। হাজী মোহাম্মদ মহসীন-এর দানের কথা আমরা বই-পুস্তকে পড়েছি। কিন্তু জনাব রাগীব আলীর দান-অবদান তার চাইতেও অনেক বেশী এবং বহুমুখী। কারণ, হাজী মুহম্মদ মহসীন-এর দান ছিল নির্ধারিত এবং শুধু শিক্ষা ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ। কিন্তু জনাব রাগীব আলীর দান স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়, মাদ্রাসা-মসজিদ-ঈদগাহ প্রতিষ্ঠা, রাস্তাঘাট-ব্রীজ নির্মাণ, ক্লিনিক-হাসপাতাল স্থাপন, পাঠাগার-ক্লাব-খেলাধুলা, বন্যা-ঝড়-জলোচ্ছাসে সাহায্য প্রদান ইত্যাদি বহুমুখী জনকল্যাণে বিস্তৃত। আর এক একটি দানের অংক হাজার-লক্ষ ছাড়িয়ে কোটি টাকারও অনেক উর্ধ্বে বিদ্যমান। তাছাড়া, জনাব রাগীব আলীর দান শুধু সিলেট অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ নয় বরং বাংলাদেশের অধিকাংশ জেলা পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত।

হাজী মুহাম্মদ মহসীন দান করেছেন তাঁর বোনের অর্পিত সম্পদ থেকে আর জনাব রাগীব আলী দান করছেন তাঁর নিজস্ব অর্জিত সম্পদ থেকে। হাজী মহসীন ছিলেন বিরাগী আর রাগীব আলী হলেন বাস্তব সংসারী। সংসার বিরাগীর পক্ষে তাঁর সম্পদ দান করা সহজ। কিন্তু একজন সংসারীর পক্ষে তাঁর সম্পদ দান করা কঠিন।

অনেক দুর্লভ গুণাবলীর অপরূপ এক সমন্বয় রাগীব আলী। বিত্ত-সম্পদের অভাব তাঁর নেই কিন্তু সে সবের পূজারী তিনি নন। তাঁর আয়ের খাত যেমন বহুমুখী, জনগণের জন্য তার ব্যয়ের খাতও তেমন বিচিত্র। অর্থের উত্তাপে গর্বিত মানুষ জনবিচ্ছিন্ন হন কিন্তু রাগীব আলী জনগণের কাতারের মানুষ। বিত্তের ভার বহুক্ষেত্রেই মানুষের চিন্তায় স্থূলতা এনে জ্ঞানানুসন্ধানের ঘরে তালা লাগায়, কিন্তু বিত্তের বৈভব তাঁর শিক্ষানুরাগ, সাহিত্য, সাংবাদিকতা এবং দানশীলতার আগ্রহ বাড়িয়েছে। বহু শিল্প-ব্যবসায় ও অর্থ-প্রতিষ্ঠানের বিত্তবান মালিক হয়েও দানবীর রাগীব আলী সত্যিই এক অনন্য মানুষ।

www.pathagar.com

জনাব রাগীব আলী স্বয়ং যেন একটা বহুমুখী প্রতিষ্ঠান। 'পরিশ্রম সৌভাগ্যের প্রসূতি' প্রবচনটিকে যথাযথ বলে প্রমান করেছেন তিনি। তাঁর সাথে তিনি পেয়েছেন আল্লাহর অপার অনুগ্রহ। আল্লাহর অনুগ্রহে একজন মানুষ যে কত বড় হতে পারেন জনাব রাগীব আলী তার একটা দৃষ্টান্ত। অবশ্য আল্লাহর এই অনুগ্রহ পাবার মত কাজও তিনি করেন। জনাব রাগীব আলী তাঁর সম্পদের যাকাত দেন পাই পাই হিসাব করে। তাছাড়া নামায, রোজা, দান-খয়রাত এবং সাদকায়ে যারিয়া হিসাবে অসংখ্য জনহিতকর কাজে সব সময়ে উৎসাহী তিনি। আল্লাহ তাঁকে দীর্ঘজীবী করুন। আমিন।

প্রকাশক ও সম্পাদক, সিলেট গাইড।

www.pathagar.com

রাগীব আলীঃ প্রসঙ্গ একটি হাসপাতাল

নজরুল ইসলাম চৌধুরী

দানবীর রাগীব আলী আজ সমাজের সর্বক্ষেত্রে এক বিশাল ব্যক্তিত্ব নিয়ে সুপরিচিত। তাঁর সম্পদের হিসাব দেয়া আমার উদ্দেশ্য নয়। এমনকি জনস্বার্থে তিনি যে নিজ সম্পদ থেকে এ যাবৎ কয়েক কোটি টাকা ব্যয় করেছেন সে হিসাবও আমি দিতে চাই না। মাত্র ক'দিন আগে সিলেটের ডাকে কবি দিলওয়ার এক নিবন্ধে যে সকল তথ্য পরিবেশন করেছেন সেটাই বিস্ময়কর। আমি আজ শুধু তার বর্তমান প্রজেক্ট 'জালালাবাদ রাগীব-রাবেয়া মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল' সম্বন্ধে কিছু বলতে চাইছি।

যতদূর জানি, তাঁর এ প্রজেক্টে জনাব রাগীব আলী জমি দিচ্ছেন পাঁচ একর। নগদ অর্থ ব্যয় করবেন ২৫ কোটি টাকা। সরকারী-বেসরকারী বা কোন এনজিও এতে কোন সাহায্য করবে না; সমুদয় অর্থ ব্যয় হবে তাঁর নিজ সম্পদ হতে। মেডিকেল কলেজ বা হাসপাতাল কোনটাই ব্যবসাভিত্তিক অর্থাৎ মুনাফা অর্জনের জন্য করা হবে না, সবই হবে জনকল্যাণে। এ মহৎ উদ্যোগের জন্য তাঁকে সাধুবাদ দেবার ভাষা আমার জানা নেই। আমি এখানে তাঁর নির্মীয়মান হাসপাতালের উদাহরণ তুলে ধরতে চাই, যাতে তাঁর পরিকল্পনায় প্রয়োজনীয় পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা পরিবর্জন করতে পারেন।

স্মরণ রাখা দরকার যে, একটি মেডিকেল কলেজ বা একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা হয় জীবনের তাগিদে। অসুস্থকে সুস্থ করা আর প্রয়োজনীয় চিকিৎসার অভাবে অকাল মৃত্যুর হাত থেকে মানুষকে রক্ষা করার দায়িত্ব চিকিৎসা বিজ্ঞান ও চিকিৎসা পদ্ধতির। তাই ওটা হওয়া চাই নিখুঁত, ভুল করার কোন সুযোগ নেই এবং থাকাও উচিৎ নয় এই ব্যবস্থায়। যদিও আমাদের অনেক স্বনামধন্য চিকিৎসক রোগ নির্ণয়ে ও চিকিৎসা পদ্ধতিতে অহরহ ভুল করে যাচ্ছেন। ফলে চিকিৎসার জন্য উচ্চবিত্ত তো বটেই, মধ্যবিত্তরাও এখন হচ্ছেন বিদেশগামী। নিজেরা আর্থিক দিক থেকে যেমনি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন, তেমনি দরিদ্র দেশটি হারাচ্ছে মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা। বাধ্য হয়ে সরকার বিদেশী ডাক্তারদের এদেশে প্রাকটিস করার অনুমতি দিচ্ছেন। কলকাতার একটি প্রাইভেট হাসপাতালের উদাহরণ এখানে টানব। হাসপাতালটির নাম 'দি পিয়ারলেস হসপিটাল এন্ড বি, কে, রায় রিসার্চ সেন্টার।' কি রিসার্চ হয় সেটা জানি না। তবে হাসপাতালের আতিপাতি মোটামুটি জেনে এসেছি। মাত্র চার বছর আগে ঢাকার বিক্রমপুরের মূল বাসিন্দা বর্তমানে ভারতের নাগরিক রায় পরিবার এই হাসপাতালটি প্রতিষ্ঠা করেন।

www.pathagar.com

কলকাতার সর্বদক্ষিণে গড়িয়া এলাকায় মুক্ত মাঠের মাঝে প্রায় সাত একর জমি নিয়ে হাসপাতাল কমপ্লেক্স গড়ে উঠেছে। চতুর্দিকে উঁচু সীমানা দেয়ালের ভেতরে বিশাল তিনতলা বর্গাকৃতি একটি গৃহ, যার মধ্যস্থলে রয়েছে বাগান ও দু'টো প্রশস্ত সিঁড়ি। ঘরখানা সেন্ট্রালি এয়ার কন্ডিশন্ড, তার চারদিকে ঘিরে রয়েছে প্রশস্ত বারান্দা। প্রবেশ পথে রিসিপশন, কাউন্টার বাঁয়ে এবং অনুসন্ধান কাউন্টার ডানে। আউটডোর রোগীর জন্য আছে বিশটি পৃথক কাউন্টার এবং প্রতি কাউন্টারের সামনে আছে সুপরিসর চেয়ার সাজানো বসার জায়গা। প্রতি তলায় আছে পানীয় জলের ব্যবস্থা, হাত মুখ ধোয়ার জন্য বেসিন এবং নারী ও পুরুষের জন্য পৃথক টয়লেট। সারাটি ঘরের মেঝে গ্র্যানাইট পাথরের স্লাব মোড়ানো ঝকঝকে পরিস্কার। হাসপাতালের ইনডোরে আছে তিনশ' রোগী থাকার ব্যবস্থা কয়েকটি কেবিনসহ। সাধারণ বেডের প্রাত্যহিক ভাড়া দেড়শ' টাকা। এই টাকা থেকে রোগীকে দেয়া হয় দু'বেলার নাস্তা, দু'বেলার ভাত। পরিবেশন চমৎকার যেন মেহমানকে খাওয়ানো হচ্ছে।

ইনডোর রোগীদের নিজস্ব কাপড়-চোপড় পরা নিষিদ্ধ, ভর্তি হবার সঙ্গে সঙ্গে ধোলাই করা পোশাক দেয়া হয়। এক একটি কক্ষে ৬টি করে সাধারণ বেড-অত্যন্ত পরিস্কার পরিচ্ছন্ন। কেবিন ভাড়া খুব বেশি, পাঁচশ থেকে আঠারশ' টাকা পর্যন্ত এবং মজার ব্যাপার, যে কোন ইনভেস্টিগেশন যেমন এনডোসকপি, এনজিওগ্রাম, সাধারণ ইসিজি বা প্যাথোলজি, রেডিওলজি যাই হোক, সাধারণ বেডের রোগী যা দেবে, তার চাইতে শতকরা পঁচিশ ভাগ বেশী দিতে হয় কেবিনে যারা থাকবে, তাদেরকে।

হাসপাতালটিতে রোগী সেবার ব্যবস্থাও চমৎকার। যে কোন রোগী প্রথমেই যাবে রিসিপশন কাউন্টারে। এখানে তার নামধাম লিখে একটি কার্ড পাঠিয়ে দেয়া হয় সংলগ্ন রেজিস্ট্রেশন কাউন্টারে। এখানে ফি দিতে হয় পনের টাকা। রেজিস্ট্রেশন কাউন্টার থেকে রোগীকে পাঠিয়ে দেয়া হয় রোগ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কাউন্টারে।
ধরা যাক একজন পেটের পীড়ার রোগী। তাকে পাঠানো হবে গ্যাসট্রোএনটেরলজি বিভাগে। সেখানকার কাউন্টারে কার্ড জমা দিয়ে সামনের লাউঞ্জে বসে থাকতে হবে রোগীকে। ক্রমিক নম্বর অনুযায়ী তার ডাক পড়লে সে যাবে বিভাগীয় চীফ কনসালটেন্টের কক্ষে। ডাক্তারকে কোন ফি দিতে হবে না। এখানে ডাক্তার যদি মনে করেন রোগীটির অন্য কোন অসুখ আছে তাহলে তিনি তাকে সংশ্লিষ্ট বিভাগে রেফার করে দেবেন। সব রিপোর্ট নেয়া শেষ হলে, প্রয়োজনবোধে প্যাথোলজি, রেডিওলজি বা অন্য যে কোন পরীক্ষা করে রিপোর্টসহ, প্রথম ডাক্তারের কাছে তাকে ফিরে আসতে হবে। তাতে তার সর্বমোট ব্যয় হবে পঞ্চাট/ষাট টাকার মত। অবশ্য ল্যাব বা যান্ত্রিক পরীক্ষার জন্য আলাদা ফি দিতে হবে। আমাদের দেশের মত ওখানে সবজান্তা কোন ডাক্তার নেই যে, ছোট ক্রিমির উপদ্রব থেকে হার্ট ফেইলিওর পর্যন্ত সব রোগের প্রেসক্রিপশন পাঁচ মিনিটের ভেতর দিয়ে দেবেন। ডাক্তাররা রোগী দেখেন ধীরে সুস্থে, অনেক সময় নিয়ে। আমাদের আজরাইল

www.pathagar.com

খেদানো সর্বজ্ঞ ডাক্তারটির মত একসঙ্গে তিন চার রোগী ঢুকিয়ে হামকি ধামকি করার অভ্যাস নেই ওদের।

হাসপাতালটিতে ছোট বড় মিলিয়ে ডাক্তার আছেন প্রায় দেড়শ'। চীফ কনসালটেন্টরা সবাই বিদেশ ফেরত ভারতীয়, যারা বিলাত আমেরিকার মত দেশে ২০/২৫ বছর করে বিভিন্ন হাসপাতালে চাকরি করেছেন। প্রত্যেকেরই রয়েছে এমডি/ এফ.আর.সি.এস এবং এ ধরণের দু'চারটে বিদেশী সনদ। এই প্রবীণ ডাক্তারগণ সেবার মনোবৃত্তি নিয়ে নাম মাত্র বেতনে হাসপাতালটিতে যোগদান করেন। অবশ্য প্রত্যেকেরই নিজস্ব প্রাইভেট চেম্বার আছে। কোন সরকারী ডাক্তার বা অন্য কোন ক্লিনিকের কোন ডাক্তার এই হাসপাতালের সাথে জড়িত নন। অফিস স্টাফ, নার্স, টেকনিশিয়ান, ক্লিনারসহ আরো আছে চার শতাধিক কর্মকর্তা-কর্মচারী। প্রতিষ্ঠাতা পরিবারের সদস্য মিঃ এস.কে. রায় যার নামে হাসপাতাল, সেই প্রয়াত এস.কে. রায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা।

পিয়ারলেসে বর্তমানে যেসব বিভাগ চালু আছে সেগুলো হচ্ছে ঃ কার্ডিওলজি ও কার্ডিও থেরাসিক, সার্জারি, অর্থপেডিক্স, নিওনেটোলটি, পিডিয়াট্রিক্স, নিউরলজি, নিউরোসার্জারি, অপথালমলজি, গ্যাস্ট্রএনটেলজি, গায়নকোলজি, ইউরোলজি, জেনারেল সার্জারি, জেনারেল মেডিসিন, ডার্মাটোলজি, ই.এন.টি, ডেন্টাল প্যাথলজি, রেডিওলজি, সাইকিয়াট্রি, রেসপিরেটরি, প্লাষ্টিক সার্জারি ও ফিজিক্যাল মেডিসিন। তাছাড়া ইমারজেন্সী ও এম্বুলেন্স সার্ভিস চালু থাকে সর্বক্ষণ। প্রত্যহ দুই শিফটে রোগী দেখা ও ভর্তি করা হয়। উভয় শিফটে ডাক্তারসহ অন্যান্য স্টাফ আলাদা। নেফ্রলজি বিভাগ চালু হয়েছে মাত্র তিন মাস আগে। আমাদের মন্ত্রী তোফায়েল আহমদ এটা উদ্বোধন করেন ২০ ডিসেম্বর '৯৬ তারিখে।

পিয়ারলেস হাসপাতালে গড় পড়তা চারশ' রোগী দেখা হয় প্রতিদিন। ওরা আসে মূলতঃ পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন জেলা, বিহার, উড়িষ্যা, ত্রিপুরা, আসামের বিভিন্ন রাজ্য ও বাংলাদেশ থেকে। তবে মোট রোগীর ২০ ভাগের মতই হচ্ছে বাংলাদেশের মানুষ। সর্ব সাধারণের জন্য এখানে যে সমস্ত সুবিধা আছে তাহলঃ চব্বিশ ঘন্টা দেশীয় ও আন্তর্জাতিক টেলিফোনের ব্যবস্থা, এম্বুলেন্স ইমারজেন্সী, ফার্মেসী, কলকাতার বিভিন্ন রুটে যাতায়াতের জন্য পিয়ারলেসের বাস সার্ভিস। তাছাড়া আছে ব্যাংক, বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় কেন্দ্র, দু'টি ক্যান্টিন, ধার্মিকদের জন্য নীচতলায় সুসজ্জিত মন্দির, তিন তলায় ছিমছাম একখানা নামাজের ঘর, জ্বালানির জন্য প্রাকৃতিক গ্যাস ছাড়াও হাসপাতালের নিজস্ব সৌর চুল্লি আছে।

পিয়ারলেসের প্রসঙ্গ আনলাম এখানে এ জন্যে যে, আমাদের শহরে একটি বিশাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, একটি সাধারণ হাসপাতাল ও এক ডজন প্রাইভেট ক্লিনিক থাকা সত্ত্বেও ওদের কোনটাতেই এক সাথে সব ধরণের রোগীর সার্ভিস পাবার ব্যবস্থা নেই। তাছাড়া সরকারী হাসপাতালে পরিবেশ ও সার্ভিস সম্বন্ধে সবাই জানেন। ডাক্তারদের বিকেলটা কেটে যায় প্রাইভেট চেম্বার ও প্রাইভেট ক্লিনিকে

www.pathagar.com

সার্ভিস দিয়ে। হাসপাতালে আছে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির অভাব। তাই জনাব রাগীব আলী ও তাঁর সহধর্মীনি বেগম রাবেয়া খাতুন চৌধুরীর নিকট এই দুঃখী দেশের একজন ভুক্তভোগী সাধারণ মানুষ হিসেবে আবেদন জানাব যে, তারা যেন এমন একটা হাসপাতাল স্থাপন করেন যেখানে সব ধরণের সার্ভিস পাওয়া যায়। চিকিৎসার জন্য কেউ সখ করে বিদেশ যায় না। অনেক রোগী দেশে মাসের পর মাস নামি-দামী ডাক্তারদের চিকিৎসায় থেকে মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে ভারতে গিয়ে কিছুদিনের মাঝে সুস্থ হয়ে ফিরে এসেছে- এমন বহু বহু উদাহরণ আছে। আর প্রাইভেট ক্লিনিক সম্পূর্ণ ব্যবসাভিত্তিক, দু'চার দিন থেকে দশ বিশ হাজার টাকা ডন্ডি দিয়ে কি সার্ভিস পাওয়া যায় সেটা সবাই জানেন। তাছাড়া, নিজের নেই ডাক্তার, দরকার পড়লেই আমাদের মহাব্যস্ত সরকারী ডাক্তারদের কল দিতে হয়। রাগীব-রাবেয়া মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে আমরা চাইব বিদেশী বিশেষজ্ঞ। দেশীয় অভিজ্ঞ চিকিৎসক, বিশেষ করে যারা প্রফেসর পদ থেকে অবসর নিয়েছেন, তাঁদের মাঝে যারা পেশাগত জীবনে সুনাম অর্জন করেছেন, তাদেরকে অবশ্যই স্বাগত জানাতে হবে। প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির যোগান দিতে হবে এবং সর্বোপরি পরিবেশ হতে হবে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন ও নির্মল।

আমরা জানি রাগীব-রাবেয়া হাসপাতাল দেশের ক্লিনিকগুলোর মত ব্যবসাভিত্তিক কোন প্রতিষ্ঠান হবে না। প্রতিষ্ঠাতা এখান থেকে একটি টাকাও মুনাফা চাইবেন না। তাই সম্পূর্ণ জনমঙ্গলে উৎসর্গকৃত প্রতিষ্ঠানটি প্রকৃত অর্থে জনমঙ্গল সাধন করবে- এটাই হবে আমাদের প্রত্যাশা। স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, মসজিদ, মন্দির, বিশ্ববিদ্যালয়, সড়ক, সেতু বিভিন্ন খাতে জনাব রাগীব আলী কয়েক কোটি টাকার খয়রাতি কাজ এ যাবৎ করেছেন। বর্তমান প্রজেক্টে ব্যয় হচ্ছে ২৫ কোটি টাকা। বিশাল হৃদয় এই মানুষটি জীবনের সব বিলাসের বদলে অকাতরে বিলাচ্ছেন জনমঙ্গল কর্মে নিজ সম্পদ। তার প্রজেক্ট সফল হবে, এটা সবাই বিশ্বাস করে। তাঁর সাথে সবাই বিশ্বাস করি রাগীব-রাবেয়া মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল হবে সত্যিকার অর্থে একটি পূর্ণাঙ্গ হাসপাতাল, যাকে এই উপমহাদেশে একটি মডেল হিসেবে উপস্থাপন করা যাবে। চাল, ডাল, নুন, মরিচ, মাছ, ডিম সবইতো আমরা বিদেশ থেকে আনছি, আয়ুর মেয়াদও ওখান থেকে বাড়িয়ে আনতে হবে, এ লজ্জা আমাদের অচিরেই ঘুচে যাক, এই প্রার্থনা করি।

অধ্যক্ষ, মদনমোহন কলেজ, সিলেট।

www.pathagar.com

রাগীব আলী ও সমাজ চেতনা

মুহাম্মদ নূরুজ্জামান

সম্পদ সুমহান আল্লাহর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিয়ামত। দুনিয়ার অল্প সংখ্যক লোককেই সম্পদের সৌভাগ্য দান করা হয়েছে।

বিত্ত যাদেরকে দান করা হয়েছে তাদের দায়-দায়িত্বও অনেক। ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য অপরিসীম। অতি অল্প সংখ্যক লোক এ দায়িত্ব পালন করেন। অধিকাংশ বিত্তবান নিজেদের কর্তব্য সম্পর্কে উদাসীন। অথচ কিয়ামতের দিন সর্ব শক্তিমান আল্লাহ্ প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার জীবন, যৌবন এবং সম্পদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। যারা সৎভাবে সম্পদ উপার্জন করেছেন, আল্লাহর নির্দেশিত পথে সম্পদের সদ্ব্যবহার করেছেন এবং অশান্তি ও বিপর্যয় সৃষ্টি বা অশ্লীলতার সম্প্রসারণে তা ব্যবহার করেন নি আল্লাহ্ তাদেরকে পুরস্কৃত করবেন। আখেরাতের জীবনে সম্পদের সফলতা যারা লাভ করবেন তাদের চিত্র আল-কুরআন খুব সুন্দরভাবে অঙ্কন করেছে। যারা নিজেদের সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে তাদের উপমা একটা শস্য বীজের মতো, যা সাতটি শীর্ষ উৎপাদন করে এবং প্রত্যেক শীর্ষে একশত শস্য কণা থাকে। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা বহুগুণে বৃদ্ধি করে দেন। আল্লাহ প্রাচুর্য্যময় এবং সর্বজ্ঞ। আল-বাকারা-২৬১। আমরা আশা করব এবং দোয়াও করব হাজী রাগীব আলী যেন তাঁর সম্পদের সদ্ব্যবহারের দ্বারা আখেরাতের জীবনে বিরাট হিস্‌সা লাভ করতে পারেন।

হাজী রাগীব আলী সৌভাগ্যবান যে আল্লাহ্ তাঁকে অঢেল ঐশ্বর্য দিয়েছেন। তিনি আরও সৌভাগ্যবান যে আল্লাহ্ তাঁকে অন্তরের অফুরন্ত ঐশ্বর্য দান করেছেন। সম্পদ অনেকের কাছেই আছে। কিন্তু সম্পদ সদ্ব্যবহার করার মন ক'জনের আছে? যে কাজটি সব মানুষের করণীয় সে কাজ সব মানুষ করতে চায় না। নিরন্ন মানুষকে খাদ্য দান, বস্ত্রহীনকে বস্ত্রদান এবং গৃহহীনকে আশ্রয় দান করার সৌভাগ্য কি সবার হয়? এ সমাজে এমন অনেক লোক রয়েছে যারা নিজেদের বাড়তি সম্পদ নিরন্ন মানুষের কল্যাণে ব্যয় না করে ভবিষ্যত বংশধরদের জন্য সোনাদানা খরিদ করে মাটির নিচে পুঁতে রাখে বা ব্যাংক ভোল্টে সংরক্ষিত করে রাখে। এ ধরণের মানুষ চিন্তাও করে না যে, একদিন তার মৃত্যু হবে। আল্লাহর সামনে তাকে নিঃসঙ্গ হাজির হতে হবে এবং দুঃস্থ মানবতার কল্যাণে সম্পদ ব্যয় না করার জন্য কঠোর জবাবদিহির সম্মুখীন হতে হবে।

আর্তমানবতার সেবায় রাগীব আলী তাঁর সম্পদ ব্যয় করেন এবং তিনি যে শ্রেণীভুক্ত-যে শ্রেণীর শতকরা ৯০ ভাগ বা তাঁর চেয়েও বেশি লোক সম্পদ ব্যয়

www.pathagar.com

করাতো দূরের কথা এ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনাও করে না। তাহলে কি সম্পদ ব্যয় করার বিষয়টি নিছক ঐচ্ছিক? এক জনের ইচ্ছা হয়েছে, তিনি সম্পদ ব্যয় করছেন এবং অন্যদের ইচ্ছা হয় নি, তাই তারা সম্পদ আর্তমানবতার সেবায় ব্যয় করছেন না? বিষয়টি মোটেই ঐচ্ছিক নয়। আমাদের উপার্জন, সঞ্চয় এবং বাড়তি সম্পদে সর্বহারা মানুষের অধিকার স্বীকৃত। আমরা যে অধিকার প্রদান করি বা না করি তা ভিন্ন কথা। আল্লাহতায়ালা বলেন ঃ (তোমাদের সম্পদে) সুস্পষ্ট অধিকার রয়েছে সওয়ালকারী ও বঞ্চিতদের। আমাদের বিত্তবান শ্রেণী স্বেচ্ছায় সর্বহারা মানুষকে এ অধিকার প্রদান করলে আমাদের সমাজের চেহারার আমূল পরিবর্তন সাধিত হবে। অনভিপ্রেত আত্মঘাতী রক্তপাত থেকে দেশ ও জাতি রক্ষা পাবে। নিঃসন্দেহে রাগীব আলী এ ক্ষেত্রে বিত্তবানদের পথিকৃৎ।

ব্যবহারিক অর্থে ইসলামের আজিমুসশান প্রাসাদ দু'টো মজবুত কলামের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। একটি হল, আল্লাহর এবাদত এবং অপরটি হল আল্লাহ্ মখলুকের খেদমত। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল বারবার বিভিন্নভাবে এ দু'টো বিষয়ের ওপর খুব গুরুত্ব আরোপ করেছেন। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ যারা নিজেদের সম্পদ রাত ও দিনে, গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে তাদের বিনিময় তাদের প্রভূর নিকট। তাদের কোন ভয় ভীতি নেই। এবং (কিয়ামতের দিন) তারা দুশ্চিন্তাযুক্তও হবে না। আল-বাকারা-২৭৪।

মানবতার কল্যাণে সম্পদ ব্যয় করার জন্য আল্লাহর রাসূল তাঁর উম্মতকে উৎসাহিত করেছেন। তিনি বলেনঃ সঞ্চিত সম্পদ ধরে রেখো না, তাহলে আল্লাহও তাঁর নিয়ামত রুখে রাখবেন (তোমাকে প্রদান করবেন না)। অপর রেওয়াতে বলা হয়েছে ঃ সম্পদ ব্যয় কর, সম্পদ ছড়িয়ে দাও, সম্পদ সঞ্চিত করে রেখনা, তাহলে আল্লাহ তোমার নিকট তাঁর সরবরাহ বন্ধ করে দিবেন......।

অর্থাৎ সম্পদ ব্যয় এবং পরিকল্পিত দানশীলতার মধ্যে অর্থনৈতিক জীবনের গতিশীলতা ও স্বাচ্ছন্দ্য নিহিত।

আল্লাহর রাসূল আরও বলেছেন, দানশীলতা সম্পদ হ্রাস করে না। সম্পদের সার্কুলেশনের মধ্যে অর্থনৈতিক কল্যাণ রয়েছে। তার বিপরীত সম্পদ কুক্ষিগত করে রাখার মধ্যে অর্থনৈতিক দুর্দশা ও সংকট রয়েছে।

আমাদের প্রিয় নবী দানশীল এবং কৃপণ ব্যক্তির পরিণতি সম্পর্কে বলেন ঃ প্রতিদিন সকাল বেলা, যখন বান্দাগণ ঘুম থেকে ওঠে তখন (আল্লাহর নির্দেশে) দুইজন ফেরেশতা আসমান থেকে অবতরণ করেন। একজন বলেন ঃ হে আল্লাহ! দানশীলকে তার প্রতিদান দাও। আর অপরজন বলেন ঃ হে আল্লাহ। যে সম্পদ ধরে রেখেছে তাকে শীঘ্র বরবাদ কর।

সমাজবিমুখ আত্মকেন্দ্রিক কৃপণ ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের অর্থনৈতিক বিপর্যয় এবং হাজী রাগীব আলীর মতো দানশীল ব্যক্তিদের বৈষয়িক উন্নতির কি এটাই গোপন রহস্য? আসুন! ফেরেশতাদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে সমাজের কল্যাণের জন্য আমরাও অনুরূপ দোয়া করি।

www.pathagar.com

যে সব বড় বড় অপরাধের জন্য অপরাধীদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে তার একটা হককুল্লাহ এবং অপরটি হক্কুল এবাদ সম্পর্কিত। সূরা মুদ্দাসির-এ আল্লাহতায়ালা যে ছবি খুব হৃদয়গ্রাহী করে অঙ্কন করেছেন ঃ জান্নাতীগণ অপরাধীদেরকে জিজ্ঞাসা করবে 'কি জিনিস তোমাদেরকে সাকারে (জাহান্নামে) নিক্ষেপ করেছে?' তারা বলবে ঃ 'লাম নাকু মিলান মুসাল্লিন'- আমরা মুসল্লী ছিলাম না, 'ওয়ালাম নাকু নুতয়িমুল মিসকিন' এবং মিসকিনদের খাদ্যদানকারী ছিলাম না। অর্থাৎ স্মরণ রাখতে হবে যে আমাদের সম্পদে অক্ষম অসমর্থ মানবতার অধিকার রয়েছে।

প্রায় পৌনে দুইশত প্রতিষ্ঠানের সাহায্যকারী হিসেবে রাগীব আলী জড়িত। প্রাইমারী স্কুল থেকে শুরু করে হাইস্কুল, কলেজ, মক্তব, মাদ্রাসা, মসজিদ, মেডিক্যাল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, হাসপাতাল, ক্লিনিক তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন। যাকাত ফান্ডের দ্বারা তিনি বেকারদের কর্মসংস্থান এবং গৃহহীনদের জন্য পাঁচ হাজার বাসগৃহ নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। রাস্তা-ঘাট উন্নয়নেও তিনি অগ্রসর ভূমিকা পালন করেন। তাঁর সমাজ উন্নয়ন এবং শিক্ষা সম্প্রসারণ কর্মসূচিতে তাঁর সমাজ সচেতনতাই প্রতিফলিত। বড় মাপের মনের অধিকারী ব্যক্তিই গৃহায়ন, কর্মসংস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষা সম্প্রসারণের কাজ করেছেন। আল্লাহর রাসূল বলেছেন, ধন-সম্পদের আধিক্য ঐশ্বর্য নয় প্রকৃত ঐশ্বর্য হল মনের ঐশ্বর্য। অর্থাৎ ধন-সম্পদের প্রাচুর্য থাকলেই ধনী হওয়া যায় না এবং প্রকৃত ধনী, আত্মার ধনে যিনি ধনী। একমাত্র বিরাট মনের অধিকারী ব্যক্তিরাই আর্ত-মানবতার সেবায় নিজের সম্পদ বিলিয়ে দিতে পারেন।

রাগীব আলীর জনহিতকর কাজের সক্রিয় ভাগীদার তার সহধর্মিনী বেগম রাবেয়া চৌধুরী।

প্রাবন্ধিক ও সাহিত্যিক, ঢাকা।

www.pathagar.com

রাগীব আলীকে যেভাবে দেখেছি
মাহমুদ হাসান সিদ্দিকী

রাগীব আলী সম্মাননাগ্রন্থ প্রকাশনা কমিটির আহবায়কের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে যখন জানতে পারলেন যে, আধুনিক চা শিল্পের স্থপতি জনাব রাগীব আলী আমার পূর্বপরিচিত ও তাঁর সাথে সুসম্পর্ক ও হৃদ্যতা আছে তখন তিনি আমাকে অনুরোধ করলেন রাগীব আলী আমার দৃষ্টিতে কেমন তৎসম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখে দিতে। তাই এই রচনা।

১৯৮৮ সালের শেষ ভাগে এক সুন্দর সন্ধ্যায় সিলেট কোর্ট প্রাঙ্গণে আমার ফ্লাটে ছেলে-মেয়েদের নিয়ে খোশগল্পে মত্ত ছিলাম। সেই সময় দরজায় টোকা পড়লো। দরজা খুলে দেখি আমার এক প্রিয় বন্ধু তৎকালীন সহকারী এটর্নী জেনারেল আর আই বক্সীর সাথে সুন্দর পাঞ্জাবী পরিহিত আরেক ভদ্রলোক। সাদরে তাদের আমি আমার ছোট্ট ড্রয়িং রুমে এনে বসালাম। বক্সী পরিচয় করে দিলেন আগন্তুক ভদ্রলোকের সাথে। নাম বললেন রাগীব আলী। শিল্পপতি, চা বাগানের মালিক, সমাজসেবী। বক্সী তার মালনীছড়া চা বাগানের রেস্ট হাউজে উঠেছেন। এই রেষ্ট হাউসে ডিউক অব এডিনবরা একবার রাত্রিযাপন করেছিলেন। এই চা-বাগান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের সাথে সম্পৃক্ত।

মাঝে মধ্যে রাগীব আলীর সাথে দেখা হয়েছে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা থেকে জানতে পেরেছি তাঁর ব্যক্তিগত জীবন, আচার, সামাজিকতা ও বদান্যতা সম্পর্কে। সিলেটের যে ক'জন ধনাঢ্য ব্যক্তি আছেন তার মধ্যে তিনি একজন। সমাজ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ধর্ম বিকাশ, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও চা শিল্প উন্নয়নে তিনি বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছেন। এর মাঝে তিনি সাংবাদিকতা করেন। তাঁর আর্থিক আনুকূল্যে সিলেট থেকে দৈনিক সিলেটের ডাক এবং লন্ডন থেকে সাপ্তাহিক সিলেটের ডাক প্রকাশিত হয়ে থাকে। তিনি খেলাধুলার অগ্রগতির লক্ষ্যে অকাতরে অর্থ দান করে থাকেন। তিনি স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, মেডিক্যাল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সর্বাধিক অর্থ সাহায্য দিয়েছেন এবং এখনও দিয়ে যাচ্ছেন। তিনি ব্যাংকিং খাত উন্নয়নে সচেষ্ট।

তিনি সরাসরি রাজনীতি করেন না। তবে তিনি রাজনৈতিক সচেতন ব্যক্তি। তিনি মনে করেন একজন শিল্পপতি ব্যবসায়ী সরকারের বিরোধিতা করে শিল্প ও ব্যবসায় উন্নতি করতে পারে না। একবার ভারতবর্ষের ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে আমার সাথে একমত হয়ে বলেছিলেন- "বাংলা ও সিলেট বিভক্তি যুক্তিসঙ্গত হয় নাই।" এর বেশি না হলেও বাঙালি জাতি ও বৃহত্তর সিলেটবাসীর প্রতি তাঁর মমত্ববোধের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়।

www.pathagar.com

তিনি একজন পরিবেশবাদী। পরিবেশ ভারসাম্যের জন্য এবং তাঁর চা বাগানগুলিতে পশু-পাখির খাদ্যের জন্য অসংখ্য গাছ-পালা লাগিয়েছেন। বিভিন্ন প্রকারের ফলমূল মানুষ ও পশু পাখির আহার যোগায়।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও কাল বৈশাখীর ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত মানিকগঞ্জের সাটুরিয়া থানাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে আর্থিক সাহায্য দিয়েছেন। দেশ ও জাতির সেবার জন্য তাঁর সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

সাবেক জেলা জজ, মৌলভী বাজার।

www.pathagar.com

রাগীব আলীকে শ্রদ্ধা জানাই

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

একজন রাগীব আলীর কথা শুনে আমি মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়ে পড়ি। এ যুগেও এমন আশা সম্ভব? চতুর্দিকে ঈর্ষা, ক্ষুদ্রতা, লোভ ও স্বার্থপরতার নানান কদর্য রূপ দেখতে দেখতে এক এক সময় মানুষ সম্পর্কে নৈরাশ্য এসে যায়। হঠাৎ এরকম কোনো মানুষের কথা শুনলে আবার আশা জাগে।

পরে বন্ধুবর সিরাজুল ইসলামের একটি রচনা পড়ে আমি এই মানুষটি সম্পর্কে আরও বিস্তৃতভাবে জানতে পারি।

পথের ভিখারি একদিন রাজা বাদশা হয়ে গেল, এ কাহিনী রূপকথার মতন মনে হয়। ইতিহাসেও অবশ্য অনেকবার ঘটেছে, এবং আশ্চর্যের বিষয় এখনো মাঝে মাঝে ঘটে। পঞ্চাশের দশকে আরও অনেকের মতন রাগীব আলীও অল্প বয়সে ভাগ্যান্বেষণে লন্ডনে পাড়ি দিয়েছিলেন। লন্ডনে সিলেটিদের প্রচুর হোটেল-রেস্তোঁরা আছে। তারই একটিতে রাগীব আলী যোগ দিয়েছিলেন রান্না ঘরে বাসনপত্র ধোয়ার কাজে। অনেকে এই কাজেই সারাজীবন কাটায়, কেউ কেউ সামান্য উন্নতি করে। দু'একজন দৈবাৎ অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধিবলে নিজে কোনো হোটেলের মালিক হয়। রাগীব আলীর অন্যতম সহকর্মী পরে একটি দেশের রাষ্ট্রপতি হন। জাম্বিয়ার কেনেথ কাউন্ডা। রাগীব আলীও অচিরেই লন্ডনের স্ট্যাথাম হিলের মতন কেন্দ্রীয় অঞ্চলে তাজমহল রেস্টুরেন্ট-এর সত্ত্বাধিকারী হন।

সেটা তার আরোহণের সোপান মাত্র। বেশি শিক্ষার সুযোগ পাননি তিনি। কিন্তু তাঁর বাস্তব বুদ্ধি অতি তীক্ষ্ণ, আত্মবিশ্বাস প্রবল। সাহেবদের দেশে প্রতিকূল পরিবেশে ও তীব্র প্রতিযোগিতার মধ্যেও তিনি নানান ব্যবসায়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে অতুল বৈভবের উত্তরাধিকারী হন।

লন্ডনে বেশ কিছু বাঙালি ধনী আমরা দেখিছি। কিন্তু অন্য কারুর সঙ্গেই রাগীব আলীর তুলনা চলেনা। যারা ক্ষুদ্র অবস্থা থেকে উচ্চে উঠে প্রথম জীবনের কথা ভুলে যেতে চায় কিংবা মুছে ফেলার চেষ্টা করে তাদের আমরা শ্রদ্ধা করতে পারি না। বরং উপহাসের পাত্র মনে করি। রাগীব আলী তাঁর জন্মস্থান বা সেখানকার মানুষের কথা কিছুই ভোলেননি। বিলেতের নিশ্চিন্ত, সুখী জীবন ছেড়ে তিনি ফিরে এসেছেন স্বদেশে। যে স্কুলে তিনি পড়তেন সে স্কুলের আমূল সংস্কার করেছেন। যে নদীতে খেয়া নৌকোয় পারাপার করতে হতো, সে নদীর ওপর গড়ে দিয়েছেন সেতু, যে রাস্তায় জল কাদার মধ্যে কষ্ট করে যেতে হতো, সেখানে বানিয়ে দিয়েছেন পাকা সড়ক। অল্প বয়সে তিনি নিজে যে সব কষ্ট ভোগ করেছেন,

www.pathagar.com

এখনকার ছেলেমেয়েদের সে কষ্ট যাতে ভোগ করতে না হয়, তার সব রকম ব্যবস্থা করতে তিনি উদ্যোগী।

সিলেটের বিশ্বনাথ থানার অন্তর্গত তালিবপুর গ্রামে রাগীব আলীর আদি বাড়ি। তাঁর কর্মকান্ড শুধু সেই এলাকাতেই আবদ্ধ থাকে নি। ছড়িয়ে পড়েছে সারা বাংলাদেশে। বহু মাদ্রাসা, স্কুল ও হাইস্কুলের তিনি প্রতিষ্ঠাতা, এমনকি একটি বিশ্ববিদ্যালয়ও স্থাপন করতে চলেছেন। অনেক হাসপাতাল ও সেবা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি যুক্ত। অসংখ্য দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রী পড়াশুনা চালিয়ে যাচ্ছে তাঁর কাছ থেকে সাহায্য পেয়ে। বহু টিউবওয়েল বসিয়েছেন গ্রামে গ্রামে। এ তালিকার যেন শেষ নেই। তিনি সরকারি সাহায্যের মুখাপেক্ষি নন কোনো ব্যাপারেই, ব্যয় করেন নিজের অর্জিত অর্থ। বাংলাদেশে সাহিত্য-সংস্কৃতির উন্নয়ন ও প্রসারেও তিনি যথেষ্ট আগ্রহী।

অনেকেই শুধু নিতে জানে, দিতে জানেন না। নিজের দেশ, নিজের পরিবেশ ও সমাজ থেকে, এই পৃথিবী থেকে মানুষ নেয় অনেক কিছু, কিন্তু কিছু ফিরিয়ে দেয় ক'জন? যারা দিতে জানেন, তারাই মহান। রাগীব আলীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পরিচয় নেই, কখনো দেখাও হয়নি, তবু তার এই মানুষের প্রতি ভালোবাসা ও অর্থের প্রকৃত ব্যবহারের বৃত্তান্ত জেনে আমি মুগ্ধ হয়েছি। তিনি আমার চেয়ে বয়সে কিছু ছোটই হবেন, তবু তাঁকে আমার শ্রদ্ধা জানাই।

কবি, গল্পকার, নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক, কলকাতা।

www.pathagar.com

রাগীব আলীর জয় হোক

অলকানন্দা ব্যানার্জি

'যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক, আমি তোমায় ছাড়ব না মা,
তোমার ছেঁড়া কাঁথা আছে পাতা, ভুলতে সে তো পারব না মা।'

ভুলতে পারেন নি জনাব রাগীব আলী। ধনে, মানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিলেন সুদূর লন্ডনে। ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল তাঁর উপরে, তাই সাধারণ পরিবারের সন্তান রাগীব আলী নিজের পরিশ্রমে প্রভূত অর্থের মালিক হয়ে গিয়েছিলেন একদিন। দরিদ্র বাংলাদেশ আর সেখানে কাটানো অভাবের সাথে সংগ্রামের ইতিহাসকে অনেক পিছনে ফেলে রেখে ধনী দেশের নাগরিক হয়ে থেকে যেতে পারতেন সেখানে। ভুলে যেতে পারতেন সেই দেশকে। যেমন অনেকেই যান। দরিদ্র, অবহেলা আর অপমানের স্মৃতি তাঁদের স্বদেশ বিমুখ করে রাখে। কিশোর বয়স বড় নাজুক বয়স। তখন যা ঘটে পারিপার্শ্বে, তার ছাপ চিরদিনের মত পড়ে যায় কিশোরমনের উপর। অধিকাংশ স্ব-গঠিত মানুষ তাই সে বয়সের বঞ্চনার স্মৃতিকে মুছে ফেলতেই চান। মাঝে মাঝে স্বজনদের জন্য কিছু উপহার হাতে করে দেশে ফিরে এসে অতিথির মত বাস করে আবার ফিরে যান। কিন্তু তাদের মত দুঃখিনী বাংলা-মাকে ছাড়েননি রাগীব আলী। তাঁর ভালবাসা অনেক গভীর। তাই একদিন সদ্য-স্বাধীনতাপ্রাপ্ত বাংলাদেশের বিপর্যস্ত অর্থনীতিকে পুনর্নির্মাণ করতে তিনি ফিরে এসেছিলেন।

প্রচুর লোকসানের ঝুঁকি নিয়ে একটার পর একটা রুগ্ন শিল্প বা চা-বাগানকে প্রাণচঞ্চল করে তোলার কৃতিত্ব রাগীব আলীর। এছাড়া হাসপাতাল, মাতৃসদন, মাদ্রাসা, প্রাথমিক ও উচ্চবিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়–এইসব নির্মাণের মত বহু জনকল্যাণমূলক কাজ হয়েছে তাঁর দানে ও উদ্যোগে। আরো আশ্চর্যের কথা, শুধু দরিদ্র জনগণের ঘরবাড়ি নির্মাণ করে দিয়ে তিনি ক্ষান্ত হননি, তাদের ব্যবহারের জন্য পাকা রাস্তা, এমনকি নদীর উপর সেতুও তিনি নিজস্ব ব্যয়ে করিয়ে দিয়েছেন। একথা আমাদের কানে অসম্ভব আশ্চর্য শোনায়, কারণ বাংলার দানবীর গৌরী সেন, রানী রাসমনি বা মতিলাল শীলের যুগ গত হয়েছে, আমরা বাস করছি এক চরম স্বার্থপরতা আর ক্ষুদ্র স্বার্থের যুগে। এ যুগেও যে জনাব রাগীব আলীর মত একজন হৃদয়বান মানুষ অবশিষ্ট আছেন, তা শুনে আমরা স্তম্ভিত হয়ে যাই।

সীমান্তের ওপারে বসে বাংলার এই কৃতি দরদী সন্তান সম্পর্কে আমাদের জানবার সুযোগ কমই ছিল। লক্ষ জনের একজন পুস্তিকা পড়ে আমি রাগীব আলীর সম্বন্ধে জানতে পারি। রাগীব আলীর তীব্র দেশপ্রেম যে কোনো মানুষকে অভিভূত না করে পারে না। কতটা দেশপ্রেম থাকলে দরিদ্র দেশ-মায়ের "ছেঁড়া কাঁথার" টানে ফিরে

www.pathagar.com

এসে একটার পর একটা সমাজ সেবামূলক কাজ করে যান তিনি কষ্টে উপার্জিত অর্থ এবং বিপুল পরিশ্রম ঢেলে, তা ভাবলে আপনিই মাথা নত হয়ে আসে শ্রদ্ধায়।

প্রত্যেক জাতির কিছু নিজস্ব চরিত্র বৈশিষ্ট থাকে। বাঙালি কিছুটা কর্মবিমুখ, তাছাড়া বাঙালির স্বভাবে 'অসুয়া' কিছু বেশি পরিমাণেই বর্তমান। তাই ব্যতিক্রমী পুরুষ জনাব রাগীব আলীকে তাঁর বিপুল কর্মকান্ডে যে বারবার নানাভাবে যোগ্য সহকারীর অভাব বোধ করতে হয়েছে, তা সহজেই অনুমান করা যায়। আর ঈর্ষা বা অসুয়া তো তাঁর মত মানুষের দিকে হাত বাড়াবেই। তা সত্ত্বেও তিনি আজও বিজয়ী। হয়তো আফগানী যোদ্ধাবংশের রক্ত, যা তাঁর ধমনীতে বহমান, তাই তাঁকে লড়াই চালিয়ে যেতে শেখায়, শেখায় পরাজয় স্বীকার না করতে। আমরা দুই বাংলার অধিবাসী বাঙালি হিসেবে তাঁর জন্য গর্বিত, তাঁর সাফল্যের অংশীদার। জয় হোক তাঁর।

অভিনেত্রী ও লেখিকা, কলকাতা।

www.pathagar.com

রাগীব আলীর মত মানুষ কেন পশ্চিমবঙ্গে জন্মায় না!

কাজল চক্রবর্তী

এই পশ্চিম বাংলায় পয়সাওয়ালা বাঙালি'র সংখ্যা শূন্য; যারা তাদের মাতৃভাষার জন্য অর্থব্যয় করতে পারেন। আজ উনিশ বছর ধরে সাংস্কৃতিক খবর পত্রিকা সম্পাদনা করছি। আয়োজন করছি- ''বাংলা কবিতা উৎসব।'' অর্থের জোগান দিয়ে থাকেন বিভিন্ন বিজ্ঞাপন দাতা এবং আমার মত একজন সরকারী কর্মচারী যিনি প্রতি মাসের মাইনে থেকে বছর ভর জমান সে টাকা।

আমরা চারপাশের এইরকম পরিবেশে নিঃশ্বাস নিতে নিতে হঠাৎ পড়লাম বাংলাদেশের আবহাওয়ায়। ওখানে পয়সা আছে যাদের তারাও বাঙালি, রাস্তার ভিখেরি সেও বাঙালি। মাতৃভাষার এই সটান ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশে যে কোন কাজ খুব সহজে করে ফেলা যায়। যেটা এখানে হাজারে এক বারের জন্য অসম্ভব। কে দেবে এক কথায় একলাখ টাকা, হয়ত কেউ জোগাড় করে দেবে, তিনি জোগাড় করবেন তার পদমর্যাদা দিয়ে, কিন্তু বিত্তমর্যাদায় কেউ এই রকমের কাজ হয়ত এখানে করবেন না, এখনো তার সন্ধান পাইনি।

বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে কবিতার জন্য টাকা ব্যয় করতে অনেকেই মুখিয়ে থাকেন। আমার মনে পড়ছে একবার সুন্দর এক হোটেলে পশ্চিবঙ্গের কবিরা ছিলেন। হোটেল মালিক সস্ত্রীক এসে জানালেন আপনারা বাঙালি, যতদিন ইচ্ছে থাকেন, পয়সা দিতে হবে না। বাংলা ভাষার প্রতি এই শ্রদ্ধা হয়ত বাংলাদেশেই সম্ভব, এখানে নয়।

বেশ কয়েকবার জাতীয় কবিতা উৎসবে গেছি। বারবার শুনেছি একটা নাম রাগীব আলী। তিনি নাকি জাতীয় কবিতা পরিষদকে উৎসবের জন্য দু'লক্ষ তিন লক্ষ টাকা দিয়ে থাকেন। ভাবতে অবাক লাগে। যখন ভাবি সত্যি এও সম্ভব, কবিতাকে কেন্দ্র করে উৎসব সেখানে একজন বাঙালি সাহায্য বাবদ দিচ্ছেন দু-তিন লক্ষ টাকা। অথচ এই বাংলাদেশেই শতকরা ৮৫ ভাগ লোক দারিদ্র সীমার নিচে বসবাস করে। এই দেশ বার্ষিক গড় আয়ের ক্ষেত্রে পৃথিবীর দরিদ্রতম দেশ। হিসেবে কিছুতেই মেলে না। মেলে না এজন্যই এই দেশটির জম্ম ভাষাকেন্দ্রিক আন্দোলনের মধ্যদিয়ে। যেটা পৃথিবীর অন্য কোন দেশের জম্মের সঙ্গে মেলে না। হ্যাঁ এরকম একটা দেশের একজন রাগীব আলী, তাঁর সম্পর্কে লেখা একটা পুস্তিকা পড়ে জেনেছি তিনি বহু আগে রেস্তোরায় কাজ করেছেন, নিজে রেস্তোরা কিনেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী অধ্যায়ে শেয়ারে অনেক টাকা পেয়েছেন। আমেরিকায় তাঁর নিজস্ব জমি আছে, কয়েকটি বাড়ি আছে লন্ডন, আমেরিকায়। অথচ ঢাকা এবং তাঁর

www.pathagar.com

দেশের বাড়িতে সামান্য লুঙ্গি ও গেঞ্জি পরে লোকের সামনে আসেন। তাঁর টাকা পয়সা স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, মসজিদ, মন্দির, গীর্জা, মাদ্রাসা উন্নয়নে বহু খরচ হয়েছে। তিনি স্বাধীন বাংলাদেশের বিভিন্ন রুগ্ন সংস্থাগুলোকে কিনে সেখানে সোনা ফলিয়েছেন। ক্ষয়িষ্ণু চা-বাগান কিনে সেটাকে করেছেন সবুজ। তিনি না কি বাংলাদেশের কোন এক সংগঠনকে জমি কিনে বাড়ি তৈরি করে দিচ্ছেন, সেখানে থাকবে লাইব্রেরী, সভাগৃহ ও দেশি-বিদেশী কবিদের অতিথিশালা। মাঝে মাঝে দুঃখ হয় এই সব লোক কেন পশ্চিমবঙ্গে জন্মালেন না। আমরা সংগঠন ও বিভিন্ন কাজকর্মের মধ্যে তাঁর আর্থিক সাহায্য পেতাম। এই বাংলাতেও আসতো জোয়ার। সমৃদ্ধ হতো মাতৃভাষা।

কবি, সম্পাদক, সাংস্কৃতিক খবর, কলকাতা।

www.pathagar.com

রাগীব আলী ঃ এক বিস্ময়কর ব্যক্তিত্ব

কৃষ্ণা বসু

১৯৯৭ সালে ঢাকায় জাতীয় কবিতা উৎসবে গিয়ে প্রথম আলাপ হলো এই অসামান্য বাঙালি ব্যক্তিটির সঙ্গে। নম্র, সুভদ্র, আত্মবিশ্বাসী ব্যক্তিত্বের এক চমৎকার মানুষ তিনি। ভালো লেগেছিল তাঁকে। সামান্য অবস্থা থেকে প্রবল পরিশ্রম ও গভীর আত্মবিশ্বাসের জোরে কোন অসামান্যতার শীর্ষবিন্দু স্পর্শ করতে পারেন একজন সত্যিকার মানুষ, রাগীব আলী তাঁর এক বিস্ময়কর স্মরণযোগ্য দৃষ্টান্ত। সিলেটের এক সাধারণ অবস্থার পরিবারে জন্মগ্রহণ করে বুদ্ধি, মেধা, যোগ্যতার জোরে আজ রাগীব আলী বাঙলাদেশের একজন শীর্ষস্থানীয় শিল্পপতি। কিন্তু সেজন্যও নয়; রাগীব আলী আমাদের কাছে স্মরণ ও বরণযোগ্য তাঁর সংস্কৃতি প্রবণতা, তার সাহিত্য মনস্কতার জন্যই। শুনেছি লেখক, শিল্পী, সাহিত্যিকদের এত বড় বন্ধুও তো আর হয়না; রাগীব আলীর সহযোগিতার, সহপ্রাণতার, সহমর্মিতার হাতটি সর্বদাই লেখক, শিল্পী, সাহিত্যিকদের দিকে প্রসারিত। বাঙলাদেশের বহু মানুষকেই দেখেছি এই মানুষটির প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠতে। কত যে প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর নিবিড় যোগসূত্র। কত প্রতিষ্ঠান যে শিল্পীর মতো নির্মাণ তিনি করেছেন; দরিদ্র বিপন্ন মানুষের পাশে এসে কতবার যে দাঁড়িয়েছেন এ এক বিস্ময়, এক বলবার মতো, লিখবার মতো ঘটনা। নানা সমস্যা ও কুসংস্কারে ঘেরা এই সমকালেও তাঁকে নানা বাধার, নানান বিঘ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে, যে কোনো বড় কাজ ভাল কাজ করতে গিয়ে। কত মানুষ প্রথমে ভুল বুঝেছে তাঁকে; পরে ঠিক মানুষটিকে চিনতে পেরেছে, মেনেছে যে কর্মপ্রাণ তাঁর, যোগ্যতার, শিল্প প্রীতির, আন্তরিকতার, সংস্কৃতি সাহিত্য মনস্কতার আর এক নাম হল রাগীব আলী। একটি দু'টি নয়, অনেক অনেক রাগীব আলীর দরকার আমাদের এই তৃতীয় বিশ্বে। মানুষের কল্যাণে, মানুষের সেবায়, মানুষের অসহায়তায় বন্ধুর মতো, পিতার মতো, ভাই এর মতো এগিয়ে আসেন যিনি তাঁকেই তো পরমাত্মীয় বলতে ইচ্ছা হয়। বাঙালির পরমাত্মীয় রাগীব আলী সুদীর্ঘ জীবন যাপন করুন, জীবনকে যাপনের যোগ্য করবার জন্য চিরদিন আপন হৃদয় ও সামর্থ্য খানিকে প্রসারিত, অকুণ্ঠ ও অনির্বাণ রাখুন, তাঁর কর্ম-দক্ষতা আমাদের সকল বাঙালির প্রেরণা হয়ে থাক। পথ দেখাক, আলো ফেলুক, সুগন্ধ ছড়াক চিরদিন ধরে, এই কামনা করে কলমকে এখানেই থামাই।

কবি ও প্রাবন্ধিক, কলকাতা।

www.pathagar.com

যে মানুষ মানুষকে পথ দেখায়
প্রদীপচন্দ্র বসু

ঈশ্বর আছেন কিনা আমার জানা নেই। আমি জানিনা স্বর্গের অস্তিত্ব। আত্মিক মুক্তির ব্যাপারেও আমি অন্ধকারে। একজন মানুষের প্রকৃত মুক্তি কোথায় তানিয়ে তর্ক করতে গেলে হয়ত মুক্তি খুঁজে পাবো না। অনেকে বলেন মৃত্যুতেই মুক্তি হতে পারে। কারণ, দেহ ধারণের পর পৃথিবীতে যে জাগতিক দুঃখ শোক পেতে হয়, প্রাণহীন হলে সেই দুঃখ শোক মনে কোন ছায়া ফেলতে পারে না। মৃত্যু জরা থেকেও মুক্তি দেয়।

আমি জীবনের কথা ভাবি। মৃত্যুর জন্য দিই মাত্র দু'মিনিট নীরবতা। সুতরাং জীবনকে কিভাবে সুন্দর উপভোগ্য করা যায়, তাঁর উপাসনাই আমার আকাঙ্খিত। আত্মার মুক্তি নিয়ে আমার সংশয় থাকলেও, ক্ষুধার থেকে মুক্তি বা রোগের থেকে মুক্তি নিয়ে দ্বিধা নেই মনে। ক্ষুধা বা রোগের মতই এ জীবনে বেঁচে থাকাকে অর্থবহ করে তুলতে সব মানুষেরই দরকার অহংবোধ থেকে মুক্তি। আলস্য থেকে মুক্তি, কৃপণতা থেকে মুক্তি। এরকম হয়ত আরো বলা যায়।

জাগতিক জীবনে এই যেসব মুক্তির কথা বলছি, তাঁর জন্য ঈশ্বরের নির্দেশিত পথে অনেকে হাঁটেন। কিন্তু আমি এই পৃথিবীতে কিছু ক্ষণজন্মা মানুষের প্রদর্শিত পথে হাঁটি। সেইসব মানুষ, যারা নিজেদের রক্তে, ঘামে, শ্রমে, অন্ধকার সুড়ঙ্গের মধ্যে পথ তৈরি করে আলোর সন্ধানে এগিয়ে গেছেন। যাঁদের কাছে কর্মই হচ্ছে সবচেয়ে বড় ধর্ম। যাঁরা মানুষ হয়ে মানুষকে মুক্তির পথ দেখায়, আমার কাছে তাদের জীবনপাঠ অত্যন্ত প্রিয়।

লক্ষজনের একজন এরকম মুক্তির দিশারী মানুষ রাগীব আলী। বছর দুয়েক আগে বাংলাদেশ জাতীয় কবিতা পরিষদের আমন্ত্রণে ঢাকার জাতীয় কবিতা উৎসবে যোগ দিতে গিয়ে আলী সাহেবের কথা প্রথম জানতে পারি। সেবার কবিতা উৎসব বোধহয় ওঁর পৃষ্ঠপোষকতায় আয়োজিত হয়েছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে টিএসসি কর্ণারে কবিতা উৎসবের বিশাল মঞ্চের পেছনে লাগানো পর্দায় ছিল ওঁর ডিটারজেন্ট ফ্যাক্টরীতে উৎপাদিত জেট ডিটারজেন্ট পাউডারের বিজ্ঞাপন। আমাদের দেশে কখনো দেখিনি যে ডিটারজেন্ট উৎপাদক সংস্থা কবিতা উৎসবে পৃষ্ঠপোষক হয়েছে। সুতরাং প্রথমে একটু অবাকই হয়েছিলাম। পরে জাতীয় কবিতা পরিষদের অনেকের মুখে এই দানবীর মানুষটি সম্পর্কে বিশদ জানার পর শ্রদ্ধায় নত না হয়ে পারিনি। আমার মতে কবি ও কবিতাকে যিনি ভালবাসেন তাঁর অন্তর ফুলের মতো পবিত্র। সেই ফুলের সৌরভ যে পায় সৌভাগ্য তার।

www.pathagar.com

আজকাল একটা কথা খুব চালু হয়েছে। কথাটি হল 'রোল মডেল' এর অনুকরণে নিজেকে গড়ে তোলা। এই বিচারে রাগীব আলী বাংলাদেশের মতো তৃতীয় বিশ্বের অসংখ্য দেশের কোটি কোটি কিশোর ও যুবকের জীবনে রোল মডেল হতে পারেন। সাধারণ ঘরের একটি ছেলে কিভাবে নিজের চেষ্টায় কঠোর পরিশ্রমে, তীক্ষ্ণ মেধা ও দূরদৃষ্টির সাহায্যে অসাধারণ মানুষ হয়ে উঠতে পারে, তার উল্লেখযোগ্য উদাহরণ এই রাগীব আলী। আবার সব পেয়েও একজন মানুষ জীবনকে কিভাবে মানব কল্যাণে নিয়োজিত করতে পারে তার আদর্শ ছবি হতে পারে আলী সাহেবের জীবন। সৎ ও বৈধ পথে ব্যবসা করেও যে ধনী হওয়া যায়, রাগীব আলী তারও উদাহরণ হতে পারেন। একজন আদর্শ দেশ প্রেমিককেও আমরা দেখতে পাই এই মানুষটির মধ্যে। সব মিলিয়ে রাগীব আলী এমন একজন মানুষ যিনি মানুষকে পথ দেখান।

কবি ও বিজ্ঞান লেখক, কলকাতা।

www.pathagar.com

কালজয়ী ব্যক্তিত্ব

আবেদ রাজা

বৃহত্তর সিলেট অঞ্চল পৃথিবীর অন্যতম একটি নন্দিত ভূখন্ড। বিপুল সম্পদ, ঐশ্বর্য্য আর গৌরবোজ্জ্বল অতীত এ ভূখণ্ডকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছে। কাজেই এ ভূখন্ডের মানুষগুলোও ব্যতিক্রমধর্মী। অভিন্ন ভাষা, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ। প্রাচীনকালে ছোট ছোট স্বাধীন নৃপতিগণের শাসন পরিচালনার ইতিহাস আজও অম্লান। সময়ের কালপর্বে কিছু কালজয়ী ব্যক্তিত্ব এ অঞ্চলকে আরো বিকশিত করেছেন। হযরত শাহজালাল (রহঃ)সহ ৩৬০ আউলিয়া, ধর্মরাজ শ্রী শ্রী চৈতন্যদেব, মরমি কবি হাছন রাজা, মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল (অবঃ) এম এ জি ওসমানীসহ অসংখ্য পন্ডিত ও গুণী ব্যক্তিত্ব।

বর্তমান সময়ে বিশ্বনাথ থানায় এমন একজন কৃতি সন্তানের উদয়, যিনি ব্যাপকভাবে প্রশংসিত ও নন্দিত। খাজা উসমানের সহযোগী হিসেবে তাঁর পূর্বপুরুষের এ ভূখন্ডে আগমন। সম্ভবত সপ্তদশ শতকের প্রথমার্ধে মৌলভীবাজারের দুর্লভপুর নামক স্থানে মোঘল বাহিনীর সাথে যুদ্ধে পরাস্ত পাঠান ও আফগান যোদ্ধাগণ সিলেটের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েন। এমন যোদ্ধার বংশধর সৈয়দ মোঃ ইয়াওর সময়ের বিবর্তনে দিরাইয়ের মাটিয়াপুর থেকে নয়াবসতি স্থাপন করেন বিশ্বনাথে। বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে এ বংশের আলোকবর্তিকা ছড়ালেন 'কিংবদন্তির কালজয়ী মহান পুরুষ' দানবীর রাগীব আলী।

চলমান শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে জনাব রাগীব আলী বিলেতে যান ভাগ্যান্বেষণে। কঠোর পরিশ্রম আর বুদ্ধিমত্তা দিয়ে স্বল্প সময়ে পৌঁছে যান সাফল্যের স্বর্ণশিখরে। দেশে ফিরে তিনি সমাজসেবা ও মানবতার সেবায় অগ্রবর্তী হন। নিজ বিত্ত চিত্তের জন্য ব্যবহার না করে ঝাঁপিয়ে পড়েন মানব কল্যাণে। তিনি জননেতা নন-দুঃখী মানুষের হৃদয়ের নেতা। ক্ষণস্থায়ী নন। তিনি চিরস্থায়ী-ক্ষণজন্মা। এ মহাপুরুষ শিক্ষা-দীক্ষা, চিকিৎসা, শিল্প-কারখানা, ক্রীড়াঙ্গন, সাহায্য-সহযোগিতা সর্বক্ষেত্রেই তিনি হাজির। কোন জ্ঞান-গরিমা নেই। খুবই সাদামাটা জীবন যাপন। তাঁর নেই কোন অহংবোধ। মাটির মানুষ তিনি, হাল সময়ের জটিল পরিক্রমায় আমাদের পথ প্রদর্শক ও অগ্রদূত।

দেশ, সমাজ, রাষ্ট্র, মানুষ ও সিলেটের প্রয়োজনে তাঁর মহৎ কর্মকান্ডকে স্বাগত জানাই। তাঁর মহানুভবতা, মানবপ্রেম শুধু সিলেট বিভাগে সীমাবদ্ধ নয়। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলেও আলোচিত, সমাদৃত। তাঁর এ প্রয়াস বাংলাদেশের ভূখন্ড ছাড়িয়ে বিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ুক, মানুষ উদ্দীপ্ত হোক, অনুপ্রাণিত হোক

www.pathagar.com

এই আমাদের প্রত্যাশা। আমার বলতে ইচ্ছা করে, তাঁর মহান কর্মে দুনিয়া আলোকিত হয়। তাঁর সমাজকর্ম তাঁকে মানুষ ও প্রকৃতির রাজমুকুট পরিয়েছে। রাগীব আলীর জন্য কোন রাজঘোষণা বা রাষ্ট্রীয় পদকের প্রয়োজন নেই। সমাজ সেবাই তাঁর কালজয়ী দিগন্তের অবিনাশী রূপ। প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে তিনি চিরদিন বেঁচে থাকবেন সমাজ সেবার আদর্শে।

আমি শৈশবে সেই বিখ্যাত হাজী মুহম্মদ মহসিনের গল্প পড়েছিলাম। আজও মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাঁর কথা মনে পড়ে। কোন দানশীল ব্যক্তির তৎপরতা পরিলক্ষিত হলে মনের অজান্তে হাজী মহসিনের কথাই বারবার মানসপটে জেগে ওঠে। পাঠ্যপুস্তকে পড়েছি বলেই, অনুভূতি নাড়া দেয়। তাঁরই সাদৃশ্য রাগীব আলী। জীবদ্দশায় যদি রাগীব আলীর সমাজকর্ম, ত্যাগ, তিতিক্ষা পাঠ্যপুস্তকে পাই, তবে মনে করবো জাতি তাঁকে মূল্যায়ন করেছে।

রাগীব আলীর মতো বিত্ত, বৈভব নেই বলে আমরা অনেকেই তাঁর মতো সমাজ সেবায় আত্মনিয়োগ করতে পারি না, অকাতরে দান করতে পারি না। শিক্ষা ও চিকিৎসার ক্ষেত্র তৈরি করতে সমর্থ হই না। মানুষের দুঃখ-দুর্দশা লাঘবে নিজ অর্থে রাস্তা-ঘাট, পুল-কালভার্ট নির্মাণ করতে পারি না। কিন্তু আমার মনে হয় একটি কাজ সকলেই করতে পারি- আর তা হচ্ছে, রাগীব আলীর মতো মহৎ কাজ তথা সমাজ সেবায় যাঁরা কাজ করেন তাঁদেরকে নিরঙ্কুশ সহযোগিতা ও সমর্থন করা।

সকল সমাজেই হাজী মহসিন, রাগীব আলীর সংখ্যা খুবই কম। আসুন, সবাই রাগীব আলীর পক্ষে দাঁড়াই এবং সর্বতোভাবে তাঁকে সহযোগিতা করে আমরাও ধন্য হই।

উৎসাহ, উদ্দীপনা সৃষ্টি যে কোন কাজের দিশারী। সিলেটবাসীর অধিকার আদায়ের সংগ্রামী সংগঠন 'সিলেট বিভাগ উন্নয়ন পরিষদ' এর প্রতিটি কর্মী রাগীব আলীর মতো মহৎ প্রাণপুরুষের পাশে দাঁড়িয়ে কাজ করে যাবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। তাঁকে অনুকরণ, অনুসরণ করেই আমরা গর্বিত।

পরিশেষে, শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব জনাব রাগীব আলী আমাদের মাঝে আর্তমানবতার সেবায় 'মুকুটহীন সম্রাট'। এ গুণময় কর্মকান্ডের পিছনে তাঁর সহধর্মিনী বেগম রাবেয়া রাগীবের ভূমিকা অনবদ্য ও অনস্বীকার্য। তাঁকেও এ সুযোগে আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই। আমি আমার দেশহিত বোধেষু জনাব রাগীব আলী, তাঁর পরিবার পরিজনদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও শান্তিময় দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

লেখক, অ্যাডভোকেট, সভাপতি, সিলেট বিভাগ উন্নয়ন পরিষদ।

www.pathagar.com

অন্য রকম একজন বীরোত্তম

বেলাল বেগ

একটি ব্যাংকের শীর্ষস্থানীয় একজন কর্মকর্তাকে চরিত্রবান, সদ্বংশীয়, মেধাবী ছাত্র হিসেবে চিনতাম অনেকদিন আগে। তিনি একটি অভাবনীয় অনুরোধ করলেন। আমাকে ঐ ব্যাংকের চেয়ারম্যানের জীবনী লিখে দিতে হবে। মনে মনে ভয়ানক বিরক্ত হলাম। লেখালেখি আমার রক্তের নিজস্ব ফুল। কোটি টাকার বিনিময়ে সেখানে কারও হুকুম আবদার চলে না। নূরুল আলম সাহেব আমার চেপে যাওয়া মনোভাব বুঝলেন। আত্মময় মুচকি হেসে বললেন, 'ঠিক আছে, আপনার পছন্দ না হলে লিখবেন না। তিনি এখন দেশের বাইরে আছেন। ফিরে এলে তাঁর সঙ্গে যে করেই হোক একবার দেখা করিয়ে দেবো। আপাততঃ এটি পড়ে দেখুন। তাঁর জীবনী লেখার জন্যে যে কমিটি এটি তৈরি করেছে।' এই বলে আমাকে চারপৃষ্ঠার বড় কাগজে ছাপা একটি জীবন বৃত্তান্ত দিলেন। তাতে যে ব্যক্তির ছবি ছাপা হয়েছে চোখ বোলাতে গিয়ে চোখ উল্টে গেল। একেবারেই অসম্ভব মনে হলো। কিন্তু পৃথিবীর সবচেয়ে পশ্চাৎপদ দেশের অন্যতম এ দুর্ভাগা দেশে সবকিছু সম্ভব। বাংলাদেশে নকল টাকার মতো নকল ডাক্তার, নকল মেজর, নকল রাষ্ট্রপতি হতে পারলে নকল শিল্পপতিও হতে পারে। তবে তাদের সত্যি সত্যি অনেক টাকা হতে পারে। সে টাকা কোত্থেকে কেমন করে এলো সে ব্যাপারে এমনকি রাষ্ট্রও খোঁজ নেয় না। কারণ বিনিয়োগ করে ফেললেই কালো টাকা ভাল হয়ে যায়। হতে পারে এমন একজন গিল্টি করা শিল্পপতিকে আসল সোনা বলে চালিয়ে দেয়ার চেষ্টা হচ্ছে।

চট্‌করে কেউ বিশ্বাস করবে না এই রূপকথার গল্প। ১৯৫৭ সালে ৪ এপ্রিল রাত ১২টায় ভাগ্যান্বেষণে যে যুবক লন্ডন যায় এবং সেখানে হোটেলে কাজ করে, ১৯৯৮ সালে তাঁকে বাংলাদেশে দেখা যায় অন্তত বিশ/একুশটি শিল্প-বাণিজ্য সংস্থার মালিক। এর মধ্যে নয়টি চা-বাগান আছে।

'আমি কুস্তার মালিক না, মালিক আল্লাই, তাইন দিছইন, তারই ইচ্ছা'- যখন দেখা হয়েছিল বিশুদ্ধ সিলেটি উচ্চারণে বলেছিলেন ভদ্রলোক, যাঁর বয়স এখন ষাট।
পুঁজির ধর্ম কোষ থেকে কোষের জন্ম হয়ে ফুলে ফেঁপে ওঠা। এ নিয়মে একাত্তরের একজন মুদির দোকানি এখন অবশ্যই একটি সুপার মার্কেটের মালিক হতে পারেন। এতে অবাক হবার তেমন কিছু নেই। কিন্তু অবাক হতে হলো যখন দেখা

www.pathagar.com

গেলো, এ মানুষটি শিল্প-বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ছাড়াও আরো ১৭২টি ধর্মীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, চিকিৎসা সেবা, ক্রীড়া, সাহিত্য, সংবাদ বিষয়ক সংগঠনের দাতা, কখনো প্রতিষ্ঠাতা, কোথাও সদস্য আবার কোথাও প্রধান অথবা উপদেষ্টা। টাকার অংকে বহু বহু কোটির সংশ্লেষ। কিন্তু একজন ব্যক্তির পক্ষে এতোগুলো বহুমাত্রিক বিচিত্র প্রতিষ্ঠানের সময় দেয়া কি সম্ভব হয়? হজ্ব করা ভদ্রলোককে না দেখা পর্যন্ত আমার সন্দেহ জাগরূক থাকে। নিশ্চয়ই কোথাও একটা ফাঁক আছে। জীবন্ত কিংবদন্তি এ মানুষটা সম্বন্ধে লোক জানে না কেন?

অবশেষে মোলাকাতের দিন ঠিক হল। পৌঁছতে পনের মিনিট দেরি হয়েছিল। তারই মধ্যে কয়েকবার খোঁজ নিয়ে ফেলেছেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর কামরায় ঢুকলাম। মাথার অল্প চুলে পাক ধরেছে, প্রায় পাকা চাপ দাঁড়ি। গায়ের রং ফর্সা। অতি সাধারণ পোশাক। দেখে মনে হলো, তিনি যুগযুগান্তর ধরে আমার চেনা, আমারই বাংলার একজন শাশ্বত মুসলমান, নির্ভীক, ঋজু, সহজ, সরল, বিনয়ী, সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য এবং একান্ত আপন।

কাউকে তাঁর নিজের কোন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে লিখিতব্য একটি ডিও লেটারে তাঁর স্বাক্ষর নিতে এসেছিলেন ব্যাংকের সচিব। ইংরেজিতে 'ভাই' লিখতে ভুল করেছিলেন। সচিব ঠিক বানানটি বলে দিলে খচখচ করে লিখে ফেললেন। এমন সময় একটা ফোন এলো। মুহূর্তে দস্তখত ফেলে টেবিলের উপর পড়ে থাকা খয়েরি খামটা টেনে নিয়ে বিদ্যুৎ বেগে লিখতে থাকেন টেলিফোন প্রদত্ত তথ্যগুলো যা আসতে থাকে তাঁরই দ্রুত প্রশ্নবাণে। নিমেষে ছয়টি চা কোম্পানীর সেদিনের সে মুহূর্তের বেচা-বিক্রির পরিসংখ্যান নিলেন। ঐ এক/দেড় মিনিটে ঐ প্রতিষ্ঠানগুলির নানা নির্মাণ ও উন্নয়ন কাজের সর্বশেষ পরিস্থিতিও জেনে নিলেন। দস্তখত শেষে সচিব কাগজগুলো নিতে চাইলেন যথাস্থানে পাঠিয়ে দিতে। দিলেন না। বললেন, এটি তাঁর নিজের কাজ, ব্যাংকের নয়। ঐ ব্যাংকের চেয়ারম্যান হিসেবে কোনো সেবা নিতে তিনি রাজি নন।

তাঁর ধারণা ছিল আমি তাঁর সাক্ষাৎকার নিতে গিয়েছি। টেলিফোন আসে, লোকজন আসে, তিনি অনর্গল কথা বলেন আদি অকৃত্রিম সিলেটি ভাষায়। এরই মাঝে নিজের কথা, দেশের কথা, স্বাধীনতার কথা, মানুষের দুঃখ-কষ্ট, ইসলামী দুনিয়ার সঙ্কট, দেশের দুর্নীতি কর্ম ও চিন্তা পশ্চাৎপদতা ক্ষণে ক্ষণে বিজলির মতো ঝলসে উঠে। এরই মাঝে তড়িৎ বেগে সংশ্লিষ্ট কাগজে চোখে বুলিয়ে কম্পিউটার গতিতে স্বাক্ষর করে দেন পৌণে দু'কোটির একটি ঋণ মঞ্জুরি। বিল গেটস, টেড টার্ণার বা বিল ক্লিনটনরা কিভাবে কাজ করেন জানি না কিন্তু আমার বাংলার রূপকথার নায়ক এ শিল্পপতিকে দেখলাম তাঁর বিশাল কর্মকান্ড একা একা এক মাথায় ধারণ করে চলেছেন অবিশ্বাস্য অনায়াসে।

www.pathagar.com

দু'জন গণ্যমান্য পরিচালক কথা বলতে এসেছিলেন। বিদায় দেয়ার সময় দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন। কাজ, কথা ও চিন্তার মতো চলাও ভীষণ ক্ষিপ্র। তবে বাতের জন্য একটু খুঁড়িয়ে চলেন। চলার সময় লক্ষ্য করলাম পায়ে মোজা নেই।
'মোজা পরার সময় কই, নামাজ পড়ার লাগি কমপক্ষে পাঁচবার জুতা মোজা খুলি আবার পরার জন্য এতো সময় আমার নাই, মানুষের হায়াত বড় কম।'

সিলেটের একজন লেখক রাগীব আলীকে স্যার সৈয়দ আহমদ, নবাব সলিমুল্লাহ এবং হাজী মহসিনের সঙ্গে তুলনা করেছেন। তাতে যেন রাগীব আলীর পরিচয়কে সঙ্কুচিত মনে হলো। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, বাঙালি জাতিসত্তার অসাম্প্রদায়িক বৈশিষ্ট্য, তাঁর বিভিন্নমুখী প্রচন্ড ও বর্ণাঢ্য জীবনবোধ, বেগবান কর্মস্রোত, স্বদেশ ও স্বজাতি মানুষের জন্য অলৌকিক টান ও একাত্মতার কারণে রাগীব আলীকে শুধু এ যুগের 'হাজী মহসিন' বলা যথার্থ নয়। রাগীব আলী একজন অন্যরকম বীরোত্তম, যিনি বাঙালি জাতির মানবিক উত্থানের জন্য আজীবন যুদ্ধ করে চলেছেন।

টিভি ব্যক্তিত্ব ও লেখক।

www.pathagar.com

এ যুগের মহসিন

এস এ রকিব খান

'জন্ম হোক যথাতথা কর্ম হোক ভাল'-কর্ম মানুষকে মহৎ করে, অমর করে বা কৃতিত্বের চরম শিখরে ওঠায়। আবার কর্মে মানুষকে নিকৃষ্ট ও ঘৃণিত করে। এ পৃথিবীতে আমরা কিছু মহৎ ব্যক্তির কথা গর্বের সঙ্গে স্মরণ করি। আবার কারো কথায় ঘৃণা ও লজ্জায় মাথা নত করি। জীবন জীবনের জন্যে, মানুষ মানুষের জন্যে, এই চিরন্তন সত্যটি যারা বিশ্বাস করেন তারাই তাদের জীবনকে উৎসর্গ করেন মানুষ জাতির সেবায় এবং তারাই অমর ও চিরজীবি হয়ে থাকেন মানুষের মধ্যে। বৈচিত্র্যময় এই পৃথিবীতে স্রষ্টার সৃষ্টির শেষ নেই। স্রষ্টা তাঁর সৃষ্টির প্রতি ভালোবাসা দেখিয়ে তাঁকে সন্তুষ্ট করতে বলেছেন। কিন্তু মানুষ বৈচিত্রময়, বিচিত্র তাদের কর্মকান্ড। কোন মানুষ নিজের জীবনকে উৎসর্গ করতে আনন্দ পান। আবার কেউ অন্যকে ধ্বংস করতে আনন্দ পায়। কর্মের ফলে কেউ হয় উৎকৃষ্ট আবার কেউ হয় নিকৃষ্ট। মন না থাকলে মানুষ হওয়া যায় না। মানুষের সেবা করতে মন বা মনুষ্যত্ব থাকতে হবে। আমি অনেক মানুষের মধ্যে যাকে খুঁজে পেয়েছি, তাঁর সম্পর্কে কিছু তথ্য উপস্থাপন করতে চাই।

সিলেটের একটি অবহেলিত গ্রামে জন্ম নিয়ে যিনি নিজের কর্মের মাধ্যমে আজ বিশ্বব্যাপি সুখ্যাতি অর্জন করেছেন, যিনি অতিঅল্প সময়েই প্রাতিষ্ঠানিক সাফল্য লাভে সক্ষম হয়েছেন, যিনি নিজের ভোগবিলাস বা আরাম আয়েশের কথা না ভেবে সমাজ সেবার জন্য ছুটে যান গরীব-দুখী ও মেহনতি মানুষের মাঝে। নিজের কষ্টার্জিত টাকা দান করেন লাঞ্চিত, অবহেলিত, নিপীড়িত দুঃখীদের মাঝে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ সমাজ সেবামূলক অনেক কর্মকান্ডে নিজের শ্রম, মেধা এবং আর্থিক সহযোগিতা করে সাহায্য করেন। অনেক ব্যস্তময় জীবনযাপনের মধ্যেও অসহায় মানুষের পাশে হাসি মুখে দাঁড়াতে আনন্দ পান। তিনি বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী দেশের বরেণ্য সমাজসেবী, সারাদেশে অসংখ্য মানব হিতৈষী প্রতিষ্ঠান, সংস্থা, সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা, দাতা ও পৃষ্ঠপোষক। শিক্ষানুরাগী, শিল্পপতি, ব্যাংকার, এবং 'দৈনিক সিলেটের ডাক'-এর সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি জনাব আলহাজ্ব রাগীব আলী।

জনাব রাগীব আলীর সমাজসেবা ও জনকল্যাণমূলক কর্মকান্ডের ইতিহাস অবিশ্বাস্য ও অতুলনীয়। আত্মপ্রচারে বিমুখ পরোপকারী এই মহৎ হৃদয়ের ব্যক্তিত্বের কীর্তির শেষ নেই। সম্প্রতি প্রায় ২৫ কোটি টাকা ব্যয় করে সিলেটে গড়ে তুলেছেন রাগীব-রাবেয়া মেডিক্যাল কলেজ। নিজের গ্রামে (কামাল বাজার, বিশ্বনাথ) চারজন ডাক্তার দিয়ে প্রতিদিন বিনামূল্যে চিকিৎসা ও ওষুধ সরবরাহের ব্যবস্থা করেছেন। তাঁর মায়ের নামে 'রাবেয়া মেটার্নিটি সেন্টার' করে মহাত্মার পরিচয় দিয়েছেন। মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণার্থে মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট সৃষ্টি করেছেন। তিনি বর্তমানে প্রায় ৩৫টি প্রতিষ্ঠানের

www.pathagar.com

স্বত্বাধিকারী এবং প্রায় ১০১টি প্রতিষ্ঠানের দাতা ও প্রতিষ্ঠাতা। নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির ভাইস চেয়ারম্যান এবং সাউথ ইষ্ট ব্যাংকের চেয়ারম্যান। মানব দরদী আলহাজ্ব রাগীব আলী সব সময়ই মুক্তহস্ত। কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা, দুঃস্থ পীড়িত এবং আর্তজনদের তিনি অকৃপণ হাতে সাহায্য করেন। তিনি সবচেয়ে বেশি স্মরণীয় হয়েছেন দেশে শিক্ষা বিস্তার ও বেকার সমস্যা দূরীকরণে তাঁর মহতি উদ্যোগের জন্য।

মুক্তিযুদ্ধে প্রশংসনীয় ভূমিকাঃ ১৯৭১ সালে প্রবাসীদের সঙ্গে দ্বারে দ্বারে ঘুরে অর্থ সংগ্রহ করে মুক্তিযুদ্ধে অর্থ যোগান দিয়ে বাঙালি জাতির কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছেন। যুদ্ধ শেষে নিজের দেশের সাধারণ গরিব-দুঃখী মানুষের কথা ভেবে জনহিতকর কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। আমরা তার প্রতিটি ক্রিয়াকলাপের জন্য সাধুবাদ জানাই।

জনাব রাগীব আলী একজন ধার্মিক লোক। তাই ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতি রয়েছে তাঁর দুর্বলতা। অগণিত মসজিদ মাদ্রাসার তিনি প্রতিষ্ঠাতা ও দাতা। তিনি ধনাঢ্যদের শীর্ষস্থানে আরোহণ করেও অতিসাধারণ পোশাকে সহজ সরল জীবন যাপন করতে ভালবাসেন। বিত্ত বৈভবের পর্বত চূড়ায় বসে থাকা এমন লোক পাওয়া বিরল। তাঁর সহধর্মিনী রাবেয়া খাতুন চৌধুরীও একেবারে সাদাসিদে জীবন যাপনে অভ্যস্ত।

জনাব রাগীব আলী সমাজ সেবা ও শিক্ষাক্ষেত্রে অবদানের জন্য বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন থেকে পদক ও সম্মানপত্র লাভ করেছেন। তিনি পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই একাধিকবার সফর করেছেন। তিনি এদেশের মানুষকে ভালোবাসেন, ভালোবাসেন এদেশের প্রতিটি সবুজ গাছপালা। তাই নিজের বিলাসিতার কথা চিন্তা না করে লন্ডন থেকে ফিরে এসেছেন এ দেশের সাধারণ মানুষের মাঝে। যেখানে রুগ্ন শিল্প দেখেন সেখানেই তাঁকে সজীব করার চেষ্টা করেন। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই তাঁর কাজের। জনাব রাগীব আলীর জাতীয় পর্যায়ে সম্মানে ভূষিত করার কথা কি কেউ ভাবছেন? তাঁর জীবদ্দশায় আমরা কি তাঁর মূল্যায়ন করতে পারব?

সাংবাদিক, প্রভাষক, গবেষক, সদস্য বাংলাদেশ জাতীয় ব্যক্তিত্ব গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা।

www.pathagar.com

চা-শিল্প ও রাগীব আলী

মুজিবুর রহমান মুজিব

চা-বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয় একটি উষ্ণ পানীয়। স্বল্প ব্যয়ে তৃষ্ণা নিবারণ এবং ক্লান্ত শরীরটাকে চনমনে করে তুলতে মাত্র এককাপ গরম চায়ের বিকল্প নাই। ইংরেজ আমলে উপমহাদেশে চায়ের আবাদ শুরু। সিলেটের পাহাড়ী টিলাভূমি এবং ভূমির বৈশিষ্ট ও এতদাঞ্চলের আবহাওয়া জলবায়ু চা-চাষের খুবই উপযোগী। ফলত ঃ বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ট-শতাধিক চা-বাগান বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলে অবস্থিত। এশিয়ার অন্যতম বৃহৎ চা বাগান 'রাজঘাট' এবং এই অঞ্চলের প্রাচীনতম চা-বাগান 'মালনীছড়ার' অবস্থান বৃহত্তর সিলেটেই।

চা, পাট, চামড়াই ছিল এককালে বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানী পণ্য। আজকের বাংলাদেশ এবং স্বাধীনতা পূর্বকালে পাকিস্তানী শাসনামলে এই তিনটি পণ্য বিদেশে রপ্তানী করে প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা আয় হত। কালের বিবর্তনে এর পরিবর্তন ঘটেছে। পাট এককালের স্বর্ণ আঁশ হলেও এখন কৃষকের গলার ফাঁস। পাটের চাষ লাটে উঠেছে এদেশে। প্রক্রিয়াজাত চামড়া রপ্তানীর ফলও এখন আশানুরূপ নয়। এই প্রেক্ষিতে বৈদেশিকমুদ্রা অর্জন এবং দেশীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে বাংলাদেশের সম্ভাবনাময় চা-শিল্প এক প্রশংসনীয় অবদান ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি পানীয় হিসেবে রোগ প্রতিরোধেও চায়ের রয়েছে উপকারিতা গুন। পত্রিকান্তরে খবরে প্রকাশ ঃ রোগ প্রতিরোধে চায়ে 'টেনিন' ও ক্যাফিন জাতীয় রাসায়নিক পদার্থ আছে। সর্বশেষ গবেষণার খবরে প্রকাশ চা-য়ে 'পলিফিনলস'-নামক এক প্রকার রাসায়নিক পদার্থ আছে। এটি টিউমার ও ক্যান্সার জাতীয় রোগের প্রতিষেধক। হৃদরোগ প্রতিরোধে চায়ের বিশেষ রাসায়নিক পদার্থ "পলিফিনলস" যথেষ্ট পরিমাণে কার্যকরী। চীনে সবুজ চা (গ্রীনটি)-এর প্রচলন খুব বেশি। চীনারা মনে করেন অধিক দুধের সংমিশ্রণে চায়ের ফ্লেভার বিনষ্ট হয়ে যায়। চায়ের স্বাদ হয়ে যায় পানসে। চীনা সমাজে এমন ধারণাও প্রচলিত আছে যে গ্রীনটি-হৃদরোগের প্রতিষেধক। পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জৈব রাসায়নিক ডাঃ জোঁ ভিনসন গবেষণা করে নিরূপন করেছেন কালো ও সবুজ চা রক্তে কলেষ্টরেল এর পরিমাণ কমাতে পারে।

www.pathagar.com

চিকিৎসা বিজ্ঞানী নহেন আজকাল সাধারণ রোগীও অবহিত আছেন রক্তে কোলেষ্টরেলের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে মানব দেহে বিভিন্ন অসুখ-বিসুখ দেখা দেয়।

চা-শিল্প বাংলাদেশের একটি সম্ভাবনাময় শিল্প। প্রাকৃতিক বিপর্যয়, শ্রমিক অসন্তোষ, দেশীয় আইন শৃংঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি এবং নিরাপত্তা-হীনতার কারণে চা-শিল্প সংকটের সম্মুখীন হলেও উৎপাদন অব্যাহত আছে। চায়ের রয়েছে আন্তর্জাতিক বিশাল বাজার। ভারত-কেনিয়ার মত দেশের সাথে প্রতিযোগিতা করে বহির্বিশ্বের বাজারে প্রতিযোগিতায় টিকে আছে বাংলাদেশ। সংশ্লিষ্ট তথ্যের সূত্র এবং পত্রিকান্তরে প্রকাশিত তথ্য মোতাবেক দেখা যায় চট্টগ্রামস্থ চা নিলাম বাজারে কোন চা অবিক্রিত নেই। চট্টগ্রামস্থ চা বাজারের রিপোর্ট মোতাবেক বিগত তিন বৎসরে চা উৎপাদন আশাব্যঞ্জক। বিগত তিন বৎসরের মধ্যে বাংলাদেশে ৯৮ সালে ৫ কোটি ৫৮ লক্ষ কেজি, ৯৯ সালে ৪ কোটি ৬২ লক্ষ কেজি, এবং ২০০০ সালে ৫ কোটি ৪২ লক্ষ কেজি চা উৎপন্ন হয়েছে। বাংলাদেশ বিগত ৯৮ সালে ২ কোটি ২৩ লক্ষ কেজি, ৯৯ সালে ১ কোটি ৫২ লক্ষ কেজি, ২০০০ সালে ১ কোটি ৮১ লক্ষ কেজি, চা বিদেশে রপ্তানী করে বিগত তিন বৎসরে আয় করেছে ৯৮ সালে ১৮১ কোটি টাকা, ৯৯ সালে ১০১ কোটি টাকা এবং ২০০০ সালে ১২০ কোটি টাকা। পরিবেশিত তথ্য মতে বিদেশে বাংলাদেশের প্যাকেটজাত চায়ের চাহিদা ও জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশ বিদেশে ৯৮ সালে ১০ লক্ষ কেজি, ৯৯ সালে ১৭ লক্ষ কেজি, ২০০০ সালে ৩০ লক্ষ কেজি প্যাকেট জাত চা বিক্রি করে প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করেছে। দেশীয় অর্থনীতি চাঙ্গা হয়েছে। অর্থনীতির ভিত মজবুত হচ্ছে।

বাংলাদেশে চায়ের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং বিদেশে প্রচুর পরিমাণ চা রপ্তানী ও বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে বাংলাদেশীয় টি-প্লান্টার শিল্পপতি-রাগীব আলী সাহেবদের অবদানই অধিক। নিজ বিভাগ সিলেটে শতাধিক চা-বাগান অবস্থিত। সেই ষাটের দশক থেকে রাজনৈতিক কারণে চা-বাগান সমূহে আনাগোনা করছি। মাঝখানে সত্তর দশকের বাড়তি পাওনা একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের অভিজ্ঞতা। চা-বাগান ও চা-শ্রমিকদেরকে কাছে থেকে দেখার সুযোগ। স্বাধীনতা উত্তর কালে চা-শ্রমিকদের মন-মানসিকতায় কিছুটা ------- পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। স্বাধীনতা পূর্বকালে মালিক- ম্যানেজমেন্টের প্রতি যেভাবে অন্ধআনুগত্য ছিল নিরক্ষর চা শ্রমিকদের, স্বাধীন বাংলাদেশে তা আর দেখা যায়নি। শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে পরিপূর্ণ শ্রেণী সচেতনতা না এলেও তাদের মন-মানসিকতার-সামন্তবাদী ধ্যান-ধারণার পরিবর্তন ঘটে। 'মালিক হামার মুনিব আছে- হামার দেওতা আছে'- চা-শ্রমিকদের এমন ধ্যান-ধারণার পরিবর্তন হয়। স্বাধীনতা উত্তর কালে মালিক শ্রমিক দ্বন্দ্বে বড়লেখা এলাকার একটি চা-বাগানে শ্রমিকদের হাতে নির্মমভাবে নিহত হন ববি সাহেব। তিনি বগুড়ার এক অভিজাত পরিবারের সন্তান। এই

www.pathagar.com

দশকে সাম্প্রতিককালে শ্রীমঙ্গল এলাকায় কতোক শ্রমিক শ্রেণীর হাতে নির্মমভাবে নিহত হন বাগান ব্যবস্থাপক ইফতেখার হাসান। আমি একজন পেশাদার আইনজীবী হিসাবে আমার জেলার সাবেক পাবলিক প্রসিকিউটার হিসেবে পেশাগত অভিজ্ঞতার আলোকে অবলোকন করেছি, করছি সম্ভাবনাময় চা-শিল্পের সমস্যা ও সংকটের কথা। স্বাধীন বাংলাদেশে চা-বাগান সমূহের মালিকানা ও প্রশাসনেও একটি মৌলিক পরিবর্তন আসে। অবাঙালি মালিকানা প্রশাসনের অবসান ঘটে। সিলেট অঞ্চলের বেশ ক'জন প্রবাসী, চা-শিল্পে পুঁজি বিনিয়োগে এগিয়ে আসেন। তাঁদের অন্যতম একজন হলেন শিল্পপতি রাগীব আলী।
সিলেটের কৃতিসন্তান রাগীব আলী পঞ্চাশের দশকে জীবন জীবিকার প্রয়োজনে আরো দশ-পাঁচজন সিলেটির মত স্বপ্নের দেশ বিলেত গমন করেন। বিলেতি মেমের পিছু ঘুরেননি। লারেলাপ্পা ও লালপানি সংস্কৃতি তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। দিবারাত্রি পরিশ্রম করেছেন। হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটেছেন। দু'হাতে অর্থ উপার্জন করেছেন। বিনিয়োগ করেছেন বাংলাদেশে। তাঁর কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রাদিয়ে তিনি স্বদেশে এসে রুগ্ন শিল্পে বিনিয়োগ করেছেন। মেধা ও শ্রম দিয়েছেন। একজন প্রকৃত শ্রমিকের মত শ্রমিকদের সঙ্গে সকাল সন্ধ্যা কাজ করেছেন। অহংকার নেই। অহংবোধ নেই। কর্মই জীবন এই নীতিতে বিশ্বাসী হয়ে কর্মবীর রাগীব আলী এখন সাফল্য ও প্রাপ্তির শীর্ষ বিন্দুতে অবস্থান করছেন। জগতের যত সুখ যত আনন্দ এখন তাঁর পায়ের তলায় লুটোপুটি খাচ্ছে। রুগ্ন শিল্প কোহিনুর কেমিকেল কোম্পানী এখন মনিমুক্তা কোহিনুর এর চাইতেও দামী। "কোহিনুর"-এর উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী এখন বাজারে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। ভারতীয় পণ্য সামগ্রীর সঙ্গে তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বীতা করে টিকে আছে, বাজারে জেকে বসে আছে 'কোহিনুর' উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী। দেশের প্রাচীনতম চাবাগান মালনীছড়াও ছিল একটি সীক্ গার্ডেন। ডেড গার্ডেন। মৃত মালনীছড়ার মালিকানা নিলেন কর্মবীর রাগীব আলী। তাঁর হাতের যাদুকরী স্পর্শে আবার প্রাণ পেল মৃত মালনীছড়া। মালনীছড়ার বাঁকে বাঁকে এখন সবুজের সমারোহ। জীবনের স্পন্দন। জীবনের জয়গান। রাজনগর চা-বাগানও এরূপ আরেকটি রুগ্ন বাগান ছিল।
এ বাগানটিও তেমনি আবার জেগে উঠেছে। রাজনগরের প্রেতপুরীতে এখন প্রাণের স্পন্দন। কারখানার চিমনিতে অনেক ধোঁয়া। ভীম কালো চা-শ্রমিকদের মুখে এখন পরিতৃপ্তির এক চিল্তে মিষ্টি হাসি। রাজনগর চা-বাগানে এখন জীবনের জয়গান। চা-শ্রমিকদের উচ্ছল পদভারে, মালিক শ্রমিক দর্শনার্থীদের কলকাকলিতে এখন মুখরিত এই পাহাড়ী জনপদ। আড়াই হাজার একর ভূমির বিশাল বাগান রাজনগর চা-বাগান। নুতন রাস্তা, পুল কালভার্ট নির্মান করা হয়েছে। পতিত জমি আবাদ করা হয়েছে। যেখানে চা-চাষ সম্ভব নয় সেখানে তৈরী করা হয়েছে রাবার বাগান। ফাঁকে ফাঁকে রাস্তার দু'পাশে আম, জাম, শাল,

www.pathagar.com

সেগুন, আকাশী, জার্মানী, কড়ই, কাঁঠালসহ বিভিন্ন প্রজাতির ফলজ-বনজ বৃক্ষরাজি। কোথাও বাঁশবাগান। রাজনগর চা-বাগানে কোথাও পতিত জমি নেই। ফ্যাক্টরীর সামনে এক চিলতে খালি জায়গায় তৈরী হয়েছে কলাবাগান। সবুজের সমারোহ ও পাখীর কল-কাকলিতে মুখরিত রাজনগর চা-বাগান। পরিত্যক্ত ভূতুড়ে বাগান রাজনগর চা-বাগানের এই বৈপ্লবিক পরিবর্তনে রাগীব আলীর ভূমিকাই মুখ্য। রাগীব আলী আজ নয়টি চা-বাগানের মালিক- অন্যতম টি-প্ল্যান্টার। তাঁর খ্যাতি দেশময়। অথচ তার মালিকানাধীন সবটি বাগানই ছিল রুগ্ন। চা-বাগানের সকল রোগ নিরাময়ে রাগীব আলীর ভূমিকা অনন্য। চা-শিল্পের উন্নয়নে তাঁর অভিজ্ঞতা অনেক সম্প্রসারিত ও সুধীনন্দিত। তিনি শুধু চা-বাগানের মালিকই নন বরং একজন চা-বিশেষজ্ঞ। আজ রাগীব আলী বাংলাদেশের একজন সফল টি-প্লান্টার হিসেবে দেশে বিদেশে পরিচিত।

রাজনীতিবিদ, আইনজীবী, সাংবাদিক। লেখক ও সম্পাদক মৌলভীবাজার দর্পণ।

www.pathagar.com

একজন ভাগ্যবানের কথা

ফোরকান আহমদ

দেশের শীর্ষস্থানীয় ধনীদের মধ্যে রাগীব আলী অন্যতম। এটাই তাঁর একমাত্র পরিচয় নয়। তিনি একজন সদালাপী, ধর্মভীরু, সর্বোপরি সমাজ হিতৈষী ও দানশীল ব্যক্তি। পেশাগত কারণে তাঁর সাথে আমার পরিচয়। সেটা খুব বেশি দিনের নয়, বলতে গেলে দু'বছরও গড়ায় নি। কিন্তু মনে হয় তাঁকে আমি অনেক দিন ধরে চিনি ও জানি।

বাংলাদেশ উন্নয়ন পরিষদ-এর মাসিক পত্রিকা প্রদ্যোতে দেশের এমন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার ছাপা হয় যারা বিভিন্ন পেশায় বিশেষ অবদান রাখছেন। প্রদ্যোত-এর জন্য সাক্ষাৎকার গ্রহণ করতে গিয়েই তাঁর সাথে আমার পরিচয়।

রাজধানীর অন্যতম আবাসিক এলাকা গুলশানে একদিন তাঁর বাসায় হাজির হলাম। তাঁর বাসার কাছেই শান্ত শীতল লেক। সবুজ গাছ পালার ফাঁক দিয়ে দেখতে ওটা খুবই ভাল লাগছিল। ওখানে বার দু'য়েক তাকিয়ে বাসায় ঢুকলাম। অতঃপর গেস্ট রুমে অপেক্ষা। নিয়মিত প্রতিমাসে একটা সাক্ষাৎকার নেয়ার দায়িত্ব আমার স্কন্ধে। ঐ মাসের পত্রিকার অন্যান্য কাজ প্রায় শেষ-শুধু সাক্ষাৎকারই বাকী। বসে বসে এসব ভাবছি। ভাববার বেশীক্ষণ সময় পেলাম না- মিনিট তিনেকের মধ্যে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত গেস্ট রুমে অত্যন্ত সাদাসিধে পোশাকের একজন লোক হাজির হন। পরনে লুঙ্গী, পায়ে চপ্পল, গায়ে গেঞ্জি। আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না-ভদ্রলোক আসলে কে। আমি যার সাক্ষাৎকার নিতে চাই তিনি কি এমনটি হতে পারেন- একজন ধনকুবের কি এভাবে সংবাদপত্রের লোকদের সামনে হাজির হবেন। না, তিনি আমাকে আর ভাবতে বেশি সময় দিলেন না। প্রথমেই বললেন- দেখুন, আমি কোনো পত্রিকায় ইন্টারভিউ দেই না। আমি একদম ফাপা বেলুনের মত চুপসে যাই- মনে হলো 'বাড়া ভাতে ছাই' দিয়েছেন। ক্ষণিক পরেই বললেন, ডঃ সাহেব যখন পাঠিয়েছেন (বাংলাদেশ উন্নয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ডঃ কাজী খলীকুজ্জামান আহমদকে তিনি ডঃ সাহেব বলে সম্বোধন করেন) তাঁর সম্মানে আমি সাক্ষাৎকার দিতে পারি। তবে সময় খুব কম। কথা সংক্ষিপ্ত করতে হবে। এবার আমি কিছুটা আশ্বস্ত হলাম। শুরু হলো কথাবার্তা, আলাপ-আলোচনা। আমার সাথে ট্যাপ রেকর্ডার। আমার ভেতরে একটা আশংকা ছিল কথা শেষ না হতেই কখন তিনি বাইরে চলে যান। টেলিফোনে বিশেষ জরুরী ছাড়া কথা বলা বন্ধ রাখলেন। সকাল দশটায় তাঁর সাথে যে নির্ধারিত প্রশ্নপত্রের ছকে কথা শুরু হলো বেলা আড়াইটা পর্যন্ত তা গড়াল। এক নাগাড়ে সাড়ে চার ঘন্টা। কথার যেন শেষ

www.pathagar.com

নেই। যত তাঁর সাথে আলাপ করছি কথার প্রসঙ্গ আরও বাড়ছে। আলাপে শ্রান্তি নেই, অস্বস্তি নেই। তিনি বলছেন তাঁর কর্মের কথা, তাঁর কর্মক্ষেত্রের কথা, কর্মের ধরনের কথা। তাঁর জীবনে কিভাবে দরিদ্রতার অভিশাপমুক্ত করে বানের জলের মত অর্থ এলো, সেই অর্থ তিনি কিভাবে কোন কোন কাজে লাগালেন, যে জীবনে তিনি জঘন্য তিক্ততা পেয়েছেন সে জীবন কিভাবে মধুময়-সুখময় হয়ে উঠলো তা তিনি অকপটে বলতে লাগলেন। কোনো রাখ-ঢাক নেই, কোনো লুকোচুরি নেই- অতি সাবলীল ভঙ্গীতে তিনি বলে চললেন। আর আমি এক মন্ত্রমুগ্ধ শ্রোতা। তাঁর কথা আমি যতো শুনি আমার ততই ভাললাগে।

১৯৫৭ সালে ভাগ্যান্বেষী রাগীব আলী স্বজনদের নিকট চেয়ে-চিন্তে শুধুমাত্র এগারোশ' টাকা বিমানভাড়া নিয়ে চলে গেলেন লন্ডনে। সেখানে তিনি জীবিকার জন্য সাধারণ বাবুর্চির সহকারি হিসেবে কাজ নিলেন। নিজ হাতে ময়লা আবর্জনা পরিস্কার করলেন। এতে বেঁচে থাকার মত অন্ন জোটাতে তাঁর কষ্ট হতো। এরপর দু'টো জায়গায় দু'বেলা হাড় ভাঙ্গা খাটুনি খেটে অর্থ জমাতে শুরু করলেন। তিলতিল করে সঞ্চিত অর্থ বিনিয়োগ করার কথা ভাবলেন। কিন্তু কোথায় তা বিনিয়োগ করবেন? বিদেশ-বিভুঁইয়ে কোন খাতে বিনিয়োগ করবেন? বেশীদিন এ নিয়ে তাঁকে ভাবতে হলো না- সময় ও সুযোগ এসে গেল, একেবারে হাতের নাগালে। তিনি তাঁর এক বন্ধুর সাথে বুদ্ধি পরামর্শ করে লয়েডস ও মিডল্যান্ড ব্যাংকের মাধ্যমে শেয়ার কিনলেন। এ কাজটি ছিল অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। যুদ্ধের কারণে তখন ওই কোম্পানীর শেয়ার কেউ কিনতে চায় না-তাঁরা শুধু লোকসান আর লোকসান দিচ্ছে। ওই শেয়ারের কথা শুনলে যেখানে মানুষ পিছিয়ে যেতো, সেখানে একটি দরিদ্র দেশের একজন খেটে খাওয়া মানুষ বিনিয়োগ করতে যাবেন কোন সাহসে। যিনি করবেন তিনি তো দুঃসাহসী। সেই দুঃসাহসিক কাজটি করলেন দূরদর্শী রাগীব আলী। শেয়ার কেনার পর দু'তিন দিন ভয়ে ভয়ে কাটালেন। কি জানি কি হয় পুরো টাকাটাই যদি টেমস নদী দিয়ে ভাসতে ভাসতে আটলান্টিক মহাসাগরে ডুবে যায় তাহলে নিকষ অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাবেন না। তবে শেয়ার কেনার পর তৃতীয় রাতের আঁধার কাটতেই সব শংকা দূর হলো। বাজারে শেয়ারের দাম হু হু করে বেড়ে যায়। রাতারাতি তিনি কোটি কোটি টাকার মালিক বনে যান। সৌভাগ্য ধরা দিতে বৃটেনে মাত্র পাঁচ বছর তাঁকে অপেক্ষা করতে হলো। হোটেলের বাবুর্চির সহকারি হিসেবে আর কাজ করতে হলো না- তিনি নিজেই হোটেলের মালিক হলেন, যে হোটেলটি লন্ডনে এখনো আছে-ওখানকার ব্যবসা এখনও রমরমা।

রাগীব আলী অকপটে বলতে লাগলেন নিজের জীবনের সিঁড়ি ডিঙাবার কথাগুলো। এটা আমার কাছে একটা ব্যতিক্রমী ঘটনা বলে মনে হলো। মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি হলো নিজের অন্ধকারাচ্ছন্ন অধ্যায়টি ঢেকে রেখে আলোকিত অধ্যায়টিকে প্রদর্শন ও আরো আলোকিত করার চেষ্টা করা। কিন্তু তিনি সেটা করলেন না।

www.pathagar.com

রাগীব আলী লন্ডন থেকে চোখ ফেরালেন দেশের দিকে। দেশের মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ করলেন। প্রতিদানে মানুষ তাঁকে সম্মান দিতে লাগলেন, শ্রদ্ধা জানালেন, ভালবাসলেন। প্রচুর অর্থের মালিক হলে অনেকে আত্মম্ভরী হয়ে ওঠে- যাদের অর্থ কম তাদের মানুষই মনে করে না, সাধারণ মানুষকে করে তুচ্ছ-তাচ্ছিল। তিনি অনেক অর্থ পেয়ে নিজের তিক্ত অতীতকে ভুললেন না-স্বজনদের ভুললেন না, ভুললেন না দেশের মানুষকে। তিনি দেশের মানুষের কল্যাণের কথা চিন্তা করলেন। দরিদ্র দেশের দরিদ্র মানুষের কল্যাণে কিভাবে কাজ করা যায়, যে দারিদ্রতার অভিশাপ থেকে তিনি সদ্য মুক্তি পেয়েছেন। তাঁর ধারণা দেশে শিক্ষিতের হার বাড়লে দরিদ্র লোকের সংখ্যা কমবে। এজন্য তিনি দেশে প্রতিষ্ঠা করেন প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়। সব মিলিয়ে এর সংখ্যা হবে অর্ধ শতাধিক। এ প্রতিষ্ঠানগুলো শুধুমাত্র দেশের একটি মাত্র এলাকায় সীমাবদ্ধ নয়, যা ছড়িয়ে ছিঁটিয়ে আছে দেশের বিভিন্ন স্থানে। তিনি প্রায় অর্ধ শতাধিক মসজিদ এবং মাদ্রাসাও প্রতিষ্ঠা করেন।

বিনামূল্যে তিনি তাঁর এলাকায় চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছেন। ঢাকা ও সিলেটে নিজস্ব উদ্যোগে হাসপাতাল নির্মাণ করেছেন। শুধু কি তাই, তিনি ভবিষ্যতে দেশে চিকিৎসা সেবা সব মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠা করছেন যেখান থেকে পাস করা ডাক্তাররা চিকিৎসা সেবা পৌঁছে দিবেন মানুষের দ্বারে দ্বারে। পাড়া গাঁয়ের মানুষে চিকিৎসায় হাতুড়ে ডাক্তার আর ওজা বৈদ্যের ওপর নির্ভরতা কমাবার একটা প্রয়াস মাত্র।

তিনি সিলেটে চা-বাগানও কিনেন এবং সেগুলো এমন সুন্দরভাবে পরিচর্যা করলেন যা তাঁর সুনাম বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। এগুলো রক্ষণাবেক্ষণে তাঁর দক্ষতার পরিচয় মিলে। তিনি শ্রমিকদের কল্যাণেও কাজ করছেন। তিনি তাদের জন্য বাসগৃহের ব্যবস্থা করেন।

শুধু কি শ্রমিকদের জন্য বাসগৃহ! না, তিনি দেশের অগণিত গৃহহীন মানুষের কল্যাণে অনেকের জন্য আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেন। তিনি তাঁর এলাকায় কুঁড়েঘরের অস্তিত্ব রাখলেন না। প্রতিটি অসচ্ছল পরিবারকে টিনের ঘর নির্মাণ করে দেন যেখানে তাঁরা নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারেন, সুন্দর পৃথিবীতে নিজ গৃহে একটু সুখ অনুভব করতে পারেন। যে বাড়ি, যে গ্রাম, যে ইউনিয়ন, থানা কিংবা জেলা তাঁকে পৃথিবীর আলো বাতাস দিয়ে সুন্দরভাবে, সুস্থভাবে বাঁচিয়ে রেখেছে, সেখানে অন্যের কল্যাণে কাজ করতে পেরে আনন্দ অনুভব করেন। দেশের অন্যান্য স্থানেও তিনি বিভিন্নভাবে মানুষের কল্যাণে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। দেশের সকল বিত্তবান ব্যক্তিবর্গ যদি মানব কল্যাণে তাদের হাত প্রসারিত করেন তাহলে আমাদের দেশে দারিদ্র্য দূরীকরণে অনেক অগ্রগতি হবে। ছিন্নমূল ও ভাসমান মানুষের সংখ্যা কিছুটা হলেও কমবে।

রাগীব আলী একজন সফল উদ্যোক্তা। সিলেটে বিলাসবহুল হোটেল আছে, আছে অত্যাধুনিক সুপার মার্কেট। তিনি অনেক ব্যবসার সাথে জড়িত। তিনি দেশে ব্যবসা

www.pathagar.com

বাণিজ্যের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য দু'টি বেসরকারী ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে তিনি সাউথ ইস্ট ব্যাংকের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি দেশের বেশ কয়েকটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত। তিনি যখন যে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় হাত দিয়েছেন সেখানে তিনি সফল হয়েছেন। যে কোনো ব্যবসায়ে সফল হতে তিনি ধৈর্য্যের পরীক্ষা দেন। তিনি মনে করেন ফল পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে হয়।

সময়ের সাথে সাথে রাগীব আলীর বয়স অবশ্যম্ভাবীভাবে বেড়েছে। এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে তিনি বৃদ্ধ অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারিদের অসুবিধাগুলো অনুধাবন করতে পেরেছেন। তাই তিনি বৃদ্ধ ও অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারিদের জন্য সীমিত পর্যায়ে কিছু কল্যাণমূলক কাজ করছেন। নানা রকম কর্মকান্ডের মাধ্যমে তিনি তাদের অর্থনৈতিক সমস্যা লাঘবেও চেষ্টা করছেন।

তাঁর সাথে সর্বশেষ কথা হলো দেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে। একাত্তরে তিনি দেশে ছিলেন না- ছিলেন লন্ডনে। ফলে প্রত্যক্ষ সমরে তিনি অংশগ্রহণ করতে পারেন নি। কিন্তু দেশের কথা, দেশের মানুষের কথা তিনি ভুলতে পারেন নি। দেশের ওই দুর্দিনে একটা কিছু করার জন্য তিনি ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। ব্রিটেনে প্রবাসী বাঙালিদের মধ্যে জনমত তৈরিতে যারা সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন তাদের মধ্যে তিনিও একজন। ব্রিটেন তখনও বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেয়নি। কিন্তু তাঁরা ছিল আমাদের স্বাধীনতার সমর্থক। ব্রিটেন বিভিন্নভাবে আমাদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করেছে। সে সময়ে ওখানে বাংলাদেশের একটি মিশন কাজ করছিল। ওই মিশনটির তখন আর্থিক সমস্যা ছিল। তিনি মিশনের জন্য টাইপ রাইটার মেশিন ক্রয় করে দেন এবং অন্যান্য কাজে আর্থিক সহযোগিতা করেন। স্বাধীনতার পর তিনি দেশের ফিরে আসেন এবং দেশের পুনর্গঠনে ব্যক্তিগতভাবে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে হাত দেন।

রাগীব আলী একজন সাহিত্যানুরাগী। অবসর সময়ে তিনি দেশের বিখ্যাত লেখকদের উপন্যাস, গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধ পড়েন। তরুণ লেখকদের লেখাও পড়েন। তিনি কবিতাও লিখেন। কথার ফাঁকে ফাঁকে সেই পয়ারবদ্ধ কবিতাগুলো আওড়াতে থাকেন। দেশী বিদেশী কবিদের কবিতার চরণ উদ্ধৃতিও দিয়ে থাকেন। তিনি জাতীয় কবিতা পরিষদের পৃষ্ঠপোষক। তাঁর আর্থিক সহায়তায় কয়েকজন অসচ্ছল লেখকদের বেশ কিছু বই প্রকাশিত হয়েছে।

অর্থের প্রাচুর্যের জন্য অনেকেই ধর্মীয় বিধি-বিধানের তোয়াক্কা করেন না। তা ছাড়া পার্থিব কাজের ভিড়ে অনেকেই আছেন যারা ধর্মীয় বিধি-বিধান পালনে শৈথিল্য প্রদর্শন করেন। রাগীব আলী সে দলের নন। প্রচুর বিত্ত-বৈভবের অধিকারী হয়েও তিনি একজন ধর্মপ্রাণ মুসলমান, ধর্মীয় বিধি-বিধান নিয়মিত পালন করেন। তিনি বহুবার পবিত্র হজ্জব্রতও পালন করেন। ধর্মীয় বিধি-বিধান পালনের জন্য তিনি বিভিন্ন পুস্তক-পুস্তিকা প্রচারে নানাভাবে সাহায্য সহযোগিতা করছেন।

www.pathagar.com

তাঁর বিশাল ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের দেখাশুনা তিনি নিজেই করেন। এখনও তিনি নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। কাজে তাঁর ক্লান্তি নেই। কাজের মধ্যে ডুবে থাকতে তিনি ভালবাসেন। তিনি নিজের উন্নয়নের জন্য কাজ করছেন, দেশের উন্নয়নের জন্য কাজ করছেন, মানুষের উন্নয়নে কাজ করছেন। মানুষের জন্য কাজ করতে পেরে তিনি আনন্দ পান। তিনি একজন বিদ্যোৎসাহী ও দানশীল ব্যক্তি। মানুষের সেবা করতে পেরেছেন এবং পারছেন এতে তিনি তৃপ্ত ও আনন্দিত।

ফেলো, বাংলাদেশ উন্নয়ন পরিষদ।

www.pathagar.com

দু'টি কথা ঃ রাগীব আলী

ডা. মোঃ হাবিবুর রহমান

জনবহুল দারিদ্র্যপীড়িত অথচ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি এদেশের ভাগ্যাকাশ যেন সব সময়ই মেঘে ঢাকা। ঔপনিবেশিক শাসন, পরাধীনতার শৃঙ্খল কিংবা বর্গীদের হানা না থাকলেও কি যেন সব সময়ই আমাদের সামনে চলার পথকে দুই হাতে আগলে রাখে। শুধু ভাগ্যকে দায়ী করে কপালে হাত দিয়ে বসে থাকার মানসিকতা তাই ক্রমান্বয়ে গ্রাস করছে সমাজের বিরাট অংশকে। প্রকৃত সাহসী এবং দৃঢ়চিত্ত কর্মী মানুষের অভাব তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। মানব কল্যাণে কাজ করার পরিবর্তে, লোক দেখানো তথাকথিত সমাজকর্মী সেজে নিজের আখের গোছানো এবং পরোক্ষভাবে সরল মানুষদের শোষণের প্রক্রিয়ায় অনেকেই যখন প্রতিযোগিতায় লিপ্ত তখন রাগীব আলী সাহেব এক নীরব কর্মী হিসেবে আপন মহিমায় উদ্ভাসিত। শুধু দান-দক্ষিণার মাপকাঠিতে কিংবা শিল্পায়নে অবদানের বিশেষ পরিসরে তাঁর কর্ম পরিধিকে বিশ্লেষণ করলে অনেক কিছুই তাঁর সম্পর্কে অজানা থেকে যাবে। যারা এই মানুষটিকে খুব কাছাকাছি থেকে উপলব্ধি করার সুযোগ পেয়েছেন তাঁরা হয়তো আমার সঙ্গে একমত না হয়ে পারবেন না যে তিনি একজন অত্যন্ত দূরদর্শী এবং প্রজ্ঞাবান সেনানী। যিনি রাজদন্ড কিংবা ক্ষমতার ভোগবিলাসের কাজে লিপ্ত গোষ্ঠীকে তোয়াক্কা না' করে নীরবে সমাজ বিপ্লবের মহান সংগ্রামের প্রথম সারির একজন সমরনায়ক। মানুষ যেখান থেকে পিছিয়ে গেছে তিনিই সেখানে সাহসী হাল ধরেছেন। রুগ্ন চা-শিল্পকে বাঁচিয়ে তুলে যে সম্ভাবনার উদাহরণ মানুষের সামনে তুলে ধরেছিলেন তাঁরই পরম্পরায় আজ জীবনসায়াহ্নে এসেও তিনি নতুন নতুন প্রজেক্ট সাফল্যের সঙ্গে একটার পর একটায় হাত দিয়ে চলেছেন। আমি নিজে একজন চিকিৎসক হিসেবে উপলব্ধি করতে পারি রোগীর চিকিৎসা করার চেয়ে চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করে চালানো এবং এটিকেও একটি মডেল প্রতিষ্ঠান হিসেবে দাঁড় করাতে কতোটুকু প্রজ্ঞা এবং সৎসাহসের প্রয়োজন পড়ে। সকল বাধা বিপত্তিকে অতিক্রম করে তিনি জালালাবাদ রাগীব-রাবেয়া মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার কাজে হাত দেন। প্রতিষ্ঠার সফল সমাপ্তি দেখে অনেকেই হয়তো ঈর্ষার চোখে অনেক ভাবেই তাঁকে মূল্যায়ন করবেন। কিন্তু দোহাই, এই দৃষ্টান্তকে সামনে রেখে নিজেদের নিয়ে ভাবুন। কি করেছেন কিংবা কি করতে পারতেন। তাহলেই হয়তো কিছুটা হিসেব মিলবে।

www.pathagar.com

এই মেডিকেল কলেজটিকে নিয়ে তিনি অনেক স্বপ্ন রচনা করেছেন। একদিন হয়তো মানুষ বিদেশমুখী না হয়ে সঠিক এবং উন্নত চিকিৎসার জন্য এখানেই ভীড় জমাবে। এ স্বপ্ন অচিরেই সাফল্যের মুখ দেখবে, সিলেট বিভাগবাসীদের মতো সবারই এটা ঐকান্তিক কামনা।

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ঃ স্যার সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজ ও মিটফোর্ড হাসপাতাল, ঢাকা।

www.pathagar.com

মানুষকে ভালবাসতে যাঁর জীবন

মুহাম্মদ আব্দুস সাত্তার

এক সাহসী মানুষের প্রতিকৃতি আঁকতে আমার এই প্রয়াস। কেমন এক ঘোর লাগা এই সমাজে সবচেয়ে বড় অভাব সাহসী মানুষের। আমরা সবাই বেঁচে আছি গড়পড়তা মানুষ হয়ে। আমাদের স্বপ্ন আছে, কিন্তু স্বপ্ন বাস্তবায়নের সামর্থ নেই। আমাদের প্রত্যাশা আছে। কিন্তু তা কাজে রূপান্তরের উদ্যম নেই। আমরা অনেক কিছু করব ভাবি, কিন্তু ভাবনাকে কাজে লাগানোর জন্য যে সাহস দরকার, তাঁর বড় ঘাটতি আছে আমাদের মাঝে।

আমাদের এই গড়পড়তা মানুষজনের মাঝে যিনি সাহস নিয়ে ভাস্বর হয়ে উঠতে পারেন, যাঁর আছে উদ্যম, আছে সামর্থ তিনি সকলের অহংকার হয়ে ওঠেন, সকলের শ্রদ্ধা কুড়ান, হয়ে ওঠেন এক অনুপম অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব।

এত ভূমিকা যাঁকে নিয়ে, সিলেটের সর্বস্তরের মানুষের অতি পরিচিত জন তিনি। এবং বলা যায় গোটা বাংলাদেশের মানুষের হৃদয়ের কাছাকাছি এক কীর্তিমান পুরুষ। সাধারণ মানুষের নিঃস্বার্থ ভালবাসায় আপ্লুত হওয়ার সৌভাগ্য এ যুগে খুব কম মানুষেরই হয়। সেই বিরল সৌভাগ্যবানদের একজন, নাম যার রাগীব আলী। রাগীব আলী এক ব্যতিক্রমী পুরুষের প্রতিচ্ছবি। ব্যতিক্রমী সকল অর্থেই। ছেষট্টি বছর বয়সেও তাঁর কর্মোদ্যম, তাঁর প্রাণবন্ততা, তীক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তি এবং সহজাত প্রজ্ঞা অপার বিস্ময়ের বিষয়। তাঁর সকল পরিচয় ছাপিয়ে উঠেছে 'দানবীর' পরিচিতি। বৈষয়িক বিষয়-বুদ্ধির জয়জয়কার যে সমাজে, সেখানে 'দানবীর' হতে পারার সুযোগ এক অসাধারণ অর্জন। সাহসী রাগীব আলী সেই অভিধায় ভূষিত হতে পেরেছেন সাধারণ মানুষের কাছ থেকে যেমন, তেমনি সকল প্রাজ্ঞজনের কাছ থেকেও।

এখানেই খুঁজে পাওয়া যায় তাঁর সাহসী পুরুষ হয়ে ওঠার প্রেক্ষাপটটি। এই সমাজে একটি বৃক্ষচারা, দু'টি শীতবস্ত্র আর তিনটি চক-ডাস্টার বিতরণের ব্যবস্থা করলেই যখন সমাজসেবীর অভিধান জুটিয়ে নেওয়া যায় তখন লাখ লাখ টাকা খরচ করে স্কুল-কলেজ, মাদ্রাসা শুধু নয়, মেডিক্যাল কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মত উদ্যোগ নেয়া এবং তাতে পরিপূর্ণ সাফল্য অর্জনের লক্ষ্যে এগিয়ে আসা কি অসামান্য সাহসের পরিচায়ক নয়? সেই সাথে তা এক অনুপম দরদী মনের পরিচয় বলেও আমি নির্দ্বিধায় বিশ্বাস করি। দীর্ঘ এক যুগের মত সময় আমি এই কীর্তিমান পুরুষকে ঘনিষ্ঠভাবে দেখার সুযোগ পেয়েছি। বহু অনুষ্ঠানে একসাথে অংশ নিয়েছি আমরা, অনেক নিভৃত আলাপেও সামিল হওয়ার সুযোগ পেয়েছি। অনেক সংকট-

www.pathagar.com

প্রতিকূলতার মাঝেও কাছ থেকে তাঁর কার্যক্রম দেখার সৌভাগ্য হয়েছে আমার। সকল সময়ে আমি বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করেছি, এক অসাধারণ দৃঢ়চেতা সাহসী মানুষকে, যাঁর জানা আছে, তাঁর লক্ষ্য কি এবং কি করে সেই লক্ষ্যে তিনি পৌঁছবেন। কোন প্রতিকূলতাই তাঁকে দমিত করে না, আমি অন্তত কোনদিন তা অনুভব করিনি। এখনকার গড়পড়তা মানুষ যে নির্জীব জীবনকে অনিবার্য নিয়তি মনে করে থাকেন, রাগীব আলী নিঃসন্দেহে তাঁদের জন্য এক অনুকরণীয় আদর্শ। কি ভাবে সেই অনিবার্য নিয়তি ভেঙ্গে গড়তে হয় নতুন জীবন।
অফুরন্ত তাঁর প্রাণশক্তি এবং সকলের মাঝে তিনি তাঁর প্রতিচ্ছবি দেখতে একান্ত উদগ্রীবও। আমি লক্ষ্য করেছি, ঢিলেঢালা প্রকৃতির লোকদের মানিয়ে নিতে তাঁর অসুবিধা হয়। তাই অনেকের দৃষ্টিতেই, অনেকটা আগ্রাসীভাবেই তিনি প্রাণশক্তি সঞ্চারিত করতে চান। যাঁরা তাঁর সাথে তাল মেলাতে সক্ষম হন, তাদের ক্ষতি কিছু হয় বলে আমি মনে করি না, পৃথিবীর চিরন্তন নিয়মই তো 'সারভাইভ্যাল অব দি ফিটেস্ট।'

কাছ থেকে যাঁরা এই অসাধারণ কৃতি পুরুষকে প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পেয়েছেন, তাঁরা হয়তো তাঁর এসব দুর্লভ গুণাবলী অনেকটাই উপলব্ধি করতে পেরেছেন, সে সুযোগ যাঁদের হয়নি, তাঁরা তা পারেন নি। তবে দানবীর রাগীব আলীর কথা জানেন না, এমন কাউকে এখন খুঁজে পাওয়া যাবে না বলে আমি নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করি। তাঁর মহৎ, বিরাট এবং অনুপম অনেক-অনেক দানের কথা জানেন প্রায় সকলে। কিন্তু অনেকেই জানেন না এমন সব নিভৃত্ত, নিরুচ্চারিত দানের কথা, যা তাঁর সংবেদনশীল, গভীর আবেগে পরিপূর্ণ মনের পরিচয় বহন করে, যার অস্তিত্ব অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মত।

এমনি একটি নিভৃত দানশীলতার কথা এখানে তুলে ধরতে চাই। বছর তিনেক আগে অসহায় এক কিশোরী ভয়ঙ্কর এক দুর্ঘটনার শিকার হয়। নুন আনতে পান্তা ফুরোয়-এমন এক পরিবারের এই মেয়েটি কাজ করতো একটি কারখানায়। একদিন অসাবধানতাবশত কারখানার মেশিনে জড়িয়ে যায় তাঁর মাথার চুল এবং তাৎক্ষণিকভাবে সব চুল যন্ত্রের টানে উপড়ে পড়ে। ভয়ঙ্কর এই দুর্ঘটনার পর তাঁকে দ্রুত নেওয়া হয় সিলেট ওসমানী হাসপাতালে, এমন তাঁর অবস্থা যে, বাঁচার আশা ছিল না। মেয়েটির মা-বাবা নেই। দাদীর সাথেই তার সংসার। কোনদিন খাওয়া জোটে, কোন দিন জোটে না। এ অবস্থায় কিশোরিটির চিকিৎসার জন্য যে বিপুল টাকার প্রয়োজন, কে তার যোগান দেবে? তাদের এমন ভয়ঙ্কর বিপদের দিনের কথা তুলে ধরে আমরা দৈনিক সিলেটের ডাক-এ একটি সংবাদ প্রকাশ করলাম। তাঁর চিকিৎসার জন্য অর্থ সহায়তা প্রদানের আবেদনও ছিল তাতে। আমার এখনও মনে আছে, এই খবরের শিরোনাম আমি দিয়েছিলামঃ 'কোথাও কেউ কি আছেন?'

যে দিন সিলেটের ডাক-এ খবরটি প্রকাশিত হল, সেদিন সন্ধ্যায় আমি অফিসে আসার পর রাগীব আলী সাহেবের ফোন পেলাম। তিনি জানালেনঃ সকালবেলা

www.pathagar.com

পত্রিকায় খবরটি পড়ে তিনি খালাম্মাকে (তাঁর সহধর্মিনী, বিশিষ্ট সমাজসেবিকা বেগম রাবেয়া খাতুন চৌধুরী) সাথে নিয়ে হাসপাতালে গিয়েছিলেন। হাসপাতাল পরিচালকের কাছে তিনি নগদ পঁচিশ হাজার টাকা দিয়ে এসেছেন, যাতে মেয়েটির সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। যদি প্রয়োজন হয়, তাহলে তিনি আরও অর্থ সাহায্য দেবেন, একথাও বলে এসেছেন। এরপর তিনি আমাকে বললেন, এরকম অসহায়, দুঃস্থ মানুষের জরুরী অর্থ সাহায্যের প্রয়োজন সম্পর্কে জানতে পারলে আমি যেন তাঁকে তৎক্ষণাৎ জানাই।

অসহায়ের প্রতি এমন দরদ, মানবতার সেবায় এমন ঐকান্তিকতা, সর্বোপরি মানুষের প্রতি এমন সহমর্মিতা আমাকে আপ্লুত করে তুলেছিল। আমার মনে হয়েছিল, এই দরদ, এই সহমর্মিতা আমাদের এই দুঃখী সমাজ থেকে এখনও সম্পূর্ণরূপে অপসৃত হয়ে যায়নি বলেই এ সমাজ এখনও টিকে আছে, সকল অবক্ষয় সত্ত্বেও।

আর এ কারণেই রাগীব আলীর মত ব্যক্তিত্বদের কাছে আমাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত মনে করি। স্বার্থপরতা, নীচতা, ক্ষুদ্রতা এবং হীনমন্যতা যখন আমাদের প্রতিদিনকার জীবন যাপনকে কালিমালিপ্ত করে রেখেছে, তখন তার মাঝেই সুবাতাসের ছোঁয়া দিয়ে যান তাঁরা। সজীব করে তোলেন সমাজের মন-মানস, আশাবাদি হতে সাহস যোগান আর প্রেরণা যোগান মানুষকে ভালবাসতে।
মানুষকে ভালবাসতে পারার মত মহৎ গুণ মানুষের সমাজে আর কিছু হতে পারে বলে আমি মনে করি না। এই ভালবাসায় আপ্লুত জন সমাজের বাতিঘর, তিনি সকলকে পথ দেখান, সকলের ভরসার স্থল। রাগীব আলী তেমনি একজন, মানুষকে ভালবাসতে যাঁর জীবন, মানুষের ভালবাসার মধ্যেই যিনি বেঁচে রইবেন অনন্তকাল।

নির্বাহী সম্পাদক, দৈনিক সিলেটের ডাক ও সাবেক সাধারণ সম্পাদক, সিলেট প্রেসক্লাব।

www.pathagar.com

আমার দেখা রাগীব আলী

মুস্তাফা জামান আব্বাসী

আল্লাহতায়ালা রাগীব আলীকে দু'টি নেয়ামত একই সঙ্গে দান করেছেন। তিনি একাধারে ধনী ও বিনয়ী। সাদাসিধে সরল স্বভাবের এই সজ্জন ব্যক্তির সঙ্গে প্রথম পরিচয়েই আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। তাঁর বিপুল কর্মমুখর জীবনের সবকিছুর সঙ্গে আমি যুক্ত নই, তবে একবার তাঁর বাসায় গিয়েছিলাম সস্ত্রীক। এই ক্ষণটির স্মৃতি এখনো অমলিন। তখন আমি বাংলাদেশের রোটারী গবর্নর হিসেবে দায়িত্ব নেবার প্রস্তুতি নিচ্ছি। রোটারীর জন্যে একটি ডিস্ট্রিক্ট ডাইরেক্টরি বের করার জন্যে তিনি অম্লান বদনে পঁচিশ হাজার টাকার একটি চেক লিখে দিলেন, কোনো বাড়তি কথা নেই, কোনো অহঙ্কার নেই। অনেক নাশতা আর ফল আমাদের খেতে দিলেন। আমার স্ত্রী সিলেটের, সেই সুবাদে আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, আপনি দেশের স্বনামধন্য শিল্পী, তাঁর চেয়ে বড়ো পরিচয় আপনি সিলেটের জামাই। সত্যি সিলেটের অসংখ্য মানুষ, তা সিলেটের হোক, লন্ডনের হোক, আমেরিকার হোক, আমাকে যখন জামাই বলে জড়িয়ে ধরেন এতে আমার খুব আনন্দ লাগে। তাই রাগীব আলী আমার শ্বশুর বাড়ির আত্মীয় হলেন সেই দিন থেকে। পরে রোটারীর কাজ করতে গিয়ে তাঁর বিশাল কর্মকান্ডের পরিচয় পাই। ডিস্ট্রিক্ট গবর্নরের মাসিকপত্রে আমি রাগীব আলীর ছবি ছাপাই এবং লিখি।

'অহঙ্কারীকে আল্লাহ বেহেশতে প্রবেশাধিকার দেবেন না। প্রচুর ধনসম্পত্তি থাকার পরে যে মানুষ তাঁর সমস্ত অহঙ্কার বিসর্জন দিতে পেরেছে, সেই সফলতা অর্জন করবে এই পৃথিবীতে। তাঁর স্ত্রীও খুবই সরল ও মানুষের সেবায় নিবেদিতা।'

পৃথিবীতে আমরা ক্ষণিকের অতিথি। পানির বিন্দুতে সৃষ্টি, ধুলায় হব রিক্ত। সমৃদ্ধ অহঙ্কারতে, নফসকে সম্পূর্ণরূপে জলাঞ্জলি দেবার প্রস্তুতি সারা জীবনের। রাগীব আলীকে আমার মনে হয়েছে নিরহঙ্কার একজন অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব।

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন লোকসঙ্গীত শিল্পী ও রোটারিয়ান।

www.pathagar.com

স্মৃতির অন্তরালে

আলাউদ্দিন আহমেদ

মানুষ মানুষের জন্য তাঁর নিঃস্বার্থ সৃষ্টিকর্মের দ্বারাই অমর হয়ে থাকে পৃথিবীতে। যুক্তি তর্কের ঊর্ধ্বে তাঁর স্থান এক অসাধারণ শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি হিসেবে গণ্য হয় সবার কাছে। এমনি এক অসাধারণ ব্যক্তির নাম মানুষের মুখে-মুখে ও পত্রপত্রিকায় দেখা যায়। কোথাও তিনি শিল্পপতি, কোথাও সমাজসেবক, বিদ্যানুরাগী, ধর্মপরায়ণ বিভিন্ন বিশেষণে আখ্যায়িত। তিনিই সিলেটের কৃতি সন্তান জনাব রাগীব আলী। যিনি দেশের ও দশের জন্য অসংখ্য জনসেবামূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। তাঁর এই সকল কর্মকান্ড স্বচক্ষে দেখার জন্য একদিন আমি সিলেটের মালনীছড়া চা-বাগানের বাংলোতে গিয়ে উঠি সপরিবারে। তিনি তখন সেখানে অবস্থান করছিলেন। আমার আগমনের উদ্দেশ্য জানালে, তিনি খুশি হয়ে সস্নেহে কাছে বসিয়ে তাঁর কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিলেন এবং সঙ্গে নিয়ে অতি কর্মব্যস্ততার মধ্যেও চা-বাগান, হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ, স্কুল, মসজিদ, মাদ্রাসা, গ্রামীণ চিকিৎসালয়, রাস্তা কালভার্ট, ব্রিজ ইত্যাদি তাঁর জনসেবামূলক কর্মকান্ডের কিছু দেখালেন। মুগ্ধ হলাম তাঁর ধৈর্য, আন্তরিকতা, দেশপ্রেমবোধ ও জনসেবামূলক কর্মকান্ড দেখে। প্রচন্ড আত্মবিশ্বাস কর্মঠ ও ধর্মপরায়ণ এই মানুষটির কর্মকান্ড দেখে স্তম্ভিত হতে হয়। গাছ শূন্য সাতটি চা-বাগানে তিনি লক্ষ লক্ষ গাছ লাগিয়ে পরিবেশের ভারসাম্য সুগম করেছেন। প্রতিটি গাছকে তিনি সন্তানের মতো লালন করেন। চা-বাগান পরিদর্শনকালে বারবার জীপ থেকে নেমে নিজ হাতে গাছের পরিচর্যা করতে দেখেছি। গাছের অযত্ন নজরে পড়লে শ্রমিকদের শাসন করতে দেখেছি। আবার তাঁরই তৈরি হাজার হাজার কাঁঠাল গাছে প্রচুর কাঁঠাল শ্রমিকদের মধ্যে বিলিয়ে দিতেও দেখেছি। 'শাসন করা তাঁরই সাজে সোহাগ করে যে' এই প্রবাদটি তাঁর জন্যই প্রযোজ্য।

এখানে উল্লেখ্য যে, প্রায় ছয় বছর আগে একদিন তাঁর গুলশানের বাড়িতে গিয়ে দেখি হাজার হাজার কাঁঠাল বীজ সংগ্রহ করে ছোট পলিথিন প্যাকেটে বীজ তলা বানিয়েছেন। জিজ্ঞাসা করলাম এগুলো কি হবে? উত্তরে বললেন, চা-বাগানের ফাঁকা জায়গায় লাগানো হবে। কাঁঠাল হলে মানুষ ও পশু পাখি খাবে। মনে মনে ভাবছিলাম বড়লোকের খেয়াল আর কি। কিন্তু চা-বাগানে গিয়ে আমার সেই ভুল ভাঙল। অসংখ্য কাঁঠাল গাছ আজ ফল দিচ্ছে। পশুপাখি, মানুষ কাঁঠাল খেয়ে খেয়ে তৃপ্তি পাচ্ছে। জনাব রাগীব আলী সাহেবের সেই ভবিষ্যৎবাণী বাস্তবে রূপ নিয়েছে। আশ্চর্য এই মানুষটির ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা ও অক্লান্ত পরিশ্রম আমাকে হতবাক করেছে। জালালাবাদ রাগীব-রাবেয়া মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল ঘুরে ঘুরে দেখলাম,

www.pathagar.com

বহু অর্থ ব্যয়ে প্রতিষ্ঠিত এই প্রতিষ্ঠানটি দেখে বিমোহিত হলাম। নতুন নতুন ডাক্তার তৈরি হচ্ছে। অনেক রোগী সুচিকিৎসা পেয়ে শান্তি পাচ্ছে। গরিবরোগিদের বিনা পয়সায় চিকিৎসার ব্যবস্থাও রয়েছে।

দীর্ঘদিনের সাধনা ও প্রচন্ড ত্যাগের ফলেই এই বিশাল প্রতিষ্ঠান করা সম্ভব হয়েছে। যুগ যুগ ধরে মানুষ এর ফল ভোগ করতে থাকবে। শহর থেকে তাঁর পৈতৃক বাড়ি তালিবপুর গ্রামে যেতে নদী পারাপারের কোন ব্যবস্থা না থাকায় মানুষকে বড়ই কষ্টভোগ করতে হতো। রাগীব আলী সাহেব নিজ অর্থ ব্যয়ে ঐ নদীর উপর বিরাট ব্রীজ তৈরি করে দিয়েছেন। ব্রীজটি উদ্বোধন করেন তাঁরই সহধর্মিনী মিসেস রাবেয়া খাতুন চৌধুরী। উল্লেখ্য যে, তিনিই ছিলেন এর উদ্যোক্তা। স্বামীর প্রতিটি জনহিতকর কাজের তিনিই অনুপ্রেরণা ও শক্তির উৎস। এরকম একজন মহৎ হৃদয়ের মানুষ না পেলে রাগীব আলী সাহেবের পক্ষে এতোটা করা সম্ভব হত না। তাই কবি বলেছেন-

‘পৃথিবীতে যা কিছু মহান সৃষ্টি চিরকল্যাণকর
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর।’

পৈতৃক বাড়িতে গ্রামের গরীব মানুষদের জন্য মাতৃসদন, গ্রামীণ চিকিৎসালয়, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় তৈরি করে দিয়েছেন। আমাদের আকস্মিক গ্রাম পরিদর্শনের সময় রাগীব আলী সাহেব এসেছেন শুনে বহুলোক তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে এসেছে দেখে অভিভূত হলাম। গ্রামের মানুষ তাঁকে বড়ই ভালবাসে।

গ্রাম থেকে ফেরার পথে শহরে বৃদ্ধ মাতাকে দেখতে এলেন, তাঁর মায়ের চলাফেরার শক্তি নেই তবুও ১০৫ বছর বয়সের চাপে অতি কষ্টে কিছু কিছু মানুষকে আর্থিক সাহায্য করার নির্দেশ দিলেন ছেলেকে। কিন্তু নিজের জন্য কিছুই নিলেন না। বুঝতে আর বাকি রইলো না যে, রাগীব আলী সাহেব কোথা থেকে এই গুণ পেয়েছেন। মায়ের কাছেই তিনি এই মহৎ শিক্ষা পেয়েছেন। গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে বাংলোতে ফিরে এলাম।

দান করা যার অভ্যাস সে দান না করে থাকতে পারে না। মানুষের সেবা করতে করতে তিনি এমন এক পর্যায়ে পৌঁছান তখন সেটা নেশায় পরিণত হয়। সেবা না করলে তিনি শান্তি পান না। তখনই তিনি সাধারণ মানুষের গন্ডি পেরিয়ে এক অসাধারণ মানুষ হয়ে যান। রাগীব আলী সাহেব কেবল নিজ এলাকায় নয়, দেশের বিভিন্ন এলাকায় প্রায় দুই শতাধিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে শরিক হয়েছেন। কুষ্টিয়া জেলা সমিতির ঢাকা অফিসের জনসেবামূলক কাজ দেখে এক বিরাট অংকের অনুদান দিয়ে যান। রাগীব আলী সাহেব এখন আর কোন ব্যক্তি নন, তিনি একটা প্রতিষ্ঠান। বহু শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রচুর অর্থ সম্পদের মালিক অতিসাধারণ মানুষ থেকে পরিণত এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব।

সংসার জীবনে তিনি এক ছেলে ও এক কন্যার পিতা। পুত্র আব্দুল হাই পরিচালক হিসেবে বাবার শিল্প প্রতিষ্ঠান দেখাশোনা করেন। কন্যা রেজিনা কাদের বিলেতে

www.pathagar.com

জামাইয়ের সঙ্গে থাকেন। পুত্রতুল্য দেওয়ান মোস্তাক মজিদ সার্বক্ষণিক তাঁর সকল ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসহ যাবতীয় জনসেবামূলক কাজের তদারকি করেন। সকলেই তাঁর এই মহৎ কাজের অনুপ্রেরণা দিয়ে থাকেন। আমি এই পরিবারের সকলের দীর্ঘজীবন সুখ ও সমৃদ্ধি কামনা করছি।

আয়কর উপদেষ্টা, লেখক, সমাজসেবক, কুষ্টিয়া।

www.pathagar.com

রাগীব আলী এক ব্যতিক্রমধর্মী ব্যক্তিত্ব

মেজর জেনারেল এ আর খান (অবঃ)

রাগীব আলী সাহেবের সাথে আমার পরিচয় ১৯৮৫ সালে ক্যাপ্টেন ডা. এম এম হোসেনের চেম্বারে। চিকিৎসার প্রয়োজনে কোন বাংলাদেশীকে যেন দেশের বাইরে যেতে না হয় এই উদ্দেশ্যে একটা অত্যাধুনিক হাসপাতাল কিভাবে স্থাপিত হতে পারে এ বিষয়ে আলোচনা হচ্ছিল। এমন সময় ঘরে প্রবেশ করলেন সাধারণ প্যান্ট, শার্ট পরিহিত সাদা-মাটা একজন মধ্যবয়সী ভদ্রলোক। ক্যাপ্টেন হোসেন পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, মি. রাগীব আলী ইনি এমনি একটা হাসপাতাল প্রতিষ্ঠায় অংশ নিতে আগ্রহী। কথাবার্তায় ভদ্রলোককে একজন সহজ, সরল, অমায়িক ব্যক্তি মনে হলো। ভদ্রলোক চলে গেলে ক্যাপ্টেন হোসেন আমাকে জিজ্ঞেসা করলেন যে, ভদ্রলোক সম্বন্ধে আমি কতটা ওয়াকিবহাল। মাথা নেড়ে আমার অজ্ঞতা প্রকাশ করলে তিনি বললেন ভদ্রলোক দেখতে সাদামাটা হলে কি হবে তিনি একজন বিশিষ্ট কোটিপতি। তাঁর বৈষয়িক বুদ্ধি অসামান্য। যে ব্যবসায় তিনি হাত দেন তাতেই সোনা ফলে। উনি এতো বিত্তশালী যে সাধারণ লোকের পক্ষে তাঁর সম্পদের বিশালতা উপলব্ধি করা প্রায় অসম্ভব। তিনি এক ডজনের মতো শিল্পের মালিক, এর মধ্যে কোহিনূর ডিটারজেন্ট ফ্যাক্টরী অন্যতম। কয়েকটা রিয়েল এস্টেটের মালিক। সিলেট শহরের কেন্দ্রস্থলে তাঁর একটা বিরাট শপিং কমপ্লেক্স আছে। গোটা সাতেক চা-বাগানের মালিক। তাঁর সকল সম্পত্তির তালিকা আমার জানা নাই। তাঁর সম্পত্তির বিশালতা সম্বন্ধে একজন সিলেটি লোক মন্তব্য করেছিল যে, তাঁর চা-বাগানে যতগুলো চা পাতা আছে সেগুলোকে যদি ১০০ টাকার নোট মনে করা হয় তাহলে যে টাকার পরিমাণ হবে রাগীব আলী সাহেব ততো টাকার মালিক।

এরপর মাঝে মাঝে রাগীব আলী সাহেবের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। তাঁকে আরও ঘনিষ্টভাবে জানতে পেরেছি। তাঁর অমায়িক ব্যবহার আমাকে মুগ্ধ করেছে। সচরাচর কোটিপতিদের মধ্যে গরম প্রকাশ পায়। একথা আমি জোর দিয়ে বলতে পারি যে তাঁর মধ্যে আমি কখনও টাকার গরম দেখতে পাই নাই। যতদূর জেনেছি রাগীব আলী একজন স্ব-প্রতিষ্ঠিত মানুষ। রূপার চামচ মুখে নিয়ে তিনি জন্মগ্রহণ করেননি। সিলেটের বিশ্বনাথ থানায় মধ্যবিত্ত পরিবারে তাঁর জন্ম। আর দশজন সিলেটি যুবকের মতো তিনিও অল্প বয়সে যুক্তরাজ্যে পাড়ি জমান এবং হোটেলে কাজ নেন। স্বীয় মেধা, নিষ্ঠা, অধ্যবসায় এবং কঠোর মেহনতকে পুঁজি করে তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় তিনি লন্ডনে ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের

www.pathagar.com

সমর্থনে অর্থ সংগ্রহের ব্যাপারে তিনি বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। কিন্ত এই প্রচার বিমুখ ব্যক্তিত্ব নীরব কর্মী হিসেবে কাজ করে যেতে থাকেন। তিনি এই মুক্তিযুদ্ধের অবদানকে পুঁজি হিসেবে ব্যবহার করে লাভবান হওয়ার চেষ্টা কখনও করেন নি। স্বাধীনতার পরে ১৯৭৩ সালে দেশে ফিরে তাঁর নিজের বিদেশী পুঁজি দেশে এনে, নিজের অর্থনৈতিক কাঠামো সুদৃঢ় করেন। সাথে সাথে শিশু বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে সহায়তা করেন, যা দেশপ্রেমের একটা জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। যেখানে দেশের অনেক লোক বিদেশে গিয়ে বসবাস করছেন। যেখানে অনেকে ঘর, বাড়ি, জমি-জমা বিক্রি করে গিয়ে বিদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন, সেখানে একজন লোক যিনি বিদেশে আরাম আয়েসে বিলাসী জীবন যাপন করতে পারতেন, তা না করে দেশে ফিরে এলেন পুঁজি পাট্টা নিয়ে। তিনি নিজে দেশের রুগ্ন শিল্প এবং রুগ্ন চা-বাগানগুলোকে কিনে নিলেন। যে সমস্ত শিল্প বছরের পর বছর লোকসান দিয়ে আসছিলো সেগুলো তাঁর হাতে সোনার কাঠির পরশে লাভজনক ব্যবসায়ে পরিণত হলো। ঋণ খেলাপি না হয়ে বাংলাদেশে যে কয়জন কোটিপতি শিল্পপতি আছেন রাগীব আলী সাহেব তাঁদের অন্যতম। ধর্মভীরু রাগীব আলী সাহেব তিনবার হজ্বব্রত পালন করেছেন এবং রাসুলুল্লাহ'র সুন্নত হিসেবে দাঁড়ি রেখেই ক্ষান্ত হননি, ইসলামের বিধান অনুসারে নানাভাবে দান করে যাচ্ছেন। তিনি জানেন যে, লোকজন বিত্তশালী রাগীব আলীকে অল্পদিনেই ভুলে যাবে কিন্তু মানুষের উপকারে লাগে এমন স্থায়ী কিছু করে গেলে যতদিন সেটা চালু থাকবে মানুষ তাঁকে মনে করবে এবং আখেরাতে ছদকায়ে জারিয়া হিসেবে তাঁর পূণ্য লাভ হবে। এই উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি এবং তাঁর স্ত্রী রাবেয়া খাতুন, রাগীব-রাবেয়া ফাউন্ডেশন নামে একটা ফাউন্ডেশন স্থাপন করেছেন। যার উদ্দেশ্য হলো সারা দেশে নানাবিধ সমাজ কল্যাণমূলক কাজ করে যাওয়া। তাঁর দানের বেশীর ভাগ অর্থ সিলেট জেলায় ব্যয় করা হয় বলে অনেকে অনুযোগ করেন। এটা কিন্তু স্বাভাবিক এবং ধর্মসঙ্গত। হাদিসে বলা আছে যে, তোমার দান পাওয়ার প্রথম অধিকার তোমার বাড়ির লোকের, তারপর গ্রামের লোকের, তারপর জেলার লোকের এবং সর্বশেষ অন্যান্য সকলের। তবে বাংলাদেশের অন্যান্য স্থানে রাগীব-রাবেয়া ফাউন্ডেশনের দানের পরিমাণ নগণ্য নয়। ধার্মিক রাগীব আলী মস্‌জিদ ও মাদ্রাসার দিকে তাঁর দানের হাত বাড়িয়ে দেবেন এটা স্বাভাবিক এবং বাস্তবে ঘটেছেও তাই। অর্ধ শতাধিক মস্‌জিদ ও মাদ্রাসা তাঁর দান পেয়েছে।

রাগীব আলী সাহেব উচ্চশিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন; ম্যাট্রিক পাস করেই লন্ডন গিয়েছিলেন জীবিকার অন্বেষণে। তাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো তাঁর দানের সিংহ ভাগ ভোগ করে আসছে। সাধারণ কলেজগুলো তো বটেই প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠা করার ব্যাপারেও তাঁর যথেষ্ট অবদান রয়েছে। নর্থ-সাউথ ইউনিভার্সিটি এবং এশিয়া প্যাসিফিক ইউনিভার্সিটি তাঁর উদাহরণ। তাঁর প্রচেষ্টায় গড়ে উঠেছে জালালাবাদ রাগীব-রাবেয়া মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল। মেডিক্যাল কলেজটি রোগ নির্ণয় ও রোগ চিকিৎসার সহায়ক হবে। আর

www.pathagar.com

হাসপাতালে গরীব রোগীরা অল্পমূল্যে বা বিনামূল্যে চিকিৎসার সুযোগ পাবে। তাঁর গ্রামের বাড়ীতে জেনারেল হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেছেন। শুধু এই হাসপাতাল প্রতিষ্ঠাই নয় অন্যান্য হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার ব্যাপারেও তিনি সক্রিয় ভূমিকা রেখে যাচ্ছেন যার উদাহরণ আমি লেখার প্রথমেই দিয়েছি কন্টিনেন্টাল হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে- যে হাসপাতালের ডাইরেক্টরদের একজন রাগীব আলী।

জনসাধারণের অশেষ উপকার হয় রাস্তা-ঘাট, কালভার্ট পুল ইত্যাদি তৈরি ও মেরামত করলে। রাগীব আলী সাহেব তাঁর এলাকার কয়েক মাইল লম্বা একটা রাস্তা করেছেন এবং বিভিন্ন স্থানে অনেকগুলো কালভার্ট এবং সেতু নির্মাণ করেছেন। রাগীব-রাবেয়া ফাউন্ডেশনের অনেক সমাজ কল্যাণমূলক কর্মসূচি রয়েছে। মরণশীল রাগীব আলী যখন তাঁর শিল্প-কারখানা, চা-বাগান, শপিং কমপ্লেক্স, মেডিক্যাল কলেজ ইত্যাদি থেকে চিরতরে বিদায় নেবেন তখন এই প্রতিষ্ঠানগুলোর বদৌলতে লোক তাঁকে স্মরণ করতে থাকবে। আর এই সব জনসেবামূলক কাজগুলো ছদকায়ে জারিয়া হয়ে তাঁর বেহেস্তের পাথেয় হিসেবে কাজ করবে।

উপসংহার

রাগীব আলীর জীবনীর বহুল প্রচার হওয়া দরকার। নবীন যুবকগণ অনুপ্রাণিত হবেন এই দেখে যে, কঠোর পরিশ্রম ও বুদ্ধির প্রয়োগে কপর্দকহীন অবস্থা থেকে কোটিপতি হওয়া সম্ভব। আর বিত্তশালীগণ তাঁর পদাংক অনুসরণ করে দেশের দশের উপকার করতে অনুপ্রাণিত হবেন। ইহজীবনে শান্তির সন্ধান পাবেন। আখেরাতের সুখ নিশ্চিত করতে পারবেন।

সমাজসেবক, ডাক্তার, প্রধান উপদেষ্টা বারডেম, ঢাকা।

www.pathagar.com

রাগীব আলী একজন দানবীরই নন গুণী ব্যক্তিত্বও

এম.এ. গনি

সবাই বলে রাগীব আলী বর্তমান বাংলায় অতীতের আরেক মহসীনরূপে আবির্ভূত হয়েছেন, সত্য। কিন্তু ব্যতিক্রমীরূপে, অতীত আর বর্তমান, যেমন কর্মে ও প্রেরণায় অনেক তফাৎ। তেমনি রাগীব আলী একজন সফল ব্যবসায়ী, শিল্পপতি ও সমাজে প্রতিষ্ঠিত একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি। নিজের কর্ম, জ্ঞান ও গুণে গুণান্বিত হয়ে বর্তমান সমাজে নিজেকে প্রথমে প্রতিষ্ঠিত করেছেন বহু ত্যাগ এবং কষ্টার্জিত তিতিক্ষার মাধ্যমে। এই কষ্টার্জিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সিংহভাগ নিজের সুখ সমৃদ্ধি কিংবা পরিবারের ভোগ বিলাসের পেছনে অযথা ব্যয় না করে, সামাজিক কর্মকান্ডে বা গরিব মানুষের জীবনমান উন্নয়নের স্বার্থে বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অবদান রাখার গৌরব অর্জন করে চলেছেন। তাঁর অবদান ও ক্ষেত্রের পরিধি বিস্তৃত ও বহুমুখী। অতীতে যেমন কেউ শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর অবদান রেখে গেছেন। আবার কেউ ধর্মে-কর্মে এমনকি সংস্কৃতি ও জনসেবামূলক কর্মকান্ডকে একক হিসেবে বেছে নিয়ে তাঁর স্মৃতিকে অম্লান করে রেখে গেছেন। কিন্তু একজন রাগীব আলী এ ব্যাপারে ব্যতিক্রমী ভূমিকা পালন করে সমাজে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে চলেছেন। এ যেন নতুন যুগের নতুন প্রেরণার এক মহৎ কর্মোদ্দীপক জ্ঞান-তাপসের মহতী প্রয়াস। মানুষ হিসেবে মানুষের প্রতি কিংবা ব্যক্তি মানুষের বিপদে আপদে সহানুভূতি ও সহমর্মিতার ভাব পরিলক্ষিত হওয়া এবং পরবর্তীতে যা সামাজিক কর্মকান্ডে পরিগণিত বলে আমরা মনে করি, কিংবা কর্তাব্যক্তির কর্মকান্ডে যে উপাদানগুলো ক্রিয়াশীল রূপে প্রকাশ পায় তাই হলো জ্ঞান ও গুণের সমাহারের ফল। এ জন্যই সিলেটের রাগীব আলীকে তাঁর চারদিকের পারিপার্শ্বিক কর্মকান্ডের বিশ্লেষণে কি দেখতে পাই? দেখতে পাই, একজন কঠিন অধ্যবসায়ী। যিনি কর্মকৌশলের মাধ্যমে স্বোপার্জিত আর্থিক বুনিয়াদকে শক্তভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করে আজকের বিশাল বৈভবের অধিকারী এক মহীরুহ। তিনি চেষ্টা করে চলেছেন বাংলাদেশের সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নেও নিজেকে সম্পৃক্ত করার।

অতীত এবং বর্তমান মূল্যায়নে পরিলক্ষিত হয়, রাগীব আলী একজন ব্যতিক্রমী মানুষ। সাধারণত ধনাঢ্য ব্যক্তিবর্গের জীবনধারা এবং একজন রাগীব আলীর জীবনধারার বিরাট পার্থক্য বিদ্যমান। তাঁর জীবনধারা সহজ, সরল, প্রগতির ধারায় পরিশীলিত ও পরিমার্জিত। আত্মম্ভরিতা পরিহার যার জীবনধারা সহজ, সরল, প্রগতির ধারায় পরিশীলিত ও পরিমার্জিত। আত্মম্ভরিতা পরিহার যার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। সে অন্য থেকে আলাদা বৈ কি? গরিব জনগণের প্রতি তুচ্ছ তাচ্ছিল্য ভাব যেমন অন্যান্য ধনী ব্যক্তিবর্গের স্বভাব, দৃষ্টিভঙ্গির উল্টোটাই খুঁজে পাই তাঁর

www.pathagar.com

দৃষ্টিভঙ্গির ভিতরে। কল্যাণমূলক ও জনহিতকর কর্মকান্ডের পক্ষে যার অবস্থান সুদৃঢ়, তাঁর জ্ঞানের গভীরতা ও গুণের পরিধি মাপা অনুচিত। জনতার কাফেলায় যিনি মিশতে দ্বিধা করেন না, কিংবা আমজনতার মর্মব্যথায় যিনি ব্যথিত তিনি মহাজ্ঞানী ও গুণী না হয়ে পারেন না। অবশ্য এগুলো একজন মানুষের মনের অভিব্যক্তির বাহিরের প্রকাশ।

একজন প্রগতিবাদী লোক চিন্তাচেতনার গতিবেগ কিংবা কর্মকৌশলই নিজস্ব জ্ঞান ও গুণের ক্রমবিকাশের পথ দেখায়। দৃষ্টিশক্তি এবং দৃষ্টিভঙ্গির ব্যবধান যেমনভাবে একজনকে পরিশুদ্ধ করে তোলে, তেমনি নানান দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয়ও পাই। চারিত্রিক গুণসমৃদ্ধ জ্ঞানের ভান্ডার তাঁর পারিপার্শ্বিক পরিধিকে যেমন বিস্তৃত ও ব্যাপক করে তুলেছে, তেমনি তিনি অতীত ইতিহাসের নির্যাস এবং ভৌগলিক জ্ঞান চর্চার সমাহারে তাঁর জীবনকে সমৃদ্ধ করে গড়ে তুলেছেন। সাথে সাথে ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন এক মহৎ পুরুষ হিসেবেও জাগ্রত। তেমনি বর্তমানে কষ্টার্জিত কীর্তি ও ভবিষ্যতের স্বর্ণকুটিরে অক্ষয় অম্লান হয়ে টিকে থাকার দৃঢ় প্রত্যয়ে প্রত্যয়ী। তাঁর জ্ঞান গুণের বিকাশ যেমন সকলের নিকট সত্যোপলব্ধি, তেমনি তাঁর ব্যাপ্তি ও সমৃদ্ধি সীমাহীন। একমাত্র তাঁর ঘনিষ্টজন ব্যতীত অনুধাবন করা কঠিন।

এভাবেই তাঁর সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের ফিরিস্তি না টেনে তাঁর দান খয়রাতের কথা না ভেবে জ্ঞানী এবং গুণী একজন রাগীব আলীর কথা জানবারও যে প্রয়োজন আমি অল্প বিস্তর আলোচনা করলাম। তাঁকে নিয়ে আরো গবেষণা এবং তাঁর জীবনচরিত এর বিশ্লেষণ প্রয়োজন। ভৌগোলিক সীমারেখায় সীমাবদ্ধ না রেখে অতীত ইতিহাসকে ডিঙিয়ে একজন সাধারণ বাঙালি আজ কত ঊর্ধ্বে অবস্থান করতে পারে সে বিষয়ের প্রতি নজর দেওয়া বাঞ্ছনীয়।

প্রফেসর, লেখক, সমাজসেবক, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ।

www.pathagar.com

একজন রাগীব আলী ও তাঁর স্বপ্ন

মঈনুল আহসান সাবের

প্রতি মানুষের ভেতর একজন ছেলে মানুষ সম্ভবত আমৃত্যু থেকেই যায়। আমার নিজের কথাই যদি বলি, আমি জানি আমার ভেতর কিছু ছেলেমানুষী যথেষ্ট পরিমাণেই আছে। অল্প বয়সে যে ধরনের কল্পনা ছিল প্রিয়, আজও সে রকম কিছু কল্পনা আমাকে আনন্দ দেয়। যেমন, শৈশবে মাঝে মাঝে ভাবতাম, আচ্ছা, আমি যদি এক লক্ষ টাকা পাই তবে কী করব? এক লক্ষ টাকা শৈশবে অনেক টাকা, শৈশবে কল্পনায়ও তা খরচ করা কঠিন বই কি? তবে শখের কাজগুলো কল্পনায় ওই এক লক্ষ টাকা খরচ করে ফেলতাম। শৈশবের এই ভাবনা (কল্পনা) আমাকে আজও ছেড়ে যায় নি। নানা ব্যস্ততার মাঝে হঠাৎ ভেবে বসি-আচ্ছা, আমি যদি হঠাৎ করে কয়েক কোটি টাকা পেয়ে যাই, কি করব? শৈশবের কল্পনার সঙ্গে এখনকার কল্পনার যেটুকু পার্থক্য, তা শুধু টাকার অংকগত। এখন ভাবি কয়েক কোটি টাকা পেলে কী করব। কি করব? জীবনে কত শখ সে সবই মেটাব। বলে রাখি, এসব সখ একান্তই বৈষয়িক ও ব্যক্তিগত।

আমার এ জীবনে কয়েক কোটি টাকার মালিক হয়ে যাওয়ার কোনও কারণ নেই। সুতরাং ওসব শখ আমার মেটানো হবে না। কিন্তু যারা বহু বছর ধরেই কোটি কোটি টাকার মালিক হয়ে বসে আছেন, তাঁরা কীভাবে তাদের শখ মেটান? শৈশবে আমার যেমন এক লক্ষ টাকা পেয়ে যাওয়ার স্বপ্ন, তেমন স্বপ্ন এদেশের প্রায় সবাই-ই দেখেন। তারপর বয়স হলে যারা সত্যি সত্যিই কোটি কোটি টাকার মালিক হন, তাঁরা কি করেন? যেমন ধরা যাক, রাগীব আলীর কথা। কোটি কোটি টাকা উপার্জন করে তিনি তাঁর কোন শখ আর কোন স্বপ্ন পূরণ করছেন?

এদেশের একজন প্রথম শ্রেণীর শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী, প্রচুর পরিমাণ সাদা টাকার মালিক রাগীব আলীর কথা, আমার বলতে লজ্জা নেই, আমি জানতাম না। প্রশ্ন উঠতে পারে, রাগীব আলীর কথা কি আমার জানতেই হবে? আমি মনে করি একজন শিক্ষিত ও সচেতন নাগরিক হিসাবে আমার রাগীব আলীর কথা জানা উচিত ছিল। তাঁর মতো আর যাঁরা আছেন আমি অবশ্য নিশ্চিত নই, তাঁর মতো আর কেউ আছেন কি না? তাঁদের কথাও আমার জানা উচিত। রাগীব আলীর কথা আমি জানতাম না, এটার কারণ কিছুটা আমার ব্যর্থতা, বাকীটা তাঁর নির্মোহতা। তাঁর কথা আমি প্রথম শুনি কবিতা উৎসবের সময়। তাঁর নাম শুনি এবং তাঁর স্বপ্ন ও কর্মের কথা শুনি। আমি অবাক বোধ করতে আরম্ভ করি। এক সাধারণ পরিবারের তাঁর জন্ম, সেটা ১৯৩৮ সালের কথা। ১৯৫৭ সালে তিনি 'বিলাত' যান। সেখানে

www.pathagar.com

ল্যাঙ্গুয়েজ কলেজে পড়েন, পাশাপাশি রেস্তোঁরায় কিচেন পোর্টারের কাজ নেন। আরও পরে করেন ওয়েটারের চাকরি। সঞ্চয় যে জরুরী এটা তিনি জানতেন। কিছু সঞ্চয় হলে তিনি জড়িয়ে পড়েন শেয়ার মার্কেটে। ১৯৬১ সালে লন্ডনে খোলেন নিজের 'তাজমহল' রেস্তোঁরা। এর পরের ইতিহাস রাগীব আলীর উত্থানের ইতিহাস। এরকম উত্থানের ইতিহাস বাংলাদেশের অনেক ব্যবসায়ীর আছে। কিন্তু রাগীব আলী তাদের মতো নন। কোথায় পার্থক্য? বিশাল এক পার্থক্য আছে। রাগীব আলী একের পর এক রেস্তোঁরা খুলে লন্ডনেই থেকে যাননি। আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় তিনি দিয়েছিলেন সর্বাত্মক সহযোগিতা, বিদেশে থেকে। স্বাধীনতার পর বিদেশে থেকে ফিরে এসেছিলেন যুদ্ধবিধ্বস্ত স্বদেশে পুঁজি বিনিয়োগের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে। এটা মনে রাখা দরকার, যথেষ্ট পরিমাণে পুঁজি তিনি সে সময় ইংল্যান্ডে বিভিন্ন ক্ষেত্রেই বিনিয়োগ করতে পারতেন, ঝুঁকি নিয়ে এদেশের যুদ্ধ বিধ্বস্ত অর্থনীতিতে বিনিয়োগ করার প্রয়োজন ছিল না। এদেশে পুঁজি বিনিয়োগ করে অসাধারণ ব্যবসায়িক বুদ্ধির কারণে তিনি ব্যক্তিগতভাবে অনেক লাভবান হয়েছেন, এ আমরা অস্বীকার করব না। আবার তাঁর পুঁজি বিনিয়োগের ফলে দেশ যে লাভবান হয়েছে, এটাও আমরা ভুলে যাব না। তবে এখানেই রাগীব আলীর কৃতিত্ব শেষ হয়ে যায় না। তাঁর কর্মজীবন নিয়ে প্রকাশিত ছোট একটি পুস্তিকা আমার হাতে আসে এবং আমি ক্রমশ লোকটিকে নিয়ে আরও বিস্মিত হতে থাকি। কেন?

এই লোকটির সমাজসেবার পরিধি বিশাল এবং বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক খাতে তিনি এখন পর্যন্ত কত টাকা দান করেছেন সে হিসাব তাঁর পক্ষেও রাখা কঠিন। আমার জানামতে প্রায় শ'খানেক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি জড়িত। এসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে স্কুল আছে, কলেজ আছে, বিশ্ববিদ্যালয় আছে। আছে মাদ্রাসা, মসজিদ, মন্দির, কল্যাণ ট্রাস্ট। আছে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানরত প্রতিষ্ঠান, আছে পূর্ণাঙ্গ হাসপাতাল। আছে প্রবীন হিতৈষী সংঘ, রেডক্রিসেন্ট, প্রেস ক্লাব, যুব সংঘ, যুব ফোরাম, এতিমখানা। আছে ক্রীড়া প্রতিষ্ঠান, জেলা সমিতি, প্রকাশনা সংস্থা, সৎ সংঘ কিছু বিহার এবং আরও অনেক কিছু। এসব কোনটির তিনি নির্মাতা, কোনটির প্রতিষ্ঠাতা, কোনটির দাতা কিংবা সদস্য, আজীবন সদস্য, প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, উপদেষ্টা। দু'হাতে তিনি ব্যয় করেন, কোনও জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান তাঁর কাছে গিয়ে খালি হাতে ফিরে আসেনি। কোনও দুঃখী বা ভাগ্যবঞ্চিত মানুষকে তিনি বিমুখ করেননি। আমি শুনেছি জনগণের সুবিধার্থে তিনি তাঁর এলাকায় তিন কোটি টাকা ব্যয়ে একটি পুল নির্মাণ করেছেন। আমি এত বড় দানের কথা ভাবতে পারি না। একটা মানুষ কতটা উদার পরোপকারী এবং আন্তরিক হলে মানুষের মঙ্গলের জন্য এভাবে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করতে পারেন।

দেশের অর্থনীতির ক্ষেত্রেও রাগীব আলীর ভূমিকা অত্যন্ত ইতিবাচক। কোনও ফটকা কারবারীতে তাঁর বিনিয়োগ নেই। তিনি কয়েকটি শিল্প-কারখানার মালিক,

www.pathagar.com

কয়েকটি চা-বাগান আছে তাঁর, হাসপাতাল আছে, ব্যাংক আছে, ইন্সুরেন্স কোম্পানী আছে। দেশের অর্থনীতির উন্নয়নে এসব প্রভাব পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ।

আমি এ লেখার শুরুতে আমার শৈশবের স্বপ্নের কথা বলেছিলাম। বলেছিলাম, শৈশবে ভাবতাম এক লক্ষ টাকা পেলে কী করতাম। এখন ভাবি কয়েক কোটি টাকা পেলে কী করবো। আমি স্বীকার করেছি অত টাকা পেলে আমি আমার ব্যক্তিগত ও বৈষয়িক শখ ও স্বপ্নই পূরণ করতাম। রাগীব আলীর নিশ্চয় স্বপ্ন ছিল। তবে তাঁর স্বপ্ন অন্যরকম। তাঁর স্বপ্ন ব্যক্তিগত শখ কিংবা বৈষয়িক বাসনা পূরণে সীমিত নয়। তাঁর স্বপ্ন আমার স্বপ্নের তুলনায় অনেক অনেক বড় এবং সে স্বপ্ন পুরোটাই মানুষের মঙ্গল অভিমুখী। নিজের জন্য স্বপ্ন দেখেন না কোন মানুষ? রাগীব আলীও দেখেন নিশ্চয়। তবে নিজের জন্য দেখা স্বপ্নকে তিনি মানুষের স্বপ্ন করে তুলতে পেরেছেন, তাঁর বৈশিষ্ট্য এবং অনন্যতা এখানে।

যে সমাজ কাঠামোতে আমাদের বসবাস, সেখানে টাকা আয় করার অধিকার সবার আছে। সুযোগও আছে কম-বেশী। অধিক উপার্জন, কোনও অপরাধ নয়। কারণ আপনি সেটা আপনার বুদ্ধি দিয়ে, মেধা দিয়ে, দক্ষতা, শ্রম দিয়ে নিশ্চিত করেছেন। আপনার সমাজ আপনার জন্য সেই সুযোগ তৈরি করে রেখেছে। আমি যদি সেই সুযোগ সদ্ব্যবহার করে নিজের আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটাই কেউ আমাকে অপরাধী বলতে পারে না। তবে অপরাধী সে যে নিজের যা প্রয়োজন, তাঁর চেয়ে বহু বহু পরিমাণ বেশী অর্থ নিজে কুক্ষিগত করে রেখেছে। নিজের কাজে সে অর্থ ব্যয় করছে না। দেশের মানুষের কাজে তো নয়ই।

রাগীব আলী, বড় মন ও বড় মাপের এই মানুষটি কখনও তা করেননি। তাঁকে আমার প্রানঢালা অভিনন্দন।

কথাশিল্পী ও নাট্যকার।

www.pathagar.com

একজন রাগীব আলী ঃ অনুরাগের ঐশ্বর্যবর্তিকা

নাহার জাহিদ

রাগীব আলী নামটি শুনছি বেশ কিছুদিন থেকে। যেদিন দেখলাম, সেদিন নিজ মনেই প্রশ্নের উদ্রেক হয়েছে। এই মানুষটি রাগীব আলী? কি শান্ত-সরল-সাদাসিধে। কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা পরিচয় করিয়ে দেওয়ার আগ পর্যন্ত অনেকের মাঝে বসে থাকা অবস্থায় যাকে কোনক্রমে সনাক্ত করার উপায় ছিলনা। তাঁর মুখের কথাও কত সাদামাটা। তিনি যে গভীর অন্তর ঐশ্বর্যের মানুষ তা' বুঝতে বাকি রইল না। চোখে মুখে কোথাও কোন অপরাধের ছাপ নেই। পাপ করে ধনী মানুষেরা অনেক সময় প্রায়শ্চিত্ত করে থাকেন। চোখে, মুখে, কপালের কোন রেখায় কোথাও কোন না কোন নিদর্শন লেগেই থাকে। কিছুক্ষণ খুঁটিয়ে দেখলাম। না কোন কিছুই খুঁজে পেলাম না। অন্ততঃ আমার দৃষ্টিতে ধরা পড়ল না। আকাশের মত উদার তাঁর মুখ অবয়ব, চোখের দু'টি লাজুক তাঁরা শান্ত-সৌহার্দ্য আর অনুরাগের কথা বলে-বলে আমি তোমাদেরই লোক। ধনী বলে আমাকে অর্থগৃধ্ন ভেব না। ধনী বলে আমাকে ঘৃণা কর না। আমার এ ধন জুলুমবাজের নয়, কালোবাজারীর নয়, ঋণ খেলাপীর নয়, অর্থ লিপ্সু-রক্ত লোলুপের নয়। নয় কৃপণের-কুবেরের-জালেমের।

বর্তমান পৃথিবীতে অনেক ধনী ব্যক্তি রয়েছেন। আমেরিকায় এমন এক একজন ধনী ব্যক্তি আছেন যাদের সম্পদের অর্থের ১% দিয়ে আমাদের মতো কয়েকটি দেশের সারা বছরের বাজেট হয়ে যেতে পারে। আমাদের শ্রেণী বিভক্ত সমাজে অনেক ধনকুবের রয়েছেন। পাকিস্তানের বাইশ পরিবার ভেঙে আরও কতশত বাইশের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছে-কেউ কেউ বা রাতারাতি বিপথে কুপথে অর্থ সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলেছেন-যাদের অধিকাংশই ব্যক্তিগত ভোগ বিলাসে ব্যতিব্যস্ত। আপন আপন লালসাকে চরিতার্থ করতে সদা চঞ্চল। অন্য কোন দিকে, অন্য কোন অনুসঙ্গে ফিরে তাকাবার বিন্দুমাত্র অবকাশ তাদের নেই। অর্থ চাই, রাগীব আলী তাদের কেউ নন। সময়, অতীত জীবনোতিহাস আর মহাকাল তাঁর সাক্ষী। সাক্ষী হয়ে থাকবে আগামীকালও।

১৯৭১ সালে লন্ডন প্রবাসী যে ক'জন বাঙালি প্রথম এ'দেশের মুক্তিযুদ্ধে সর্বাত্মক সাহায্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন রাগীব আলী তাঁদেরই অন্যতম। কেমব্রীজ গার্ডেনে বাংলাদেশ সেন্টারের জন্য টাইপ রাইটার মেশিন, টেবিল, চেয়ার কার্পেট নিজ অর্থে ক্রয় করে দেন। প্রবাসের পথে প্রান্তরে বাংলাদেশ সেন্টারের জন্য অর্থ সংগ্রহের কাজে ঘুরে বেড়িয়েছেন। পরবর্তী সময়ে নানাভাবে স্বদেশের মানুষকে উপকৃত করেছেন জানলে সত্যি বিস্মিত হতে হয়।

www.pathagar.com

বাংলাদেশের সিলেটের বিশ্বনাথ থানার তালিবপুর গ্রামে ছায়া ঢাকা, পাখি ডাকা এক মনোমুগ্ধকর নিঃসর্গ নিকেতনে ইংরেজি ১০-১০-১৯৩৮ সালে এক অতি সাধারণ পরিবারে জন্মেছিলেন রাগীব আলী। মা রাবেয়া বানুর স্নেহ প্রেমের জ্বলন্ত আধার। পিতা মরহুম হাজী রাশিদ আলী শিক্ষিত ও বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি ছিলেন। সেই ছেলেবেলা থেকে রাগীব আলীর কঠিন জীবন যুদ্ধ শুরু । প্রথমে তালীবপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পরে বাড়ি থেকে দু'মাইল দূরে লক্ষ্মীবাসা মধ্যবঙ্গ বিদ্যালয়ে নিত্য দিনের যাওয়া আসা। পরে সিলেট শহরের রাজা গিরিশচন্দ্র হাইস্কুলে সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তি হয়ে ঐ স্কুল থেকে ১৯৫৬ সালে ম্যাট্রিক পরীক্ষার পর লেখাপড়া এবং ভাগ্যান্বেষণে বিলেত যাওয়ার ব্যাপারে মনস্থির করে এক সময় স্বদেশের মাটি ছেড়েছেন। কিশোর বয়স থেকেই স্বকীয় মেধা-বুদ্ধি পরিশ্রম আর অধ্যবসায়ের বলে অনেক বিপরীত স্রোতে পাড়ি দিয়ে তীরে উঠতে সমর্থ হয়েছেন। মাথার ঘাম পায়ে ফেলেছেন। লেখাপড়া শেখার জন্য বিদেশ ভুমিতে বিভিন্ন চত্বরে ঘুরেছেন। অধ্যয়নের ফাঁকে পার্টটাইম জব করেছেন। তারপর একসময় লেখাপড়া ছেড়ে ফুলটাইম কাজে লেগে গেছেন। উদয়-অস্ত অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে ধীরে ধীরে ভাগ্যের চাকা ঘুরেছে। কোন আলাদিনের প্রদীপ তাঁকে এগিয়ে দেয়নি। প্রতিমুহূর্তে পরিশ্রম আর গঠনমূলক দৃষ্টি ভঙ্গিকে কাজে লাগিয়ে সামনের কর্মপন্থা নির্বাচন করেছেন। বিভিন্ন পত্রিকার মাধ্যমে উন্নত-অনুন্নত দেশের আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক কর্মকান্ডের খোঁজ খবর করেছেন, সব বিষয়ে গভীর অনুধাবন করেছেন। সাফল্যের সোনার চাবি একদিনে তাঁর করায়ত্ত হয়নি, অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হয়েছে। ১৯৬১ সালে লন্ডনের স্টেথাম হিলে 'তাজমহল' নামে একটি রেস্টুরেন্ট খুলে বসেন। নতুন আঙ্গিকের এ রেষ্টুরেন্ট প্রবাসী বাঙালিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। ১৯৬৩ সালে বিয়ে করার পর সস্ত্রীক খেটেছেন। স্ত্রী রাবেয়া খাতুন ব্যক্তি জীবনের অর্ধাঙ্গী, কর্ম জীবনেও পাশে এসে দাঁড়ান। সাহায্য-সহযোগিতায় পাশাপাশি এগিয়ে চলেন।

রেস্টুরেন্ট ব্যবসার সাথে শেয়ার ব্যবসাও শুরু করেন রাগীব আলী। ভাগ্যের চাকা আরও দ্রুত ঘুরতে থাকে। একে একে ভাইদের বিলেতে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেন। দেশেও জমিজমা সম্পত্তি ক্রয় করতে থাকেন। দেশের রুগ্ন চা-বাগান কিনে তাতে প্রাণের সঞ্চার করেন। চা শিল্পকে সমৃদ্ধ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর দেশে ফেরার প্রবল তাগিদ অনুভব করেন। দেশে ফিরে এ দেশের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেন। হাজারীবাগের একটি রুগ্ন ট্যানারী ক্রয় করে তাঁকে পুনরুজ্জীবিত করেন। নিজের শ্রম বুদ্ধি বিবেচনা দিয়ে, উদ্ভাবনী শক্তি দিয়ে অল্পদিনের মধ্যে ট্যানারীকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে থাকেন। নিজে দেশের যত্রতত্র ঘুরে ঘুরে চামড়া কিনে সেগুলোকে প্রক্রিয়াজাত করে বিক্রি করতে থাকেন। তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়তে থাকে। অর্থ-সম্পদও বাড়তে থাকে।

www.pathagar.com

১৯৮৩ সাল। সবসময় তাঁর অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি ছিল দেশের ভেঙ্গেপড়া অর্থনীতিকে ঘিরে। না কোন রাজনৈতিক সংশ্রবের কালোমন্ত্র তাঁকে করমর্দন করতে পারে নি। এক বলিষ্ঠ প্রত্যয়ী মানুষ দিকে দিকে শুধু অন্বেষণ করেন। কিভাবে দেশের নানা ব্যবসা- বাণিজ্যকে আরও উন্নত পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া যায়-গালভরা কথা দিয়ে নয়, বাস্তবমুখী কর্ম প্রচেষ্টার নানা অনুষঙ্গ দিয়ে। সরকার এ সময় টঙ্গীর পরিত্যক্ত কোহিনূর ডিটারজেন্ট ফ্যাক্টরী বিক্রির ঘোষণা দিলে রাগীব আলী সে প্রতিষ্ঠানটিকে টেন্ডারের মাধ্যমে কিনে নেন। কেনার সময় যা ছিল ভেঙ্গে পড়া একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান। প্রত্যয়ী এ স্থিতধী মানুষটি নিজের পরিশ্রম আর মেধাবলে দিনে দিনে তাতে এনেছেন গতি, ঘটিয়েছেন মানোন্নয়ন। অবশেষে পূর্ণমাত্রায় একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠান। কোহিনূর ডিটারজেন্টের 'জেট' ডিটারজেন্ট পাউডার এ দেশের ঘরে ঘরে এক অনন্য, সমাদৃত ব্যবহার সামগ্রী। মুক্তবাজার অর্থনীতির সয়লাবের যুগেও 'জেট' তাঁর স্বকীয় মহিমা বলে গুণে-মানে অদ্বিতীয়ই রয়ে গেছে।

রাগীব আলীর দৃষ্টিভঙ্গি আবারও ছড়িয়ে পড়লো বিভিন্ন বিষয়ে। এবার তাঁর দৃষ্টি 'চা'। কি করে 'চা' শিল্পকে সমৃদ্ধ করা যায়। দিকে দিকে 'চা' শিল্পের লালবাতির বিভীষিকার ঘন্টাধ্বনি যখন দেশের সরকার, কৃষি ব্যাংকসহ অন্যান্য অর্থকরী প্রতিষ্ঠানকে ক্ষতিভারের প্রলাপ শোনাচ্ছে-রাগীব আলী তখন কর্মবীর, অসহায়ের সহায়, বিপদবারণ, পতিত পাবন হয়ে হাল ধরলেন। নতুন আঙ্গিকে, নতুন দিক নির্দেশনায় অথৈ সাগরের উত্তাল তরঙ্গমালার শুভ্র ফেনিল মুকুট স্বেচ্ছায় শিরোধার্য করে এগিয়ে চললেন সামনের দিকে। নতুন দ্বীপান্বেষায় সমুদ্র থেকে সমুদ্রের লোনাজল মথিত করে চললেন। শ্রীহীন চা-বাগানের ছায়াতরু হয়ে অতন্দ্র প্রহরীর মতো শ্রম-মেধা-বুদ্ধি দিয়ে দিগন্ত প্রসারী বাহু বিস্তার করে চললেন আরও কি করে কান্তিময় করা যায় চা-বাগানকে। 'চা' গাছের পাশাপাশি অনাবাদী পতিত জমিতে একদিকে ফল বাগান গড়ে তুললেন। লাগালেন আম-জাম, আমড়া-আমলকি, লেবু-কমলা, পেয়ারা, লিচু, আনারস, নারকেল, কলা, জলপাই, পান, সুপারি, তেজপাতা, কাঁঠাল, গোলমরিচ, হলুদ, আদা ইত্যাদি ফলজ উদ্ভিদ। অন্যদিকে অর্থকরী বনজ বৃক্ষকে সযত্নে লালনভূমি করে তুললেন, লাগালেন জারুল-সেগুন, মেহগনি-কড়ই, লেবেক-একাশিয়া, নিম-মালাকান্দা, রবার-বাঁশ-বেত। মাঝে মাঝে নানা দেশী বিদেশী ফুলের অপূর্ব উদ্যানরাজিও গড়ে তুললেন এই সৌন্দর্য প্রিয় মানুষটি। যা তাঁর সাজানো নিজস্ব অন্তর ঐশ্বর্যের চিরহরিৎ বন। নিত্য যেখানে মানুষ আর প্রকৃতিতে কথা হয় সংগোপনে। গাছে গাছে ফল ধরে, ফুল ফোটে, মধুকর ফুলে ফুলে উড়ে উড়ে, ঘুরে ঘুরে মধু সংগ্রহ করে, মৌচাক গড়ে। দৃষ্টি নন্দন এসব কানন দেশী বিদেশী পর্যটক ও সৌন্দর্য পিপাসুকেও আকৃষ্ট করছে দিনে দিনে। দেশের পর্যটন শিল্পেও এগুলো অবদান রাখার মত বিশিষ্ট সম্পদ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অন্যদিকে সাথে সাথে রাগীব আলী মাছে ভাতে বাঙালি চিত্তের সুদূর অতীতের প্রাণের দাবিকেও চিত্রায়ন করতে ভোলেন নি। গড়ে তুলেছেন মৎস্য চাষের নানা আয়োজন। নানা জাতের মাছ নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষায় তাঁর অন্ত নেই, প্রচেষ্টায়ও

www.pathagar.com

কমতি ঘাটতি নেই। হয়তো অদূর ভবিষ্যতে এটিও তাঁর হাতের পবিত্র পরশে ও সুযোগ্য দিক নির্দেশনায় সোনা ফলবে।

রাগীব আলী সম্পর্কে সবচেয়ে বড় উচ্চারণ-তিনি একজন মানব দরদী। ধর্ম-বর্ণ জাতি নির্বিশেষে মানব প্রেমের মহান আদর্শকে সামনে রেখে দেশ ও দশের কল্যাণ কামনায় সাহায্য সহযোগিতার বাহু বিস্তার করেছেন হাতেম তাঈর মত। অর্থ দিয়ে, পুঁজি দিয়ে, বুদ্ধি-পরামর্শ দিয়ে কোথাও বা শ্রম দিয়ে নানাভাবে শতাধিক প্রতিষ্ঠান যেমন-স্কুল, কলেজ, মসজিদ, মাদ্রাসা, বিশ্ববিদ্যালয়, বিভিন্ন কল্যাণ ট্রাস্ট, অন্ধকল্যাণ সমিতি, হাসপাতাল, রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি, প্রবীণ হিতৈষী সংঘ, এতিমখানা, যুব ফোরাম, হকি ফেডারেশন, যাকাত ফান্ড, বহু প্রকাশনা সংস্থা, জাতীয় কবিতা উৎসব, পাঠাগার, ত্রাণ তহবিল- ইত্যাদি বহুবিষয়ক প্রতিষ্ঠান তাঁর মাধ্যমে উপকৃত হয়েছে। নানা বিষয়ক শিল্প-সাহিত্য সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের জন্য কোন প্রতিষ্ঠানকেও তিনি বিমুখ করেন নি। তাঁর অন্তর ঐশ্বর্যের অনুরাগী ছোঁয়ায় দশ দিগন্তের মানুষ উপকৃত হয়েছে। তাঁর হাতে সর্বদা বেজেছে মানব প্রেমের মঙ্গল শঙ্খ। সমাজ মানুষের কল্যাণ কুসুমটি সর্বদাই তাঁর মানস সরোবরে প্রচারে বিমুখ। দান করে, সাহায্য করে চিরকাল পর্দার আড়ালে নেপথ্যচারীই রয়ে গেলেন। দানের সুমহান আদর্শের এ ব্যতিক্রমী মানুষটি সমুদ্র গভীর অতলান্ত ঐশ্বর্যের মনিমানিক্যতে বুকের তলদেশে রত্ন লুকিয়ে রেখেছেন। অনেকের থাকলেও যা দিতে পারেন না রাগীব আলী তা দিয়েছেন মানুষকে এবং দিয়ে যাচ্ছেন অকৃপণ হস্তে। সত্য সুন্দরের জয়ধ্বজা ধরে যিনি সামনে অগ্রসরমান- কে তাঁকে পিছু হটাবে? পাছে লোকে কিছু বলায় তাঁর ভয় নেই, কোন কূটনীতি দুর্নীতির তিনি আজ্ঞাবহ নন। তাঁর জীবনী ঘেটে কোন পদস্খলনের কথা তাঁর সম্পর্কে শোনা যায় না।

রাগীব আলী প্রকৃত অর্থেই একজন ধনী ব্যক্তি। কেননা মঙ্গল করার শক্তিইতো ধন, বিলাস ধন নয়। যুগে যুগে, দেশে-দেশে, শিল্প-সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান, অর্থ-সম্পদ সব কিছুর মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য যখন মানব কল্যাণের ব্রতে এগিয়ে চলে, মানুষ যখন তা থেকে উপকৃত ও সমৃদ্ধ হয় তখনই তা হয় প্রকৃত সম্পদ। রাগীব আলীর ধন-সম্পদ, টাকা-পয়সা, ব্যবসা-বাণিজ্য সর্বোপরি তাঁর ঐশ্বর্যময় অন্তর সর্বদা মানুষের কথা বলে। আমাদের এ শ্রেণীবিভক্ত সমাজে এর থেকে অন্য কোন উপায়ে এত বেশী মানব কল্যাণের কাজে রাগীব আলীর মত আর কেউ বোধ হয় নিঃস্বার্থ ভাবে ধন-সম্পদ ব্যয় করতে পারেননি। সন্তান, সংসার, আত্মীয়, পরিজন থাকা সত্ত্বেও পরহিতব্রতে এমন করে নিজেকে উজাড় করে দিতে শুধু রাগীব আলীই জানেন। অথচ বিনয়ী ভদ্র। নিউটন জ্ঞানের ভান্ডার হয়েও জীবন সায়াহ্নে অতি দীন অবস্থায় বলে গেছেন- 'আমি এই মহাজ্ঞান সমুদ্রের এক কণা বালুকণাও কুঁড়াতে পারিনি।' অন্য দিকে মানুষের জন্য অনেক কিছু করেও আরও অনেক কিছু না করতে পারার বেদনায় সদা চঞ্চল এক অতৃপ্ত মানব রাগীব আলী। মানুষের কাছে তাঁর ঋণ যেন শেষ হবার নয়। এই তো প্রকৃত মহান মানবাত্মা, প্রতিনিয়ত অতৃপ্তির মহানন্দে নিখাদ হচ্ছেন। নানা দিগন্তে ছড়িয়ে পড়েছেন। নানা পর্যায়ের মানুষের

www.pathagar.com

কাছে ছুটে যাচ্ছেন। এমন দানশীল প্রশস্ত হৃদয় মানবপ্রেমী সমদর্শী ব্যক্তি অনন্তকাল ধরে মানুষের ঘরে অনুরাগের আলোকবর্তিকাই জ্বেলে রাখবেন। মহাকাল তাঁর গলায় পরিয়ে দেবে জয়ের মালা। সে জয় এ ধুলোমলিন সংসারে মানুষ আর মানবতার শ্রেষ্ঠ বিজয় বলে গণ্য হবে। রাগীব আলী সুস্থ-সুন্দর জীবন নিয়ে আরও অনেক অনেক দিন আমাদের মাঝে বেঁচে থাকুন। তিনিই যেন শেষ কথা নয়- এ অভাগা দেশে তাঁর অনুসারী ও উত্তরসূরীদের উত্থান ঘটুক। আমাদের সমাজে তিনি এক বিরল ব্যক্তিত্ব। এক অনুকরণীয় আদর্শ। মানুষের প্রতি প্রেম পূণ্যে উদ্ভাসিত এক বঙ্গজ সন্তান, শক্তিমান পুরুষ।

www.pathagar.com

অনন্য রাগীব আলী

কামাল চৌধুরী

জনাব রাগীব আলী একজন সাধারণ মানুষ। বিত্ত-বৈভব, সম্পদ ও হৃদয় গরীয়ান এ মানুষটি সাধারণ-আমার এ কথা অনেকে মেনে নিতে চাইবেন না। কিন্তু তাঁকে দেখে আমার মনে হয়েছে এ যুগে তাঁর মত সাধারণ মানুষ হওয়াই অসাধারণ ব্যাপার। এখন চাঁদাবাজ, মাস্তান, চোরাকারবারী, ঋণখেলাপীরা অসাধারণ-- সমাজে এরূপ লোক সর্বত্রই দৃশ্যমান। আগে ছিল বাইশ পরিবার-এখন হাজার পরিবার সমাজপতির ভূমিকায় অবতীর্ণ। অসাধারণ তাদের উত্থান, অসাধারণ তাদের কাজ কারবার! আমার ধারণা, অসাধারণের এই তালিকায় রাগীব আলী থাকতে চাইবেন না। বোধকরি সেজন্যই তিনি লক্ষজনের একজন হিসেবে সাধারণ্যে পরিচিত হতে ভালোবাসেন।

রাগীব আলীকে আমি প্রথম দেখি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসির সামনে জাতীয় কবিতা পরিষদের অনুষ্ঠানে। প্রথম পরিচয়েই আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম তাঁর ব্যবহারে। অত্যন্ত অমায়িক ও ভদ্র। জানলাম তিনি দেশের একজন বিশিষ্ট শিল্পপতি, প্রচুর জনকল্যাণমূলক কাজ করেছেন। নিজে লেখালেখি করেন না- কিন্তু লেখকদের সম্মান করেন-শিল্প সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহ অপরিসীম। পরবর্তীতে তাঁর সম্পর্কে আরো শুনেছি-জেনেছি তাঁর জীবন কাহিনীর কিছু অংশ- বিভিন্ন সমাজ কল্যাণমূলক কাজে তাঁর নিঃস্বার্থ অবদানের কথা। জেনে বিস্মিত হয়েছি, তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জেগে উঠেছে।

রাগীব আলীর উত্থান বিস্ময়কর। সিলেটের এক সাধারণ পরিবারে তাঁর জন্ম। ১৯৫৭ সালে উচ্চ শিক্ষার্থে ও ভাগ্য অন্বেষণে বিলেত গিয়েছিলেন, উচ্চ শিক্ষা তাঁর হয়নি কিন্তু শ্রম, উদ্যম ও দূরদৃষ্টির গুণে ভাগ্যের চাকা ঘুরিয়ে দিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, বিপুল বিত্ত ও সম্পদের অধিকারী হয়েছেন। বিলাতে গিয়ে বেশীরভাগ প্রবাসীরা যা করেন তিনিও তাই করেছেন- রেস্টুরেন্টে কিচেন পোর্টারের, ওয়েটারের কাজ করেছেন। এর ফাঁকে ফাঁকে সঞ্চয় করেছেন, শেয়ার কেনাবেচা করেছেন-এভাবে একদিন নিজেই তাজমহল নামে ইন্ডিয়ান ফুডের রেস্টুরেন্ট খুলেছেন, আত্মীয়-স্বজনকে বিলাতে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বলতেই হয়, সৌভাগ্যের বরপুত্র তিনি। কারণ ভাগ্য বদলাতে অনেকেই প্রবাসী হন কিন্তু সবাই সফল হন না- রাগীব আলী হয়েছেন।

কিন্তু শুধুমাত্র স্ব-প্রতিষ্ঠার গৌরবে গরীয়ান হলে তাঁকে নিয়ে আমাদের আলোচনার প্রয়োজন হতো না। দেশে ও বিদেশে অনেক বাঙালি আছেন যারা অর্থ ও সম্পদে কম নন-তাঁর মত সামান্য অবস্থা থেকে অনেকেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। কিন্তু রাগীব আলী ব্যতিক্রম। তিনি বিপুল বিত্তের অধিকারী হয়ে আত্মতুষ্টির খোলসে নিজেকে

www.pathagar.com

আবৃত করেন নি। নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখেন নি স্বদেশের মাটি ও মানুষ থেকে। মাটির টানে ফিরে এসেছেন প্রিয় মাতৃভূমিতে। দরদী হৃদয় তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছে সাধারণ মানুষের জন্য কিছু করতে, করেছেনও অনেক কিছু। তিনি যা যা করেছেন তাঁর তালিকা দীর্ঘ, জেনে শুধু বিস্মিত হতে হয়। তাঁর নিজের এলাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে শিক্ষার প্রসার, স্বাস্থ্যসেবা, অবকাঠামো উন্নয়ন ও শিল্পবিকাশে রেখেছেন অনন্য অবদান। সারাদেশে অনেকগুলো স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, মসজিদ, হাসপাতাল, প্রতিষ্ঠা করেছেন, রাস্তাঘাট, পুল কালভার্ট নির্মাণ করেছেন। 'রাগীব-রাবেয়া ফাউন্ডেশনের' মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করেছেন জালালাবাদ মেডিকেল কলেজ। কয়েকটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়েরও তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। সাহিত্য, সংস্কৃতি, ক্রীড়া ক্ষেত্রে অনেক ক্লাব ও প্রতিষ্ঠানকে পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছেন। দরিদ্র ও আশ্রয়হীনদের জন্য ঘরবাড়ি তৈরি করে দিয়েছেন।

তিনি দেশের সফল শিল্প উদ্যোক্তাদের অন্যতম। দেশে ফিরে তিনি কয়েকটি রুগ্ন চা-বাগান ক্রয় করেছেন। তাঁর উদ্যম, পরিশ্রম ও দূরদৃষ্টির ফলে সবগুলো বাগান আজ লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে বলে শুনেছি। প্রতিষ্ঠা করেছেন ব্যাংক-বীমা ও অন্যান্য শিল্প-কারখানা। এভাবে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে রেখেছেন অপরিসীম অবদান।

এমন এক সময় ছিল যখন সামান্য দান করলে সুনাম ছড়িয়ে পড়ত দেশ দেশান্তরে। এখন পরিস্থিতি ভিন্ন। অন্তরের ঐশ্বর্যে বড় না হলেও দেশে বিত্তবান মানুষ এখন প্রচুর। এসব বিত্তবানদের অনেকে জনসেবামূলক কাজও করেন, কিন্তু সবাই নিঃস্বার্থ নন। জনগণও ভিন্নরূপ মনে করে, ভাবে ভবিষ্যতের কোন্ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এসব করা হচ্ছে। যে দেশে টাকা থাকলে সমাজপতি, রাজনৈতিক নেতা হওয়া যায় সে দেশে এ ভাবনা অমূলক নয়। কিন্তু রাগীব আলী ব্যতিক্রম, এ যাবত তিনি মোহের পথে পা বাড়াননি- কাজ করে গেছেন অনেকটা নিঃশব্দে। দেশের মানুষ অনেকেই তাঁকে চেনেন না। কিন্তু তাঁর বিপুল অবদানের কথা, নিঃস্বার্থ ও নিবেদিত কাজের সুনাম একদিন ছড়িয়ে পড়বেই।

সম্প্রতি তিনি বাংলাদেশ রাইটার্স ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। আমাদের আমন্ত্রণে তিনি ক্লাবে এসে আমাদের সঙ্গে বসেছেন, তাঁর স্বপ্ন ও আকাঙ্খার কথা বলেছেন। শিল্প-সাহিত্যের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগের কথা জানিয়েছেন। রাইটার্স ক্লাব বাংলাদেশের সৃষ্টিশীল লেখকদের মিলনক্ষেত্র। এ ক্লাবের মাধ্যমে তিনি এদেশের শিল্প-সংস্কৃতি-বিকাশে কাজ করার আগ্রহের কথা জানিয়েছেন। এই নিবেদিত-প্রাণ ব্যক্তি আজ রাইটার্স ক্লাবের পৃষ্ঠপোষক। ক্লাবের অগ্রযাত্রায় এই কীর্তিমান মানুষকে সঙ্গে পেয়ে ক্লাব সদস্যগণ অত্যন্ত আনন্দিত।

জনাব রাগীব আলীর উত্থান যেমন বিস্ময়কর তেমনি তাঁর অবদানও অনন্য। দেশ-সমাজ ও শিল্প-সংস্কৃতির বিকাশে তিনি যে অবদান রেখে চলেছেন সেজন্য তাঁকে জানাই শ্রদ্ধা ও অভিবাদন।

কবি, প্রাবন্ধিক।

www.pathagar.com

রাগীব আলী ঃ একজন মহান মানুষের প্রতিকৃতি

ইসহাক খান

১৯৯৫ সালের জানুয়ারির এক সন্ধ্যায় হাজির হলাম জাতীয় কবিতা পরিষদের কার্যালয়ে, টি.এস.সি'র তিন তলায়। নবম কবিতা উৎসবের প্রস্তুতি চলছিল সে সময়। আমি জাতীয় কবিতা পরিষদের সদস্য নই, কাব্য চর্চাও করিনা- তারপরও কবিতা উৎসবের সংগে খানিকটা মানসিক যোগসূত্র আছে আমার। সুযোগ পেলেই উৎসব দপ্তরে গিয়ে উপস্থিত হই। বলা যায়, নাড়ির যোগ আছে কবিতা পরিষদের সংগে। দেশ যখন সামরিক শাসনের যাঁতাকলে নিস্পেষিত, লোক দেখানো এশীয় কবিতা উৎসবের নামে তৎকালীন এরশাদ সাহেবের প্রহসনের যে নাটক শুরু হয়েছিল- সেই প্রহসনের বিরুদ্ধে প্রথম যে ক'জন তরুণ একত্রিত হয়ে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে এবং বিকল্প কবিতা উৎসবের সূচনা করে আমি সেই তরুণ দলের একজন সদস্য ছিলাম। ব্যাপক উৎসাহ আর উদ্দীপনার মধ্যে প্রথম জাতীয় কবিতা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

তারপর কবিতা পরিষদ নিয়ে অনেক ঘটনা অনেক টানাপড়েন হয়েছে। তারপরও কবিতা উৎসব চলছে। যদিও উৎসবের সেই আমেজটি আর নেই।

যা হোক, যে কথা বলছিলাম, উৎসব দপ্তরে গিয়ে আমি হতচকিত হলাম রুমভর্তি মানুষ দেখে। অনেক সিনিয়র কবি যারা সাধারণতঃ দপ্তরে বড় একটা আসেন না, তাঁরাও এসেছেন। কবিতা পরিষদের সেই সময়কার সাধারণ সম্পাদক কবি মোহন রায়হানকে সবার উদ্দেশে বক্তৃতারত দেখে আমি দরজায় দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলাম- নিশ্চয়ই কবিতা পরিষদের সাধারণ সভা চলছে, অতএব, এখন প্রবেশ করাটা উচিৎ হবে না। মূহূর্তকাল মাত্র দাঁড়িয়েছি, মোহন রায়হান বক্তৃতারত অবস্থায় ইশারায় আমাকে ভেতরে আসতে বললেন। আমি নিঃশব্দে ঢুকে রুমের এককোণে একটি শূন্য চেয়ারে গিয়ে বসলাম।

মোহন রায়হানের স্বভাবসুলভ উচ্চকণ্ঠ বক্তৃতায় একজন ব্যক্তির নাম বার বার ঘুরে ফিরে উচ্চারিত হচ্ছিল। শুনে আমার কৌতূহল নড়েচড়ে ওঠে। আমার কাছে নামটি তখনও খুব অপরিচিত। রাগীব আলী। আমি অনেক চেষ্টা করেও কিছুতেই মনে করতে পারছিলাম না, কে এই রাগীব আলী? তিনি কি লেখক, কবি, প্রবন্ধকার, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব-নাকি সরকারের ডাকসাঁইটে কোন আমলা? আমার সে দ্বন্দ্ব বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না। মোহন রায়হানের বক্তৃতায় আমার ভেতরের ধাঁ ধা ক্রমশঃ জট খুলতে থাকে। ক্রমশঃ একজন মহান মানুষের প্রতিকৃতি আমার সামনে মূর্ত হয়ে ওঠে। আমি ভীড়ের মধ্যে মহান মানুষটিকে খুঁজতে থাকি। উপস্থিত লেখক

www.pathagar.com

কবিদের অধিকাংশই আমার চেনা। তাদের সংগে পরিচয় ছাড়াও ব্যক্তিগত যোগাযোগ আছে আমার। তা'হলে মানুষটি কে?

ভিড়র মধ্যে সাধারণ পোশাকে, ততোধিক সাধারণ চেহারার পঞ্চাশোর্ধ একজন অচেনা মানুষকে দেখলাম কবি ঔপন্যাসিক সৈয়দ শামসুল হকের পাশে ভাবলেশহীন ভাবে বসে আছেন। আমি কিছুতেই আলোচিত রাগীব আলীর সঙ্গে তাঁকে মেলাতে পারছিলাম না। এই অচেনা মানুষটি যে রাগীব আলী তা আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। বিশ্বাস করছিলামও না।

ততোক্ষণে মোহন রায়হানের একটি বর্ণনার প্রতি আমার মনযোগ গেঁথে গেছে। রাগীব আলীর ছোটবেলার একটি ঘটনার উল্লেখ করছিলেন মোহন। শৈশবে রাগীব আলী তাঁর গ্রামের বাড়ি তালিবপুর থেকে দু'মাইল দূরে লক্ষ্মীবাসা মধ্যবঙ্গ বিদ্যালয়ে যেতেন অধ্যয়নের জন্য। পথে একটি নদী বড় বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। প্রায়ই নদী পার হতে তাঁকে এবং তাঁর মতো আরো অনেক স্কুল ছাত্রকে খেয়াপারের জন্য দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হতো। বৃষ্টিতে ভিজে বইখাতা নষ্ট হয়ে যেত। সেই শিশু বয়সেই তিনি মনে মনে সংকল্পবদ্ধ হন যদি সুযোগ আসে তবে তিনি ওই নদীর ওপর সেতু নির্মাণ করে দেবেন। যাতে করে আর কাউকে নদী পারাপারের বিড়ম্বনা সইতে না হয়। সেই কাজটি তিনি করেছেন। সম্পূর্ণ নিজের উদ্যোগে প্রায় দু'কোটি টাকা ব্যয়ে তিনি নদীর ওপর সেতু নির্মাণ করেছেন।

এই বর্ণনা শুনে আপনা থেকে শ্রদ্ধায় নত হয়ে আসে আমার মাথা। কল্পনায় নিজেকে তেমন একজন মহান মানুষ ভাবতে ইচ্ছে হয়। ছোটবেলায় 'দস্যু বনহুর' কিংবা 'মাসুদ রানা' পড়ে নিজেকে ওই মানুষটি ভাবতে ভাল লাগতো। বড় হয়েও সে অভ্যাস যায় নি। বিখ্যাত ব্যক্তিদের জীবনী পড়ে নিজেকে ওই বিখ্যাত ব্যক্তি ভাবতে ভাললাগে। যদিও সে যোগ্যতা এবং তেমন গুণাবলীর ভীষণরকম অভাব আমার মধ্যে। সে কারণেই হয়তো কল্পনায় নিজেকে নায়ক ভাবতে সাধ জাগে। বোধকরি আমার মতো এমন মানুষদের সংখ্যাই বেশী।

অতঃপর সমবেত লেখক কবিদের সামনে রাগীব আলীকে কিছু বলতে অনুরোধ করা হলো। যিনি তারপর বিনীত ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়ালেন, তাঁকে দেখে আমার বিস্ময় এবার আরো উর্ধ্বমুখী হলো। যে অচেনা সাধারণ চেহারার মানুষটিকে আমি সৈয়দ শামসুল হকের পাশে বসে থাকতে দেখেছিলাম, যাঁকে আমি কোনভাবেই রাগীব আলী বলে ভাবতে পারিনি- সেই মানুষটি উঠে দাঁড়িয়ে সালামান্তে বিনয়ের সঙ্গে নিজের পরিচয় এবং সংক্ষিপ্ত কিছু কথা বললেন। আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম তাঁর কথা শুনে।

তিনি কবিতা উৎসবের মূল দায়িত্ব অর্থাৎ অর্থ যোগানের মতো বিশাল ভূমিকাটি নিজের প্রশস্ত কাঁধে তুলে নিলেন। ভাবতে অবাক লাগে, দেশের অধিকাংশ অর্থবানরা যখন আরো অর্থের পেছনে বিরামহীন ছুটছে- সাহিত্য সংস্কৃতি যাদের

www.pathagar.com

কাছে আবর্জনার মতো তুচ্ছ ব্যাপার- সেখানে রাগীব আলীর পৃষ্ঠপোষকতায় সাংস্কৃতিক অঙ্গনে নতুন প্রাণের উন্মেষ ঘটে।

আমার কৌতূহল বেড়ে যায় লোকটির প্রতি। আমি তাঁর মূল পরিচয় জানতে আগ্রহী হয়ে উঠি। কেউ তাঁকে চেনে এমন মানুষ পেলে সংগে সংগে আমার ভেতরের কৌতুহল উস্‌কে ওঠে। তাঁর সম্পর্কে যত শুনেছি ততই অজান্তে শ্রদ্ধাবনত হয়েছি।

একটি সাধারণ পরিবারের ১৯৩৮ সালে সিলেট জেলার বিশ্বনাথ থানার তালিবপুর গ্রামে এই মানুষটির জন্ম। পিতা হাজী রাশীদ আলী। আট ভাইবোনের মধ্যে রাগীব আলী হলেন পঞ্চম। এস.এস.সি. পাস করার পর ভাগ্যান্বেষণে তিনি লন্ডনে যান। সেখানেই একটি সাধারণ রেস্টুরেন্টে ওয়েটারের কাজ দিয়ে তাঁর কর্মজীবন শুরু। তারপর ধীরে ধীরে মেধা পরিশ্রম আর সততা দিয়ে একের পর এক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন।

বিস্ময়ের ব্যাপার যে তিনি এমন কিছু রুগ্ন শিল্প কারখানা ক্রয় করেন, যেগুলো অদক্ষতা, অব্যবস্থাপনায় বন্ধ হতে বসেছিল। তিনি সেগুলো আন্তরিকতা, মেধা, দক্ষতা আর অভিজ্ঞ ব্যবস্থাপনায় লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেন। তাঁর এই অবিশ্বাস্য ভূমিকায় কয়েক হাজার শ্রমিক-কর্মচারী বেকারত্বের দুঃসহ জীবন থেকে রক্ষা পায়। দেশের অর্থনীতি হয়ে ওঠে গতিশীল। তাঁর, এই ব্যাপক সফলতা বস্তুত তাঁর ঐকান্তিক চেষ্টারই ফল। শূন্য থেকে যাঁর একদিন যাত্রা শুরু হয়েছিল। তারপর নিজের অক্লান্ত পরিশ্রম আর মেধায় নিজেকে প্রতিষ্ঠার স্বর্ণ শিখরে উত্তোলিত করেন। বহু শিল্প প্রতিষ্ঠানের তিনি মালিক। সম্পদের পাহাড় গড়েছেন। আমরা যুগপৎ বিস্মিত এবং আনন্দিত হই যে, মানুষটি অর্থের এত আতিশয্যেও ভোগ বিলাসিতায় মত্ত হননি। রঙিন চশমায় দেখেন নি পৃথিবী। দেখেছেন খোলা চোখে- খোলা মনে। তাইতো লক্ষজনের একজন হয়ে উঠেছেন তিনি। তাঁর দানের পরিমাণ আকাশচুম্বি। অবিশ্বাস্য মনে হয় তাঁর নিজ হাতে গড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘ তালিকা দেখে। পাঠক নিঃসন্দেহে সে তালিকা পড়তে পড়তে ক্লান্ত হবেন। অথচ তিনি কিন্তু এত এত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়তে মোটেও ক্লান্ত হন নি। তাঁর সে উদ্দীপনা আজো বহতা নদীর মতো বহমান। তাঁর মতো আলোকিত মানুষ আজ আমাদের বড় বেশী প্রয়োজন। সমাজ আজ খারাপ অর্থবানদের হাতের মুঠোয় ধুঁকছে। একজন রাগীব আলী নয়, আজ দেশে অনেক অনেক রাগীব আলীর প্রয়োজন। যাদের আলোকিত হাতের স্পর্শে কেটে যাবে জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসা গাঢ় অন্ধকার।

ঔপন্যাসিক, টিভি নাট্যকার ও কলাম লেখক।

www.pathagar.com

লক্ষ তারার দীপ্তি

নিশাত খান

'হাতের কাছে হয়না খবর, কি দেখতে যাও দিল্লী শহর' বাউল সাধক লালনের উক্তি। একই কথার প্রতিধ্বনি তুলেছিলেন আর এক সাধক কবি রবীন্দ্রনাথ 'দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া, ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া একটি ধানের শীষের উপর একটি শিশির বিন্দু।' বস্তুতঃ তাই আমরা আপনাকে চিনতে পারিনা। পরিবেশকে বুঝতে শিখিনা। আপন অস্তিত্ব, আপন সত্ত্বার শক্তি যাচাই করিনা। সেই বাল্যকালে আবিষ্কারের গল্প শুনেছি, পড়েছি সাত অভিযানের কথা। পড়ে পড়ে রোমাঞ্চিত হয়েছি। রবার্ট ব্রুসের অমিত তেজ আর ধৈর্যের কাহিনী যেমন পড়েছি, তেমনি জিমরে বটের শিকারের সাহসী গল্প কথা জেনেছি। অথচ আমাদের অশিক্ষিত পচাব্দি গাজীর মতো সাহসী ও বুদ্ধিমান শিকারী সারাবিশ্বে দু'টি আছে কিনা সন্দেহ। তাঁকে নিয়ে কোন হৈ চৈ নেই। অনুরূপভাবে দাতা মহসীন, হাতেমতাই কিংবা খান পন্নী, আর পি সাহার কথা জেনেছি। প্রথম দু'জন কিংবদন্তি, শেষ দু'জন দানবীর ও সমাজসেবক হিসেবে খ্যাত। কিন্তু এদের সবাইকে ছাড়িয়ে গেছেন যে জন, বিশেষ করে বর্তমান এই স্বার্থপরতা ও ধান্ধাবাজীর যুগে, শিক্ষা ও সমাজ সেবার এক জীবন্ত কিংবদন্তি, তাঁকে আমরা ভাল করে চিনিনা, জানিনা তাঁর গাঁথা। তিনি আমাদের মতোই একজন সাধারণ মানুষের আবরণে এক অসাধারণ কীর্তিমান পুরুষ। সেই হিমালয় উদার সদৃশ ব্যক্তি সম্পর্কে সামান্য পরিচয় তুলে ধরতে চাই।

প্রকৃতির লীলাভূমি, অপার সৌন্দর্যের স্থির চিত্র, হযরত শাহ্জালাল, শাহ্পরান এর পূণ্যস্মৃতিধন্য, শ্রী চৈতন্য দেব, রাধারমন, হাছন রাজা, আরকুম শাহ এর মরমী গানের দেশ সিলেট। সেই সিলেটের বিশ্বনাথ থানার ছায়া সুনিবিড় ছোট্ট একটি গ্রাম তালিবপুর। সাধারণ এই গ্রামের অতি সাধারণ একটি পরিবার প্রধান মরহুম হাজী রাশীদ আলী। তখনও তিনি হাজী হননি। তবে ধর্মপ্রাণ একজন নিরীহ মুসলমান। তাঁর ঔরসে যে শিশুটি ১৯৩৮ সালে ১০ অক্টোবর জন্ম নিয়েছিলেন তখন আকাশে কোন তারকা বিশেষ কোন ইঙ্গিত দিয়ে যায়নি। প্রকৃতিও জানায় নি কোন অভিবাদন। গ্রাম-গঞ্জের লক্ষ লক্ষ শিশুর জন্মের মতোই জন্ম হলো শিশুটির গ্রামের আলো হাওয়ায় লালিত পালিত বর্ধিত এই শিশুটি সকলের মাঝে থেকেও, তাদের খেলার সঙ্গী হলেও মাঝে মাঝেই আপন জগতে উধাও হয়ে যেতেন। উদাস দৃষ্টিতে দেখতেন গ্রামের পাশদিয়ে বয়ে যাওয়া ঝিরিঝিরি পাহাড়ী ঝর্ণার একটানা চলা। সেই ঝর্ণার পানি নিতে আসা গ্রাম্য বধুদের মেহনতী দিনরাত্রি অর্ধ-উলঙ্গ

www.pathagar.com

শিশুদের ছোট ছোট মাছ ধরা শরীরে পুষ্টিহীনতা। রোগ, শোক মহামারী, মৃত্যুর হাতছানি। তিনি সে সব দেখতেন আর হতাশ হতেন, উদাস হতেন।

বাড়ি থেকে দু'মাইল দূরে লক্ষ্মীবাসা মধ্যবঙ্গ বিদ্যালয়ে প্রথম তাঁর হাতেখড়ি। এক গাদা বই শ্লেট বগলদাবা করে দীর্ঘ দু'মাইল পথ ধুলো কাদা পাড়ি দিয়ে স্কুলে যেতে হতো তাঁর। পথের মাঝে ছিলো পাহাড়ী নদী। সে নদীতে বারো মাস পানি থাকত, স্বচ্ছ কাকচক্ষু পানি। নদী পারাপার হতে হতো বাঁশের সাঁকো বা এক হাতে বই শ্লেট উঁচিয়ে বুক সাঁতারে। স্কুলে আসা যাওয়ার পথে শিশুটি আর সবার কষ্ট দেখে নিজের কষ্ট ভুলে যেতেন। মনে মনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতেন এই কষ্ট লাঘবের। চারদিকের মেহনতী আধ-খাওয়া মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর অদম্য বাসনা সেই শিশুটির মনে তখন থেকে প্রোথিত। গ্রামের আর সব শিশুরা যখন দল বেঁধে হৈ-হুল্লোড় করত তখন তিনি সকলের মাঝে থেকেও একা হয়ে যেতেন। শুধু মনে মনে ছক কাটতেন বড় হওয়ার। ভাঙা ঘরে শুয়ে লক্ষ টাকার স্বপ্ন দেখা সকলকে মানায় না। কিন্তু তাঁর ক্ষেত্রে তা মানিয়ে গেছে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাট চুকিয়ে সিলেট শহরের কেন্দ্র বিন্দুতে অবস্থিত রাজা গিরিশ-চন্দ্র হাইস্কুল থেকে ১৯৫৬ সালে ম্যাট্রিক পাস করে তাঁর স্বপ্নগুলো ডানা মেলতে চায়। এই দেশ এই পরিবেশ থেকে লালিত স্বপ্ন বাস্তবায়ন অসম্ভব মনে করে এক কঠিন সিদ্ধান্তে উপনীত হন তিনি। পাড়ি দেবেন সাত সমুদ্র তের নদী। উচ্চশিক্ষা আর ভাগ্যান্বেষণের জন্য এবার তাঁর গন্তব্য বিলাত। কিন্তু বিলাত যাওয়াতো আর চাট্টিখানি কথা নয়। আজকের যুগের মতো পাসপোর্ট ভিসা বা যোগাযোগ ব্যবস্থা অত সহজলভ্য ছিলোনা তখন। তদুপরি বিলাত যাবার মতো যথেষ্ট অর্থকরী তাঁর হাতে নেই। কিন্তু শত বাঁধা থাকলে কি হবে, শোণিতে যার টেমস নদীর ডাক, তাঁকে কি বেঁধে রাখতে পারে সুরমার কোলাহল? মায়ের স্নেহ বন্ধন তাঁকে ফেরাতে পারেনি, বাবার ভালবাসা তাঁকে থামাতে পারেনি, সবুজ অরণ্যানী, দু'টি কুঁড়ি একট পাতা তাঁকে দমাতে পারেনি, পাহাড় আর ঝর্ণাধারা তাঁকে আগলে রাখতে পারেনি। তিনি শত বাধার পাহাড় ডিঙিয়ে জোগাড় করেছেন পাসপোর্ট, ভিসা, বিমান ভাড়া আর বিলাতের স্কুলে পড়ার সনদপত্র।

সেই ১৯৫৭ সালের ৪ এপ্রিল তিনি বিলাত যাত্রা করেন কপর্দকহীন অবস্থায়। আর পিছু হটে আসেননি। ১৭৫৭ সালে পলাশীর আম্রকাননে এই দেশ দখল করেছিলো যেই ইংরেজ বেনিয়া গোষ্ঠি। তাঁর ঠিক দু'শো বছর পর এই বাংলার এক গৌরকিশোর বিলেত জয়ের স্বপ্ন চোখে বিলেত পাড়ি জমান। ইংরেজদের ছিল অস্ত্র আর কূটকৌশল, এই কিশোরের ছিলো অমিত মনোবল, অসীম সাহস, ধৈর্য্য, একাগ্রতা ও ধীশক্তি। তিনি ঢাল তলোয়ারহীন একজন সংশপ্তক।

উচ্চ শিক্ষার পাশাপাশি কর্মজীবন শুরু করেন তিনি হোটেলের ওয়েটার হিসেবে। পথের ভিখেরী থেকে রাজা হওয়ার কল্পকাহিনী আমরা রূপকথার পাতায় ঢের দেখেছি। কিন্তু এরকম বাস্তব উদাহরণ খুব বেশী নেই। বিশেষতঃ সম্পূর্ণ সৎপথে

www.pathagar.com

থেকে। যাঁরা দুর্নীতি, চোরাচালান করে কিংবা ব্যাংক লোপাট করে শূন্য থেকে বিত্তশালী হয়েছেন তাদের কথা ভিন্ন। কিন্তু সম্পূর্ণ সৎভাবে রোজগার করে দেশের শ্রেষ্ঠ ধনাঢ্যদের একজন হওয়া কল্পকাহিনীকেও হার মানায়। পড়াশোনার পাশাপাশি হোটেলের চাকরীতে খাওয়া ও পড়াশোনা চলছিল কিন্তু যে উদ্দেশ্যে সিলেটের উল্লেখহীন একটি গ্রামের সন্তান বিলেত পাড়ি জমিয়েছিলেন সে লক্ষ্যার্জনের জন্য তিনি একাডেমিক লেখাপড়ার পাট চুকিয়ে সার্বক্ষণিক কাজে নেমে পড়েন। এখানে থেকেই শুরু হলো তাঁর উত্থান।

একটানা তিন বছর রাতদিন কঠোর পরিশ্রম করে শুধুমাত্র অভীষ্ট লক্ষ্য সামনে রেখে কাজ শেখেন বিখ্যাত রিজেন্ট স্ট্রীটে বিরাসামী ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টে, উচ্চ বেতনে ওয়েটারের চাকরি পান। এই চাকরি থেকে উপার্জিত অর্থ থেকে সঞ্চয় শুরু করেন। এই সঞ্চিত অর্থ থেকেই শুরু করেন শেয়ার ব্যবসা। শেয়ার ব্যবসা তাঁর ভাগ্য খুলে দেয় রাতারাতি। পূর্বেই উল্লেখ করেছি তাঁর বুদ্ধিমত্তা আর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় ছিলো অত্যধিক প্রখর। যে কারণে রুগ্ন শিল্পের শেয়ার সস্তায় কিনে উচ্চমূল্যে বিক্রি করে রাতারাতি অভুতপূর্ব সাফল্যের মুখ দেখেন। শেয়ার ব্যবসাই তাঁকে এনে দেয় বিলেত জয়ের সাফল্যের প্রথম সোপান। শেয়ার ব্যবসার পাশাপাশি চাকরি ছেড়ে নিজেই ১৯৬১ সালে লন্ডনের স্ট্রেথাম হিলে 'তাজমহল' রেস্টুরেন্ট খোলেন। হোটেলের ওয়েটার থেকে তিনি হোটেলের মালিক। একদিকে হোটেলের রমরমা ব্যবসা অন্যদিকে শেয়ার ব্যবসার অসামান্য সাফল্যে তিনি অঢেল বিত্তশালী হন। এ সময় তাঁর উপার্জিত অর্থে দেশে জমি-জমা ক্রয়সহ বৃহত্তর সিলেটের রুগ্ন চা-বাগান এর শেয়ার ক্রয় করে সেগুলোকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেন। শেয়ার ব্যবসায় সাফল্যে তাঁকে আর পিছু ফিরে তাঁকাতে হয়নি। সাফল্যের পাগলা ঘোড়া সামনে চলেছে দুলকি চালে। সেই থেকে আজও চলছে জনাব রাগীব আলীর বিত্ত ও চিত্তের সমান অহংকার।

এতক্ষণ যার কথা বলছিলাম, তিনিই এদেশের বিশিষ্ট শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, সমাজ সেবক, শিক্ষানুরাগী, শিল্পানুরাগী, দানশীল, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব জনাব রাগীব আলী। এত গুণাবলী যাঁর, সেই মানুষটি এতকাল পাদপ্রদীপের আড়ালে থেকে গেছেন প্রচারবিমুখতার কারণে। অত্যন্ত অমায়িক, সহজ, সরল মানুষটি একটি জীবন্ত বিস্ময়। তাঁকে প্রথম দেখি ১৯৯৫ সালে জানুয়ারি মাসে। ঘটনাটি এরকম। তখন জাতীয় কবিতা উৎসব প্রস্তুতির তোড়জোর চলছে। প্রতিদিন বিকেল থেকে রাত ১০-১১টা পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত ও নবীন কবিদের ভিড়। সংগঠনের সভাপতি সব্যসাচী সৈয়দ শামসুল হক, সাধারণ সম্পাদক কবি মোহন রায়হান প্রতিদিন আসেন টি.এস.সির দোতলায় উৎসব প্রস্তুতি কার্যালয়ে। কাজের অগ্রগতি খোঁজ খবর নেন এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন। উৎসব যত ঘনিয়ে আসছে কর্মীদের চোখে মুখে আনন্দের ঝিলিক কিন্তু নেতৃদ্বয়ের মুখে ঝুলে আছে দুশ্চিন্তার কালো ছায়া। আমরা অতশত বুঝিনা। দেশের প্রতিথযশা কবিও ঢাকার বাইরে থেকে আসা নবীন কবিদের উষ্ণ সান্নিধ্যে বিকেলটা জম্পেশ আড্ডার মেজাজে

www.pathagar.com

কেটে যায়। একসাথে চা সিগারেট ধ্বংস করি। এরই মাঝে এক রাতে কবি মোহন রায়হান খুব ফুরফুরে মেজাজে সবার সাথে হাল্কা রসিকতা শুরু করেন। এ রকম সিরিয়াস মুহূর্তে হাল্কা রসিকতা মোহন রায়হানের চরিত্রের সাথে একদম বেমানান।

ব্যাপারটি জিজ্ঞেস করতেই মোহন রায়হান ততধিক রহস্য করে আগামীকাল বিকেল পাঁচটায় সকলকে উৎসব কার্যালয়ে উপস্থিত থাকতে অনুরোধ করলেন। পরদিন বিকেল পাঁচটায় কবিতে কবিতে কবিরারণ্য। উৎকৃষ্ট মানের খাবার ও ফুলের সমাবেশ। যা হোক নির্দিষ্ট সময়ে সুশ্রী দর্শন সুঠাম দেহের একজন ভদ্রলোক এলেন মোহন রায়হানের সাথে। তাঁর পরণে ছিলো পাজামা পানজাবী ও সোয়েটার। অতি সাধারণ বেশ ভূষা। সকল জল্পনা কল্পনার অবসান ঘটিয়ে তাঁর পরিচয় করানো হলো ইনি এদেশের একমাত্র ঋণ অখেলাপী ধনাঢ্য ব্যক্তি নাম রাগীব আলী। সিলেটে নিবাস। জনাব রাগীব আলী উৎসব কার্যালয়ে বসেই ঐ বৎসরের উৎসব পালনের যাবতীয় খরচ বাবদ দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকার চেক সভাপতির কাছে হস্তান্তর করলেন। আমরা বিস্ময়ে বিমূঢ়। এভাবে কেউ কবিতা উৎসব তথা কবিদের জন্য খোলামকুচির মতো এত টাকা নিঃস্বার্থ এবং নিঃশর্তে দান করতে পারেন এ যেন স্বপ্নকেও হার মানায়। এ দেশের অনেক শিল্পপতি আছেন, অনেক নামী দামী ব্যবসায়ী আছেন, যাঁরা বৈধ, অবৈধ পথে কোটি কোটি টাকার সম্পদের পাহাড় গড়েছেন। যাঁদের নাম হরহামেশাই পত্র-পত্রিকায় দেখি। কৈ, তাদের কাছে আমরা চাঁদার জন্য দেশের বরেণ্য কবিদের নিয়ে একাধিকবার ধর্ণা দিয়েছি। তাঁরা তো চাঁদা দেননি উপরন্তু দেশের বরেণ্য কবিদের উপহাস ছলে একগাদা পরামর্শ দিয়েছেন। সেখানে একজন প্রচারহীন শিল্পপতি এতগুলো টাকা দিয়েছেন তাই নয়, বিনয়ের সাথে বললেন, কবি সাহিত্যিকরা দেশের বিবেক। তাঁদের জন্য সামান্য কিছু করতে পেরে তিনি নিজেই আজ ধন্য হলেন। ধন্য রাগীব আলী, ধন্য তাঁর মহত্ব। শুধু সেই বার নয় আরও দু'বার তিনি কবিতা উৎসবের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করেছেন। কোন পদ বা পদমর্যাদা ছাড়াই।

জনাব রাগীব আলীকে এরপর থেকে চিনেছি, তাঁর সম্পর্কে জানার কৌতূহল হয়েছে। এই মিথ্যা ও ভাওতাবাজির যুগে কোন সত্যকে আমরা সত্য বলে বিশ্বাস করতে সহজে রাজী হইনা। এই যে একজন মানুষ, যাঁর অঢেল বিত্ত আছে তাঁর চেয়ে বড় তাঁর চিত্ত। অর্থ সম্পদ গড়েছেন রক্ত পানি করে, রাত দিন পরিশ্রম করে, ঐকান্তিক আগ্রহে, অমানবিক শ্রমে, কিন্তু তাঁর কোন অহংবোধ নেই। অর্থ হলেই মানুষের সাধারণতঃ অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলো মাথাচাঁড়া দিয়ে ওঠে। এ ক্ষেত্রেও জনাব রাগীব আলী ব্যতিক্রম। অত্যন্ত ধর্মভীরু জনাব রাগীব আলীর কোন শত্রুও (যদি কোন শত্রু থেকে থাকে) বলতে পারবে না তিনি কোন নারী বা সুরা বা অন্য কোন নেশার প্রতি আসক্তি দেখিয়েছেন। এটা কি ভাবে সম্ভব একজন রক্ত মাংসের মানুষের? এর উত্তর হয়তো এরকম হতে পারে। প্রতিটি মানুষেরই কোন না কোন নেশা থাকে। রাগীব আলী যেহেতু অতি মানুষ নন, একজন সাধারণ মানুষ, তাই তাঁরও নেশা আছে। আর সে নেশা হলো টাকা আয়ের নেশা, সেই সাথে দান করার

www.pathagar.com

নেশা। জীবনে পরিশ্রম করে টাকা রোজগার করেছেন এই নেশাতে বুঁদ হয়ে থেকেছেন অন্য কোন দিকে নজর দেবার অবকাশ বা ইচ্ছে হয়তো হয়নি।

জনাব রাগীব আলীর দান করার ইতিহাস তুলে ধরলে তা হাতেমতাঈ বা রাজা হরিশচন্দ্রের চেয়ে কম হবে না। সম্পূর্ণ তথ্য না দিয়ে দু'একটি উদাহরণ তুলে ধরছি। সেই বাল্যকালে যে পথ দিয়ে তিনি স্কুলে যেতেন সেই চার মাইল পথ নিজ খরচে পাকা করে দিয়েছেন। পথের মাঝে যে পাহাড়ী নদী পার হতে বিপত্তি হতো সেই নদীর ওপর বহু টাকা খরচ করে ব্রীজ তৈরি করে দিয়েছেন। সিলেট শহরে হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজ তৈরি, দেশের বিভিন্ন স্থানে এতিমখানা, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, মাদ্রাসা, রাস্তা, ব্রীজ তৈরিসহ ৮২টি প্রতিষ্ঠানের সাথে সরাসরি আর্থিক সহায়তার কারণে জড়িত।

ব্যবসায়িক কারণে প্রায় ২৩টি শিল্প প্রতিষ্ঠান ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের তিনি স্বত্বাধিকারী। তাঁর সমাজ সেবা শুধু দেশেই নয় বিদেশেও রয়েছে কীর্তি গাঁথা।

মানুষ বেঁচে থাকে তাঁর কীর্তির মাধ্যমে। জনাব রাগীব আলীর মহান কীর্তিরকথা এ প্রজন্ম এখনো সম্যক অবহিত নয়। যত দিন যাবে তিনি মানুষের অন্তরে স্থায়ী আসন গেড়ে থাকবেন। যতদিন সুরমা করোতোয়া আর ইংলিশ চ্যানেলে জল বইবে ততদিন তিনি বেঁচে থাকবেন আপন মহিমায়।

কবি, গল্পকার, প্রাবন্ধিক।

www.pathagar.com

শিক্ষা বিস্তারে রাগীব আলী

নন্দলাল শর্মা

আমাদের দেশে ধনের সঙ্গে মনের, বিত্তের সঙ্গে চিত্তের, সঞ্চয়ের সঙ্গে দানের, বৈভবের সঙ্গে অঙ্গীকারের, বিলাসের সঙ্গে সামাজিক দায়বদ্ধতার, প্রাচুর্যের সঙ্গে সরলতার মিলন সাধারণত ঘটে না। কিন্তু ব্যাকরণে যেমন অর্থপ্রয়োগ, নিয়মের সঙ্গে যেমন ব্যতিক্রম তেমনি সামাজিক জীবনেও উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। মানুষ সাধারণত নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকে। স্বদেশ, স্বসমাজ, স্বজন, স্বজাতির প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য সচেতনা তো আমাদের খুব একটা আছে বলে মনে করা সুকঠিন। এমন হতাশার মধ্যেও আলোর সন্ধান লাভ অসম্ভব না হলেও বিরল। আর এমন বিরল একজন স্বদেশপ্রেমী, জাতির প্রতি দায়িত্ব কর্তব্যবোধে সদাসচেতন উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক দানবীর রাগীব আলী।

বাংলাদেশের অপরাপর অঞ্চলের চেয়ে সিলেট অঞ্চলে মধ্যযুগে মুসলমান বিত্তবানের সংখ্যা বেশী ছিল। কিন্তু সমাজের কল্যাণ সাধনে তখন এগিয়ে আসার মতো ব্যক্তিত্বের অভাব ছিল। অভাব অনেকটা কেটে গেলেও অন্ধকারের মধ্যে যখন আলোর ক্ষীণরেখার পরিবর্তে বিশাল সূর্যের আলোকচ্ছটা প্রত্যক্ষ করি তখন সঙ্গত কারণেই মন প্রফুল্ল হয়ে ওঠে। সমাজ সচেতন রাগীব আলীর কর্তব্যনিষ্ঠা ও দায়িত্ববোধের দিকে লক্ষ্য করলে এমনই মনে হওয়া স্বাভাবিক।

রাগীব আলী বাংলাদেশের একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি। এতে যেমন কোনো দ্বিমত পোষণের অবকাশ নেই; তেমনি তাঁর সমাজ হিতৈষণা, সমাজচেতনা ও সামাজিক অঙ্গীকার সম্পর্কেও কোনো দ্বিমত নেই। মধ্যযুগে রাগীব আলীর মতো না হলেও বিত্তবান ব্যক্তির অভাব সিলেটে ছিল না। কিন্তু তাঁরা যদি শিক্ষাবিস্তারে মনোযোগী হতেন, তাহলে বর্তমানে সিলেট বিভাগ শিক্ষাক্ষেত্রে এতোটা অনগ্রসর থাকতো না। এখনো শিক্ষাবিস্তার উদ্যোগী ব্যক্তির প্রবল অভাব অনুভূত।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো প্রদত্ত হিসাব অনুযায়ী (১৯৯৬) বাংলাদেশে সাক্ষরতার হার ৪৩.৩% (৭) কিন্তু সিলেট বিভাগে এই হার ৩৯.৩%। তন্মধ্যে হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ ও মৌলভীবাজার জেলায় যথাক্রমে ৩৫.৮, ৩৬.৭, এবং ৪২.২। জনসংখ্যার তুলনায় সিলেট বিভাগে যতোটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয় বা কলেজ থাকার কথা ততোটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এখনো নেই। এই হার সিলেটে ক্রমান্নতির দিকে ধাববান। এক্ষেত্রে বিত্তবান ব্যক্তিরা সচেতন হলে সিলেটের দৈন্যদশা ঘুচবে। অন্যান্য জেলার সাধারণ মানুষের ধারণা সিলেটের প্রায় সবাই লন্ডনী অর্থাৎ ধনী। ধনী লোকের অভাব এখানে নেই। কিন্তু সকল বিত্তবান ব্যক্তিই

www.pathagar.com

যদি রাগীব আলীর জীবন দর্শনে বিশ্বাসী হতেন তাহলে সিলেটের অবস্থা অন্যরকম হতো। শিক্ষা বিস্তারে রাগীব আলীর চিন্তা-চেতনা, কর্মপ্রচেষ্টা এবং বাস্তবায়নের সদিচ্ছা কেবল সিলেটবাসী ধনাঢ্যদের নয় সারা দেশবাসী ধনাঢ্য ব্যক্তির আদর্শ হওয়া বাঞ্ছনীয়। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় তিনি স্থাপন করেছেন অসংখ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। কেবল সিলেটে নয়, বাংলাদেশের সর্বত্রই বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রাগীব আলী অকাতরে অর্থদান করেছেন এবং শিক্ষাবিস্তারে প্রভূত অবদান রেখে চলেছেন। তাঁর দান কেবল শিক্ষা বিস্তারেই সীমাবদ্ধ নয়, অন্যান্য জনকল্যাণমূলক কাজেও বিস্তৃত। এখানে কেবল শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর অবদানের সামান্য ফিরিস্তি তুলে ধরলাম। আগামী দিনের ইতিহাস রাগীব আলীর মূল্যায়ন করবে। তিনি জীবিত থাকাকালেই ইতিহাস হয়ে রইলেন।

রাগীব আলী কেবল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নকল্পে দান করেই ক্ষান্ত থাকেননি। গরিব মেধাবী ছাত্রদের কাছে উচ্চ শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন বৃত্তি প্রদানের জন্য ট্রাস্টও গঠন করেছেন। ফলে অগণিত ছাত্র-ছাত্রী উপকৃত হচ্ছে। সিলেটের গৌরব রাগীব আলী বাংলাদেশের সর্বত্রই শিক্ষা বিস্তারে অবদান রাখছেন। এক্ষেত্রে তিনি একজন আদর্শ। রাগীব আলীর তুলনা রাগীব আলী নিজেই। তিনি দীর্ঘজীবী হোন। জাতি দীর্ঘদিন তাঁর সেবা লাভ করুক। তাঁর আদর্শে হাজারও রাগীব আলী গড়ে উঠুক।

অধ্যাপক, গবেষক ও প্রাবন্ধিক।

www.pathagar.com

কল্যাণকামী শিল্পপতি রাগীব আলী

আবুল কালাম আজাদ

জনাব রাগীব আলী সাহেবের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয় ১৯৭৭ সালে। তিনি পুঁজি প্রত্যাহার করা হাজারীবাগস্থ একটি ট্যানারি কিনেছিলেন। সেই সূত্রে তাঁর সাথে পরিচয়। ট্যানারি চালুর প্রথম দিনে মিলাদের আয়োজন করেন। এতে আমাকেসহ্ ইউনিয়নের কয়েকজন কর্মকর্তাকে দাওয়াত করেন। মিলাদের জন্য মিষ্টি ছাড়াও তেহারির ব্যবস্থা ছিল। মিলাদ শেষে তাঁর অফিসে আমাদের সঙ্গে আলাপ হয়। কথা প্রসঙ্গে তিনি বললেন, তাঁর বাসায় নিজেদের জন্য কেনা খাসিটি কিছুদিন পালন করে সেটা জবাই করে শ্রমিকদেরকে খাওয়ালেন। এই কথা শুনে প্রথম আমার মনে হল, মালিকরা প্রায়শই এই ধরনের কথা বলে থাকেন শ্রমিকদেরকে খুশি করার জন্য। যা আমরা বিশ্বাস করি না। তাঁকে আর দশজন মালিক থেকে পৃথক করে ভাবার কারণ নেই। তাছাড়া ভাবাদর্শগতভাবেই আমার একটা বুঝ ছিল মালিক মানেই বুর্জোয়া এবং শোষক। কিন্তু রাগীব আলী সাহেবের সান্নিধ্যে আসার পর কিছুদিনের মধ্যে আমার ধারণা পাল্টাতে শুরু করে। আমার উপলব্ধি হলো সব মানুষকে এক পাল্লায় ওজন করা ঠিক নয়। যা হোক, ট্যানারি চালুর শুরুতেই রাগীব আলী সাহেব শ্রমিকদের কল্যাণে কিছু পদক্ষেপ নেয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন এবং সে অনুযায়ী কাজ করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এর কিছুদিনের মধ্যে সামান্য একটা ঘটনাকে উপলক্ষ করে আমাদের ইউনিয়নের একজন নেতা তাঁর কারখানার একজন কর্মকর্তার সাথে অশালীন আচরণ করায় তিনি খুব দুঃখ পান এবং ট্যানারি চালানোর ব্যাপারে হতাশা ব্যক্ত করেন। কিছুদিন পর ট্যানারিটি বিক্রি করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেন। রাগীব আলী সাহেব এক পর্যায়ে ট্যানারিটি বিক্রি করে দিলে আমার মনে অনুতাপের সৃষ্টি হয় এবং আমাকে তাড়া করে ফিরতে থাকে। ইউনিয়নের উক্ত নেতার ভুলের কারণে তিনি ট্যানারি বিক্রি করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন কি না? সেই থেকে বিবেক বা মনের তাড়নায় রাগীব আলী সাহেবের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলতে থাকি এবং বিভিন্নভাবে জানার চেষ্টা করি তিনি আমাদের ওপর অভিমান করেছেন কি না? তা জানা হয়তো আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি, তবে রাগীব আলী সাহেব বা তাঁর জীবন সম্পর্কে আমি যা জেনেছি তা আমার জন্য এক পরম পাওয়া এবং তা আমার অভিজ্ঞতার ভান্ডারকে শুধু সমৃদ্ধই করেনি, মানুষ সম্পর্কে আমাকে নতুন করে ভাবতে শিখিয়েছে।

ট্যানারি সেক্টর থেকে রাগীব আলী সাহেব সরে যাওয়ায় এই সেক্টরের বিরাট ক্ষতি হয়েছে বলে আমি মনে করি। তাঁর মত একজন সমাজসেবক ও সৎ শিল্প উদ্যোক্তা

www.pathagar.com

এই সেক্টরে থাকলে একদিকে ট্যানারি শিল্পের আরো বিকাশ ও উন্নয়ন যেমন সাধিত হতো আর এক দিকে তাঁর সমাজসেবা ও মানব কল্যাণমূলক কাজ থেকে শিল্পের সংশ্লিষ্ট সবাই উপকৃত হতাম। কিন্তু ট্যানারি শ্রমিকদের দুর্ভাগ্য যে, তাঁরা এই বিরাট সুযোগ লাভ থেকে বঞ্চিত হলো। আমাদের দেশের মালিকগণ শ্রমিকদের সুযোগ সুবিধার প্রতি সব সময় উদাসীন থাকেন। ফলে সংগত কারণেই শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়। মালিকদের অদূরদর্শিতার কারণে উৎপাদনে ব্যাঘাতসহ শিল্পে নানারকম সমস্যা দেখা দেয়। ঋণের সঠিক ব্যবহার না করায় মালিকরা ঋণ খেলাপি হন। শিল্প প্রতিষ্ঠান হয় রুগ্ন। এক্ষেত্রে রাগীব আলী সাহেব অন্যান্য মালিকদের থেকে ব্যতিক্রম। তিনি সফল শিল্প উদ্যোক্তা। তাঁর হাতের ছোঁয়ায় বহু রুগ্ন কলকারখানা সচল এবং লাভজনক হয়ে উঠেছে। রুগ্ন চা-বাগান সজীবতা ফিরে পেয়েছে। তিনি ঋণ খেলাপি নন, লুটেরা বা কালো টাকার মালিক নন। শ্রমিকদের প্রতি তিনি খুবই সহানুভূতিশীল। তাদের সুযোগ-সুবিধার প্রতি সচেতন। সব সময় তিনি শ্রমিকদের কল্যাণের কথা চিন্তা করেন। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের তিনি যেমন আপন করে নিয়েছেন তেমনি তাঁরাও তাঁকে পিতৃতুল্য অভিভাবকের মতো শ্রদ্ধা করেন।

জনাব রাগীব আলী শুধুমাত্র একজন বিশিষ্ট শিল্পপতিই নন, তিনি শিক্ষানুরাগী, সমাজসেবক ও মানবতাবাদী। তাঁর সাথে যত মিশেছি ততই বিস্মিত ও অভিভূত হয়েছি। তিনি কর্মঠ, নিষ্ঠাবান। আর্তমানবতার সেবা এবং মানুষের কল্যাণেই তাঁর সকল কার্যক্রম পরিচালিত। তাঁকে দেখলে মনে হয় না যে, তিনি এতে বিশাল ধন সম্পদের মালিক। তাঁর মধ্যে অহংকার বলতে কিছুই নেই। অত্যন্ত সাদাসিধে নির্লোভ ও সরল জীবন যাপন করেন তিনি। রাগীব আলী সাহেব প্রায় দুইশত প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। তাঁর বেশ বড় বড় শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানও আছে। তিনি নিজে কঠোর পরিশ্রম করেন। তিনি যা আয় করেন তাঁর কিছু অংশ নিজেদের প্রয়োজনে রেখে আর সবটুকুই সমাজ সেবামূলক প্রতিষ্ঠান এবং ধর্মীয় কাজে ব্যয় করেন। এতো বিশাল হৃদয়ের মানুষ আমি কম দেখেছি। মালিকরা শোষক হয় একজন প্রগতিশীল ট্রেড ইউনিয়ন নেতা হিসেবে এই ধারণা করা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু এর ব্যতিক্রমও যে হতে পারে তা রাগীব আলী সাহেবের সান্নিধ্যে এসে আমি বুঝতে পারলাম।

তিনি স্বঅর্জিত অর্থ সম্পদ অকাতরে বিলিয়ে দিচ্ছেন বৃহত্তর কল্যাণে। গড়ে তুলেছেন দেশের আনাচে, কানাচে অসংখ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, দাতব্য-চিকিৎসালয়, মসজিদ, মাদ্রাসা, রাস্তাঘাট, ব্রিজ কালভার্ট, বীমা, শিল্প-কারখানা, চা-বাগানসহ অনেক কিছু। ক্রীড়া সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিকাশেও তিনি রেখে চলেছেন অবদান। দেখা যায় তিনি যে অঞ্চলের লোক, তিনি সেখানেই যা কিছু করেন। এক্ষেত্রেও রাগীব আলী সাহেব ব্যতিক্রম। তিনি সিলেটের লোক হিসেবে শুধুমাত্র সিলেটেরই নন, সারা বাংলাদেশের।

www.pathagar.com

আমি দেখেছি অনেক ধনী ব্যক্তি মানুষের মঙ্গলের জন্য অর্থ ব্যয় করেন না। বরং ভোগ বিলাসে গা ভাসিয়ে দিয়ে অর্থের অপচয় এবং অপব্যয় করে থাকেন। দেশে উপার্জিত অর্থ বিদেশে নিয়ে যান। অন্যদিকে রাগীব আলী তাঁর ভাগ্য পরিবর্তনের লক্ষ্যে কিশোর বয়সেই বিদেশে পাড়ি দেন। বিদেশে বহু কষ্ট এবং অপরিসীম পরিশ্রমের মাধ্যমে তিলে তিলে গড়ে তোলেন তাঁর আজকের এই সাফল্যের বুনিয়াদ। ইউরোপের মতো নিশ্চিত নিরাপদ ভবিষ্যত জীবন ফেলে নিগূঢ় ভালোবাসার টানে দেশের মানুষের জন্য ছুটে আসেন। দেশের জন্য দেশের মানুষের জন্য যার এতো দরদ এতো ভালোবাসা তিনিই তো সত্যিকার দেশপ্রেমিক। ১৯৭১ সালে লন্ডনে প্রবাসী বাঙালি হিসেবে তিনি স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে সর্বাত্মক সাহায্য সহযোগিতা প্রদান করেন। তিনি ৩০ লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত দেশের উন্নতির স্বপ্ন দেখেন। তিনি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করেন শিক্ষিত জাতির মাধ্যমে উন্নত দেশ গড়ে তোলা সম্ভব। তাই এই লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন স্থানে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। এমনকি অন্যের প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও তিনি মুক্ত হস্তে দান করে যাচ্ছেন।

আমাদের দেশে অনেক ধনী ব্যক্তি সাধারণ মানুষের ভাষায় বড়লোক আছেন। সাধারণ মানুষ তাদেরকে ভয় করে, অন্তর থেকে শ্রদ্ধা করে না। রাগীব আলী সাহেবও একজন ধনী বা বড়লোক। তবে সেই সব বড়লোক থেকে রাগীব আলীর পার্থক্য এই যে, মানুষ রাগীব আলীকে ভয় করে না, তাঁকে ভক্তি করে। অন্তর দিয়ে শ্রদ্ধা করে, ভালোবাসে। তিনি শুধু ধন সম্পদের দিক থেকেই বড়লোক নন, মনের দিক থেকে কর্মের দিক থেকে সবদিক থেকেই সত্যিকার অর্থেই তিনি অনেক বড়লোক। যার তুলনা তিনি নিজেই। আমরা দানবীর হাজী মোহাম্মদ মহসিনের নাম শুনেছি। তাঁর ব্যাপক প্রচার হয়েছে। মানুষ কথায় কথায় তাঁর নাম উচ্চারণ করে। কিন্তু এ যুগের আরেক মহসিন জনাব রাগীব আলী নীরবে নিভৃতে দেশের মানুষের কল্যাণে তাঁর যে সর্বস্ব দান করে চলেছেন তাঁর খবর আমরা কয়জনে জানি। আমাদের সমাজে এক শ্রেণীর লোক আছে যারা সব সময় আত্মপ্রচারেই সচেষ্ট। লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে নানা কাজ করেন, দান খয়রাত করেন। তবে তাঁরা যত না কাজ করেন তাঁর চেয়ে প্রচার বেশী করেন। এ ক্ষেত্রে আমি রাগীব আলী সাহেবকে দেখেছি তাঁর সম্পূর্ণ উল্টো। সম্পূর্ণ প্রচার বিমুখ এই মহৎপ্রাণ মানুষটি নীরবে এবং নিঃস্বার্থভাবে মানুষের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছেন। সততা, কর্তব্যনিষ্ঠা, পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও অদম্য ইচ্ছাশক্তি থাকলে মানুষ যে কোনো কাজে সাফল্য লাভ করতে পারে তাঁর প্রমাণ এবং উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রাগীব আলী সাহেব। অত্যন্ত বিনয়ী, সদালাপী, নিরহংকারী ও আধুনিক বিজ্ঞান মনস্ক ধর্মপ্রাণ এই মানুষটির সান্নিধ্যে এলে তাঁর প্রতি যে কোনো মানুষের ভক্তি ও পরম শ্রদ্ধাবোধ জেগে উঠবে। তাঁর সঙ্গে আমার স্বার্থসংশ্লিষ্ট কোনো সম্পর্ক নেই। অথচ তিনি এতো বড় একজন মানুষ হয়েও আমার মতো সাধারণ মানুষের খোঁজ খবর নেন, আমার পরিবারের খবর নেন, এমনকি আমার ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য এবং চিকিৎসার ব্যাপারেও

www.pathagar.com

খোঁজ খবর নেন। মনে হয় আমাদের সঙ্গে তাঁর আত্মার সম্পর্ক, তিনি আমার অনেক আপনজন। এমন এক মহান ব্যক্তি সম্পর্কে লেখা বা বলা খুবই কঠিন। এমনকি আমার লেখালেখির অভ্যাস নেই। তারপরেও মনের অনুভূতি ও সত্য প্রকাশের জন্য এই সামান্য লেখার প্রয়াস। লেখা শেষ করার আগে রাগীব আলী সাহেবের পরিবার সম্পর্কে কিছু না বললে এই লেখাটি অপূর্ণ থেকে যাবে।

শ্রদ্ধেয় রাগীব আলী সাহেবের সান্নিধ্যে আসার সুবাদে তাঁর পরিবারের সঙ্গেও মেশার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। রাগীব আলী সাহেবের স্ত্রী, পুত্র, কন্যা এমনকি পুত্রবধু তাঁদের সবার মধ্যে আমি রাগীব আলীর প্রতিচ্ছবি দেখেছি। পরিবারের প্রত্যেকের মধ্যে এক আশ্চর্য মিল লক্ষ্য করেছি যা আজকের অনেক পরিবারের মধ্যেই সচরাচর দেখা যায় না। তাদের প্রত্যেকেই রাগীব আলী সাহেবের নীতি ও আদর্শকে ধারণ করে চলেছেন। পরকে আপন করে নেয়া, ধনী গরিব নির্বিশেষে মানুষের প্রতি তাদের ভালোবাসা, শ্রদ্ধাবোধ ও আন্তরিক ব্যবহার দেখে আমি সত্যি অভিভূত হয়েছি। এক কথায় রাগীব আলী সাহেবের পুরো পরিবারকে একটি আদর্শ পরিবার বলা যায়। তবে এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় রাগীব আলী সাহেবের সহধর্মিনীর কথা। সম্ভ্রান্ত অভিজাত পরিবার থেকে রাগীব আলী সাহেবের সংসারে আসা এই ভদ্রমহিলা স্বামীর সুখ, দুঃখের সঙ্গী হয়ে প্রতিটি কাজে তাঁর পাশে থেকে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন। রাগীব আলী সাহেবের আজকের যে অবস্থান তাঁর পেছনে স্ত্রীর অবদান কোনো অংশেই কম নয়। জনাব রাগীব আলী শুধু কর্মজীবনেই আদর্শ ব্যক্তি নন, পারিবারিক জীবনেও একজন আদর্শ স্বামী এবং সন্তানদের নিকট একজন আদর্শ পিতা।

আমি মনে করি এই আদর্শবান ব্যক্তিত্ব এবং মহান দানবীরের বিশাল কর্মকান্ড ও বৈচিত্র্যময় জীবন জনগণের সামনে তুলে ধরা প্রয়োজন। তাতে করে দেশ ও সমাজের কল্যাণের জন্য যারা কিছুটা হলেও চিন্তা ভাবনা করেন তাদের মধ্যে উৎসাহের সৃষ্টি হবে তাঁরা অনুপ্রাণিত হবেন। এদেশে আরো অনেক রাগীব আলীর জন্ম হোক, অগণিত শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত আমাদের এই দেশ বিশ্ব দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াক। এদেশের অসহায় গরিব, দুঃখী মানুষের দুঃখ কষ্টের অবসান হোক, মানবতার কল্যাণ হোক- আন্তরিকভাবে এই কামনা করি।

পরিশেষে সর্বশক্তিমান আল্লাহর নিকট শ্রদ্ধেয় রাগীব আলীর দীর্ঘায়ু ও সুস্বাস্থ্য কামনা করছি।

সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র, সভাপতি, ট্যানারি ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, ঢাকা।

www.pathagar.com

একজন হাতেম তাঈয়ের কথা, একজন হাজী মহসিনের কথা

দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী

হাতেম তাঈ এর কথা আমরা শুনেছি, পড়েছি। হাজী মহসিনের কথাও আমরা শুনেছি, পড়েছি। কিন্তু স্বচক্ষে তাঁদের কাউকে আমরা দেখিনি অথচ আমাদেরই দেশে একজন হাতেম তাঈ, একজন হাজী মহসিন আছেন। অনেক দিন আগেই তাঁর কথা শুনেছি। আমাদের এলাকায় অনেক অর্থ ব্যয়ে তিনি কিছু কাজ করেছেন। এরও কয়েক বছর পরের কথা। সিলেটের উপর বিভিন্ন বিষয়ে লেখার বেশ কয়েকটি বই পাই। এসব বই তাঁরই বদান্যতায় ছাপা হয়েছে। এভাবে এই দানবীর ব্যক্তিটির ব্যাপারে আমার আগ্রহ সৃষ্টি হয়। আমার এক শুভাকাঙ্খী মরমী লেখক সুফী সৈয়দ মোস্তফা কামাল তাঁর সম্পর্কে বলতেন, ভূয়সী প্রশংসা করতেন । তাই তাঁর সম্পর্কে আমার আগ্রহ আরো বেড়ে যায়। আমার একজন সহকর্মী মিসেস হেলী রফিক চৌধুরী সিলেটের রাগীব-রাবেয়া মহাবিদ্যালয়ের প্রভাষিকা ছিলেন। এ কলেজটিও তাঁরই প্রতিষ্ঠিত। হেলী রফিক চৌধুরী তাঁর সম্পর্কে অনেক কথা বলে থাকেন। সৈয়দ মোস্তফা কামাল "ভাবনার বাতায়ন" লিখেছেন। এই গ্রন্থে উক্ত দানবীর ব্যক্তিত্বের নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এই গ্রন্থে উক্ত দরাজদিলের মহান ব্যক্তিটির একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র ফুটে উঠেছে। একদিন কথা হলো তাঁর সাথে টেলিফোনে। সিলেটে একটি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আগ্রহ তাঁর। and he means it খুবই ভালো লাগলো। এরও বেশ কিছুদিন পূর্বে কথা হয়েছিল আমার ভায়রা ডঃ সৈয়দ মহিবউদ্দীন আহমদের সাথে। তিনি তখন শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভি.সি. ছিলেন। তাঁকেও আলোচ্য দানবীর শিক্ষামোদী হাজী সাহেব প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সম্পৃক্ত হবার কথা বলেছিলেন। জনাব রাগীব আলী সিলেটের কৃতি সন্তান। সিলেটের জন্যেতো তিনি কাজ করবেনই। তাঁর কর্মকান্ডের সদর দফতর ঢাকায়। সুতরাং ঢাকায়ও তাঁর কর্মকান্ডের সাক্ষর থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু তাঁর সমাজ সেবার ভূগোল লক্ষ্য করলে দেখা যাবে সমগ্র বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও তাঁর সমাজসেবার উল্লেখযোগ্য অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে। এটাই তাঁর বড় কৃতিত্ব।

আমরা বলছিলাম হাজী সাহেব সিলেটের লোক। সিলেটের কৃতি সন্তান। সিলেটের জন্যতো তিনি কাজ করবেনই। কিন্তু সিলেটের জন্য তিনি যে কাজগুলো করেছেন তাও অনন্য, অসাধারণ। সিলেটে তিনি ৩০০ বেডের একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেছেন। অনেক রাস্তাঘাট নির্মাণ করে দিয়েছেন। একটি বড় ব্রীজও নির্মাণ করে দিয়েছেন। স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারেও তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। এতো কাজ এককভাবে আর কেউ করেছেন বলে আমার

www.pathagar.com

জানা নেই। এ কারণেই তিনি অনন্য। ঢাকার কথা বলছিলাম। এখানে তাঁর অনেক দফতরের হেড কোয়ার্টার। এখানেও তিনি কাজ করবেন, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু না, তাঁর কাজগুলোকে হালকা করে দেখার কোনই অবকাশ নেই। তিনি নর্থ-সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবন সদস্য এবং ভাইস-চেয়ারম্যান। এশিয়া প্যাসিফিক ইউনির্ভাসিটির সাথেও তিনি সম্পৃক্ত। সুতরাং দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থায়ও তাঁর অবদান উজ্জ্বল এবং অনুসরণীয়। তাঁর মত অর্থবিত্ত হয়তো অনেকেরই আছে। দু-চারটি উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ডও হয়তো তাদের আছে। কিন্তু এতো ব্যাপক ও বিস্তৃত তাঁর অবদান যে বাংলাদেশে তিনিই শ্রেষ্ঠ সমাজসেবী হিসেবে গণ্য হয়ে আসছেন। এ কারণে তিনি সিলেটেরই হাতেম তাঈ নন-তিনি বাংলাদেশেরও হাতেম তাঈ-হাজী মহসিন। আর ব্যাংকার, ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, টি-প্লান্টার হিসেবেও তিনি নেতৃস্থানীয় ভূমিকা রাখছেন। সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান অনন্য। হাজী সাহেব সিলেটের জনপ্রিয় দৈনিক সিলেটের ডাক পত্রিকার সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি। তাঁর বহুমাত্রিক জনসেবার দৃষ্টান্ত অনন্য। তিনি জীবিত লোকের জন্য অনেক কিছু করেছেন। কিন্তু মৃতদের জন্যও তিনি নজির সৃষ্টি করতে পারেন। ঢাকার আজিমপুর গোরস্থানে আর লাশ ধারণের ক্ষমতা নেই। তবুও অহরহ এখানেই ঠাঁই নিতে হয় মরা মানুষদের। আজিমপুর গোরস্থানের মতো ঢাকার আরেকটি নতুন বৃহৎ গোরস্থান কি করা যায়না? সিলেটের দরগাহ শরীফের কাছেই সমাহিত হওয়ার সাধ অনেক মানুষের। কিন্তু এতসব বাড়িঘর উঠে গেছে কাছাকাছি এলাকায় যে ওখানকার গোরস্থানটি সম্প্রসারণের সুযোগও সীমিত হয়ে যাচ্ছে। এখানে জায়গা কিনে কি গোরস্থানটি সম্প্রসারিত করার ব্যবস্থা করা যায় না?

এখন ভিন্ন প্রসঙ্গ। অনেক লেখক গবেষক সাহিত্যিক আছেন যারা নিজেদেরকে সমাজের জন্য উৎসর্গীকৃত করে থাকেন। কিন্তু সমাজে কোন স্বীকৃতি মেলে না তাঁদের। সম্প্রতি মুকুল চৌধুরী, শ্রদ্ধেয় গ্রুপ ক্যাপ্টেন ফজলুর রহমান, সৈয়দ মোস্তফা কামাল ও মির্জা আজীজ বেগের প্রচেষ্টায় রাগীব-রাবেয়া সাহিত্য পুরস্কার ঘোষিত হয়েছে। এর স্পন্সর ও স্রষ্টা দানবীর আলহাজ্ব রাগীব আলী। অভিনন্দন জানাই তাঁকে এ জন্যে। প্রতি দুই বছর অন্তর সিলেট বিভাগের বরেণ্য সাহিত্যিকদের মধ্য থেকে দু'জনকে এই পুরস্কার দেয়া হবে। প্রতিটি পুরস্কার হবে নগদ ২৫,০০০/-টাকা এবং একটি করে ক্রেষ্ট। ১৯৯৮ সালের পুরস্কার পেয়েছেন জাতীয় অধ্যাপক দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ (মরহুম) ও অধ্যাপক শাহেদ আলী। ১৯৯৯ ও ২০০০ সালের পুরস্কারও দেয়া হলো সেদিন (২৬-১১-২০০০)। রাগীব আলী সম্পর্কে লিখেছেন জাতীয় অধ্যাপক দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ। বাংলাদেশের ইতিহাস প্রকাশ করেছে এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ। এই এশিয়াটিক সোসাইটি প্রকাশ করতে যাচ্ছে বাংলাপেডিয়া। বাংলাদেশের ইতিহাসে এগুলো বিশেষ সংযোজন। এতেও দানবীর রাগীব আলী Contribute করেছেন। বাংলাদেশের বিশিষ্ট ঐতিহাসিক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম ইংরেজী কুরিয়ার পত্রিকায় ১৯-০৬-৯৮ তারিখের সংখ্যায় "From Kitchen of castle: a

www.pathagar.com

Success Story." শীর্ষক প্রবন্ধে আমাদের আলোচ্য দানবীর রাগীব আলীর মূল্যায়ন করেছেন। আমি এতে খুব আনন্দবোধ করছি। আনন্দবোধ করছি এ জন্য যে অবশেষে জাতীয় অধ্যাপক দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ঐতিহাসিক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলামের মত মনীষীদের দৃষ্টিও আকৃষ্ট হয়েছে এ ব্যাপারে। অধ্যাপক সিরাজুল ইসলামের প্রবন্ধে আলহাজ্ব রাগীব আলীর নিরহংকার কর্মজীবন, তাঁর কঠোর পরিশ্রম ও নিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে। Industry is rewarded বলে যে একটি কথা আছে তা হাজী রাগীব আলীর জীবন থেকেও প্রমাণিত হয়। এতক্ষণ চারজন বিবেকবান মানুষের বক্তব্যের ভিত্তিতে কিছু বলেছি। এখন দু-চার কথা বলব নিজের দেখা আলহাজ্ব রাগীব আলী সম্পর্কে। ২৬শে নভেম্বর ২০০০, স্থান শহীদ সুলেমান হল, কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদ, সিলেট। রাগীব-রাবেয়া সাহিত্য পুরস্কার অনুষ্ঠান। বিকেল ৩টার দিকে গিয়ে হাজির হলাম সেখানে। রাগীব আলী নিজে এসে সম্বর্ধনা জানালেন অতিথিদেরকে। এই তাঁর সাথে আমার প্রথম দেখা। একজন সিম্পল মানুষ। প্রথম দেখায়ই মনে হলো আত্মার কোন এক আত্মীয়ের সাথে অনেকদিন পরে দেখা। অঢেল বিত্ত বৈভব আল্লাহ তাঁকে দিয়েছেন। কোন অহংকার নেই। তিনি নিজেকে বিত্তের কেয়ারটেকার হিসেবে বিবেচনা করে। অনুষ্ঠান শুরু হলো কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে। ফুলের তোড়া দিয়ে অভিনন্দন জানানো হলো অতিথিদেরকে। ২৭টি সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিরা একটি একটি করে ফুলের তোড়া দিয়ে গেলেন গুণীজনের হাতে। এসব ফুলের বাজার মূল্য কতই বা আর হবে? কিন্তু উষ্ণতা ছিল এসব ফুলের পরতে পরতে। অনেক-অনেক উষ্ণতা। অনুষ্ঠান উপলক্ষে স্মারকগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। জনপ্রিয় দৈনিক সিলেটের ডাকের দু'পৃষ্ঠা বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশিত হয়েছে। চমৎকার। গুণীর কদর দিতে জানেন গুণী রাগীব আলী। একথাটি প্রকাশ করার জন্যই এতোকথা। আরেকটি কথা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাবেয়া চৌধুরী, রাগীব আলী সাহেবের স্ত্রী। তিনি যেন তাঁর অনুপ্রেরণা। সুন্দর সমন্বয়, সুন্দর আন্ডারস্টান্ডিং। আলহাজ্ব রাগীব আলী একজন টি-প্লান্টার, শিল্পপতি, ব্যাংকার ইত্যাদি ইত্যাদি। তাতে কি হলো? দেশের বেকার সমস্যার সমাধানে, কর্ম-সংস্থানে অবশ্য এসবের ইতিবাচক একটা দিক আছে। আমার কাছে যে কোন মানুষের মূল্যায়নের বিভিন্ন একটি মানদন্ড আছে। সাহিত্য চর্চায়, জ্ঞান সাধনায়, শিক্ষা সেক্টরে, লেখালেখিতে ও গবেষণা কর্মে তিনি কতটা আগ্রহী। এসব বিষয়ে তিনি কতটা কন্ট্রিবিউট করছেন- সেটাই আমার কাছে কোন ব্যক্তির মূল্যায়নের প্রধান মাপকাঠি। এ বিচারে হাজী রাগীব আলী, হাজী মোহাম্মদ মহসিনের সাথে অবশ্যই তুলনীয়। বিশ্বকোষের সাথে সম্পৃক্ততা, স্কুল-কলেজ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ, সাহিত্য পুরস্কার প্রবর্তন ইত্যাদি কর্মকান্ডে রাগীব আলী সাহেবের ভূমিকা অনন্য। এ কারণেই তিনি শ্রদ্ধাভাজন। এজন্যই তাঁকে নাগরিক সম্বর্ধনা দেয়া আমাদের

www.pathagar.com

নাগরিক দায়িত্ব- যেমনটা বলেছেন আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন লোক বিজ্ঞানী ডক্টর আশরাফ সিদ্দিকী।

আমার দেখা তিনজন মনীষীর নাম বলতে বলা হলে আমি অবশ্যই বলব (এক) জাতীয় অধ্যাপক দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, (দুই) মুহম্মদ নূরুল হক ও (তিন) আলহাজ্ব রাগীব আলী। I salute three, Mr. Ragib Ali, God-speed. বিশিষ্ট লেখক শ্রদ্ধাভাজন গ্রুপ ক্যাপ্টেন ফজলুর রহমান তাঁর সম্পর্কে একটি গ্রন্থ সংকলনের উদ্যোগ নিয়েছেন জেনে খুবই আনন্দিত হয়েছি। অভিনন্দন জানাই তাঁকে। তাঁর এই উদ্যোগ সফল হোক, সার্থক হোক। এই কামনা।

ইতিহাসবিদ, গবেষক ও যুগ্ম সচিব (অবঃ)।

www.pathagar.com

রাগীব আলী ঃ এক ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব

এম.এ সামাদ

রাগীব আলী সাহেবের কর্মময় জীবনভিত্তিক যে বইটি প্রকাশিত হচ্ছে তাতে আমাকেও কিছু লিখতে অনুরোধ জানিয়েছেন প্রকাশনা কমিটি। অত্যন্ত শুভ এ প্রচেষ্টা। এর প্রয়োজন রয়েছে। বিশেষ করে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য। এ বই পড়ে তাঁরা জানতে পারবে একটি দারিদ্র পরিবারের সন্তান হয়েও শুধু কঠোর পরিশ্রম, অধ্যবসায়, আত্মবিশ্বাস ও বড়ো হওয়ার উচ্চাকাঙ্খা থাকলে কি করে শুধু বিত্তশালী নয়, সৎ এবং হৃদয়বান মানুষ হিসেবে খ্যাতি অর্জন করা যায়।

রাগীব আলী সাহেব সম্পর্কে লিখতে গিয়ে আমি ভাবছি তাঁর জীবনের ঘটনাবলী এতো বৈচিত্র্যপূর্ণ ও অভিনব যে তিনি যদি আত্মজীবনী লিখেন তাহলে নেহেরু, মহাত্মা গান্ধী, নিরোদ চৌধুরী প্রমুখ লেখকের লেখা আত্মজীবনীর মতো অত্যন্ত সুখপাঠ্য গ্রন্থ হতে পারে। আত্মজীবনী না লিখলেও প্রকাশকদের আমি অনুরোধ করব তাঁরা কোনো নামকরা সাহিত্যিকদের দিয়ে রাগীব আলীর কর্মবহুল জীবনের ওপর হুমায়ুন কবিরের লেখা India Wins Freedom-এর মতো একটি জীবনী গ্রন্থ রচনা করার ব্যবস্থা করুন। নিশ্চিতভাবে এটি হবে বাংলা সাহিত্যে একটি মূল্যবান সংযোজন।

ভাবতে পারা যায় না একজন লোকের পক্ষে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এতোগুলো প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকা কি করে সম্ভবপর হতে পারে? আমার কাছে যে হিসাব আছে তাতে দেখছি প্রতিষ্ঠাতা ডাইরেক্টর, চেয়ারম্যান, ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, বোর্ডের সদস্য, পরামর্শদাতা, প্রচার বিমুখ রাগীব আলী দু'শতাধিক ধর্মীয়, সামাজিক ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পৃক্ত। রাগীব আলী বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ ধনাঢ্য ব্যক্তিদের মধ্যে একজন। রাগীব আলীর স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ বহু কোটি টাকা। তিনি বাংলাদেশের বড়ো বড়ো ৭টি চা-বাগানের মালিক ।

ইনকাম ট্যাক্সের ভয়ে অনেকেই তাদের আয় ও সম্পত্তির পরিমাণ গোপন রাখতে চান। পাঠকরা হয়ত ভাবছেন আমি রাগীব আলী সাহেবের সম্পত্তির এসব তথ্য প্রকাশ করছি কেন? করছি এই কারণে যে রাগীব আলী নিজে কোনো কিছু গোপন করেন না। তিনি সরকারকে প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ টাকা কর দিয়ে থাকেন।

রাগীব আলী একজন খাঁটি মুসলমান। স্রষ্টার ওপর তাঁর গভীর বিশ্বাস। ইসলামের ওপর অনেক পড়াশুনা করেছেন। বাংলাদেশ ইমাম সমিতির সঙ্গে সম্পৃক্ত। ধর্মপ্রাণ কিন্তু ধর্মের গোঁড়ামি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। ব্যাংকে টাকা রাখেন কিন্তু সুদ নেন না। ব্যাংকে রাখা টাকার ওপর সুদ নেন না এ কথা শোনার পর আমি তাঁকে বললাম,

www.pathagar.com

'ভাই সাহেব সুদের এই লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যাংকগুলোকে না দিয়ে আমাদের দান করে দিলেই তো পারেন। আমরা বড়লোক হয়ে যাই।' উত্তরে তিনি বলেছিলেন, ' আমি সুদের টাকা দিয়ে দান খয়রাত করি না।'

আগেই একটা ধারণা দিয়েছি রাগীব আলীর দানের পরিমাণ বিপুল। জনহিতকর কাজে তাঁর অবদান আমাদের কল্পনার বাইরে। বাংলাদেশের সর্বত্র রাগীব আলী অকাতরে ও মুক্ত হস্তে তাঁর স্ব-অর্জিত অর্থ সম্পদ বিলিয়ে দিচ্ছেন জাতির বৃহত্তর কল্যাণে। গড়ে তুলেছেন সর্বত্র অসংখ্য শিল্প প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, দাতব্য চিকিৎসালয়, স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি, মসজিদ, মন্দির, মাদ্রাসা, রাস্তাঘাট, ব্রিজ, কালভার্ট, ট্রাস্ট ও ফান্ড। সংস্কার করে দিয়েছেন বহু জরাজীর্ণ প্রতিষ্ঠান। সিলেট শহরে রাগীব আলী ৩০০ শয্যার একটি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত করেছেন ২৫ কোটি টাকা ব্যয় করে। এই হাসপাতালটি পর্যায়ক্রমে পরে ১০০০ বেড়ে সম্প্রসারণ করা হবে। অসৎ পথে বিপুল অর্থ রোজগার করে হাসপাতাল, স্কুল, কলেজ ইত্যাদি জনহিতকর প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন অনেকেই। কিন্তু সৎপথে উপার্জিত অর্থে জনহিতকর প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ব্যতিক্রমধর্মী চরিত্রের অধিকারী হচ্ছেন রাগীব আলী।

শিক্ষা জীবনে তিনি লক্ষ্মীবাসা মধ্যবঙ্গ বিদ্যালয়ে তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছিলেন। মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে তিনিই ছিলেন প্রথম ছাত্র। ছাত্রাবস্থায় তাঁর মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতি আগ্রহের সৃষ্টি হয়। ৮/৯ বছর বয়স থেকে তিনি হাঁস, মুরগী, গরু, ছাগল প্রতিপালন শুরু করে দেন। লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নিজের লাগানো গাছের সুপারি, আম, জাম বাজারে বিক্রি শুরু করেন। হাঁস, মুরগীর ডিমও পাশের গ্রামে বিক্রি করে থাকেন। এছাড়া গরু, ছাগলের ছোট বাচ্চা বড়ো করে ভাল দামে বিক্রি করে ছোট বেলায় সেই স্কুল ছাত্র থাকাকালীনই তিনি কিছু কিছু অর্থ উপার্জন করে সঞ্চয় শুরু করেন।

সিলেট শহরের রাজা গিরিশচন্দ্র হাই স্কুল থেকে মাত্র আঠার বছর বয়সে ম্যাট্রিক পাস করেন। জীবনে বড়ো হওয়ার তীব্র আকাজ্ক্ষা তাঁকে বিদেশ যেতে এতো বেশী উৎসাহিত করে যে তিনি মনে মনে ঠিক করেন যেমন করে হোক বিদেশে যাবেনই। ঠিক করেন যাবেন লন্ডনে। অনেক ধরাধরি করার পর লন্ডনে অবস্থিত পাকিস্তান হাই কমিশনারের কাছ থেকে একটি এন্ট্রি পারমিশন জোগাড় করলেন। কিন্তু প্লেনে যাওয়ার ভাড়া ১৯৯২ টাকা যোগাড় করবেন কি করে? ছয় মাস কঠোর পরিশ্রম করার ফলে কিছু টাকা জোগাড় হল। বাকি টাকা ধার নিলেন আত্মীয়দের কাছ থেকে। ব্রিটিশ ওভারসিজ এয়ারওয়েজ কর্পোরেশন থেকে টিকেট কিনে আল্লাহর নাম নিয়ে ১৯৫৭ সালের ৪ এপ্রিল বিমানে উঠলেন রাগীব আলী।

লন্ডনে গিয়ে উঠলেন এক আত্মীয়ের বাড়িতে। প্রথমে ভর্তি হলেন লন্ডনের এক ইংরেজি ভাষা শেখানোর স্কুলে। ভাষা শিক্ষার কোর্স শেষ করে ভর্তি হলেন অ্যাশলী কলেজে। কলেজ শিক্ষা সম্পূর্ণ না করেই তাঁকে অর্থ উপার্জনে নিযুক্ত হতে হল। এক আত্মীয়ের চেষ্টায় তিনি একজন কিচেন অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে কাজ পেলেন।

www.pathagar.com

তাঁর কাজ ছিল পেঁয়াজ, আলু ছোলা, পরাটাভাজা, বাসন-কোসন ও ঘর পরিস্কার করা। তিন বছর বিভিন্ন হোটেলে হোটেল বয় হিসেবে অমানুসিক পরিশ্রম করে কিছু মূলধনের ব্যবস্থা করলেন। তখনকার দিনে প্রতি সপ্তাহে হোটেলের অন্যান্যরা যেখানে ৫/৬ পাউন্ড রোজগার করত রাগীব আলী তখন সপ্তাহে গড়পড়তায় রোজগার করতেন ৫০ পাউন্ড। এরপরই তিনি নিজে একটি হোটেল খুললেন, নাম দিলেন 'তাজমহল' রেস্টুরেন্ট। সেই সঙ্গে আরম্ভ করলেন শেয়ার মার্কেটের ব্যবসা। শেয়ার ব্যবসাতে সাফল্য অর্জন করতে হলে এ ব্যবসা সম্পর্কে গভীর জ্ঞান থাকার প্রয়োজন। সেই জ্ঞান লাভের জন্য রাগীব আলী নিয়মিত ভাবে এবং অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে পড়তে লাগলেন লন্ডনের বিখ্যাত ফাইনান্সিয়াল টাইমস পত্রিকা। তাজমহল হোটেলের ব্যবসা এবং শেয়ার মার্কেটের ব্যবসা রাগীব আলীর জন্য বয়ে নিয়ে এল বিপুল অর্থ। এরপর দেশে বিদেশে আরও অর্থ প্রাপ্তির-স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে রাগীব আলী বললেন, তাজমহল খোলার আগে তিনি যখন কেনসিংটন হোটেলে হোটেল বয় হিসেবে কাজ করতেন, তখন তাঁর সঙ্গে একই হোটেলে খন্ডকালীন কাজ করতেন পরবর্তীতে নিজ দেশের রাষ্ট্র প্রধান দুই ব্যক্তিত্ব। এদের একজন হলেন জাম্বিয়ার কেনেথ কাউন্ডা, অন্যজন কেনিয়ার জোমো কেনিয়াত্তা। এই দু'জনই যথাক্রমে জাম্বিয়া ও কেনিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান হয়ে লৌহমানব শাসনকর্তা হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছিলেন।

বর্তমানের রাগীব আলী বাংলাদেশের ধনাঢ্য ব্যক্তিদের মধ্যে একজন। রাগীব আলী বাংলাদেশের আরেক দানবীর হাজী মহসিন। অত্যন্ত সহজ সরল নিরহঙ্কার মানুষ রাগীব আলী।

বঙ্কিম বাবু তাঁর এক প্রবন্ধে বলেছেন, 'প্রতিভা যা কিছু স্পর্শ করে তাঁকে সজীব ও সতেজ করে।' রাগীব আলীর জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ এ কথাটি প্রমাণ করে। তাঁর কেনা চা-বাগানগুলোর মধ্যে অনেকগুলো বাগান ছিল অলাভজনক। তিনি কেনার পর তাঁর সুব্যবস্থাপনায় সেগুলো অত্যন্ত লাভজনক হয়েছে। ছোটবেলা থেকেই তাঁর নেশা ছিল ব্যবসার প্রতি। জানতেন কোথায় মূলধন খাটালে লাভ হতে পারে। কথা প্রসঙ্গে একদিন তিনি বলেছিলেন তিনি যখন প্রাইমারী স্কুলে পড়তেন তখন তিনি অল্প দামে রুগ্ন হালকা পাতলা গরু ও ছাগলের বাচ্চা কিনে সেগুলোকে যত্ন করে খাইয়ে দাইয়ে হৃষ্টপুষ্ট করে ঈদ-উল-আযহার সময় দ্বিগুণ, ত্রিগুণ দামে বিক্রি করতেন। আমরা দোয়া করি, সুন্দর স্বাস্থ্যের অধিকারী হয়ে তিনি দীর্ঘজীবি হোন-তাঁর দীর্ঘজীবন মানে তাঁর অর্থ সাহায্যের ও সুনির্দেশনায় প্রতিষ্ঠিত জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের তালিকায় আরও নতুন নতুন প্রতিষ্ঠানের সংযোজন। দেশের সাধারণ মানুষের অবস্থার উন্নতি।

ঔপন্যাসিক, গল্পকার, চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডাইরেক্টর,
বাংলাদেশ জেনারেল ইন্সুরেন্স, ঢাকা।

www.pathagar.com

সম্পদের সদ্ব্যবহার

মোঃ রইছ উদ্দিন

কোনো মানুষ গুণ লাভ করে হঠাৎ ধনবান হয়ে যান বলে কারো কারো ভ্রান্ত ধারণা আছে। তাদের ধারণা যে, কখনো কখনো পুকুর, হাওর অথবা নদী-নালা থেকে টাকা ভর্তি সিন্দুক কোনো সৌভাগ্যবান মানুষের বাড়িতে চলে আসে। ফলে তিনি হয়ে যান বিশাল সম্পত্তির মালিক।

গুণ লাভ করে আদৌ কোনো মানুষ সম্পদশালী হয়েছেন কি না তাঁর কোনো বাস্তব প্রমাণ পাওয়া যায় না। কেবল লোকমুখে প্রচলিত গুজব। অবশ্য অশরীরি একটা শক্তি অস্বীকার করা যায় না। অশরীরী শক্তির সঙ্গে কেউ প্রতিদ্বন্দ্বিতাও করতে পারে না। এমন এক শক্তিই আরব দেশে অবস্থিত পবিত্র কাবা গৃহ ধ্বংস করার অসৎ উদ্দেশ্যে আগত বাদশাহ আবরাহার বিরাট হস্তী বাহিনীকে সমূলে নিপাত করে দিয়েছিলেন। বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম ধনী কারুণ তাঁর সম্পদ ও দলবল নিয়ে অকস্মাৎ মাটির নিচে চাপা পড়েছিল।

আধুনিক বিজ্ঞান প্রযুক্তির চরম উন্নতির যুগেও পৃথিবীর স্থানে স্থানে ঘূর্ণিঝড়, মহামারি, জলোচ্ছ্বাস, ভূমিকম্প এবং দাবানলের ছোবলে হাজার হাজার মানুষ এ সুন্দর পৃথিবী ছেড়ে হঠাৎ চলে যেতে বাধ্য হয়। এ যুগের উন্নত বিজ্ঞান কি তা প্রতিহত করতে সক্ষম হয়েছে? আকাশ থেকে হঠাৎ ভূমিতে পড়ে দুর্ঘটনায় পতিত উড়োজাহাজের কোনো এক যাত্রী বা ক্রু অক্ষত অবস্থায় বেঁচে থাকার ধারণা এ যুগে অল্প মানুষই রাখে। মাত্র কয়েক মাস পূর্বে অন্ধকার রাতে কর্দমাক্ত ভূমিতে পড়ে গিয়ে ভেঙে যাওয়া বিমানের সকল যাত্রী ও ক্রু অক্ষতভাবে বেঁচে যাওয়ার আজব খবর অন্তত সিলেটের কারো অজানা নয়। সংবাদটি নিঃসন্দেহে সকল শ্রোতার মনে প্রশ্ন রেখেছে। প্রায় সকলেরই ধারণা যে পীর আউলিয়ার অঞ্চল হওয়ার ফলে তাদেরই পরোক্ষ প্রভাবে এমনটি সম্ভব হয়েছে। পৃথিবীতে কদাচিৎ ঘটে যাওয়া এমন ঘটনা অশরীরী শক্তির সাথে মানুষের পরিচয় করিয়ে দেয়। অশরীরী বা দৈবশক্তি পৃথিবীতে ছিল আছে এবং থাকবে। তবে দৈব শক্তির বলে কেউ কোনোদিন টাকা ভর্তি সিন্দুক আর সম্পদ লাভ করেছেন বলে শোনা যায়নি।

কেউ হয়ত ভাবছেন যে দেশের অন্যতম সম্পদশালী সিলেটের শ্রেষ্ঠ ধনাঢ্য সমাজ হিতৈষী দানবীর রাগীব আলী সাহেব গুপ্তধন লাভ করে এ বিশাল সম্পদের অধিকারী হয়ে থাকবেন। অথবা প্রতারণার মাধ্যমে তিনি এ সমস্ত লাভ করেছেন। কোনো বিবেকবান মানুষ এমন হাস্যকর ভিত্তিহীন ধারণা পোষণ করতে পারে না।

www.pathagar.com

প্রকৃত পক্ষে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, অদম্য প্রচেষ্টা আর অক্লান্ত পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের বলেই তিনি আজ দেশের প্রতিষ্ঠিত শিল্পপতি, ব্যবসায়ী এবং ধনাঢ্য ব্যক্তি।

সম্পদ জীবনের নিরাপত্তার প্রতীক। ধন লাভের ইচ্ছে নেই এমন মানুষ হয়ত পৃথিবীতে অল্প আছে। মানুষ সাধারণত ধন সম্পদকে গোপন করে রাখতে চায়। প্রকাশ করার মধ্যে নানা সমস্যায় জড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশী। চোর, ডাকাত, সন্ত্রাসী, হাইজ্যাকার, চাঁদাবাজ আর মামলাবাজদের খপ্পরে পড়ে যে কোনো সময় নাজেহাল হয়ে যাওয়ার ভয় কম নয়। ধনের সঙ্গে আজকাল কতো লোকের প্রাণ চলে যাচ্ছে তা আমাদের জানা আছে। তাছাড়া অনেকে সরকারি ট্যাক্স ফাঁকি দেয়ার ঘৃণ্য মনোবৃত্তি নিয়ে সম্পদ লুকিয়ে রাখতে চায়। কিভাবে সরকার চলবে এ মাথা ব্যথা কারো নেই।

কিন্তু রাগীব আলী সাহেব নির্ভয়ে মানুষের সামনে আপন ধন ভান্ডার খুলে রেখেছেন। কোন ব্যাপারেই কিছু ভয় নেই তাঁর। সম্পদের প্রতি বিন্দু বিসর্গ তাঁর লোভ আছে বলে মনে হয় না। কেবল জনগণের স্বার্থেই সম্পদকে আগলে রেখেছেন তিনি। সম্পদের প্রতি তাঁর নির্লোভ খোলামন দেখে মানুষ হতবাক। সকল মানুষই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। সকলেই আত্মকেন্দ্রিক। এ যুগে কাউকে অন্যের দুঃখে দুঃখিত হতে দেখা যায় না। কেউ যদি অন্যের চিন্তা করেও থাকে তবে তা অধিকাংশ লোক দেখানো আপন স্বার্থেই করেছে। আসলে কিন্তু নিজেকে নিয়ে যারা যতো বেশী ব্যস্ত তাঁরা ততো বেশী অসুখী। সম্পদের মালিক হয়েছে বলে তাঁরা মোটেই সুখী মানুষ নয়। এ জন্য সুখ কবিতার প্রথমেই কবি বলেছেন-

‘নাই কিরে সুখ নাই কিরে সুখ,
এ ধরা কি শুধু বিষাদময়।
যাতনে জ্বলিয়া কাঁদিয়া মরতে,
কেবলি কি নর জন্ম লয়?’

সুখের সন্ধান লাভ করতে হলে এ অস্থায়ী জীবনের ব্রত কি হতে হবে সেদিকে ইঙ্গিত দিয়ে কবি বলেছেন-

‘আপনারে লয়ে বিব্রতে রহিতে,
আসে নাই কেহ অবনী পরে।
সকলের তরে সকলে আমরা
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।’

কবি যথার্থই বলেছেন যে, পরের জন্য যারা আপন সম্পদ বিলিয়ে দিতে পারে তাঁরাই প্রকৃত সুখী মানুষ। সুতরাং ভাবতে দ্বিধা নেই যে সমাজ পাগল রাগীব আলী সত্যিকারের সুখী মানুষ। এমন প্রকৃতির মানুষই এ নশ্বর পৃথিবীতে অমরত্ব লাভ করতে পারে। তাই নিঃসন্দেহে বলা যায় যে রাগীব আলী সাহেব অমরত্ব লাভে সক্ষম হবেন এ পৃথিবীতে।

www.pathagar.com

অল্প বিস্তর ধন অনেকেরই আছে। জনসেবা করার ইচ্ছে হলে তাঁরাও দুঃখী জনের সেবা করতে পারতেন। লাখ টাকা দিয়ে মানুষের সেবা না করতে পারলেও হাজার হাজার টাকা দিয়ে অভাবি ভাইয়ের সেবা করার মতো অবস্থাসম্পন্ন মানুষের অভাব নেই সমাজে। এমনিতে অপব্যয়ের প্রতিযোগিতা চলছে অনেক স্থানে কিন্তু অন্যের হাতে এক ফার্দিং তুলে দিতে দুরু দুরু প্রাণ কাঁপে। অক্টোপাসের মতো সম্পদকে সে ধরে রাখছে। আসলে তাঁর অন্তর নির্দয় পাষাণ। বলতে গেলে অন্তরহীন মানুষ তিনি। অন্যের দুঃখে তাঁর প্রাণ মোটেই কাঁদে না। পরোপকারের মনোভাব নিয়ে সকলে এগিয়ে এলে এ পৃথিবী নিঃসন্দেহে স্বর্গরাজ্যে পরিণত হবে। আসলে এমন উদার মনের অধিকারী এ যুগে খুঁজে পাওয়া যাবে না। চতুর্দিকে অভাব আর অভাব, দুঃখ আর দুঃখ। সাহসে ভর করে এ অভাবের সাগর পাড়ি দিতে এগিয়ে আসছেন রাগীব আলী সাহেব। আল্লাহ তাঁর একমাত্র সহায়।

এ যুগের স্বার্থপর ধনলোভী মানুষের মনোভাবের প্রতি পদাঘাত করে জনসেবার মহান ব্রত নিয়ে এগিয়ে চলেছেন সিলেট তথা এ যুগের কৃতি সন্তান দানবীর রাগীব আলী সাহেব। চারদিকে তাঁরই শ্রমে অর্জিত সম্পদে জনহিতকর কাজ সুন্দরভাবে এগিয়ে চলেছে দেখে তাঁর আনন্দ ধরেনা। অটুট তাঁর মনোবল। মনে কোনো দূরভিসন্ধি বা কুটিলতার লেশমাত্র নেই। এমন স্বচ্ছ মনের অধিকারী। কয়েক যুগেও এমন একজন মানুষ খুঁজে পাওয়া যাবে না। তাঁকে পেয়ে এ যুগের মানুষ সৌভাগ্যবান। সম্পদ, ক্ষমতা, শক্তি অনেকেরই হয়ত আছে বা থাকতে পারে কিন্তু এরকম অন্তর কোথাও পাওয়া যাবে না। লোকটির অন্তর কতো বিশাল কতো দয়ার্দ্র আর কতো কোমল তা আমাদের কল্পনার বিষয় হয়ে আছে। এ মহৎপ্রাণ দানশীল ব্যক্তির আর্থিক ও মানসিক সহায়তায় দেশের আনাচে কানাচে প্রায় দুইশত সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান দ্রুত উন্নতি ও অগ্রগতির দিকে এগিয়ে চলেছে। তাঁর কর্মকান্ডে মানুষ হতবাক।

এলাকার কিশোর যুবক আর বৃদ্ধকেও মাতিয়ে তুলেছেন তিনি। সকলেই তাঁর ইঙ্গিতে গঠনমূলক কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। গঠিত হয়েছে কামাল বাজার যুব ফোরাম। রাগীব আলী সাহেবের উৎসাহ উদ্দীপনায় উজ্জীবিত হয়ে তাঁরা দিন রাত কাজ করে চলেছেন। সেদিন আর দূরে নেই যে, সকলের সহযোগিতায় রাগীব আলী সাহেবের সরাসরি তত্ত্বাবধানে তাঁর জন্মস্থান তালিবপুর একটি সুন্দর শহরে পরিণত হবে। তিনি যেমন দানশীল তেমনি এক অতিমহৎ প্রাণ। স্বামীভক্ত মহিলা তাঁর সহধর্মিনী। এ যেন সোনায় সোহাগা। উভয়ের মাঝে কোনো আড়ম্বরতা বা গর্ব কোন কিছুই স্থান পায়নি। তাদের দু'জনার মধ্যে যেন সমাজসেবার অঙ্গীকার শুরু হয়েছে। এমন অদ্ভুত অঙ্গীকার কল্পনার বিষয় মাত্র। এমন অমায়িক শান্ত ভদ্রমহিলা এ যুগে বিরল। তাঁরা যেন আল্লাহ আর তাঁর প্রিয় নবীর (সাঃ) বাণীর সঠিক বাস্তবায়ন করে চলেছেন। এ ব্যাপারে আল্লাহর বাণীর অর্থ এই সমগ্র সৃষ্টি আল্লাহর পরিজন। আল্লাহর কাছে সেই ব্যক্তিই প্রিয় যে তাঁর পরিজনের প্রতি অধিক অনুগ্রহশীল।

www.pathagar.com

এ সম্পর্কে মহানবী (সাঃ) বলেছেন, পৃথিবীতে যারা আছে তাদের প্রতি দয়া কর। তাহলে আসমানে যিনি আছেন (অর্থাৎ আল্লাহতায়ালা) তিনি তোমাদের ওপর রহমত করবেন।

তাদের আচার-আচরণ মনোবৃত্তি আর মানুষের প্রতি প্রাণঢালা স্নেহ ভালোবাসা দেখে বোঝা যায় যে তাঁরা আল্লাহর রহমত লাভে সক্ষম হয়েছেন। তাই তাঁরা উভয়েই ইসলামী ভাবধারায় পুরোপুরিভাবে উদ্বুদ্ধ। তাদের উদ্দেশ্য এক, লক্ষ্য এক। তাই তাঁরা জনসেবাকে জীবনের ব্রত হিসেবে বেছে নিয়েছেন। ধন, সম্পদ, শক্তি, ক্ষমতা ইত্যাদি যা কিছু আছে সমস্ত কিছু নিয়েই পাগল বেশে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন জনসেবার কাজে।

একবছরেরও বেশী সময় ধরে আমি তাঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেশার সুযোগ পেয়েছি। তাঁদের সরলতা ও আন্তরিকতা দেখে মুহূর্তে মানুষ তাঁদেরকে একান্ত আপনজন হিসেবে গ্রহণ করে নিতে পারে।

তাঁদের যে মহান গুণটি আমাকে অধিক আকৃষ্ট করেছে তা এই যে তাদেরকে ভুলেও কোনদিন পরনিন্দা, পরচর্চা করতে শুনিনি। পরশ্রীকাতরতার লেশমাত্র নেই তাঁদের মধ্যে। এমন পবিত্র ও প্রশস্ত মনের মানুষ এ জগতে বিরল। এক কথায় সমস্ত মানবিক গুণাবলীর সমাবেশ ঘটেছে সমাজ দরদী রাগীব আলী ও তাঁর সহধর্মিনীর মধ্যে। তাদের প্রশংসা করে তাদেরকে ছোট করার দুঃসাহস আমার নেই।

অতএব, এমন মহৎ প্রাণদের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনাই আমার একমাত্র কাম্য। আমীন।

অধ্যক্ষ, রাগীব-রাবেয়া কলেজ, কামাল বাজার, সিলেট।

www.pathagar.com

রাগীব আলী একটি নাম

মাওলানা ইমদাদুল হক

নাহমাদুহু অনুসাল্লি আলা রাসুলিহিল করীম। আম্মাবাদ।

বর্তমান সমাজে বিত্তবান ও সম্পদশালী লোকের অভাব নেই। তবে সম্পদের যথার্থ ব্যবহার ও অকাতরে দান করার ক্ষেত্রে মহান ব্যক্তিত্বের অস্তিত্ব বিরল। আর্ত মানবতার নিঃস্বার্থ সেবা ও সমাজের একনিষ্ঠ খেদমত করার মানসিকতা অতিঅল্প লোকের মধ্যেই বিদ্যমান।

মহান আল্লাহ মানুষকে ধনী-নির্ধন, গরিব-বিত্তশালী বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করে সৃষ্টি করেছেন। আর মানুষ সমাজবদ্ধ জীব হিসেবে পরস্পর মুখাপেক্ষী। পৃথিবীর সকল সম্পদ সকলের উপকারার্থেই সৃষ্টি করেছেন এবং ভোগ করার অধিকার সকলেরই আছে। তবে বৈধ মালিকানায় ও বৈধ পন্থায় সম্পদ ভোগ করতে হবে। একজন পাহাড়সম সম্পদ কুক্ষিগত করে রাখবে আর অপরজন একমুঠো অন্নের জন্য পথের ভিখারি হয়ে দ্বারে দ্বারে ফিরবে তা কখনো সম্পদের যথার্থ ব্যবহার নয়।

ধর্ম, শিক্ষা, সমাজ ও দুস্থ মানবতার সেবায় নিঃস্বার্থভাবে সম্পদ ব্যয় করার মধ্যেই সম্পদের সদ্ব্যবহার নিহিত। ইতিহাসে বহু দানবীর সমাজসেবকের খোঁজ পাওয়া যায়। এক একজনের এক এক খাতে সম্পদ ব্যয় ও দানের ইতিহাস রচিত হয়েছে।

জাহেলী যুগের হাতিম তাঈ এবং ইসলামী যুগে হযরত উসমান গণী (রাঃ)-র কথা সর্বজন বিশ্রুত । পরবর্তী সময়ে প্রত্যেক যুগেই শত শত মানুষই এরূপ ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। ভারত উপমহাদেশের ইসলামী শাসনামলে এ ধরনের বহু মানুষের নাম পাওয়া যায়। বর্তমানেও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ইতিহাস সৃষ্টিকারী মহান ব্যক্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। তাঁরা হলেন সমাজ তথা জাতির গৌরব।

একজন মুমিন যখন তাঁর অর্থ সম্পদ যথাযথভাবে ব্যয় করে তখন সে মহান আল্লাহর প্রিয় বান্দা হিসেবে মর্যাদা লাভ করে ধন্য হয়। পবিত্র ইসলাম সম্পদ অর্জনে ও সম্পদ ব্যয়ে যে সুন্দর বিধান দিয়েছে এ সম্পর্কে অতিসংক্ষিপ্ত একটু আলোচনা করার প্রয়োজন। এরই আলোকে আলহাজ্ব রাগীব আলী সাহেবকে মূল্যায়ন করা সহজ হবে। পবিত্র ইসলাম এটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। এতে ইহকালের শান্তি ও পরকালের মুক্তির সনদ বিদ্যমান। ইসলামের মধ্যে সমাজ ও মানবতাকে বাদদিয়ে আল্লাহর ইবাদত ও তাঁর সন্তুষ্টির চিন্তা করা বাতুলতা। মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে রয়েছে তাঁর সুন্দরতম আদর্শ। ইসলাম সর্বজনীন ধর্ম।

www.pathagar.com

সামাজিক ও মানবিক ধর্ম। এতে বৈরাগ্যতার কোন স্থান নেই। জুলুম, অত্যাচার, অন্যায় ও পাপাচারের কোন সংমিশ্রণ নেই। ন্যায় ও ইনসাফের ভিত্তিতে মুসলমানের সমস্ত আচার অনুষ্ঠান, সম্পদ অর্জন ও সম্পদ ব্যয়, ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত। ইসলাম হচ্ছে স্বভাবজাত ও মানবতার ধর্ম।

মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন 'আল্লাহ সেই সত্তা যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীর সবকিছু সৃষ্টি করেছেন (সুরা বাকারা ২৯)। আরো ইরশাদ করেন, 'আমি পার্থিব জীবনে মানুষের জীবিকা তাদের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছি এবং ক্ষেত্রে তাদের একদলকে অপর দলের ওপর মর্যাদা দিয়েছি। (ফখরুল ৩২)। আরো ইরশাদ করেন, 'আল্লাহ যাকে ইচ্ছে রুযী রোজগার বাড়িয়ে দেন এবং যাকে ইচ্ছে কমিয়ে দেন', (রাদ ২৬)

আল্লাহতায়ালা পৃথিবীর সকল সম্পদ মানুষের জন্য সৃষ্টি করেছেন। আর জীবিকা মানুষের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছেন। তাঁরই ইচ্ছেমাফিক কাউকে অভাবী এবং কাউকে সম্পদশালী বানিয়েছেন। তবে সম্পদের দিক থেকে শ্রেণীগত পার্থক্য এক ধরনের পরীক্ষা বিশেষ।

বিত্তবানদের ধন-সম্পদ দান করে চান, তাঁরা যেন এসব সম্পদ একমাত্র তাদের ব্যক্তিগত সম্পদ মনে না করে। ব্যক্তিগত প্রয়োজনীয় নির্বাচনের পর সমাজের প্রয়োজনও পূরণ করে। জীবিকা উপার্জনের ক্ষেত্রে কাউকে বল্গাহীন স্বাধীনতা দেয়া হয়নি। জীবিকার অন্বেষণকালে সর্বদা দু'টি নীতি অনুসরণ করতে হবে। একটি হচ্ছে 'উপার্জিত জীবিকা হালাল হতে হবে।' আর দ্বিতীয় হল, তাইয়েবা বা পবিত্র পথে উপার্জিত হতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন, 'হে মানব জাতি পৃথিবীতে হালাল ও পাক পবিত্র যা রয়েছে তোমরা তাই খাও এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।' (বাকারা ১৬৮)। অন্যত্র বলেন, 'আল্লাহ তোমাদেরকে যা কিছু রিযেক দিয়েছেন তা থেকে হালাল ও পবিত্র রিযেক খাও' (মায়িদা-৮৮)।

বস্তুত উপার্জিত সম্পদ যেমন হালাল হতে হবে তেমনি পবিত্রও হতে হবে। এজন্য হারাম বস্তুকে হারাম করা হয়েছে এবং হারাম পন্থায় জীবিকা উপার্জনকেও হারাম করে দেয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, 'তিনি তাদের জন্য সকল পবিত্র বস্তু হালাল করেছেন এবং সকল অপবিত্র বস্তু হারাম করেছেন' (আরাফ ১৫৭)। অন্যত্র বলেন, তোমাদের জন্য মৃত জন্তু, রক্ত, শূকরের মাংস এবং যেসব জন্তুতে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নাম উচ্চারিত হয়েছে, যে সব জন্তু গলা টিপে মারা হয়েছে কিংবা লাঠি বা পাথর দ্বারা আঘাত করে মারা হয়েছে বা নিচে পড়ে মরেছে বা শিংয়ের গুঁতোয় মারা গেছে, সেসব তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে। (মায়িদা ৩)। আরো বলেন, 'নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, প্রতিমা, পাশা খেলা অপবিত্র ও শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা এসব থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখ, যেন তোমরা সফলকাম হও।' (মায়িদা ৯০)।

www.pathagar.com

অতএব, সম্পদ উপার্জনের ক্ষেত্রে প্রথমত বস্তুটি হালাল হতে হবে। অতঃপর পবিত্র পন্থায় অন্বেষণ করতে হবে। সম্পদ অর্জনের পর আসে ব্যয়ের প্রশ্ন। সম্পদ ব্যয়ের একাধিক খাত। একটি খাত হচ্ছে ব্যক্তি জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এ সম্পর্কে আল্লাহতাআলা বলেন, 'খাও পান কর, অপব্যয় করোনা। (আরাফ ৩১)। অন্যত্র বলেন, 'তোমরা কখনো অযথা ব্যয় করোনা।' সীমা অতিক্রমকারীরা শয়তানের ভাই।' (বনি ইসরাইল ২৬-২৭)। অর্থাৎ ব্যক্তি জীবনে ব্যয় করার ক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতা রয়েছে। অপব্যয় বা প্রয়োজনাতিরিক্ত ব্যয় করা যাবে না।'
ইমাম আহমদ (রঃ) আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করে বলেন, তামীম গোত্রের এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরজ করল আমি একজন বিত্তবান লোক। আমার পরিবারবর্গ ও আত্মীয়স্বজন রয়েছে এবং বেশী অতিথি সেবাও হয়ে থাকে। আপনি আমাকে বলেন কিভাবে আমি ধন সম্পদ ব্যয় করি। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, যদি যাকাত দেওয়া ওয়াজিব হয়ে থাকে তাহলে প্রথমে যাকাত প্রদান কর। কেননা যাকাত ধনসম্পদকে পবিত্র করে দেয়। অতঃপর আত্মীয়-স্বজন, ফকির মিসকিন ও মুসাফিরের প্রতি দৃষ্টি দাও। লোকটি বলল, ইয়া রাসুলুল্লাহ আমাকে সংক্ষেপে বলুন। তখন রাসুলুল্লাহ (সঃ) এই আয়াতটি পাঠ করলেন অর্থাৎ 'তুমি আত্মীয়-স্বজন, মিসকিন ও মুসাফিরদের অধিকার আদায় কর। কখনো অন্যায়, অযথা ব্যয় করো না। (রূম ৩৮)।
ব্যক্তিগত জীবনে মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে হবে। কৃপণতা করা যাবে না। অপব্যয় ও সীমাতিরিক্ত ব্যয় করা যাবে না। এ হলো ব্যক্তি জীবনে বা নিজস্ব পারিবারিক জীবনে ব্যয়ের বিধান। দান করার বিষয়ে তা বিবেচ্য নয়।

সর্বপ্রথম নিজের ও পরিবার পরিজনের ন্যূনতম প্রয়োজনীয় ব্যয় সমাধান করতে হবে। এরপর বাধ্যতামূলক দান অর্থাৎ যাকাত ইত্যাদি ওয়াজিব হলে তা আদায় করতে হবে। তারপর সামাজিক অধিকার আদায় করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন, 'তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করছে কি খরচ করব? আপনি বলে দিন, প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধন-সম্পদ (বাকারা ২১৯)। অন্যত্র বলেন, 'তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করছে কি খরচ করব? আপনি তাদের বলে দিন, ধন সম্পদ থেকে পিতা-মাতা, আত্মীয়-পরিজন, ইয়াতিম-মিসকিন ও মুসাফিরদের জন্য যে পরিমাণ ইচ্ছে খরচ কর' (বাকারাঃ ২১৫)।

প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধনসম্পদ দান করে দেয়া যদিও বাধ্যতামূলক ওয়াজিব করা হয়নি। তবুও তাঁর প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। অবশ্য যাকাত আদায় করার প্রতি জোর নির্দেশ রয়েছে। আর অবহেলাকারীর প্রতি রয়েছে কঠোর শাস্তি।

মহান আল্লাহ বলেন, যারা সোনা রূপা জমা করে রাখে এবং আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে না, আপনি তাদের বেদনাদায়ক শাস্তির সংবাদ শুনিয়ে দিন। সে দিন জাহান্নামের আগুনে সেসব গরম করে তা দিয়ে তাদের কপাল, পাঁজর, আর পিঠে দাগ দেয়া হবে। (এবং বলা হবে) তোমরা যা কিছু নিজের জন্য জমা করেছিলে

www.pathagar.com

এসব তো সেই জিনিস। অতএব, তোমরা যা কিছু জমা করেছ এখন তা গ্রহণ কর (তাওবাঃ ৩৪)। যাকাত দ্বারা একদিকে হয় যেমন আত্মশুদ্ধি, এরদ্বারা কৃপণতা, স্বার্থপরতা দূরীভূত হয়, অন্তরে মমতা ও মহানুভবতা সৃষ্টি হয়, পরস্পরে ভ্রাতৃত্ব ও ভালবাসা সৃষ্টি হয়। অপরদিকে তা সমাজদেহ থেকে অভাব অনটন দূরীভূত করার একটি উত্তম উপায়। এরপরও বিত্তশালীদের সম্পদে সামাজিকভাবে ঐচ্ছিক দানের বহু অধিকার রয়েছে। এর প্রতি পবিত্র কুরআনে এবং নবী (সাঃ) এর হাদীসে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। সমাজের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব সে-ই যার জানমাল অপরের উপকারে ব্যয়িত হয়।

সম্পদ ব্যয়ের আর একটি খাত হচ্ছে শিক্ষাদান ও ধর্ম প্রচার। যারা পবিত্র কুরআন ও রাষ্ট্রীয় শিক্ষাদান ও ইসলাম প্রচারের দায়িত্ব পালন করেন তাদের সাহায্য সহায়তা করা। শিক্ষা ও পার্থিব কল্যাণকর বিদ্যা শিক্ষা প্রতিটি নাগরিকের মৌলিক অধিকার। শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড। এছাড়া দেশ ও সমাজের উন্নতি সম্ভব নয়। নবী (সাঃ) স্বয়ং নিজে মসজিদে নববীতে শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। তাঁর দায়িত্বেই ছিল তাদের সার্বিক ব্যবস্থাপনা। পরবর্তী খিলাফত আমলে এরজন্য বিশেষভাবে বিভাগ সৃষ্টি করে গুরুত্ব প্রদান করা হয়।

হযরত উমর (রাঃ) ও উসমান (রাঃ) ধর্মীয় শিক্ষা খাতে নিয়মিত মাসিক ভাতার প্রচলন করেছিলেন। হযরত উমর (রাঃ) এক গভর্নরকে নির্দেশ দেন যেন শিক্ষার্থীদেরও ভাতা নির্ধারণ করে দেন (কিতাবুল আমওয়াল) ইতিহাস প্রমাণ করে যে বিশ্ববাসীকে শিক্ষার প্রতি মনোবিবেশ দেয়ার উৎসাহ উদ্দীপনা ইসলাম থেকে শুরু হয়েছে। পাশ্চাত্যের শিক্ষিতরা এজন্য মুসলমানের কাছে চিরঋণী। বিগত ইসলামী শাসনামলে সরকারীভাবে তাঁর প্রচার প্রসারের ব্যবস্থা করা হত। বর্তমানে ধর্মীয় শিক্ষা প্রচার প্রসারের প্রতি আরো অধিক যত্নবান হওয়ার প্রয়োজন। নবী (সাঃ) দ্বীনি শিক্ষাকে জিহাদ সমতুল্য বলেছেন। চরিত্রবান ও আদর্শ মানুষ সৃষ্টি করতে হলে প্রয়োজন ব্যাপকভাবে দ্বীনি শিক্ষার প্রচার ও প্রসার।

ভারত উপমহাদেশে ইসলামী শাসনামলে ধর্মীয় শিক্ষার জন্য সরকারী ও বেসরকারীভাবে প্রচুর সম্পদ ব্যয় করা হতো। জায়গীর ওয়াকফ করা হত। যার সুফল আজও বিদ্যমান রয়েছে। এখনো যারা দ্বীনি শিক্ষা তথা পার্থিব প্রয়োজনীয় শিক্ষাখাতে সম্পদ ব্যয় করে থাকে তাঁরা সমাজে অত্যন্ত শ্রদ্ধার পাত্র। মসজিদ, মাদ্রাসা, স্কুল, ইয়াতিমখানা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা সমাজের সকল নাগরিকের দায়িত্ব। বিত্তবানদের প্রতি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এ দায়িত্ব বর্তায়। সামাজিক ব্যয়ের আরো একটি খাত হচ্ছে রাস্তাঘাট পুল নির্মাণ ইত্যাদি। দেশের মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে সকলের উপাকার্থে রাস্তা-ঘাট পুল নির্মাণ খোদা প্রেমের বিরাট নিদর্শন। আল্লাহর বান্দাদের তথা যে কোন জীবের প্রতি দয়াবান হলে আল্লাহও তাঁর প্রতি দয়াবান হন। নবী (সঃ) বলেন, যমীনের সকলের প্রতি দয়া কর তোমার প্রতি আল্লাহও দয়া করবেন। মানব তথা প্রাণী সকলকেই আরাম

www.pathagar.com

ও উপকার পৌঁছনো ইসলামের নির্দেশ। এ জন্য কাউকে কষ্ট দেয়া বৈধ নয়। 'সে প্রকৃত মুসলিম নয় যার হাত ও মুখ দ্বারা অন্য কেউ কষ্ট পায়। (আল হাদীস)। সে ব্যক্তি প্রকৃত মুমিন নয় যার অন্যায় আচরণ থেকে অন্যরা নিরাপদ নয়' (আল হাদীস)।

তাই মহান আল্লাহর সৃষ্টিকুলের প্রতি দয়া পরবশ হয়ে নিঃস্বার্থভাবে সকলের আরাম ও শান্তির উদ্দেশ্যে কোন মুমিনের রাস্তাঘাট পুল নির্মাণ ইত্যাদি জনহিতকর কাজ করা প্রকৃতপক্ষে খোদাপ্রেমের ইঙ্গিত বহন করে। ইসলাম উদারতার শিক্ষা দেয়। সকলের প্রতি উদারভাবে সেবা করা আদর্শ মানবের শ্রেষ্ঠ চরিত্র। উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনার আলোকে আলহাজ্ব রাগীব আলীর জীবন ও কর্মকে মূল্যায়ন করা যেতে পারে। বস্তুত তিনি সিলেট জেলার গৌরব ও ক্ষণজন্মা এক ব্যক্তিত্ব। তিনি বহু স্কুল, কলেজ, মসজিদ, মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছেন। গরীব-দুঃখীদের সেবায় অকাতরে অর্থ সম্পদ বিতরণ করেছেন। জনহিতকর সামাজিক বহু কাজ করেছেন। এ জন্য তিনি এতদাঞ্চলে এক ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। মুসলিম, অমুসলিম সকলেই তাঁর গুণমুগ্ধ। সকলেই তাঁর গুণগ্রাহী।

পরিশেষে দু'আ করি মহান আল্লাহ যেন তাঁর এ বান্দার খেদমতসমূহকে নিজ দয়ায় কবুল করেন। একে তাঁর ইহকাল ও পরকালের শান্তির ওয়াসীলা বানান। উত্তরোত্তর আরো অধিক নেক কাজ করার তৌফিক দান করেন। আমীন।

পরিচালক, শায়খুল হিন্দ বাংলাদেশ ইসলামী গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা।

www.pathagar.com

যুগশ্রেষ্ঠ রাগীব আলী
মোহাম্মদ মজিবর রহমান

জনাব রাগীব আলীর সাথে আমার প্রথম পরিচয় ১৯৯৩ সনের মে মাসে একান্তই অপ্রত্যাশিত ও অনানুষ্ঠানিকভাবে। তিনি বললেন, 'আমার নাম রাগীব আলী, আমি সিলেটি মানুষ, আমি আপনার সাথে পরিচিত হতে এসেছি।' জনাব রাগীব আলী তাঁর নিজের সম্পর্কে এর চাইতে বেশী কোন পরিচয় দেন নাই। তিনি তখন বলেন, 'আমি রাগীব আলী'- এটাই তাঁর শ্রেষ্ঠ পরিচয়। কারণ রাগীব আলী কোন মহামানব নহেন। কোন অতি মানবও নন। তিনি আমার দৃষ্টিতে একজন শ্রেষ্ঠ মানুষ, মানবীয় সকল শ্রেষ্ঠ গুণাবলীর সমন্বয়ে গঠিত একজন অঘোষিত ও প্রকাশ্য অলি। আমার এ মন্তব্য অনেকের কাছে অত্যুক্তি বা অতিরঞ্জিত বলে মনে হতে পারে। কিন্তু আমি আমার এই মন্তব্যের সমর্থনে কিছু উদাহরণ প্রকাশ করব। তাঁর আগে আমি জনাব রাগীব আলীকে বিগত পাঁচ বৎসর যাবত যেরূপে দেখেছি ও প্রত্যক্ষ করছি সেরূপ কিছু বিবরণও এই লেখার মাধ্যমে তুলে ধরতে চাই।

(১) বিশেষ কোন কারণে কিনা জানি না, জনাব রাগীব আলীর সাথে আমার পরিচয় হওয়ার পর হতে তিনি আমাকে অতিশয় স্নেহ করতে শুরু করেন। যদিও তাঁর সাথে আমার বয়সের ব্যবধান ২৮/২৯ বৎসর। সম্ভবত আমরা দুইজন একই মনমানসিকতা ও চিন্তাধারার অধিকারী হওয়ার কারণে মনের দিক দিয়ে আমরা পরস্পরের এত কাছাকাছি পৌঁছতে পেরেছি। রক্তের বা আত্মীয়তার সম্পর্কের ঊর্ধ্বেও আরো যে এক প্রকার শ্রেষ্ঠতর মানসিক ও আত্মিক সম্পর্কে থাকতে পারে, রাগীব আলীর সাথে আমার সেরূপ কোন এক সম্পর্কেরই সৃষ্টি হয়েছে। এই সম্পর্ক সব প্রকার বৈষয়িক উদ্দেশ্য বা অর্থের ঊর্ধ্বে। আমি একজন সাধারণ সরকারী চাকরিজীবী। অতিশয় সাধারণ আমার জীবন-যাপন পদ্ধতি ও সংসারের চালচিত্র। আমার নিজের লেখা ছয়টি আইনের বই বাজারে চালু আছে। আমার বেতনের টাকার সাথে উক্ত বইগুলির মাধ্যমে অর্জিত আয় মিলিয়ে আমার সংসারের খরচসহ অন্যান্য আর্থিক পরিকল্পনার বাস্তবায়ন আমাকে করতে হয়। জনাব রাগীব আলী এক সময় আমাকে অনুরোধ করেছিলেন যেন আমার ছয়টি আইন পুস্তকই তিনি নিজ খরচে ছাপিয়া প্রকাশ করতে পারেন। আমি তাঁর সেই অনুরোধ রক্ষা করতে পারি না। কারণ, 'জনাব রাগীব আলীর' সাথে আমার যে মানসিক ও আত্মিক সম্পর্কের সৃষ্টি হয়েছে, তা যেন কোনরূপ আর্থিক সংশ্লেষণ, লেনদেন বা আর্থিক সাহায্যের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত না হয় বা আমি নিজেও ছোট হই বা তিনি নিজেও ছোট হন তা আমি কখনোই চাইনি।

(২) মাঝে মাঝে এমনও সময় গিয়েছে যে, তিনি প্রত্যেক রাতে আমার সাথে কিছুক্ষণ টেলিফোনে কথা না বলে ঘুমাতেন না। অনেক রাতেই আমি তাঁর সাথে

www.pathagar.com

পাশাপাশি শয়নকক্ষে ঘুমিয়েছি। আমি দেখেছি যে, রাত সাড়ে ৩ ঘটিকার পর তিনি কখনো ঘুমান নাই। অজু করে টুপি মাথায় দিয়ে জায়নামাযে দাঁড়িয়ে তাহাজ্জদের নামাজ পড়তে শুরু করেছেন। আমি তাঁর ঘনিষ্টজন হয়ে জানতে পেরেছি যে, বিগত ৩৬ বৎসর যাবৎ তিনি কখনো এবং কোন অবস্থায়ই তাহাজ্জদের নামাজ ক্বাজা করেননি। আর ফরজ নামাজ ক্বাজা করার তো প্রশ্নই ওঠে না। তিনি নিয়মিত কোরআন শরীফ তেলাওয়ত করেন এবং তছবিহ ও তাহলিন করেন। তিনি যথারীতি বহুবার হজ্ব ও উমরাহ পালন করেছেন।

সিলেটের এক অজগাড়াগাঁয়ে মধ্যবিত্ত কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করা সত্ত্বেও তিনি নিজের চেষ্টায় আজ যে স্তরে পৌঁছেছেন তা যে কোন মানুষের জন্য ঈর্ষণীয় বিষয় বটে। এই ঈর্ষার কারণে মাঝে মধ্যে সিলেট শহরে তাঁর নামে কালোবাজারী ও ড্রাগ ব্যবসায়ী আখ্যায়িত করে তাঁর ঈর্ষাপরায়ণ শত্রুগণ লিফলেট বা প্রচারপত্র বিতরণেও কুণ্ঠাবোধ করেনি।

(৩) জনাব রাগীব আলী নিজেকে নিজেই গড়েছেন। একজন Self-made মানুষের শ্রেষ্ঠতর উদাহরণ জনাব রাগীব আলী। আমার যে সনে জন্ম, সেই ১৯৫৭ সালে তিনি সম্পূর্ণ নিঃস্ব অবস্থায় সিলেট জেলার অনেকের মতই সুদূর ব্রিটেনে পাড়ি জমান। তাঁকে আজো বলতে শুনি যে, তিনি শুধুমাত্র বেঁচে থাকার তাগিদে এমন কোন কষ্টের কাজ নেই যা তিনি করেনি। এক হোটেলের বাবুর্চির সহকারী হিসেবে তাঁর লন্ডনের কর্মজীবনের শুরু। লন্ডনের একজন সহকারী বাবুর্চি হিসেবে তাঁর প্রথম কাজ করার বিষয়টিকে আজকের বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধনী ব্যক্তি রাগীব আলী গর্বের সাথে বলতে কুণ্ঠাবোধ করেন না। জনাব রাগীব আলীর মতো একজন শ্রেষ্ঠ মানুষের পরিচয়ের জন্য আত্মঅহংকারে ভরপুর এই হতভাগ্য বাঙালি জাতিকে তাঁর উদাহরণ অনুসরণ ও অনুকরণ করা অতীব প্রয়োজন বলে আমি মনে করি।

জনাব রাগীব আলী ১৯৫৭ সালে হতে ১৯৬১ সালে পর্যন্ত লন্ডনে দু'টি হোটেলে পরিশ্রমের মাধ্যমে কাজ করে যে অর্থ উপার্জন করেন, তাঁর দ্বারা, ১৯৬১ সালেই হোটেলের চাকরি ছেড়ে, তাজমহল রেস্টুরেন্ট নামে নিজেই একটি রেস্টুরেন্ট চালু করেন। উক্ত রেস্টুরেন্টের মাধ্যমে তাঁর ভাগ্যের চাকা ঘুরতে আরম্ভ করে। অবশ্য তিনি একজন বিজ্ঞ ও দূরদর্শী শেয়ার ব্যবসায়ীও বটে।

এখানে উল্লেখ্য যে, ১৯৬১ সালে যখন লন্ডনের শেয়ার বাজারে চরম ধ্বস নেমে আসে, তখন লন্ডনের লয়েডস ও মিডল্যান্ড ব্যাংকের মাধ্যমে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণভাবে দূরদর্শী রাগীব আলী তাঁর জীবনের সমস্ত সঞ্চিত অর্থ দিয়ে ওয়েল কোম্পানীর শেয়ার, প্রতিটি মাত্র পাঁচ পেনি দরে কিনে তিনদিনের ব্যবধানে প্রতিটি শেয়ার সাড়ে তিন পাউন্ড দরে বিক্রয় করে সম্পূর্ণ হালাল উপায়ে তাঁর বিত্তের সুদৃঢ় ভিত্তি গড়ে তোলেন। সততা যে রাগীব আলীর জীবনের ব্যবসা ও বাণিজ্যের সাফল্যের ক্ষেত্রে কত বড় সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে তাঁর প্রমাণ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে পাওয়া গেছে।

www.pathagar.com

বৃটেনের বিখ্যাত Barclays ব্যাংকের ম্যানেজার Mr. L.K. Carcas ১৩/০১/১৯৭৯ ইংরেজি তারিখে জনাব রাগীব আলী সম্পর্কে নিম্নরূপ মন্তব্য করেনঃ

> *"We write to confirm that we consider Mr. Ragib Ali to be a respectable and trustworthy customer and good for his normal business engagements."*

১৯৮২ সালের ২২ ডিসেম্বর তারিখের এক পত্রে বৃটেনের Loyds Bank Limited-এর ম্যানেজার জনাব রাগীব আলী সম্পর্কে নিম্নরূপ মন্তব্য করেনঃ

> *Mr. Ragib Ali has been a client of the Bank for over 26 years and during this long period his dealings with the Bank have been conducted in an entirely satisfactory manner.*
>
> *Mr. R. Ali has deposit with the Bank in excess of. 11,600 at the present time, and from our experience, we know him to be a successful businessman having extensive interests in catering, property and tea.*
>
> *In our opinion he is not a man who would go into a business venture unless he was confident that he had the ability to make a success of it.*

নয়াপড়া চা-বাগান ক্রয়ের দরপত্র দাখিলের সময় লন্ডনের Evening Standard পত্রিকা ১১-১১-৭৭ ইংরেজি তারিখের সংখ্যায় রাগীব আলী সম্পর্কে নিম্নরূপ মন্তব্য প্রকাশিত হয়ঃ

> *'The Fourman board of Noyapara Tea must be anxiously peering into the tea leaves these days-hoping they will glean some clue about the intentions of a certain Indian restaurant owner.*
>
> *For Ragib Ali, who runs a resturant at Streatham, surprised chairman Sir John Munir and his colleaguses by building up his interest in Noyapara 27.4%.*
>
> *He has been sitting contentedly on 16.3% of the company for some years. In a sudden burst of activity he appears to have mopped up a number of not insignificant shareholdings in the business.*
>
> *Currently Mr. Ali is not around to disclose his plans. He is in Bnagladesh no doubt examining the company's tea estates there.*

www.pathagar.com

রাগীব আলী লন্ডনে রেস্টুরেন্ট ব্যবসা ছাড়াও অত্যন্ত দূরদর্শীভাবে অদ্যাবধি শেয়ার ব্যবসা করে আসছেন। রাগীব আলীর হালালভাবে অর্থ উপার্জনের উদাহরণ এই নিবন্ধে লিখে শেষ করা যাবে না। জনাব রাগীব আলীর মতো ব্যক্তি বাংলাদেশে তাঁর অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা বিনিয়োগ করতে এসে পদে পদে বাধাগ্রস্ত এবং ঝামেলায় জড়িয়ে যেতে থাকেন, তাঁকে নিঃস্বার্থভাবে সাহায্যের হাত কেউ বাড়াননি । হালাল অর্থ দ্বারা মাতৃভূমির উন্নয়নের জন্য বিনিয়োগ করতে গিয়ে তিনি আমলা বা কর্তৃপক্ষের কাছে ঘুষ প্রদানের ফাঁদে ধরা দেননি। তাই তিনি অত্যন্ত দুঃখ করে একবার আমার কাছে বলেছিলেন যে, 'এই দেশে আমার মতো মানুষ ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বড়ই অসহায়। আমি কখনও কোন আমলাকে ঘুষ দেই না বলে আমাকে সর্বত্রই হয়রানি করা হয় এবং বিভিন্ন অফিসে কেরানির নিকট পর্যন্ত নিজেকে যেতে হয়। এই বয়সে শরীর ও স্বাস্থ্য আর কুলাচ্ছে না।' তাঁর এই খেদোক্তির বাস্তবতা আমাকে দারুণভাবে পীড়িত করে।
রাগীব আলীর অর্থের উৎস সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। নিন্দুকেরা যে ভাষায়ই তাঁর নিন্দা করুক না কেন, জনাব রাগীব আলী যে একজন সৎ ব্যবসায়ী, তাতে সন্দেহের কোন কারণ আছে বলে আমি মনে করিনা।
(৪) রাগীব আলী একজন দানবীর। টাকা পয়সা থাকলেই দানবীর হওয়া যায় না। যথাসময়ে ও যথাস্থানে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির উদ্দেশে দান করার জন্য একটি মহাসাগরের মতো মনের দরকার। রাগীর আলীর মন উদার ও মহাসাগরের মতো প্রশস্ত। বাংলাদেশের যেখানেই মসজিদ ও মাদ্রাসা নির্মাণের ব্যাপারে কোন উদ্যোগ বা সমস্যার কথা তাঁর কানে পৌঁছে, সেখানেই তিনি অকৃপণভাবে দানের হাত প্রসারিত করেছেন। বাংলাদেশের খুব কম জেলাই আছে, যেখানে কোন মসজিদ, মাদ্রাসা বা স্কুল কলেজে রাগীব আলী দান করেন।
রাগীব আলী সম্পর্কে যারা এই প্রকাশনার উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন, তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এই হতভাগা দেশে গুণী ও কৃতি ব্যক্তিদের যথাযথ মূল্যায়ন ও সম্মান তাদের জীবদ্দশায় সাধারণত করা হয়না। এই প্রকাশনার মাধ্যমে রাগীব আলীর সাফল্য ও কৃতকর্মের যে মূল্যায়ন ও স্বীকৃতি প্রদান করা হচ্ছে, তা ভেবে আমি আনন্দিত। আমি ব্যক্তিগতভাবে জানি যে, রাগীব আলী এই ধরনের প্রকাশনা ও প্রচারের বিরোধী। কিন্তু তাঁর কিছু গুণমুগ্ধ ও অনুরাগী বহুকষ্টে ও বহু অনুরোধে এই প্রকাশনার ব্যাপারে তাঁর সম্মতি আদায় করেছেন। আমি আশা করি রাগীব আলী সম্পর্কিত এই প্রকাশনা দেশের অন্যান্য গুণী ব্যক্তিগণকে সৎ কাজে ও দেশের স্বার্থে বিনিয়োগ ও দান করতে উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করবে এবং অনেক বেকার তরুণকে কর্মসংস্থানের পথ দেখাবে ও জীবনের মানে ও অর্থ খুঁজে পাওয়ার ক্ষেত্রে আলোর পথ প্রদর্শন করবে।
আমি জনাব রাগীব আলীর সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘ জীবনের জন্য পরম করুণাময় আল্লাহ পাকের কাছে সর্বদাই প্রার্থনা করছি।

এল-এম.এম.এন লেজিসলেটিভ ড্রাফটিং (ওয়েস্ট ইন্ডিজ),
জিব্রাল্টার সরকারের লেজিসলেটিভ অ্যাডভাইজার।

www.pathagar.com

আমার দৃষ্টিতে রাগীব আলী
সৈয়দ আনিসুল হক

আদর্শবান পরহিতৈষী নিজের মেধা ও কঠোর পরিশ্রমে অর্জিত সম্পদ শুধু নিজের আরাম আয়েস বিলাস ব্যাসনে ব্যয় না করে অধিকাংশই বৃহত্তর মানবগোষ্ঠীর কল্যাণে ব্যয় করে থাকেন।

'আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে আসে নাই কেহ এ অবনী পরে, সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের তরে' এই মহাজন বাক্যটি, নিজের জীবনে সত্য বলে প্রমাণ করে মানবহিতৈষীর বিরল দৃষ্টান্ত যারা স্থাপন করেন বাংলাদেশে তেমন ব্যক্তিত্বের অন্যতম হলেন হজরত শাহজালাল মজররদে ইয়ামনী (রঃ)-র পূণ্য স্মৃতি বিজড়িত সিলেট জেলার বিশ্বনাথ থানার কামাল বাজার এলাকার তালিবপুর গ্রামের শিল্পপতি, মানবদরদী জনাব রাগীব আলী।
আজ তাঁর আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতায় সিলেট, ঢাকা, চিটাগাং, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, নেত্রকোনো, জামালপুর, কিশোরগঞ্জ, বরিশাল, রাজশাহী, দিনাজপুর, জয়পুরহাটসহ দেশের অন্যান্য অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বহু মসজিদ, মাদ্রাসা, স্কুল, কলেজ, এতিমখানা, হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, যুব ফোরাম, প্রবীণ হিতৈষী সংঘ, অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী সমিতি, ব্যাংক, বীমা প্রতিষ্ঠান, যাকাত ফান্ড, ৫,০০০ গরিবের জন্য নির্মিত ঘরবাড়িসহ বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠান। ১৯৭১-এর দেশবাসীর স্বাধীনতার জন্য মরণপণ যুদ্ধের সময় প্রবাসী বাঙালিদেরকে নিয়ে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে মুক্তিযুদ্ধের অর্থ সংগ্রহ, ২৪ কেমব্রিজ গার্ডেনে বাংলাদেশ সেন্টার স্থাপনের ক্ষেত্রে এবং স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ হাইকমিশন বিল্ডিং খরিদের জন্য তাঁর অকৃত্রিম আর্থিক সহযোগিতা চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে। বিশেষ করে 'বাংলাদেশ সেন্টারের' জন্য নিজে টাইপরাইটার মেশিন কিনে নিজে বহন করে নিয়ে আসা দেশের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম ভালবাসার নিদর্শন।

চা-বাগান পরিত্যক্ত সম্পত্তি, ট্যানারী এতো বিত্ত সম্পত্তির মালিক যিনি তাঁর জীবনের চলার পথ কিন্তু ফুলের পাঁপড়ি বিছানো মসৃণ ছিল না। পদে পদে কাঁটার ঘায়ে ক্ষতবিক্ষত হয়ে তাঁকে এগোতে হয়েছে। তাঁর কর্মময় জীবন পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, জীবনের সূচনায় ভাগ্যান্বেষণে অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে তিনি বিলেত গিয়েছেন। সেখানে পাঁচ বছরের অধিককাল দিনরাত কঠোর পরিশ্রম করে তাঁকে উপার্জন করতে হয়েছে। তাঁর কঠোর পরিশ্রম ও শেয়ার মার্কেটের আনুকূল্যে অর্জিত অর্থে ৩,৯০০ পাউন্ড ব্যয় করে লন্ডনে 'তাজমহল' নামে একটি ইন্ডিয়ান ফুডের রেস্টুরেন্ট খুলে বেশ লাভবান হন। ১৯৬৩ সালে দেশে এসে ২৬ বছর

www.pathagar.com

বয়সে সিলেটের আম্বরখানা পাক্কাবাড়ী মাহফিজ হাউস নিবাসী ইরফান আলী চৌধুরীর মেয়ে রাবেয়া খাতুন চৌধুরীকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে তাঁকে নিয়ে লন্ডন চলে যান। তাঁদের জীবনের খেলাঘর হাসি আর আনন্দে ভরে ওঠে। দু'জনের মিলিত প্রচেষ্টায় তাঁদের স্বপ্নের 'তাজমহল' ব্যবসা সফল প্রতিষ্ঠানরূপে গড়ে ওঠে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর দেশের রুগ্ন ও ধ্বংসপ্রাপ্ত শিল্প পুনরুজ্জীবিত করার লক্ষ্যে প্রথমে একটি রুগ্ন ট্যানারী, কয়েকটি রুগ্ন চা-বাগান ও ডিটারজেন্ট ফ্যাক্টরি ক্রয় করেন। কথায় বলে 'প্রতিভা এমনই এক পরশ পাথর যে তা যেটাতেই ছোঁয়ানো যায় সেটাই সোনা হয়ে ওঠে।' যদিও উপরোল্লিখিত শিল্পগুলোর প্রত্যেকটিই রুগ্ন হওয়ার কারণে পূর্বে সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠান বছরে বছরে কোটি কোটি টাকা লোকসান দিতো। অবাক বিস্ময়ে সবাই লক্ষ্য করলেন যে, রাগীব আলী সাহেবের প্রতিভার যাদুরস্পর্শে অচিরেই সেগুলো রোগমুক্ত হয়ে স্বাস্থ্যোজ্জ্বল চেহারায় লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হলো। রুগ্ন চা-বাগানগুলোকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে তিনি অসাধারণ মেধা ও সৃজনশীলতার পরিচয় দিলেন - তা তুলনাবিহীন।

তিনি চা চাষের পাশাপাশি চা-চাষের অনুপযুক্ত জমিতে আম, জাম, কাঁঠাল, কলা, আনারস, আমলকী, আদা, কমলা, জলপাই, নারকেল, পান সুপারি, গোলমরিচ, তেজপাতাসহ বিভিন্ন অর্থকরী ফসলের চাষসহ হাজার হাজার মেহগনি, সেগুন, কড়ই, লেবেক, মালাকানা, একশিরা, জারুল, নিমের বনায়ন এবং বৃহৎ আকারের রাবার প্ল্যান্টেশন করে দেশে কোটি কোটি টাকা ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের পথ যেমন সুগম করে তুলেছেন তেমনি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যেরও বৃদ্ধি ঘটিয়েছেন।

উপরন্তু নিজের শ্রমে অর্জিত অর্থ দুঃস্থ-পীড়িত অভাবগ্রস্থদের মাঝে অকাতরে বিলিয়ে দিয়ে তিনি প্রমাণ করেন, 'যাদের জীবন ভরা শুধু আঁখি জলে, তিনি যে তাদেরই দলে'।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, ব্যাংক এশিয়া লিঃ।

www.pathagar.com

দানবীর রাগীব আলী

এম. মুস্তাফিজুর রহমান

ভোগ-বিলাসী শক্তিমদ-মত্ত দুনিয়ার মোহান্ধ মানুষেরা মানব কল্যাণের কথা ভুলে থাকে, তাদের মন চায় না আল্লাহর দেয়া ধন-সম্পদ তাঁর সৃষ্টির কল্যাণে ব্যয় করতে। তাই বলে কি এর কোনো ব্যতিক্রম নেই? অবশ্যই আছে। তবে তাদের সংখ্যা অতি নগণ্য। আল্লাহর মহব্বতে তাঁর সৃষ্টির কল্যাণে ব্যয় করে গেছেন তাঁরই দেয়া ধন-সম্পদ এমন মহামানবও পৃথিবীতে আজ আছেন। কিন্তু তাঁরা কাজ করে যান নীরবে-নিভৃতে; নিজেদেরকে আড়াল করে রাখতে চান প্রচার মাধ্যম থেকে। আজ আমি এমন একজন মানুষের কথা বলতে চাই এখানে। স্বাধীনতাত্তোর মালটি-মিলিয়নারদের কাতারে তিনি শামিল কি না আমি জানি না। তবে তিনি একজন ধনী ব্যক্তি। প্রচার মাধ্যমে তিনি অনুল্লিখিত। আর প্রচারে রয়েছে তাঁর চরম অনীহা। আসলে তিনি একজন অতিনিরীহ, প্রচারবিমুখ, খোদাপ্রেমিক দানবীর। এ ব্যতিক্রমধর্মী ব্যক্তির নাম রাগীব আলী। হযরত শাহজালাল (রঃ)-এর পবিত্র চরণ-পরশ-ধন্য সিলেটে তাঁর জন্ম।

সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্মাননি রাগীব আলী। সাধারণ মানুষের আত্মার আত্মীয় জনাব রাগীব আলী জন্মেছেন সাধারণ মানুষের মাঝে। জীবন-যুদ্ধে তিনি অক্লান্ত সৈনিক; সাধারণের মধ্যথেকে বড় হওয়ায় তিনি এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আজ তিনি একজন সম্পদশালী সার্থক ব্যবসায়ী, শিল্পপতি। কিন্তু পঁচিশ বছর আগে তাঁর মধ্যে যে মানুষটার পরিচয় পেয়েছিলাম তাঁর কোনো বাহ্যিক পরিবর্তন দেখিনি আজও। অশনে-বসনে, আচারে-ব্যবহারে, আন্তরিকতায় পঁচিশ বছর আগে যেমন ছিলেন আজও তেমন আছেন রাগীব আলী। এমন নিরহংকার, বিনয়ী, খোদাভীরু, সদালাপী, মানবপ্রেমিক ধনাঢ্য ব্যক্তি দ্বিতীয়টি জীবনে দেখেছি বলে মনে পড়ছে না। খোদা-ভীতি, মানব-প্রেম, সততা ও বিনয় মানুষকে কতো মহীয়ান করে তাঁর প্রমাণ পাওয়া যায় জনাব রাগীব আলীর মধ্যে।

ব্যবসা-বাণিজ্যে, শিল্প-কারখানা থেকে শুরু করে ব্যাংক, বীমা কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনাসহ জাতীয় অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের হেন দিক নেই যেখানে তাঁর বিচরণ ও অবদান নেই। এ ছাড়া চা-শিল্পের ক্ষেত্রে তাঁর সংশ্লিষ্ট ভূমিকাও নিঃসন্দেহে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। 'রাগীব আলী জীবন চরিত' পরিশিষ্ট -১-এ প্রদত্ত তালিকা থেকে আঁচ করা যাবে কতোগুলো ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা অথবা পরিচালনার দায়িত্ব পালন করছেন তিনি। ঝুঁকিপূর্ণ চা-শিল্পই বলুন অথবা প্রতিযোগিতামূলক অন্য কোনো শিল্প-কারখানা বা অত্যাধুনিক ব্যাংক ব্যবসার কথাই বলুন না কেন, সব ক্ষেত্রেই তিনি সব্যসাচী। ভাবতে অবাক লাগে এ

www.pathagar.com

সাদাসিধে লোকটা কি করে এমন সুষ্ঠু ও নিপুণভাবে এসব বহুমুখী কর্মকান্ড পরিচালনা করেন। তাঁর ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প পরিচালনার কাজে প্রতিভার প্রশংসনীয় দীপ্তি থাকলেও এর বাহ্যিক উত্তাপ নেই। তাই তিনি বাহ্যতঃ নিরীহ ও নিরহঙ্কার। বিভিন্ন বাণিজ্যিক ও শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং ব্যাংক ও বীমা কোম্পানীর তিনি কর্ণধার। আর এগুলোর পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে তাঁর দক্ষতা এক কথায় ঈর্ষণীয়। ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প-কারখানা প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনাব্যাপদেশে তিনি ভ্রমণ করে থাকেন এশিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকা মহাদেশের অনেক দেশ। দেশ-বিদেশে বাংলাদেশের বাণিজ্যিক ক্ষেত্র সম্প্রসারণের লক্ষ্যে করে যাচ্ছেন অক্লান্ত পরিশ্রম। একদিকে তিনি নর্থ-সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন পরিচালক, অন্যদিকে সাউথ-ইস্ট ব্যাংকের চেয়ারম্যান। শিক্ষা ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে একই ব্যক্তি পালন করছেন এক অনিন্দ্য সুন্দর ভূমিকা।

শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অন্যান্য জনকল্যাণমূলক সেবাকার্যের ক্ষেত্রে তাঁর একক অবদান অনন্য ও অসাধারণ। বাংলাদেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত অগণিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তিনি প্রতিষ্ঠাতা, না হয় পৃষ্ঠপোষক। প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে শুরু করে অত্যাধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং মক্তব থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্র আলীয়া মাদ্রাসা পর্যন্ত সবধরনের বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তিনি প্রতিষ্ঠাতা অথবা তাঁর আর্থিক সাহায্যে পরিচালিত হয় এগুলো। ব্যক্তিগত সাহায্যে হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা/পরিচালনার ক্ষেত্রেও তিনি পালন করছেন অগ্রণী ভূমিকা। অনেক হাসপাতাল বা অন্যবিধ চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাঁর ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও আর্থিক সহায়তায়। কত সড়ক, পুল ও কালভার্ট তিনি তৈরি করেছেন জনহিতার্থে তার ইয়ত্তা নেই। 'রাগীব আলী জীবনচরিত' এর পরিশিষ্ট-২ এ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সেবামূলক কর্মকান্ডের তালিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই এ কথার সত্যতার প্রমাণ পাওয়া যায়।

জনাব রাগীব আলীর দান-দক্ষিণা ও জনকল্যাণমূলক কর্মকান্ডে কোনোরূপ সংকীর্ণতা বা আঞ্চলিকতার ছাপ নেই। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাই তাঁর দৃষ্টিতে সমান। একদিকে যেমন তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন মসজিদ-মাদ্রাসা অপরদিকে তেমনি মুক্তহস্তে সাহায্য করেছেন অনেক মন্দির-আশ্রমে। বাংলাদেশের এমন অনেক অঞ্চল আছে যা তিনি কোনদিন দেখেননি; অথচ সেখানেও তিনি সাহায্য করে যাচ্ছেন অনেক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও জনসেবামূলক কার্যক্রম।

জনাব রাগীব আলী একজন ধার্মিক ও সাত্তিক ব্যক্তি। তিনি কয়েকবার পবিত্র হজ্ব ও ওমরাহ পালন করেছেন। মনে পড়ে আজ থেকে কয়েক বছর আগে নিতান্ত অন্তরঙ্গ আলাপচারিতায় তিনি বলেছিলেন যে, তাঁর নামাজ ফরজ হওয়ার পর থেকে কোনদিন নামাজ ক্বাযা হয়নি এবং ঐ আলাপ-চারিতার পনের বছর আগে থেকে কোন দিন তাহাজ্জদ নামাজ ক্বাযা করেননি। একথা শোনার পর থেকে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় বুক ভরে ওঠে আমার। এত কর্মবহুল ব্যস্ত জীবনেও তিনি ধর্মীয় কাজগুলি এমন নিখুঁতভাবে করে যাচ্ছেন, ভাবতে অবাক লাগে। তাকওয়া একেই বলে।

www.pathagar.com

আল্লাহ্ পাক আমাদের সবাইকে দ্বীনের নূরে নূরান্বিত করুন। আমিন। পরিশেষে আমি প্রাণভরে দোয়া করছি আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত জনাব রাগীব আলীকে সুস্বাস্থ্য ও উমরে-দারাজ দান করে তাঁর আরদ্ধ কার্য সুসম্পন্ন করে দ্বীন ও দুনিয়ার কল্যাণমূলক কাজের আঞ্জামদানের তৌফিক দান করুন।

যুগ্ম সচিব, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

www.pathagar.com

দুখী মানুষের বন্ধু ঃ মানব দরদী রাগীব আলী

আমিনুল হক বাদশা

"আমার ধন সম্পত্তির মালিক আমি একা নই, দুঃখী মানুষের এর ওপর হক আছে। মালিক আল্লাহ। তিনিই দিয়েছেন। আমি তো উপলক্ষ্য মাত্র।" প্রশ্ন করেছিলাম মানবতার সেবায় আপনি নিজেকে বিলিয়ে দিলেন কেন?

কোন রকম চিন্তা ভাবনা না করেই হাসতে হাসতে বলেছিলেন, একজন মানবদরদী বাঙালি আলহাজ্ব রাগীব আলী "আমার এ ধন দৌলতের ওপর দুঃখী মানুষের হক আছে। তাদের জন্যেই ব্যয় করছি- তাদের হক।" একজন মানুষের মনের জোর কতখানি থাকলে উপরোক্ত কথা বলতে পারেন-তা কিন্তু ভাববার বিষয়।

কিছুক্ষণ ভাবলাম। বাংলাদেশের ক'জন ধনী ব্যক্তি সরল বিশ্বাসে অকপটে নিজের ধন-সম্পত্তিতে মানুষের হক আছে বলতে পারেন। রাগীব আলী হকের কথাই শুধু বলেন নি বা ভাবেননি। তিনি এই হক একের পর এক বাস্তবায়িত করে চলেছেন। দেশে ও বিদেশে তিনি আজ কোটি কোটি টাকার মালিক। বিদেশে রেস্টুরেন্ট, ব্যবসা-বাণিজ্য, দেশে শিল্প প্রতিষ্ঠান কয়েকটা। ব্যাংক আরও অনেক কিছু। বয়স তাঁর এখন বাষট্টি বছর। দেশে বা বিদেশে আরাম আয়েশে দিন কাটাতে পারতেন। কিন্তু সে জীবন তিনি বেছে নেননি। বেছে নিয়েছেন মানব সেবা। দুঃখী-অসহায় মানুষের সেবাই তাঁর জীবনের ব্রত হয়ে দাঁড়িয়েছে। হয়তো তিনি তাঁর আধ্যাত্মিক দর্শন দিয়ে বুঝতে পেরেছেন যে, মানব সেবাই হচ্ছে পরম ধর্ম। মানব সেবা ছাড়া আল্লাহকে পাওয়া সম্ভব নয়। কে না জানে 'মানবজাতি আল্লাহ-তায়ালার সৃষ্টির সেরা'। তাই আল্লাহকে পেতে হলে তাঁর সৃষ্টির সেরাকে আগে ভালবাসতে হবে। তাদের সেবায় নিয়োজিত করতে হবে নিজেকে।

দানবীর রাগীব আলী আজ শুধু সিলেটের কৃতি সন্তান নন। তিনি বাংলাদেশ তথা উপমহাদেশের একজন কৃতি সন্তান বলে, আখ্যায়িত করলেও ভুল হবে না।

পবিত্র ইসলাম ধর্মে দান-খয়রাতের ওপর জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে, গৃহহারাকে বাসস্থান দেয়া, রুগ্নকে সেবা, এতিমকে নিজ সন্তান হিসেবে বিবেচনা করা, অসহায়-দুঃখী মানুষের প্রয়োজনে পাশে এসে দাঁড়ান, বিধবা দায়গ্রস্থ মায়ের কন্যার বিবাহে সাহায্যের হাত বাড়ানোসহ যাকাত দেয়া, নামাজ পড়া আর দান করা ফরজ।

স্বাধীন বাংলাদেশের ফলশ্রুতি হিসেবে আজ বাংলাদেশে কয়েক হাজার ধনীর সৃষ্টি হয়েছে। পরাধীন পাকিস্তানে সর্বমোট মাত্র ২২টি পরিবার ধনীর আওতায় পড়তো।

www.pathagar.com

বাংলাদেশে বর্তমানে ক'জন ধনী যাকাত দেন এবং মানব-সেবায় নিয়োজিত আছেন জানি না। তবে মানব সেবার ব্যাপারে হাতে গোণা দু'একজন ছাড়া কোন মুসলমান শিল্পপতি ব্যবসায়ী ব্যক্তিদের তেমন কোন উদাহরণ খুঁজে পাওয়া মুশকিল।

পাকিস্তান ভেঙে বাংলাদেশ স্বাধীন না হলে এই নব্য ধনীরা সামরিক বাহিনী, শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের মোসাহেবী করতো এবং তাদের ব্যবসায়ী এজেন্ট হিসেবে দু'পয়সা কামাত। কিন্তু বাংলাদেশ হবার পর পরাধীন পাকিস্তান থেকে আমরা মুক্তি পেলাম বটে, তবে স্বার্থান্বেষী ফড়িয়া-ফটকাবাজ চিহ্নিত কতিপয় ব্যবসায়ী দেশে-বিদেশে ধন সম্পত্তির পাহাড় গড়ে তুললো। এরা তাদের অগণিত অর্জিত আয়ের সিংহভাগ ব্যয় করে ঢাকা ক্লাব, গুলশান আর উত্তরা ক্লাবে। মদ-জুয়া আর কাচ্চু-রাম বা তিন পাত্তি খেলে। তাদের পরিবারের গ্রীষ্মকালে বিলাস ভ্রমণ অতিবাহিত হয় আমেরিকা, বৃটেন, ব্যাংকক, মালয়েশিয়া, সিংগাপুর, ভারত এসব দেশে। ক্যাসিনো আর নাইট ক্লাব হয়ে ওঠে তাদের ঠিকানা। মানব সেবা তো দূরের কথা- মানুষকে ঠকাতে পারলে তাঁরা আনন্দ পায়।

কিন্তু এদের মাঝেও জন্ম নিয়েছেন দানবীর রাগীব আলীর মত ব্যক্তিত্ব। উপরোক্ত নব্য ধনীর পর্যায়ে তিনি পড়েন না। তাঁর ধন-সম্পত্তি অনেক আগে থেকেই ছিল। সম্পদের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রেখেও মানব সেবার কথা তিনি ভুলতে পারেন না। সেই জন্যেই মাথা উঁচু করে বলতে পেরেছেন যে, তাঁর ধন সম্পত্তিতে গরিবেরও হক আছে। এই হককে বাস্তবায়নের জন্যেই তিনি নানান ধরনের জনহিতকর প্রতিষ্ঠান একটার পর একটা বাস্তবায়ন করে চলেছেন। মানব সেবার মাধ্যমেই তিনি তাঁর ফরজ আদায় করতে চান। কোন ক্ষেত্রেই তিনি পিছিয়ে নেই। এই আদর্শের জন্যে তিনি একজন খাঁটি ও সত্যিকারের মুসলমানও বটে। রাগীব আলীর কত ব্যবসা, শিল্প প্রতিষ্ঠান, চা-বাগান ইত্যাদি আছে তা আমি এখানে তুলে ধরতে চাই না। এখানে শুধুমাত্র সংক্ষেপে তাঁর জীবন বৈশিষ্ট্যের কয়েকটি দিক তুলে ধরতে ইচ্ছে রাখি। বাংলাদেশের বিশিষ্ট সাংবাদিক শ্রদ্ধেয় জনাব এ বি এম মুসা এক নিবন্ধে জনাব রাগীব আলীর জনহিতকর কর্মকান্ডের প্রশংসা করে বলেছেন যে, মুসলমান ব্যবসায়ী ও ধনাঢ্য ব্যক্তিদের অবদানের নজীর খুব বেশী নেই। মুসা ভাইয়ের মন্তব্য ঠিকই। বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও স্কুল-কলেজ, হাসপাতাল, সেতু, রাস্তাঘাটের সাথে জড়িত আছে আগেকার বনেদী হিন্দু জমিদার, ব্যবসায়ী, শিল্পপতিদের নাম। সিলেট মুরারী চাঁদ কলেজ, বরিশালে ব্রজমোহন কলেজ তখনকার দিনে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সমতুল্য বলে আখ্যায়িত করা হতো। ময়মনসিংহের আনন্দ মোহন কলেজ, টাঙ্গাইলের করটিয়া কলেজ, কুমুদিনি হাসপাতাল, ঢাকার জগন্নাথ কলেজ (এখন বিশ্ববিদ্যালয়), কুষ্টিয়ার মোহিনি মোহন বিদ্যালয়সহ এ ধরনের অসংখ্য নামের প্রতিষ্ঠান সারা বাংলায় ছড়িয়ে আছে। তবে হিন্দু জমিদার ব্যবসায়ী ছাড়াও হাতেগোনা যায় এমন কতিপয় মুসলমান জনহিতকার্যে এগিয়ে এসেছিলেন তাঁর সংখ্যা নগণ্য। শিল্পপতি জহিরুল ইসলাম

www.pathagar.com

শেষ বয়সে একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মূসা ভাই মন্তব্য করেছেন যে, পাকিস্তানের চৌদ্দ পরিবারের স্থানে বাংলাদেশের চৌদ্দ হাজার কোটিপতির উদয় হলেও চৌদ্দ'শ দাতব্য প্রতিষ্ঠানের নাম খুঁজে পাওয়া যাবে না। মুসা ভায়ের মন্তব্যের সাথে আমিও একমত। চৌদ্দ হাজারের যদি এক হাজারও জনহিতকর কাজে এগিয়ে আসতো তবে সমাজের অনেক সাহায্য হতো।

কত হাজার ধনী কোটিপতি লোক বাংলাদেশে চাকরির জন্যে এগিয়ে এসেছে জানিনা- তবে একজনকে দেশে ও বিদেশে সবাই চেনেন আর জানেন। তিনি হলেন সাদামাটা, সহজ-সরল, অতি সাধারণ বেশের মানুষ রাগীব আলী। ধনাঢ্য ব্যক্তির কোনই বহিঃপ্রকাশ নেই। জনাব রাগীব আলী কয়েকশ' দাতব্য সংস্থা গড়ে তুলেছেন। এছাড়া শিক্ষার আলো ছড়াতে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ, রোগগ্রস্থ অসহায় মানুষের জন্যে দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। শুধুমাত্র এসব ক্ষেত্রেই তিনি অবদান রাখেননি জনাব রাগীব আলী। সাহিত্য ও সংবাদপত্র সেবায়ও নিয়োজিত আছেন। এ সম্পর্কে পাঠকবৃন্দ নিশ্চয়ই অবগত আছেন।

জনাব রাগীব আলী নাম, জীবন ইতিহাস ইতোমধ্যেই বাংলাদেশে ও প্রবাসী বাঙালীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে।

১৯৩৮ সালের ১০ অক্টোবর জনাব আলহাজ্ব রাগীব আলী সিলেট বিভাগের বিশ্বনাথ থানার তালিবপুরে জন্মগ্রহণ করেন। সেদিনের ছোট্ট শিশুটি ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠলেন নানা ধরনের প্রতিভা নিয়ে। ১৯৫৭ সালে বৃটেনে পাড়ি জমালেন। রেস্টুরেন্টে হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটে নিজের পায়ে দাঁড়ালেন। অসহায় মানুষকে সাহায্য করাই যার বাসনা-তিনি কি আর চুপ করে থাকতে পারেন? বিলেতে কঠিন জীবন সংগ্রামে বেঁচে থাকার মধ্যেই স্বদেশের মানুষকে সাহায্য করতে লাগলেন। এদেশে সাহায্য আনার ব্যাপারে তাঁর অবদানের কথা কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না। মানুষের দোয়াই ছিল তাঁর ভবিষ্যত জীবনের পাথেয়। ভাগ্য তাঁর প্রতি হলো প্রসন্ন। নিজের পরিশ্রমের সংগে মাধ্যম হয়ে উঠলো তাঁর বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। এসব ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের উপার্জিত ধন সম্পত্তি আলহাজ রাগীব আলী একাকী ভোগ করতে চান না। এ ধন-সম্পত্তিতে গরিবের হক তাই তো মানুষের সেবায় নিয়োজিত।

বেশ কয়েক বছর আগে আলহাজ রাগীব আলীর জনপ্রিয়তা দেখে একজন স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি তাঁর বিরুদ্ধে হিংসাত্মক কাজে লিপ্ত হবারও অভিযোগ করেছে। কিন্তু তাঁরা সবাই আলহাজ্ব রাগীব আলীর কাছে পরাজিত হয়েছে। তাঁর নামে অনেক বিরূপ মন্তব্য করেছে। সেসব মন্তব্য আলহাজ্ব রাগীব আলীকে স্পর্শ করতে পারেনি।

তাইতো আগে বলেছি, গোলাপ ফুলকে যে নামেই ডাকা হোক না কেন গোলাপের সুগন্ধ কেউ কোনদিন আটকিয়ে রাখতে পেরেছে? গোলাপের সুবাস ছড়িয়ে

www.pathagar.com

পড়বেই। গোলাপ তো গোলাপই। এই প্রচলিত উপমা মানুষের বেলাও প্রযোজ্য। আলহাজ্ব রাগীব আলীর প্রতি যারা হিংসা করেছে তাঁরা কি রাগীব আলীর মানব-সেবার আদর্শ রুখতে পেরেছে? নিশ্চয়ই না। রাগীব আলীর সেবামূলক সংস্থা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, দাতব্য চিকিৎসালয়, রাস্তাঘাট নিমার্ণ, সেতু-নির্মাণ আর দুঃখী মানুষের সেবাই তাঁর সমাজ কর্মের সুনাম। গোলাপের গন্ধের মতোই ছড়িয়ে গেছে তাঁর নাম চারিদিকে।

মানুষে মানুষে হিংসা-বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা, পরনিন্দা, শত্রুতা লেগেই আছে। এসব অভ্যাস পশু সমাজে আছে কি না জানি না তবে মনুষ্য সমাজে যে আছে তাঁর প্রমাণ সব সময়ই পাচ্ছি। আমরা পশুদের চেয়েও অধম।
আমার উপমাটা দেয়ার কারণ হলো এক দানশীল ব্যক্তিত্ব সবার অজান্তে নীরবে জনহিতকর সামাজিক সেবায় নিয়োজিত। অনেক নামী দামী ব্যক্তিত্ব আলহাজ্ব রাগীব আলীকে দানবীর, ক্ষণজন্মা পুরুষ, দুখী মানুষের চিরসাথী বন্ধু, বাংলার কৃতি সন্তান, কিচেন থেকে ক্যাসেল এসব বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাঁর গুণ-কীর্তন তাঁকে হিংসা করে কেউ রোধ করতে পারবে না।

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ডঃ জে, আর, উডম্যান জনাব রাগীব আলীকে 'ফিলানথ্রপিষ্ট একমপ্লিশমেন্ট' ব্যক্তিত্ব বলে আখ্যায়িত করেছেন।

আমরিকার ট্রুম্যান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক টি. হারগো তাঁর মানব সেবার প্রশংসা করে বলেছেন যে, রাগীব আলী মানবতা আর আধ্যাত্মিক জগতের উপাসনায় নিয়োজিত এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

স্কটল্যান্ডের প্রখ্যাত সাংবাদিক ব্রডকাস্টার ডেভিড বেন এ্যারিয়াহ এই ব্যক্তিত্বের জীবন সংগ্রামের বিজয় দেখে 'ম্যান ফর অল চ্যালেঞ্জেস' বলে মন্তব্য করেছেন।

প্রখ্যাত আইনজীবী জাতির পিতার মন্ত্রী পরিষদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. কামাল হোসেন বলেন যে, গৃহহারা মানুষের পাশে থেকে অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের সংস্থান করেছেন যে ব্যক্তি তাঁর ত্যাগ-তিতিক্ষা কোনদিনই বৃথা যেতে পারে না। এছাড়া দেশে ও বিদেশে আরও কত যে নামকরা ব্যক্তিত্ব জনাব রাগীব আলীকে প্রশংসাপত্র দিয়ে মন্তব্য করেছেন এর হিসাব আমি আর এখানে উল্লেখ করতে চাইনা।

আমি আমার পরম শ্রদ্ধেয় আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরীর মন্তব্য দিয়ে শেষ করতে চাই- মন্তব্যটি হলো-'আলহাজ্ব রাগীব আলী বাংলাদেশের একটি গর্বিত নাম'। একজন নয় বাংলাদেশে আজ বহু রাগীব আলীর প্রয়োজন। এই মন্তব্যে আমিও সোচ্চার বাংলাদেশে আরও রাগীব আলীর দরকার। শুধু কথায় নয় কাজে দেখতে চায় শত রাগীব আলীকে।

সাংবাদিক ও কলাম লেখক, যুক্তরাজ্যে প্রবাসী।

www.pathagar.com

রাগীব আলী সম্পর্কে দুটি কথা

এ.এম.এম.নসরুল্লাহ খান

জনাব রাগীব আলীর কর্মময় জীবন অবলম্বনে একটি পরিচিতিমূলক বই প্রকাশিত হচ্ছে জেনে খুবই আনন্দিত। তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয় যখন আমি ১৯৮৮ ইংরেজিতে আইডিয়াল কলেজ গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করি। তিনিও গভর্নিং বডির একজন সদস্য। কলেজের তখন চরম দুরবস্থা। একদিকে কলেজে আর্থিক অনটন ও ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা হ্রাস অন্য দিকে সুষ্ঠু পরিচালনার অভাবে কিছু ছাত্র নামধারী বহিরাগত সন্ত্রাসী কলেজ ক্যাম্পাসে নিজেদের কর্তৃত্ব বজায় রাখার লক্ষ্যে ভয় ভীতি ও অবৈধ অস্ত্র প্রদর্শন করে শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল। একটি ঐতিহ্যবাহী কলেজের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ২৫/৩০ জনের মধ্যে নেমে আসে। শিক্ষকদের বেতন ছয় মাসের বকেয়া। এই অবস্থায় কলেজ ক্যাম্পাসে পরিবেশ উন্নয়ন ও অর্থ সংস্থানের ব্যবস্থা করা প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়ায়। কঠোর হস্তে সন্ত্রাস দমনের ফলে পরিস্থিতির উন্নতি হয়। কলেজ ক্যাম্পাসে শান্তি ফিরে আসে। ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা দ্রুতগতিতে বেড়ে যায়। এসময় রাগীব আলী বিনা দ্বিধায় সাহায্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। তাৎক্ষণিকভাবে তাঁর নিকট হতে প্রাপ্ত আর্থিক সাহায্য কলেজের ফান্ডের অভাব লাঘবে সহায়ক হয়েছিল। এ ছাড়াও তিনি আগ্রহ সহকারে কলেজের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পরিকল্পনাও বাস্তবায়নে সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছেন এবং সাহায্য সহযোগিতা প্রদানে কুন্ঠিত হন নি।

আজ দেশের ব্যাংক, বীমা, শিল্প ও ব্যবসায়ে তিনি একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি। বিভিন্ন উৎপাদনশীল খাতে অর্থ বিনিয়োগ ছাড়াও বর্তমানে তিনি বিভিন্ন স্কুল, কলেজ ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনায় ও পরিচালনায় সক্রিয় আছেন। নিজস্ব অর্থে ও পরিচালনায় সিলেটে স্থাপিত রাগীব-রাবেয়া মেডিকেল কলেজ এখানে উল্লেখ্য। এ প্রতিষ্ঠান এলাকার ছাত্রছাত্রীদের জন্য চিকিৎসাক্ষেত্রসহ লেখাপড়ার অপূর্ব সুযোগ সৃষ্টি করেছে। নর্থ-সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়সহ কয়েকটি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনায় অন্যতম উদ্যোক্তা হিসেবে তিনি কাজ করে যাচ্ছেন। শুনে আরও খুশি হয়েছি যে, অভিজ্ঞ গুণীজনদের নিয়ে নিজ তত্ত্বাবধানে ও আর্থিক ব্যবস্থায় আন্তর্জাতিকমানের একটি নতুন বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা তাঁর আছে। আমি তাঁর এই স্বপ্নময় প্রচেষ্টার সফলতা এবং তাঁর দীর্ঘায়ু কামনা করি।

অবসরপ্রাপ্ত সচিব, বাংলাদেশ সরকার।

www.pathagar.com

তিনি রাগীব আলী

আবুল আসাদ

আমাদের দেশে ভবিষ্যত প্রজন্মের সামনে তুলে ধরার মত দৃষ্টান্তের বড় অভাব। রাজনৈতিক নেতৃত্বকে আমরা বহু আগেই কালিমা লিপ্ত করে ছেড়েছি। কেউ হয়েছেন দেশের শত্রু বিদেশের দালাল। কাউকে বানিয়েছি আমরা রাজাকার। কাউকে করা হয়েছে স্বার্থ শিকারী, ক্ষমতালিপ্সু। কেউবা আমাদের কাছে চরিত্রহীন, আত্মসাতকারীঃ ভবিষ্যত প্রজন্মের কাছে তাদের দাঁড়াবার কোন উপায় রাখা হয় নি।

এই দারিদ্র্য আমাদের বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে আরও বেশী। সাংঘাতিকভাবে বিতর্কিত করা হয়নি, এমন প্রথম কাতারের বুদ্ধিজীবী আমাদের দেশে পাওয়া যাবে না। অবশ্য সন্দেহ নেই, আমাদের বুদ্ধিজীবীদের মেরুদন্ডহীনতা ও পরনির্ভরতাই এর বড় কারণ।

অর্থ বিত্ত দৃষ্টান্তস্থল হওয়ার উৎস হতে পারে। কিন্তু এক্ষেত্রেও হতাশার রাজত্ব। অর্থবিত্তের সাথে চরিত্র ও সত্তার অবস্থানকে আজকাল অবাস্তব কল্পনা মনে করা হচ্ছে। অর্থবিত্তের বিকাশ এবং সততা-চরিত্র যেন একসাথে থাকতেই পারে না।

এই ধরনের সর্বনাশা অনুভূতি আমাদের বিকাশমুখী উত্তর সন্তানদের সোজা হয়ে দাঁড়াবার শিরদাঁড়াকেই আজ ভেঙে দিচ্ছে।

এই বিষয়টি আমার নিত্যদিনের মাথা ব্যথার একটা কারণ।

এমনি ভাবনার মধ্যে একদিন ৫ পাতার ডকুমেন্ট আমার হাতে এল। তাতে দেখলাম বাংলাদেশী একজন মানুষের সমাজসেবামূলক কাজের বিবরণ।

স্বাভাবিক ভাবেই বিবরণটির প্রতি আমি কৌতূহলী হলাম। সেই মানুষের সমাজসেবামূলক কাজের ব্যাপকতা ও বহুমুখিতা আমাকে আকৃষ্ট করল। ভালো কাজের, মহৎ কাজের এবং ভালো ব্যক্তিত্বের দৃষ্টান্তের যেখানে দুর্ভিক্ষ চলছে, সেখানে তাঁকে আমার মনে হলো একটা ব্যতিক্রম।

বিবরণটির প্রতি নজর বুলাতে গিয়ে স্তম্ভিত হলাম। গোটা দেশে পৌনে একশ' মাদ্রাসার তিনি প্রতিষ্ঠাতা, নয়তো প্রতিষ্ঠা বা পরিচালনায় সহায়তাকারী। শুধু তো মাদ্রাসা নয়, পনেরটিরও বেশী স্কুল-কলেজেরও তিনি প্রতিষ্ঠাতা, এর মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের মত উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানও রয়েছে। দেশের বিভিন্ন স্থানে ডজনেরও বেশী মসজিদও তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন। আমাকে অবাক করেছে যে, সিলেটের একটি নদীর উপর গড়া একটা ব্যয়বহুল ব্রীজ তাঁর একক প্রচেষ্টায় তৈরী। ব্যয়বহুল

www.pathagar.com

ব্রীজ তৈরীর মত রাস্তাঘাট তৈরীও আমাদের দেশে একটা অবহেলিত খাত। সরকার কিংবা পাবলিক প্রতিষ্ঠান ছাড়া এ কাজের দিকে কেউ নজর দেয় না। কিন্তু এদিকেও তাঁর হাতের স্পর্শ পড়েছে। মাটিকাটা ও সংস্কার মিলিয়ে দুই ডজন রাস্তা তিনি তৈরী করেছেন। তাঁর সমাজসেবামূলক কাজে বহুমুখীতা যে কোন মানুষকে বিস্মিত করার মত বিষয়। উপরোক্ত কাজগুলো ছাড়াও প্রায় ৪১টি জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের সাথে তাঁর নাম জড়িয়ে আছে। এগুলোর তিনি প্রতিষ্ঠাতা এবং অনেকগুলোর প্রতিষ্ঠায় তিনি সাহায্য করেছেন এবং অনেকগুলোর পরিচালনায় সাহায্য করছেন। এসবের মধ্যে ৫টি হাসপাতাল, ইয়াতিমখানা এবং বহুসংখ্যক সমিতি, সংস্থা ও ট্রাস্ট রয়েছে। মজার ব্যাপার হলো, তাঁর সেবার দৃষ্টি সমাজের কোন ক্ষেত্রকেই বাইরে রাখেনি। তিনি যেমন সিলেটের 'ওল্ডমেনস বেনভোলেন্ট এসোসিয়েশন' ও 'অবসরপ্রাপ্ত গভর্ণমেন্ট 'কর্মচারী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট'-এর উপদেষ্টা, রেড ক্রিসেন্ট ম্যাটারনিটি ক্লিনিক-এর প্রতিষ্ঠাতা ও সদস্য, ঢাকার 'বাংলাদেশ ব্লাইন্ড ওয়েলফেয়ার সোসাইটি'-এর আজীবন সদস্য, তেমনি তিনি আবার ঢাকার 'ন্যাশনাল পোয়েট্রি কাউন্সিল ট্রাস্ট'-এর মত সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। হিসাব নিয়ে দেখা গেছে, ১৭২টি সংস্থা, সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের তিনি প্রতিষ্ঠাতা, অথবা সাহায্যকারী বা পরিচালনাকারী। আজ যখন লেখাটি আমি তৈরী করেছি, তখন হাতের কাছে একটা দৈনিকে দেখছি, তিনি সিলেটের মাটিয়াপুরে একটি জুনিয়ার স্কুল প্রতিষ্ঠা এবং সেখানকার একটি মক্তবের ইয়াতিমদের শিক্ষার জন্য ২৫ হাজার টাকা দেয়ার কথা ঘোষণা করেছেন।

এই অব্যাহত সমাজসেবামূলক কাজে অবিরাম ব্যয় করে যাবার তাঁর উৎস কি, এ প্রশ্নের জবাবও পেলাম। তিনি কোহিনূর সিলিকেট ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড-এর চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডাইরেক্টর। তিনটি 'টি এস্টেট' ও তিনটি টি কোম্পানীর তিনি ডাইরেক্টর। আরও একটি টি কোম্পানীর তিনি চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডাইরেক্টর। টিএলআরএ হোল্ডিং লিঃ, বাংলাদেশ জেনারেল ইনসিওরেন্স কোম্পানী, টিএমআর ফেব্রিক্স লিঃ এবং বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব বিজিনেস এডমিনিস্ট্রেশন-এর তিনি ডাইরেক্টর। তিনি চেয়ারম্যান সাউথ ইস্ট-ব্যাংক ও চিটাগাং এর প্রোডিউস ব্রোকার লিমিটেডের। সংবাদপত্র শিল্পের সাথেও তিনি জড়িত। দৈনিক সিলেটের ডাক পত্রিকার প্রোপ্রাইটর ও ঢাকার ইংরেজী দৈনিক ফাইন্যান্সিয়াল টাইমস পত্রিকার ডাইরেক্টর তিনি। সব মিলিয়ে ২৫টি শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিকানার সাথে জড়িত।

আল হামদুলিল্লাহ, তাঁর অর্থ আয়ের সাম্রাজ্য যতটা বড় তাঁর সমাজসেবার ক্ষেত্রটাও ততটাই সম্প্রসারিত।

যাঁর কথা লিখছি, যিনি এই আয়ের ও ব্যয়ের বিশাল সাম্রাজ্যের মালিক, তিনি রাগীব আলী। সিলেটের বিশ্বনাথ থানার তালিবপুর গ্রামে ১৯৩৮ সালের ১০ই অক্টোবর তাঁর জন্ম। তাঁর পিতা মরহুম রাশিদ আলী। সিলেট শহরেও তাঁর বাড়ী আছে। তবে তিনি এখন গুলশানস্থ তাঁর বাড়ীতে থাকেন।

www.pathagar.com

তাঁরা সাত ভাই। তিনি ভাইদের মধ্যে পঞ্চম। তাঁর আলহাজ্ব পিতা ইন্তেকাল করেছেন ১৪ বছর আগে ৯২ বছর বয়সে। তাঁর সৌভাগ্যবান মাতা ১০৫ বছর বয়স নিয়ে সন্তানদের পাশে আছেন।

পেশাগত কারণেই সব বিষয়ে আমার আগ্রহ বেশী। আবার সব জিনিসকে প্রথমেই নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখারও একটা অভ্যাস গড়ে উঠেছে। সম্ভবতঃ এই কারণেই জনাব রাগীব আলীর সমাজসেবার বিশাল সাম্রাজ্যের উপর নজর বুলাতে গিয়ে মুগ্ধ মনেরও একপ্রান্তে একটা কথা বড় হয়ে উঠেছিল। তা হলো, দান সবসময় বড় কথা নয়, দানের চেয়ে দাতা বড় হয়ে থাকে। যদি তা হয় তা হলেই সে দান সার্থক।

এই কৌতূহল থেকেই তাঁর সাথে সাক্ষাতের একটা ইচ্ছা আমার ছিল।
সাক্ষাত একদিন হলো তাঁর বাসায়।

বছর দশেক আগে পাকিস্তানের আব্দুস সাত্তার ইদী এসেছিলেন ঢাকায়। পাকিস্তানে তিনি তাঁর একক চেষ্টায় সমাজকল্যাণের একটা বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছেন। প্রাকৃতিক দুর্যোগ কিংবা বড় ধরনের দুর্ঘটনায় সরকারের ত্রাণ পৌঁছার আগে ইদীর ত্রাণ গিয়ে পৌঁছে বলে শুনেছি। তাঁর সাথে সাক্ষাতের সুযোগ এলে খুব আগ্রহে তা লুফে নিয়েছিলাম।
তাঁর সাথে সাক্ষাত হয়েছিল ঢাকারই এক বিদেশী দূতাবাসে। বিস্মিত হয়েছিলাম তাঁর সাথে আলাপ করে। তাঁর সারল্য ও দিলখোলা স্বভাবটা এমনই ছিল যে, আমাদের আলোচনার মাঝখানে অপরিচয়ের দেয়াল পর্যন্ত ছিল না।

জনাব রাগীব আলীর গুলশানস্থ সুন্দর বাসার নিরিবিলি পরিবেশে আলাপ করতে গিয়ে পাকিস্তানের আব্দুস সাত্তার ইদীর কথাই আমার মনে পড়েছিল। জনাব রাগীব আলীর সারল্য ও স্বতঃস্ফূর্ততা এবং ছোট-খাট বিষয়েও তাঁর দারুন আগ্রহ দেখে মনে হয়নি যে, বিত্ত-বৈভবের কোন দেয়াল তাঁকে ঘিরে রেখেছে। অর্থ-সম্পদের দুর্গে বন্দী না হয়ে যাঁরা অর্থ-সম্পদকে শৃঙ্খলিত করতে পারেন, অর্থের দাস না হয়ে যাঁরা অর্থকে দাসে পরিণত করতে পারেন, তাঁদের অর্থ দেশ ও সমাজের উপকার করে থাকে। এখানে দানের চেয়ে দাতা হন অনেক বড়।
আমার প্রথম জিজ্ঞাসার জবাবে জনাব রাগীব আলী সেদিন যা বলেছিলেন, তাতে দানের চেয়ে দাতা বড় হওয়ার এই বিষয়টাই আমার সামনে এসেছিল। প্রশ্ন ছিল, প্রচুর সমাজকল্যাণমূলক কাজ তিনি করেন, কেন করেন? কি তাঁর উদ্দেশ্য? তিনি বলেন, আমার সব কাজ আখেরাতের জন্যে। মানুষের কল্যাণেই সবকিছু করি। মন্ত্রী হবার জন্যে নয়। জীবনে ভোটে দাঁড়াইনি, ইচ্ছাও নেই।

যে দান বা সমাজসেবা কাজে কোন জাগতিক উদ্দেশ্য থাকে না, শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টিই মুখ্য হয়ে থাকে, সে দান দাতাকেই মহীয়ান করে, গরীয়ান করে। আল্লাহর তরফ থেকে অনেক বেশী পুরস্কার তাঁর জন্যে বরাদ্দ হয়।

কিন্তু পরকাল চিন্তা ক'জনের মাথায় থাকে? কয়জন এই বাকি পুরস্কারের আশায় নগদ স্বার্থ ত্যাগ করতে রাজী হয়? নগদ যা পাও হাত পেতে নাও' এর দলেই

www.pathagar.com

লোক বেশী। এ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে জনাব রাগীব আলী বলেন, যতই দান করি (১৯৫৮ সালে কর্মজীবনের শুরু থেকে আজ পর্যন্ত) ততই সম্পদ বেড়ে যাচ্ছে। শত শত প্রতিষ্ঠানে দান করলেও আমার অর্থ না কমে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান আমার বেড়েই চলেছে লাভজনক ভাবে।

জনাব রাগীব আলীর কথা অনুসারেই 'অজপাড়াগাঁয়ে' তাঁর জন্ম। গ্রাম থেকে ৪ মাইল দূরে সিলেট শহরের রাজা জিসি হাইস্কুলে তাঁকে যেতে হতো আঠালো পিচ্ছিল পথে খালি পায়ে অনেক কষ্ট করে করে। ভাবতেন তিনি, তাঁকে বড় হতে হবে, অর্থ অর্জন করে সচ্ছল হতে হবে এবং তাহলে তিনি কিছু করতে পারবেন গরীব অসহায় মানুষের জন্যে। রাগীব আলীর কাছে আমার প্রশ্ন ছিল, তাঁর আবাল্য স্বপ্নের এই সচ্ছলতা তিনি পেলেন কি করে? তিনি বলেছিলেন, ১৯৫৭ সালের এপ্রিলে তিনি লন্ডন যান। সেখানে পড়াশুনা ও কাজ একই সাথে চালাতে গিয়ে অসুবিধার সম্মুখীন হওয়ায় লেখাপড়া বাদ দিয়ে তাঁকে চাকুরী গ্রহণ করতে হয়। ১৯৬১ সালের জুলাই মাসে সাউথ লন্ডনে তিনি 'তাজমহল' নামে একটা হোটেল খোলেন। এই সাথে লন্ডন স্টক একচেঞ্জ ব্যাংকের মাধ্যমে এবং ফাইন্যান্সিয়াল টাইম-এর সহযোগিতায় শেয়ার কেনাবেচা ও হাউজিং ব্যবসা তিনি শুরু করেন। ১৯৭৪ সালে দেশে ফিরে এসে হাজারীবাগে ট্যানারী কারখানা ক্রয় করে বাংলাদেশের ব্যবসার জগতে তিনি প্রবেশ করেন। এরপর কোহিনুর ডিটারজেন্ট ফ্যাক্টরী তিনি কিনে নেন ১৯৮২ সালে। আর লন্ডন থাকাকালেই ১৯৬৪ সালে তিনি নওয়াপাড়া চা হোল্ডিং কিনে নেন। ১৯৮৭ সালে তিনি কিনে নেন 'দি সিলেট টি কোম্পানী লিঃ- এর ঐতিহ্যবাহী 'মালনীছড়া' চা-বাগান। এরপর তিনি কিনেন আরও কয়েকটি চা-বাগান। এই ভাবেই বৃদ্ধি পেতে থাকে তাঁর শিল্প-ব্যবসায়ের সাম্রাজ্য। আজ তিনি প্রায় ১৫টি শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মালিক অথবা অংশীদার ভিত্তিক পরিচালনার সাথে জড়িত। সাউথ ইস্ট ব্যাংক এবং নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির মত প্রেস্টিজিয়াস প্রতিষ্ঠানের তিনি যথাক্রমে চেয়ারম্যান ও ভাইস চেযারম্যান।

সামান্য থেকে অসামান্য হওয়ার মত এই উন্নতি অবশ্যই বিস্ময়কর। সৎ ও পরিচ্ছন্ন জীবন যাপনকারী একজন মানুষের ভাগ্যে যখন এ ধরনের উন্নতি জোটে, তখন বুঝতে হবে তাঁর মধ্যে এমন কিছু গুণ বা নীতি আছে যার ফলে তাঁর সম্ভব হয়েছে অব্যাহত অগ্রগতি। এই দুষ্প্রাপ্য গুণ ও নীতি সম্পর্কে তাঁর কাছে জানতে চেয়েছিলাম। তিনি বলেছিলেন, "সৎভাবে সফল ব্যবসায়ও উন্নতি করার চাবিকাঠি হলো কর্মরত শ্রমিক-কর্মচারীদের আন্তরিক সহযোগিতা। আমি ইসলামী বিধান অনুসারে প্রতিটি ফার্মের কর্মচারীদের উপযুক্ত পারিশ্রমিক প্রতিমাসের প্রথম তারিখেই পরিশোধ করি। চা-বাগানগুলোতে বৃটিশ রীতি অনুসারে প্রতি বৃহস্পতিবার বেলা ৪টার পূর্বে নিয়মিতভাবে তাদের মজুরী পরিশোধ করে থাকি। আল্লাহর দয়া এবং শ্রমিক-কর্মচারীদের সহৃদয় সহযোগিতার কারণেই আমার সব ব্যবসায়ে সাফল্য আসছে বলে আমি মনে করি।"

www.pathagar.com

নিরুদ্দিষ্ট কোন তরী কূলে ভিড়ে না। তেমনি মানুষের চলার পথেও তাঁর একটা দিক নির্দেশনা থাকতে হয়। জনাব রাগীব আলী তাঁর শিল্প-বাবসায়ের পিচ্ছিল পথে চলতে গিয়ে কোন দিক-নির্দেশনার অনুসরণ করেছেন কিনা এই প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান, আমার মনের মধ্যে সব সময় ছিল এবং আছে সততা ও ন্যায় নীতির উপর দাঁড়িয়ে হালাল রুজী করবার ইসলামী আদর্শের চেতনা।

সেদিনের মনোরম সন্ধ্যার সুন্দর আলোচনায় তাঁর কাছে আমার শেষ একটা জিজ্ঞাসা ছিল, অব্যাহত ব্যস্ত জীবনে শান্তির আশ্রয় তাঁর কোনটি? তিনি অকপটে বলেন, পারিবারিক শান্তিই একমাত্র সুখ। আল্লাহর দরবারে হাজার কোটি শুকরিয়া যে, পরিবার-পরিজন ও নাতি-নাতনী নিয়ে সুখে আছি। কোন প্রশংসা দিয়েই আল্লাহর কাছে এর শুকরিয়া আদায় করা সম্ভব হবে না।

তাঁর সাথে আলোচনা শেষে সেদিন চলে আসার জন্যে যখন বাইরে বেরুলাম, তখন সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত নেমে এসেছিল।

আসতে আসতে ভেবেছিলাম, রাগীব আলী সাহেব যা বললেন, তারপরেও কথা থাকে। শুনেছিলাম তাঁর ঊর্ধতন সপ্তম পুরুষ ছিলেন আফগান যোদ্ধা। তিনি সিলেটের মাটিয়াপুর অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন। এঁদের বংশেরই এক শাখা সিলেটের বিশ্বনাথ থানার তালিবপুর এলাকায় এসে আবার নতুন বসতি গড়েন। জনাব রাগীব আলী ঐ আফগান যোদ্ধারই সপ্তম অধঃস্তন পুরুষ।

জানিনা, হতে পারে বংশ-রক্তের এক অপরিহার্য ধারাবাহিকতায় আফগান চরিত্রের সারল্য, সততা, দানশীলতা এবং ইসলামপ্রিয়তা জনাব রাগীব আলীর জীবন-কর্মে এসে ছায়া ফেলেছে। সে ছায়ারই তিনি মূর্ত রূপ।

লেখক, কলামিষ্ট।

www.pathagar.com

রাগীব আলী ঃ এক দানবীর ব্যক্তিত্ব

ডক্টর আনজুমন বক্ত আশফাক

দানবীর রাগীব আলী এক অসামান্য প্রতিভাধর ব্যক্তিত্ব। একজন দাতা হিসেবে জনহিতকর কাজের জন্য দেশ ছাড়িয়ে বিদেশেও তাঁর সুনাম ও সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে।

জনাব রাগীব আলী অত্যন্ত মেধাবী ও বিচক্ষণ ব্যক্তিত্বই শুধু নন, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ হিসেবে তিনি যে কাজেই হাত দিয়েছেন সে কাজেই সফলতা অর্জন করেছেন। এই সফলতা তাঁকে দিয়েছে প্রচুর সুনাম ও সুখ্যাতি। টাকাকড়ি শুধু আয় করেই তিনি ক্লান্ত নন, তা দু'হাতে অকাতরে বিলিয়ে সারা দেশের অসংখ্য জনহিতকর প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। এসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে হাসপাতাল, বিদ্যালয়, মসজিদ, মাদ্রাসা, রাস্তা, ব্রিজ ইত্যাদি।

জনহিতকর অসংখ্য কাজ তাঁর হাতের স্পর্শে গড়ে উঠেছে। তাঁর অমর কীর্তি 'জালালাবাদ রাগীব-রাবেয়া মেডিকেল কলেজ' শুধু বাংলাদেশেই নয়-দেশের সীমানা ছাড়িয়ে বিদেশে এর প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এই প্রতিষ্ঠানটি শুধু বৃহত্তর সিলেটের গর্বই নয় প্রকৃতপক্ষে কলেজটি বিদেশে সারা বাংলাদেশেরই সুনাম বৃদ্ধি করেছে।

জালালাবাদ রাগীব-রাবেয়া মেডিকেল কলেজটির সাথে লন্ডনের কুইনমেরী ও ওয়েস্টফিল্ড কলেজের টুইন প্রোগ্রাম চালু হতে যাচ্ছে-এর ফলে উভয় কলেজের ছাত্র, শিক্ষক, গবেষকরা এতে উপকৃত হবেন। তাতে বিদেশে বাংলাদেশের সুনাম বৃদ্ধি পাবে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহই নাই।

অধ্যাপক, কুইনমেরী ও ওয়েস্টফিল্ড কলেজ, পূর্ব লন্ডন।

www.pathagar.com

রাগীব আলী : আমার দেখা সেরা দানবীর

রাহাত খান

মেঘে মেঘে বেলা গিয়ে বয়স বড় কম হয়নি, শীগ্গির তিনকুড়ি ছাড়াতে যাচ্ছি। এর মধ্যে নানা ধরনের মানুষ দেখার অভিজ্ঞতা, বলতে গেলে, প্রচুর। দেখেছি ভালোমানুষ, মন্দ মানুষ, হিংস্র মানুষ, হৃদয়বান মানুষ, উল্টা-পাল্টা মানুষ, সোজা-সরল মানুষ। দেখা আছে এমনকি রাজাকার, আল-বদরদের। তবে বিস্তর মানুষ দেখার অভিজ্ঞতা নিয়ে আমার স্বীকার করতে তেমন দ্বিধা নেই যে এতোটা বয়সে সত্যিকারের দানশীল মানুষ আমি কমই দেখেছি। বেশী দেখেছি কৃপণ ও হাড় কৃপণদের। দেখেছি খামোকা বেশী বেশী যারা খরচ করে। যারা সিগারেটের ধোঁয়ার মতো টাকা ওড়ায়। দানশীল মানুষ যে কোন সমাজে খুব কম দেখতে পাওয়া যায়। আমাদের মতোন দরিদ্র দেশে তো তাদের সংখ্যা আরো কম। প্রায় দেখা যায় না বললে ভুল হয় না।

কৃপণ কাদের বলে? গরিব লোকের পয়সা খরচ করার উপায় নেই। কাজেই তাদের যারা চেপেচুপে খরচ করে বা খরচ করেই না, তাদের আমরা চিপ্পুস বা কৃপণ বলতে পারি না। নিম্নবিত্ত এবং মধ্যবিত্তের মধ্যে কাউকে কাউকে দেখা যায় খুব হিসেব করে খরচ করতে। কারণ হয়তো, তাদের মাথার ওপর আশ্রিতের সংখ্যা অনেক, দায়-দায়িত্বের বোঝা অনেক। ইচ্ছে থাকলেও স্বচ্ছন্দে খরচ করার উপায় নেই তাদের। পূর্ব-পুরুষদের একটা অংশ সতর্ক জমা-খরচের খাতা রাখতেন বলেই মধ্যবিত্ত নিম্নবিত্তের বহু ছেলেমেয়ে বি.এ., এম.এ. পাস করে সাব রেজিস্টার, পুলিশের দারোগা, উকিল, ম্যাজিস্ট্রেট এমনকি ব্যারিস্টার হতে পেরেছিল। আমাদের দেশে শিক্ষিতের প্রথম জেনারেশনটা এভাবেই তৈরি। কৃপণ না বলে এই অংশের পূর্ব পুরুষ ও অধস্তনদের আমরা মিতব্যয়ী বলতে পারি। বড়লোকের মধ্যেও অনেকে হিসেব করে খরচ করেন। যেখানে দশ টাকা লাগা উচিত সেখানে এগারো টাকা খরচ করার লোক নন তাঁরা। এদেরও কৃপণ বলা যায় না। এরাও মিতব্যয়ী ক্যাটাগরির। তাহলে কৃপণ কে বা কারা? কৃপণ হচ্ছে, যে খালি পয়সা জমায়, মাথায় বাড়ি না দিলে অতি প্রয়োজনেও পয়সা খরচ করতে চায় না। তাঁর কাছে সমাজের হিতচিন্তা বাদ। তাঁর কাজ শুধু চোখ-কান বুঁজে পয়সা জমানো এবং পয়সা আগলানো। বড়লোকের মধ্যে কৃপণ আছে। গরিবের মধ্যেও কৃপণ লোক আছে। কৃপণতা আসলে একটা ব্যাধি।

আমার এই এতোটা বয়সে কৃপণ ও অপব্যয়ী লোক অনেক দেখেছি। সেই তুলনায় দানশীল লোক প্রায় দেখিনি বললেই হয়। আমাদের সময়ে টাঙ্গাইলের আর. পি.

www.pathagar.com

সাহা দানশীল হিসেবে খুব পরিচিত ছিলেন। ক্রমে ক্রমে দানশীল হিসেবে কিংবদন্তির পর্যায়ে চলে গেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমি শুধু তাঁর নাম আর কীর্তির কথাই শুনেছি, কোনদিন ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত হতে পারিনি। সাংবাদিকতার সূত্রে দেশ-বিদেশের কত বিখ্যাত লোকের সঙ্গে দেখা হয়েছে। এমনকি আর পি সাহা'র দুই মেয়েকেও আমি চিনি ১৯৬৫ সাল থেকে। কিন্তু আর. পি. সাহা'র সঙ্গে আমার দেখা হয়নি কোনদিন। এটা আমারই দুর্ভাগ্য। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে এই মহৎ প্রাণ ব্যক্তিকে বর্বর পাকিস্তানী বাহিনী মেরে ফেলেছিল নিছক হিন্দু হওয়ার কারণে।

আমাদের সময়ে দানশীলতার প্রতীক ছিলেন টাঙ্গাইলের আর.পি. সাহা। তাঁর অর্থানুকূল্যে টাঙ্গাইলসহ দেশের কয়েকটি জায়গায় হাসপাতাল ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ নানা কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। তাঁর বেঁচে থাকাটাই ছিল মানবহিতের জন্য। অনেকের মতো তাঁর নাম ও কীর্তির কথা আমি শুনেছি। এ ছাড়া ছোট মাপের দানশীল ব্যক্তি কাউকে কাউকে দেখেছি। যারা স্কুলের ফান্ডে টাকা ও জমি দান করেছেন। লঙরখানা, এতিমখানা এবং হাসপাতাল করে দিয়েছেন। তবে বড় মাপের দানশীল ব্যক্তি একজনকেই আমি চিনি। ভণিতা না করে বলে ফেলা যাক, তিনি হচ্ছেন সিলেটে জন্ম নেওয়া, তবে কৈশোর থেকে জীবনের অনেকটা বয়স পর্যন্ত লন্ডনে বসবাস করা, রাগীব আলী সাহেব।

দানশীল এবং মানবতাবাদী মানুষ হিসেবে বাংলাদেশে রাগীব আলী সাহেবের বিশাল একটা নাম-ডাক আছে। তাঁকে দেখার আগে নানাজনের কাছে তাঁর নাম শুনেছিলাম। আমার এক ডাক্তার বন্ধু একবার আমাকে দানশীলতার একটা প্রায় অবিশ্বাস্য গল্প শুনিয়েছিলেন। জানিয়েছিলেন যে, এক ব্যক্তি কর্মসংস্থান নামক সদ্য প্রতিষ্ঠিত ব্যাংকে এককালীন পাঁচ কোটি টাকা দান করেছেন। টাকাটা দেওয়ার আগে কর্তৃপক্ষকে তিনি দুটো শর্ত জুড়ে দিয়েছেন। এক, টাকাটা দেশের বেকার যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থানে ব্যয় করতে হবে। দুই, ব্যাংকের উপদেষ্টা বা পরিচালকমন্ডলীর কোথাও তাঁর নাম রাখা যাবে না। কথাটা শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। নিজের নাম পরিচয় চেপে রেখে এতগুলি টাকা একসঙ্গে দান করার মানুষ বাংলাদেশে আছে? একটা দু'টো টাকা নয়, পাঁচ কোটি টাকা। বাস্তবিকই খুব অবাক হয়েছিলাম। বন্ধু নামটা বলেছিলেন। নীরবে, অলক্ষ্যে যিনি এই বিশাল অংকের অর্থ পরহিতে দান করলেন, তাঁর নাম রাগীব আলী।

রাগীব আলী কে? কিছুদিন আগ পর্যন্ত কম লোকই তাঁর নাম জানত। জানার কথাও না। তিনি জীবনের বেশীর ভাগ সময় কাটিয়েছেন লন্ডনে। দেশে আসতেন কালেভদ্রে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর অবশ্য ঘন ঘন আসতেন। এখন তো বাংলাদেশে বছরের আটমাসই থাকেন। তবে তাঁর লন্ডন থেকে ঢাকা আসা, বাংলাদেশে বসবাস করা কিংবা নানা হিতকর কাজে তাঁর দান-খয়রাত করা সবই খুব চুপিচুপি। রাগীব আলী হয়তো সেই ধরনের দানে বিশ্বাস করেন, যেখানে ডান হাত দান করলে বাম হাত তা জানতে পারে না।

www.pathagar.com

তবে যশ, সুনাম, নিন্দা, কলঙ্ক ইত্যাদি বেশীদিন চাপা থাকে না। বাতাসে বাতাসে চারদিকে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। রাগীব আলী সাহেবের দানশীলতার কাহিনীও ছড়িয়ে পড়েছে। আগেই বলেছি, তিনি চাপা স্বভাবের মানুষ। তাঁর দানের কথা লোকে জানুক, বলাবলি হোক, সেটা একদমই তাঁর পছন্দ না। কিন্তু বাংলাদেশের গরিব সমাজে তাঁর একেকটা দানের কাহিনী ক্ষেত্রবিশেষে কল্পকথাকেও যেন হার মানায়। সেজন্যে তিনি না চাইলেও, তাঁর নাম যশ দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে লোকের মুখে মুখে।

রাগীব আলী সাহেবের দরিদ্রাবস্থা থেকে সংগ্রাম করে বিশাল বড়লোক হওয়ার কাহিনীও গল্প-উপন্যাসের চেয়ে কম চমকপ্রদ নয়। গল্প-উপন্যাসে কারো বড়লোক হয়ে উঠতে তেমন অসুবিধা নেই। লেখক চাইলেই সেটা হয়। গল্প-উপন্যাসে অনেক সময় একজন দীন-ভিখারিও লেখকের কলমের খোঁচায় বিশাল বড়লোক বনে যায়। তবে রাগীব আলী সাহেবকে এখনকার রাগীব আলী হতে বিস্তর কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে। দুঃখ ও পরিশ্রমের দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হয়েছে। জীবনের কঠোর পরীক্ষায় সবাই পাস করতে পারে না। শতকরা নিরানব্বই জনই ট্র্যাক থেকে ছিটকে পড়ে যায়। রাগীব আলী শুধু পাশ করা নয় জীবনের পরীক্ষায় হয়তো একশোর মধ্যে একশোই পেয়েছেন। সিলেটের পাড়াগ্রাম থেকে লন্ডনে গিয়েছিলেন সতের আঠারো বছরের এক হতদরিদ্র তরুণ। জীবনের কয়েকটা বাঁক ঘুরতে না ঘুরতে দেখা গিয়েছিলো উচ্চতম সাফল্যের পালক তাঁর মাথায়।

জন্ম হয়েছিল সিলেট জেলার বিশ্বনাথ থানার অন্তর্গত তালিবপুর গ্রামে। তাঁর বাবার নাম হাজী রাশিদ আলী। মা রাবেয়া বানু। হাজী সাহেবের বৈষয়িক অবস্থা তত ভালো ছিলো না। তবে তিনি স্ব-শিক্ষিত এবং বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি ছিলেন। ছেলেকে উচ্চশিক্ষা দেওয়ার বাসনা ছিল তাঁর বরাবরই। বাবার প্রেরণায় এবং নিজের অন্তরের তাগিদে রাগীব আলী লন্ডন যাওয়ার চেষ্টা করেন ম্যাট্রিক পাসের পর পরই। ইচ্ছা, লন্ডনে গিয়ে উচ্চশিক্ষা নেওয়া। ইচ্ছাটি মহৎ সন্দেহ নেই। কিন্তু সে আমলে লন্ডনে যাওয়াটা ছিল খুবই কঠিন। লন্ডনে পড়াশোনার জন্যে যেতে হলে আগে অনুমতি নিতে হত লন্ডনস্থ পাকিস্তানী দূতাবাসের। বাঙালি জানলে লন্ডনের পাকিস্তানী দূতাবাস সহজে কাউকে লন্ডনে যাওয়ার অনুমতি দিত না। বাঙালিদের ঘৃণা ও উপেক্ষার চোখে দেখা এবং সুযোগ পেলেই নানাভাবে তাদের নির্যাতন করা পাকিস্তানীদের তদানীন্তন পশ্চিম পাকিস্তানী অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু রাগীব আলী বলে কথা। ছোটবেলা থেকে একটা জিনিশ তাঁর মধ্যে ছিল ঃ জেদ। যা ভাবতেন করে ছাড়তেন। লন্ডনের পাকিস্তানী দূতাবাস থেকে লন্ডনে যাওয়ার অনুমতিটা তিনি আদায় করেছিলেন এভাবেই। ব্রিটিশ ভিসাও যথাসময়ে জোগাড় করে ফেলেন। কিন্তু বিপত্তি বাঁধে লন্ডনে যাওয়ার বিমান ভাড়া সংগ্রহ করা নিয়ে। লাগে ২ হাজার টাকারও বেশী। এত টাকা কোথায় পাবেন? তাঁর পরিবারের সে সময় বাড়তি দশ টাকা দেওয়ারও সঙ্গতি ছিল না।

www.pathagar.com

শেষে টাকাটা জোগাড় করলেন। কিছু কিছু করে এক চাচা সোলেমান আলী, এক ভাতিজা মোসলেম মিয়া, এক হিতৈষী জহির মিয়া এবং পরিবারের এর-ওর কাছ থেকে। ১৯৫৭ সালে ৪ঠা এপ্রিল মাসে লন্ডনে গেলেন রাগীব আলী। পড়াশোনা করে ডিগ্রী নেওয়াটাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। সেজন্য ল্যাংগুয়েজ কোর্স শেষ করে কলেজেও ভর্তি হয়েছিলেন। কিন্তু পড়াশোনা চালাবার টাকা কোথায় তাঁর? এদিকে দেশের বাড়িতে টাকা পাঠাবারও চাপ। বাধ্য হয়ে তাঁকে হোটেলে ওয়াশারম্যান এবং ওয়েটারের কাজ নিতে হয়।

লন্ডনে রাগীব আলীর জীবন সংগ্রাম ছিল উত্তেজনাপূর্ণ ও কঠোর। দেড় বছর কাজের পাশাপাশি পড়াশোনার চেষ্টা করছিলেন। পরে ফুলটাইম কাজে আত্মনিয়োগ করেন। কায়িক শ্রম দিয়ে প্রচুর পাউন্ড রোজগারে তাঁর সমকক্ষ সে সময় বাঙালিদের মধ্যে কেউ ছিল না। যে সময়টুকুতে অন্যরা ৬/৭ পাউন্ডের বেশী রোজগার করতে পারত না। সে সময়ের মধ্যে রাগীব আলী আয় করতেন ৫০ পাউন্ডের বেশী। ষাট দশকের প্রথম দিকে দিনে ৫০ পাউন্ড রোজগার একটা ঈর্ষণীয় ব্যাপার। কিন্তু এরপর লন্ডন শেয়ার মার্কেটে যোগ দিয়ে রাগীব আলী যেভাবে দ্রুত বিপুল অর্থ উপার্জনে সমর্থ হন, তা রীতিমতো রূপকাহিনীর গল্প। রূপকাহিনী ছাড়া আর কি! সিলেট তালিবপুর গ্রামের দরিদ্র ঘরের ছেলেটির ষাট দশকের মধ্যেই ডলার-পাউন্ডের হিসাবে মিলিওনার হওয়ার গল্পকে এছাড়া আর কি বলা যেতে পারে। এরপর রাগীব আলীর বিত্ত ও ব্যক্তিত্বের আরো বিস্তৃতি ঘটেছে। বহু লাভজনক ব্যবসা ও সম্পত্তির মালিক হয়েছেন তিনি ইংল্যান্ড ও বাংলাদেশে।

রাগীব আলী নিজে আমাকে বলেছেন, বাংলাদেশে তাঁর সম্পদ বা ব্যবসা বলতে বিশেষ কিছু ছিল না। স্বাধীনতার পর দেশে এসে তিনি বাংলাদেশে ব্যবসার অন্ধিসন্ধি বোঝার চেষ্টা করতেন। এই ব্যাপারে তাঁর নিজের একটা দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রজ্ঞা ছিল। তিনি সব সময়েই জানতেন এবং বিশ্বাস করতেন, যে কোন দেশে ব্যবসা হল সময় ও সুযোগের যথার্থ সদ্ব্যবহার মাত্র। আর কিছু নয়। যারা এই সময় ও সুযোগ বুঝতে পারে এবং সদ্ব্যবহার করতে পারে, ব্যবসায়ে বা শিল্পে তাদের ঠেকাবার সাধ্য কারো নেই।

ব্যবসা বোঝা বা বিশ্লেষণের ব্যাপারে রাগীব আলী ও বিল গেইট্সের দৃষ্টিভঙ্গি এবং প্রজ্ঞা বলতে গেলে একই। পার্থক্য হচ্ছে রাগীব আলী এই অভিজ্ঞানের অধিকারী ছিলেন বহু আগে থেকে আর বিল গেইট্স তা অর্জন করেছিলেন নব্বই দশকে। কম্পিউটার শিল্পে বিল গেইট্সের বিলিয়নকে বিলিয়ন ডলার উপার্জনের পেছনেও রয়েছে সময় ও সুযোগের এই ত্বরিৎ ব্যবহার।

স্বাধীনতার পর দেশে এসে রাগীব আলী ব্যবসার অন্ধিসন্ধি বোঝার চেষ্টা করতেন। প্রথমে তিনি ডিটারজেন্ট তৈরির ব্যবসায়ে নামেন। পাকিস্তান ভেঙে যাওয়ার পর বাংলাদেশে এই খাতে একটা গ্যাপ সৃষ্টি হয়েছিল। রাগীব আলী তা পূরণ করেন

www.pathagar.com

এবং এ থেকে বিপুল অর্জন। বেশ কয়েক বছর রীতিমত একচেটিয়া ব্যবসা। আশি সালের দিকে শুরু করেন নতুন ব্যবসা, তা রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যবস্থাপনা থেকে রুগ্ন শিল্প কিনে নিয়ে তা চালানো। অনেকগুলি রুগ্ন শিল্প তাঁর নিজস্ব ব্যবস্থাপনা ও পৃষ্ঠপোষকতার কারণে অচিরে লাভের মুখ দেখেছে। কয়লাকে স্বর্ণে পরিণত করার যাদু জানা আছে রাগীব আলীর। সে যাদু আর কিছু না। সঠিক ব্যবস্থাপনা বা ম্যানেজমেন্ট। রাগীব আলী মনে করেন, বাংলাদেশে নতুন শিল্প নির্মাণের প্রয়োজন নেই। যেগুলো আছে (শতকরা ৮৫ ভাগ সরকারি মালিকানায়) সেগুলি ঠিকমতো চালাতে পারলেই ঐশ্বর্য ও সমৃদ্ধির অন্ত থাকবে না বাংলাদেশে। মুশকিল হয়, আমলাচক্র ও একশ্রেণীর রাজনীতিবিদ তা কিছুতেই হতে দিচ্ছে না। রাগীব আলী রাজনীতির ধারে কাছে নেই। তাঁকে বলা যায়, একজন ব্যবসা-উদ্যোক্তা। বলা যায়, একজন খুব দক্ষ ম্যানেজার। তাঁর ম্যানেজমেন্ট কারো সঙ্গে মেলে না। সেটা রাগীব আলীর ম্যানেজমেন্ট। দেখা গেছে ওতে যে কোনো ব্যবসায়ে বা শিল্পে সোনা ফলে।

রাগীব আলী একজন সফল ব্যবসা-উদ্যোক্তা। তবে শুধু ব্যবসায়ী বা ধনাঢ্য হলে রাহাত খানের হাতে এই লেখা আসত না। একজন সৃষ্টিশীল লেখক শিল্পীর অহঙ্কার ও গর্ব ধন-দৌলতের চেয়ে একটু বেশী এই কারণে যে শিল্প চিন্তা মানব সংস্কৃতির চিরকেলে সম্পদ যা বেঁচে থাকে পৃথিবীর শেষ সূর্যাস্ত পর্যন্ত। কিন্তু ধন-সম্পদ যত বিশাল আর অঢেল হোক, শেষ মেষ থাকে না, ক্ষয় হয়ে হয়ে বা চেটেপুটে শেষ হয়ে যায়। তবে সৃষ্টিশীল লেখক-শিল্পী মানবতার বা মানবপ্রেমের কাছে যেতে দ্বিধামাত্র করেনা। ভালোবাসাই লেখকের মধ্যে এই বদল ঘটায়। রাগীব আলীর মানবতাবোধ, সমাজসেবা ও দানশীলতার প্রতি লেখকের যে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা তা এই বোধ থেকেই রাগীব আলী শুধু ব্যবসায়ী বা ধনাঢ্য নন তিনি একজন প্রকৃত মানুষ।

আমাদের দেশে ব্যবসায়ী এবং ধনী লোক অনেক আছেন। তবে রাগীব আলী একজনই আছেন। তিনি সহজ সরল মানুষ। পোশাকে-আশাকে তাঁকে একজন কেরাণী বলে ভ্রম হয়। তবে তাঁর ব্যক্তিত্ব যেমন আকর্ষণীয় তেমনি রাজকীয়। কাউকে আঘাত করে কথা বলেন না কখনো। সম্মানে বাধলে অবশ্য কাউকে রেয়াত করে কথা বলেন না এই আশ্চর্য মানুষটি। মানব প্রেম ও দানশীলতায় তিনি নিজেকে নিজে ছাড়িয়ে গিয়েছেন। জীবিত থাকতেই যে মানুষটি কিংবদন্তিতে পরিণত হয়েছেন, তাঁকে এই লেখার মধ্য দিয়ে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জানাই। তিনি আমাদের দেশের সবচে যোগ্য এবং সবচে সফল মানুষদেরই একজন।

কথাশিল্পী, ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক দৈনিক ইত্তেফাক।

www.pathagar.com

বড় মাপের মানুষ
পল্লব কীর্তনীয়া

এক ভদ্রলোক আমাকে একদিন বলেছিলেন, কেঁচোর মাত্র ৬৪টা Brain cell আছে। তাই নিয়ে সে ঘর বানায়, খাবার সংগ্রহ করে, সঙ্গী খুঁজে নেয়। মিলিত হয়, সন্তান উৎপাদন করে। আর আমরা জীব-জগতের জটিলতম মস্তিস্কের অধিকারী মানুষ। লক্ষ লক্ষ মস্তিস্ক কোষ নিয়ে এর বেশী কি করি। দিনের শেষে নিজেকে যদি প্রশ্ন করি তাহলে এর চেয়ে বেশী কি উত্তর পাবো? রাগীব আলীর জীবন সম্পর্কিত পুস্তিকাটি পড়ে সেই প্রশ্নটাই মাথার মধ্যে আবার জেগে উঠল।

দেশকে ভালবাসা, মানুষকে ভালবাসা, স্বার্থের বৃত্তের বাইরে গিয়ে অন্যের জন্য কিছু করা, মানুষ হিসেবে এ দায় আমাদের আছে আমরা মানি। সমাজের উন্নতি, দেশের উন্নতি নিয়ে নানাবিধ তর্ক করি, সমালোচনা করি, উপদেশ দিই অন্যকে। কিন্তু কিছুতেই নিজেকে ছাপিয়ে উঠতে পারিনা। নিজের ও পরিজনের জীবন ঘিরে আমাদের প্রতিদিনের কাজকর্ম। প্রতিদিনের ধান্দা, তাঁর বাইরে বেরিয়ে নিজে যে মাপের মানুষ তাঁর চেয়ে বড় হয়ে উঠতে পারিনা কখনো। আমরা পারিনা। কিন্তু কেউ কেউ পারে। যেমন রাগীব আলী।

অনেকে সমাজের জন্য কিছু কিছু কাজ করেন। কিন্তু যতটা করেন প্রচার হয় তাঁর অনেক বেশী। তখন দেখা যায় এই সব কাজ তাঁর পেছনেও আছে সেই আত্মপ্রচারের লোভ। রাগীব আলী মানুষের জন্য কাজ করেছেন। অনেক অনেক প্রচুর। কিন্তু তা নিয়ে বজ্রনিনাদ বাজেনি। আর এখানেই তিনি অন্যদের থেকে আলাদা হয়ে গেছেন। আর আলাদা হয়ে গেছেন বলেই তাঁর কাজের সামনে দাঁড়িয়ে আমরা বিস্মিত। আনত-নয়নে দাঁড়িয়ে বাধ্য হচ্ছি নিজেকে প্রশ্ন করতে, "তুমি কি মাপের মানুষ হে? কতখানি"

গণসঙ্গীত শিল্পী, প্রাবন্ধিক, কলকাতা।

www.pathagar.com

রাগীব আলীঃ কিছু স্মৃতি কিছু কথা

এম. মুহিবুর রহমান

দেশের স্বনামধন্য ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব রাগীব আলীকে আমি চিনি পঁয়তাল্লিশ বছরেরও অধিক কাল থেকে। রাগীব আলী বয়সে আমার থেকে পাঁচ-ছয় বছরের বড় হবেন। কিন্তু তিনি আমার অকৃত্রিম বন্ধু। তাঁকে আমি দেখেছি ছাত্র হিসেবে, দেখেছি প্রবাসী হিসেবে, দেখেছি ভাগ্যান্বেষী ওয়েজ আর্নার হিসেবে, দেখেছি অসাধারণ উদ্যোগী ব্যবসায়ী হিসেবে, দেখেছি পাকিস্তানী আমলে শিল্প-কারখানা স্থাপন অগ্রণী উদ্যোক্তা হিসেবে, দেখেছি স্বাধীন বাংলাদেশের গোড়াতে ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্পকারখানা স্থাপনের জন্য তৎপর হতেও। আর অধুনা দেশে-বিদেশে নিজ কর্মগুণে সুপরিচিত হতে দেখেছি।

যত সহজে তাঁকে জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে দেখেছি, বেগবান উত্তরণ কিন্তু এত সহজে হয়নি। অনেক চড়াই-উৎরাই তাঁকে অতিক্রম করতে হয়েছে। ইংরেজি ১৯৫৬ সালে মেধাবি ছাত্র রাগীব আলী সুযোগের অভাবে লেখাপড়া শেষ না করেই লন্ডন পাড়ি দেন, জীবিকার সন্ধানে। বৃটেনে তখন আজকের প্রবাসী বাংলাদেশীদের মতো এত আরামের সময় ছিল না। হাড় কাঁপানো শীতে হিটিং ছাড়া ঘরে বিছানা, কিচেন ভাগ করে বাস করা, গোসলের জন্য, কাপড় কাচার জন্য বেশ দূরে বাসে করে পাবলিক বাথে যাওয়া থেকে শুরু করে কতো কষ্ট করেই না বাঙালিদের লন্ডনে বসতি স্থাপন করতে হয়েছে। রেস্টুরেন্টের অল্প বেতনের কঠিন কাজ ছিল তাঁর লন্ডন জীবনের প্রথম চাকুরি। তারপর, দিন রাত খেটে পুঁজি জমিয়ে নিজে রেস্টুরেন্টের মালিক হতে লাগে মাত্র পাঁচ-ছয় বছর। আমি যতদূর জানি যখন আমাদের অন্যান্য প্রবাসীরা বিলাতে সাপ্তাহিক ছুটির অবসরে সামান্য বিশ্রাম নিতেন, তখন রাগীব আলী পার্কে বসে গভীর মনোযোগ দিয়ে পত্র-পত্রিকা সাপ্তাহিকী পড়তেন। তাঁর জ্ঞানের আর অভিজ্ঞতার ভান্ডার সমৃদ্ধ করতেন। আনুষ্ঠানিক পড়াশোনার সুযোগ না পেলেও নিজেকে আধুনিক শিক্ষার আলোকে আলোকিত করার চেষ্টা করতেন। রোজগারকে কিভাবে সময়োপযোগী ও বহুমুখী করা যায় তাই চিন্তা করতেন। আজীবন উদ্যোক্তা, রাগীব আলী প্রবাসে ঐ অত বছর আগে স্টক মার্কেটের শেয়ার বেচাকেনা, রিয়েল এস্টেটের ব্যবসাসহ ব্যতিক্রমী অনেক কিছুতে ভাগ্য পরীক্ষা করতেন যা তখনকার সময়ে আমাদের প্রবাসীদের মধ্যে অতিঅল্প সংখ্যকই চিন্তা করতেন। রাগীব আলী প্রবাসে বিত্তশালী হলেন কিন্তু মনে প্রাণে তিনি প্রবাসী হতে পারলেন না। দেশে ভালো কিছু করার জন্য তিনি সেই পাকিস্তানী আমলে দেশে ও প্রবাসে ছুটাছুটি শুরু করেন। লন্ডন,

www.pathagar.com

করাচি, পিন্ডি, ঢাকা, সিলেটে সেই দৌড়াদৌড়ি। চা-বাগান, ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি ও শিল্প-কারখানায় পাকিস্তান আমলের শেষ দিকে তাঁকে বিনিয়োগ করতে দেখলাম।

বাংলাদেশ স্বাধীন হলো। দেশপ্রেমিক রাগীব আলী একজন উদ্যোমী উদ্যোক্তা হিসেবে দেশে ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করলেন। শিল্প-কারখানা খরিদ করলেন সরকারের কাছ থেকে। তারপর আর তাঁকে পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। আজ তিনি বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের একজন।

বিচ্ছিন্ন দ্বীপের অধিবাসী, শিকড়হীন নন রাগীব আলী। মাটির ঋণ শোধ করার জন্য জন্মস্থানের জনগণের কল্যাণে তিনি অত্যন্ত আন্তরিক। তাই, নিজ গ্রাম এলাকায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগসহ প্রতিটি ক্ষেত্রে অকাতরে দান করে চলেছেন। শুধু নিজ এলাকায় বললে ভুল হবে, সমস্ত বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তিনি অগণিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, দাতব্য প্রতিষ্ঠানসহ জনহিতকর অনেক কিছুর হয় দাতা না হয় প্রতিষ্ঠাতা। বেসরকারি পর্যায়ে ব্যক্তি উদ্যোগে এরকমটি খুবই বিরল।

বাল্য ও কৈশোর কেটেছে গ্রাম-বাংলার তৎকালীন আর্থ-সামাজিক অবস্থায় একটি সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারে। বাইরের বিপুল বিশাল জগতের সঙ্গে প্রায় বিচ্ছিন্ন এক হতদরিদ্র গ্রামীণ পরিবেশে মানুষ হওয়া রাগীব আলীর সুতীব্র ইচ্ছাশক্তি, অনন্য পরিশ্রম আর মনোবল তাঁকে চালিত করেছে স্বীয় অভীষ্ঠে।
তাঁর সাফল্যের চাবিকাঠি কঠিন পরিশ্রম, বুদ্ধিমত্তা ধৈর্য ও নিষ্ঠা।

পরিশেষে বলতে চাই রাগীব আলীকে অনেকে অনেকভাবে মূল্যায়ন করেন। বিত্ত-চিত্তের কথা বলেন। তাঁরা ঠিকই বলেন। আমি তাঁকে শুধু দানবীরই বলব না আমার দৃষ্টিতে তিনি কর্মবীর অসাধারণ এক ব্যক্তি।

ব্যবসায়ী, সমাজসেবী।

www.pathagar.com

মানবতার সেবায় নিবেদিত একজন মহৎপ্রাণ ব্যক্তিত্বকে অভিবাদন

সরকার শাহাবুদ্দীন আহমদ

মানুষের জীবন বহতা নদীর মতো। নদী সদৃশ্য এই জীবন যখন বিভিন্ন বন্ধুর পথ অতিক্রম করে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে সক্ষম হয়, জীবন যখন ফলবতী বৃক্ষের রূপ নেয়, দেশ জাতি সমাজের জন্য উৎসর্গীকৃত হয় যে জীবন, সে জীবনের কাছে আমাদের ঋণ অনেক। বিভিন্ন সমাজ কল্যাণের মাধ্যমে বর্তমান বংশধর এবং উত্তরসুরীদের জন্য রেখে যাওয়া ধন্য জীবনই তো ইতিহাসের অঙ্গ হয়, ইতিহাস তাঁর সত্যনিষ্ঠ কাঠামো নির্মাণ করে এমনতর বরেণ্য জীবন ও জীবনকথা দিয়ে। কিন্তু বর্তমান সময়ে এ ধরনের ব্যক্তিত্ব আমাদের সমাজে খুবই বিরল। যারা রয়েছে তাঁরা আত্মপ্রকাশের চেয়ে আত্মপ্রচারে নিমগ্ন থাকতে পছন্দ করে। এই আত্মপ্রচারমূখী ব্যক্তিদের দ্বারা সমাজের বিক্ষিপ্ত বা বিচিছন্নভাবে কোন ব্যক্তি বা পরিবারের কল্যাণ সাধন হয় বটে; কিন্তু সামগ্রিকভাবে এসব ব্যক্তিদের দ্বারা জাতির কল্যাণ সাধন হয়না। এরা কিছু লোক দেখানো দান খয়রাত করে অথবা চটকদার বক্তৃতা-বিবৃতি দিয়ে সস্তা জনপ্রিয়তা অর্জন করে দেশের নেতা বনে গিয়ে দেশ ও জাতির বারোটা বাজায়। যার বাস্তব উদাহরণ বর্তমান সমাজ বা রাষ্ট্রীয় জীবনে দৃশ্যমান।

সমাজ বা রাষ্ট্রে প্রভাব-প্রতিপত্তি অর্জনের সংক্ষিপ্ত কোন পথ নেই। এর জন্য প্রয়োজন সততা, ধৈর্য, কঠোর শ্রম, অধ্যবসায়, মেধা ও প্রজ্ঞা। কিন্তু বর্তমানে আমাদের দেশে অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিকভাবে যারা প্রতিষ্ঠিত এদের অনেকের মাঝেই এ গুণগুলো অনুপস্থিত। রাজনৈতিক প্রভাব অথবা অসৎ উপায়ে অর্জিত সম্পদের মাধ্যমে এরা সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সুতরাং এসব ব্যক্তি বা আত্মকেন্দ্রিক লোকের কাছে শোষণ ও প্রতারণা ছাড়া সমাজের কল্যাণ আশা করা বাতুলতা মাত্র। এরা সমাজে প্রভাব প্রতিপত্তি অর্জনের জন্য এমন কোন হীন কাজ নেই যে তারা করতে পারে না। এরা নীতি-নৈতিকতার ধার ধারে না। ফলে সমাজে বা রাষ্ট্রে যে মানুষদের শোষণ ও পাহাড়সম বৈষম্য বিরাজমান তা এদেরই সৃষ্ট। সঙ্গত কারণেই এদের বিরুদ্ধে সমাজের বিবেকমান মানুষের ক্ষোভ ও ঘৃণা থাকাই স্বাভাবিক। এই ঘৃণা ও ক্ষোভ প্রকাশকারীদের সারিতে আমিও একজন। শিক্ষিত হলেই জ্ঞানী হওয়া যায় না। যদি হতো তাহলে আবুজেহেল হতো মহাজ্ঞানী। কারণ সে কথায় কথায় কবিতা লিখতে পারতো। অথচ সে হয়েছে মুর্খের সর্দার। আর সম্পদ থাকলেই মহৎ ব্যক্তি হওয়া যায়না। তাহলে কারুন হতো বিশ্বের মহৎ

www.pathagar.com

ব্যক্তি। আসলে জ্ঞানী তাঁরাই যারা জ্ঞান বিতরণে সমাজ ও জাতির কল্যাণ বয়ে আনে; আর যে জ্ঞান বিতরণে দেশ ও জাতির অকল্যাণ বয়ে আনে তাকে জ্ঞানপাপী বলে আখ্যায়িত করে থাকি। ঠিক তেমনি যে ধন অসৎ উপায়ে অর্জিত হয়ে ব্যয় হয় সে সব ধন দেশ ও জাতির অকল্যাণ বয়ে আনে। আর যে ধন সৎ উপায়ে অর্জিত এবং সৎ পথে ব্যয় হয়, সে সব ধন দেশ ও জাতির অশেষ কল্যাণ বয়ে আনে। শেষোক্ত ব্যক্তিদেরকে এককালে মহাজন বলে অভিহিত করা হতো। অর্থাৎ মহান যে জন-মহাজন। কিন্তু কালের বিবর্তনের ধারায় এই মহাজন শব্দটির অপপ্রয়োগের ফলে একজন মুদি দোকানদার, সুদখোর ব্যক্তিও মহাজন হয়ে যায়। একজন দার্শনিক বলেছেন-"কম বেশী উপার্জন করা সহজ কিন্তু ব্যয় করা কঠিন।" একথাটি একশত ভাগ সত্য। এর সত্যতা প্রমাণ পাওয়া যাবে আমাদের দেশের ধনী লোকদের দিকে দৃষ্টি ফিরালে। আমাদের দেশটি খুবই ছোট্ট। বিশ্বের মানচিত্রে দূরবীণ দিয়ে এ দেশটির অস্তিত্ব অবলোকন করতে হয়। কিন্তু দেশ অনুযায়ী সম্পদশালী লোকের সংখ্যা অনেক। এদের অসৎ উপায়ে অর্জিত সম্পদ অপরিকল্পিত উপায়ে ব্যয়ের কারণে এদেশে ক্রমান্বয়ে দরিদ্রের সংখ্যা আশংকাজনক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে দেশের ভাগ্যবান ২০ ভাগ লোক ৮০ ভাগ লোকের সম্পদ ভোগ-বিলাসে ব্যয় করছে। আর অন্যদিকে ৮০ ভাগ লোক ২০ ভাগ লোকের সম্পদ ব্যয় করে কোন রকমে বেঁচে আছে।

পরকালের শেষ বিচারের দিন আল্লাহপাকের দরবারে প্রত্যেক মানুষকে পাঁচটি প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে। এর মধ্যে একটি হলো-সম্পদ কোন উপায়ে অর্জিত হয়েছে এবং কি ভাবে ব্যয় করা হয়েছে। এ জন্যেই শেষ বিচারের দিন ধনীদের হিসাব দেয়া কঠিন হবে এবং গরীবদের হিসাব দেয়া সহজ হবে।

আল্লাহপাক পবিত্র কোরআনে এরশাদ করেছেন (কাব্যিক ভাষায়)

বিচারের দিন সুধাবে বিধাতা-
"আদমের সন্তান,
ক্ষুধায়-কাতর অন্ন চেয়েছি;
অন্ন করনি দান।"
কহিবে মানব, 'রাজ্জাক' ওগো,
তুমি নিখিলের স্বামী,
তোমারে কেমনে অন্ন দিতাম
পারিনু বুঝিতে আমি।
কহিবেন খোদা, বান্দা আমার
অন্ন চাহিল দান,
তাকে দিলে সে-যে আমি-ই পেতাম
(আজি) পেতে তার প্রতিদান!"

আর প্রিয় নবী (সাঃ) বলেছেন, সে ব্যক্তি কখনই মুসলমান নয়, যে তার প্রতিবেশীকে (তা সে প্রতিবেশী মুসলমান-অমুসলমান যে-ই হোক) অভুক্ত রেখে

www.pathagar.com

নিজে পেট ভরে খায়। রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) আরও বলেছেন, মানুষের মধ্যে সেই সবচেয়ে ভালো যে মানুষের প্রতি সবচেয়ে ভালো।
আরেক কবি বলেছেন,

'আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে আসে নাই কেহ অবনী পরে
সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।'

আল কোরআনের এই শিক্ষা, মহানবীর (সাঃ)-এর আদর্শ এবং জ্ঞানী-গুনীদের উপদেশ যদি সমাজের ব্যবসায়ী, রাজনৈতিক নেতা-কর্মী, বিত্তশালী ও সমাজসেবীরা অনুসরণ করতো বা শিক্ষা নিতো তাহলে সমাজের চেহারা হতো ভিন্নতর।

কিন্তু এর বাস্তব প্রতিফলন লক্ষ্য করেছি আমাদের দেশের প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী ও সমাজসেবী জনাব রাগীব আলীর কথায়, কর্মে ও চিন্তায়। তাঁকে আমি নামে চিনতাম। কিন্তু ব্যক্তিগত পরিচয় ছিলোনা। সম্মাননা গ্রন্থ মুদ্রণ করতে এলে তাঁর সাথে স্বল্প সময়ে পরিচয় ঘটে। এই স্বল্প সময়ের তাঁর অমায়িক ব্যবহার, চেহারায় পবিত্রতার ছাপ এবং শিশুর মতো সহজ ও সরল মনের পরিচয় পেয়ে আমি অভিভূত হয়েছি। আমি জানি, সম্পদশালী লোকের মাঝে দাম্ভিকতা এবং আত্ম-অহমিকা থাকে। এদের নীতি হলো ধনীদের সম্মান করা এবং দরিদ্রকে ধমকানো ও তাচ্ছিল্য করা। স্বল্পকালীন পরিচয়ে জনাব রাগীব আলীকে যে ভাবে মূল্যায়ন করেছি ধনীদের কুপ্রভাব আমার দৃষ্টিতে দৃশ্যমান হয়নি। প্রথম সাক্ষাতেই তিনি আমাকে আদর করে পাশে বসিয়ে কুশলাদি জিজ্ঞেস করেছেন। যেন কতো দীর্ঘদিনের পরিচয় তাঁর সাথে আমার। পরবর্তীতে তিনি যতোবারই আমাকে টেলিফোন করেছেন—হ্যালো বলার সাথে সাথেই প্রথম সম্বোধন হলো-"শাহাবুদ্দীন ভাই, আমি রাগীব আলী।" অথচ এই প্রকাশনা শিল্পে গত ৩০ বছরের চাকুরীর সুযোগে অনেক বিখ্যাত লোকের সাথে পরিচয়ের সুযোগ হয়েছে। তাঁরা বড়জোর সরকার সাহেব, শাহাবুদ্দীন সাহেব অথবা ম্যানেজার সাহেব বলে সম্বোধন করেছেন। তাঁরা গ্রাহক হিসাবে এসেছেন, কাজ শেষে গ্রাহকের সম্পর্ক রেখে চলে গেছেন। অথচ জনাব রাগীব আলী 'ভাই' সম্বোধন করে তাঁর আর আমার মাঝে যে দূরুত্ব তিনি তা মুছে ফেলে দিয়ে আমাকে আত্মার-আত্মীয়ে আবদ্ধ করেছেন।

আমাদের সমাজে তিন শ্রেণীর লোক রয়েছে। এক শ্রেণীর লোক রয়েছে যারা নীরবে কাজ করে যেতে ভালোবাসেন। তাঁদের কাজ কেউ মূল্যায়ন করুক বা না করুক দায়িত্ববোধ, বিবেকের তাগিদ, অগাধ দেশপ্রেম, আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং দেশ ও জাতির উন্নয়নের জন্য নীরবে নিভৃতে কাজ করে যায়। এরাই সমাজের আদর্শ মানব।

দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকেরা কাজ যা করে তাঁর চেয়ে বেশী প্রচার করে। আর তৃতীয় শ্রেণীর নিকৃষ্ট লোকেরা দেশ ও জাতির স্বার্থে কাজ তো করেই না; উপরন্তু যাঁরা কাজ করে তাদের তীব্র সমালোচনা করে। ভিত্তিহীন অভিযোগ এবং নানা মুখ

www.pathagar.com

রোচক কল্পকাহিনী তৈরী করে জনগণকে বিভ্রান্ত করে। ব্যক্তি স্বার্থে উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের বিঘ্ন ঘটায়।

একজন সাধারণ লোক চোখ দিয়ে দেখে, মুখ দিয়ে বলে। আর লেখক-সাহিত্যিকেরা অন্তর দিয়ে দেখে, আর কলম দিয়ে তা প্রকাশ করেন। তাই একজন নগন্য লেখক হিসাবে স্বল্পকালীন সময়ে জনাব রাগীব আলীকে যে ভাবে অন্তর দিয়ে পর্যবেক্ষণ করেছি তাঁকে প্রথম শ্রেণীর আদর্শ মানব হিসাবে আখ্যায়িত করা যায়।

প্রকাশিতব্য সম্মাননা গ্রন্থের জন্য দেশী-বিদেশী স্বনামধন্য ব্যক্তিত্বদের যে সব লেখা আমার কাছে জমা দিয়েছেন তা পড়ে জনাব রাগীব আলী সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানার সুযোগ হয়েছে। তাঁর কর্মকান্ড এতো ব্যাপক ও বিস্তৃত যে এই স্বল্পপরিসরে তাঁকে যথার্থ ভাবে মূল্যায়ন করা সম্ভব নয়। এর জন্য সুবিশাল আলাদা গ্রন্থ রচনা করা প্রয়োজন। তবে সংক্ষেপে তাঁর দীর্ঘ পথপরিক্রমার সংক্ষিপ্ত নির্যাস হলো ঃ তিনি কঠোর পরিশ্রম, অধ্যবসায় এবং সততার মাধ্যমে ব্যবসায়িক সুনাম অর্জন করেছেন এবং দেশে একজন সফল ব্যবসায়ী ব্যক্তিত্ব হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছেন যা অত্যন্ত বিস্ময়কর। এই উপার্জিত সম্পদ শুধু তিনি একা বা নিজ পরিবার ভোগ করছেন না। সাধারণ দরিদ্র মানুষকেও অংশীদার করছেন অকাতরে দান করে এবং বিভিন্ন সেবামূলক কর্ম ও প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে। একজন আদর্শ মানব ভোগে নয়; ত্যাগে আনন্দ পায়। এই ত্যাগী দানবীর প্রচার বিমুখ জনাব রাগীব আলী নীরবে নিভৃতে একান্ত আপনজনের মতো সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে নিঃস্বার্থভাবে সমাজসেবা করে যাচ্ছেন যা প্রশংসার দাবী রাখে। পাকিস্তান আমলে এদেশে সম্পদশালী ছিলো বাইশ পরিবার। বর্তমানে নাকি বাংলাদেশে বাইশ হাজার পরিবার রয়েছে। কিন্তু তাদের চিত্ত নেই। আকাশের মতো উদার জনাব রাগীব আলীর চিত্ত ও বিত্ত দুই-ই আছে।

আমাদের দেশে শিল্প-কারখানা স্থাপন এবং ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা কুসুমাস্তীর্ণ নয়। আমলাতান্ত্রিক জটিলতাসহ নানাবিধ প্রতিকূল অবস্থা বিরাজমান। বিদেশী উদ্যোক্তারা তো বটেই, দেশীয় সৎ উদ্যোক্তারাও শিল্প-স্থাপনে তেমনটা উৎসাহী নয়। এরা নির্ঝঞ্ঝাট ঝামেলামুক্ত ব্যবসা হিসাবে বড় বড় ইমারত অথবা শপিং-কমপ্লেক্স নির্মাণে আগ্রহী। এসব অলস বিনিয়োগে সীমিতসংখ্যক লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ হলেও অধিকাংশ ভাবে উপকৃত হচ্ছে বিনিয়োগকারীর পরিবার। দেশে আরেক শ্রেণীর রাজনৈতিক আশীর্বাদপুষ্ট ব্যক্তি রয়েছেন এরা রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে ভুয়া প্রকল্পের মাধ্যমে ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে গাড়ী-বাড়ী ও অলস প্রকল্পে ব্যবহার করছেন অথবা রাতা-রাতি বড়লোক হওয়ার প্রত্যাশায় ঋণের পুরোটাই অপব্যবহার করছেন। এর ফলে তীব্র বেকারত্বের দেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ তো হচ্ছেই না বরং ঋণখেলাপীর সংখ্যা ক্রমান্বয়ে আশংকাজনক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

www.pathagar.com

এ ক্ষেত্রে জনাব রাগীব আলী ব্যতিক্রম। অগাধ দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধে উজ্জীবিত ও উদ্দীপ্ত জনাব রাগীব আলী বিলেতি সম্পদের খনি এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করে নানা প্রতিকূলতাকে চ্যালেঞ্জ করে এ দেশের রুগ্ন শিল্প ক্রয় করে কোটি কোটি টাকা বিনিয়োগের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করেছেন। আমাদের দেশে ১৩ কোটি লোকের ২৬ কোটি হাত রয়েছে। কিন্তু সরকারের ভ্রান্ত নীতিমালা ও সঠিক দিকনির্দেশনার অভাবে ১৩ কোটি লোকের ২৬ কোটি হাত কাজ লাগাতে পারছেনা। ফলে সরকার ভিক্ষার থলে নিয়ে বিশ্বের দ্বারে দ্বারে ঘুরছে। পক্ষান্তরে ব্যক্তি পর্যায়ে জনাব রাগীব আলী যে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত জাতির কাছে রেখেছেন তা থেকে আমরা শিক্ষা নিতে পারি। সততা, একাগ্রতা ও সঠিক দিকনির্দেশনার মাধ্যমে এদেশের সম্ভাবনাময় জনশক্তিকে কাজে লাগিয়ে অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন কোন সমস্যাই নয়। আগেই বলেছি, আমাদের তেরো কোটি লোক রয়েছে। এই তেরো কোটি লোকের চাহিদাও রয়েছে। আমরা যদি অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় হ্রাস এবং আমদানী নির্ভরশীলতা পরিহার করে উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ করতে পারি তবে তেরো কোটি লোকের ছাব্বিশ কোটি হাত কর্মীর হাতে পরিণত হবে এবং নতুন নতুন শিল্প-কারখানা গড়ে উঠবেই ইন্শাআল্লাহ্।

পরবর্তী বংশধরদের কাছে মহীয়ান ও গরীয়ান হয়ে যুগ যুগ ধরে মানুষ বেঁচে থাকে কর্মের মাধ্যমে-সম্পদের মাধ্যমে নয়। আমাদের দেশের বিত্তশালীরা স্বল্প সময়ে বেঁচে থাকার জন্য অনৈতিক উপায়ে অর্থ উপার্জন করে তা ভোগ করে থাকেন। কিন্তু মৃত্যুর পর বেঁচে থাকার মতো কোন সমাজ কল্যাণমূলক স্থায়ী কর্ম সম্পাদনে উৎসাহী নয়। কিন্তু জনাব রাগীব আলী সশরীরে স্বল্প সময় বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যুর পরও যেন সমাজ তাঁকে মনে রাখে, মানুষের অন্তরে বেঁচে থাকেন সে লক্ষ্য নিয়ে সমাজের সুদূরপ্রসারী কল্যাণের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে স্ব উপার্জিত সম্পদ ব্যয় করছেন। এ ছাড়া ইহলোকে একজন মানুষ তিনটি জিনিস আপন বলে দাবী করতে পারে। এই তিনটি জিনিস হলো খাওয়া, পরা এবং দান করা। এটি যারা অনুশীলন করেন আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে তারাই বিচক্ষণ। সুতরাং রাগীব আলী মানুষের দৃষ্টিতে দানবীর আর আল্লাহ্‌র কাছে একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি। কারণ তিনি উপার্জনের পাশাপাশি উপার্জিত অর্থ মানব কল্যাণে দান করে পরলোকের পাথেয় সঞ্চয় করছেন। তাই তাঁর আর্তমানবতার সেবামূলক কর্মকান্ড দেখে ফ্রাঙ্কলিনের এই উক্তিটি বার বার মনে পড়ছে। তিনি বলেছেন-

"যার কাছে ধন থাকে ধন তাঁর নয়,
যে ধন খরচ করে ধন তাঁরই হয়।"

উল্লেখিত উক্তিটি জনাব রাগীব আলীর ক্ষেত্রে একশত ভাগ প্রযোজ্য। এই অনন্য মহৎপ্রাণ মানবতার পথে উৎসর্গকৃত ব্যক্তিত্বকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে জানাচ্ছি আন্তরিক অভিবাদন। আল্লাহ্ তাঁর এই মহৎ কর্ম ও নিয়তকে কবুল এবং দীর্ঘায়ু দান করুন- এই প্রার্থনা করি।

সাংবাদিক, কলামিস্ট ও গ্রন্থকার।

www.pathagar.com

একজন ক্ষণজন্মা পুরুষ রাগীব আলী

সাখাওয়াত হোসেন

ইতিহাসে যাঁরা ক্ষণজন্মা পুরুষ, তাঁদের কীর্তি, তাঁদের সাফল্যের সুউচ্চ শিখরে আরোহণের কাহিনী সাধারণের পাঠ করা, জানা আবশ্যক। এতে সমাজের শ্রী-বৃদ্ধি হয়, মানুষের কল্যাণের পথটি সুগম হয়। আমরা আজ যে ক্ষণজন্মা ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে আলোচনা করব, তিনি জনাব রাগীব আলী। রাগীব আলী একটি নাম, রাগীব আলী একটি ইতিহাস। যে নামের পেছনে, যে ইতিহাসের পেছনে লুকিয়ে আছে অনেক পরিশ্রম, অনেক কষ্টে নিংড়ানো ঘাম। রাগীব আলী আজ সাফল্যের সকল সিঁড়ি মাড়িয়ে তাঁর জীবনের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে গেছেন। তিনি আজ এক সফলকাম ব্যক্তি। তিনি আদর্শ স্থানীয়, অনুসরণীয়। তাঁর অনুপম ব্যক্তিত্ব, আকাশচুম্বী সাফল্য তাঁকে পরিণত করেছে এক কিংবদন্তিরূপে। আমরা সেই রাগীব আলীকে চিনি, দেশে-বিদেশে যার বিপুল যশ, বিশাল খ্যাতি। আল্লাহ্‌র কৃপায় তিনি সীমাহীন বিত্তের মালিক। আমরা এভাবেই তাঁকে চিনি। কিন্তু এ প্রতিষ্ঠার পেছনে সাফল্যের সিঁড়ি ভাঙতে, উপরে উঠতে তাঁকে যে সীমাহীন পরিশ্রম, কর্ম-পরিকল্পনা ও কমিটমেন্ট নিয়ে এগিয়ে যেতে হয়েছে; সে খবর আমরা রাখি না। তাই আমাদের সমাজে রাগীব আলীর মতো ক্ষণজন্মা পুরুষের সংখ্যা নিতান্তই কম।

রাগীব আলীর যে বিশাল কর্মযজ্ঞ, তাঁর চোখ ধাঁধানো রূপটি আমাদের চোখে পড়ে। আমরা তৃতীয় নয়নে তাঁর উৎস অনুসন্ধান করি না। এই দুর্ভাগা দেশে যে দু'চার জন ভাগ্যবান, ভাগ্যবান বলা ঠিক হবে না; কঠোর ও পরিকল্পিত শ্রম বিনিয়োগ করে ভাগ্যকে কব্জায় এনে যারা দেশ ও দশের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রাখতে আনন্দ পান, রাগীব আলী শুধু তাঁদের অন্যতমই নন, তিনি তাঁদের শীর্ষস্থানীয়ও। রাগীব আলীকে এ সমাজ আজ সম্মান করবে, নমস্কার জানাবে, তা রাগীব আলীর নিজের জন্য নয়। তা স্মরণীয়, বরণীয় ব্যক্তিত্বের আগামী দিনের প্রবাহ যাতে বাধাগ্রস্ত না হয়; যেন আমাদের এ অনুর্বর বন্ধ্যা সমাজে আরও রাগীব আলীর জন্ম হয়। যে সমাজ তাঁর গুণী ব্যক্তিদের সম্মান করে না, সে সমাজে গুণী ব্যক্তিরা জন্মায় না।

রাগীব আলী জন্মগ্রহণ করেছেন বাংলাদেশের সিলেট জেলায়। অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলা নিকেতন পুণ্যভূমি সিলেট। এখানে নদী ও পাহাড়ের অনাবিল

www.pathagar.com

মিলন নিসর্গকে করেছে স্বপ্নীল-চিত্তাকর্ষক। মানুষের মনকে করেছে উদার, মহান ও ভাবুক। সবুজ চা-বাগান, খরস্রোতা পাহাড়ী নদী, কুলু কুলু নাদে বয়ে যাওয়া ঝরণাধারা সবকিছু মিলিয়ে পাহাড়ী পরিবেশকে করেছে অনিকেত সুষমামন্ডিত। রাগীব আলীর শৈশব, কৈশোর ও যৌবনের সোনালি দিনগুলো নৈসর্গিক সৌন্দর্যের মধুময় আবেশে সিক্ত হয়েছে। সুদীপ্ত ইচ্ছাশক্তির অনির্বাণ তাড়নায় ঋজু টান-টান হয়ে দাঁড়াতে তিনি হয়তোবা শিখেছেন মৌন-নির্বাক পাহাড়ের কাছ থেকে। তাঁর হৃদয়ের অনাবিল উচ্ছলতা এসেছে মৃদুপ্লাবী সুমিষ্ট ঝরণাধারার কাছ থেকে। একদিন যৌবনে তিনি ভাগ্যান্বেষণে পাড়ি জমান সুদূর ইংল্যান্ডে। তকদীরের সাধনায় তিনি পুরোপুরি সফল। কিন্তু অর্জিত সম্পদ তিনি আপন আরাম আয়েসের জন্য সিন্দুকের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে বন্দী করে রাখেন নি। মানুষের কল্যাণের জন্য তিনি অর্জিত অর্থ-বিত্তকে সুপরিকল্পিতভাবে বিনিয়োজিত করেছেন। স্কুল-কলেজসহ বিভিন্ন সামাজিক-জনহিতকর প্রতিষ্ঠান রাগীব আলীর কল্যাণ হস্তের অকৃপণ কৃপায় তাঁর যশ গান করেছে। অসহায়, অনাথ, ভগ্ন-বুক বৃদ্ধ, পথের কাঙাল-অনেকে রাগীব আলীর প্রচারবিমুখ হাতের নির্ভরযোগ্য গোপন আশ্রয়ে লালিত-পালিত হচ্ছে। রাগীব আলী সুনিপুণ কর্মপরিকল্পনায় প্রতিষ্ঠা করেছেন ব্যাংক, বীমা ও নানাবিধ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান; হাজারো বেকার যুবকের জন্য করেছেন চাকুরির সংস্থান-করেছেন অন্নের সংস্থান।

একজন সংস্কৃতিবান ও সংস্কৃতিপ্রাণ মানুষ হিসেবে রাগীব আলীর আলোকিত সত্তার সন্ধান করার প্রয়োজন আছে বৈ কি? হাজারো সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, সমাজ উন্নয়ন সংস্থা ও ক্রীড়া সংস্থা তাঁর আশ্রয়ে-প্রশ্রয়ে বিকশিত হচ্ছে। তিনি একজন সাংস্কৃতিক যোদ্ধা ও বোদ্ধা। মন ও মননশীলতায় সমাজের আরও দশজনের কাছ থেকে তাঁর পার্থক্য নান্দনিক, ব্যতিক্রমী ও সুস্পষ্ট। মুক্তচিন্তা ও বুদ্ধির মুক্তির জন্য রাগীব আলীর সৎ প্রয়াস বিনন্দিত হয়েছে। বিদ্যার সাথে বুদ্ধির এবং বিত্তের সাথে চিত্তের এরকম ব্যঞ্জনাদীপ্ত সমন্বয় কদাচিৎ ঘটে থাকে। একজন পরিশীলিত, পরিমিত, বিদগ্ধ ও সুচেতনা সমৃদ্ধ মানুষ হিসেবে রাগীব আলী সুপরিচিত। ব্যক্তিগত জীবনে অনাড়ম্বর, অত্যন্ত অমায়িক, উদার ও তেজস্বী প্রকৃতির রাগীব আলী মানুষের ভক্তি ও ভালবাসা লাভ করেন অতি সহজে।

রাগীব আলী, আমরা যতটুকু জানি, তাঁর চিত্তের ঔদার্য, অন্তরের বিকাশ ঘটেছে সুশিক্ষার মাধ্যমে। তিনি শুধু সুশিক্ষিত নন, স্ব-শিক্ষিতও বটে। বিশ্ব প্রকৃতির সুবিশাল পাঠশালায় তিনি নিরন্তর জ্ঞান-সাধনারও একজন ভক্ত পাঠক। এখানেই স্ব-শিক্ষার মহিমা। আমরা অবাক বিস্ময়ে যখন দেখি, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা অধ্যাপক রাগীব আলীর শিক্ষা-জ্ঞান, মেধা-মনীষার ওপর সারগর্ভ পত্র লিখে স্বীকৃতি দেন, অভিনন্দিত করেন, তখন আমরা স্পন্দিত হই, আন্দোলিত হই। তখন হয়তোবা আমরা আমাদের অতি কাছের মানুষটির গুরুত্ব সম্পর্কে সম্যক

www.pathagar.com

অবহিত হই। সমাজের আর দশজনের শিক্ষার সাথে রাগীব আলীর শিক্ষার দুস্তর ফারাক রয়েছে। রাগীব আলী জেনেছেন শিখেছেন জীবনকে জানার জন্য, নিজেকে জানার জন্য। আত্ম-অনুসন্ধিৎসু ও অন্তর্মুখী ব্যক্তিটি শিক্ষা লাভ করেছেন জীবনের সমস্ত অসম্পূর্ণতা, সমস্ত নিচতা ও জরাজীর্ণতার মুখোশ উন্মোচনের জন্য। জীবনকে নতুন ও নান্দনিক কলেবরে সাজানোর সীমাহীন প্রয়াসে তিনি নিরন্তর নিয়োজিত। আমাদের সমাজে রাগীব আলীর মতো সুশিক্ষিত ও স্ব-শিক্ষিত মানুষের বড় অভাব। প্রচলিত ও প্রথাগত শিক্ষার সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌকাঠ পার হয়েও আমাদের মধ্যে শিক্ষার কল্যাণদায়িনী ফল্গুধারা বিনিসৃত হয়না। আক্ষরিক অর্থে আমরা শিক্ষিত হই, সনদ প্রাপ্তি ঘটে; কিন্তু শিক্ষার সাথে হৃদয়ের যোগ হয় না। তাইতো আমরা প্রায়শঃ হৃদয়বান হয়ে উঠি না। আনন্দহীন নিরুত্তাপ শিক্ষা আমাদের হৃদয়ে আলো জ্বালায় না; জীবনের আলো জ্বালবে কেমন করে? এখানেও রাগীব আলী প্রণিধানযোগ্য ব্যতিক্রমে ভাস্বর। বোধহয় রাগীব আলীর ক্ষেত্রে যোসেফ এডিসনের সেই কথাই সত্যি-What sculpture is to a block of marble, education is to the human soul.

প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত সচিব, চট্টগ্রাম ডিভিশনাল কমিশনার, লেখক ও কবি।

www.pathagar.com

সিলেটের রাগীব আলী

এ.বি.এম. মূসা

ইসলামে দান-ধ্যান বাধ্যতামূলক। কোরানপাকে কথাটি বারবার বলা হয়েছে- আকিমুস সালাত, ওয়া-তুজ যাকাতা। নামাজ পড়, দানকর, এই দুইটি ফরজের ওপরই সবচেয়ে বেশি জোর দেয়া হয়েছে।

যাকাত কয়জন ধনী মুসলমান দেন জানি না তবে দাতব্য কাজে মুসলমান শিল্পপতি, ব্যবসায়ী ও ধনাঢ্য ব্যক্তিদের অবদানের উদাহরণ খুব বেশি নেই। বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও স্কুল কলেজ ও চিকিৎসা কেন্দ্র বা হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে আগেকার দিনের বনেদী হিন্দু জমিদার ও ব্যবসায়ীদের নাম। সিলেট মুরারি চাঁদ কলেজ, বরিশাল ব্রজমোহন কলেজ, ময়মনসিংহের আনন্দমোহন কলেজ, টাঙ্গাইলে কুমুদিনী হাসপাতাল, এ রকম অসংখ্য নামের প্রতিষ্ঠান সারা বাংলায় ছড়িয়ে রয়েছে। নবাব ফয়েজুন্নেসার মতো দু'একজন ব্যতিক্রম আছে বই কি, ধনপতি জহুরুল ইসলামও শেষ বয়সে একটি হাসপাতাল করেছিলেন। তবে পাকিস্তানের চৌদ্দ পরিবার থেকে বাংলাদেশে চৌদ্দ হাজার কোটিপতির উদয় হলেও চৌদ্দ শ' দাতব্য প্রতিষ্ঠানের নাম খুঁজে পাওয়া যাবে না।

দীর্ঘ ভূমিকাটি দেয়ার উদ্দেশ্য, সিলেটে একজন ব্যতিক্রমধর্মী মানুষের খোঁজ পেয়েছি। তাঁর নামটি অত্যন্ত সাদা-মাটা, দেখা সাক্ষাত ও কথাবার্তার পর মনে হয়েছে মানুষটি নামের চেয়ে সহজ সরল। নাম হচ্ছে রাগীব আলী যিনি চৌদ্দশ' না হলেও একাই কয়েকশ' দাতব্য প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। তিনি অর্থ সম্পদ কিন্তু গড়ে তুলেছেন বিদেশে, বিলেতে নানা ধরনের কাজে ও ব্যবসার মাধ্যমে। এই অর্থ উপার্জনের ব্যাপারটিও কিংবদন্তির পর্যায়ে পড়ে। মাড়োয়ারীদের লোটা-কম্বল সম্বল থেকে কোটিপতি হওয়ার মতো কাহিনী। প্রায় বিয়াল্লিশ বছর আগে লোটা-কম্বল নয়, ফতুয়া লুঙ্গি নিয়ে লন্ডন পাড়ি দিয়েছিলেন রাগীব আলী আরও অনেক সিলেটবাসীর মতো। শুরুতে বাবুর্চিখানার মশালচি। অসীম পরিশ্রম ও স্বীয় মেধা প্রয়োগে তিনি বিশ-পঁচিশ বছরে নানা ব্যবসায় কোটি পাউন্ড আয় করেছেন। এ কোন রূপকথার কাহিনী নয়। এ রকম আরও অনেকের কোটিপতি বনে যাওয়ার বিবরণী খুঁজলে পাওয়া যাবে। পার্থক্য হচ্ছে, রাগীব আলী অগাধ ধন-সম্পত্তির মালিক হয়ে ভাবলেন, 'সবই কি একা ভোগ করব?' বিদেশে আরাম আয়েশে বাকি জীবন কাটাতে পারতেন। তা না করে দেশে ফিরে এলেন। অসংখ্য স্কুল-কলেজ করলেন, সবগুলোর নাম দিতে গেলে আমার কলামে স্থান সংকুলান হবে না। ভিন্ন

www.pathagar.com

ধরনের কাজও করলেন। ব্রিজ কালভার্ট ও রাস্তা করলেন, যেসব করার জন্য এলাকাবাসীরা সরকারের দিকে হা করে চেয়ে থাকে।

রাগীব আলীর সেবামূলক কাজের ফিরিস্তি দেয়ার চেয়েও মানুষটি সম্পর্কে আমার কৌতূলহল বেশি। এই মানুষটির সঙ্গে আমার পরিচয় সিলেটের আরেকজন কৃতি সন্তান এডিনবরার ওয়ালী তছরুদ্দিনের মাধ্যমে। দু'জনে এক কথায় অমায়িক ভদ্রলোক, বন্ধুবৎসল ও সজ্জন। তবে রাগীব আলীকে দেখে বা কথাবার্তায় বোঝার উপায় নেই ভিতরে ভিতরে লোকটি এত কিছু। সম্পূর্ণ প্রচারবিমুখ, এত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত অথচ কোথাও নাম মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন নি। এই অন্তর্মুখী ব্যক্তিটিকে নিয়ে এর মাঝেও কিন্তু জনপ্রিয় কলামিস্ট আবদুল গাফফার চৌধুরী বিস্তারিত লিখেছেন, বাউল-সাংবাদিক বেলাল বেগ তাঁকে নিয়ে কাহিনী রচনা করেছেন। মুখচোরা রাগীব আলীর কীর্তি কাহিনী নিয়ে ইতোমধ্যে অবশ্য বিভিন্ন মহলে কৌতূহলের উদ্রেক হয়েছে। পত্রপত্রিকায় লেখালেখি হচ্ছে। সেসব বিবরণী পড়ে কি আমাদের সদ্য কোটিপতি হওয়া বিভিন্ন উপায়ে অর্জিত অর্থের মালিকদের মনে কোন প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে? যদিও রাগীব আলী লোকচক্ষুর আড়ালে থাকা পছন্দ করেন। আমি মনে করি জনসমক্ষে তাঁকে হাজির করানোর প্রয়োজন রয়েছে। এ প্রসঙ্গে বেলাল বেগের একটি নিবন্ধের উদ্ধৃতি দিতে পারি। তিনি লিখেছেন, 'একাত্তরের একজন মুদি দোকানী এখন অবশ্যই একটি সুপার মার্কেটের মালিক হতে পারেন। কিন্তু অবাক হতে হলো যখন জানলাম এই মানুষটি ব্যাংক, শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ছাড়া ১৭২টি ধর্মীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, চিকিৎসা সেবা, ক্রীড়া, সাহিত্য, সংবাদ বিষয়ক সংগঠনের কখনও দাতা, কখনও প্রতিষ্ঠাতা কোথাও সদস্য আর কোথাও উপদেষ্টা। সত্যিই অবাক হয়ে গেলাম যখন জানলাম একই সঙ্গে তিনি ২২টি শিল্প প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংক চালান, আবার তাঁরই প্রতিষ্ঠিত ১৭২টি সেবা প্রতিষ্ঠানের খোঁজ খবর রাখেন। তাঁরপরও মনে হলো তিনি থেমে নেই, আরও ব্যক্তি দরকার অর্থোপার্জনে, সেই অর্থ ব্যয় করার জন্য চাই আরও অনেক সেবামুখী প্রতিষ্ঠান। এ কারণে বর্তমানে তিনি সিলেটে বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজসহ আরও কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।'

জীবনে এত কিছু করেছেন রাগীব আলী, তবুও কথা বলে মনে হল তাঁর মনে পরিতৃপ্তি নেই। আরও অনেক কিছু করতে হবে, করার বাকি রয়ে গেছে এমনি মনোভাব। এত কিছু করেও কি তিনি স্বদেশে স্বীকৃতি পেয়েছেন, তাঁর কৃতিত্ব ও দানশীলতার কথা কি লোকের মুখে মুখে ফিরছে? মনে হয় না, খুব কম লোকই তাঁর কথা জানেন। বিদেশে কিন্তু তাঁকে অনেকেই চেনেন, তাঁর কথা জানেন, এমনকি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ারও। গত ৫ মার্চ ব্লেয়ার এক চিঠিতে লিখছেন, 'আমি অত্যন্ত আনন্দিত, আপনার চেয়ে কম ভাগ্যবান ব্যক্তিদের ভাগ্যোন্নয়নে আপনি আপনার সকল শ্রম ও সম্পদ নিয়োগ করেছেন। আপনার সকল কীর্তির জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছি।' চিঠি দিয়ে তাঁকে উৎসাহিত করেছেন বিদেশী

www.pathagar.com

সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ ও সমাজসেবক। তাঁদেরই একজন ব্রিটিশ সাংবাদিক ডেভিড বেন আরিয়াহ বলেছেন, 'বাংলাদেশের মতো একটি উন্নয়নশীল দেশে রাগীব আলীর মতো উৎসাহী, উদ্যমী ও পরোপকারী ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন।' অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. জে, উডম্যানের মতে অর্থোপার্জন শুধু নয়, সেই অর্থ কিভাবে ব্যয় করা উচিত রাগীব আলী সেই উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন। শিল্পপতি, ব্যাংকার ও ব্যবসায়ী অনেকে আছেন, ব্যাংকের টাকায় কোটিপতি ঋণ খেলাপীদের পরিচয়ও আমাদের জানা আছে। এই শ্রেণীর বাইরে রাগীব আলীরা আছেন, তাঁদের সম্পর্কে কিছুই জানি না। এখন জেনে তাই জানানোর তাগিদ অনুভব করেছি। চারণ কলামিস্ট বেলাল বেগের ভাষায় লেখায় ইতি টানছি-'যে লোকটি লন্ডনে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্য ইলেকট্রিক টাইপ রাইটার কিনে নিজের কাঁধে বয়ে নিয়ে যান, যে লোকটি কাব্যমঞ্চে বসতে ভালবাসেন' যে লোকটি একই সঙ্গে ২২টি শিল্প প্রতিষ্ঠান চালান, ১৭২টি সমাজসেবা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত' তাঁর সম্পর্কে কি লিখে শেষ করা যাবে? তা ছাড়া লেখার কি আছে? রাগীব আলী নিজেই বলেন, 'আমি কুস্তার মালিক না, আল্লাহ মালিক। তাইন দিছইন, তাইনের ইচ্ছায় খরচ করি।' তারপরও কথা থেকে যায়, আল্লাহ অনেককে তাঁর মতোই দিয়েছেন, কিন্তু তাঁর মতো কেউ খরচ করেন না কেন?

প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত, প্রখ্যাত কলামিষ্ট।

www.pathagar.com

রাগীব আলী ঃ চিত্তে ও বিত্তে

আ.ফ.ম. কামাল

জগৎ সংসারে কিছু কিছু ক্ষণজন্মা মানুষের আবির্ভাব ঘটে যারা তাঁদের সংসারের সীমা পার হয়ে অসীমের মধ্যে বিলীন হতে চান। তাঁরা চলে যান। তাঁদের নশ্বর দেহ মাটির সঙ্গে মিশে যায়। কিন্তু তাঁরা অমর অক্ষয় হয়ে থাকেন মানুষের মাঝে। তাঁদের কীর্তি তাঁদের কথা মানুষের মাঝে বিচরণ করে অনন্ত অনাদিকাল ধরে। এইসব ক্ষণজন্মা মানুষের সন্ধান মেলে শতাব্দীর ইতিহাস ঘাটলে, তাঁরা হয়ে যান ইতিহাস। এই মানুষগুলো তাঁদের নিজেদের অবস্থান করে নেন নিজ স্বার্থ ও লোভের ঊর্ধ্বে, তাঁরা হন বিনয়ী, নম্র, সদালাপী, নিরহংকার নিজেকে বিলিয়ে দেন পরের স্বার্থে পরের জন্য। তাঁরা বিশ্বাস করেন অর্থ ও সম্পদ ক্ষণস্থায়ী, পরিবর্তনশীল, এক হাত থেকে অন্য হাতে যাওয়াই তাঁর ধর্ম। বর্তমান সময়ে এ দেশের মানবকুলে তেমনি একটি নাম রাগীব আলী।

রাগীব আলী একটি অনন্য নাম, একটি ইতিহাস। পরিশ্রম, ধৈর্য, আত্মবিশ্বাসকে পুঁজি করে শূন্য থেকে যাত্রা করে আজ এক বিশাল ভূঁইয়ের মালিক হয়ে সাফল্যের শিখরে অবস্থান করছেন। তিনি তাঁর নিজের মনভূমিতে নিজেই সম্রাট, তাই মনের আনন্দে মানুষের কল্যাণে এক বিরল অবদান রেখে যাচ্ছেন, তাঁর এহেন কর্মকান্ড জাতি ধর্ম নির্বিশেষে আঞ্চলিকতা আর স্বার্থের বেড়া জাল ছিন্ন করে ছড়িয়ে পড়েছে সারা দেশে।

রাগীব আলী বিরাট বিত্ত আর প্রাচুর্যের মালিক হয়েও থাকেন অতিসাধারণ সাদামাটা ভাবে, খোলা মন নিয়ে মেশেন সবার সঙ্গে, তাঁকে দেখে তাঁর সাথে কথা বলে অনুমান করা যায় না তিনি এতো সম্পদ আর বিত্তের মালিক। "Plain living and high thinking" মতাদর্শের তিনি এক মূর্ত প্রতীক। অহংবোধ বর্জিত মানুষ রাগীব আলীর সঙ্গে কথা বলে বিশ্বাস হয় না যে তিনি একটি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চেয়ারম্যান। একটি প্রতিষ্ঠিত ব্যাংকের চেয়ারম্যান। একটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের প্রতিষ্ঠাতা। একজন শিল্পপতি কিংবা টি-প্লান্টার। তাঁর উন্নতির যাত্রা প্রবাসে হলেও তিনি আর দশজন থেকে ভিন্ন হয়েই স্বদেশের মায়ায় এখানেই তাঁর কর্মকান্ডের ব্যাপ্তি ঘটিয়েছেন।

তিনি কথাচ্ছলে আমাকে বললেন, 'আমার যে সম্পদ তা আমার নয়, তার মালিক তো রাব্বুল আলামিন। তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে মানবকূলে আমি মাত্র একজন চৌকিদার'। তাঁর এই বক্তব্য থেকে অনুমান করা যায় রাগীব আলী কোন মনের অধিকারী। তাঁর উপরের বক্তব্যকে জোর দিতে গিয়ে তিনি আরো বলেন 'আমার এই বিশ্বাস আছে বলেই এবং বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করে চলছি বলেই গোবরে

www.pathagar.com

হাত দিলে সোনা হয়ে যায়।' একথা বলেই তিনি একটা মৃতপ্রায় ক্ষতিগ্রস্ত চা-বাগান কেনার পর কিভাবে সেটা লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হল সেটা বিবৃত করেছিলেন।

এতদ্দেশে বিত্তবান লোকের অভাব নেই। বিশেষ করে বাংলাদেশ হওয়ার পর বাঙালি অনেক ধনকুবের সৃষ্টি হয়েছে। এদেশে এমনও ধনাঢ্য ব্যক্তি আছেন যেখানে রাগীব আলীকে যারপর নাই ছোট মনে হবে। কিন্তু তাদের চিত্ত ও বিত্তের মিল নেই। তারা বড় বিত্তের অধিকারী হলেও বড় চিত্তের বা মনের অধিকারী নন। তারা নিজের গন্ডির মধ্যে আবদ্ধ। তারা স্বার্থের গন্ডির বেড়াজালে বন্দি। তারা জনপ্রতিনিধি হওয়ার আশায় দান করেন। তারা ভবিষ্যতে মন্ত্রী কিংবা সম্মানজনক কিছু হওয়ার জন্য দান করেন। নিদেনপক্ষে তাঁর এলাকার প্রভাব প্রতিপত্তি পাওয়ার জন্যই দান করেন। তাঁরা মানুষের কাছ থেকে কিছু পেতে চান। রাগীব আলীর দান আঞ্চলিকতার বেড়াজাল ছিন্ন করে সমস্ত দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। সুদূর উত্তরবঙ্গ তথা বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে অসংখ্য মসজিদ মাদ্রাসা উন্নয়নে কিংবা প্রতিষ্ঠায় রাগীব আলীর ছোঁয়া আছে। কোন লাভ বা লোভের আশায় নয় শুধুমাত্র নিজের কর্তব্য বলেই দান করে যাচ্ছেন। তিনি বলেন মানুষের কাছে আমার পাওয়ার কিছুই নাই। আমার স্রষ্টাই আমার প্রতিদান দিচ্ছেন বা দিবেন।

সভ্য জগতের মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার প্রধান উপাদান হলো শিক্ষা। এই শিক্ষার প্রসার লাভের জন্য মানুষকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করার লক্ষ্যে তিনি নিজ নাম ও তদীয় স্ত্রীর নামে গড়ে তুলেছেন স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, মেডিক্যাল কলেজ। গরিব দুঃস্থ মানুষের চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল। প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার জন্য রোপণ করেছেন লক্ষাধিক বৃক্ষ। রাস্তা, ব্রিজ, কালভার্ট নির্মাণ ছাড়াও বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের সঙ্গেও তিনি সম্পৃক্ত।

যুবকদের সুন্দর স্বাস্থ্য সবল দেহের অধিকারী করতে পারলে সমাজে তারা সুন্দর মন ও মানসিকতার প্রসার ঘটাতে পারবে। এ বিশ্বাসে নির্ভর করে রাগীব আলী এগিয়ে এসেছেন কিশোর যুবকদের কাছে। তাদেরকে উৎসাহিত করার জন্য আয়োজন করেছেন বিভিন্ন টুর্নামেন্টের। জেলা ক্রীড়া সংস্থার অন্যতম ফুটবল দলের করছেন পৃষ্ঠপোষকতা। দুঃস্থ ক্রীড়াবিদদের প্রতিও তাঁর হস্ত প্রসারিত। কবি, সাহিত্যিক ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁর অপরিসীম দান তাঁকে করেছে স্মরণীয়। তিনি সাংবাদিকতার জগতেও সমভাবে বিচরণ করছেন।

রাগীব আলীর সাথে আমার পরিচয় খুব বেশিদিনের নয়। কিন্তু তাঁর সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর তাঁর আচরণ ব্যবহার সারল্য আমাকে আকৃষ্ট করেছে। তাঁর কাছ থেকে আদিঅন্ত শুনে আমার মনে হয়েছে তাঁর মতো একজন ক্ষণজন্মা মানুষের জন্ম শত শত বছরে একেক জনেরই হয়। তাঁদের কীর্তি দেখে অনুপ্রাণিত উৎসাহিত হয়ে কবি গেয়ে ওঠেন,

'আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে
আসে নাই কেহ অবনি পরে

www.pathagar.com

সকলের তরে সকল আমরা
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।'

রাগীব আলী অকাতরে দান করে যাচ্ছেন এই বিশ্বাসে যে মানুষ মরণশীল, নশ্বর দেহের একদিন অবসান হবেই কিন্তু কীর্তিগুলো বেঁচে থাকবে অনাদি অনন্তকাল ধরে। তিনি বিশ্বাস করেন সম্পদ কখনও একহাতে থাকে না। তা পরিবর্তনশীল। তাই সম্পদ থাকতে থাকতেই তাঁর যথার্থ ব্যবহার করা উচিত। তাই তিনি গড়ে তুলেছেন রাগীব-রাবেয়া স্কুল, রাগীব-রাবেয়া কলেজ, রাগীব-রাবেয়া মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল। এছাড়াও অসংখ্য স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, হাসপাতাল, ক্লাব, সামাজিক প্রতিষ্ঠান তাঁর অর্থানুকুল্যে সমৃদ্ধ হয়েছে, প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নাম বলতে গেলে একটা পুস্তক হয়ে যাবে। তবুও উল্লেখ করছি সিলেট মদন মোহন মহাবিদ্যালয়, সিলেট কলেজ, মইনুদ্দিন আদর্শ মহিলা কলেজ, ডায়াবেটিক হাসপাতাল, সিলেট জেলা ক্রীড়া সংস্থা ও প্রেস ক্লাব ভবনে তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। এক কথায় বলা যায়, রাগীব আলী শুধু এক বিশাল বিত্ত আর সম্পদের মালিক নন, তিনি এক বিশাল মনেরও অধিকারী। তাই চিত্ত আর বিত্তের সমন্বয়ে কাজ করে যাচ্ছেন আপন মনে।

রাগীব আলী, তাঁর সাফল্যে যিনি সাহস দিচ্ছেন, অনুপ্রেরণা দিচ্ছেন, শক্তির যোগান দিচ্ছেন তাঁর প্রেমময়ী সহধর্মিনী, তাকে ভুলে যাননি। তাইতো তিনি তাঁর নিজের নামের সঙ্গে তাঁর গুণবতী স্ত্রীকেও করে যাচ্ছেন প্রতিষ্ঠা, করছেন রাগীব-রাবেয়া স্কুল কলেজ হাসপাতালসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। স্ত্রীকে তাঁর নামের সঙ্গে সম্পৃক্তকরণ দেখে এক মহান ব্যক্তির কথা মনে হয়, তিনি হলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। যিনি আফসোস করে বলেছিলেন, Future will remember poet Modhushudon not Henrieta যিনি প্রেরণা উৎসাহ দিয়ে আমাকে এ পর্যন্ত এনেছেন। রাগীব আলীর এই আফসোস নেই কারণ তিনি তাঁর নামের সঙ্গে প্রেরণাময়ী স্ত্রীকেও জুড়ে নিচ্ছেন।

রাগীব আলী শূন্য থেকে জীবনের যাত্রা শুরু করে নিজ চেষ্টায় পরিশ্রমে নিজ কর্মে আত্মবিশ্বাসে ও একাগ্রতায় ভর করে উন্নতির নানা সিঁড়ি বেয়ে আজ শিকড়ের সন্ধান পেয়েছেন। আজো তাঁর কর্মপ্রচেষ্টার শেষ হয়নি, আয়েশ তাঁকে বশ করতে পারেনি। তাইতো দেখা যায় তাঁকে ব্যস্ততম জীবন কাটাতে। এক প্রজেক্ট থেকে অন্য প্রজেক্টে ঘুরে বেড়াতে। বয়সের সীমাকে ভ্রুক্ষেপ না করে নতুন নতুন প্রজেক্ট শুরু করছেন। তাঁর মহতি উদ্যোগগুলো সফল হোক, তিনি এক মহাপ্রাণের অধিকারী তিনি এক কর্মবীর।

তাঁকে দেখে তাঁর কর্মকান্ড অবলোকন করে শত মহাপ্রাণের সৃষ্টি হোক। চিত্তের সম্পদে ভরপুর হয়ে বিত্তের মোহ থেকে মুক্তি পেয়ে মানব কল্যাণে আরও হাজার রাগীব আলীর জন্ম হোক।

সাবেক চেয়ারম্যান, সিলেট পৌরসভা ও এডভোকেট জেলা বার, সিলেট।

www.pathagar.com

একজন নয় বাংলাদেশে আজ বহু রাগীব আলীর প্রয়োজন

আবদুল গাফফার চৌধুরী

বেশকিছু কাল আগে ঢাকা থেকে রাগীব আলী গ্রন্থ প্রকাশনা কমিটির পক্ষ থেকে এম এ খালেকের একটা চিঠি পেয়েছিলাম। তিনি লিখেছিলেন, আমরা আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, দেশের কৃতি শিল্পপতি, দানবীর, মানবিক মূল্যবোধে দীপ্যমান এবং সমাজ বিনির্মাণের সৈনিক জনাব রাগীব আলীর অবদানের স্বীকৃতি, সম্মানে রাগীব আলী স্মারক গ্রন্থ প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তাঁর প্রাপ্য এই স্বীকৃতি ও সম্মান নিবেদনের মধ্যেই অঙ্কুরিত হয়ে আছে আগামী প্রজন্মের উত্থান এবং বিজয় গর্ব ও গৌরব স্থাপনার মূল্যবান অধ্যায়। আমরা আশা রাখি আপনি জনাব রাগীব আলীর কীর্তি ও কর্মময় জীবনের ওপর তথ্যমূলক লেখা দিয়ে আমাদের এ প্রয়াসকে সমৃদ্ধ করে তুলবেন।

চিঠিটা পেয়ে আমি বহু ভেবেছি। জনাব রাগীব আলীকে আমি ভালো করে চিনি না। তাঁর রাজনৈতিক মতামত, তিনি ব্যক্তিগতভাবে কতোটা ভালো মানুষ, তাও আমি জানি না। এই অবস্থায় তাঁর সম্পর্কে আমার কি কিছু লেখা উচিত?

রাগীব আলী সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করতে গিয়ে আমার আরেকটা কাহিনী মনে পড়েছিল। শৈশবে পাঠ্যপুস্তকে পড়েছিলাম কাহিনীটা। হজরত আবু বিন আদহাম একদিন তাঁর ঘরে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন ছিলেন। হঠাৎ ঘুম ভাঙতেই তিনি দেখেন, তার মাথার কাছে বসে এক ফেরেশতা একটি সোনালি বইয়ে সোনার অক্ষরে কি সব যেন লিখছেন। আবু বিন আদহাম জিজ্ঞেস করলেন ঐ ফেরেশতাকে- আপনি এতো রাতে ওই বইতে কি সব লিখছেন? ফেরেশতা জবাব দিলেন- যেসব মানুষ আল্লাহর প্রিয়পাত্র আমি তাদের নাম লিখছি। আবু বিন আদহাম কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর ফেরেশতাকে বললেন, আমি সারা জীবন ভালো করে আল্লাহর এবাদত করিনি। আমার নাম কি আর ওই বইতে স্থান পাবে? ফেরেশতা তাকে বইটি দেখালেন। তাতে আল্লাহর প্রিয়পাত্রদের নামের তালিকায় সকলের আগে প্রথম নামটি হলো আবু বিন আদহামের। আবেগ-আপ্লুত কণ্ঠে আবু বিন আদহাম জিজ্ঞেস করলেন, জনাব আমার এই সৌভাগ্যের কারণ? ফেরেশতা জবাব দিলেন, আপনি আল্লাহর এবাদত তেমন করেননি, এ কথা সত্যি। কিন্তু সারাজীবন ধরে মানুষের সেবা করেছেন। মানুষের সেবার মধ্য দিয়েই আপনি সৃষ্টিকর্তার সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ এবাদত করেছেন।

www.pathagar.com

আমারও মনে হয় ব্যক্তিগত দোষগুণ দ্বারা কোন মানুষকে বিচার করার চেয়ে তার কাজ এবং কাজের উদ্দেশ্যে ও লক্ষ্যের দিকে তাকিয়ে তাকে বিচার করা উচিত। দানবীর হাজী মুহম্মদ মহসীনকে আমি দেখিনি। কিন্তু এ যাবৎ বাঙালি মুসলমান গভীর কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তাঁর নাম স্মরণ করে। তিনি তাঁর সারা জীবনের সঞ্চয় দান করে গেছেন গরিবের কল্যাণে এবং শিক্ষা বিস্তারে।

ব্যক্তিগতভাবে ভালো করে না চিনেও রাগীব আলীর কর্মজীবনের দিকে লক্ষ্য করে যদি তাকে বিচার করতে হয়, তাহলে বলতে হবে, তিনি একজন কর্মযোগী এবং দানবীর। শুধু বৃহত্তর সিলেটের নয়, সারা বাংলাদেশেরই তিনি গৌরব। আমি তাকে ভালো করে জানি না বটে, কিন্তু একেবারেই তাকে জানি না এ কথা ঠিক নয়। আশির দশকের শেষদিকে লন্ডনে তাঁর জামাই আব্দুল কাদিরের বাসায় তাঁর সঙ্গে আমার দেখা। আব্দুল কাদিরও প্রবাসী বাঙালি ব্যবসায়ী এবং লন্ডনের নটিংহিল গেটে অবস্থিত বাংলাদেশ সেন্টারের সেক্রেটারি। রাগীব আলী তখন কিছু দিনের জন্য লন্ডনে এসেছিলেন।

আমি তখন লন্ডনের সাপ্তাহিক নতুন দিন পত্রিকার সম্পাদক। পত্রিকাটির আর্থিক অবস্থা তখন ভালো ছিল না। পত্রিকাটির অন্যতম পরিচালক আলহাজ্ব তারা মিয়ার উদ্দেশ্য ছিল, রাগীব আলীকে নতুন দিনের সঙ্গে যুক্ত করা। রাগীব আলী তখনই মাল্টি মিলিওনিয়ার হিসেবে পরিচিত। সিলেট থেকে দৈনিক সিলেটের ডাক নামে একটি দৈনিক কাগজ প্রকাশ করেছেন। দৈনিক সিলেটের ডাকের নামডাক বেশ।

রাগীব আলীকে টেলিফোন করতেই তিনি আমাদের সাদরে তাঁর জামাইয়ের বাসায় আমন্ত্রণ জানালেন। আমি তারা মিয়াকে নিয়ে তাঁর বাসায় গেলাম। রাগীব আলীকে এই প্রথম দেখাতেই বিস্মিত হয়েছিলাম। একেবারেই সহজ সাধারণ একজন মানুষ। ধনের গরিমা তাঁর মধ্যে নেই। চমৎকার হিউমারিস্ট। কথায় কথায় হাসাতে পারেন। দেশের বিশেষ করে সিলেটের কতো প্রাচীন প্রবাদ, গল্প, উপকথা যে তিনি জানেন, তার ইয়ত্তা নেই। বুঝতে পেরেছিলাম, রাগীব আলীর প্রকৃত শিক্ষা ন্যাচার বা প্রকৃতি এবং লোকজীবন থেকে। এই শিক্ষার সম্পদ কলেজি শিক্ষার সম্পদ থেকে মোটেই কম নয়। একেবারে শূন্যহাতে তিনি কিভাবে জীবন সংগ্রামে নেমে সাফল্য অর্জন করেছেন, সে কাহিনীও অকপটে বিনাদ্বিধায় বললেন। কোথাও রাখঢাক নেই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ার মাত্র এক বছর আগে ১৯৩৮ সালে বৃহত্তর সিলেটের বিশ্বনাথের তালিবপুর গ্রামে তাঁর জন্ম। বর্তমানে থাকেন ঢাকার গুলশান উপশহরে। তাঁর ঊর্ধ্বতন পূর্ব পুরুষেরা বহিরাগত এবং প্রথমে সুনামগঞ্জের দিরাই থানার মাটিয়াপুর এলাকায় এসে বসতি স্থাপন করেন।

প্রথম দিনের আলাপেই রাগীব আলীর রাজনৈতিক মতামত জানতে চেয়েছিলাম। দেখলাম, তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল, কিন্তু কোনো রাজনৈতিক দলের প্রতি পক্ষপাতিত্ব নেই। জানা গেল, দৈনিক সিলেটের ডাককেও তিনি কোনো রাজনৈতিক দলের মুখপত্র করতে চান না। চান দেশের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার সত্যিকার প্রতিনিধি স্থানীয় পত্রিকা হিসেবে গড়ে তুলতে।

www.pathagar.com

সংবাদ পরিচালনায় আধুনিক প্রযুক্তি বিদ্যা বা টেকনোলজিক্যাল মেথোড প্রয়োগ সম্পর্কে তাঁর অগ্রসর চিন্তাভাবনা তখনই আমার ভালো লেগেছিল। তিনি মান্ধাতার আমলের কম্পোজ ও প্রিন্টিং পদ্ধতির সাহায্যে সংবাদপত্র পরিচালনায় উদ্যোগী নন। তাঁর পত্রিকাটি এখন ব্যবসায়িক সাফল্য এবং জনপ্রিয়তা দুই-ই অর্জন করেছে। এটা রাগীব আলীর সাংগঠনিক শক্তি এবং প্রতিভারই পরিচয় বহন করে।

সিলেটের দৈনিক সিলেটের ডাক এবং লন্ডনের সাপ্তাহিক নতুন দিনের মধ্যে একটা যোগাযোগ ও এলায়েন্স গড়ে তোলা সম্পর্কে রাগীব আলী তখনই রাজি হয়েছিলেন। তারা মিয়াকে বলেছিলেন একটা শর্ত। গাফফার সাহেবকে দৈনিক সিলেটের ডাকে মাসে অন্ততঃ একটা লেখা লিখতে হবে। ব্রিটেনের বাঙালি বিশেষ করে সিলেটিদের খবর নতুন দিন যেন দৈনিক সিলেটের ডাককে সরবরাহ করে। আমরা এ ব্যবস্থায় মোটামুটি রাজি হয়েছিলাম। পরে নানা কারণে নতুন দিনে আমার থাকা হয়নি। দৈনিক সিলেটের ডাকের সঙ্গেও নতুন দিনের ব্যবসায়িক সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি।

রাগীব আলীর সাথে আমার দ্বিতীয় দফা আলাপ কয়েক বছর আগে লন্ডনের 'বাংলাদেশ সেন্টারে' আয়োজিত তাঁর সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে। অনেক গণ্যমান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিই রাগীব আলীর কর্মজীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেছিলেন সেদিনের সভায়। তাঁর সমাজহিতকর কাজ ও দানের কথা জেনে আমি অভিভূত হয়েছি। প্রাইমারি স্কুল, মাদ্রাসা, হাই স্কুল থেকে শুরু করে কলেজ, হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ, মসজিদ, ব্যাংক, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় তাঁর উদ্যোগ ও দানের তালিকা আমাকে বিস্মিত করেছে। এই তালিকার বিশেষ কিছু প্রতিষ্ঠানের নামও যদি আমি এখানে উল্লেখ করি, তাহলে এই লেখার পরিসর বিরাট আকার ধারণ করবে।

আমার লেখা পড়েই হোক আর অন্য যে কোনো কারণেই হোক-রাগীব আলীর যে আমার প্রতি একটা ব্যক্তিগত টান আছে, তা আমি প্রথম উপলব্ধি করি কয়েক বছর আগে লন্ডন থেকে যখন সাপ্তাহিক সিলেটের ডাক প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হয়। রাগীব আলী প্রথম দিকে লন্ডনের এই সাপ্তাহিকটির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। কারণ, এই পত্রিকাটির নামও সিলেটের ডাক। সাপ্তাহিক সিলেটের ডাক প্রকাশ উপলক্ষ করে পূর্ব লন্ডনে এক বিরাট প্রকাশনা উৎসবের আয়োজন করা হয়। তাতে বাংলাদেশ থেকে আগত ডঃ কামাল হোসেনসহ আরো অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। হলে উপস্থিত ছিলেন চারশ'র উপরে আমন্ত্রিত অতিথি।

এই অনুষ্ঠানের আগে রাগীব আলী লন্ডনে পৌঁছেই আমাকে টেলিফোন করেন এবং সনির্বন্ধ অনুরোধ জানান, আমি যেন এই অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগ দেই। টেলিফোনেই তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেন, লন্ডন থেকে সিলেটের ডাক নাম দিয়ে কাগজ বের করা কি ঠিক হবে? সিলেটের ডাক লন্ডন থেকে বের করলে তা আঞ্চলিকতা দোষে দুষ্ট হবে না? আমি বলেছি মোটেই হবে না। আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাত ও প্রচারিত আমেরিকার একটি পত্রিকার নাম নিউইয়র্ক টাইমস। তাই বলে এটাকে কেবল নিউইয়র্ক স্টেটের পত্রিকা কেউ মনে করে না। এটা সারা

www.pathagar.com

আমেরিকার কাগজ। লন্ডন থেকে সিলেটের ডাক নাম দিয়ে কাগজ বের করলেও তা যদি বিষয় বৈচিত্র্যে সারা বাংলাদেশের রূপ রঙ ছবি তুলে ধরে, তাহলে নামে কিছু আসবে যাবে না। সিলেট তো বাংলাদেশেরই একটি এলাকা। আমার কথা শুনে রাগীব আলী খুশি হয়েছিলেন। বলেছিলেন, আপনার কথা শুনে আমার মনের দ্বিধাদ্বন্দ্ব দূর হয়েছে। আমাকে কেউ আঞ্চলিকভাবে সংকীর্ণমনা ভাবুক, তা আমি চাই না।

সাপ্তাহিক সিলেটের ডাকের প্রকাশনা উৎসবে শারীরিক অসুস্থতার জন্য আমি যেতে পারিনি। কিন্তু রাগীব আলী তাঁর বক্তৃতায় আমার নাম উল্লেখ করে যুক্তিগুলো তুলে ধরেছিলেন। তখনই আমার মনে হয়েছিল, তিনি আমার মতামতকে গুরুত্ব দেন। তাঁর সঙ্গে আমার আবার সাক্ষাৎ হয় গত বছর সেন্ট্রাল লন্ডনে ওয়ারেন ষ্ট্রিট তান্দুরি রেস্টুরেন্টে। তাঁর বন্ধু আব্দুল খালেক এই রেস্টুরেন্টের মালিক। তাঁর আমন্ত্রণেই এই রেস্টুরেন্টে গিয়েছিলাম। খালেক সাহেব বলেছিলেন, রাগীব আলীও আসবেন। দুপুরে ওই রেস্টুরেন্টে আমরা খেলাম। সম্ভবত আমার অনুজপ্রতিম সাংবাদিক আমিনুল হক বাদশাও সেদিন আমার সঙ্গে ছিলেন। রাগীব আলী সেদিন তাঁর রাগীব-রাবেয়া ফাউন্ডেশনের বহুমুখী প্রকল্পের বিরাট কর্মকান্ড আমাদের সামনে তুলে ধরলেন। প্রকল্পের মুখবন্ধেই বলা হয়েছে, এটি অরাজনৈতিক, অসাম্প্রদায়িক এবং মুনাফাবিহীন প্রতিষ্ঠান। ১৯৯৮ সালে এই ফাউন্ডেশনের জন্ম। রেজিস্টার্ড অফিস ঢাকার গুলশান মডেল টাউনে এবং সিলেটে ডিভিশনাল হেড কোয়ার্টারে অবস্থিত। এই ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য অভাবী, গৃহহীন ছেলেমেয়েদের জন্য গৃহ, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা। তাদের প্রতিভাকে সর্বোতমুখী বিকাশের ব্যবস্থা করা। তরুণদের জন্য চাকরি সৃষ্টির ব্যবস্থা করা যাতে বেকারত্বের জ্বালায় তাঁরা বিপথগামী না হয়, সন্ত্রাসী না হয়। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উচ্চশিক্ষার মাধ্যমে গবেষণা কার্যের সম্প্রসারণ, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা, মানব সম্পদ বৃদ্ধি এবং আর্থ-সামাজিক সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বাড়ানোর কাজে সাহায্য যোগানো।

এই ফাউন্ডেশনের আশু লক্ষ্য স্কুল, কলেজ, মেডিকেল কলেজ ও ইউনিভার্সিটিসহ বিভিন্ন ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠা। এতিমখানা, স্পোর্টস ক্লাব, মেডিকেল সেন্টার, মন্দির, মসজিদ, চার্চ, প্যাগোডা ইত্যাদিকে আর্থিক সাহায্য ও সহযোগিতা দান। আবাসিক-বাণিজ্যিক গৃহকমপ্লেক্স নির্মান এবং সারা দেশে ব্রিজ, কালভার্ট ইত্যাদি তৈরি করা। দেশময় টিউবওয়েল ও স্যানিটারি ল্যাট্রিন প্রতিষ্ঠা। পরিবেশ দূষণ থেকে দেশকে মুক্ত করার লক্ষ্যে অধিক গাছ লাগানোর আন্দোলন পরিচালনা। দেশব্যাপী লাইব্রেরি, ক্লাব, ব্যায়ামাগার প্রভৃতি স্থাপন করা। নারী শিক্ষা বিস্তারের জন্য স্বতন্ত্র স্কুল, কলেজ ও ক্লাব প্রতিষ্ঠা। শিক্ষা বিস্তারে অধিক স্কলারশিপ ও স্টাইপেন্ডের ব্যবস্থা করা। ফাউন্ডেশনের সঙ্গে অভিন্ন লক্ষ্যের এনজিওগুলোর সঙ্গে সহযোগিতা সম্প্রসারণ। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য বাড়ানোর লক্ষ্যে

www.pathagar.com

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সেমিনার সিম্পোজিয়াম অনুষ্ঠান ইত্যাদির ব্যবস্থা করা।

একজন ব্যবসা সফল মানুষ দেশের আর্থ-সামাজিক সাংস্কৃতিক জীবন সম্পর্কে এতো চিন্তা-ভাবনা করেন এবং তাঁর সমাধানে নিজের সময় ও শক্তি ব্যয় করেছেন দেখে আমি বিস্মিত হয়েছি। তাঁর চিন্তা-ভাবনাতো শুধু পরিকল্পনাতেই আবদ্ধ নয়; অসংখ্য জনহিতকর প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে তিনি তা বাস্তবায়িত করছেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত সিলেটের অত্যাধুনিক মধুবন সুপার মার্কেট আজ সারা দেশের গর্ব। তাঁর জালালাবাদ রাগীব-রাবেয়া মেডিকেল কলেজে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্পর্কে শিক্ষা লাভের চমৎকার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এ ছাড়া স্পোটিং ক্লাব, নারী শিক্ষা কেন্দ্র, জিমনেসিয়াম, মসজিদ, ওয়েলফেয়ার ফান্ড, মুক্তিযোদ্ধা পরিবার ফান্ড, ইসলামিয়া দারুল উলুম ইত্যাদি বহু প্রতিষ্ঠানের তিনি প্রতিষ্ঠাতা অথবা সাহায্যদাতা। তাঁর ব্যবসা-সাফল্যের প্রমাণ ৭টি রুগ্ন চা-বাগানকে তিনি লাভজনক ব্যবসায় পরিণত করেছেন। কোহিনূর ডিটারজেন্ট ফ্যাক্টরি তিনি যখন কেনেন, তখন এটি বন্ধ হওয়ার পথে, কেবল লোকসান টানতো। তাঁর পরিচালনায় এটি এখন লাভজনক শিল্প প্রতিষ্ঠান। এই কোম্পানির জেট গুঁড়ো সাবান বিদেশী ডিটারজেন্ট পাউডারের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে আজ বাংলাদেশে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করে টিকে আছে। দেশী পণ্যের উৎপাদন এবং তা জনপ্রিয় করে তোলার কাজে রাগীব আলীর সাফল্য অসামান্য। ১৯৯৯-তে লন্ডনে অনুষ্ঠিত ব্রিটিশ বাংলাদেশ চেম্বার অফ কমার্সের বার্ষিক ভোজসভায় তাকে বিজনেস অ্যাচিভমেন্টের পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে, এটা ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিকভাবে তুলে ধরার ব্যাপারে তাঁর সাফল্যেরই সামান্য স্বীকৃতি মাত্র।

১৯৫৭ সালে রাগীব আলী প্রথম লন্ডনে আসেন। ভাগ্যের সঙ্গে বড়ো বড়ো লড়াই, জীবিকা অর্জনে নানা অভিজ্ঞতা লাভের পর তিনি স্টেথামে তাজমহল রেস্টুরেন্ট প্রতিষ্ঠা দ্বারা প্রথম স্থিতিশীল ব্যবসায়ী জীবন শুরু করেন। লন্ডনে তাঁর একাধিক রেস্টুরেন্ট ছিল। প্রায় সবই গুটিয়ে নিয়ে তিনি এখন স্বদেশে স্থিত এবং বহুমুখী ব্যবসা ও সামাজিক কর্মকান্ডে জড়িত। এখন রাগীব আলী বাংলাদেশের একটি গর্বিত নাম। তিনি সাউথ ইস্ট ব্যাংকের চেয়ারম্যান এবং নর্থ সাউথ ও এশিয়া প্যাসিফিক ইউনির্ভাসিটির ভাইস চেয়ারম্যান।

আমি তখনই রাগীব আলী সম্পর্কে দু'কথা লিখতে প্রস্তুত হয়েছি, যখন দেখলাম, তিনি বাংলাদেশের ঋণ খেলাপিদের তালিকায় নেই। রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক কোনো স্বার্থেই সন্ত্রাসী ও মাস্তানদের প্রশ্রয় দেন না। তাঁর কর্মকান্ড পত্রিকা প্রকাশনা থেকে শুরু করে ব্যাংক, হাসপাতাল, সেবাসদন প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত বিস্তৃত-এমন একজন রাগীব আলীর নয়, আরো বহু রাগীব আলীর আজ প্রয়োজন বাংলাদেশে। তাঁর প্রতিষ্ঠানগুলো শুধু সিলেটে নয়, সারা বাংলাদেশে বিস্তৃত। তিনি বাংলাদেশের সিলেটি কৃতী সন্তান।

সাংবাদিক, কলামিষ্ট, লন্ডন প্রবাসী।

www.pathagar.com

অনন্য ব্যক্তিত্ব রাগীব আলী

এম এ রশীদ চৌধুরী

স্বর্ণ প্রসবিনী সিলেটে যুগে যুগে বহু প্রতিভাবান মানুষের জন্ম হয়েছে। এর মধ্যে অনেকেই আছেন আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাতিসম্পন্ন। আধ্যাত্মিক, রাজনৈতিক ও সাহিত্য সংস্কৃতি জগতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে গেছেন সিলেটের বহু কৃতী সন্তান। রাগীব আলী এসবের ব্যতিক্রম। শিল্প, সাহিত্য, রাজনীতি, ধর্মীয় অথবা এরকম কোন বিষয়ে তিনি তেমন কোন বিশেষজ্ঞ নন। এসবের কোনটিই তাঁকে অনন্য করে তোলেনি। অথচ সমগ্র সিলেট বিভাগে এমনকি সারা বাংলাদেশে এই নামে শুধু একজন রাগীব আলীকেই প্রায় সকলে জানে। এর কারণ অনুসন্ধান করতে আমি ঘনিষ্ঠভাবে জনাব রাগীব আলীর সঙ্গে মিশতে চেষ্টা করেছি। কাছে থেকে তাঁকে যতই দেখেছি ততই মুগ্ধ হয়েছি। অনেকে তাঁকে একজন সমাজসেবী এবং সফল ব্যবসায়ী হিসাবে দেখে থাকেন। কারণ তাঁর সমাজ সেবায় সারা বাংলাদেশে গড়ে উঠেছে বহু প্রতিষ্ঠান। টাকা পয়সা অনেকের কাছেই থাকে কিন্তু মানুষের কল্যাণের জন্য অর্থ ব্যয়ের মনমানসিকতাসম্পন্ন মানুষ তাঁর মত আর কাউকে পাইনি। তাই মানুষ হিসাবে রাগীব আলী অনন্য। তাঁর এই অনন্যতা বিচার বিশ্লেষণ করলে জানা যাবে অনেক কিছু। অধ্যবসায়, নিষ্ঠা, ব্যবসা প্রশাসনে ধী-শক্তি এবং আল্লাহর প্রতি অসীম বিশ্বাস তাঁকে অতি সাধারণ একজন প্রবাসী সিলেটীদের কাতার থেকে বর্তমানে জাতীয় অবস্থানে নিয়ে এসেছে। তাঁর জীবন থেকে শিক্ষা ও আদর্শ গ্রহণ করার মতো অনেক কিছু জানা প্রয়োজন আমাদের দেশের স্বার্থে, বর্তমান প্রজন্মের স্বার্থে। বক্ষমান নিবন্ধে তাঁর অনন্যতার কিছু দিক তুলে ধরার চেষ্টা করবো যা রাগীব আলীর প্রশস্তি গাঁথা না হয়ে এতে থাকবে আমাদের নূতন প্রজন্মের শিক্ষনীয় কিছু প্রেরণা। মানুষকে অতি মানুষ বানিয়ে মানব পূজা ও প্রকৃতি পূজা রোধে আমাদের ধর্মে আছ "সকল প্রশংসা শুধু আল্লাহর"। তাই হয়তো আমরা শুধু, মানুষের ত্রুটি খুঁজতে থাকি যা গীবতের পর্যায়ে গড়ে। অথচ তা আমাদের ধর্মে জঘণ্য অপরাধ। সংস্কৃতে একটি কথা আছে "মক্ষিকা ভ্রণ মিচ্ছন্তি"। অর্থাৎ মাছির কাজ হলো দুর্গন্ধের তালাশ করা। আল্‌হামদু লিল্লাহ্‌র ব্যাখ্যায় অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য তফসীরকারগণ বলেছেন আল্লাহর সৃষ্টি একটি সুন্দর ফুল অথবা একটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কোন জিনিসের প্রশংসা করলে এটা এবাদতের পর্যায়ে পড়ে। তাই ঐ নিয়তে আশরাফুল মাখলুকাত মানুষের গুণের কথা কিছু বর্ণনা করলে আমরা সবদিক দিয়েই উপকৃত হই। আমাদের রাসুল (সঃ) বলেছেন, "এক মুমিন অন্য মুমিনের আয়না স্বরূপ"। আয়নার সামনে দাঁড়ালে আমাদের অবয়ব এবং

www.pathagar.com

আবরণের ত্রুটি বিচ্যুতিগুলো ধরা পড়লে আমরা শুধরে নিতে সচেষ্ট হই। তেমনি মানুষ হিসেবে আমাদের দোষত্রুটিগুলো ব্যক্তিগতভাবে ভদ্রতার সহিত বুঝিয়ে দিলে সত্যিকারের বন্ধুর কাজ হয়। অথচ আমরা যে কোন মানুষের কর্মকান্ডে ত্রুটি খুঁজতে গিয়ে তাঁর ভাল দিকগুলোর প্রতি কোন খেয়ালই করিনা। বর্তমান সমাজে এর বাড়াবাড়ি এতো বেশী যে জন্য আমাদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ, ইকবাল, নজরুলের মতো প্রতিভার আবির্ভাব হচ্ছেনা। বিদ্যাসাগর, তীতুমীর মহসীন তো হারিয়ে গেছেন অনেক আগেই। যাক সে অন্য প্রসংগ। বলছিলাম এক অনন্য রাগীব আলীর কথা। যার বদান্যতা স্মরণ করিয়ে দেয় ঢাকার নওয়াব সলিমউল্লাহ, হুগলীর হাজী মুহাম্মদ মহসীন, করটিয়ার জমিদার ওয়াজেদ আলী খান পন্নী এবং মির্জাপুরের রণদা প্রসাদ সাহার কথা। বর্তমান বাংলাদেশে ব্যক্তিগত অর্থ ব্যয়ে স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, ছাত্রাবাস, বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ, হাসপাতাল, এতিমখানা, রাস্তা-ঘাট, পুল-কালর্ভাট তৈরী করে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন রাগীব আলী। এছাড়াও তাঁর ব্যক্তিগত দানে এবং পৃষ্ঠপোষকতায় চলছে অনেক প্রতিষ্ঠান এবং মানুষ। অথচ তিনি কোন ব্যাংকে ঋণখেলাপি নন। বরং ব্যাংক ও বীমা কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে তিনি এবং তাঁর মহিয়সী স্ত্রী রাবেয়া চৌধুরী অগ্রণী ভূমিকা পালন করে চলেছেন। প্রশ্ন উঠতে পারে, রাগীব আলী এত টাকা পেলেন কোথায়? আমার জানামতে তিনি বৈধ পন্থায় এবং নিরলস পরিশ্রমে বিগত পঞ্চাশ বছরে গড়ে তুলেছেন তাঁর ব্যবসায়িক সাম্রাজ্য। তাঁর নিজের ভাষায় "এগুলোর মালিক তিনি নন, সবই আল্লাহর দান তিনি শুধু এসবের পাহারাদার মাত্র।" জীবনে যে ব্যবসায়ই হাত দিয়েছেন তাতেই তিনি অচিন্ত্যনীয়ভাবে সফলতা লাভ করেছেন। সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বছরে তিলে তিলে তিনি কঠোর পরিশ্রম ও সংগ্রামের মাধ্যমে বর্তমান অবস্থায় পৌঁছেছেন মহান আল্লাহর অসীম রহমত ও বরকতে।

বৃহত্তর সিলেটে অনেক খাঁন বাহাদুর ও জমিদার ছিলেন। তাঁদের কীর্তি কলাপের মধ্যে গুটি কয়েক স্কুল, মাদ্রাসা, এতিমখানা, মুসাফিরখানা এবং লংলার নবাব আলী আমজাদের ঘড়ি ছাড়া বর্তমান প্রজন্মের কাছে উল্লেখ করার মতো তেমন কিছু নেই। তবে ইদানিং কয়েকজন দানশীল ব্যক্তিত্বকে নিজেদের পিতা-মাতার নামে কিছু সংখ্যক স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা করতে দেখা যায়। এটাও কম কৃতিত্বের কথা নয়। ইংরেজীতে একটি কথা আছে- "Charity begins at home" এটা নিঃসন্দেহে শুভ লক্ষণ।

রাগীব আলীর অনন্যতা তাঁর ব্যক্তি সত্তায় প্রতিভাত। একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন ব্যবসায়ী হয়েও তিনি অতি সাধারণভাবে জীবন যাপন করেন। তাঁর বাড়ী বা অফিসসমূহে নেই তেমন সাজ-সজ্জা। আচার-আচরণে নেই কোন অহংকার। তবুও সবকিছুতেই একটি রুচিবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। সংস্কৃতিবান মানুষ হিসেবে তিনি বাংলাদেশের শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ইতিহাস-ঐতিহ্য ও ধর্ম সম্পর্কে উদ্যোগী ভূমিকা পালনে সদা-তৎপর। তাঁর বদান্যতায় প্রকাশিত হয়েছে বহু গ্রন্থ,

www.pathagar.com

পুস্তক-পুস্তিকা, সংবাদপত্র, সহযোগিতা পেয়েছেন বহু কবি সাহিত্যিক ও গবেষকবৃন্দ।

রাগীব আলীর চিন্তা চেতনা ঘিরে আছে এদেশের তরুন সমাজ। তাই তিনি শিক্ষাকে গুরুত্ব দিয়েছেন সবার উপরে। তবে এ শিক্ষার পিছনে নৈতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ থাকতে হবে অত্যন্ত প্রবল। এটা তাঁর নিত্যকার প্রত্যাশা। গতানুগতিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি তাঁর অনীহা বহু কালের। তিনি রাজনীতির মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তনে বিশ্বাসী নন। তাঁর মতে নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন শিক্ষায় শিক্ষিত তরুণরাই কেবল সমাজ বিবর্তনে অনন্য ভূমিকা পালন করতে পারে।

রাগীব আলীর কথা এবং কাজের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তিনি কাজের মানুষ, কথার ফানুসে মন ভোলানো ঘুম পাড়ানি গান তিনি গাইতে জানেন না। জীবনে অভিজ্ঞতা অনেক। তাই তাঁর সঙ্গে বাক্য বিনিময়ে, কথা-বার্তায় এবং চলা-ফেরায় অনেক কিছু জানা যায়, শেখা-যায়। কিন্তু তিনি শিক্ষা গুরু সাজতে চাননা। বক্তৃতার মঞ্চ এবং রাজনীতির কুটকৌশলকে তিনি সব সময় এড়িয়ে চলেন। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা এবং সার্টিফিকেটের বোঝা তিনি বহন করেন না, তবে পড়াশুনা করেন প্রচুর। এমনকি ধর্মীয় ব্যাপারে মোল্লা-মৌলভীরা তাঁর কাছে হার মানেন। পবিত্র কুরআন তিনি শুধু নিয়মিত তেলাওয়াতই করেন না রীতিমত অধ্যয়ন করেন তফসীরসহ। ব্যক্তিগত ও পারিবারিক পরিবেশে ইসলামের সুমহান ঐতিহ্য পরতে পরতে জুড়ে আছে তাঁর সমগ্র জীবনধারায়।

আজ থেকে তিনযুগ আগে রাগীব আলীর স্বপ্নের জন্মভুমি সিলেটের চা-বাগানের প্রতি তাঁর তীব্র আকর্ষণ ফুটে উঠে লন্ডনের শেয়ার বাজারে। জেমস্ ফিনলে, ডানকান ব্রাদার্স, শাহ ওয়ালেস প্রভৃতি বৃটিশ চা কোম্পানীগুলোর শেয়ার তিনি কিনতে থাকেন লন্ডন মার্কেটে। বর্তমানে তাঁর চা-বাগানের সাম্রাজ্য সিলেট ছেড়ে চট্টগ্রামে বিস্তৃত হয়েছে। প্রায় সবগুলো রুগ্ন চা-বাগান তাঁর ছোঁয়ায় লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।

রাগীব আলীর জীবন সংগ্রামে তাঁর পূর্ব-পূরুষদের তথ্য জানতে গিয়ে জানা যায় যে, তিনি আফগান যোদ্ধাদের এক অধঃস্তন পুরুষ। মোঘলদের হাতে পরাজিত হয়ে পাঠান সেনাপতিগণ বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েন আত্মগোপনের উদ্দেশ্যে। তাদের অনেকেই সিলেটের ভাটি অঞ্চলে বসবাস করতে শুরু করেন। এমনি এক ব্যক্তি ছিলেন সৈয়দ মুহাম্মদ ইয়াওয়ার যিনি রাগীব আলীর সপ্তম উর্ধ্বতন পূর্বপুরুষ, সৈয়দ মুহাম্মদ ইয়াওয়ারের পূর্বপুরুষ সুনামগঞ্জ জেলার দিরাই থানার মাটিয়াপুর এলাকায় বসতি স্থাপন করেন। পরবর্তীকালে সৈয়দ মুহাম্মদ ইয়াওয়ার সিলেটের বিশ্বনাথ থানার তালিবপুর এলাকায় বাসস্থান নির্মাণ করেন। তাই রাগীব আলীর চেহারা-সুরতে, আচার-আচরণে, আতিথেয়তায় আফগানি আখরুটের স্বাদ পাওয়া যায়।

www.pathagar.com

বিশ্ব বিখ্যাত ফোর্ড ফাউন্ডেশনের ন্যায় রাগীব আলী প্রতিষ্ঠা করেছেন ''রাগীব-রাবেয়া ফাউন্ডেশন'' যার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে এদেশের আপামর জনসাধারণের কল্যাণ সাধন। বিশেষ করে বঞ্চিত, অবহেলিত বিত্তহীন প্রতিভাবান তরুণ সমাজকে আদর্শ, কর্মঠ এবং দেশপ্রেমিক নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলা। তাই অন্যান্য কর্মসূচীর মধ্যে প্রায়োগিক শিক্ষার জন্য গ্রহণ করা হয়েছে বিভিন্ন প্রকল্প। তাছাড়া শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সমাজ সেবায় এই ফাউন্ডেশনের রয়েছে অনেক সুদূরপ্রসারি পরিকল্পনা।

তাই আমাদের প্রত্যাশা নবপ্রজন্মে রাগীব আলীর মতো অনন্য ত্যাগী, সাহসী, পরিশ্রমী, সৎ, নিষ্ঠাবান, বিদ্যোৎসাহী, সংস্কৃতিবান এবং ধর্মীয় মূল্যবোধসম্পন্ন শতশত সোনার ছেলে নিজ প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে দেশ মাতৃকার সেবায় নিজেদেরকে উৎসর্গ করবে। ভোগ-বিলাস এবং অপসংস্কৃতিতে নিমগ্ন না থেকে সত্যিকারের মানুষ হয়ে গড়ে উঠবে।

ব্যাঙ্কার, প্রাবন্ধিক, সদস্য জালালাবাদ এসোসিয়েশন, ঢাকা।

www.pathagar.com

আমার দেখা একজন দার্শনিক

আশরাফুল ইসলাম চৌধুরী

বাংলাদেশের ব্যবসা ও শিল্পজগতে এক ধ্রুবতারার নাম রাগীব আলী, যাঁর কর্মজীবন শুরু ৫৭ সালে বিলেতে হোটেলের একজন ওয়েটার হিসাবে। বিরল প্রতিভা, সততা, নিষ্ঠা ও একাগ্রতার বলে, উল্লেখযোগ্য প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ ছাড়াই তাঁর নিজস্ব মেধা ও চিন্তার প্রয়োগে ব্যবসা ও শিল্পের ক্ষেত্রে অপূর্ব দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন তিনি। পরিতাপের বিষয় বহির্বিশ্বে ব্যাপকভাবে পরিচিত এ ব্যক্তিটি দেশের বর্তমান প্রজন্মের কাছে ততোটা পরিচিত নন। প্রচার বিমুখ, নিরহংকার, সাদাসিধে মানুষটি প্রথম দর্শনেই আমাকে বিমোহিত করেন। তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় স্বল্পদিনের। দেখা হয়েছে এ যাবত দু'বার, একবার আমার বাসায় এবং একবার তাঁর ব্যাংক কার্যালয়ে, আলাপ হয়েছে সর্বসাকুল্যে তিনবার, সাক্ষাতে দু'বার এবং টেলিফোনে একবার। এস্বল্প পরিসরেই আমি আবিষ্কার করলাম একজন দার্শনিককে। শ্রদ্ধায় তাঁর প্রতি আমার মন ভরে গিয়েছে। সাধারণ লোক যদিও তাঁকে আখ্যায়িত করে একজন ব্যবসায়ী, শিল্পপতি ও সমাজসেবী হিসেবে কিন্তু আমি তাঁর প্রতিটি কথায়, কর্মে ও চিন্তায় দেখতে পেয়েছি দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি যা ফুটে উঠেছে তাঁর নিজ দেশ নিয়ে হিমালয়সম গর্ব, সাধারণ মানুষকে নিয়ে দুর্নিবার আকষর্ণ, ভালোবাসা ও মমত্ববোধ। আমার বিবেচনায় জনাব রাগীব আলীর জীবন দর্শনের কয়েকটি দিক কিঞ্চিত তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

রাগীব আলীর ব্যক্তিগত দর্শন ঃ

তাঁর ভাষায় তিনি মানব সমাজের একজন ব্যক্তি। বিশাল বিশ্ব তাঁর আবাসস্থল, তাবৎ বিশ্বের জনগণ তাঁর আত্মীয়, বিশেষ করে স্বদেশের জনগণ তাঁর নিকট আত্মীয়।

Anyone residing at any place of the globe is my brother. Ardently I share the happiness of him and at his distross I feel acute pain. I do not like to keep myself confined to a particular region or district, a clan, a dynasty or to a period of time. I feel strong apathy towards recognition to nation, religion, language and apartheid policy. The my belief and conviction: Man is above all and I myself bear this identity. This is my unallowed credentials. Black or white, whatever may be the colour of human beings, the blood that runs through their vein is fundamentally RED. All of them experience the one and equal feeling in weal and woe, in urge and aspiration. No unlikeness

www.pathagar.com

operates in between their love and attachment, compassion and affection. We all are the offsprings of our parents.
Everyone steping to this earth is same and similar. We all use the same system and method to make a journey from our mother's womb to the tomb of earth. No deviation occurs among the people different in colour where nobody ever returns. During life-time one may rescue oneself from the grips of disease and beravement, sorrow and pain but with no least of possibliity to get rid of death's paw, Everyone comes to the earth empty hand and in facing death departs emptied. Owning to wealth and riches, pomp and power, beauty and youth, a train of mighty kings, rulers and emperors had appear here, and also each of them has now been lost in the ocean of oblivion, Where do they, who did once quiver the earth by power, now exist? Where is Chengiz? Halaku Khan or Sultan Mahmud of Gazni? Where lies Napoleon of France? Caesar of Rome? Czar of Russia? or Alexander The Great? With the flow of civilization a train of prophet, incarnations, wise men, saints and scientists were witnessed. And it's theirs services and contributions that have made the earth beautiful.
উপরে বর্ণিত দর্শনে লালিত একজন ব্যক্তি জনাব রাগীব আলী, তিনি একজন সম্পূর্ণ মানুষ। রাগীব আলীর জীবন দর্শন তাঁর কথায় নয়; কাজে ফুটে উঠেছে। তিনি নিজেকে কোনো বিশেষ এলাকার লোক বলে ভাবতে পছন্দ করেন না যেমনি করে থাকেন জগৎবিখ্যাত দার্শনিক ও মহামানবরা। তাইতো তিনি স্থাপন করেছেন বিভিন্ন ধর্মীয় শিক্ষা, সমাজসেবা, চিকিৎসা ও অন্যান্য জনহিতকর প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে এমনকি সুদূর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যে। এগুলোর সুবিধা ভোগ করছে ধনী, দরিদ্র, সাদা কালো নির্বিশেষে সকল ধর্মের জনগণ। এতো বড়ো মাপের জীবন দর্শনে পরিচালিত ব্যক্তি অন্তত আমাদের সমাজে প্রায়ই অনুপস্থিত। তাঁর জীবন দর্শন 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।' এটি তিনি তাঁর কর্ম, চিন্তায় এবং চেতনায় প্রতিনিয়তই প্রতিফলিত করছেন। 'ভোগে নয় ত্যাগেই প্রশান্তি'-এ প্রবাদটি প্রকৃত অর্থেই প্রতিফলিত হচ্ছে তাঁর কর্মে। আমাদের সমাজে যেখানে শতকরা প্রায় একশত ভাগ ধনাঢ্য ব্যক্তিই ধন উপার্জনে ন্যায় অন্যায় ভুলে গিয়ে মত্ত থাকে এবং সে সম্পদ সম্পূর্ণই নিজের ও পরিবারের ভোগে ব্যয় করে সেখানে জনাব রাগীব আলী সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। রাগীব আলীকে স্মরণ করলে মধুসূদনের

'সেই ধন্য নরকুলে
লোকে যারে নাহি ভুলে
মনের মন্দিরে নিত্য সর্বজন।'

www.pathagar.com

অমর কবিতার কয়েকটি লাইন মনে গুঞ্জরিয়া যায়-

রাগীব আলী তেমনি এক দার্শনিক ব্যক্তিত্ব যিনি নরকুলে চিরধন্য, চির পূজনীয়। তাঁর জীবন দর্শন ও কর্মযজ্ঞকে এভাবে দেখা যেতে পারে ঃ

People may be unreasonable, illogical and selfcentered
Love them anyway
If you do good
People will accuse you of selfish ulterior motive
Do good anyway
If you are successful
You will win false friends any true enemies
succeed anyway.
The good you do today will be forgotten tomorrow.
Do good anyway.
Honesty and frankness make you vulnerable.
Be honest and frank any way
What you spend years to build may be destroyed overnight.
Build anyway,

এ সবই জনাব আলীর বাস্তব জীবন ও কর্মের প্রতিচ্ছবি। কতো বড়ো মনের দার্শনিক মনোবৃত্তির হলে নিজের জীবনকে এভাবে পরিচালিত করা যায় তা আমি এর আগে আর পর্যবেক্ষণ করিনি, যদিও অনেক বিত্তশালী ও ধানাঢ্য ব্যক্তির সান্নিধ্যে এসেছি।

জনাব আলীর কর্ম সম্বন্ধীয় দর্শন ঃ

'হও কর্মেতে বীর
'হও ধরমেতে ধীর'-

এটি রাগীব আলীর জীবন দর্শনের আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক। ষাটোর্ধ্ব এ পূজনীয় ব্যক্তির কর্মচাঞ্চল্য ভাষায় বর্ণনাতীত। এ বয়সে যেখানে অধিকাংশ লোকই অবসর জীবন যাপন করে সেখানে জনাব আলী অহরাত্র কায়িক ও মানসিক পরিশ্রম দিয়ে তাঁর অসংখ্য ব্যবসা ও শিল্প প্রতিষ্ঠান, সামাজিক, আর্থিক, শিক্ষা ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে পরিচালিত করে যাচ্ছেন। পুরুষ শ্রেষ্ঠ কর্মবীর জনাব আলী জানেন এ স্বল্প সময়ের অবস্থানকে অর্থবহ করাই হওয়া উচিত মানবজীবনের একমাত্র আরাধনা যে বিষয়টি সাধারণা লোকের চিন্তার উর্ধ্বে। তিনি জানেন,

From the earth we come
Down to the earth we go

কাজেই এমন কর্মধারা সৃষ্টি করে যেতে হবে যা বর্তমান ও আগামী প্রজন্মের জন্য বলিষ্ঠ, সুউজ্জ্বল পথ নির্দেশক হিসেবে কাজ করে। বিশ্ব মানব সভ্যতার

www.pathagar.com

ক্রমবিকাশের ধারায় যুগে যুগে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক কর্মযজ্ঞের ও বিবর্তনের সময় যুগান্ত সৃষ্টিকারী এক একজন অনন্য প্রতিভার অধিকারী আল্লাহর নির্বাচিত মানব সন্তান জন্ম নেন। যাঁরা দেশের, দশের, সমাজের ও জাতির কল্যাণ কামনায় স্বীয় স্বার্থ, আরাম, আয়েশ, সুখ ও দুঃখকে হারাম করে ন্যায় নীতির পথে থেকে দিবানিশি অক্লান্ত পরিশ্রম করে সমাজ ও জাতিকে পথনির্দেশ দেন তেমনি একজন Living legend জনাব রাগীব আলী। তাঁর এ স্বল্প পরিসর জীবনে তিনি এ যাবত প্রায় ৯০টি সামাজিক, ধর্মীয়, চিকিৎসা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছেন এবং এখনো তাঁর এযাত্রা শেষ হয়নি। কি বিরল দৃষ্টান্ত! বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে এ ধরনের প্রকৃত কর্মধারা খুঁজে পাওয়া সত্যিই দুঃস্কর। জনাব রাগীব আলীকে দার্শনিক না বলে তা হলে কাকে আমি দার্শনিক বলবো? যিনি অন্যদের জন্য অনুকরণীয় দর্শন সৃষ্টি করেন। তিনিই তো দার্শনিক। তাহলে জনাব আলী কত বড়ো মাপের দার্শনিক তা সহজেই অনুমেয়।

জনাব রাগীব আলী পূর্ণাঙ্গ জীবনদর্শনের প্রদর্শক। তা মানুষের কর্মজীবন থেকে শুরু করে সামাজিক, ধর্মীয়, রাষ্ট্রীয় মানবীয় সকল ক্ষেত্রেই বিস্তৃত।

জনাব আলীর ধর্মীয় দর্শন

তিনি ধর্মভীরু, কিন্তু ধর্মান্ধ নন। সকল ধর্মের প্রতিই রয়েছে তাঁর সহানুভূতিশীল দৃষ্টি, তিনি বিশ্বাস করেন, The child, for instance born in Hindu caste is a Hindu by birth, and likewise a child becomes a Muslim for its birth in the Muslim community. Similarly a child grows up as a Christian in the same process and manner. Moreover, a child acquires its nationality by birth or by land. But the child in the womb of a mother of any land is simply coined as a baby. Likewise, when a man dies, he is simply treated as Carcass. The people, make differences among men on the basis of so-called obnoxious nations.

এ বিশ্বাস থেকেই তিনি অকাতরে দান করে গেছেন মন্দির, মসজিদ, গীর্জা ও প্যাগোডা নির্মাণে। কি অপরূপ অনুকরণীয় ধর্মীয় দর্শন। আজকের সমাজে এমন দৃষ্টান্ত আরেকটি খুঁজে পাওয়া অসম্ভবের কাছাকাছি।

জনাব রাগীব আলীর সামাজিক দর্শন

জনাব রাগীব আলী বিশ্বাস করেন

'The roots of happiness grow
deepest in the soil of service'

এ বিশ্বাস থেকে তিনি নিজেকে নিয়োজিত করেছেন জনগণের, মানবতার সেবায় বিভিন্ন রূপে। কখনো তিনি আবর্তিত হন গৃহহীনের গৃহ সংস্থানে। কখনো বেকারের কর্মসংস্থানে, কখনো এতিমের আশ্রয়দানে, কখনো রোগগ্রস্ত মানুষের চিকিৎসা

www.pathagar.com

সুবিধার সুযোগ সৃষ্টিতে, কখনো পশ্চাদপদ এলাকার জনগণের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে, কখনো শিক্ষায় অনগ্রসর এলাকার জনগণের শিক্ষা সুবিধা প্রদানে- অর্থাৎ জীবনের সকল ক্ষেত্রেই তাঁর সক্রিয় পদচারণার স্বাক্ষর বহন করে।

রাগীব আলীর শিক্ষা সংক্রান্ত দর্শন

"শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড" এ ধারণাটি জনাব আলী দৃঢ়ভাবে ধারণ করেন এবং তা বাস্তবে রূপদানের জন্য তিনি নিরন্তন কাজ করে যাচ্ছেন। তিনি জানেন এ দেশ শিক্ষায় বরাবরই পশ্চাদপদ, বিশেষ করে উচ্চশিক্ষার সুযোগ অত্যন্ত সীমিত যা জনাব আলীকে বিশেষভাবে পীড়া দেয়। আর সে কারণেই তিনি তাঁর কষ্টার্জিত হালাল অর্থ ব্যয় করে সৃষ্টি করেছেন অসংখ্য স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়। এরমধ্যে কয়েকটিকে আন্তর্জাতিক মানের আখ্যায়িত করা যায়। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে এ ধরনের দৃষ্টান্ত বিরল। আমরা জানি একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতি পেতে সরকারী কোষাগারে পাঁচ কোটি টাকা জমা দিতে হয়। বাংলাদেশের ধনাঢ্য ব্যক্তিরা যেখানে চিন্তা করেন পাঁচ কোটি টাকা ব্যাংকে গচ্ছিত রাখলে কিংবা ব্যবসায় বিনিয়োগ করলে তা থেকে বার্ষিক বিপুল পরিমাণ সুবিধা পাওয়া যায়, সেখানে জনাব আলী এ বিপুল অর্থ বিনিয়োগ করে একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন নিয়েছেন এবং কার্যক্রম শুরু করেছেন। এটি নিঃসন্দেহে একটি ভালো বিনিয়োগ। অবশ্য এ থেকে তিনি ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হবেন না। লাভবান হবে জাতি। এতোবড় ত্যাগের দৃষ্টান্ত কি আমরা এ সমাজে খুব বেশি খুঁজে পাবো। যদিও এ দেশে কোটিপতির সংখ্যা নেহায়েতই কম নয়। কথা প্রসঙ্গে তিনি আমাকে বলেছিলেন, এ দেশে আরো ১০০টি নতুন বিশ্ববিদ্যালয় হলেও তা জাতির উচ্চশিক্ষার চাহিদা পূরণ করতে যথেষ্ট নয়। এদেশের বিত্তবানরা কি জনাব আলীর এ ত্যাগের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে তাঁর দর্শনকে ধারণ করতে পারেন না?

জনাব আলীর স্বাস্থ্য সংক্রান্ত দর্শন

বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্যনীতিতে ২০০০ সালের মধ্যে সবার জন্য স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার অঙ্গীকার করা হয়েছে। সরকারের এ অঙ্গীকারকে বাস্তবে রূপ দেয়ার জন্য প্রকৃত অর্থে ব্যক্তি বা বেসরকারী উদ্যোগ একেবারেই নগণ্য। কিন্তু সম্পূর্ণ জীবন দর্শনের অধিকারী জনাব আলী এক্ষেত্রেও পিছিয়ে নেই। তিনি জানেন Health is wealth and to have a healthy nation, health care should be given priority. এ ধারণা ও বিশ্বাস থেকে স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়নের জন্য তিনি নিজেকে এখানে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়েছেন। এ লক্ষ্যে তিনি স্থাপন করেছেন একাধিক অত্যাধুনিক সুবিধা সম্বলিত মেটারনিটি ক্লিনিক, হাসপাতাল, বিশেষায়িত হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজ উল্লেখ্য। এখানে দরিদ্র রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রদান ও ঔষধ সরবরাহের ব্যবস্থা রয়েছে। তাঁর এ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ স্বয়ং ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. জে. উডম্যান ও যুক্তরাষ্ট্রের ট্রুম্যান স্টেট ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ড. ডি. টি. হারগে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে সাম্প্রতিককালে ব্যক্তিগত পত্র পাঠিয়েছেন

www.pathagar.com

যেখানে তাঁরা জনাব আলীকে 'মহান ও বিরল ব্যক্তিত্ব' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। এমন একজন বিরল গুণের ব্যক্তিকে 'মহান দার্শনিক হিসেবে আখ্যায়িত করতে কার্পণ্য করলে নিজের বিবেকের কাছেই দায়বদ্ধ হয়ে পড়বো।'

জনাব আলীর সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্বন্ধীয় দর্শন

দেশীয় সাহিত্য সংস্কৃতি লালন ও বিকাশের ক্ষেত্রেও জনাব রাগীব আলী পিছিয়ে নেই। তিনি জানেন আমাদের সাহিত্য, সংস্কৃতি আমাদের গর্ব। তাই একে লালন ও বিকশিত করতে হবে। এ জন্য তিনি অসংখ্য সাহিত্য, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানকে পৃষ্ঠপোষকতা করেন। অকাতরে দান করেন দরিদ্র ও প্রতিভাধর কবি, সাহিত্যিকের সৃষ্টিকর্ম প্রকাশনায়।

জনাব আলীর রাজনৈতিক দর্শন

জনাব আলীর রাজনৈতিক দর্শন চিরাচরিত দর্শন থেকে একবারেই ভিন্ন। তাঁর মতে স্বদেশমাতৃকাকে ভালবাসতে হলে রাজনৈতিক হতে হবে কিংবা রাজনৈতিক দলের সংকীর্ণতায় নিজেকে বন্দী করতে হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। তাঁর কাছে দেশ বড়, জাতি বড়, জাতীয়তা বড়। সেখানে দলের বাগাড়ম্বর থাকতে পারে না। তিনি বলেন, আমি 'রাজনৈতিক নই, দল করি না, কিন্তু জাতীয় স্বাতন্ত্র ও অস্তিত্ব রক্ষার প্রশ্ন যখন আসে, সেই দেশপ্রেমের আহবানকে উপেক্ষা করার শক্তি আমার নেই। তাই তিনি তাঁর এলাকার জনগণকে সচেতন করার জন্য বলেন, 'যাকে তোমরা প্রতিনিয়ত হাটে, মাঠে, ঘাটে, বাজারে পাবে, তাকেই তোমাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করবে'। এ থেকেই বোঝা যায় তিনি জনগণের অধিকার আদায় ও তাদের ভাগ্যোন্নয়নে কতোটা সচেতন। এটাই কি আমাদের প্রত্যেকের রাজনৈতিক দর্শন হওয়া উচিত নয়? আমাদের প্রত্যেকেই যদি এরূপ রাজনৈতিক দর্শন দিয়ে পরিচালিত হই তবে আমাদের অধিকার নিয়ে ছিনিমিনি খেলার রাজনীতি এদেশ থেকে সমূলে উৎপাটিত হবে।

মুক্তিযোদ্ধা , দেশপ্রেমিক রাগীব আলী

ইদানিংকালে আমরা অনেককেই নিজেকে মুক্তিযোদ্ধা দাবি করে গলা ফাটাতে দেখি। এদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে যাদের অবদান ও অংশগ্রহণ নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। একজন প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা কখনো নিজেকে জাহির করবেন না। এখানে অবশ্য একটি কথা বলে রাখা প্রাসঙ্গিক তাহলো যারা অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করে দেশকে স্বাধীন করেছেন তাঁরাই শুধু মুক্তিযোদ্ধা নন। এ দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে অনেকেই অনেকভাবে অংশগ্রহণ করেছেন যাঁদের অংশগ্রহণ ব্যতীত এদেশ এতো স্বল্প সময়ে স্বাধীন হওয়া ছিল অসম্ভব। যেমন-কবি, শিল্পী তাঁদের গান কবিতা ইত্যাদি দিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের অনুপ্রাণিত করেছেন, আবার অনেকে বিপুলভাবে আর্থিক সহায়তা দিয়ে তহবিল সংগ্রহ করে তা মুক্তিযোদ্ধাদের যোগান দিয়ে মুক্তিযুদ্ধ সফলভাবে চালিয়ে যাওয়ার পথ নিশ্চিত করেছেন। তেমনি

www.pathagar.com

একজন সত্যিকারের দেশপ্রেমিক, মুক্তিযোদ্ধা জনাব রাগীব আলী। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে শুরু করে স্বাধীনতা সংগ্রাম পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে তাঁর অনুদান অবিস্মরণীয়। স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন যখন এদেশ স্বাধীন হবে কি হবে না এ বিষয়ে অনেকেরই সংশয় ছিল সে দুর্দিনে নিজের জীবন ও সম্পদের চিন্তা না করে বিলেতের পথে পথে ঘুরে তিনি মুক্তিযুদ্ধ জন্য তহবিল সংগ্রহ করেছেন। এর সঙ্গে যোগ করেছেন নিজের কষ্টার্জিত বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা এবং তা এদেশের মুক্তিযোদ্ধারা সংগঠকদের কাছে পাঠিয়েছেন। দ্বিগুণ উৎসাহে চালিয়ে গিয়েছিলেন তার তহবিল সংগ্রহ এবং তা দেশে মুক্তিযুদ্ধের কাছে প্রেরণ। কিন্তু দুঃখের বিষয় এতোবড়ো একজন মুক্তিযোদ্ধের সংগঠককে আমরা আজও কোনো স্বীকৃতিই দেইনি। জাতির বিবেকের কাছে তাই প্রশ্ন, রাগীব আলীর মতো সত্যিকারের মুক্তিযোদ্ধারা জাতীয়ভাবে স্বীকৃতি পাবে কি? জনাব রাগীব আলীর জীবন দর্শন ও কর্ম সম্পর্কে এতো ক্ষুদ্র পরিসরে আলোচনা করা এবং তাঁর বিচরণ ক্ষেত্রে বিপুল দিক তুলে ধরা আমার মতো স্বল্প জ্ঞানের লোকের পক্ষে অসম্ভব। পরিশেষে বলা যায়-

Ragib Ali is a complete man a remarkable soul a notable philanthrophist and a great hilosopher Whom we all sould should salute and follow

আমাদের জীবন পরিসর অত্যন্ত স্বল্প, যে সময় চলে যায় তা আর কখনো ফিরে আসে না। সবাইকে চলে যেতে হবে অজানা অন্ধকারে যারজন্য আমাদের এ ধরণীতেই কিছু মূলধন সঞ্চয় করে নিতে হয় এবং যা করতে হয় অতিদ্রুত, সময় শেষ হওয়ার আগে। জনাব রাগীব আলী এ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ সফল। কারণ তিনি তাঁর দর্শন, চিন্তা ও কর্মের মাধ্যমে মানব কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত রেখে মৃত্যুর পর চিরস্থায়ী জীবনভোগের জন্য উল্লেখযোগ্য সঞ্চয় করেছেন এবং করছেন যা আমাদের নিকট এক উজ্জ্বল অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। তিনি আমাদের বলেছেন-

And thus the moment gone never comes back. Hence other soul, for ferrying thee, earn they coin,
Before the day is seen already gone.

পরম করুণাময়ের কাছে আমাদের প্রার্থনা তিনি এ মহান দার্শনিককে দীর্ঘজীবন দান করুন। যাতে করে এ দুর্ভাগা জাতির ভাগ্যোন্নয়নে তিনি আরো অধিক ভূমিকা রাখতে পারেন।

সহযোগী অধ্যাপক, মার্কেটিং বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

www.pathagar.com

রাগীব আলী ঃ একটি নক্সা
জন্ম উদ্যোগ সফলতা

অধ্যাপিকা সালমা চৌধুরী

১৯৩০-এর দশকে রাগীব আলীর জন্ম বিশ্বনাথ থানার তালিবপুর গ্রামে। পিতা হাজী রাশিদ আলী।

রাগীব আলী তালিবপুর থেকে মাত্র দুই মাইল দূরে লক্ষীবাসা মধ্য বংগ বিদ্যালয় থেকে ৫ম শ্রেণী পাস করে চলে যান বিখ্যাত গিরীশচন্দ্র হাই স্কুলে ক্লাশ সেভেনে।

উনিশ শত ছাপান্ন সালে মেট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পরই ১৯৫৭ সালের এপ্রিল মাসে গমন করেন সাত সমুদ্র তের নদীর পারে ইংল্যান্ডে। ভাষা শিক্ষা শেষ করে ভর্তি হন লন্ডনের একটি বিখ্যাত কলেজে। শিক্ষার সংগে সংগে চলতে থাকে Kitchen Porter-এর কাজ। ওয়েস্ট বন গ্রোব এবং নটিং হিলগেট কেলসি, টনচার্চ স্টীটের আলবিন ইন্ডিয়া রেস্টুরেন্টে রোজগার শুরু করেন পিকাডুলির জোবাস স্ট্রীটের ইন্ডিয়ান সাফিতে কাজ এবং চলতে থাকে বিদ্যাভ্যাস। ১৮ মাস শেষ হলে, Fulltime চাকরিতে যোগ দিতে বাধ্যহন তিনি। যুগ পরিক্রমার মধ্যে দিন রাত্রির পার্থক্য ঘুচে যায় এই পরিশ্রমী মানুষের কাছে। অতি উচ্চমানের ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টে তাঁর দরজা খুলে দেয় এই উচ্চাকাংখী মানুষের কাছে।

এই সমগ্র সময় Feature এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক আর্টিকেল অধ্যয়ন চলতে থাকে রোজগারের ফাঁকে ফাঁকে। ব্যবসায়ীকে জ্ঞানী হতে হবে এই সত্য প্রোথিত হয়ে যায় রাগীব আলীর সত্তায়। জ্ঞান এবং শ্রম ব্যতীত লক্ষ্যভেদ সম্ভব নয় বাজতে থাকে এই সুর।

জাম্বিয়ার শাসক কেনেথ কাউন্ডার অধীনে পেলেস হোটেলে কাজ করতে গিয়ে ধৈর্য্য শিক্ষা করেছেন রাগীব আলী। অন্য শ্রমিকদের সংগে শয্যা ভাগ করে নিয়েছেন প্রকৃত শিক্ষা লাভ করার জন্যেই । শ্রমকে ঘৃণা করতে শিখেননি রাগীব আলী। এই হোটেলে থেকেই সরাসরি মালিক হয়ে গেলেন রেস্তোঁরার, শেয়ার মার্কেট থেকে সংগ্রহ করেছেন প্রচুর মুদ্রা। অবশেষে উপার্জিত অর্থ দিয়ে ক্রয় করেছেন বহু চা-বাগান এবং কমজোর শিল্পসমূহ। পত্নী রাবেয়া খাতুন চৌধুরী, কন্যা রেজিনা এবং পুত্র আবদুল হাই এর সস্নেহ সাহায্যে আজ মালিক হয়েছেন অনেক প্রতিষ্ঠানের।

চাকরির পঞ্চম বৎসরে লন্ডনে স্ট্রেথাম হিল চমকে উঠল একদিন একটি রেস্তোঁরার জন্য। স্ট্রেথামহিল এই পরিশ্রমী মানুষের জীবন সড়কের প্রথম মাইলষ্টোন। বাংলার

www.pathagar.com

প্রথম বিপ্লবী নবাব সিরাজউদ্দৌলার শহীদ হবার দুইশত চার বৎসর পার হয়ে গেছে। বাঙালি ইংল্যান্ডে তাঁর আসন পাকা করে নিচ্ছে। এই ক্রান্তিকাল চিহ্নিত হয়ে গেল স্ট্রেথাম হিলের "তাজমহল" দ্বারা।

কেসিংস্টন পেলেস থেকে ১৯৬১ সালে অনন্য তাজমহল রেস্তোঁরায় উত্তরণ কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। জ্ঞান অর্জন, চক্ষু-কর্ন উপলব্ধি সজাগ রাখা এবং শরীরের প্রতিটি অংশকে সমর্পণ করে দেয়া শ্রমে, এই তিনটি প্রয়োগ যে কোন মানুষকেই পৌঁছে দেবে এভারেষ্টের চুড়ায়। সিলেটি কালচার সমৃদ্ধ নব্বই পাউন্ড কালচারের ছোঁয়া লেগে "তাজমহলের" লন্ডন জনমানুষকে মুগ্ধ করতে সময় ব্যয় হয় মোট বারটি মাস মাত্র। ইংল্যান্ডের সংস্কৃতির যে কুইজিন কোনকালেই ইতিহাসে বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়নি, সেই কুইজিনে আজ সংযোজন ঘটেছে আন্ডাভূনা, ভাতবিরান, চইপিঠা পক্ষী মাংস, বাইন মাছের কোর্মা কিংবা বাঁশ করুল মুরগী কারী জাতীয় বাংলাদেশী এবং সিলেটি ব্যঞ্জন।

রাগীব পরিবারের প্রচেষ্টার ফলে চীনা কুইজিনের ন্যায় বাংলাদেশী কুইজিন জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে লন্ডনে আগত পৃথিবীর সকল মানুষের কাছে। একথা কে না জানে যে, প্রাইম মিনিষ্টার হওয়ার পরে জন মেজর প্রতি সপ্তাহে সিলেটি রন্ধনের স্বাদ নিতেন সিলেটি রেস্তোঁরায় বসে। বহুজনের চেষ্টার ফলে এ সুনাম এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে ১০ নং ডাউনিং ষ্ট্রীটে যাবার পরেও নিয়মিত ডিশ পাঠাতেন রেস্তোঁরার মালিক। সমগ্র পরিবারের সম্মিলিত মেধা দ্বারা পাক-প্রণালীকে শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে আসার পশ্চাতে যে জ্ঞানী ব্যক্তিরা রয়েছেন তাঁর মধ্যে জনাব রাগীব আলী অবশ্যই অন্যতম।

লন্ডনের অনেক সিলেটি তথা বাংলাদেশী বৃটিশ আজ গর্ব করে বলেন, তোমরা দু'শত বছর আমাদের রক্ত চুষে বড় হয়েছ, আর আমরা শ্রম দিয়ে, ঘাম দিয়ে, মেধা দিয়ে সুন্দর একটি সমাজ গড়ে তুলেছি। ড্রাগস্ এলকোহল নাইট ক্লাববিহীন, একটি পবিত্র মানব গোষ্ঠী, একটি পবিত্র চিন্তাধারা, আদর্শ পারিবারিক জীবন গড়ে তুলেছি তোমাদের মরে যাওয়া নৈতিক জীবনে।

ইকোনমিস্ট অমর্ত্য সেন বলেন শুধু আত্মচিন্তায়, শুধু বড় হওয়া, শুধু ব্যাংক ব্যালেন্স বাড়ানো, এই সব কারণে আমাদের সমাজ, আমাদের সমাজের মানুষ, নিষ্ঠুর হয়ে যাচ্ছে। আবার তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে মাটির কাছে, পাখির কাছে, বৃক্ষের কাছে। মানুষকে কি করে ভালোবাসতে হয় তা শেখাতে হবে। আত্মীয়-স্বজন, ভাই, প্রতিবেশী সবাইকে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সহযোগী করে এগিয়ে চলেছেন রাবেয়া খাতুন চৌধুরী এবং রাগীব আলী।

প্রতিষ্ঠা ঃ স্বর্নাভ দিন ঃ কিচেন থেকে কেসল্ ঃ

দেশ-বিদেশের লেখক সৈয়দ মুজতবা আলী বলেন, বিত্ত যখন চলে আসে জ্ঞানী মানুষের হাতে, তখনই দেশে আসে সুখ, আসে আনন্দ, আসে শান্তি। রাবেয়া খাতুন এবং রাগীব আলীর জীবনচর্যার চারিধার আবৃত হোক মহৎ গ্রন্থদ্বারা। জ্ঞানার্জন এবং

www.pathagar.com

ধনার্জনের মিলনে দেশের মানুষের সম্মুখে জ্বলে উঠুক এক আলোর রোশনাই শামাদান।

রাগীব আলীকে বলা যেতে পারে একজন বীর সৈনিক। দেশের লক্ষ মানুষকে দৈন্য থেকে রক্ষা করেছেন, ক্ষুধা এবং অশিক্ষা নামক দু'টো দুশমনকে হত্যা করেছেন। তাদের হাতে তুলে দিয়েছেন কলম, মেশিন, কোদাল, কাঁচি, কাস্তে এবং টাইপ রাইটার। সে সব মানুষেরা দেখছেন তাঁরা একদিন চা-বাগানের মালিক হতে পারবেন। বিশাল বাসস্থান নির্মান করতে পারবেন। হসপিটালের বিভাগীয় প্রধান হতে পারবেন, বস্ত্র তৈরীর সম্রাট হতে পারবেন, ব্যাংক ইন্সুরেন্স কোম্পানী এবং ফ্যাক্টরীর মালিক হয়ে দেশের মানুষকে শিক্ষা দান করতে পারবেন। সরকারকে কোটি টাকার আয়কর দিয়ে বাজেটের ভারসাম্য রক্ষা করতে পারবেন। দরিদ্র শব্দটাকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারবেন জীবন নামক ইতিহাস থেকে।

রাগীব আলী একজন Economist কারণ, যারা Economics-এর গ্রন্থ মুখস্থ করে লক্ষ লক্ষ সেমিনারে বক্তৃতা করে ডক্টরেট অর্জন করেন, কিংবা নবেল পুরস্কার পান তাঁদের এই সুরমা, কুশিয়ারা বিধৌত সিলেটের মেহনতি মানুষ, পন্ডিত বলে স্বীকার করে না। যে পান্ডিত্য এ দেশের নব্বই ভাগ মানুষকে একটি আলোবাতাস পূর্ণ গ্রহন, একটি সবজি উদ্যান, বাচ্চাদের জন্য একটি প্রকৃত বিদ্যাপাঠ দিতে পারেনি, সেই পান্ডিত্যকে এদেশের মানুষ যে গ্রহণ করেনি, কর্মবীর রাগীব আলী সেই চরম সত্য উপলব্ধি করেছেন। শাবল হাতুড়ি কাস্তে কুড়াল, লাংগলকে অর্থনীতির অস্ত্র হিসেবে গন্য করেছেন। এককালের বিখ্যাত কোহিনুর সিলিকেট ইন্ডাষ্ট্রীর কর্মযজ্ঞে, বহু মানুষ খুঁজে পেয়েছিলেন তাঁর সত্তা কিন্তু প্রত্যেকটি ব্যবসার মুল শক্তি যে সততা এবং নিষ্ঠা, সেই শক্তির ঘাটতি হয়েছিল যে মূহুর্তে, Infrastructure ভেঙে পড়েছিল, সেই মুহুর্তে প্রায় ডুবে যাওয়া টাইটানিককে সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে সফল করে তুলেছেন রাগীব আলী এবং রাবেয়া খাতুন চৌধুরী।

১৯৮৩ সাল আমাদের জন্ম ভূমির জন্যে এক ক্রান্তি কাল। এ সময়ে যারা ভেঙে পড়া শিল্পসমূহকে আরোগ্য দান করেছিলেন তারা ইতিহাসে চিরকাল স্মরণীয়। এই সালে টেন্ডারে সর্বোচ্চ মূল্যদাতা হিসাবে রুগ্ন শিল্প ক্রয় করতে দ্বিধা করেননি তিনি। অন্যান্য দ্রব্যের মধ্যে বিশেষ করে বাংলার বস্তির বাক্স দিয়ে বানানো ঘর থেকে শুরু করে বারিধারার প্রাসাদ পর্যন্ত Jet এক জনপ্রিয় ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছে। এ জাতীয় যাবতীয় কল্যাণমুখী প্রতিষ্ঠানে ব্রতী হবেন যিনি, তিনি বিশ্বনাথ এলাকার বিখ্যাত ব্যক্তি জনাব রাগীব আলী এবং তদীয় পত্নী রাবেয়া খাতুন চৌধুরী। তাঁদের নন্দন এবং নন্দিনী।

নবেল বিজয়ী অমর্ত্যসেন বলেছেন দক্ষিণ এশিয়ার অভাব ক্ষুধা নয়, শিক্ষা। রাগীব আলী সম্ভবত ঃ ইতিহাসের এক সঠিক সময়ে সিলেটে রাবেয়া রাগীব মেডিকেল

www.pathagar.com

কলেজ, এবং ভার্সিটি স্থাপন করে দক্ষিণ এশিয়ায় শিক্ষাগত মানে উত্তরন করার সড়ক নির্মান করছেন স্বদেশের উর্বর মাটিতে।

স্বাধীনতা সংগ্রাম ঃ রক্তাক্ত স্বদেশ ঃ

১৯৭১-এর ২৫শে মার্চ যখন রক্তে ভিজে যায় দেশ, সে মূহূর্ত থেকে পুরো নয় মাস লন্ডন প্রবাসী বাঙালীরা নৈতিক যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন মাতৃভূমির সার্বিক উন্নতির বাসনায়; যিনি সামান্য আয় করেন তিনিও একটি পাউন্ড জমা দিয়েছেন ২৪ কেমব্রীজ গার্ডেনে, বাংলাদেশ সেন্টারে। সকলের সংগে আলোচ্য রাগীব আলী শুধু টাইপ রাইটার মেশিন ক্রয় করে নিয়ে আসেননি সেন্টারে, চেয়ার টেবিল কার্পেট দিয়ে সজ্জিত করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন তিনি। ১৬ মার্চের পর বাংলাদেশ হাইকমিশন বিল্ডিং ক্রয় করার পিছনেও সংগ্রাম অব্যাহত রাখেন রাগীব আলী। বিশ্বের যে দেশেই মেধাবী বাংলাদেশীর বাস, সেদেশেই জ্বলে উঠেছিল আলো। সুকান্তর কবিতা সেদিন সত্য হয়ে উঠেছিল ভুবনে। সকল দেশলাই কাঠিতে একসংগে আগুন লেগেছিল। তারা সোচ্চার হয়েছিল এই শব্দাবলীতে ঃ আমরা গড়ব একটি নতুন দেশ, স্বদেশের নাম বাংলাদেশ। পূর্ব পাকিস্তান নয়। পশ্চিম বংগ নয়। বৃটিশ শাসিত ভারতবর্ষের একটি প্রদেশ নয়। সবুজে লালে নিশান উড়িয়ে জন্ম নেবে একগোষ্ঠী সতেজ মানুষের বাসভূমি। মুসলিম হিন্দু খ্রস্টান বৌদ্ধ মিলে মিশে গড়বে এক উন্নত শিখাদীপ্ত দেশ-বাংলাদেশ।

সেই স্বপ্নের জন্য রাবেয়া রাগীব দম্পতি শ্রম দিয়ে, অর্থ দিয়ে, আপ্রাণ লড়াই করে গেছেন লন্ডন প্রবাসীদের হাতে হাত মিলিয়ে, মার্চ থেকে ডিসেম্বর এবং সেখানেই শেষ নয়, ডিসেম্বর থেকে ক্রমাগত ডিসেম্বরে লড়াই হয়েছে তীব্রতর। এ লড়াই বন্দুকের নয়, এ লড়াইতে শত্রু হল দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতা।

সাহিত্যিক ও অধ্যাপিকা।

www.pathagar.com

রক্তকরবী
দীপক লাহিড়ী

১৯৯৫ সালে জাতীয় কবিতা পরিষদের আমন্ত্রণে ঢাকায় যাই। উৎসব মঞ্চে অনেকের সঙ্গে বসে থাকতে দেখি এক ভদ্রলোককে যিনি কবি নন, অথচ কবিতা জগতের আশ্চর্য ফুটে থাকা ফুলের সৌরভ নিতে ভালোবাসেন। তখন কিন্তু তাঁর বিস্তৃত কর্মকান্ডের কথা কিছুই জানা ছিলনা, যতদিন পর্যন্ত না বিকল্প পাবলিকেশন্স প্রকাশিত 'রাগীব আলী লক্ষ জনের একজন' পুস্তিকাটি হাতে এল। মানুষের জীবনের নানা বর্ণময় দিক থাকে। কর্মময়তার দরিয়ায় ভেসে থাকার আনন্দ। তবে কোন পথে গেলে সেই অচিন আর্শিনগরের মুলুক সন্ধান পাওয়া যাবে সেটা সবার জানা নেই। আর সেই জন্যে সামাজিক প্রেক্ষাপটে কোন সচেতন কর্মযোগী প্রয়োজনে যাঁকে অবশ্যই সচ্চিদানন্দ হতে হবে। অসংখ্য ব্যবসায়িক কর্ম, শিল্পোন্নয়ন, সামাজিক কর্ম এসব ছাড়াও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা আত্মিক উপলব্ধির কয়েকটা স্তর আছে যেখান থেকে বাকী জীবন শুরু করা যায়। যদিও শুরু আর শেষ এই সৃষ্টির জানা আছে বলো কার। তবুও চলতে থাকার একটা পর্যায় আছে, সে পর্যন্ত অমলিনতা যদি তাতে খাপখায় তাহলেই আরম্ভের হাওয়াই বাজী আকাশে উঠে নানা রঙ ছড়িয়ে দেয় তাঁর গায়। সেই জন্যেই মানুষের মধ্যে অহর্নিশি আপনাকে জানার চেষ্টা উৎসারিত হচ্ছে। তাঁর ভেতরকার স্বপ্ন কল্পনা কাজের পরিপূরক হয়ে ফুল হয়ে ফুটে উঠছে গাছে গাছে- এই জন্যেই সততা, নিষ্ঠা ও ন্যায়ের প্রতীক হয়ে ওঠে মানুষ।

রাগীব আলী হেঁটে চলেছেন সীমানা সড়ক পেরিয়ে-যা চলে যাচ্ছে চেনামুখের মহল ছাড়িয়ে অচেনার আনন্দে। এইপথ শুধুই চলতে থাকার, ফিরে আসার নয়। এক মুহূর্ত থেকে অন্য সময়ের দিকে চলতে থাকা তো এক ধরনের অমরতা। ইনি বোধহয় সেই চলাচলেরই এক পথিক। পথ অবশ্যই কখনও জটিল, কখনও কর্কশ। তবু সীমাহীন আকর্ষণ প্রেরণা যুগিয়ে যাবে এই সব মানুষদের যাঁদের আছে কাজের উল্লাস। সাহিত্য সৃষ্টি, সভ্যতা এই দৃষ্টির প্রসারতাকে উদ্ভাসিত করুক। একাগ্রতা সঞ্চারিত হোক অসীম কর্মযজ্ঞের প্রেরণায়। মনের দুর্বার শক্তি, অনড় বাধা দূরে সরিয়ে দিক। সৃষ্টি হোক কর্মসফল ক্ষেত্র যেখানে আগামী ভবিষ্যত পেতে পারে দেয়ালীর উৎসব।

সুন্দরের জবাব সুন্দরই পায়। অসুন্দর যখন জবাব ছিনিয়ে নিতে চায়, বীণার তার বাজে না, ছিঁড়ে যায়- রবীন্দ্রনাথ, রক্তকরবী।

পরিশেষে সুন্দরের কর্মপ্রবাহে আপনাকে নমস্কার জানাই।

কবি ও প্রাবন্ধিক, কলকাতা।

www.pathagar.com

প্রিয় স্বপ্নের মানুষ রাগীব আলী

মঞ্জুষ দাশগুপ্ত

সোনার চামচ মুখে নিয়ে যারা জন্মান তারে আরো অধিক অর্জন আমরা খর্ব করে দেখতে চাইনা কিন্তু যারা নিঃস্বতার অন্ধকারে জন্মান কিন্তু জীবনকে আলোর উপকূলে নিয়ে যেতে পারেন এবং সেই সঙ্গে আরো অনেককে সেই পথের যাত্রী করে নিতে পারেন তিনিই যেন আমাদের আরো বেশি শ্রদ্ধার এবং আরো বেশি ভালোবাসার মানুষ হয়ে যান। একটি দেশের অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধিতে যদি তিনি সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন এবং অবহেলিত মানুষজনের সহায়তা করার ক্ষেত্রে একটি দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করার আত্ম অঙ্গীকার করেন তখন তার হাতে পৃথিবীর সর্বোত্তম গোলাপগুচ্ছ তুলে দিতে সাধ জাগে।

এই শতাব্দীর পাঁচের দশকে তিনি গিয়েছিলেন লন্ডনে। ভাগ্যের অন্বেষণে। ষাটের দশকের প্রথম দিকে সোনালী স্টার্লিং-এর সম্পদ নিয়ে ফিরেছিলেন বাংলাদেশে। যেন এক কল্পকাহিনীর বাস্তবতার প্রতিমূর্তি। শুধু শ্রম, বুদ্ধি, নিষ্ঠা, অধ্যবসায়ের জোরে সেই রাগীব আলী আজ রূপসী বাংলার অনন্য সম্পদশালী মানুষ। ভাবা যায় না। লন্ডনের হাই স্ট্রীট-এর অভিজাত কেনসিংটন প্যালেস হোটেলের সামান্য কিচেন বয় এমনভাবে অসামান্য প্রতিপত্তির অধিকারী হতে পারে। রবীন্দ্রনাথের গানের চরণ উদ্ধার করে বলতে ইচ্ছে করে 'বড়ো বিস্ময় লাগে হেরি তোমারে।'

মাত্র সাত বছরের সময়কালের মধ্যে সেই কিচেন বয় লন্ডনের ডাউন স্ট্রেটাম হিল এ 'দি তাজমহল' রেস্তোঁরার মালিক। ভাবাযায় কতখানি শ্রম আর আত্মপ্রত্যয়। এমন সাফল্য এমনি এমনি আসে না। কত নির্ঘুম রাত্রি কত শীতার্ত দিন কত দুঃখের আবর্তে আন্দোলিত। তবু অবিচল লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে গিয়েছেন রাগীব আলী। সার্থক হয়ে সমাদৃত আজ। আমাদের শ্রদ্ধা অভিনন্দন ধাবিত আজ তাই তাঁরই দিকে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী যে মানুষজন আজ দুস্থ ও অসহায় তাঁদের জন্যে কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন করেছেন রাগীব আলী। কত শিক্ষালয়ে তিনি অজস্র অর্থ দিতে পেরে ধন্য হয়েছেন। বহু মানুষের আত্মসম্মানবোধ ফিরিয়ে দিতে তিনি কর্মসংস্থানের দিকে নজর দিয়েছেন। জমিজমা নিয়ে অর্থনৈতিক কার্যাবলী সৃষ্টি করে চলেছেন। অসুস্থ চা-বাগানগুলিকে নিজের কর্মপ্রণোদনায় এখন অর্থনৈতিক ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। হয়তো কোনো একদিন শ্রীহট্টে বিশ্ববিদ্যালয়ও গড়ে তুলবেন।

www.pathagar.com

শ্রীহট্টের বিশ্বনাথ জনপদের ছোট্ট ছেলেটি আজ এতবড়ো হয়ে উঠবেন তা সম্ভবত কেউ ভাবেননি। কিন্তু বড় হয়েও তিনি নিজের ঐতিহ্যের কাছে ছোট্টটি হয়ে রয়েছেন তাই তাঁর মানবিক মূল্যবোধ এত প্রখর। তিনি যেন আমাদের বড় কাছের মানুষ। তাঁকে আমাদের সীমাহীন ভালোবাসার সরোবরে ফুটে ওঠা পদ্মসম্ভার উপহার দিয়ে অসীম আনন্দ পেতে চাই।

কবি, সাহিত্যিক, কলকাতা।

www.pathagar.com

ভালবাসা যার নাম

সুরজিৎ ঘোষ

যারা শিল্প সাহিত্যের সাধনা করেন, যারা নিজেদের নিয়োজিত রাখেন শিক্ষার বুনিয়াদ গড়ার কাজে কিংবা যারা তরুণ প্রজন্মকে মাতিয়ে তোলেন খেলাধুলোর সতেজ আনন্দে সকলেই স্বপ্ন দেখেন এমন কোনো বিশাল হৃদয় মানুষের যিনি নিজের লাভ লোকসান খ্যাতি অখ্যাতি সুযোগ সুবিধার কথা চিন্তা না করে এই সকল কাজের পৃষ্ঠপোষকতায় এগিয়ে আসবেন মুক্ত হস্তে। আমার দুর্ভাগ্য, আমি এমন লোকের দেখা খুব বেশি পাইনি। আমার সৌভাগ্য আমি এখনই এমন একজন লোকের কথা জানলাম। সৌভাগ্য আরও বেশি এইজন্য যে, তিনি একজন বাঙালি, আমাদেরই মতো। রাগীব আলী তাঁর নাম।

আমার কৈশোর যৌবন কেটেছে নানান কৃচ্ছ্রসাধনায়। আমি তাই জানি দারিদ্র মানুষকে মহান করে না অধিকাংশ ক্ষেত্রেই। তাই যারা লড়াই করে জীবনে দাঁড়িয়েছেন, এবং তারপরেও ভোলেননি তাঁর অতীতকে-তেমন মানুষদের প্রতি আমার আকর্ষণ তীব্র। লক্ষ জনের একজন বইটি পড়ে মনে হয়েছে রাগীব আলী তেমনই বিশেষ একজন, যাঁর জন্য বিশেষণের ফোয়ারা ছোটাবার প্রয়োজন নেই, স্বতই তিনি বিশিষ্ট।

কীর্তিমান মানুষকে সবাই মনে রাখেন। মানুষের কোনো কৃতি যখন জনজীবনে প্রচার ও প্রতিষ্ঠা পায় তখনই কৃতি হয়ে ওঠে কীর্তি। কীর্তিমান মানুষের চেয়ে কৃতিমান মানুষের মাপ তাই আরো বড়, কেননা প্রচার বা প্রতিষ্ঠার উপর স্বনির্ভর তিনি। রাগীব আলী তেমনই একজন কৃতিমান মানুষ বলেই মনে হল, একদিন যে মানুষটির অবদান সম্পর্কে সবাই অবহিত হবেন বলেই বিশ্বাস করি। আমি যদি আরও কিছুদিন বেঁচে থাকি তাহলে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হবে নিশ্চয়ই- হলে তাঁকে শুধু একটা কথাই বলব- মানুষের মৃত্যু হলে তবুও মানব থেকে যায়।

অধ্যাপক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা।

www.pathagar.com

প্রচার বিমুখ নির্লোভ পুরুষ

বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত

বন্ধু মোহন রায়হান যখন আমাকে কলকাতায় রাগীব আলীর গল্প বলছিলেন তখন মনে হচ্ছিল ছোটবেলায় ঢাকায় পুরোনা পল্টনের দিদিমা'র মুখে শোনা আলিবাবার চিচিং ফাঁক- এর গল্প। প্রথমে বিশ্বাস করতে পারিনি যে আমাদের এই দুই বাংলায় বাংলা ভাষার জন্য সব উজাড় করে দেয়ার মত ভালবাসা নিয়ে কেউ আছেন যাঁর নাম রাগীব আলী। মোহন আমাকে আশ্বস্ত করলেন, রাগীব আলী সম্পর্কে। সবশেষে এখন বিশ্বাস করছি রাগীব আলী সত্যিই আছেন, আমাদের মধ্যেই আছেন এবং তিনি আমাদের মতই একজন মানুষ। তাঁর সম্বন্ধে শুনে, পড়ে, আরো অনেক কিছু জেনে মনে হচ্ছে মানুষটি বাংলা ভাষার জন্য এবং সে ভাষায় কবিতা ও গদ্য লেখালেখির জন্য এমন বড় কাজ করতে চলেছেন এবং এমন অনেক কাজ এই ভাষার জন্য ইতোমধ্যেই করেছেন যা অচিরেই তাঁকে আমাদের অত্যন্ত গর্বের একজন মানুষ করে তুলবে। সবচেয়ে বিস্ময় লেগেছে এই জেনে যে তাঁর স্বপ্ন আছে অসীম এবং সেই স্বপ্নকে সার্থক করে তোলার জন্য ক্ষমতা আছে সেই আলাদীনের মতই, কিন্তু বিনিময়ে তাঁর চাওয়ার নেই কিছুই। চাওয়ার নেই পুরস্কার বা প্রচার, চাওয়ার নেই মন্ত্রীত্ব বা সরকারী নেক নজর। এমনকি তাঁর কাজকর্ম নিয়ে লেখা-লেখিতেও আলী সাহেবের আপত্তি। এমন মানুষকে দেখার লোভ কার না থাকে।

চিত্র পরিচালক, কবি ও অধ্যাপক, কলকাতা।

www.pathagar.com

কবিতা প্রিয় মানুষ

সমরেন্দ্র সেন গুপ্ত

রাগীব আলীর সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ কোন পরিচয় নেই। তবে বাংলাদেশের জাতীয় কবিতা উৎসবে দূর থেকে তাকে দেখেছি বলে মনে পড়ে। তার জীবনপঞ্জি বিস্ময়কর, সার্থক উপন্যাসের মতোই আকর্ষণীয়। সামানা অবস্থা থেকে শুরু করে নিজগুনেই তিনি এখন প্রভূত বিত্তশালী। তার পরিচয়ের প্রধান নিকম যদি অর্থ হতো তবে এ লেখার প্রয়োজনই হতোনা। তিনি কবিতাপ্রিয় মানুষ। যারা কবিতা লেখেন, কবিতার আন্দোলন করেন, তাদের জন্য আছে তার সদাপ্রস্তুত প্রশ্রয় শুনেছি তিনি বাংলাদেশের কবিতা উৎসবকে সাহায্য করেন। আশাকরি ভবিষ্যতেও করবেন।

রাগীব আলী বহু সমাজসেবামূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত। প্রায় বিরাশিটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তার নাম জড়িয়ে আছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য থেকে শুরু করে এমন কোন সমাজকল্যাণমূলক প্রমাণ নেই যেখানে তার অর্থ সাহায্য মহান ব্যঞ্জনা না পেয়েছে। এমন একটি মানুষ সাহিত্যের অপরোক্ষ প্রেমিক আমাদের মধ্যে আরো বহুদিন থাকুন এবং লেখক, কবি, সাহিত্যিকদের সাহায্য করে যান এই প্রার্থনা।

কবি, সম্পাদক, বিভাগ-কলকাতা।

www.pathagar.com

মানব সেবায় নিবেদিত এক মহাপ্রাণ কর্মবীর

ফজলুল কাদের কাদেরী

রাগীব আলীর সত্যিকার আদি নাম সৈয়দ রাগীব আলী, তাঁর পিতার নাম হাজী সৈয়দ রাশীদ আলী এবং পিতামহের নাম ছিল সৈয়দ মোহাম্মদ কামিল। সৈয়দ বংশের এই বংশ লতিকার ১১তম কর্মবীর আমাদের আজকের প্রতিবেদনের মূল ব্যক্তি। সৈয়দ রাগীব আলীর বংশলতিকা পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে এরা হলেন তৎকালীন অখন্ড ভারতের সুলতানী আমলের সৈয়দ মোহাম্মদ ইয়াকুব আফগানীর বংশধর। ইংরেজী ১২০৩ খৃষ্টাব্দে পাঠান সুলতানগণ সিলেটে যে রাজত্ব পরিচালনা করছিলেন যা পরাক্রমশালী মুঘল সম্রাট কর্তৃক পরাভূত হয় সেই সুলতানদেরই যোগ্য উত্তরসুরী সৈয়দ রাগীব আলী। অবশ্য সে বহু পুরাতন ইতিহাস মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীর এর আমলের কথা। সিলেটের শেষ পাঠান সুলতান ওসমান খান লোহানীর প্রধান সেনাপতি সৈয়দ মোহাম্মদ ইয়াকুব আফগানী থেকে তিনি হলেন ১১তম পুরুষ। তাঁর রক্তে রয়েছে সৈয়দ বংশের রক্ত-কণিকা যা আজ পর্যন্ত মুসলিম বিশ্বে শ্রেষ্ঠতম বলে পরিগণিত। তাঁর বংশলতিকায় ব্যবহৃত সৈয়দ উপাধি তাঁর তিন পুরুষ আগে থেকেই বাদ দেয়া হয়।

নামের পূর্বেই সৈয়দ ব্যবহার না করার ইতিহাসও খুব বিস্ময়কর। সৈয়দ রাগীব আলীর বংশলতিকার অষ্টম পুরুষ সৈয়দ মোহাম্মদ ইয়াওর তাঁর ফুফাতো বোনকে বিয়ে করেন এবং আপন ফুফা অর্থাৎ শ্বশুরকুলের কোন পুত্র সন্তান না থাকায় তিনি শ্বশুরের সম্পত্তি দেখাশুনার দায়িত্ব নেন। এটা ছিল বর্তমান বিশ্বনাথ থানাধীন কমলবাজার এলাকা। ফুফার প্রতি অপার শ্রদ্ধা-ভক্তির নিদর্শনস্বরূপ সৈয়দ রাগীব আলী ৮ম পুরুষ হতে নামের আগে সৈয়দ লেখা বাদ দেন। এটা পরিবারের আদব-কায়দা আখলাকেরই প্রতীক। আসলে বর্তমান রাগীব আলী, সত্যিকার অর্থে সৈয়দ রাগীব আলী। এ ধরনের আকিদা ও আখলাক বর্তমান যুগে বিরল। অনেকে নামের আগে "সৈয়দ" ব্যবহার করতে কতই না ব্যাকুল। অথচ সৈয়দ রাগীব আলীর পিতামহের পূর্বপুরুষ নিজেদেরকে "সৈয়দ" বলে আখ্যায়িত করতে অনুপোযুক্ত মনে করতেন। তাই আমাদের আজকের প্রতিবেদনের মুখ্য ব্যক্তি শুধু রাগীব আলী। কিন্তু শুধু রাগীব আলী ব্যবহার করলে কি হবে তাঁর ধমনীতে তো বইছে "সৈয়দ" দের রক্ত। তাই তাঁর আচার-আচরণে, কথাবার্তায় এবং কাজ-কর্মে "সৈয়দ" এরই প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়।

www.pathagar.com

মানুষের নামের শাব্দিক অর্থের সাথে তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও কর্মকান্ডের এমন মিল নিশ্চয়ই একটা কাকতালীয় বিরল ঘটনা। সৈয়দ রাগীব আলী একটা আরবী নাম। যার অর্থ দাঁড়ায় শ্রেষ্ঠ আকর্ষণীয় কর্মবীর। সৈয়দ শব্দের বাংলা অর্থ হলো শ্রেষ্ঠ বা সম্মান রাগীব শব্দের অর্থ হলো আকর্ষণকারী বা আকর্ষণীয় তাঁর আলী শব্দের অর্থ হলো উন্নত বা কর্মবীর। যদিও রাগীব পরিবার অত্যন্ত বিনয়ের সাথে সৈয়দ শব্দটি ব্যবহার করেননি তবুও তাঁর ব্যক্তিত্বের মধ্যে সৈয়দ মিশে আছে। তাছাড়াও তাঁর নামের অর্থের সাথে কি অপার মিল রয়েছে তাঁর ব্যক্তি জীবনের প্রতিফলনে। তিনি নিশ্চিয়ই এক আকর্ষণীয় কর্মবীর। এক অনন্য উন্নত ব্যক্তি। আমরা মানবকুলের ঐ সমস্ত ব্যক্তিত্বকেই উন্নত বলে আখ্যাদেই যাদের মধ্যে সহমর্মিতা, সহযোগিতা, মমত্ববোধ দরদীপ্রাণ, উদার এবং সংবেদনশীল এক হৃদয় ছবি দেখতে পাই। জনাব রাগীব আলীর মধ্যে এসব মানবিক গুণের কোন ব্যতিক্রম আমরা দেখতে পাইনা। তাঁর সাথে এই প্রতিবেদকের কোন পরিচয় নেই। চাক্ষুসভাবে দেখার সুযোগই হয়নি এই অধমের। তবে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর উপর বিভিন্ন সময়ে যে সব প্রতিবেদন ছাপা হয়েছে তাঁর দু'একটা এবং কিছু মান্যবর বিদেশী মানুষের দু'খানা চিঠি যা তাকে উদ্দেশ্য করে লেখা হয়েছে তা দেখার এবং পড়ার সুযোগ এই অধমের হয়েছিল। তা থেকেই অনুজপ্রতিম মোঃ শাহজাহানের অনুরোধে আজকের এই প্রতিবেদন।

সত্যিই অবাক হই তখন জানতে পারি যে ১৯৫৭ সনের ৪ এপ্রিল রাত ১২টায় নিজের ভাগ্য গড়তে যে লোকটি বিলেতে পাড়ি জমালো এবং একটা সাধারণ হোটেলে বাংলাদেশে বহুল প্রচলিত D.C/O.C. হিসেবে কাজ শুরু করলো সে লোকটি ১৯৯৮ সনে বাংলাদেশে অন্তত ঃ ২০/২১টি বাণিজ্য সংস্থার মালিক যারমধ্যে রয়েছে নয়টি চায়ের বাগান। তাছাড়া বহু ধর্মীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, চিকিৎসা, সেবা, ক্রীড়া, সাহিত্য ও সংবাদ বিষয়ক সংগঠনের কখনো দাতা, কখনো প্রতিষ্ঠাতা, কখনও সদস্য এবং কোথাও উপদেষ্টা হিসেবে তাঁর নাম খচিত। শ্রমের মর্যাদা যার চরিত্রের ভুষন, একনিষ্ঠ কর্মপ্রেরণা ও নিবিড় চেষ্টা এবং দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় যার জীবনের ব্রত তিনি তো একজন কর্মবীর হবেনই, তাঁর শির তো উন্নত থাকবেই-এসব দার্শনিক প্রত্যয়ের কথা মনে হলে রাগীব আলীকে কিংবদন্তির নায়ক আখ্যা দিতে ইচ্ছে হয়। আমার নিজের ইচ্ছেটা বাদদিয়ে কিছু দেশী-বিদেশী সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের মন্তব্য ও মূল্যায়ন জনাব রাগীব আলীকে যে আসনে আসীন করেছে তা সত্যিই বিরল এবং একজন বাঙালীর জন্য তা পরম পাওয়া এবং গর্বের বিষয়ও বটে।

বৃটিশ পার্লামেন্টের হাউস অব লর্ডস এর মাননীয় সদস্য জেফরি রাগীব আলী সম্পর্কে বলেছেন, নিজ দেশের বঞ্চিতদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের বিকাশের জন্য যে অদমনীয় উৎসাহ ও অদম্য প্রেরণা নিয়ে জনাব রাগীব আলী তাঁর অঞ্চলের অধিবাসীদের মঙ্গলের জন্য উদাহরণ রেখে চলেছেন তা ইংরেজ জাতিভূক্ত বাঙালীদের সমসাময়িক ইতিহাসে বিরল। যদিও এর পূর্ণ বিবরণ কেউ কোন দিন

www.pathagar.com

শাব্দিক অক্ষরে প্রকাশ করতে প্রয়াস পান না তা অপূর্ণ থেকে যাবে, তবে তাঁর অবদান হয়তো নতুন প্রজন্মের কাছে দিশারী রূপে কাজ করবে। বৃটিশ পার্লামেন্টের মাননীয় সদস্যের এই মন্তব্য বাঙালী জাতির জন্য এক গৌরবের বিষয় যার কর্ণধার স্বয়ং জনাব রাগীব আলী।

চট্টগ্রামের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি ও জাতীয় অধ্যাপক নুরুল ইসলাম রাগীব আলীকে দানবীর ও জনহিতৈষী বলে আখ্যায়িত করে তাঁর কর্মে মুগ্ধ হয়ে এক সদোক্তি করেন যে তাঁর একান্ত প্রচেষ্টায় সমাজের বহু অবহেলিত গরীব ছাত্র-ছাত্রীর কাছে শিক্ষার আলোর বিকাশ ঘটেছে তা না হলে এসব অবহেলিত ও গরিব ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতিভা অংকুরেই বিনষ্ট হতো। জাতীয় অধ্যাপক নুরুল ইসলাম মহোদয়ের এই সদোক্তির মাধ্যমে জনাব রাগীব আলীর শিক্ষানুরাগের পরিচয় মেলে তাঁর পাওয়া যায় গরিবের প্রতি তাঁর অন্ততঃ ভালবাসার। কত বড় মহান হৃদয়ের অধিকারী হলে কত বড় দানবীর হলে এটা সম্ভব তা সহজেই অনুমেয়।

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আইনবিদ ও বিশিষ্ট শাসনতন্ত্র প্রণয়নবিশারদ এবং এককালীন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর কামাল হোসেন জনাব রাগীব আলী সম্বন্ধে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেছেন "জনাব রাগীব আলী সামাজিক উন্নতির জন্য এক নিবেদিতপ্রাণ। দেশের তথা যুক্তরাজ্যে এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশের গরিবদের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা বিকাশের মহান প্রচেষ্টা এবং তাঁর অনন্য অবদান আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি যোগ্য।"এখানে জনাব রাগীব আলীর মানবসেবা এবং বিশ্বপ্রেমের ছবিটি সুন্দর ভাবে পরিস্ফুটিত হয়েছে। ডঃ কামাল হোসেনের বক্তব্যের মধ্যে আমি জনাব রাগীব আলীর জীবনাদর্শের একটা প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত লক্ষ্য করেছি। আর তা হলো "জনসেবাই ভগবৎ সেবা।" "He prayeth well, who loveth well; both men, birds and beasts" কত বড় চিন্তাশীল ও ধার্মিক ব্যক্তি তিনি। তাঁর জীবনাদর্শনের সাথে কোলরিজ বা স্বামী বিবেকান্দ এর চিন্তাধারার কি গভীর মিল লক্ষ্যনীয়। অসহায় গরিবের অকৃত্রিম বন্ধু এই জনাব রাগীব আলী।

বাংলাদেশের আরেকজন আইনবিদ ও সুপ্রিম কোর্টের ব্যারিস্টার ও এডভোকেট জনাব ইশতিয়াক আহমেদ রাগীব আলীকে উদারচেতা, মহানুভব ও সমাজহিতৈষী এক দানবীর বলে উল্লেখ করে বলেছেন যে, তাঁর প্রতিষ্ঠিত হাসপাতাল এবং মেডিকেল কলেজ এবং বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগের বহিঃপ্রকাশ। তাঁর ব্যবসায়িক, অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য কার্যক্রম প্রমাণ করে যে, তিনি অত্যন্ত দূরদর্শী, বুদ্ধিমত্তা ও প্রগাঢ় চেতনাধর্মী এক কর্মবীর যার নাম আজ দেশ ও বিদেশে সমাদৃত। অর্থ যে মানুষকে কি ভাবে সামাজিক ও দেশের জনগণের মঙ্গলের জন্য উজ্জীবিত করতে পারে এবং প্রচুর সম্পদ থাকা সত্ত্বেও যে

www.pathagar.com

একজন মানুষ সাধারণ নিরহংকারী জীবন যাপন করতে পারে রাগীব আলী তাঁর এক প্রকৃত উদাহরণ এবং নতুন পথের দিশারী।

স্কটল্যান্ডের এক প্রথিতযশা সাংবাদিক ডেবিড বেন-আরিয়া যিনি তাঁর লেখনি প্রতিভার জন্য বহু আন্তর্জাতিক সম্মানে ভূষিত তিনি জনাব রাগীব আলীর মধ্যে এক অবর্ননীয় এবং অসাধারণ কর্ম ক্ষমতা খুঁজে বের করেছেন। তিনি বলেছেন, যার কর্মপ্রেরণায় দুই শত ব্যবসায়িক অর্থনৈতিক মানবিক ও জনহিতকর প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে; উন্নয়নশীল বাংলাদেশে সাম্প্রতিক ২৩ বছরের ইতিহাসে যার হাতের ছোয়ায় গড়া নানা শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা; সত্যিই তিনি সম্মানীয়, সত্যিই তিনি পূজনীয়। সুদূর স্কটল্যান্ডের সাংবাদিকের এই উক্তি শুধু জনাব রাগীব আলীর জন্যই নয় সারা দেশের মানুষের জন্য এক গর্বের বিষয়। তাই বলি হে রাগীব আলী তুমি আমাদের নমস্যঃ।

যুক্তরাষ্ট্রের ট্রুমান ষ্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও পরিচালক প্রফেসর টি হার্সে জনাব রাগীব আলীকে বাংলাদেশের অন্যান্য বিত্তশালী ও ধনী ব্যক্তিদের জন্য আদর্শস্বরূপ হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেন যে তাঁর মত মহৎ হৃদয় নিয়ে, নিবেদিতপ্রাণ নিয়ে আত্মবিশ্বাস নিয়ে সর্বোপরি মানবসেবার ব্রতনিয়ে, বাংলাদেশের ধনী সম্প্রদায় যদি একটু এগিয়ে আসতো তাহলে বাংলাদেশ বিশ্বে এক উজ্জ্বল আদর্শ স্থাপন করে নতুন ইতিহাস রচনা করতে পারতো। তিনি বিশ্বাস করেন যে রাগীব আলী নতুন আলোর পথের যে সন্ধান দিয়েছেন বাংলাদেশের বিত্তশালীরা তাঁর সামান্য অনুকরণ করুক। তিনি আপন জীবনে উদাহরণ দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন যে অর্থ সম্পদ বা ধন কিভাবে অন্যের এবং ভাগ্যাহতদেরকেও ভাগ্যবান করতে পারে।

শেষে যুক্তরাজ্যের এক বিশিষ্ট পার্লামেন্ট সদস্য ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব মিঃ ফ্রাঙ্ক ডবসন যে অল্প দু'টি কথার মাধ্যমে জনাব রাগীব আলীর অদম্য, নিঃস্বার্থ কর্মতৎপরতার উল্লেখ করেছেন তাঁর উদ্ধৃতি দিয়ে বিদেশীদের চোখে বাংলার এই কর্মবীরের কথা শেষ করতে চাই। তিনি বলেন যে, রাগীব আলীর সৎকর্মের বিবরণ এবং উদ্যোগ সংস্কৃতির উল্লেখ করে লেখনীর মাধ্যমে তাঁর বিবরণ প্রদান বর্ণনাতীত। এর উদাহরণ শুধু অনুকরণীয়।

উপসংহারে প্রতিবেদক হিসেবে আমার আপন কথায়ই ফিরে আসতে চাই। আগেই বলেছি যে, একজন বিদগ্ধ ব্যাংক কর্মকর্তা হিসেবে, একজন অত্যন্ত আনকোড়া নাম না জানা অখ্যাত লেখক হিসেবে কিংবা শিক্ষা সংস্কৃতি জগতের সাথে সম্পৃক্ত থেকে এবং বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার কলাম লেখক হিসেবে সামান্য একটু পরিচিতি পেয়েও বাংলার এই সৌরভ, বাংলার দীঘিতে প্রস্ফুটিত এই নীলপদ্ম, দেশের এই বর্ণাঢ্য মানুষটির সাথে পরিচিত হওয়ার অপার সৌভাগ্য আমার হয়নি; তাঁর শারীরিক গঠন বা অবয়ব সম্পর্কে কিছুই বলতে না পারায় আমি দুঃখিত। তবে তিনি যে সৈয়দ বংশোদ্ভূত এ বিষয়টি সিলেটের আদি ইতিহাসে জানতে পেরে

www.pathagar.com

আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে, তাঁর গায়ের রং হবে ফর্সা কাঁচা হলুদের মত। কারণ এটা সৈয়দদের প্রকৃত নিশানা।

পত্র-পত্রিকা থেকে এই মহান হৃদয়ের মানুষটির যে পরিচয় আমি জানতে পেরেছি; বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গের বিভিন্ন সময়ের তাঁর চারিত্রিক মাধুর্যের যে বিবরণ দেখেছি; তাছাড়া যুক্তরাজ্য এবং যুক্তরাষ্ট্রের নামী-দামী রাজনীতিবিদ ও শিক্ষাবিদ তাঁর অনন্য প্রতিভা, অদম্য কর্মোদ্যম, বিরাট আন্তকরণ ও মানবসেবার অকৃত্রিম উন্মাদনা এবং নানাগুণের সমাহারের আধাররূপে তাঁকে চিত্রায়িত করেছেন তা থেকে এটা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে তিনি একজন বরেন্য বাঙালি, এ যুগের নতুন হাতেম তাই, পঙ্কজে প্রস্ফুটিত একটি নীলপদ্ম মানবসেবায় নিবেদিত এক মহাপ্রাণ কর্মবীর, বহুমানবিক গুণে গুণান্বিত, বহুজনের আলোর দিশারী ও অনন্য ব্যক্তিত্ব এবং জীবন্ত কিংবদন্তীর নায়ক। এ ধরনের মহাপ্রাণ একেকটি যুগে একজন ক্ষনজন্মা পুরুষ হিসেবেই আবির্ভূত হন। তাঁরা ইতিহাস রচনা করেন এবং জাতির কাছে ইতিহাস হয়েই থাকেন।

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে আমরা কত লোকের জীবনী রচনা করি। সরকারী পর্যায়ে বাংলা একাডেমী 'চরিতাভিধান' বলে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেছে। এসব গ্রন্থে জনাব রাগীব আলীর নাম আক্ষরিক পর্যায়ে সর্বাগ্রে থাকা উচিত ছিল। কত লোককেই তো আমরা জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন পদক দিয়ে থাকি। জনাব রাগীব আলী কি সমাজ সেবায় বা শিক্ষানুরাগী হিসেবে 'একুশে পদক' পেতে পারেন না? তিনি কি তাঁর সার্বিক কর্মকান্ডের জন্য 'প্রেসিডেন্ট স্বর্ণপদক' পেতে পারেন না? তাঁর নামটি কি জাতীয় ব্যক্তিত্ব এর সূচীতে থাকতে পারে না?

আমরা বাঙালি পরশ্রীকাতরতায় ভুগি, ভুলো আমাদের মন। মানুষকে মরণোত্তর সম্মান দিতে আমরা খুবই পারদর্শী। দাঁত থাকতে কেউ দাঁতের মর্যাদা বোঝে না। ক্ষ্যাপা সারাটা জীবন সাগর সৈকতে পরশ পাথর খুঁজে বেড়াতো কোমরে বাঁধা শিকলে পাথর তুলে ছুঁয়ে ফেলে দেয়া তাঁর অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল; খোঁজাই হয়েছিল তাঁর নেশা। এই নেশার ঝোঁকে কখন যে পরশ পাথর কুড়িয়ে পেয়েছিলো এবং কখন যে তাঁর ছোঁয়ায় কোমড়ের লোহার শিকল স্বর্ণে পরিণত হয়েছিলো তা সে দেখেনি। জীবনান্তে হঠাৎ দেখে যে তাঁর কোমড়ের পাথর কখন যে সোনা হয়ে গেছে। দুঃখের পরিতাপে হল নিঃশেষ।

তাই বলছিলাম যে এই বরেণ্য বাঙালির মর্যাদা আমরা আর কখন দেব? পঙ্কজে প্রস্ফুটিত এই নীলপদ্মটি কি আমাদের হলুদ চোখে দেখতে পাবো না? মহান আল্লাহতায়ালা এই ক্ষণজন্মা পুরুষটিকে হায়াত দরাজ করুন, দেশের জাতির খেদমত করার আঁরও তৌফিক দিন।

প্রাবন্ধিক, সাংবাদিক, কুমিল্লা।

www.pathagar.com

রাগীব আলী ঃ মূল্যায়নের

গ্রুপ ক্যাপটেন ফজলুর রহমান (অবঃ)

প্রাক কথন

বিংশ শতকের ত্রিশের দশক একাধিক জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক কারণে ইতিহাসের পাতায় চিহ্নিত হয়ে আছে। তিন তিনটি "রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স" ব্যর্থ হওয়ার ফলে উপহাদেশের স্বরাজের স্বপ্ন ভেস্তে যায়। রাজনীতিতে নেমে আসে হতাশা ও অস্থিরতা ঃ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা উপমহাদেশে ছড়িয়ে পড়ে।

কোলকাতায় এই সময়ে মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের উন্মেষ। উপমহাদেশের বাছাই করা ফুটবল খেলোয়াড়দের নিয়ে গঠিত এই দল একের পর এক শিল্ড/ট্রফি বিজয় করে। এই মুসলিম ফুটবল টীমের সাফল্যকে কেন্দ্র করে উপমহাদেশে মুসলিম জাতীয়তাবাদের জাগরণ ঘটে বললে মোটেই অত্যুক্তি হবেনা

এই ত্রিশের দশকেই সারা বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দায় নিমজ্জিত হয়। জাপান নতুন পরাশক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। সুলতান আবদুল আজিজ ইবনে সউদ ছিন্ন ভিন্ন আঁরব উপদ্বীপে আধুনিক "সউদী আরাবীয়া কিংডমের" ভিত্তি স্থাপন করেন।

অপরদিকে জার্মেনীতে হিটলার ও নাৎসীবাদের অভ্যুত্থান ঘটে। এই দশকে ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সূত্রপাত।

সেই ত্রিশের দশকের মাঝামাঝি রাগীব আলীর জন্ম সিলেটের বিশ্বনাথ থানার তালিবপুর গ্রামে এক গৃহস্থ পরিবারে। তাঁর পিতা হাজি রাশিদ আলী ও মাতা বেগম রাবেয়া বানু। আট ভাইয়ের মধ্যে রাগীব আলী পঞ্চম।

আমাদের এই প্রবন্ধের রাগীব আলীর জন্মস্থান, বংশবৃত্তান্ত বা পরিবেশের কোনো বিশেষ তাৎপর্য নাই। কারণ আমাদের সমাজের একটি মহাজন বাক্য- "জন্ম হোক যথা তথা, কর্ম হোক ভাল।" সুতরাং রাগীব আলীর মূল্যায়ন হবে তাঁর কর্মকান্ড ভিত্তি করে।

শিক্ষা জীবন

গ্রামীণ পাঠশালায় রাগীব আলীর লেখাপড়ার হাতেখড়ি। পাঠশালার পড়া শেষে লক্ষীবাসা মধ্যবঙ্গ বিদ্যালয়, সেখান থেকে তিনি সিলেটে রাজা গিরিশচন্দ্র হাই স্কুলে ভর্তি হন। ১৯৫৫ সালে মেট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। রাগীব আলী তাঁর পাঠ্যপুস্তকে জীবনের দিক নির্দেশনা পেয়ে গেলেন-

"মুখে হাসি, বুকে বল, তেজে ভরা মন,
মানুষ হইতে হবে এই তার পণ।"

www.pathagar.com

পঞ্চাশের দশকে সিলেটের তরুণ সমাজে "লন্ডনীজ্বর" এপিডেমিকরূপে আত্মপ্রকাশ করে। রাগীব আলীও এই জ্বরে আক্রান্ত হন। সিলেটি তরুণগণ তখন দু'টি দেশ চিনত "সিলেট" আর "বিলেত।" রাগীব আলীরও তখন মুখে হাসি, বুকে বল এবং চোখে বিলেতের স্বপ্ন। বিলেত যেতে হবে, আরও পড়াশুনা করতে হবে- তাঁরপর অন্য চিন্তা। কিন্তু বিলেত যাওয়ার বাঁধা বিপত্তি অনেক। রাগীব আলীর দুর্জয় ইচ্ছার নিকট সব বাঁধা পরাস্ত হয়। ১৯৫৭ সালে তিনি বিলেতে পাড়ি জমান।

শেষ পর্যন্ত স্বপ্নের দেশ বিলাত পৌঁছেন এবং জেরার স্ট্রীটে স্কুলে ভর্তি হয়ে 'এ' লেভেল পর্যন্ত লেখাপড়া করেন। অপরদিকে নিজের থাকা খাওয়ার জন্য রেস্টুরেন্টে পার্টটাইম চাকরি যোগাড় করেন। রাত্রে কিচেন বয়-দিনে স্টুডেন্ট। এই দ্বৈত জীবন যাপন অসম্ভব হয়ে পড়ল। সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় এল- জীবন জীবিকার দাবী অগ্রগণ্য। সুতরাং প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় ইতি টানতে হল।

রাগীব আলী রেস্টুরেন্ট-হোটেলের চাকরিতে আত্মনিয়োগ করলেন মনে প্রাণে। কঠোর পরিশ্রম, রাতের বেলা মনোযোগ দিয়ে পড়েন লন্ডন টাইমস এর অর্থনীতির পাতা। লক্ষ্য করেন শেয়ার মার্কেটের উঠানামার খেলা। এ সময়টাও ছিল তাঁর শিক্ষা জীবনের অংশ-Vocational training। এই শেয়ার মার্কেটই রাগীব আলীকে নিজের পায়ে দাঁড় করিয়ে দেয়।

জীবন সংগ্রাম

বাংলা বার্তাকে দেয়া বিশেষ সাক্ষাৎকারে রাগীব আলী তাঁর জীবন সংগ্রাম ও জীবন দর্শনকে এভাবে তুলে ধরেছেন।

"আমি ছোটবেলা থেকে বড় হওয়ার জন্য সংগ্রাম করেছি। ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেয়ার পরই বিলাতে চলে যাই। সেখানে গিয়ে 'এ' লেভেল পর্যন্ত লেখাপড়া করেছি। তারপর পুরোপুরি কর্ম জীবনে প্রবেশ করি। গরীবের ছেলে দেশের বাড়িতে টাকা পয়সা পাঠাতে হতো। টাকার জন্য হোটেলে আলু পেয়াজ পর্যন্ত কেটেছি। মা-বাবার দোয়া ছিল বলেই এক পর্যায়ে আমি প্রচুর ধন-সম্পদের মালিক হয়েছি।"

"সমাজ সেবা করার জন্য আল্লাহ আমাকে সৃষ্টি করেছেন। এটা আমার জীবনের অংশ। তবে জনগণের সেবার বিনিময়ে আমি কিছু চাইনা। যা করছি ফি-সাবিলিল্লাহ। জনসেবার পেছনে আমার কোন উদ্দেশ্য নেই। এর বিনিময়ে আমি কারো কাছে ভোটের জন্য যাইনি। এ ব্যাপারে ভবিষ্যতেও কোথাও হাত পাততে যাবো না। আল্লাহর ইচ্ছায় এবং নিজের তাগিদেই আমি জনগনের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রাখতে চাই।"

এই সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের মধ্যে তাঁর জীবন দর্শনের মূল সুর খুজে পাওয়া যায়। রাগীব আলী শূন্য থেকে যাত্রা শুরু করে, সম্পদের মাউন্ট এভারেস্টে পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছেন নিরলস প্রচেষ্টা, অমানুষিক শ্রম, মেধা ও আত্মপ্রত্যয়ের দীপ্ত অঙ্গীকারে। ইংরাজীতে একটি কথা আছে Nothing succeeds like success.

www.pathagar.com

সাধারণত ঃ দেখা যায় বিত্তশালীগণ চিত্তবান হন না। তবে রাগীব আলী ব্যতিক্রমধর্মী। তাঁর বিত্ত ও চিত্ত একই তালে, একই সুরে একই ছন্দে গ্রথিত। বিত্ত যেভাবে অর্জন হয়, চিত্ত ঠিক সেভাবেই বিতরণ করে।

সম্পদ অর্জন

পৃথিবীতে অনেক ধনকুবের আছেন, যারা রাজনীতির কুশীলবদেরে ক্ষমতার লড়াইয়ে অর্থবিত্ত দিয়ে সাহায্য করেন। এরা যখন ক্ষমতার মসনদে আসীন হন- তখন ধনকুবেরগণ গিভ্ এন্ড টেইক (give & take)-এর মহান নীতি অনুসরণ করেন। মস্‌নদে আসীন মস্‌নবদারদের প্রত্যক্ষ সহায়তায় তাঁরা আখেরাত গুছিয়ে নেন। রাগীব আলীর এরূপ কোন দুর্বলতা নাই। তিনি পারত পক্ষে, রাজনীতি ও রাজনীতিবিদগণ থেকে দূরে সরে থাকেন।
আমাদের দেশে আর এক ধরনের ধনকুবের আছেন, যারা রাজনীতিবিদদের পরোক্ষ সহায়তায় বিশাল অঙ্কের ব্যাংক ঋণ গ্রহণ করেন। সে ঋণ তাঁরা বেমালুম হজম করে ফেলেন। এরা ঋণ পরিশোধের দায় অনুভব করেন না, ঋণ খেলাপী হয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। এদের সঙ্গেও রাগীব আলীর মিল মহব্বত নেই, তিনি ঋণ খেলাপী নন।

এক ত্রিকালদর্শী প্রবীণ তার ছেলেকে উপদেশ দিচ্ছিলেন-বৎস, জীবনে সফল হতে হলে, দু'টি জিনিস আয়ত্ব করতে হবে-Courtesy (সৌজন্য ও ভদ্রতা) and tact (বুদ্ধিমত্তা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব)। দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে তিনি বললেন একবার ভুলক্রমে আমি এক স্নানরত মহিলার বাথরুমের দরজা খুলে ফেলি। সঙ্গে সঙ্গে আমি দরজা বন্ধ করে চীৎকার করে বলি- I beg your pardon, Sir. "I beg your pardon" was courtsey এবং "Sir" was tact. "Sir" বলাতে মহিলা মনে করবেন আমি তাকে দেখি নাই, দেখ্‌লে বলতাম Madam. রাগীব আলী তাঁর উন্নতি উন্নয়নের পথে "courtsey ও tact" থিওরী পুরোমাত্রায় কাজে লাগিয়েছেন। সৌজন্যবোধ ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব মোটেই ব্যয়বহুল নয়, তবে এর ডিভিডেন্ট অঢেল।

রাগীব আলীর কর্মকান্ড

বহু কর্মকান্ডের হোতা রাগীব আলী নানা বিশেষণে বিশেষিত ও বিভিন্ন অভিধায় অভিহিত। তিনি শিল্পপতি, ব্যাংকার, টি-প্লান্টার, বিদ্যোৎসাহী, কাব্যমোদী, মুক্তিযোদ্ধা, ক্রীড়া সংগঠক, সংবাদপত্র সেবী, রোটারিয়ান, বৃক্ষপ্রেমিক, স্বাস্থ্যসেবী, কল্যাণব্রতী, মানব দরদী, দানবীর আরও কত কি! তবে সবার উপরে তিনি কর্মবীর। কর্মকেই তিনি ধর্ম মনে করেন।
বিলেত থেকেই তাঁর কর্মকান্ডের শুভ সূচনা। বৃটেনে প্রবাসী বাঙালি এবং বৃটিশ নাগরিকদের সঙ্গে তিনি গড়ে তোলেন বহু সমাজসেবা ও জনকল্যাণমুখী প্রতিষ্ঠান।

www.pathagar.com

তৎকালে প্রবাসী বাঙালীদের আশ্রয়, চাকরি, শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদি ক্ষেত্রে রাগীব আলী পালন করেন এক অনন্য ভূমিকা।

রাগীব আলী জীবনের প্রারম্ভ থেকেই ছিলেন মানব কল্যাণে নিবেদিত। 'মানুষ মানুষের জন্য, জীবন জীবনের জন্যেই, এই ব্রত সত্য হয়ে ওঠে তাঁর জীবনে। মানুষকে ভালবাসাই তাঁর ধর্ম। মানুষের দুঃখ-দুর্দশায়, আপদে-বিপদে, অসহায়ত্বে, পরম বন্ধুর মত যে মানুষটি সহযোগিতাঁর উদার হাত বাড়িয়ে দেন সেই মানুষটির নাম রাগীব আলী।

যে কোন সত্য, সুন্দর, ন্যায়ধর্মী, সৃষ্টিশীল, জনহিতকর কর্মে নির্দ্বিধায় এগিয়ে আসেন তিনি। শিক্ষা, চিকিৎসা, শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ক্রীড়া, ধর্ম এমন কোনো ক্ষেত্র নেই যেক্ষেত্র রাগীব আলীর উদারতাঁর স্পর্শ পায়নি।

তিনি জন্মভূমির কথা, জনগণের কথা, সাধারণ মানুষের অভাব-অভিযোগ, দুঃখ-দুর্দশা, দাবি-দাওয়া, সমস্যার কথা সমাজের সামনে তুলে ধরার জন্য প্রকাশ করেন একাধিক সংবাদপত্র। তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'সিলেটের ডাক' সার্কুলেশনের ক্ষেত্রে যেমন শীর্ষে, বিজ্ঞজন ও সাধারণ পাঠকের কাছে তেমনি সমাদৃত। অনেক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশের ক্ষেত্রেও তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি রাগীব আলী সাহিত্য পুরস্কার প্রবর্তিত করেছেন। তিনি বহু সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা, নির্মাতা কিংবা স্বপ্নদ্রষ্টা।

মৃত প্রায় রুগ্ন প্রতিষ্ঠানগুলোর মালিকানা ও দায়িত্ব গ্রহণ করে বিরাট অর্থনৈতিক ঝুঁকি নিয়ে শ্রম, ধৈর্য্য, সীমাহীন যত্ন ও পরিচর্যা এবং দক্ষ শ্রমিক ও অভিজ্ঞ ব্যবস্থাপনার সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠানগুলোকে আস্তে আস্তে প্রাণবন্ত করে তোলেন। বিবর্ণ বাগানকে পরিণত করেন সজীব সবুজের সাম্রাজ্যে। তাঁর ব্যতিক্রমী, সৃষ্টিশীল মননের স্পর্শে বাগানগুলো হয়ে উঠে দৃষ্টি নন্দন বৃক্ষ উদ্যান। চা গাছের পাশাপাশি চা চাষে অনুপযুক্ত অনাবাদী জমিতে আম, জাম, কলা, কাঁঠাল, লিচু কমলা, জলপাই, নারকেল, সুপারি, পান, গুলমরিচ, তেজপাতাসহ বিভিন্ন অর্থকরী ফল আর মেহগনি, সেগুন, কড়ই লেবেক, মালাকানা, একশিরা, নিম, জারুল প্রভৃতি বৃক্ষের চাষও যুগপৎ এই বাগানে চলছে।

রাবার প্লান্টেশন, বাঁশ, বেত ফুলের বাগান হিসেবেও এগুলোকে আখ্যায়িত করা যায়। মৎস্য চাষেরও আয়োজন চলছে কয়েকটি বাগানে। দেশ বিদেশের বহু পর্যটক বাগানগুলো পরিদর্শন করে বিমুগ্ধ হয়ে নানা প্রশংসামূলক মন্তব্য লেখেন পরিদর্শক বইয়ে। অর্থনৈতিক ভাবেও বাগানগুলো হয়ে ওঠে লাভজনক। দেশ প্রতি বছর অর্জন করছে অনেক বৈদেশিক মুদ্রা। হাজার হাজার মানুষের অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান তথা কর্মসংস্থান হচ্ছে এই সব বাগানে।

রাগীব আলীর দর্শন

রাগীব আলী মনে করেন-

"আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে
আসে নাই কেহ অবনীপরে

www.pathagar.com

সকলের তরে সকলে আমরা
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।"

রাগীব আলীর অন্তরের বিশ্বাস-

"Honour and shame from no condition aries
Act well your part, there all the honour lies"

রাগীব আলীর দৃঢ় প্রত্যয়-

তোর ডাক শুনে যদি কেউ না আসে
তবে একলা চল, একলা চল, একলা চলরে।

রাগীব আলী এ বিষয়ে সচেতন যে-

"Defer not till tomorrow to be wise
Tomorrow's sun to thee may never rise."

রাগীব আলীর উপলব্ধি-

''সম্পদের প্রকৃত মালিক আল্লাহতালা। মানুষ তত্ত্বাবধায়ক মাত্র। এ মাল কুক্ষিগত করে রাখা তহবিল তসরুফের নামান্তর। যার মাল তাঁর রাস্তায় ব্যয় করা বাঞ্ছনীয়।"

রাগীব আলী জানেন দানশীলতা শ্রেষ্ঠ এবাদত। তাই তিনি ওত্ পেতে থাকেন দান করার সুযোগের জন্য, কান পেতে থাকেন আর্তের আহব্বানের প্রত্যাশায়। এখানেই রাগীব আলীর বৈশিষ্ট্য।

আমাদের দেশের অনেকে বিলেত গিয়ে প্রচুর অর্থবিত্ত সঞ্চয় করেছেন। তাঁরা পশ্চিমা কৃষ্টির মোহে মুগ্ধ হয়ে আয়েশ আরামের জিন্দেগী যাপন করছেন। এরা দেশের কথা ভাবেন না- দেশে ফিরে আসার কোনো বাসনাও তাদের নাই।

রাগীব আলী কিন্তু অন্য ধাতুতে গড়া, বিত্ত অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে তিনি দেশের মাটি ও মানুষের কথা ভেবেছেন। দেশে ফিরে এসে তিনি "ক্রিয়া কর্ম, যাগ-যজ্ঞে" আত্মনিয়োগ করেছেন। এখানেই রাগীব আলী ব্যতিক্রম ধর্মী।

রাগীব আলীর বহুমুখী কর্মযজ্ঞের অংশীদার তাঁর বেটার হাফ (better half), তাঁর সহধর্মিনী বেগম রাবেয়া খাতুন চৌধুরাণী। তাদের সত্তা ভিন্ন, তবে সর্বকাজে তাঁরা হরিহর আত্মা। তাঁরা একে অন্যের সম্পূরক। আঁর আমাদের জাতীয় কবি নজরুল ইসলামের ঘোষণাও তাই-

"বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চিরকল্যাণকর।
অর্ধেক তাঁর করিয়াছে নারী অর্ধেক তাঁর নর।"

হাতেম তাঈ, মহসীন ও রাগীব আলী

অনেক লেখকই ভাবাবেগে আপ্লুত হয়ে রাগীব আলীকে হাতেম তাঈ বা মহসীনের সঙ্গে তুলনা করেছেন। এতে রাগীব আলীর প্রতি অবিচার করা হয়েছে। কোন বস্তু

www.pathagar.com

বা ব্যক্তিদের তুলনা করতে হলে, তুল্য বস্তু বা ব্যক্তিদের একই সমতলে দাঁড় করাতে হয়। ভিন্ন যুগের, ভিন্ন প্রেক্ষাপটের, ভিন্ন প্রেক্ষিতের মানুষের তুলনা কি করে সম্ভব?

হাতেম তাঈ ছিলেন প্রাক্ ইসলামী যুগের আরব মরুর যাযাবর গোত্রের লোক। তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে প্রচুর উট, ঘোড়া ও ধন সম্পদ লাভ করেন। দানের ব্যাপারে তিনি ছিলেন বেহিসেবী, তাঁর দানের হস্ত ছিলো দরাজ। তিনি দান করে করে নিঃস্ব হয়ে যান- দানের ইতিহাসে তিনি রেকর্ড সৃষ্টি করে, অমর হয়ে আছেন।

হাজী মহসীন ছিলেন ভবঘুরে ব্যক্তি। তিনি জ্ঞানের সন্ধানে ইসলামী জগতের বিভিন্ন শিক্ষা কেন্দ্রে অবস্থান করেছেন। দেশ পরিভ্রমণ করেছেন, পদব্রজে হজ্বব্রত পালন করেছেন। বাড়ীতে ফিরে এসে তিনি তাঁর সন্তানহীনা বিধবা ভগ্নী মন্নুজানের অগাধ সম্পত্তির অধিকারী হন। মহৎ হৃদয় মহসীন এ সম্পদ ট্রাস্ট করে হুগলী মাদ্রাসা, ইমামবাড়ী ও মুসলমান ছাত্রদের শিক্ষার জন্য দান করেন। এটা সে যুগের এক বিরল ও অনন্য দৃষ্টান্ত।

অপরাদকে রাগীব আলী সম্পূর্ণ নিজের প্রচেষ্টায় পরিশ্রম ও মেধা খাটিয়ে নিজে বিত্ত অর্জন করেছেন ও করছেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি আবার বিভিন্ন জনসেবামূলক খাতে, বিবিধ কল্যাণ ব্রতে, তাঁর স্বোপার্জিত বিত্ত বিলিয়ে দিচ্ছেন বিনা দ্বিধায়। এখানেই রাগীব আলীর স্বাতন্ত্র্য।

রাগীব আলী বলেন দান করে যে আনন্দ পাওয়া যায় তাঁর তুলনা হয়না। সে এক অনির্বচনীয় অনুভূতি। রাগীব আলীর পেশা অর্থ অর্জন, তাঁর নেশা দান খয়রাত করা ও জনহিতকর কাজে ব্যয় করা।

মানুষ রাগীব আলী

রাগীব আলী সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবন যাপন করেন। তাঁর জীবন যাত্রায় বিত্তের জৌলুস বা অপব্যয়ের বাহাদুরী নেই। তাঁর নেই কোনো Pretention। কথা বার্তায় দিল খোলা, অমায়িক, নেই কোনো রাখ-ঢাক। সিলেটি ডায়লেক্টে ঘরের কথা, মনের কথা, দানের কথা অনর্গল বলে যান। অপর দিকে তিনি প্রচার বিমুখ।

রাগীব আলী কবি মনের অধিকারী। তিনি কবিতা ভালবাসেন। কবিদের সাহচর্যে আনন্দিত হন। কবিদের আসর সফল করার জন্য সাহায্য সহায়তা করেন।

শেষ কথা

ইসলামের নির্দেশ ডান হাতে দান করলে বাম হাতেও যেন তা নাজানে। আবার এও বলা হয়েছে, মহৎ দানের কথা ঘোষণা কর-যাতে অন্যান্যরা দানের প্রতি আগ্রহান্বিত হয়, দানের প্রতিযোগিতায় নামে। এই দ্বিতীয় কথাটি মনে রেখেই রাগীব আলীর এই কৃপণ মূল্যায়ন।

কবি, গবেষক, সাহিত্যিক ও আহবায়ক, সম্পাদনা পরিষদ।

www.pathagar.com

সমাজসেবক রাগীব আলী

কামরুল ইসলাম সিদ্দিকী

রাগীব আলী সাহেবের জীবনী গ্রন্থ প্রকাশ হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। একজন সত্যিকারের সমাজসেবক হিসোব তাঁর জীবনীগ্রন্থ অনেক আগেই প্রকাশ হওয়া উচিত ছিল। রাগীব আলী সাহেব তাঁর জীবদ্দশায় সমাজের জন্য অনেক বড় বড় কাজ করেছেন। তাঁর জালালাবাদ রাগীব-রাবেয়া মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটিসহ অগণিত জনকল্যাণমূলক কাজ তাঁকে অমর করে রাখবে।

তিনি একজন সৎ, ধর্মপরায়ণ, প্রচন্ড আত্মবিশ্বাসী ও পরিশ্রমী মানুষ। প্রচুর অর্থ সম্পদ ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক হয়েও তিনি সাধারণ মানুষের মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছেন। তিনি সকলের অনুকরণীয় হয়ে থাকুন।

আমি তাঁর দীর্ঘজীবন ও সার্বিক উন্নতি কামনা করি।

চেয়ারম্যান পিডিবি, ঢাকা।

www.pathagar.com

রাগীব আলীর অবদান অবিস্মরণীয়

লুৎফর রহমান সরকার

জেনে আনন্দিত হয়েছি যে, দানবীর রাগীব আলীর অবদানের ওপর একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হতে যাচ্ছে।

আমাদের দেশে কাজের স্বীকৃতি এবং গুণীজনের কদর খুব কম। সেদিক থেকে এই গ্রন্থ প্রকাশ নিঃসন্দেহে একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ। রাগীব আলী একজন অত্যন্ত বড় মাপের মানুষ। তাঁর বিরাট ও বিশাল হৃদয়ের প্রতিফলন ঘটেছে সমাজের বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কর্মকান্ডে।

বিভিন্ন ধরণের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া অনুষ্ঠান রাগীব আলীর প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় সফল ও স্বার্থক হয়ে আসছে। শিক্ষাক্ষেত্রেও তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়। নিজের উপার্জিত অর্থ অকাতরে তিনি দান করেছেন স্কুল, কলেজ, মেডিকেল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনায়। এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে শিক্ষা, সংস্কৃতি, ক্রীড়াসহ সমাজ সেবার বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাগীব আলীর মতো উদার, অকৃপন, নিঃস্বার্থ দানবীর বাংলাদেশে বিরল।

তিনি অত্যন্ত সহজ সরল সাধারণ জীবন যাপনে অভ্যস্ত। অন্যান্য বিত্তবানদের মত তাঁর অপব্যয়ের জৌলুস বা বাহাদুরী নেই, বরং উপার্জিত অর্থ ভোগ বিলাসে ব্যয় না করে গরিব দুঃখী সাধারণ মানুষের কল্যাণে ব্যয় করেই তিনি আনন্দ পান। কিন্তু তিনি কখনো কোন প্রচার চাননি। প্রচার বিমুখ এই মানুষটিকে সেজন্যেই আমি ব্যক্তিগতভাবে খুব পছন্দ করি।

রাগীব আলীর অবদানের উপর গ্রন্থটি প্রকাশিত হলে দেশে বিদেশে মানুষ জানতে পারবে যে, বাংলাদেশেও এমন একজন মানুষ আছেন, যিনি সকল প্রকার চাওয়া পাওয়ার উর্ধ্বে থেকে নীরবে নিভৃতে দেশ ও জনগণের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন। এই গ্রন্থ প্রকাশিত হলে বিত্তবানরা অনেকেই হয়তো সমাজসেবায় উৎসাহী হয়ে এগিয়ে আসবেন এবং রাগীব আলী নিজেও তাঁর এই স্বীকৃতিতে মানব সেবায় আরো অধিক উৎসাহী হয়ে উঠবেন।

গ্রন্থটির বহুল প্রচার ও প্রসারের প্রত্যাশা রইলো। রাগীব আলী দীর্ঘায়ু হোন। বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দানশীল ব্যক্তিতে পরিণত হতে তাঁর বিশাল কর্মকান্ড আরো প্রসারিত হোক। এই কামনা করি।

সাহিত্যিক ও ব্যাঙ্কার, সাবেক গভর্ণর বাংলাদেশ ব্যাংক।

www.pathagar.com

জাতির সেবার মূর্ত প্রতীক
হাফিজ মাওলানা আব্দুল করিম

কুতুবে আলম, শায়খুল ইসলাম, মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী (রহঃ) -এর বিশিষ্ট খলিফা, উপ-মহাদেশের প্রখ্যাত আলিম ও বুযুর্গ, জামেয়া ইসলামিয়া আব্বাছিয়া কৌড়িয়ার অভিমত ঃ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানব জাতির সেবায় পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে মহান স্রষ্টা আল্লাহতা'লা নিয়োজিত রেখেছেন সমস্ত সৃষ্টিকে। সাম্য, সৌহার্দ্য, ভ্রাতৃত্ব, সামাজিকতা ও সর্বোপরি স্রষ্টার সন্তুষ্টির ধর্ম পবিত্র ইসলাম। ইসলামের নবী করুণার ছবি হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানব কল্যাণে জীবন বিলিয়ে দিয়েছেন। মহানবীর দীক্ষায় ধনাঢ্য ও বিশিষ্ট সাহাবী হযরত উছমান গণী(রাঃ) মানব সেবায় ধন সম্পদ বিলিয়ে দিয়েছেন।

মহাগ্রন্থ আল কোরআনে আল্লাহতা'লা ইরশাদ করেছেনঃ আর আমি তাদেরকে যে রুযী দান করেছি, তাথেকে ব্যয় করে (সুরা বাকারা ২)। এ সংক্ষিপ্ত বাক্য দ্বারা একজন সুস্থ বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তি চিন্তা করবে যে, আমাদের কাছে যা রয়েছে তা সবইতো আল্লাহর দান ও আমানত। যদি আমরা সমস্ত ধন সম্পদ তাঁর পথে ব্যয় করি তবেই তো এ নেয়ামতের হক আদায় হবে। আরও ইরশাদ হচ্ছে ঃ আমি তোমাদেরকে যা দিয়েছি তাথেকে মৃত্যু আসার পূর্বেই ব্যয় কর, অন্যথায় সে বলবে ঃ হে আমার পালন কর্তা, আমাকে আরও কিছুকাল অবকাশ দিলে না কেন? তাহলে আমি ছদকা করতাম এবং সৎ কর্মীদের অন্তর্ভূক্ত হতাম (সূরা মুনাফিকুন-১০) । মৃত্যু আসার পূর্বেই ব্যয় করার তাৎপর্য এই যে, স্বাস্থ্য ও শক্তি অটুট থাকা অবস্থায় ধন-সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করা। নতুবা মৃত্যুর পর ধন সম্পদ কোন কাজে আসবে না।

কোরআনের শিক্ষা ও মহানবী (সঃ)-এর দীক্ষা দ্বারা যুগে যুগে মহৎ ব্যক্তিগণ জাতির নিকট স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন। নিকট অতীত হুগলীর দানবীর হাজী মোঃ মুহসিনকে অতিক্রম করে বর্তমান সিলেটের দানবীর আলহাজ্ব রাগীব আলী এগিয়ে চলছেন মানব কল্যাণের পথে। আজ ধর্মীয় জ্ঞানের অভাবে মানুষ বিভিন্ন কুকর্ম ও সমাজ বিধ্বংসী কার্যকলাপ দ্বারা ক্ষুধা ব্যাধি দুঃখ-কষ্টে নিমজ্জিত। সমাজ ও জাতির এ দুঃসময়ে ইসলামের আলো দ্বারা মানবিক মূল্যবোধ দীপ্তমান ও সঠিক সমাজ গঠনে ধীরোদাত্ত ও সাহসী বিজয়ী সৈনিক আলহাজ্ব রাগীব আলী স্বীয় শ্রম ও সম্পদ ইসলাম এবং জাতির কল্যাণে বিলিয়ে দিচ্ছেন।

www.pathagar.com

তিনি ৭১টি মাদ্রাসা, ৩৫টি সামাজিক প্রতিষ্ঠান, ১৪টি মসজিদ, ৮টি স্কুল, ৭টি এতিমখানা, ৬টি হাসপাতাল, ৬টি কলেজ, বহু বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, ৩টি বিশ্ববিদ্যালয়, ২টি ঈদগাহ, ১টি ব্রীজ, ১টি গ্রন্থাগার ও ১টি প্রেস ক্লাবসহ ১৭২ টি প্রতিষ্ঠান, সংস্থা ও সংগঠনের স্থপতি, দাতা ও সদস্য।

তিনি ছুটে যান বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানে। অনুদানের হাত প্রসারিত করেন মুক্ত মনে। ১৯৯৭ সালের ৭ জানুয়ারীতে অনুরূপ যোগদান করেছিলেন ঐতিহ্যবাহী জামেয়া ইসলামিয়া আব্বাছিয়া কৌড়িয়া ইসলামাবাদের ইসলামী মহা সম্মেলনে।

তার কর্মময় জীবন ইতিহাসের পাতায় কৃতিত্বের অধ্যায়ে জাতির সেবার আদর্শ মূর্ত প্রতীক হিসেবে পরিগণিত করাই বাঞ্চনীয়। সমাজের বিত্তবান ব্যক্তিগণ এ পথ ধরে অগ্রসর হলে আমরা উন্নত জাতি হিসেবে বিশ্বের দরবারে গৌরব অর্জন করতে পারব।

দানবীর আলহাজ্ব রাগীব আলীর জাতীয় অবদানের স্বীকৃতি সম্মানে রাগীব আলী সম্মাননা গ্রন্থ প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। যারা এ বিশিষ্ট মহৎ ব্যক্তির মূল্যায়ন করার উদ্যোগ নিয়েছেন, আমি তাদেরকে জানাই অনেক ধন্যবাদ, কামনা করি সম্মাননা গ্রন্থের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য, প্রার্থনা করি দানবীর আলহাজ্ব রাগীব আলীর দীর্ঘায়ু, সুস্বাস্থ্য ও সার্বিক মঙ্গল।

শায়েখ -এ কৌড়িয়া, সিলেট।

www.pathagar.com

অন্যকে সম্মান না করলে নিজেও সম্মান পাওয়া যায় না

আল্লামা নূরুদ্দীন, মোহাদ্দিসে গহরপুরী

আলহামদু লিল্লাহ্। সকল তা'রীফ ও গুণগান একমাত্র রাব্বুল আ'লামীন আল্লাহতা'য়ালার। তাঁর মদদ ও মেহেরবানী ছাড়া কোন নেককাজ করা যায় না। মন্দ কাজ থেকেও রেহাই পাওয়ার উপায় নেই।

সিলেটের বিশিষ্ট সমাজসেবী, শিল্পপতি, দানবীর, দরাজদীল রাগীব আলী সাহেবের জীবন ও কর্মের বিভিন্ন দিক নিয়ে দেশ বিদেশের জ্ঞানী গুণীদের লেখাসহ একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত খুশী হয়েছি। তাঁর সাথে আমার দীলের সম্পর্ক। তাঁরমতো দরাজদীল কওম ও জাতির একনিষ্ট খেদমতগার লোকের সংখ্যা যে কোন অঞ্চল, দেশ ও জাতির জন্য গৌরবের বিষয়। তিনি দীর্ঘদিন ধরে সমাজসেবা করে আসছেন। দেশ বিদেশের মানুষ তাকে স্ব-নামেই চিনে। তাঁর ওপর একটি বই বের করার পরিকল্পনা যারা নিয়েছেন তাদের কামিয়াবীর জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া করি। অন্যকে সম্মান না করলে নিজেও সম্মান পাওয়া যায় না।

আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন একজন সচেতন মুসলমান হয় মুজাহিদ নয়তো মুজতাহিদ। তাই দুনিয়ার সকল অকল্যাণ, অশান্তি দূর করে সমাজ গঠনে জান ও মাল কোরবান করে অংশ গ্রহণ করা ইমানদারের প্রয়োজন। রাগীব আলী সাহেব স্কুল, কলেজ, মক্তব, মসজিদ, মাদ্রাসাসহ বিভিন্নভাবে নিজের উপার্জিত ধন অকাতরে বিলিয়ে দিয়ে সকলের মন জয় করেছেন। হৃদয়ে ঠাঁই করে নিয়েছেন। আল্লাহপাক জনাব রাগীব আলীর হায়াত দরাজ করুন, কওম ও জাতির অধিকতর খেদমত করার তাওফিক এনায়েত করুন- রাব্বুল আ'লামীনের দরবারে এই দোয়া করি।

আদম সৃষ্টির হকিকত সম্পর্কে যারা ওয়াকিবহাল তাদের সবাই জানেন ইনসান আল্লাহর দুনিয়ায় মাবুদের খলিফা। এই খেলাফতের দায়িত্ব আঞ্জাম দিতে হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও খেদমতে খালকের নিয়তকে সামনে রেখে। আমি যতটুকু জানি রাগীব আলী সাহেব আল্লাহর সন্তুষ্টির নিয়তে সমাজসেবা করে যাচ্ছেন।

আমাদের ইয়াদ রাখতে হবে এই দুনিয়াটাই একটি ওয়াক্‌ফ এস্টেটের মতো। এ ওয়াক্‌ফ প্রতিষ্ঠানের নিগাহবান বা মোতওয়াল্লী তথা পরিচালক হওয়ার যোগ্যতা তাদেরই রয়েছে-যারা এর উদ্দেশ্য বিষয়ে সম্যক অবগত এবং ওয়াক্‌ফ দাতাঁর ইচ্ছে ও উদ্দেশ্যের প্রতি আন্তরিক, আগ্রহী ও বিশ্বাসী। তাদের জানতে হবে এই বিশ্বসংসারের স্থপতি ও রব কে? মানুষ দুনিয়ায় আল্লাহর দেয়া নিয়ামতের, ধন-

www.pathagar.com

দৌলতের আমানতদার মাত্র। মালিক-মোখতাঁর একমাত্র রাব্বুল আলামীন খালিক ও মালিক আল্লাহতায়ালা।

মানুষ যে এ দুনিয়ার ধন-দৌলতের একচ্ছত্র মালিক মুখতার নয়, এ কথাটা বোঝানোর জন্য আল কোরআনে বিভিন্ন আয়াত ও শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে 'যে জিনিষের ওপর আল্লাহ তোমাদের প্রতিনিধি বানিয়েছেন তা থেকে তোমরা (আল্লাহর পথে) ব্যয় কর'।

প্রতিনিধিত্ব শব্দটি অভিভাবকত্বেরই আরেক নাম। কারণ মাখলুখের স্রষ্টা আল্লাহপাক পৃথিবী সৃষ্টি করে মানবজাতিকে অভিভাবক বানিয়েছেন। কুরানুল করীমে ইরশাদ হয়েছে ঃ 'তিনিই (আল্লাহ) তোমাদের ব্যবহারের জন্য দুনিয়ার সবকিছু সৃষ্টি করেছেন'।

তাহলে নীতিগতভাবে মানুষ ধন-দৌলতের প্রকৃত মালিক নয়। বরং আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে আল্লাহর বিধান ও সন্তুষ্টি মোতাবেক এর পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার জিম্মাদার মাত্র। মানুষকে সব সময় এদিকটা বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে।

আমি যতটুকু জানি জনাব রাগীব আলী আল্লাহর বিধানের দিকে খেয়াল রেখে ধন ব্যয় করছেন। আমি সমাজসেবী, দরাজদীল, দানবীর রাগীব আলীর ওপর লিখিত গ্রন্থটির বহুল প্রচার কামনা করি। গ্রন্থ প্রকাশের সাথে জড়িত সকলকে জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ।

আল্লাহপাক আমাদের সবাইকে তাঁর রিযামন্দী লাভ ও শোকরগোজারী করার তওফিক দান করুন-এই মোনাজাত। আমীন।

প্রখ্যাত আলেম ও ইসলামি চিন্তাবিদ।

www.pathagar.com

রাগীব আলী

মওলানা মোঃ আব্দুল লতিফ চৌধুরী (ফুলতলী)

নাহ্‌মাদুহু ওয়া নুছাল্লি আ'লা রাসূলিহিল কারীম।

আল্লাহ্ তায়ালা'র দয়া ও অনুকম্পা ব্যতীত কোন সৎকর্মই সম্পাদন করা সম্ভব হয় না। শক্তি-সামর্থ ও সুযোগ থাকা সত্ত্বেও অনেক সময় মানুষ কল্যাণকর কিছু করতে পারে না। দেশে বিত্তশালী লোকের অভাব না হলেও দানশীল ও মহৎপ্রাণ ব্যক্তিদের অভাব রয়েছে।

জনাব আলহাজ্ব রাগীব আলী- যাকে আল্লাহ্ বিত্ত-বৈভবশালী করার পাশাপাশি সৎ ও কল্যাণকর কর্ম সম্পাদনের তাওফিক দিয়েছেন। মসজিদ, মাদ্রাসা, স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, রাস্তা-ঘাট ও ব্রীজসহ জনকল্যাণকর অনেক সৎকর্মের সাথেই তাঁর নাম জড়িয়ে আছে।

আল্লাহ্‌র দেয়া সম্পদ আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় করার চেয়ে উত্তম কাজ আর কি হতে পারে। আলহাজ্ব রাগীব আলী সেই উপলব্ধি থেকে নিজের সম্পদের এক বিরাট অংশ সেবা, কল্যাণ ও দ্বীনের খেদমতে নিঃস্বার্থভবে ব্যয় করে যাচ্ছেন বলে আমার বিশ্বাস। আশা করি, আমাদের অপরাপর বিত্তবানরাও এ পথে উদ্বুদ্ধ হবেন।

মহান আল্লাহ্‌র দরবারে দোয়া করি, আল্লাহ তাঁর দানশীল বান্দাহ্‌র নেক কর্মসমূহকে কবুল করুন, তাঁর সম্পদে বরকত দান করুন এবং মানুষের কল্যাণে তাঁর শ্রম ও সম্পদকে কাজে লাগাতে দীর্ঘ জীবন ও সু-স্বাস্থ্য দান করুন। আমীন।

প্রখ্যাত আলেম ও ইসলামি চিন্তাবিদ।

www.pathagar.com

রাগীব আলী ঃ এক কর্মবীরের নাম

ড. আবু বকর আহমেদ হারুন

সিলেটের কৃতি পুরুষ শতাব্দির শ্রেষ্ঠ সন্তান, স্বদেশ-বিদেশে খ্যাতিমান কর্মবীর, দানবীর রাগীব আলী'র জীবন ও কর্মের উপর একটি গ্রন্থ প্রকাশের উদ্যোগকে বাংলাদেশ ন্যাশনাল স্টুডেন্টস এওয়ার্ড, লন্ডন-এর পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

জনাব রাগীব আলীর বর্ণাঢ্য জীবনের বিভিন্ন দিকের বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা সমৃদ্ধ গ্রন্থটিতে দেশ-বিদেশের জ্ঞানী-গুণীদের লেখনিতে জাতির সামনে তাঁর বহুমুখী অবদানের কথা লিপিবদ্ধ হবে- এ উদ্যোগ সময়ের দাবী। কর্মের স্বীকৃতি না দিলে জাতি কর্মহীন হয়ে পড়ে।

অতীতকে বর্তমানের ভিত্তি হিসেবেই দেখা হয়। জাতির সামনে বর্তমান উজ্জ্বলভাবে প্রতিভাত হলে দেশ ও জাতি জাগতিক ও আত্মিক উন্নতির অপ্রতিরোধ্য প্রেরণা লাভ করে। এ কারণে জাতির সামনে কৃতি পুরুষদের কর্মকান্ড তুলে ধরা আবশ্যক। এটা সুশীল সমাজের নৈতিক কর্তব্য।

হাল আমলে বিশিষ্ট সমাজসেবী, শিক্ষানুরাগী, দানবীর রাগীব আলী দেশে-বিদেশে স্বনামেই সুপরিচিত। তাঁকে পরিচয় করিয়ে দিতে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয় না। মানবকল্যাণের সকল দিগন্ত ও প্রান্তরে তাঁর অবদান সীমাহীন। ব্যক্তিগতভাবে জনাব রাগীব আলী ভদ্র, বিনয়ী ও নিরহঙ্কার। তাঁর মাঝে রয়েছে একটি সমাজহিতৈষী মন। এ কারণেই সমাজের সার্বিক কল্যাণে তিনি বিশেষ গৌরবে গৌরবান্বিত। এমনি ধরনের কর্মী পুরুষগণ আমাদের সমাজে যত বেশী জন্ম নেবে দেশ-জাতি ততই উন্নতির সোপানে অগ্রসর হবে।

রাগীব আলী একজন কর্মবীরের নাম। রাগীব আলী একজন শিল্পপতির নাম। রাগীব আলী একজন সমাজসেবীর নাম। রাগীব আলী একজন দরাজদীল মানুষের নাম। রাগীব আলীকে বহুভাবে একজন ত্যাগী পুরুষ হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। পরিশেষে বলতে চাই, ইতিহাস তাঁর নিজ গতিধারায় এগিয়ে যায়। সময়ের সীমাহীন ঘটনার বাহক ইতিহাস কেবল তাদেরকেই ধরে রাখে যারা দেশ-সমাজকে এগিয়ে নিতে শ্রম ও ধন বিলিয়ে দেয়। কর্মবীর রাগীব আলী তাঁদের একজন। তাঁকে অভিনন্দন।

সমাজসেবী, কবি; চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ন্যাশনাল স্টুডেন্টস্ এওয়ার্ড, সাফোক-লন্ডন ও প্রিন্সিপাল, একাডেমী অব বাংলা লিটারেচার-লন্ডন।

www.pathagar.com

রাগীব আলী

মুহাম্মদ ফরিদ উদ্দিন খান

"রাগীব আলী" নামটি শুনেই আমার চমক লেগেছিল। কেননা এ নামের প্রতি আমার বিশেষ আকর্ষণ। অনেক রাগীবের সাথে আমার বিশেষ আকর্ষণ। অনেক রাগীবের সাথে আমার পরিচয়। তবে তারা সবাই বিদেশী। বাংলাদেশেও যে কারো নাম রাগীব আলী আছে তা আমার জানা ছিলনা। জাতীয় অধ্যাপক দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ-এর জাতীয় সম্বর্ধনা দানের প্রস্তুতি কমিটির একজন সদস্য ছিলাম আমি। কমিটির বিভিন্ন বৈঠকে সিলেটের জনাব রাগীব আলীর নাম উচ্চারিত হয়। তাই প্রথম শুনার সাথে সাথেই এ নামের প্রতি আকৃষ্ট হই। আমাদের দেশে, বিশেষত ঃ বর্তমান কালে এ নাম খুবই বিরল ও অচেনা। কিন্ত আমি যে সব রাগীব বা রাগেবকে চিনি তাঁরা ইতিহাস খ্যাত। রাগীব শিরাজী, রাগীব ইস্পাহানী, রাগীব ইয়াজদী, রাগীব তাবরিজী প্রমুখ। এরা ইসলামী সভ্যতা সংস্কৃতি নির্মানে বিশেষ ভূমিকা পালন করে গেছেন। আব্বাসী খলিফাদের দরবার থেকে শুরু করে মধ্য যুগের ইসলামী সভ্যতার বিভিন্ন ক্ষেত্রে এসব রাগীব অসাধারণ অবদান ও কীর্তি রাখেন। বড় বড় এসব ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব দরবারের মন্ত্রী, লেখক, সাহিত্যিক, কবি, গবেষক, ব্যাকরণবিদ, যোদ্ধা, সেনাপতি ও ধনিক-বতিক ছিলেন। ইসলামী সাহিত্য-সংস্কৃতি নিয়ে যারা চর্চা করেন, বিশেষত ঃ আরবী ও ফার্সী ভাষায় যারা কাজ করেন তারা মনীষী রাগীবদের সাথে পরিচিত।

রাগীব আলীর নাম শুনে আমার কল্পপটে ওসব মনীষীর চিত্র-চরিতই ভেসে উঠে। অমর কীর্তিগাথার অধিকারী রাগীবগণ ইতিহাসের অন্যতম সাক্ষী হিসেবেই আমার স্বজন। তাদের কখনো সামনা সামনি দেখিনি। তাই আমাদের কালের রাগীব আলীর নাম শুনে চমৎকৃত হয়েছিলাম এবং তাঁকে দেখার ইচ্ছে আকাঙ্খা মনে সৃষ্টি হয়েছিল। ইচ্ছে আকাংখা পোষণকারীকেই আরবীতে বলা হয় রাগীব। ভেবেছিলাম কোনকালে সিলেটে গেলে জনাব রাগীব আলীকে দেখতে যাব। কেননা এ রাগীব আলী অন্যসব রাগীব থেকেও আলাদা। তিনি আলীর প্রতি রাগীব। এ কারণেই রাগীব আলী। আলী (রাঃ) এর প্রতি আকৃষ্ট হলেই কাউকে বলা যায় রাগীব আলী। হযরত আলী (রাঃ) ছিলেন ইনসানে কামিলের দৃষ্টান্ত। তিনি জ্ঞানের নগরীর দরজা, দয়ার সাগর এবং ঐশী প্রেমের চুড়ান্ত রূপ। জীবনের সূচনা লগ্ন থেকে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত হযরত আলী ছিলেন অনন্য, অসাধারণ এবং অতুলনীয়। সুতরাং তাঁর প্রতি আকৃষ্ট জনও (রাগীব) ওসব ঐশী গুণাবলীর পরশপ্রাপ্ত হবেন সেটাই স্বাভাবিক। অন্তত ঃ নামের ফজিলতেও মানুষ

www.pathagar.com

নামওয়ালা হয়। তবে আমি গত কয়েক বছরে আমাদের কালের, আমাদের রাগীব আলীর মুলাকাত পাইনি।

কিছুকাল আগে, সম্ভবত ঃ রমজান মাসে (২০০০খৃঃ) কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটির মতিঝিল অফিসে বসে আছি। দেখলাম এক সুদর্শন, স্লিম ও সুন্দর ভদ্রলোক আসলেন। মুখে কাঁচাপাকা দাঁড়িগুলো আকর্ষণীয় ভাবেই রাখা। তার চেহারা ও ভাবমূর্তি আমার দৃষ্টি ও মন কেড়ে নিল। পাশ থেকে কতক্ষণ তাঁর কথা শুনেই বুঝলাম তিনি কে হতে পারেন। জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি জনাব রাগীব আলী? সহাস্যে হাত মিলালেন। অল্পক্ষণের কথাতেই গুণমুগ্ধ হলাম। মনে হলো ইতিহাসের রাগীব আলীদেরকে সামনা সামনি দেখিনি। তবে আমাদের রাগীব আলীকে দেখার সৌভাগ্য হলো।

রাগীব আলী ইতোমধ্যেই অনেক কিছু করেছেন। কামনা করি তিনিও ঐতিহাসিক রাগীবদেরই একজন হবেন। তার কর্মময় ও ধর্মময় জীবন ইহলোক ও পরলোক সবখানেই স্বরণীয় ও বরণীয় হোক। এই রাগীব আলীকে দেখে আমাদের মাঝে আরো আরো রাগীব আলীর সৃষ্টি হোক। ধর্ম, কর্ম, মেধা ও প্রেমের আলোতে গৌরবোজ্জ্বল হোক জনাব রাগীব আলীর ইহজীবন ও অনন্ত জীবন।

লেখক, গবেষক ও অনুবাদক এবং সাবেক পরিচালক

বাংলা বিভাগ, রেডিও তেহরান।

www.pathagar.com

একটি প্রোজ্জ্বল জীবন

চিত্রা লাহিড়ী

একটি প্রোজ্জ্বল জীবনকে একটি মলাটের ভেতর বন্দী করে রাখা যতটা অসম্ভব ততটাই অসম্ভব এমন কৃতী, মানব দরদী মানুষ সম্পর্কে দু-চার কথায় ইতিটানা। রাগীব আলী সম্পর্কে কিছু কথা লিখতে গিয়ে মনে হলো, এই প্রচারবিমুখ ব্যক্তিটিকে প্রচারের আলোয় ভাসিয়ে দেয়া উচিৎ ছিলো অনেক আগেই। রাগীব আলীর সঙ্গে আমার পরিচয় বাংলাদেশের জাতীয় কবিতা পরিষদের কবিতা উৎসবে আমন্ত্রিত কবি হিসেবে যোগ দিতে গিয়ে। কেন জানি না আপন শ্রেষ্ঠত্বে সুমহান মানুষটির চোখে সেদিন আমি এক গভীর বিষন্নতা লক্ষ্য করেছিলাম। হয়ত আমার দেখার ভুল, পরে এমনও মনে হয়েছিলো, আজ ক্ষণজন্মা ব্যক্তি রাগীব আলী সম্পর্কে লিখতে গিয়ে আমার কেবলই মনে হচ্ছে আমার দেখা কতোটা নির্ভুল ছিল। আজ মনে করতে পারি তাঁর চোখে সেদিন যে বিষণ্নতা কাজ করছিলো সেই বিষণ্নতা তাঁর নিজের ব্যক্তি জীবনের জন্য ছিলো না। ছিলো বাংলাদেশের তথা পৃথিবীর সমস্ত নিঃস্ব (সর্ব অর্থেই) মানুষের কথা ভেবে। রাগীব আলীর সমাজসেবা ও জনকল্যাণমূলক কাজকর্ম সত্যিই অবিশ্বাস্য। নিঃস্ব মানুষের জন্য নিজেকে নিঃস্ব করে আপন আনন্দে বুঁদ হয়ে এমন মানুষই থাকতে পারেন। তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র দেশ বাংলাদেশের এমন উদারপ্রাণ রাগীব আলীর মতো পৃথিবীর সমস্ত দরিদ্রদেশে অন্তত একজন রাগীব আলী যদি জন্ম গ্রহণ করেন তাহলে সুন্দর পৃথিবী সুন্দরতম হয়ে উঠতে সময় নেবে না।

অতি সাধারণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করে শুধুমাত্র একক প্রচেষ্টায় এবং একক পরিশ্রমে শিল্প-সাহিত্য দরদী, জনদরদী, রাগীব আলী আজ যে শীর্ষে পৌঁছেছেন সেই শীর্ষ সকল মানুষের কাম্য হোক, সকল মানুষের দৃষ্টান্ত হয়ে থাকুক; সব সীমা ছাড়িয়ে যাক।

কবি, প্রাবন্ধিক, কলকাতা।

www.pathagar.com

আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি

শ্রী রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

সুফীবাদের দেশ এই শ্রীহট্ট ভূমি। বহু কৃতি মানুষের জন্ম হয়েছে এই ভূমিতে। হযরত শাহজালাল (রঃ), শাহ পরাণ (রঃ) প্রেমের মাধ্যমে জয় করেছিলেন এদেশের সর্বস্তরের মানুষের হৃদয়। আজও তাঁর নিদর্শনস্বরূপ মাজারে সবাই জানায় আন্তরিক শ্রদ্ধা। বিজ্ঞজনের মুখে শুনেছি পরম প্রেমময় হযরত রাসুল(দঃ)কে প্রশ্ন করা হলো, বিধর্মীদের সঙ্গে কেমন আচরণ করব? উত্তরে রসুল (দঃ) বলেছিলেন, নিজের রক্তকে যতোটুকু ভালোবাস তার চাইতে অধিক করতে হবে। আজ ধর্মের নামে হিংসার প্লাবন চতুর্দিকে বয়ে যাচ্ছে। রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, সর্বক্ষেত্রেই পরিলক্ষিত হয় চরম হিংসা। এই দুঃসময়ে অহিংস প্রেমের সৃষ্টি হচ্ছে যে ব্যক্তির মাধ্যমে তা প্রকাশের একান্ত প্রয়োজন বিধায় আমার এই ক্ষুদ্র লেখনীটুকু।

জনাব রাগীব আলী। সিলেটের অদূরে কামালবাজার নামক স্থানেই তার জন্ম। তার অবদান আমাকে বিস্মিত করে তুলেছে। এই সুফীবাদের দেশে তাঁদেরই আশিষে এমন মহান মানুষ আজও জন্ম নেয়।

তারাপুর বাগানের নিকটে এক মানবতাবাদী প্রতিষ্ঠান প্রাইট সৎসঙ্গ বিহার এই প্রতিষ্ঠানের বর্ধনের জন্য এক বিঘা জায়গা তিনি নিজ খরচেই প্রতিষ্ঠানের পক্ষে লিখে দেন। পরবর্তীতে এর আরো উন্নয়নের জন্য প্রতিটি মুহুর্তেই তিনি তাঁর চিন্তা এবং সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছেন।

তারাপুর বাগানে তিনি নিজ অর্থ ব্যয়ে একটি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল তৈরি ‍রে দিয়েছেন। যার দ্বারা অত্র এলাকার হাজার হাজার মানুষ উপকৃত হয়েছে এবং ‍াবী ছাত্ররা চিকিৎসা বিষয়ে লেখাপড়ার সুযোগ পাচ্ছে। এ ছাড়া তিনি একটি ‍াও নিজ খরচে এই এলাকায় স্থাপন করে দিয়েছেন। সেখানে গরীব ও ছাত্ররা লেখাপড়া করার সুযোগ পাচ্ছে।

র সমাজসেবা ও শিক্ষানুরাগের বিরল পরিচয় পাওয়া যায়। কিছুদিন পূর্বে ‍কৃষ্ণ মিশনেও দিয়েছেন আর্থিক অনুদান। এই বিষয়গুলো মানুষের মধ্যে দিলে হিন্দু-মুসলিম প্রীতির সেতুবন্ধন সৃষ্টি হবে। এই পুণ্য ভূমিতে মানুষ আজও জন্ম নেয়। পরম প্রেমময় হযরত রাসুল (দঃ) -এর প্রেম

www.pathagar.com

প্রতিষ্ঠার বাস্তব প্রয়োগ একজন একনিষ্ঠ মুসলমানের মধ্যদিয়ে বাস্তবায়িত হওয়ায় আমি তাঁকে জানাই আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা।

আমার একান্ত ইচ্ছে মহার্ঘ বিষয়গুলো আরো প্রচারিত ও প্রকাশিত হয়ে মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হোক প্রীতির বন্ধন। প্রেম প্রতিষ্ঠা হোক প্রতিটি হৃদয়ে। এই মানবতাঁর কল্যাণকামী মানুষ চিরজীবী হয়ে থাকুন, এই পুণ্যভূমিতে।

অধ্যক্ষ, শ্রীহট্ট সৎসঙ্গ বিহার।

www.pathagar.com

রাগীব আলীঃ আমার কথা

নাছির উদ্দিন চৌধুরী

আলহাজ্ব সৈয়দ রাগীব আলী বাংলাদেশের পূন্যভূমি সিলেট বিভাগের কৃতি সন্তান। তিনি আমার পূর্ব পরিচিত ও আমি তাঁকে ব্যক্তিগত ভাবে চিনি এবং তাঁর ঐতিহ্যবাহী পরিবারের সকলেই আমার নিকট পরিচিত। জনাব সৈয়দ রাগীব আলী আমার নির্বাচনী এলাকা সুনামগঞ্জ জেলার দিরাই থানার মাটিয়াপুর গ্রামে সম্ভ্রান্ত মুসলিম সৈয়দ পরিবারের বিশ্বনাথে বসবাসকারী অপর শাখায় জন্মগ্রহণ করেন। বর্তমানে তিনি স্থায়ীভাবে সিলেট শহরে বসবাসরত আছেন। জনাব সৈয়দ রাগীব আলী দেশের একজন বিশিষ্ট শিল্পপতি। দেশ-বিদেশে রয়েছে তাঁর বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানসহ নানা ধরনের ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান। তিনি সিলেট বিভাগের বহুল প্রচারিত দৈনিক পত্রিকা "সিলেটের ডাক" পত্রিকার সম্পাদক মন্ডলীর সভাপতি। এ ছাড়াও আমার নির্বাচনী এলাকা দিরাইসহ সিলেটের বিভিন্ন স্থানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ নানাবিধ সামাজিক উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠান তৈরী করেছেন এবং এগুলোর সঙ্গে জড়িত রয়েছেন। তিনি একজন দানবীর এবং সমাজসেবক।

আমি বিশিষ্ট সমাজসেবক জনাব সৈয়দ রাগীব আলীর সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা করি।

জাতীয় সংসদ সদস্য, নির্বাচনী এলাকা- ২২৪, সুনামগঞ্জ-২।

www.pathagar.com

সমাজ হিতৈষী রাগীব আলী

নূরুন নাহার বেগম

রাজা রাম মোহন রায় কিংবা ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর এর মত ক্ষনজন্মা পুরুষরা যুগে যুগে আবির্ভূত হয় না তবুও দেশপ্রেমিক এবং মানুষের প্রতি ভালবাসায় উদ্বুদ্ধ মানুষ বিভিন্ন সমাজে থাকেন বলেই সমাজ টিকে থাকে, সভ্যতা বিকশিত হয়।

আমাদের বর্তমান সমাজেও এমন মানুষের সংখ্যা নিতান্ত বিরল নয়। এমনই একজন মহানুভব ব্যক্তি জনাব রাগীব আলী।

বিত্ত বৈভবের আর্শীবাদে জীবনে প্রতিষ্ঠিত মানুষের সংখ্যা একেবারে বিরল নয় কিন্তু সমাজের প্রতি, মানুষের প্রতি কমিটমেন্ট এর সাথে ঔদার্য আর মহানুভবতার এক দৃষ্টান্ত তিনি।

নিজের দেশ সিলেটে প্রতিষ্ঠিত রাগীব-রাবেয়া মেডিকেল কলেজসহ আরও অসংখ্য শিক্ষা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান জনাব রাগীব আলীর পরিচয় বহন করে।

ব্যক্তিগতভাবে আমি জনাব রাগীব আলীকে যতটুকু দেখেছি তা প্রকৃতপক্ষে একটি চমৎকার ব্যক্তিত্ব। তাঁর সামাজিক চেতনার সাথে চমৎকার সংমিশ্রন ঘটেছে একটি আধুনিক ও অগ্রসর দৃষ্টিভঙ্গি যা সচেতন মানুষের চিন্তা-চেতনাকে নিঃসন্দেহে প্রভাবিত করে।

একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, সফল ব্যাংকার এবং আক্ষরিক অর্থে সমাজ হিতৈষী রাগীব আলী এই সমাজের একটি আলোক বর্তিকা।

প্রভাত সূর্যের ন্যায় তাঁর চেতনার দীপ্তি এ সমাজকে আরও অনেক দিন উদ্ভাসিত করুক। তাঁর প্রতিষ্ঠিত অজস্র প্রতিষ্ঠান যুগ যুগ ধরে সমাজের কল্যানে সমুজ্জ্বল থাকুক।

অধ্যক্ষা, ন্যাশনাল কলেজ অব্ হোম ইকনমিক্স ধানমণ্ডি, ঢাকা।

www.pathagar.com

দীর্ঘ জীবন কামনা করি

মেজর ইকবাল হোসেন চৌধুরী (অবঃ)

জনাব রাগীব আলী সাহেবের কর্মময় জীবনের ওপর আলোকপাত করে একটি বই প্রকাশ করার উদ্যোগ নেয়ার জন্য আমি ব্যক্তিগতভাবে আনন্দিত হয়েছি।
জনাব রাগীব আলী বৃহত্তর সিলেট তথা সমগ্র বাংলাদেশের গর্ব। তিনি তাঁর অর্জিত সম্পদ হতে বৃহত্তর সিলেট এবং বাংলাদেশের বহুস্থানে জনহিতকর বহু প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। যার মাধ্যমে বিভিন্ন পর্যায়ে বহুলোক উপকৃত হচ্ছে।

সরল প্রাণ কর্মঠ উৎসাহী এই মানুষটির সঙ্গে আমার বিশেষ ভাবে পরিচিত হওয়ার সুযোগ হয় যখন তিনি তাঁর গরিব আত্মীয়-স্বজনদের খোঁজে সুনামগঞ্জ জেলার দিরাই উপজেলার মাটিয়াপুর গ্রামে সৈয়দ বাড়িতে আসেন। আমি একই গ্রামের বাসিন্দা হওয়ার সুবাদে তাঁকে গ্রামবাসীর পক্ষে বরণ করার অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলাম এবং সেখানেও তিনি তাঁর জনহিতকর কাজের প্রচেষ্টা নেন। এসব জনহিতকর প্রতিষ্ঠান চিরদিনই তাঁর বদান্যতার সাক্ষী হয়ে থাকবে। আমি আশা করবো তাঁর এই প্রচেষ্টা আগামীতে আরও বেগবান হয়ে উঠবে এবং এই বই-এর মাধ্যমে সফলভাবে ফুটে উঠবে।
আমি তাঁর সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন কামনা করি।

সাবেক প্রতিমন্ত্রী ও সংসদ সদস্য।

www.pathagar.com

শুভেচ্ছা বাণী

কমর উদ্দিন ও মিসেস পলা মনজিলা উদ্দিন

সিলেটের মহসীন নামে খ্যাত দানবীর রাগীব আলীর সমাজসেবামূলক কর্মকাণ্ডের ওপর গ্রন্থ প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমরা খুবই আনন্দিত হয়েছি। এই ধরনের একটি গ্রন্থ প্রকাশ করার উদ্যোগ যারা নিয়েছেন তাদের প্রতি রইল আমাদের প্রাণঢালা শুভেচ্ছা।

রাগীব আলী সাহেব তাঁর জীবদ্দশায় এমন একটি মহৎ কীর্তি রেখে যাচ্ছেন ধনাঢ্য ব্যক্তিরা যদি তাঁর পদক্ষেপগুলো অনুসরণ করেন তাহলে দেশবাসী বিপুলভাবে উপকৃত হবে বলে আমরা মনে করি। এই গ্রন্থটিতে জনাব রাগীব আলীর কর্মময় জীবনের পাশাপাশি যেন সিলেটের গৌরবময় ঐতিহ্য, কৃষ্টি এবং ইতিহাস বিধৃত করা হয় যাতে করে আমাদের নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা তাদের শেকড় সম্পর্কে অবহিত হতে পারে।

এই প্রসঙ্গে আমরা বলতে চাই এই ব্রিটেনে আমরা যারা বসবাস করছি, আমাদের কঠিন দৃষ্টি যেন এই দিকটা ভুলে না যায়। তাই কিছু আদর্শ ব্যক্তিত্বকে তাদের সামনে তুলে ধরতে হবে। তা হলে এমনও সময় আসবে যখন আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মের কাছে বিশিষ্ট বাঙালি ব্যক্তিত্ব ও বাংলা ভাষা বাংলাদেশ ইতিহাসের অন্তর্গত একটি বিষয় হিসেবে পরিগণিত হবে।

ব্যারনেস, হাউস-অব-লর্ডস, যুক্তরাজ্য।

www.pathagar.com

অভিনন্দন

এদেশের বরেণ্য শিল্পপতি, বিশিষ্ট সমাজসেবক, নিবেদিত শিক্ষানুরাগী, মহানুভব দানবীর, সকল মহলের শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিত্ব আলহাজ্ব রাগীব আলী সাউথ ইষ্ট ব্যাংক লিমিটেডের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করায় আমি বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন, কুমিল্লা প্রেসক্লাব, জাতীয় সাংবাদিক সংস্থা কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ ও কুমিল্লা জনান্তিক-এর পক্ষ থেকে ফুলের শুভেচ্ছা ও আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

আমি দৃঢ়ভাবে আশা পোষণ করছি যে, প্রাজ্ঞ ব্যাংকার অপরিসীম গুণে গুণান্বিত দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব জনাব রাগীব আলীর বলিষ্ঠ পরিচালনায় ও নির্দেশে সাউথ ইষ্ট ব্যাংক অচিরেই অগ্রগতির ক্ষেত্রে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপনে সক্ষম হবে।

এ প্রেক্ষিতে, আমি কুমিল্লা জনান্তিক-এর উদ্যোগে 'শেকড়ের সন্ধানে' শীর্ষক লোকজ উৎসব '৯৮ উপলক্ষে উদযাপন পরিষদ চেয়ারম্যান, কুমিল্লা জেলা প্রশাসক চৌধুরী গোলাম মওলা কর্তৃক সমাজসেবায় বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ জনাব রাগীব আলীকে প্রদত্ত স্বর্ণপদকটি তাঁর পক্ষে গ্রহণ করতে পারায় নিজেকে খুবই গৌরবান্বিত মনে করছি।

আমি পরম করুণাময় আল্লাহতা'য়ালার নিকট তাঁর এবং তাঁর সহধর্মিনী বেগম রাবেয়া খাতুন চৌধুরীর সুন্দর জীবন, সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি। আমিন।

এম. পি. মাহফুজ

সভাপতি, বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন, কুমিল্লা।

www.pathagar.com

প্রশংসা বাণী

জনাব রাগীব আলী বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনে একজন নিবেদিতপ্রাণ ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব। ছাত্রজীবন থেকে তিনি বিভিন্ন ক্রীড়া সংগঠনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বিগত চৌদ্দ বছর যাবত তিনি সিলেট মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব-এর সভাপতি এবং পনের বছর যাবত ঢাকার ঐতিহ্যবাহী ক্লাব ব্রাদার্স ইউনিয়নের সহ-সভাপতি। তাঁর দক্ষ প্রশাসনিক ও নেতৃত্বের গুণাবলী এ দু'টি ক্লাবকে বিভিন্ন সময়ে দুর্লভ সাফল্য এনে দিয়েছে।

'রাগীব আলী স্পোর্টিং ক্লাব' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তিনি সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজারে সামগ্রিক ক্রীড়া কর্মকান্ডে নতুন প্রাণোদ্দীপনা সৃষ্টি করেছেন। তাঁর ব্যক্তিগত উদ্যোগে বিভিন্ন জেলা, উপজেলায় ক্রিকেট, ফুটবল কাবাডি ইত্যাদি খেলার কর্মশিবির পরিচালনা যুব সমাজকে বিপথগামিতা থেকে মুক্ত করে জাতীয় ক্রীড়া উন্নয়নে সুদূরপ্রসারী অবদান রাখছেন।

জনাব রাগীব আলী ১৯৮৮ থেকে বাংলাদেশ হকি ফেডারেশনের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। হকির উন্নয়নে একাগ্রতা ও কর্তব্য নিষ্ঠা ১৯৯৮-এর নির্বাচনে তাঁকে এনে দিয়েছে সহ-সভাপতির সম্মান। তাঁর মতো ক্রীড়ানুরাগী, দক্ষ ক্রীড়া সংগঠক ও নেতৃত্বের প্রশংসা ও স্বীকৃতি প্রাত ঃ স্মরণীয়।

আমি তাঁর সার্বিক মঙ্গল কামনা করি।

এয়ার ভাইস মার্শাল জামাল উদ্দিন আহমেদ

এয়ার ভাইস মার্শাল জামালউদ্দিন আহমেদ, এনডিসি, বিইএমএস, পিএসসি, সভাপতি, বাংলাদেশ হকি ফেডারেশন।

www.pathagar.com

সাপ্তাহিক যমুনাবার্তার শুভেচ্ছা

শ্রদ্ধাভাজন

মাত্র কদিন আগে বিকল্প পাবলিকেশন্স-এর প্রকাশনা 'রাগীব আলী ঃ লক্ষ জনের একজন' আমরা হাতে পেয়েছি। একটি সুসংবদ্ধ কবিতার মত পড়ে ফেলি পুরো পুস্তিকাটি। এক অসাধারণ জীবনের প্রতিকৃতি, এ এক মহত্তর জীবনের চ্যালেঞ্জ। রাগীব আলী আপনার জীবন যেন এ সময়ের এক স্মারকগ্রন্থ।

এমন একটি সময়ে আমরা বাস করছি যখন স্বভাবতই ভাবতে থাকি 'মানুষ আর মানুষ নেই।' সভ্যতার খোলসে এই মানুষ নামের হীনমন্য, নীচ এবং ভয়ঙ্কর স্বার্থ সর্বস্ব মূঢ় প্রাণীরা মানবিক মূল্যবোধ এবং সমুদয় সৌন্দর্য গ্রাস করেছে। যখন কেবলমাত্র ইতিহাসের পাতা থেকে মহান ও মহৎ মানুষদের কথা জেনে প্রাণের জোরটাকে খানিকটা আশাবাদের দিকে চালিয়ে নেয়া যায় তেমনি একটি সময়ে একজন রাগীব আলীর কীর্তি, প্রতিকৃতি আর তার বিপুল তারুণ্যে ভরা উদ্যম আমাদেরকে প্রবলভাবে নাড়া দেয়। নীরব-নিভৃতের একজন কর্মীমানুষ, মহাপ্রাণ এবং দেশপ্রেমিক আপনার সম্পর্কে জেনে আমরা দারুণ উদ্দীপিত, বিপুল উৎসাহিত যে, নৈরাশ্যের কালো ছায়া তা যত ভয়ংকরই হোক একজন বা একাধিক রাগীব আলীরা সেই অন্ধকারে প্রচন্ড সম্ভাবনার আলো। আমরা সেই আলোতে নিশ্চয়ই পথ খুঁজে পাব। আমরা আলোর চিত্র প্রত্যাশী।

প্রিয় রাগীব আলী, আপনি শিল্প ও সংস্কৃতির মর্ম খুঁজে খুঁজে নিজেকে যে শীর্ষমানবে রূপান্তরিত করেছেন এ যে একটি দেশ-কালের জন্য বিরাট পাওয়া।

আপনার জন্মের শিকড় সিলেট থেকে তো বটেই, রাজধানী থেকেও দূরের শহর সিরাজগঞ্জ। যমুনা পারের এই সিরাজগঞ্জ থেকে প্রকাশিতব্য সাপ্তাহিক যমুনাবার্তায় আপনাকে উপদেষ্টার সম্মানিত পদে বরণ করেছি। আপনি আপনার সদয় সম্মতিদানে আমাদের পথচলায় উৎসাহিত করবেন।

শীর্ষ বা মহৎ মানুষের কোনো দেশকাল নেই, তাঁরা সকলের।

আপনি ও আপনার নিকটজনেরা দীর্ঘজীবী হোন। আপনার পথিকৃত হওয়ার প্রেরণা দিয়ে আমাদের পথ চলায় আপনার আর্শীবাদ ও শুভেচ্ছা প্রত্যাশায়-

ডাঃ জহুরুল হক রাজা

সম্পাদক, সাপ্তাহিক যমুনাবার্তা।

www.pathagar.com

দিরাই থানার মাটিয়াপুরের ক্ষনজন্মা পুরুষ

আপ্তাব উদ্দিন

সিলেটের দিরাই থানার করিমপুর ইউনিয়নের মাটিয়াপুর একটি ঐতিহ্যবাহী গ্রাম। এখানকার সৈয়দ পরিবার এলাকার কয়েকটি সম্ভ্রান্ত পরিবারের অন্যতম। এই পরিবারে অনেক কামেল ওলী আল্লাহ ও গুনী ব্যক্তিবর্গ জন্ম গ্রহণ করেছেন।

সিলেটের বিশিষ্ট শিল্পপতি, ব্যাংকার, চা-ব্যবসায়ের পথিকৃৎ, দানবীর, সমাজসেবী, শিক্ষানুরাগী ও "সিলেটের ডাক" পত্রিকার সম্পাদক মন্ডলীর সভাপতি আলহাজ্ব সৈয়দ রাগীব আলী এই মাটিয়াপুরের সৈয়দ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। নিরহংকারী ঐ পরিবারের সাথে আজ অবধি আমার রয়েছে প্রগাঢ় সম্পর্ক। পূর্ব পুরুষের স্মৃতি বিজড়িত মাটিয়াপুর গ্রাম ও তাঁর আশপাশের এলাকার জনগনের সার্বিক উন্নতির জন্য জনাব রাগীব আলী অসংখ্য স্কুল কলেজ মাদ্রাসা ও মক্তবের প্রতিষ্ঠা করেন। জনগনের চলাচলের সুবিধার জন্য তিনি রাস্তা নির্মান, নদীর উপর সেতু নির্মান, ছোট বড় অনেক রাস্তায় কালভাট নির্মানের কাজে অকাতরে নিজের কষ্টোপার্জিত অর্থ ব্যয় করেছেন। এইরূপ জনহিতকর কাজের দৃষ্টান্ত সারা বাংলাদেশে খুবই বিরল।

আলহাজ্ব রাগীব আলী জনগনের সেবার এই মহান ব্রতকে আজীবন অক্ষুণ্ন রাখবেন এবং দেশে বিদেশে তাঁর কাজের দৃষ্টান্ত থেকে অন্যেরা অনুপ্রানিত হবেন এই দোয়া করে মহান আল্লাহ পাকের কাছে তাঁর দীর্ঘায়ু ও সুস্বাস্থ্য কামনা করি।

চেয়ারম্যান করিমপুর, ইউনিয়ন পরিষদ, থানা দিরাই, জেলা সুনামগঞ্জ।

www.pathagar.com

জনাব রাগীব আলীকে যেমন পেয়েছি

মোঃ নওয়াব আলী ভুইয়া

জনাব এ জেড এম শামসুল আলম সাহেব ১৯৯১ সালে ধর্ম মন্ত্রণালয়ের সচিব হবার পর মালয়েশিয়ার তাবুং হাজীর অনুকরণে হাজী সাহেবদের হজ্ব সমাপনে খেদমত করার উদ্দেশ্যে একটি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করার কার্যক্রম শুরু করেন।

আমি জনাব এ জেড এম শামসুল আলম সাহেবের সাথে প্রথম পরিচিত হই ১৯৬৫ সালে ঢাকা কলেজে পড়ার সময়। তখন তিনি উক্ত কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। তারপর ১৯৭৬ সাল হতে মসজিদ সমাজ গঠন করতে তিনি আমাকে সরাসরি প্রতি কাজে সহযোগিতা করেছেন- ইহার প্রথম সভাপতি হিসেবে এবং আমার কর্যাক্রম সম্পর্কে বিশেষভাবে অবহিত হবার কারণে তিনি আমাকে হাজ্জ ব্যাংক প্রতিষ্ঠার কাজে প্রধান কর্মকর্তা হিসেবে দায়ীত্ব পালনে উৎসাহিত করেন।

১৯৯১ সালের ১৪ আগষ্ট ফার্মগেটস্থ বায়তুস শরফ মসজিদে হাজ্জ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা কল্পে প্রথম অনুষ্ঠানিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রস্তাবিত ব্যাংকটির উদ্যোক্তা সিলেকশনে জনাব আলম সাহেব প্রথমেই কিছু শর্তাবলী নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। সে হিসেবে আমাকে বিভিন্ন বিত্তশালী ও ব্যাক্তিত্ব সম্পন্ন লোকদের সাথে যোগাযোগ শুরু করতে হয়।

প্রথম সভায় উপস্থিত থাকার জন্যে অনেক ধনী ও জ্ঞানী লোকদের অনুরোধ করি। তন্মধ্যে জনাব রাগীব আলী ছিলেন অন্যতম। আরো যারা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে জনাব এ জেড এম শামসুল আলম, জনাব জয়নুল আবেদীন, (প্রাক্তন যুগ্ম সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়), জনাব আবদুর রশীদ চৌধুরী (বিশিষ্ট শিল্পপতি, সিলেট), জনাব মতিন উদ্দিন আহমদ (বর্তমান শাহজালাল ব্যাংকের এম ডি) উল্লেখযোগ্য। উক্ত সভায় জনাব এ জেড এম শামসুল আলমকে সভাপতি, আমাকে (মোঃ নওয়াব আলী ভুইয়া) উপদেষ্টা (সমন্বয়), অন্যান্য উপস্থিত ব্যক্তিবর্গকে উদ্যোক্তা হিসেবে মনোনীত করা হয় এবং ব্যাংকের নামকরণ করা হয় হাজ্জ ব্যাংক।

জনাব রাগীব আলী সাহেব যে কত বাস্তবভিত্তিক চিন্তা করেন, তা আমরা প্রমান পাই উক্ত সভায়। সভার শেষ পর্যায়ে তিনি বলেন যে কোন কাজ শুরু করতে কিছু টাকার দরকার পড়ে। কিছু মনে না করলে আমি এর জন্য সামান্য টাকা আহবায়কের নিকট জমা দিতে চাই। এ কথা বলে তিনি ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকার একটি বান্ডেল প্রস্তাবিত হাজ্জ ব্যাংকের আহবায়ক জনাব এ জেড এম শামসুল আলমের নিকট জমা দেন।

প্রস্তাবিত ব্যাংকটির প্রাথমিক কাজ শুরু হয় জনাব রাগীব আলী সাহেবের এক্সেঞ্জ বিল্ডিং এর কক্ষে এবং তারই ফোন ইত্যাদি ব্যবহার করে। ব্যাংক প্রতিষ্ঠার বিষয়ে

www.pathagar.com

ইহার আহবায়ককে উৎসাহ দিতে জনাব রাগীব আলী শেয়ার এক কোটি টাকা ক্রয় করা ছাড়াও প্রয়োজনীয় ডিপোজিট প্রদানের আশ্বাস দেন। অর্থাৎ আল্লাহ পাকের ঘরের মেহমান 'হাজী সাহেবদের' খেদমতের জন্য একটি ব্যাংক প্রতিষ্ঠার বিষয়ে জনাব রাগীব আলী প্রথম হতেই সার্বিক সহযোগিতা করার চেষ্টা করেছিলেন।

উক্ত ব্যাংকটির লেটার-অব-ইন্ডেন্ট পাওয়া পর্যন্ত আমরা জনাব রাগীব আলীর নিকট হতে সব ধরনের সহযোগিতা পেয়েছি। কিন্তু উদ্যোক্তার সাথে মনমালিন্য হবার কারণে কোন প্রকার ঝগড়ায় লিপ্ত না হয়ে একান্ত ভদ্রলোকের মত প্রস্তাবিত ব্যাংকটির সাথে সম্পর্ক রাখতে পারবেন না বলে আহবায়ককে জানিয়ে দেন। অন্য কোন ব্যক্তি প্রথম হতে কোন প্রতিষ্ঠান গড়ার বিষয়ে সহযোগিতা করার পর এত সহজে তা থেকে সরে যেতেন কিনা আমার যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। এ ক্ষেত্রে জনাব রাগীব আলী রেগে বসলে ব্যাংকটি প্রতিষ্ঠার বিষয়ে হয়তবা বেশ অসুবিধা সৃষ্টি হতে পারত। কিন্তু একটি ভাল কাজে কোন বিঘ্ন সৃষ্টি না করার যে মনোভাব আমরা জনাব রাগীব আলীর নিকট হতে পেলাম তা অবশ্যই অনুকরণীয়।

প্রকাশ থাকে যে, বিশ্বব্যাপী সুদমুক্ত ব্যবসায় সহযোগিতার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিতব্য "মাল্টিন্যাশনাল ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেষ্টম্যান্ট লিঃ"-এর বিষয়েও জনাব রাগীব আলী বেশ উৎসাহ প্রদান করছেন।

আমার মনে হয় জনাব রাগীব আলী অনেক ভাল কাজ করার মানসিকতা পোষণ করেন বলেই অযথা কোথাও ঝগড়া করে সময় নষ্ট করেন না। সেজন্য এ পর্যন্ত সমাজ ও দেশের কল্যাণে সাউথ ইষ্ট ব্যাংক লিঃ, গুলশান জেনারেল হাসপাতাল, নর্থসাউথ ইউনিভার্সিটি ইত্যাদির মত অনেক বড় বড় কাজে তিনি আত্মনিয়োগ করতে পেরেছেন। নিজ এলাকায় সিলেটেও তিনি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ, রাস্তা-ঘাট নির্মাণ, স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা করে জনগণের কল্যাণে অনেক অবদান রাখার চেষ্টা করতেছেন। তার ব্যবসা-ভিত্তিক প্রশাসনিক অসাধারণ ক্ষমতার কারণে চা-শিল্পে বিরাট সাফল্য অর্জন করতে পেরেছেন। বিদেশেও তার ব্যবসায়িক সংগঠন তাকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। একটি মানুষ সদিচ্ছা ও কর্মপ্রচেষ্টায় নিজেকে সমাজে দেশে ও বিদেশে কিভাবে প্রতিষ্ঠা লাভে সক্ষম তার একটা জ্বলন্ত উদাহরণ জনাব রাগীব আলী।

আমি বিশ্বাস করি আমাদের দেশের অন্যান্য বিত্তবানরা জনাব রাগীব আলীর মত ব্যবসা ক্ষেত্রের সাথে সামাজিক ক্ষেত্রেও অবদান রাখলে দেশ সুখী ও সুন্দর ভাবে গড়ে উঠতে পারত।

চলুন আমরা সকলেই দোয়া করি জনাব রাগীব আলী সাহেবের মত আমাদের দেশের ধনী ও জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গকে আল্লাহ পাক দেশের অপেক্ষাকৃত গরিব জনগণের আর্থিক সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসার তৌফিক দান করুন এবং জনাব রাগীব আলীকে আরো সামাজিক ও ধর্মীয় কাজে আত্মনিয়োগ করার জন্য সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু দান করুন। আমিন।

প্রাক্তন পরিচালক, আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিঃ।

www.pathagar.com

আল্লাহ্ তাঁর হায়াত দরাজ করুন

সৈয়দ হাসান ইমাম হোসাইনী চিশতী

সিলেটের কৃতিপুরুষ দানবীর রাগীব আলীর জীবন ও কর্মের উপর মূল্যায়নধর্মী একটি গ্রন্থ প্রণয়নের উদ্যোগকে স্বাগত জানাই।

একদিন আসবে, যেদিন ব্যক্তি রাগীব আলী পৃথিবীতে থাকবেন না কিন্তু দানবীর রাগীব আলী অনাগত কাল বিরাজ করবেন মানুষের মনের মনিকোঠায় তাঁর কর্মের মাধ্যমে। এ গ্রন্থ তাঁকে জানার ও বোঝার পক্ষে বিশেষ ভূমিকা পালন করবে।

যে সময়ে জাতি হিংসা হানাহানি কলহ-কোন্দলে জর্জরিত সে সময়ে একজন দেশ ও সমাজের কল্যাণে নিবেদিত ব্যক্তিত্ব রাগীব আলী সাহেবকে নিয়ে গ্রন্থ প্রকাশের উদ্যোগ প্রমাণ করে সমাজের মূল্যবোধের দিগন্ত এখনো অর্গল বন্ধ হয়ে যায়নি। এটা দেশ সমাজ ও জাতির জন্য শুভ লক্ষণ।

জনাব রাগীব আলী সাহেবকে তাঁর সুমহৎ কর্মকান্ডের জন্যে দেশ বিদেশের বিভিন্ন সংস্থা সংগঠন সংবর্ধনা প্রদান করেছে ও করছে। আমি মনে করি যারা গ্রন্থ প্রণয়নের উদ্যোগ নিয়েছেন তারা একটি ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেছেন। এ গ্রন্থ সংবর্ধনার চেয়েও বেশী মূল্যবান।

জনাব রাগীব সাহেবের গুণ ও দান সম্পর্কে গুণীজনরা বিভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে মূল্যায়ণ করবেন। আমি হয়রত শাহ্জালাল (রঃ)র- সিলেট ও তরঙ্গ বিজয়ী সিপাহসালার সৈয়দ নাসির উদ্দিন(রঃ)র অধঃস্তন খান্দান হিসেবে তারজন্য আল্লাহ্র দরবারে এই দোয়া করি, আল্লাহপাক যেন তাঁকে দেশ ও সমাজের জন্য কাজ করার অধিকার তওফিক এনায়েত করেন।

জনাব রাগীব আলীর মতো লোক যদি অন্য কোন সমাজের হতেন তাহলে তারা তাকে নিয়ে অনেক কিছু করতেন। আমরা পরশ্রীকাতর ও আত্মার দিক থেকে দেউলিয়া। আমরা অপেক্ষা করি গুণীজনদের মরার জন্য। মরার পর শোকসভা করি, মিটিং করি, বক্তৃতা দেই। অথচ একজন গুণীলোক জীবিত কালে মূল্যায়ণ করলে তিনি নিজেও এ থেকে অনেক উৎসাহিত হতেন। এতে দেশ ও সমাজ উপকৃত হতো।

আমরা হিংসার আগুনে পুরে অনেক সময় জ্ঞানী-গুণীদের সম্পর্কে অশোভন উক্তি করি। আমাদের মনে রাখা প্রয়োজনঃ

www.pathagar.com

"ভাঙ্গিলে সোনার পাত্র প্রস্তর আঘাতে
পাথরের দাম কিন্তু নাহি বাড়ে তাতে
লোহা ও সোনার জন্ম পাথরেই হয়
তবুও লোহাকে সোনা কেহ নাহি কয় "

ত্যাগী ও কর্মীপুরুষগণ স্বীয় কর্মকান্ডের মাধ্যমে নিজেই নিজের ঠাঁই করে নেন। ইতিহাসে জনাব রাগীব আলী তবু সিলেট বিভাগের নয়। সমগ্র বাংলাদেশের গৌরব। আল্লাহতায়ালা তাঁর দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যান করুন এই মোনাজাত করি।

বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, সভাপতি, মহাকবি সৈয়দ সুলতান সাহিত্য ও গবেষণা পরিষদ সুলতান শ্রী হাবেলী -হবিগঞ্জ।

www.pathagar.com

ভোগে নয় ত্যাগেই তৃপ্ত যিনি

মুহম্মদ আসাদ্দর আলী

বলতে গেলে, বিশ্বের শতকরা প্রায় নিরানব্বই জন লোকই ভোগের জন্যে নিদারুণভাবে উদাসী-পাগল পারা। কিন্তু সমস্যা হলো, চাইলেই কি মন মত সব কিছু পাওয়া যায়? ভোগী মনের চাওয়ার অনুপাতে বিত্ত-বৈভব পাওয়া যায় না বলে, অতৃপ্তই থেকে যায় বহুসংখ্যক মানুষ -যাকে বলে, ভাগ্যের নির্মম পরিহাস। বিশ্বের কোটি কোটি লোকের সাথে বিত্ত-বৈভবের তুলনায় অতি স্বল্প সংখ্যক লোক আজীবন ভোগের সাগরে আকণ্ঠ নিমজ্জিত থেকেও মনে শান্তি লাভ করতে পারে না কোন দিন। চাই আরো, আরো চাই অনেক কিছু। ভোগের অফুরন্ত চাওয়াটাই কাল হয়ে দাঁড়ায় সকল ভোগবিলাসীদের জন্যে। চাওয়া পাওয়ার শেষ নেই বলে, অনেক অনেক কিছু পাওয়ার পরও ভোগীকে অশান্তির তপ্ত অনলে দগ্ধ হতে হয় নিরন্তর। অবশ্য এর উল্টো দলেও মাঝে মধ্যে হঠাৎ করে কোন না কোন লোকের সাক্ষাৎ মিলে যায়, যে পায় প্রচুর, কিন্তু আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে সাঁতার কাটে না ভোগের সাগরে। ফলে, ভোগে নয়, বিলিয়ে দেবার ত্যাগের সাগরে সাঁতার কেটেই লাভ করেন তিনি পরম প্রশান্তি। বলা নিষ্প্রয়োজন, সারা বিশ্বে তেমন লোকের সংখ্যা কেবল স্বল্প নয়, নিতান্ত স্বল্পই বলতে গেলে। নিজের ভোগের পেয়ালাকে উল্টায়ে রেখে, কষ্টার্জিত বিত্ত-বৈভব স্বজাতি ও স্ব-সমাজের প্রকৃত উপকারের জন্যে পরিকল্পিতভাবে দু'হাতে বিলিয়ে দেবার মত উদার মানসিকতা সম্পন্ন লোক কয়জনই বা পাওয়া যাবে আমাদের এ গরিব বাংলাদেশে ? ইংরেজী An exception proves the rule-এর মত সেই ব্যতিক্রমী দলেরই একজন ক্ষণজন্মা লোক হচ্ছেন বর্তমান বাংলাদেশের দানবীর জনাব রাগীব আলী।

বিত্তের সাথে চিত্তের সমন্বয় না ঘটলে সে বিত্ত মালিকের জন্যেই কাল হয়ে দাঁড়ায়। সে বিত্ত থেকে দেশ ও সমাজ উপকৃত হওয়ার আশা দুরাশারই নামান্তর। জনাব রাগীব আলী যে একজন বিত্তশালী লোক সেটা তাঁর ব্যক্তিগত ভোগ বিলাসের আচরণে মোটেই সপ্রমাণিত নয়। দশজন সাধারণ লোকের মতই তাঁর চলন-বলন ও আচারণ-আচরণ। তাঁর মত বিত্তশালীর দাম্ভিক পদভরে মেদিনী প্রকম্পিত হয় না। পরেন না তিনি দামী পোষাক-পরিচ্ছদ, কখনও হাকান না নামী-দামী গাড়ি। তাঁর চেয়ে হাজার গুণ কম বিত্তশালী লোকও তাঁর চেয়ে অনেক বেশি ভোজন বিলাসী বলে বাস্তব প্রমাণ পাওয়া যায়। আরামকে হারাম করে কিভাবে যে তিনি সীমিত সম্পদকে জনকল্যাণে লাগাতে পারেন সেটাই তাঁর দিনের চিন্তা ও রাতের স্বপ্ন। এরই ফলশ্রুতিতে সমাজের সব চেয়ে বড় প্রয়োজন যে শিক্ষা, সে শিক্ষা আর

www.pathagar.com

স্বাস্থ্য সেবার উন্নতিকল্পে সবচেয়ে বেশি মনোযোগী হয়েছেন তিনি। ব্যক্তি উদ্যোগের অতীতের প্রায় সব রেকর্ডভঙ্গ করে গরিব বাংলাদেশের বুকে এ দু'ক্ষেত্রে তিনি তুলনাহীন নজির স্থাপন করে চলেছেন। প্রয়োজনীয় অন্যান্য ক্ষেত্রেও তিনি যে তাঁর দানের উদার হস্তকে সম্প্রসারিতও করেননি, তা নয়। তবে, এপর্যন্ত শিক্ষা আর স্বাস্থ্য খাতে তিনি দানের যে স্বাক্ষর রেখেছেন, বাংলাদেশের ইতিহাসে চিরদিন সেটা সোনার হরফে লেখা থাকবে।

দেশের সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে ব্যক্তি উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাতাদের পর্যন্ত অন্যতম অংশিদার হওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। সাধারণ লাইনের শিক্ষা ছাড়াও স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে একক প্রচেষ্টায় হাসপাতালসহ মেডিকেল কলেজ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠা করে সাফল্যের সাথে চালিয়ে নিচ্ছেন তিনি। তাঁর এ ব্যক্তি উদ্যোগকে রীতিমত দুঃসাহসী উদ্যোগ বললে মোটেই অত্যুক্তি হবে না। জনাব রাগীব আলীর চেয়ে আরো বেশি বিত্তশালী লোক বাংলাদেশে যে একদম নেই, তা নয়। তবে, সুপরিকল্পিত উপায়ে মন-মানসিকতাসহ নিবেদিত ভাবে মানব সেবার ক্ষেত্রে জনাব রাগীব আলী বাংলাদেশের মধ্যে অবশ্যই ব্যতিক্রমধর্মী এক ত্যাগী প্রতিভা।

বাংলাদেশের যে কোন স্থানের প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সর্বত্রই নেক নজর রয়েছে জনাব রাগীব আলীর। যখন যেখানে প্রয়োজন সেখানেই তিনি তাঁর সাহায্যের উদার হস্ত সম্প্রসারিত করে দিয়েছেন। যে কোন স্থানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্যে সাহায্য চাওয়া হয়েছে, অথচ কম-বেশি তিনি সাহায্য করেননি, তেমন নজির একটিও পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। বাংলাদেশের সকল বিত্তশালী জনাব রাগীব আলীর মত উদার চিত্তের অধিকারী হলে বাংলাদেশের চেহারাটাই যে ভিন্নরূপ ধারণা করতো তেমন কথা হলফ করে বলা যায়। একজন মাত্র রাগীব আলীর ব্যক্তিগত উদ্যোগে যতগুলো বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে, এবং কেবল স্থাপন করেই শেষ নয়, সার্থকতা আর সাফল্যের সাথে চালিয়েও নেয়া হচ্ছে-তেমন নজির বাংলাদেশের ইতিহাসে আর একটিও নেই বলে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অপ্রতিদ্বন্দ্বী এক বিরল প্রতিভা হিসেবে চিরদিন স্মরিত হবেন তিনি।

জনাব রাগীব আলী যে কেবল শিক্ষা আর স্বাস্থ্য ক্ষেত্রেই তাঁর দানের হস্তকে সীমাবদ্ধ রেখেছেন, তা নয়। সাহিত্য সংস্কৃতির প্রতিও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রয়েছে তাঁর। সাহিত্যের প্রতি মর্যাদা প্রদর্শন করতে গিয়ে ব্যক্তি উদ্যোগে সিলেট বিভাগে রাগীব-রাবেয়া সাহিত্য পুরস্কার নামে তিনি শুরু করেছেন একটা মহৎ কার্যক্রম। সাহিত্যিকদের সাহায্য ও উৎসাহ বর্ধনই এর আসল উদ্দেশ্য। প্রতি বছর দু'জন সাহিত্যিককে জন প্রতি পঁচিশ হাজার টাকা হিসেবে এ পুরস্কার প্রদান করা হয়। বিগত তিন বছরে সিলেট বিভাগের ছয়জন সাহিত্যিককে পুরস্কৃত করা হয়ে গেছে। তাঁর এ ব্যতিক্রমধর্মী প্রয়াস-প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানিয়েছেন সকলে। পুরস্কার ছাড়াও প্রয়োজনে সাহিত্যিকদেরকে নগদ সাহায্য এবং গ্রন্থাদি প্রকাশের ব্যাপারেও তিনি মুক্ত হস্ত।

www.pathagar.com

ধর্মের প্রতি অনুরক্ত উদার হৃদয়ের অধিকারী জনাব রাগীব একজন মহৎ প্রাণ ব্যক্তিত্ব। দানের ক্ষেত্রে অনুকরণযোগ্য আদর্শ স্থাপন করে এ পর্যন্ত সকলেরই তিনি শ্রদ্ধাজন হতে পেরেছেন। মুসলমানদের মসজিদ মাদ্রাসাতেও তিনি অহরহ দান করে চলেছেন। তাঁর সে দানের পরিমাণ দু'চার হাজার টাকা করে নয়। প্রয়োজনে বহুক্ষেত্রে তিনি লক্ষ লক্ষ টাকা দান করে চলেছেন। জাতিধর্ম নির্বিশেষে বিজাতি বিধর্মীবৃন্দও ব্যক্তিগত প্রয়োজনে কিংবা ধর্মীয় প্রয়োজনে দান প্রাপ্তির ব্যাপারে তাঁর কাছ থেকে নিরাশ হচ্ছেন না।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কিংবদন্তীর নায়কের ন্যায় দাতা জনাব রাগীব আলী এক অনুকরণযোগ্য আদর্শ। অনেক ছোট খাটো দেশের সরকারগণ পর্যন্ত জনকল্যানের ব্যাপারে যা করতে পারছেন না, জনাব রাগীব আলী যেন একাই একশ' হিসেবে সেসব আঞ্জাম দিয়ে চলেছেন। দানের ক্ষেত্রে এ পর্যন্ত অনেককেই অতিক্রম করে গেছেন তিনি। বহুক্ষেত্রে তিনি কারো সাথে তুলিত হবার যোগ্য নন, দানে অদ্বিতীয় মুক্ত হস্ত জনাব রাগীব আলী নিজেই নিজের তুলনা।

গবেষক, সভাপতি জালালাবাদ লোকসাহিত্য পরিষদ, সিলেট।

www.pathagar.com

বিত্তবানদের রাগীব আলীর মত এগিয়ে আসতে হবে

মোহাম্মদ বেনাউল ইসলাম

জাতীয় অধ্যাপক দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের ওফাতের পর, তাঁর উপর একটি স্মারকগ্রন্থ প্রকাশনা সভায় আমি প্রথম রাগীব আলীর নাম শুনি। মরহুম আজরফের অপ্রকাশিত সকল পান্ডুলিপি গ্রন্থহিসেবে প্রকাশের সমুদয় খরচ রাগীব আলী সাহেব বহন করার অঙ্গীকার করেন। তখন মনে করেছিলাম, দেওয়ান আজরফ সিলেটের ধনাঢ্য জমিদার পরিবারের মানুষ, তাঁরই বংশের একজন উত্তর-পুরুষ হতে পারেন এই রাগীব আলী। আবার এও ভেবেছিলাম, সিলেটে অনেক বড় শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী আছেন, হয়তো তাঁদেরই একজন দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে তাঁর রচনা সামগ্রী প্রকাশের আগ্রহ ব্যক্ত করছেন। আমার মনে এমন ধারণা হয়েছিল যে, বিখ্যাত ব্যক্তির তিরোধানের পর তাঁর স্মৃতি রক্ষার্থে অনেকে অনেক ওয়াদা করেন এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তা বাস্তবায়িত হয়না। দেওয়ান আজরফের রচনাবলী প্রকাশ করা আমাদের জাতীয় দায়িত্ব। এ কারণেই মনে মনে ঠিক করেছিলাম, রাগীব আলীর সাথে দেখা হলে আজরফ রচনাবলী প্রকাশের বিষয়ে তাগাদা দেব। যদিও আজরফ রচনাবলী এখনও ছাপা হয়নি তবুও রাগীব আলীকে দেখার পর আমার ধারণা পরিবর্তন হয়েছে। সরল-সরল রুচিশীল এবং সত্যিকারভাবে একজন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ রাগীব আলী। তাঁর দানশীলতার অনেক ঘটনা এযুগের কিংবদন্তি হয়ে থাকবে।

আমাদের দেশে দানশীল ব্যক্তির মধ্যে হাজী মোহাম্মদ মহসীনের কথা সর্বজনবিদিত। এছাড়া হিন্দু জমিদারদের অনেকে স্কুল, কলেজ, মন্দির নির্মাণ করেছেন। মুসলমানদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য তেমন কীর্তি নেই বললেই চলে। ২/৪ জন যারা কিছু জনহিতকর কাজ করেছেন তাদের মধ্যে মরহুম জহুরুল ইসলামের অবদান উল্লেখযোগ্য। রাগীব আলীর কর্মময় জীবন বহুল বিস্তৃত। তবে তিনি প্রচার বিমুখ। সিলেটে এবং লন্ডনে বাংলাদেশীদের মধ্যে তিনি বিশেষভাবে পরিচিত।

জনাব রাগীব আলী ১৯৩৮ সালে ১০ অক্টোবর সিলেট জেলার বিশ্বনাথ থানার তালিবপুর গ্রামে সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা সৈয়দ রাশিদ আলী, মাতা-রাবেয়া বানু। রাগীব আলীর পূর্ব পুরুষ সৈয়দ মোহাম্মদ ইয়াকুব আফগানিস্থানের অধিবাসী। খাজা ওসমান খান লোদীর সেনাধ্যক্ষ হিসেবে তিনি এদেশে আসেন।

www.pathagar.com

প্রবেশিকা পাস করার পরই ভাগ্যোন্নয়নে রাগীব আলী ১৯৫৭ সালে বিলেতে পাড়ি জমান। বিলেতে প্রথম পাঁচ বৎসর তিনি হোটেলে বিভিন্ন পর্যায় কাজ করেন। পরে তিনি নিজে হোটেল প্রতিষ্ঠা করেন এবং হোটেলের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৬টিতে উন্নীত হয়। লন্ডন শেয়ার মার্কেটে ব্যবসা করার মত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা না থাকলেও দূরদর্শিতার দ্বারা তিনি শেয়ার ব্যবসায় প্রভূত উন্নতি লাভ করেন। পরবর্তীতে তিনি বাংলাদেশে ব্যবসা আরম্ভ করেন। চা-শিল্প, ব্যাংক সহ বহু ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। এসব ব্যবসায় তিনি বিপুলভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। রাগীব আলীর বিশেষত্ব তিনি অর্থ উপার্জন করেছেন এবং অকাতরে বিভিন্ন সমাজ সেবামূলক প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। তিনি সিলেটে মেডিকেল কলেজ, বিজ্ঞান ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়াও তিনি নর্থ-সাউথ ইউনিভার্সিটির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। বহু স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, দাতব্য চিকিৎসালয়, সড়ক, পুল তিনি তৈরী করেছেন। বহু দুঃখী মানুষকে তিনি নানাভাবে সহায়তা করেছেন। তাঁর বহুমুখী কাজের বিস্তারিত তথ্য স্মারকগ্রন্থে থাকবে। একজন ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি ব্যবসার দ্বারা শুধু নিজে লাভবান হন না। বহু লোকের কর্ম সংস্থান হয়, সরকারী কোষাগারে জমা হয় বিপুল পরিমান আয়কর ও ট্যাক্স। একজন ব্যবসায়ী উদ্যোক্তাকে অন্যান্য দেশে যেভাবে মূল্যায়ণ করা হয়, সম্মান দেওয়া হয়, কাজের সুযোগ সৃষ্টিতে সহায়তা করা হয়, আমাদের দেশে সেভাবে করা হয় না।

রাগীব আলীদের জাতীয়ভাবে সম্মান জানানো প্রয়োজন। দেশের জনগণ মহৎ ব্যক্তিদের কাজ থেকে প্রেরণা লাভ করে নিজেরাও ভাল কর্মে অংশ গ্রহণে উৎসাহিত হতে পারে। রাগীব আলী নিরহঙ্কার অতি সাধারনভাবে চলাফেরা করেন। তার ব্যক্তিত্ব মানুষকে আকৃষ্ট করে, মধুর ব্যবহার মানুষকে মুগ্ধ করে।

সৎ, ধর্মভীরু রাগীব আলী আল্লাহর প্রতি অবিচল আস্থা রেখে কাজ করে যাচ্ছেন। আমরা তাঁর দীর্ঘায়ু ও সুস্বাস্থ্য কামনা করি।

আমাদের দেশের অনেক ব্যবসায়ী, শিল্পপতি আছেন তারাও রাগীব আলীর মত জনহিতকর কাজে, সমাজসেবায় ও শিক্ষা প্রসারে এগিয়ে আসলে দেশের সার্বিক উন্নয়নে এর বিরাট প্রভাব প্রতিফলিত হবে।

www.pathagar.com

রাগীব আলীর প্রতিকৃতি ঃ এক সন্ধ্যার প্রচ্ছদে

ইকবাল হাসান

বছর দু'য়েক আগে হবে।

গ্রীষ্মের এক খড়তপ্ত দুপুরে পুরানা পল্টনে প্রতিবাদী কবি, সমাজতন্ত্রী মোহন রায়হানের ধনতান্ত্রিক অফিসে বসে আড্ডা দিচ্ছি। অফিসটি চমৎকার সাজানো গোছানো, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। ছোটখাট, ছিমছাম হলেও আসবাবপত্রে বুর্জূয়া বুর্জুয়া ভাব। পাতায় হাত দিয়ে স্পর্শ করলে বোঝা যায় অফিস কক্ষের গাছপালারাও জীবন্ত। ডালে ও পাতায় য্যানো বিড়ালের আলস্য ছড়ানো, কার্ল স্যান্ডসর্সের কবিতার শব্দের মতো। প্রসঙ্গটি মোহনই তুললেন, পাওনা টাকা আদায়ের জন্য ঘন্টা কয়েক লাটিমের মতো ঘুরে ঘুরে ব্যর্থ ও ঘর্মাক্ত হয়ে অবশেষে অফিসে ফিরে এসেছেন একটু আগে, বললেন, সততার সঙেগ ব্যবসা করে টাকা পয়সা কামানো এদেশে বড়ো কঠিন কাজ। কেউ কথা রাখে না। দিনের পর দিন, বছরের পর বছর পাওনা টাকা আদায়ের জনা ঘুরতে হয়। কথা দিয়ে কথা না রাখা একটা ষ্ট্যান্ডার্ড হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তবে যে বন্ধু-বান্ধবদের মুখে শুনি, বাংলাদেশে ধনী হওয়া খুব ইজি ব্যাপার। মানুষ নাকি তুড়ি মেড়ে চোখের পলকে ধনাঢ্য ব্যক্তি হয়ে যাচ্ছে। কিভাবে? সর্টকাট পথে। অধিকাংশ নব্য ধনীরাই এই পথ দিয়ে যাতায়াত করেন। আইন-ফাইনের কারণে পথ যেটুকু বা আঁকাবাঁকা ছিলো এতোকাল- এখন একেবারে হাইওয়ের মতো সোজা রাস্তা। একবার এইপথে পা রাখতে পারলে আর আটকায় কে? লোকেরা বলবে, দু'নম্বর উপায়ে ধনী হয়েছে শালা! তা বলুক। লোকেদের কথায় তো আর গুলশান- বারিধারায় বাড়ী তৈরী আর মতিঝিলে পাজেরোর চাকা বন্ধ হবে না। যোগ্যতাহীন ঈর্ষাকাতর মানুষদের কথায় কীইবা এসে যায়! তা অই সর্টকাট পথটা কি? প্রতারণা, ফেরেববাজী, মুনাফাখোরী, চোরাচালানী এবং ব্যাংক ডাকাতি। ইজি পথ, ইজিমানি। দু'এক বছরের মধ্যে আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ !

এর মধ্যে সবচে সহজতর পথ হ'ল, দিনে দুপুরে আইনের ফাঁক-ফোকর দিয়ে নয় বরং আইনসিদ্ধভাবে বিনা অস্ত্রে ব্যাগ ভরে ব্যাংক থেকে টাকা নিয়ে চলে যাওয়া। লোকেরা বলবে ব্যাংক ডাকাতী, নাম উঠবে ঋণ খোলাপীর লং লিষ্টে, তা উঠুক-মাথার উপর নেত্রীদের আঁচলের শীতল ছায়া থাকলে 'টাচ্' করতে পারে এমন বাপের ব্যাটা আছে বাংলাদেশে!

www.pathagar.com

আড্ডার এক পর্যায়ে, বিকেলের দিকে, মিলন এলেন। আমার প্রিয়বন্ধু কথা সাহিত্যিক ইমদাদুল হক মিলন, আমরা প্রায় একই সময়ে লেখালেখি শুরু করি, মিলন প্রতিভাবান, নিভার গদ্য লেখে মেদমুক্ত ভাষায়, রোমান্টিক, জনপ্রিয়তার প্রায় শীর্ষস্থানে বসে আছে। ওর জনপ্রিয়তার মাত্রা দেখে বুকের বামদিকে যে এক আধটু ঈর্ষা চির চির করে জেগে ওঠেনা তা নয়। তবে মনকে বুঝাই, শোনো হে হৃদয়, সবার পক্ষে মিলন হওয়া সম্ভব নয়।

মিলন আসা মাত্র মোহন আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনাদের আজ একজন ধনাঢ্য ব্যক্তির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবো। তাঁকে আপনাদের কথা বলেছি। তিনি নিজেই আসছেন এখানে, আপনাদের সঙ্গে দ্যাখা করতে।

আমি নিজে নিতান্ত গরীব বলেই বোধকরি বড়োলোকদের ব্যাপারে আমার একধরনের কৌতূহল আছে। ফলে কিছুক্ষণের মধ্যেই একজন ধনাঢ্য ব্যক্তির সঙ্গে পরিচিত হতে পারবো ভেবে ভেতরে ভেতরে বেশ পুলক অনুভব করি। আমি এবং আমার চৌদ্দগোষ্ঠী নিতান্ত গরীব বলেই জীবনে বড় লোক দেখা বা তাদের সঙ্গে মেলামেশা করা, কথা বলার সুযোগ তেমন হয়ে ওঠেনি। তবে হ্যা, ধনীদের পিক্চার দেখেছি ডকুমেন্টারী ফিল্মে, কখনো পত্রিকার পাতায়, কখনো টিভিতে। তাদের অধিকাংশই দেখতে সাধারণ মানুষের মতো। কারো চেহারাই অসৎ, অর্থলেলুপ, স্বার্থান্ধ, ধূর্ত নয়। কী সুন্দর করে কথা বলেন তাঁরা, কখনো কখনো ভীষণ পোয়েটিক। সুইট টকার। আর দেখার মতো তাদের তারুণ্য। এই বংশের অর্থাৎ ধনাঢ্যদের প্রতি ঈশ্বরের সীমাহীন কৃপাদৃষ্টি বৃষ্টির মতো অবিরাম বর্তিত হয় বলেই শীত গ্রীষ্ম যে কোন ঋতুতেই এরা চির তরুণ, চির সবুজ।

আমি ভেতরে ভেতরে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করতে থাকি, মিলন ভদ্রলোকের নাম জানতে চাইলে মোহন জানায়, ভদ্রলোকের নাম রাগীব আলী। তিনি বাংলাদেশের ধনাঢ্য ব্যক্তিদের একজন।

এই নাম ইতিপূর্বে আমিও শুনেছি, সম্ভবতঃ মোহনের মুখেই অথবা রাহাত ভাই কিংবা কবি মুহম্মদ নূরুল হুদার মুখে, রাইটার্স ক্লাবে। মোহনের বিকল্প পাবলিকেশন থেকে রাগীব আলীর বর্ণময় কর্মজীবন নিয়ে ৩২ পৃষ্ঠার একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছে ১৯৯৬ সালে, ঐ পুস্তিকার প্রচ্ছদে প্রকাশিত তাঁর খুব সাদামাটা প্রতিকৃতির দিকে তাকাতেই আমি বেশ চমকে উঠি! কোথায় যেন অসাধারণত্ব ঃ লুকিয়ে আছে, আর সহসাই, মানুষটিকে না দেখেই, খুব আপন বলে মনে হয়। এর কারণ ? আমার এক খালু ছিলেন, অবিকল রাগীব আলীর মতো দেখতে, ধার্মিক, গ্রামে থাকতেন, পড়াতেন স্কুলে। দেখতে রাগীব আলীর মতো হলেও তিনি ছিলেন নিতান্ত গরীব। এবং রাগীব আলীর প্রচ্ছদ প্রতিকৃতির মতো। খুবই সাদামাটা এবং সহজ সরল, সাধারণ। বর্তমানে পরলোকবাসী, একদা প্রচন্ড বিরক্ত ছিলেন জীবনের প্রতি, ক্ষোভ ছিলো ভেতরে ভেতরে। বলতেন, এ পৃথিবী ভালো লোকদের জন্য নয়।

www.pathagar.com

তাঁর ধারণা যে সর্বাংশে সঠিক নয় তা শিল্পপতি রাগীব আলীর সঙ্গে দ্যাখা না হলে বুঝতাম না। এই পৃথিবীতে এখনো কমা-সেমিকোলনের মতো কিছু কিছু ভালো মানুষ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন। তাদের সংখ্যা হয়তো খুব বেশী নয়, অন্ধকার সমাজে তারা দূরাগত নক্ষত্রের মতো।

মোহনের অফিসে আড্ডার সেই উজ্জ্বল সন্ধ্যাটির কথা আমার মনে থাকবে বহুদিন। রাগীব আলী এসেছিলেন একা। পোষাকে চাকচিক্য নেই, আচরণে চমক নেই, স্বল্পালাপেই মনে হ'ল, ধনাঢ্য শ্রেণীর ব্যক্তিদের সঙ্গে তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে রয়েছে বিস্তর পার্থক্য। সমাজের আর দশজন বিত্তবানের মত তিনি অসৎ, অর্থলোলুপ নন। অবৈধ উপায়ে কালো টাকার মালিক হননি। তাঁর বড় বৈশিষ্ট্য, তিনি জনগণের অর্থ-সম্পদ আত্মসাৎকারী ঋণ খেলাপী ধূর্ত নন। সৎ, সাহসী রাগীব আলী নিষ্ঠা, অপরিসীম পরিশ্রম দ্বারা তিনি গড়ে তুলেছেন তাঁর শিল্প-সাম্রাজ্য।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কারণেই কোটি মানুষের ভিড়েও তাঁকে সনাক্ত করা যায়, সমাজ উন্নয়নে তাঁর অনন্য, অসাধারণ ভূমিকার কারণেই মানুষ তাঁকে যুগ যুগ ধরে স্মরণ করবে। রাগীব আলী তাঁর কষ্টার্জিত অর্থ ভোগ বিলাসে ব্যয় করেন নি। অন্যান্য ধন কুবেরদের মতো আরাম আয়েশ আর ভোগ লিপ্সায় অর্থ ব্যয় না করে রাগীব আলী বরং সৎ, সাদামাটা, সহজ সরল ব্যক্তিগত জীবন বেছে নিয়েছেন। নিরবে, নিভৃতে তিনি তাঁর বিপুল ধন সম্পদ ব্যয় করেছেন জনকল্যাণে। ব্যাংক, বীমা, মার্কেট, বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান ও অর্থকরী কর্মসংস্থান প্রকল্পের পাশাপাশি তিনি দেশের বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর কল্যাণে গড়ে তুলেছেন বিভিন্ন শিক্ষা, চিকিৎসা, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান। তিনি তাঁর সম্পদের বিপুল একটি অংশ ব্যয় করেছেন বাংলাদেশে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে রাস্তাঘাট ও সেতু নির্মাণে; শিক্ষা, চিকিৎসা, শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ক্রীড়া, ধর্মসহ বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কর্মকান্ডে এই বিশাল হৃদয়ের মানুষটি প্রভূত অবদান রেখেছেন, তাঁর এ অবদান নিঃস্বার্থ ও বিনিময়হীন।

বিলেতবাসী রাগীব আলী ইচ্ছে করলে নিশ্চিত, নিরাপদ, আরাম আয়েশের জীবন বেছে নিতে পারতেন, ধনাঢ্য ব্যক্তিদের মতো গা ভাসিয়ে দিতে পারতেন ভোগ বিলাসে, অমিতাচারে। তিনি সে পথে যাননি। নিজের আত্মা, মেধা, বিত্ত ও শরীরকে পূণ্য অর্ঘের মতো নিবেদন করছেন জনকল্যাণে, দুস্থ মানুষদের সাহায্য সহযোগিতায়।

রাগীব আলীর সঙ্গে কয়েক ঘন্টার আলাপে বুঝলাম, জীবনের কোন পথই ফুলে ফুলে পল্লবিত নয়; কুসংস্কারাচ্ছন্ন-পশ্চাদপর, আত্মস্বার্থপর, কুপমন্ডুকতায় পূর্ণ সমাজের ভেতর মানুষের কল্যাণের জন্য কাজ করাও খুব আরামপ্রদ অভিজ্ঞতা নয়। প্রতিটি পদক্ষেপেই তাঁকে সম্মুখীন হতে হয়েছে বাধা ও প্রতিহিংসায়। কিন্তু

www.pathagar.com

মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে এগিয়ে আসা এই মানুষটিকে কেউ আটকাতে পারেনি শেষ পর্যন্ত।

আমার বিশ্বাস, বাংলাদেশের সমাজ উন্নয়নের জন্য রাজনৈতিক টাউট, ধূর্ত ঋণখেলাপী, আদম ব্যবসায়ী, ভুয়া অর্থনীতিবিধ চোরাচালানী, কালো টাকার মালিক, প্রতারকের প্রয়োজন নেই- প্রয়োজন একজন নয়- কয়েক লক্ষ রাগীব আলী।

কবি ও লেখক, টরেন্টো, কানাডা প্রবাসী।

www.pathagar.com

নিরন্তর খোঁজায় ব্রতী একজন অনন্য রাগীব আলী

সৈয়দ আব্দুল্লাহ খালিদ

সারা জীবন রাগীব আলী কি খুঁজছেন ? বর্তমানেই বা তিনি কি খুঁজছেন? কার এবং কিসের পরশ লাভের জন্য তিনি এত তন্ময় হয়ে আছেন?

আমি ভিন্ন মাধ্যমের লোক। ছবি আঁকা বা ভাস্কর্য নির্মাণ করা আমার পেশা। তার ফাঁকে আমার চিন্তা ভাবনার কিছু ব্যাপার যে লিপিবদ্ধ করি না তা নয়। তবে কেবল সেইসব বিষয় নিয়েই আমি লিখি, যা আমাকে ভাবায়, নাড়া দেয়। কিন্তু এই ক্ষেত্রে আমার ভাবনার মূলে আছেন একজন অনন্য ব্যক্তিত্ব- তিনি রাগীব আলী।

কিন্তু কি লিখব?

জনাব রাগীব আলীর বহুমুখী ও নানা ধরনের প্রতিষ্ঠানের ফসলের স্বাদ আমরা ভোগ করছি। যেমন তাঁর ব্যাংক, ছাপাখানা, পত্রিকা ও খেলাধূলার উন্নয়নে যুবসমাজকে সম্পৃক্ত করে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। এ ছাড়াও রয়েছে তাঁর প্রতিষ্ঠিত হাসপাতাল, তাঁর বাগানের উন্নতমানের চা পাতা। তাঁর বাগানের ছোট বড় নানা প্রজাতির ফুলগাছ, তাঁর নিজ হাতে এবং উদ্যোগে লাগানো নানা ফল ও বিভিন্ন প্রজাতির গাছ গাছালির নয়ন ভোলানো মনোহর দৃশ্য। ঐসব নির্দিষ্ট স্থানে আমাদের পরিবেশ রক্ষায় বিশাল ভারসাম্য রক্ষা করে চলেছে। পুকুর ও মরা খাল বা লেক পুনঃখনন করে মাছ উৎপাদন করছেন। নিজে জনসাধারণের জন্য রাস্তাঘাট তৈরি করে যাতায়াতের সুব্যবস্থা করছেন। সেতু নির্মাণ করে যানবাহন ও যাতায়াতের আরও প্রসার ঘটাচ্ছেন। মসজিদ ও মন্দির নির্মাণে সহযোগিতা করে ধর্মপ্রাণ মানুষের উপাসনা ও এবাদতের ব্যবস্থা করছেন। বহুমুখী অসংখ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরি করে সর্বসাধারণের জন্য শিক্ষা লাভের সুযোগ তৈরি করে যাচ্ছেন। এতিমখানা প্রতিষ্ঠা করে পিতৃমাতৃ ও আশ্রয়হীন দীন-দরিদ্র শিশু-কিশোরদের থাকা-খাওয়া, পড়ালেখার সু-ব্যবস্থা করে যাচ্ছেন। সর্বপরি দীন-দরিদ্র লোকদের সীমাহীন দান খয়রাতের নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করে যাচ্ছেন আমাদের এই রাগীব আলী। শুধু জালালাবাদ রাগীব-রাবেয়া মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এর মত একটি প্রতিষ্ঠান তৈরি করতে পারলেই একজন লোকের জীবন ধন্য হতে পারে। তার সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করা আমার কাছে এখন প্রশ্নাতিত ব্যাপার। পরম দরদী ও মানব হিতৈষী এই মানুষটির তাবত সঞ্চয় ও সম্পদ 'রাগীব-রাবেয়া ফাউন্ডেশন' করে দেশ ও মানব কল্যাণের জন্য আজ রক্ষিত। নিজের জীবদ্দশায় এই সর্বস্ব দান নজিরবিহীন উদাহরণ। যে ব্যক্তি এত

www.pathagar.com

কিছু করছেন তাঁর এই বিপুল বৈভব অর্জন ও তা বৃহত্তর জনসেবায় অর্পণ-- তা তিনি কেনই বা করছেন? তিনি কেন আজ বলছেন "আমার তাবত এই ধন-সম্পত্তির আমি রক্ষক বা পাহারাদার।" সেই ব্যক্তি- রাগীব আলীকে আমি কতটুকু চিনি বা জানি?

কারণ আমরা যা করি তা আমাদের চারিদিকের পারিপার্শ্বিক পরিবেষ্টন, প্রাকৃতিক পরিবেশ, পিতা-মাতা, ভাইবোন, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব বিশেষ করে স্ত্রী ও সন্তান সন্ততিরা গভীর রেখাপাত করে থাকে। অর্থাৎ ঐ ব্যক্তি শৈশব থেকে কৈশোর ও যৌবনে পদার্পণ করার পর তার শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্র, তার বিবাহিত ও পারিবারিক জীবনের প্রতি ধাপে ধাপে ঘাত ও প্রতিঘাতে, প্রতিবাদ ও সংগ্রামের সবকিছুই তার ব্যাপৃত জীবনে রেখাপাত করে থাকে।

এ-বিষয়ে আসুন তাঁর কাছে থেকেই শুনি ঃ

"আমি রাগীব-রাবেয়া ফাউন্ডেশন করেছি। এই ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে যাবতীয় কর্মকান্ড পরিচালিত হবে। এই ফাউন্ডেশনই আমার উত্তরাধিকার। এ ফাউন্ডেশনের মাধ্যমেই আমার মৃত্যুর পর আমার সৃষ্ট সমস্ত কর্মকান্ড, প্রকল্প পরিচালিত হবে।"

জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় তথা যৌবনের সময়টুকু প্রচন্ড শ্রম দিয়ে গড়ে তুলেছিলেন তিনি তাঁর ব্যবসায় সম্পদ। তিলে তিলে জমা করেছেন-যা আজ পরিণত হয়েছে বিশাল পর্বত না -হোক একটা বেশ উঁচু পাহাড়ে। কিন্তু এই পাহাড়সম সম্পদ তিনি নিজে ভোগ না করে সবার সাথে ভাগ করে নিচ্ছেন কেন?

তার উত্তর তাঁর নিজের ভাষায় ঃ

টাকা পয়সা আসে আর যায়। আমি মনে করি, আমার যে টাকা আছে তা শুধু আমার নয়। সমাজের এবং সমাজের মানুষেরও আমার এই টাকার উপর অধিকার আছে। কারণ আমি এই সামাজ থেকেই যাবতীয় উপার্জন করছি। যার পয়সা আছে তার দায়িত্ব অনেক বেশি। সমাজের অসহায় দুস্থ মানুষদের জন্যে কিছু করলে তাদের যে উপকার হয়- সে কথা চিন্তা করলে বা তা যখন আমি প্রত্যক্ষ করি, তখন আমার বুক ভরে যায়। নিজেকে, নিজের যাবতীয় অর্থকে কেবল তখনই বৈধ মনে হয়। সাধারণ জীবনযাপন আমার ভাল লাগে। আমি অত্যন্ত সাধারণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছি এবং আমি তা কখনও বিস্মৃত হই না। আমি অপচয় পছন্দ করি না। আমি ধূমপান করি না, মদ্যপান করি না, কোন ক্লাব কিংবা সান্ধ্য আড্ডা নেই আমার। আমি সব সময়ই খুব সাধারণ- স্বচ্ছ জীবনযাপন করি। খুব সাধারণ খাবার খাই। আমি মনে করি, আমি বিলাসিতা করলে যে টাকাগুলো অপচয় হবে- তা যদি দান করি, বিভিন্ন সংস্কারমূলক কাজে ব্যয় করি, তাহলে সমাজ অনেক উপকৃত হবে। আমার ন্যূনতম যে প্রয়োজন সেভাবেই আমি থাকি। আমার পরিবারও এই আদর্শে গড়ে উঠেছে।'

www.pathagar.com

এই সহজ-সাধারণ জীবনের মধ্য দিয়ে চলতে চলতেই কি তিনি খুঁজে নিচ্ছন নতুন কিছু। সঞ্চয় করছেন আরও বৃহত্তর-মহত্তর কিছু? রাগীব-রাবেয়া ফাউন্ডেশন কি তাঁর চলার পথের একটা পথ? তার দীর্ঘ জীবনের সমস্ত শ্রম, মেধা ও প্রজ্ঞা দিয়ে তিনি নিজেই তৈরী করেছেন এই পথ। তাঁর এই পথ-নির্মাণের উদ্দেশ্যগুলো কি-কি তিনি জানাচ্ছেন ঃ

"ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য অভাবী, গৃহহীন ছেলেমেয়ের জন্যে গৃহ, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা। তাদের প্রতিভার সর্বতোমুখী বিকাশের ব্যবস্থা করা। তরুণদের জন্যে চাকুরি সৃষ্টির ব্যবস্থা করা, যাতে বেকারত্বের জ্বালায় তারা বিপথগামী না হয়, সন্ত্রাসী না হয়। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উচ্চশিক্ষার মাধ্যমে গবেষণা কার্যের সম্প্রসারণ, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা, মানব সম্পদ বৃদ্ধি এবং আর্থ সামাজিক সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বাড়ানোর কাজে সাহায্য জোগানো। এই ফাউন্ডেশনের লক্ষ্য স্কুল, কলেজ, মেডিকেল কলেজ ও ইউনিভার্সিটিসহ বিভিন্ন ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা। এতিমখানা, স্পোর্টস ক্লাব, মেডিকেল সেন্টার, মন্দির, মসজিদ, চার্চ, প্যাগোডা ইত্যাদিকে আর্থিক সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান। আবাসিক বাণিজ্যিক গৃহকমপ্লেক্স নির্মাণ এবং সারা দেশে ব্রিজ, কালভার্ট ইত্যাদি তৈরি করা। দেশময় টিউবওয়েল ও স্যানিটারি ল্যাট্রিন প্রতিষ্ঠা। পরিবেশ দূষণ থেকে দেশকে মুক্ত করার লক্ষ্যে অধিক গাছ লাগানোর আন্দোলন পরিচালনা করা। নারী শিক্ষা বিস্তারের জন্যে স্বতন্ত্র স্কুল, কলেজ ও ক্লাব প্রতিষ্ঠা। শিক্ষা বিস্তারে অধিক স্কলারশিপ ও স্টাইপেন্ডের ব্যবস্থা করা। ফাউন্ডেশনের সঙ্গে অভিন্ন লক্ষ্যের এনজিওগুলোর সাথে সহযোগিতা সম্প্রসারণ। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সৌহার্দ বাড়ানোর লক্ষ্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সেমিনার সিম্পোজিয়াম অনুষ্ঠান ইত্যাদির ব্যবস্থা করা।"

রাগীব আলী তাঁর এই চলার পথের দু'পাশে ছড়িয়ে যাচ্ছেন একের পর এক মাইল-ফলক। এই ফলকগুলো থেকেও কি তিনি খুঁজতে চেষ্টা করছেন কিছু?

"এই বিষয়টির পটভূমি আমার শৈশবে। আমি অসচ্ছল পরিবারের সন্তান ছিলাম। টাকা পয়সার অভাবে তেমন পড়াশোনা করতে পারিনি। যুক্তরাজ্য গিয়েছিলাম ছাত্র হিসেবে। কিন্তু সেখানে আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে পড়াশোনার ধারাবাহিকতা রাখতে পারিনি। এই বিষয়টি পরবর্তীতে আমাকে খুব প্রভাবিত করেছে। এ কারণে আমার কর্মকান্ডের মধ্যে শিক্ষার বিস্তারে আমার ভূমিকাটাই মুখ্য হিসেবে ধরে নিয়েছি। আমি চেয়েছি- আমি যা পারিনি তা যেন অন্যদের ক্ষেত্রে না হয়। আমি এখন নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি, এশিয়া ইউনিভার্সিটির সাথে জড়িত। আমি সিলেটে জালালাবাদ রাগীব-রাবেয়া মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছি। আমি একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় করবারও চেষ্টা করছি। এছাড়াও আমি অসংখ্য স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছি, যার তালিকা আমি আপনাদের

www.pathagar.com

দেবো- এই সাক্ষাৎকারে তা উল্লেখ করা সম্ভব নয়। এভাবে শিক্ষার কাজ করে যাচ্ছি।"

তাঁর এই কাজ, এই পথ-চলা, নিরন্তর খুঁজে-ফেরা সুখের, আনন্দের, গৌরবের সেই চাবিকাঠিটি, এবং নিমগ্ন হওয়া পরম প্রশান্তিতে নিজগৃহকোণে-- এর প্রতিটি কাজে, প্রতিটি মূহূর্তে। প্রতিটি পলে তাঁর রয়েছে এক পরম বিশ্বস্ত সাথী, তাঁর সহধর্মিনী, তিনি রাবেয়া আলী। রাগীব আলীর প্রতিটি কাজে-কর্মে, প্রতিটি পদে জড়িয়ে আছে তাঁরও নাম। এই প্রসঙ্গে একজন সার্থক সহধর্মী-র (স্বামী) মন্তব্য ঃ

"আমার সারা জীবনে আমার স্ত্রী সকল কাজের সাথী। আমার স্ত্রীকে আমি শ্রদ্ধাও করি। একজন মহিলা হয়েও তিনি সারা জীবন আমাকে সকল কাজে উৎসাহ দিয়েছেন। আমিও এর স্বীকৃতি দিয়েছি। আমি রাগীব-রাবেয়া ফাউন্ডেশন করেছি। সিলেটে আমি যে মেডিকেল কলেজ করেছি তার নামও জালালাবাদ রাগীব-রাবেয়া মেডিকেল কলেজ। এভাবে আমার স্ত্রীও আমার সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়েছেন। আমি মনে করি বাংলাদেশের সব মেয়েরা আমার স্ত্রীর মতো যদি তাদের স্বামীদের কাজে সহায়ক হন, তাহলে দেশ অনেক এগিয়ে যাবে।"

অনুমান করি, দেশকে এগিয়ে নিয়ে গিয়ে সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ার পথটাই হয়তো তিনি খুঁজে ফিরছেন, কিম্বা খুঁজে ফিরছেন স্রষ্টার করুণা লাভের জন্যে সৃষ্টিকে সেবা করার আরও আরও পথ।

সার্থক হোক তাঁর এই খোঁজা, অন্বেষণ এবং নিরন্তর যাত্রা।

[সাক্ষাৎকার গ্রহণে ঃ মঞ্জুরুল আজিম পলাশ, অর্থকথা]

অধ্যাপক, চারুকলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

www.pathagar.com

অনন্য ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব দার্শনিক রাগীব আলী

অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ

সীমার মাঝে, অসীম তুমি
বাজাও আপন সুর।
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ
তাই এত মধুর।

প্রতিটি মানুষের অন্তরে অসীমের প্রেরণা উপস্থিত। এ প্রেরণা অবলম্বনে কর্মে প্রবৃত্ত হওয়া এবং সেই কর্ম দ্বারা ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনকে তথা পৃথিবীর ন্যায় সত্য ও কল্যাণের পথে পরিচালিত করার দায়িত্ব প্রতিটি মানুষের। নিজের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা থেকে ইউরোপ, আমেরিকার বিভিন্ন দেশ ঘুরে বহু কর্মবীরের, মহান ব্যক্তিত্বের সাথে পরিচিত হওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। বলতে দ্বিধা নেই, আমাদের দেশে সে ধরণের মানুষ একেবারে নেই, তা' নয়। তবে সংখ্যায় কম। এ প্রেক্ষাপটেই এসেছে এ দেশেরই একজন কৃতি সন্তান জনাব রাগীব আলীর কথা। বিভিন্ন মিডিয়া, ব্যাংকিং সেক্টর, বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে ও বিভিন্ন জনের কাছে প্রায়ই রাগীব আলীর কথা শুনে ভাবতাম, আসলে লোকটা কে? কেন তার এত সুনাম? তার দানশীলতার ব্যাপকতা নিয়ে উল্লেখ করে তাকে ছোট করতে চাইনা। জানুয়ারী, ২০০০ সালের এক শুভ দিনে শেখ বোরহানুদ্দীন পোস্ট গ্রাজুয়েট কলেজে তার পদধুলি পড়ে। মার্কেটিং বিভাগে "নবীব বরণ" অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হয়ে আসেন তিনি। এর আগে তার প্রতিষ্ঠিত সাউথ ইস্ট ব্যাংকে আমি নিজে গিয়ে নিমন্ত্রণ করে আসি প্রতিষ্ঠানে আসার জন্য। তিনি বিনয়ের সাথে রাজি হন। নির্ধারিত দিনে তিনি কলেজে আসলেন। অনুষ্ঠানে ছাত্র/ছাত্রীরা তাকে পেয়ে বিশেষভাবে খুশী। সে আনন্দ অনাবিল। সভামঞ্চের টেবিলে আলোচনায় জানা গেল এই অবহেলিত সমাজের জন্য এই ব্যক্তির কত অবদান। তাঁর চিন্তা সমাজের, দেশের জনগণের উন্নয়ন। সে উন্নয়ন প্রয়াসে সকলকে একত্রে এগুতে হবে, তবেই সমাজ হবে সমৃদ্ধ। নচেৎ পিছিয়ে পড়তে হবে। জীবনের অমূল্য অভিজ্ঞতা দিয়ে, রাগীব আলী সাহেব তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছেন বিভিন্ন দেশের দৃষ্টান্ত থেকে।

একটি প্রদীপ যেমন এককভাবে রাতের অন্ধকার ঘোচাতে পারে না তেমনি একক ব্যক্তির চেষ্টায়ও সাধিত হয়না সমাজের প্রত্যাশিত সকল কল্যাণ। এর জন্য প্রয়োজন সব মানুষের সমবেত প্রয়াস, উদ্যোগ। এটাই মানুষের পূর্ণতার সাধনা।

www.pathagar.com

দানবীর রাগীব আলীর দর্শন হলো হিংসা বিদ্বেষ নয়, দয়া মায়া প্রেম দিয়েই মানুষ জয় করতে পারে তার সত্তায় লুক্কায়িত হীন পাশবিক প্রবৃত্তিসমূহকে, উপলব্ধি করতে পারে সর্বজীবের ঐক্য এবং অর্জন করতে পারে যথার্থ মনুষ্যত্বের মর্যাদা। আত্মত্যাগ ও স্বার্থপরতাকে পরাভূত করাই তাঁর দর্শন। ত্যাগী, দানশীল, দার্শনিক রাগীব আলী যথার্থই অনন্য ও ব্যতিক্রমী।

অধ্যক্ষ, শেখ বোরহানুদ্দীন পোস্ট গ্রাজুয়েট কলেজ, ঢাকা।

www.pathagar.com

সিরাতুল মুস্তাকীমের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবার জন্য দোয়া করি

মাওলানা মাহমূদুল হাসান

বিশিষ্ট শিল্পপতি আলহাজ রাগীব আলী সাহেবের সাথে আমার দীর্ঘদিনের পরিচয় এবং গভীর সম্পর্ক। গুলশান সেন্ট্রাল মসজিদের ইমামতি এবং খেতাবতের সূত্রে তাঁর সাথে আমার পরিচয় হয়, এরপর থেকে অদ্যাবধি তার সাথে আমার সুসম্পর্ক ধর্মীয় ভিত্তিতে মধূর এবং সুসংহত রয়েছে, এই সুবাদে, তাঁর সাথে বহুবার সিলেট এবং বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সভাসমিতি এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগদানের সুযোগ হয়েছে। তিনি একজন বিশিষ্ট শিল্পপতি এবং দানবীর হিসেবে সর্বমহলে সমাদৃত। জনসেবা, স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, মসজিদ, রাস্তাঘাট, হাসপাতাল এধরনের জনকল্যাণমুখী কাজে তার যথেষ্ট অবদান কারো অজানা নেই। কিন্তু আমি তাকে কেবল শিল্পপতি, দানবীর এবং জনসেবকই জানি না বরং তিনি ব্যক্তিগতভাবে অত্যন্ত সরল সোজা জীবন যাপনে অভ্যস্ত, তাঁর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, ইসলাম এবং মুসলমানদের প্রতি আন্তরিকতা, ইসলাম এবং মুসলমানদের জন্য নিবেদিতপ্রাণ, আল্লাহভীরু এবং শরীয়তের অনুসরণের সাথে আলেম ওলামা এবং মাশায়েখদের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তির অধিকারী, আমি তার এবং তাঁর পরিবারের সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং সিরাতুল মুস্তাকীমের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবার জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া করি।

প্রিন্সিপাল, জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলুম মাদানিয়া মাদ্রাসা।

www.pathagar.com

রাগীব আলীর প্রেম

মুহম্মদ নূরুল হুদা

জন্ম যার বঙ্গভূমি, কর্ম তার হতে পারে সুদূর বিলাত-
রাগীব আলীর নাম একরকম দৃষ্টান্তর নয় ব্যতিক্রম।
আজন্ম বাঁধনহারা, কৈশোরেই ছেড়েছেন সুরমার পাড়;
জগৎশ্রমিক যিনি, পাওনা মজুরী চায় তার যোগ্য শ্রম।

নন ভাগ্যবাজিকর, শোনেননি নিভৃতির বাঁশি,
সুদূর সমুদ্রশঙ্খ ডেকেছিলো লক্ষ্মীর জেল্লায়;
চারপাশে নৃত্যপর মায়াবিনী সখী সেবাদাসী
ঘাগরা দুলিয়া হাসে ক্যাবারে, হল্লায়-।
রাগীব আলীর চোখ সেই লুব্ধ জীবনের ফেনা
দেখে গেছে আড়চোখে, হয় নাই কেনা
বন্দরের চারুপণ্য;
মনোলোকে বাংলার জলাঙ্গিনী
সুরমার জলে ভেসে ডেকেছিলো কোন সে ভেলায়?
নাকি জেগেছিলো কিংবদন্তী নারী একাকিনী,
তনুজোড়া শ্যামশিখা, অপর বেলায়?

শ্রমে ঘর্মে শীতে গ্রীষ্মে হেমন্তে বর্ষায়
জগতের সোনাদানা অর্জনের শেষে নিজ ঘর
যখন ডাকলো তাকে তামাবিলে, পাহাড়ি ঝর্ণায়
শরীরে জলের স্বরে জেগেছেন বেহুলার বর।

তুমুল যৌবনে তাই ফিরেছেন নিজের মাটিতে
দেখেছেন খরা-জরা, মানুষের দলিত বরাত;
ঘুঘু-ডাকা দ্বিপ্রহরে, খোলাবুকে শীতল পাটিতে
শ্রীহট্টের চা-বাগানে বুনেছেন বাস্তবের তাঁত।

বুনতে বুনতে কখন নিজেই তিনি স্বপ্ন-সওদাগর,
শুনলেন জলের গর্জন, সপ্তডিঙা মধুকর
সাজালেন মনমোহনায়; অনন্তর সোনার নোঙর

www.pathagar.com

তুলে পেছনে এলেন রেখে বিদেশ অবনী,
তখন সংসারসঙ্গী বাংলার শ্যামাঙ্গী রমনী
তখন জীবনসঙ্গী বাংলার উদার প্রান্তর
জাফলং পার হয়ে তারা ভরা রাতের আকাশে
সবুজ চুলের নারী বেঁধে রাখে চাঁদ সওদাগর।

প্রেমিক যখন আসে শ্রমিকে-বণিকে
সুষম সাম্যের গান জাগে দিকে দিকে।
রাগীব আলীর প্রেম সেই দ্বৈত বোধের অর্জন
শ্রম ও প্রেমের সখ্যে
মানুষের কণ্ঠে শুনি সিংহের গর্জন।

www.pathagar.com

www.pathagar.com